INDEX

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House, Tripura on Wednesday, the 24th December, 1980 at 11 A.M.

PRESENT

Shri Sudhanwa Deb Barma, Speaker in the Chair, Chief Minister, 9 Ministers, Deputy Speaker and 38 Members

STARRED QUESTIONS

মিঃ স্পীকার :- আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নকারি সদস্য গণের নামের পাশে চিহ্নিত করা হইয়াছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যদিগের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পাশে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলিবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানাইলে মাননীয় সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী জবাব প্রদান করিবেন। শ্রী তপন চক্রবর্ত্তী।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী (মুখ্যমন্ত্রী)—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় রাজস্ব ও শ্রম মন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে আপনার অনুমতি নিয়ে আমি প্রশ্নটির জবাব দিচ্ছি।

প্রশ্ন

১। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ১৯৮০ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত বিভিন্ন দপ্তরে মোট কতজন বেকার সরকারী চাকুরী পেয়েছেন; এবং

২। বর্তমানে বিভিন্ন দপ্তরে মোট কত পদ শূণ্য আছে?

উত্তর

তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীফয়জুর রহমান।

শ্রীফয়জুর রহমান—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৫।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ২৫।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ধর্মনগর মহকুমার ইচাই সোনাপুর মসজিদের টিন কে বা কাহারা খুলিয়া নিয়াছে;

২। সত্য হইলে বর্তমানে উক্ত মসজিদটি কি অবস্থায় আছে;

৩। ইচাই সোনাপুর মসজিদে মরহুম কারী দানিশ মামুদ ও কুতুবউদ্দিন মোট কতখানি ওয়াকফ সম্পত্তি দান করে গিয়েছিলেন এবং উক্ত মসজিদের ওয়াকফ সম্পত্তি বর্তমানে কার দখলে আছে;

৪। ধর্মনগর মহকুমার কদমতলা বাজার মসজিদ ঘর নির্মাণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

উত্তর

১। জানা নাই।

২। আলোচ্য মসজিদটির দুইচাল টিন দ্বারা ছাওয়া এবং অপর দুই চাল ছনের ছাউনী ছিল। বর্তমানে উক্ত ছনের চাল দুইটির ছন পঁচিয়া নষ্ট হইয়াছে।

৩। স্বর্গীয় কারী দানিশ মামুদ ও কুতুব উদ্দিন মোট কত জমি মসজিদের নামে ওয়াকফ সম্পত্তি দান করে গিয়েছিলেন তাহা সরকারী খতিয়ানে নাই। তবে, কুতুবউদ্দিন আহাম্মদ ভারতবর্ষ ত্যাগের পূর্বে মসজিদের জমি ১১ একর বাদে সম্পূর্ণ সম্পত্তি ৩৬ জন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর (একসচেঞ্জ) করিয়াছে।

৪। আপাততঃ ঐরূপ কোন প্রস্তাব নাই।

শ্রীফয়জুর রহমান—উক্ত মসজিদের কিছু ওয়াকফ সম্পত্তি আছে বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ এবং উক্ত গ্রামের শ্রীসুরেন্দ্র দাশ মহাশয় সেটা দখল করে আছেন বলা হয়। এটা সরকার তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—এরকম অভিযোগ আমাদের কাছে আসে নাই। যদি আসে তবে তদন্ত করে দেখা হবে।

শ্রীবাদল চৌধুরী—রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এই সমস্ত ওয়াকফ সম্পত্তি আছে। এইগুলি অধিগ্রহণ করার জন্য সরকার কোন নীতি গ্রহণ করেছেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই ওয়াকফ আইনের বিধি এর আগে ভালভাবে কার্যকরী করা হয়নি। আমরা কার্যকরী করার চেষ্টা করছি। যেটুকু আমরা করেছি সেটা কোথায় কোথায় ওয়াকফ সম্পত্তি আছে সেগুলির তথ্য সংগ্রহ করে ওয়াকফ সম্পত্তির বিবরণ গেজেটে নোটিফিকেশান হলে সরকার সেটা রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে এই আইন অনুসারে। সেটা ফাইন্যাল করে যতে পাবলিশ করতে পারি সেই চেষ্টা চলছে। এই কাজ কৈলাসহরে এবং কমলপুরে সম্পূর্ণ করেছি এবং গেজেটে এটা পাবলিশ করার জন্য পাঠানো হয়েছে। যে কেসটার কথা বলা হয়েছে সেটা ১১,১১ একর হচ্ছে মসজিদের জমি। এছাড়া বাকীটা ৩৬টা পরিবার একসচেঞ্জ করে এসেছে বলে দেখা যাচ্ছে। এই মসজিদের মেরামতির দরকার হলে সরকার কিছু কিছু সাহায্য করে থাকেন। এই মসজিদের মেরামতির জন্য যদি ওয়াকফ বোর্ড বলে থাকে তবে সেটা আমরা বিবেচনা করে দেখব।

শ্রীনিরঞ্জন দেব—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, অবগত আছেন কিনা যে গ্রামের অনেক মসজিদকে কালীমন্দিরে রূপান্তরিত করা হয়েছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—না, এইরকম তথ্য আমাদের কাছে নাই।

মিঃ স্পীকার—শ্রী মতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩১।

শ্রীআরবের রহমান (বন মন্ত্রী)—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ৩১।

প্রশ্ন

১। এখন পর্যন্ত রাবার চাষের মাধ্যমে সারা ত্রিপুরায় কত পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে ?

২। আরো কত পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার সম্ভাবনা আছে ? এবং

৩। রাবার কর্পোরেশন এ পর্যন্ত কত হেক্টর ভূমি রাবার চাষের আওতায় এনেছেন ?

উত্তর

১। এ পর্যন্ত রাবার চাষের মাধ্যমে ১০০ (এক শতক) পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে।

২। আরও ৩০০ (তিন শত) পরিবারকে ষষ্ঠ পরিকল্পনায় রাবার চাষের মাধ্যমে পুনর্বাসন দেওয়ার সম্ভাবনা আছে।

৩। ফরেষ্ট ডেভালপমেন্ট করপোরেশন কর্ত্তৃক সৃষ্ট ২২৪৪.১৮ হেক্টার।

শ্রী তরণী মোহন সিংহ—এই যে রাবার কর্পোরেশন এর পুনর্বাসনের যে অংক দেওয়া হয়েছে সেটা কি হেক্টার হিসাবে না প্রতি শত গাছ হিসাবে দেওয়া হয়েছে ?

শ্রী আরবের রহমান—একটা পরিবারকে এক হেক্টর করে দেওয়া হয়েছে।

শ্রী মতিলাল সরকার—সেই এক হেক্টারে কয়টা রাবার গাছ হবে ? অর্থাৎ একটা পরিবার কয়টা রাবার গাছের অধিকারী হবে ?

শ্রী আরবের রহমান—এক হেক্টারে প্রায় ৪৫০ টা রাবার গাছ লাগানো হয়। ১১×২৩ ফুট।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই সাম্প্রতিক কেন্দ্রীয় সরকার যে অর্ডিনান্স জারী করেছেন, তাতে বলা হয়েছে যে কোন অবস্থাতেই ফরেষ্ট রিজার্ভ আর ছাড়া হবে না। কাজেই তা যদি হয় তাহলে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে রাবার চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মন্ত্রী মশায় জানবেন কি ?

শ্রীআরবের রহমান — না

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই যারা খাস ভূমিতে রবার চাষ করতে আগ্রহী তাদেরকে রাবার করপোরেশন আর্থিক সাহায্য করে কিনা এবং করলে এই পর্যন্ত কতজনকে এই রকম সাহায্য দেওয়া হয়েছে জানতে পারি কি ?

শ্রীআরবের রহমান —এখন পর্যন্ত এরকম তথ্য আমাদের কাছে নাই। তবে যে পরিমাণ টাকা করপোরেশন এই কাজের জন্য বরাদ্দ করেছে, তা দিয়ে আমরা এখন পর্যন্ত ১০০ পরিবারকে এই কাজের মাধ্যমে পুনর্বাসন দেওয়ার চেষ্টা করছি যাতে করে প্রতি পরিবার এক হেক্টর জমিতে রাবার চাষ করতে পারে। এছাড়া করঙ্গীছড়াতে ১০০ হেক্টর জমিতে রাবার করার জন্য ১০০ পরিবারকে দেওয়া হয়েছে এবং এখন পর্যন্ত সেখানে ৩০ হেক্টর জমিতে রবার চাষ করা হচ্ছে। তাছাড়া ষষ্ঠ পরিকল্পনার মধ্যে যাতে আরও ৩০০ পরিবার রবার বাগান করতে পারে, তার জন্য রাজ্য সরকার একটি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে।

শ্রীমতিলাল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক পতিত এবং টিলা জমি রয়েছে এবং সেগুলির মধ্যে অনেকেই রাবার বাগান করতে চায়, তাছাড়া আরও এমন

অনেক আছে যারা নিজের জোত জমিতেও রাবার বাগান করতে চান। তাই আমি জানতে চাই যে তারা সরকার থেকে এই কাজ করার জন্য কি ধরনের সাহায্য পেতে পারেন?

শ্রীআবদের রহমান—যাঁরা জোতের জায়গায় রবার বাগান করতে চান, তারা কেন্দ্রীয় সরকার যে রাবার বোর্ড স্থাপন করেছে, তার কাছে আবেদন করলে পর রাবার বোর্ডের নির্দেশ মতো ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে তারা রাবার বাগান করতে পারেন অথবা রাবার বাগান করার জন্য উদ্‌যোগী হতে পারেন।

মিঃ স্পীকার:—শ্রীউমেশ নাথ।

শ্রীউমেশ নাথ—স্যার, প্রশ্ন নং ৬৪

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, প্রশ্ন নং ৬৪।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য, কদমতলাতে (ধর্মনগর) ডাক বাংলার জন্য নির্ধারিত জায়গায় কতিপয় ব্যক্তি দখল করে রাখায় ঐ ডাক বাংলার কাজ এখনো অসম্পূর্ণ অবস্থায় আছে?

২) যদি সত্য হয়, তা হলে ঐ জমির দখল উচ্ছেদ করে কবে নাগাদ ঐ ডাক বাংলার কাজ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়?

৩) আর যদি না করা হয়, তবে তাহার কারণ কি?

উত্তর

১), (২) ও (৩) তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীখগেন দাস, শ্রীঅরুণ দাস ও শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রীখগেন দাস—স্যার, প্রশ্ন নং ৮৬

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, প্রশ্ন নং ৮৬।

প্রশ্ন

১। ১৯৮০ সালের জুন মাসের দাঙ্গায় নিহত পরিবারের মোট কতজনকে ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত চাকুরী দেওয়া হয়েছে? এবং

২। ঐ সমস্ত পরিবারের লোকজনদের সরকার থেকে আর কি ধরনের সাহায্য দেওয়া হয়েছে?

উত্তর

১। দাঙ্গায় নিহত পরিবারের নিকট আত্মীয়দের ৩০ শে নভেম্বরের মধ্যে মোট ৩৮০ জন চাকুরী পেয়েছেন।

২। মৃত ব্যক্তিদের নিকট আত্মীয়দের পরিবার পিছু আরও পাঁচ হাজার টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅরুণ দাস—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যাদের চাকুরী দেওয়া হয়েছে, তারা ছাড়া আর কতজন বাকী আছে জানতে পারি কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—৩০শে নভেম্বরের পর এখন পর্যন্ত আমরা কিছু লোককে চাকুরি

দেওয়া হয়েছে। আজ পর্য্যন্ত আমরা মোট ৫০৬ জনকে চাকুরী দিয়েছি। তার মহকুমা-ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

অমরপুর—— ৪৬ জন,
উদয়পুর—— ৬৫ জন,
খোয়াই —— ৬৪ জন,
সদর —— ৩৩১ জন,

এছাড়া আর কিছু আবেদন-পত্র পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। দাঙ্গায় যে সমস্ত পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাদের পরিবার পিছু ৫০০০ টাকা করে অনুদান দেওয়া ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের সাহায্য দেওয়া হয়েছে। যেমন, যাদের ঘর-বাড়ী নষ্ট হয়েছে, তারা যাতে নতুন করে ঘর-বাড়ী তৈরী করতে পারে, তার জন্য সাহায্য দেওয়া হয়েছে, তাদের কৃষি কাজের জন্যও সাহায্য দেওয়া হয়েছে যাতে তারা ভালভাবে পুনর্বাসনের সুযোগ নিতে পারে।

শ্রীকেশব মজুমদার— দাঙ্গায় নিহত পরিবারের মধ্যে যাদেরকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে, তাতে কোন নিয়ম পালন করা হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী— নিয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের কতগুলি নিয়ম সাধারণ ভাবে পালন করতে হয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমরা সেই সব নিয়মগুলি কিছুটা রিলাক্স করেছি। যেমন বয়সের ক্ষেত্রে, আমাদের কেবিনেটের সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে দাঙ্গায় নিহত পরিবারের মধ্যে অন্তত: একজনকে একটা নির্দিষ্ট আয় এর চাকুরী দিতে হবে আর সেই অনুসারেই তাদেরকে চাকুরী দেওয়া হচ্ছে। আমরা এখন পর্য্যন্ত যে চাকুরী দিয়েছি তাতে ৪র্থ এবং ৩য় শ্রেণীর চাকুরীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। আবার এমন পরিবারও দেখা গিয়েছে যে নিকট আত্মীয় স্বজনের কেউ নেই, সেই সব ক্ষেত্রে যারা ঐ পরিবারের ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ করতে রাজী, দুই একটি ক্ষেত্রে তাদেরকেও চাকুরী দেওয়া হয়েছে। আবার এমন পরিবার আছে, যার দুই স্ত্রী আছে এবং দুই জনই চাকুরীর দাবী করছে-সেক্ষেত্রে আমরা দুই জনকেই চাকুরী দেওয়ার চেষ্টা করছি। কাজেই ঐ লোকগুলি যাতে ভাল ভাবে পুনর্বাসন পেতে পারে, তার জন্য আমরা এই সব ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করছি।

শ্রীকেশব মজুমদার— সরকারী সিদ্ধান্ত হল যে পরিবারের সোল আর্নিং মেম্বার দাঙ্গায় নিহত হয়েছে, তারাই চাকুরী পাবে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে সেই সোল আর্নিং মেম্বার চাকুরী পাচ্ছে না অথবা তাদের কেসগুলি ফর-ওয়ার্ড হয়ে আসছেনা। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মশাই এই জিনিষটা বিস্তারিত বুঝিয়ে বলবেন কিনা ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী:— আমরা সাধারণত: যে যে পরিবারের লোকজন দাঙ্গায় নিহত বা আহত হয়েছেন সেই সমস্ত পরিবারের একজনকে চাকুরী দিচ্ছি।

শ্রী তরণী মোহন সিংহ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ৫০০ জনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। তাঁদের এর মধ্যে কতজন সিডিউল্ড কাষ্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবস্ আছেন এবং জেনারেল থেকে কতজন আছেন ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই সব ব্যাপারে নিয়মকানুন কিছুটা শিথিল

করা হয়েছে। যে সমস্ত পরিবার থেকে কেউ নিহত হয়েছেন তাদের পরিবারের একজনকেই চাকুরী দেওয়া হচ্ছে। কে সিডিউল কাষ্ট কে সিডিউ ট্রাইব কে মুসলিম বা অন্য অংশের মানুষ সেটা বিবেচনা করা হচ্ছে না।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তরে বলেছেন যে পরিবারের কেউ নিহত হয়েছেন সেই পরিবারের একজনকে চাকুরী দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আমরা দেখেছি সাধারণভাবে যে পরিবারের কেউ নিহত হয়েছেন সেই পরিবারের লোককে চাকুরী না দিয়ে যে পরিবারের সোল আর্নিং মেম্বার মারা গেছেন সেই পরিবারের সম্পর্কেই রিকমেনডেশন করা হচ্ছে। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছু জানাবেন কি না?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি পরিষ্কার ভাবে বলেছি যে সোল আর্নিং মেম্বার কি না এটা বিবেচ্য নয়। দ্বিতীয়ত: মেম্বার থেকে খবর নেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, ম্যান পাওয়ার তথ্য সংগ্রহ করছে। মাননীয় সদস্যের যদি এই ব্যাপারে কোন বক্তব্য থাকে তাহলে নিশ্চয়ই সেগুলি তুলতে পারেন। কেউ বঞ্চিত হয়ে থাকলে তাকে চাকুরী দেওয়া হবে। আরেকটা কথা এই দাংগার কয়েকদিন আগেও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। যেমন বিলোনীয়া বাজারে, কালাছড়ি ইত্যাদি সেগুলির ক্ষেত্রেও আমরা একই সুযোগ সুবিধা দিচ্ছি। আবার দুই একটা ক্ষেত্রে মারা যায়নি কিন্তু সারা জীবনের পংঙ্গু হয়ে গেছে তার কর্মক্ষমতা নেই সেই লোককেও আমরা হ্যানডিক্র্যাটস হিসাবে যদি চাকুরী দেওয়া যায় সেটাও দিচ্ছি।

শ্রী উমেশ চন্দ্র নাথ:—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই দাংগায় কেউ যদি নিখোঁজ হয়ে থাকেন তাহলে সেই পরিবারকে কোন সাহায্য দেওয়ায় কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—এই রকম কোন কেস যদি মাননীয় সদস্য দিতে পারেন তাহলে নিশ্চয়ই আমরা বিবেচনা করে দেখব।

শ্রী মতি লাল সরকার :—সাপ্লিমেনটারী স্যার, কোণাবনের হীরেন্দ্র দেববর্মা, উনি দাংগায় মারা গেছেন এবং বড়জলার চিত্ত সরকার মারা গেছেন কিন্তু তাদের পরিবারের কেউ চাকুরী পান নি। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এক্ষণে আমি বলতে পারছিনা। আমি নিশ্চয়ই দেখব। পরবর্ত্তী সময়ে আমি মাননীয় সদস্যকে জানাতে পারব।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় যে সমস্ত পরিবারের এক জন নিহত হয়েছেন বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের পরিবারের একজনকে চাকুরী দেওয়া হবে। কিন্তু ১৬ই জুলাই আমরা বাঙ্গালী যে বন্ধ ডাক দিয়েছিল তাতে বিশেষ করে ধর্মনগরের বহু লোক আহত মানে জীবনের মত পংঙ্গু হয়ে গেছেন। কাজেই তাদের ক্ষেত্রে সরকার কি চিন্তা করছেন?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় সদস্য যদি এই ধরণের কোন কেস দেন তাহলে নিশ্চয়ই বিবেচনা করে দেখা হবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীখগেন দাস।

শ্রীখগেন দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ৯০, এল এস ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয়, স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ৯০।

প্রশ্ন

১। জরুরী অবস্থার সময়ে আগরতলার বটতলাতে উচ্ছেদ প্রাপ্ত অথবা উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়েছিল এমন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সংখ্যা কত ?

২। এই ব্যবসায়ীদের বিকল্প দোকান ঘরের জায়গা দেওয়া হবে কি ?

উত্তর

১। ৮১ জন উচ্ছেদকৃত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী।

২। ৮১ জনের মধ্যে প্রায় সকলকেই বিকল্প জায়গা দেওয়া হয়েছে বাকী যারা ছিল সেই সময়ে তাদেরকে পাওয়া যায় নি। তারা যদি এখন দাবী করেন তাহলে তাদেরকে পুনর্বাসন দেওয়া যেতে পারে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসুবল রুদ্র।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—কোয়েশ্চন নাম্বার ১১৩।

প্রশ্ন

১। ১৯৮০ সালের এপ্রিল থেকে এই বৎসরের অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত রাজ্যে কত সংখ্যক ভূমিহীন স্বদখলীয় খাস জমিতে বন্দোবস্ত পেয়েছেন, তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব ?

উত্তর

১। এই ধরনের যারা ভূমিহীন স্বদখলীয় খাস জমিতে ত্রিপুরায় বন্দোবস্ত পেয়েছেন তার কোন আলাদা হিসাব আমরা রাখি না। তবে গৃহহীন, ভূমিহীন কিংবা উভয়ের একটি হিসাব আমি হাউসের সামনে উপস্থিত করছি।

বিভাগের নাম	১/৪/৮০ ইং হইতে ৩১/১০/৮০ ইং পর্য্যন্ত			
	গৃহহীন	ভূমিহীন	ভূমি ও গৃহহীন উভয়	মোট
সদর	—	১৩১	১২	১৪৩
সোনামুড়া	১৫	৩৩০	৩৪	৩৭৯
খোয়াই	৫	১০৪	৩৮	১৪৭
কমলপুর	—	—	১৯	১৯
কৈলাশহর	২৫	১৬৯	২৪	২১৮
ধর্মনগর	৭১	৮৫	৭১	২২৭
উদয়পুর	—	—	—	—
অমরপুর	—	১০	৪০	৫০
বিলোনিয়া	২১৭	৯৬৯	১২৯৩	২৪৭৯
সাব্রুম	৪৮	৪৩৫	১০৬৭	১৫৫০

শ্রীসুবল রুদ্র :—এই ভূমিহীন এবং গৃহহীনদের বসবাসের খাস জমিতে বন্দোবস্ত করার কাজকে আরো বেশী ত্বরান্বিত এবং ত্বরান্বিত করার জন্য সরকার কি কি চিন্তা ভাবনা করছেন এবং এই কাজ করার জন্য নিশ্চয়ই একটি নির্দিষ্ট কোটা আছে সেই কোটা পূরন করার জন্য কি কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন সেটা জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, দুটো কাজ এক সঙ্গে চলছে। একটা বিস্তারের কাজ চলছে। বিভিন্ন জায়গায় ডিভিশন্যাল সার্ভে হচ্ছে ও আর একটি হচ্ছে, এস, ডি, ও, অফিস থেকে। আমাদের এখানে ট্রেণ্ড আমিন না থাকায় একটু অসুবিধে হচ্ছে। যে সব ট্রেণ্ড আমিন এখানে ছিল তাদের রি-সার্ভেতে দিয়ে দেওয়ায় এই অসুবিধের সৃষ্টি। আমরা আমিনদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করছি এবং সেই সঙ্গে যথেষ্ট নতুন আমিন নেওয়ার চেষ্টা করছি। এই কাজগুলি শেষ হলেই আমরা অনেক তাড়াতাড়ি কাজ করতে পারব।

শ্রীসুবল রুদ্র :—যে সব গৃহহীন এবং ভূমিহীনদের সরকার থেকে জমির বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে তাদের কোন আর্থিক সাহায্য দেওয়া হচ্ছে কি ? যদি দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে সিডুল্ড কাষ্টস এবং সিডুল্ড ট্রাইবসদের জন্য নির্দিষ্ট কোন কোটা আছে কিনা, যদি সেই কোটা থাকে, তাহলে সেটা কত তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, গৃহহীনদের যে টাকা দেওয়া হত তা খুবই সামান্য টাকা। এই টাকা দিয়ে কোন গৃহ তৈরী হতে পারে না। আমরা এবারও প্ল্যানিং কমিশনের কাছে বলেছি। আগে যে টাকা দেওয়া হত তা ছিল, ৬০০ কি ৭০০ শত টাকা। আমি দুঃখিত যে অ্যাকচ্যুয়াল ফিগারটা দিতে পারছিনা। এবং টাকা ছাড়াও আমরা আরো টাকা দেবার চেষ্টা করছি। সেটা হচ্ছে প্ল্যানিং কমিশন কিছু অর্থ দিয়েছেন। সেই অর্থ আরবান এরিয়ায় যারা গৃহহীন হয়েছেন, শ্রমজীবী মানুষ—রিক্সা শ্রমিক, বিড়ি শ্রমিক, ক্ষুদ্র দোকান কর্মচারী তাদের জন্য আমরা শহরের কাছাকাছি কিছু ঘর বাড়ী তৈরী করার ব্যবস্থা করছি এবং আগামী বছরে ভাল ভাবে করতে পারব। এই কাজে আমরা অন্যান্য ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশান থেকে টাকা পাব বলে আশা করছি। সেটা যদি করতে পারি, তাহলে আমরা হয়ত তিন থেকে চার হাজার টাকা পর্য্যন্ত এই ধরনের ঘর তৈরী করার জন্য খরচ করতে পারব। সে দিক থেকে আমি কত চীপ কষ্টে এই ধরনের ঘর তৈরী করা যায় তা পরীক্ষা করে দেখছি।

শ্রী নিরঞ্জন দেববর্ম্মা :— এই ১৫৫০ পরিবারের মধ্যে কোন সম্প্রদায়ের কত পরিবার আছেন এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এই তথ্য আমার কাছে এখন নেই।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— বিভিন্ন এলাকায় খাস জমিতে যারা বসবাস করছেন তারা এখনও কোন বন্দোবস্ত পান নি এই ব্যাপারে সরকার কি চিন্তা করছেন ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এটা একটা আলাদা কোয়েশ্চান আছে। এই কাজে খুব একটা অগ্রসর হওয়া যায় নি। প্রথমতঃ খুব বেশী জমি শহরাঞ্চলে নেই। তবে আগরতলা শহরে অনেক

জমি আছে যা দীর্ঘদিন যাবৎ মানুষের দখলে রয়েছে। সে গুলি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেই সব জমিতে তারা এলাটম্যান্ট পাবেন। তবে সব জমিই তারা এলাটম্যান্ট পাবেন এমন কথা নয়। আইন মতই তা দেওয়া হবে। আপনারা সবাই জানেন এলাটম্যান্ট রুলস কিছুটা সংশোধন করা হয়েছে। কালকে সেটা গেজেট নোটিফিকেশান হয়েছে।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— বিভিন্ন মহকুমা অফিসে এই এলটম্যান্ট পাওয়ার জন্য দরখাস্ত পড়ে রয়েছে এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কোন ব্যবস্থা নেবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, প্রশ্নটা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। তবে এই সব দরখাস্ত পড়ে থাকার কোন কারন নেই।

শ্রী বিমল সিনহা :— এলটম্যান্ট পাওয়ার জন্য বহু দরখাস্ত ডিবিশনের এস. ডি. ও. অফিসে জমা আছে। সেখান থেকে যাচ্ছে রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টে আবার রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট থেকে এস. ডি. ও. অফিস এই ভাবে ঘুরতে ঘুরতে আর এলটম্যান্ট হচ্ছে না।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, আমি বলেছি, সমস্ত কাজটা যাতে তাড়াতাড়ি হয় সে জন্য সরকার নজর দেবেন।

শ্রী সুবল রুদ্র :— যে সমস্ত ভূমিতে ভূমিহীন এবং গৃহহীনদের দেওয়া হয়েছে সেই সমস্ত ভূমতে তারা বন্দোবস্ত পাচ্ছে না। সোনামুড়াতে দেখা গেছে, যে সমস্ত জমিতে এলটম্যান্ট দেওয়া হয়েছে সেখানে ভূমিহীন এবং গৃহহীনরা পজেশন নিতে পারছে না পরচা দলিল থাকা সত্বেও। জোতদাররা বে-আইনী ভাবে তা দখল করে রেখেছেন। এই দিকে কিছু করার জন্য সরকার কি কি চিন্তা ভাবনা করছে তা জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— এই ব্যাপারে মাননীয় সদস্য মহোদয়রাই সবচাইতে বেশী সহায়তা করতে পারেন। বিভিন্ন জায়গাতে পঞ্চায়েত আছে, অন্যান্য সংগঠন গুলি আছে, তারাও ঐ গরীব মানুষ গুলির যাদের জমি নেই, তারা যাতে জমি বন্দোবস্ত পেতে পারে সে ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে।

শ্রী বিমল সিনহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন যে এই ব্যাপারে মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ এবং বিভিন্ন সংগঠন গুলি সহায়তা করতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কমলপুরে মহাবীর পঞ্চায়েত অফিসটি করা হয়েছে একটি খাস জায়গাতে। কিন্তু মহাবীর বাগানের মালিক এ ব্যাপারে একটা কেস ঠুকে দিল। যার ফলে সমস্ত পঞ্চায়েত মেম্বারদের এরেষ্ট করা হল। রেভেনিউ দপ্তরে যে কেস গেল এবং উইদাউট ইনকোয়ারী দিনের পর দিন এই ব্যাপারে পঞ্চায়েত মেম্বারদের হেরাসমেণ্ট করা হচ্ছে। কাজেই এই হেরাসমেণ্ট থেকে মাননীয় সদস্যরা যাতে রক্ষা পেতে পারেন তার ব্যাবস্থা করা হবে কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, মাননীয় সদস্য যে ঘটনার কথা বলেছেন, সেটা তদন্ত করে দেখা হবে। সরকার যাকে জমি দিয়েছেন, সেখানে মাননীয় সদস্যরা সাহায্য করতে গিয়ে যদি বাধাপ্রাপ্ত হন, তাহলে আইন মত যাকে জমি দেওয়া হয়েছে তার পক্ষেই কাজ করবে।

শ্রী রাম কুমার নাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় গৃহহীন এবং ভূমিহীনদের যে লিষ্ট দিয়েছেন, তার বাইরেও অনেক গৃহহীন এবং ভূমিহীন আছেন, এব্যাপারে কোন তথ্য সরকারের জানা আছে কিনা এবং থাকলে তাদের নাম সরকার দেবেন কিনা ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, আমি আগেই বলেছি যে, আমার এই লিষ্টের বাইরে আরও অনেক লোক আছেন যারা গৃহহীন এবং ভূমিহীন এবং খাস জমি দখল করেও বন্দোবস্ত পান না। তাদের একটা অংশ যখন রি-সার্ভে হচ্ছে তখন পেয়ে যাচ্ছে, তার একটা অংশতে এস. ডি. ও. অফিস থেকে দেওয়া হচ্ছে। এই উভয় অংশই যাতে তাড়াতাড়ি জমি পেতে পারে তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি।

মিঃ স্পীকার :– শ্রী নকুল চন্দ্র দাস।

শ্রী নকুল চন্দ্র দাস :— কোয়েশ্চান নং ১৫৬ স্যার।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— কোয়েশ্চান নং ১৫৬ স্যার।

প্রশ্ন

১) বর্ত্তমানে রাজ্যে মোট কতজন তপশীলি জাতি ও উপজাতি বেকারআছেন,

২) এদের কর্মসংস্থানের জন্য কি কি ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে,

৩) এদের জন্য সংরক্ষিত অপূর্ণ কোটাগুলি কতদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ করা সম্ভব?

উত্তর

১) বর্ত্তমানে রাজ্যে মোট তপশীলি জাতি ও উপজাতি বেকারের সংখ্যা নিম্নরূপ :—
তপশীলি উপজাতি— ৬, ৫২৭ জন।
তপশীলি জাতি— ৪, ৮৪৫ জন।

মাননীয় সদস্যদের মনে রাখতে হবে এই সংখ্যা হচ্ছে যারা আমাদের তালিকাভুক্ত। এবং বাইরে কতজন বেকার আছে আমাদের জানা নেই।

২) সরাসরি লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে তপশীলি জাতির ও উপজাতির জন্য সংরক্ষিত কোটা অনুযায়ী লোক নিয়োগ করা হইতেছে।

৩) তপশীলি জাতি ও উপজাতির জন্য সংরক্ষিত অপূর্ণ কোটাগুলি বিভিন্ন দপ্তরের প্রয়োজন অনুযায়ী যথাযথ পদ সৃষ্টি হইলে যথাশীঘ্র সম্ভব পূরণ করা হইবে।

মাননীয় সদস্যদের একটি জিনিষ বলা দরকার যে আমরা যদিও খুব সঠিক রেকর্ড রাখার চেষ্টা করছি, তাহলেও সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে অনেক সময়ে চাকুরী হওয়ার পরও সেই নাম এমপ্লয়মেণ্ট একসচেঞ্জ অফিস থেকে কাটা হয় না। কাজেই হয়তো কিছু ইনকারেকট থাকতে পারে, তবে সেটা বেশী হবে আমার মনে হয় না। আমরা চেষ্টা করছি আফলিফট্ করার জন্য যে তপশীলি জাতি এবং উপজাতির বেকারের সংখ্যা সঠিক কত।

শ্রী নকুল চন্দ্র দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই সিডুয়েল কাষ্ট এবং সিডুয়েল ট্রাইবেলদের মধ্যে কতজন গ্রেজুয়েট, মাধ্যমিক এবং হায়ার সেকেণ্ডারী পাস বেকার আছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার আমি স্কুল ফাইন্যাল এবং তার উপরে ও তার নীচে ঠিক কত জন তপশীলি জাতি এবং উপজাতি বেকার আছেন তার হিসাব আমি এইভাবে দিচ্ছি :—

পশ্চিম ত্রিপুরা—মেট্রিক বা তার উপরে তপশীলি জাতি বেকার সংখ্যা হচ্ছে ৫৬৭ জন। আর তার নীচে বেকারেরে সংখ্যা হচ্ছে ৪৫২০ জন।

উত্তর ত্রিপুরা—মেট্রিক বা তার উপরে তপশীলি জাতি বেকারের সংখ্যা হচ্ছে ২৫৯ জন। তার নীচে বেকারের সংখ্যা হচ্ছে ৫৮২ জন।

দক্ষিণ ত্রিপুরা—মেট্রিক বা তার উপরে তপশীলি জাতি বেকারের সংখ্যা হচ্ছে ৪৮৩ জন। আর তার নীচে বেকারের সংখ্যা হচ্ছে ২১৬ জন।

পশ্চিম ত্রিপুরা—মেট্রিক বা তার উপরে তপশীলি উপজাতি বেকারের সংখ্যা হচ্ছে ১২৮৪ জন। আর তরে নীচে বেকারের সংখ্যা হচ্ছে ৮৩৩ জন।

উত্তর ত্রিপুরা—মেট্রিক বা তার উপরে তপশীলি উপজাতি বেকারের সংখ্যা হচ্ছে ৪৪৪ জন। আর তার নীচে বেকারের সংখ্যা ৪৬২ জন।

দক্ষিন ত্রিপুরা—মেট্রিক বা তার উপরে তপশীলি উপজাতি বেকারের সংখ্যা হচ্ছে ২১৫ জন। আর তার নীচে বেকারের সংখ্যা হচ্ছে ৬০৭ জন।

শ্রী নকুল দাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, প্রায়ই আমরা শুনি যে যখনই তপশীলি জাতি এবং উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত প্রথম শ্রেণী বা দ্বিতীয় শ্রেনীতে চাকরীর জন্য ইন্টারভিউ ডাকা হয় তখন তপশীলি জাতি বা উপজাতি কোন যোগ্য প্রার্থী পাওয়া যায় না। আমরা জানি ত্রিপুরাতে কিছু সিডুয়েল কাষ্ট ও ট্রাইবেলের মধ্যে কিছু গ্রেজুয়েট বা হায়ারসেকেণ্ডারী পাশ লোক আছে। সতুরাং যে সমস্ত ১ম ও ২য় শ্রেনী পোষ্ট এখন খালি আছে, সেগুলি ঐ সমস্ত লোকদের দিয়ে পূরণ করার জন্য সরকার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহন করবেন কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, তপশীলি জাতি এবং উপজাতি ছেলেরা যাতে বড় পোষ্ট গুলি পেতে পারে তার জন্য বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং ব্যবস্থা আছে। সেই সব সুযোগ সুবিধা তারা গ্রহন করতে পারেন এবং সরকারও চান তারা সেই সব সুযোগ সুবিধা গ্রহন করুন। যে সমস্ত টেকনি-ক্যাল পোষ্টে তারা যেতে পারেন না, সেখানে কিছু রিল্যাাগজেশন এর ব্যবস্থা আছে সেই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তারা ভর্ত্তি হতে পারে।

শ্রী সুবল রুদ্র :—সাপ্লিমেন্টারি স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের আর্থিক দুর্বলতার জন্য তপশীলি জাতি এবং উপজাতিদের জন্য যে সমস্ত পদ সংরক্ষিত আছে, সেগুলি পূরন করা যচ্ছে না?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এটা ঠীক না। সব পদ পূরণ করার মত আর্থিক ক্ষমতা ত্রিপুরা সরকারের আছে।

শ্রী বিমল সিন্‌হা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে যে সিডুয়েল কাষ্ট এবং সিডুয়েল ট্রাইবস এর জন্য পদ ভেকেন্সি আছে, সেগুলি ফিলআপ করার ক্ষেত্রে আমি দেখছি এমপ্লয়মেন্ট একসচ্যানজের যে নিয়োগ নীতি আছে, সেটা মানা হচ্ছে না। কারন একটা বিরাট সংখ্যক ট্রাইবেল বেকার বাহিনী আছেন যারা জীবনে কোন দিন এমপ্লয়মেন্ট একসচ্যানজ থেকে ইন্টারভিউ পাননি সিনিয়ারিটি থাকা সত্বেও। উত্তর ত্রিপুরা এমপ্লয়মেন্ট একচ্যানজ থেকে হয়তো ১০০ জন বেকারের নাম পাঠানো হল আগরতলায়। কিন্তু দেখা গেল মাত্র ৫ জন বেকার ইন্টারভিউ পেলেন। ইহা কি সত্য?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, সিডুল কাষ্ট, সিডুল ট্রাইবের এমপ্লয়মেন্ট একচ্যাঞ্জের অ্যাপ্লাইয়ের কিছু রিলাকজেশন আছে। এমনকি আমরা এখন থেকে তদন্ত করছি যে

পরিবারের কতজন লোক চাকরি করে। যারা কাজের উপযুক্ত তাদেরকেই আমরা চাকুরীতে নিয়োগ করার চেষ্টা করছি। সবক্ষেত্রে পারছিনা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা আমরা করছি। অ্যামপ্লয়মেণ্ট একচেঞ্জ ব্লক আমরা সব যায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করছি। ১৭টা ব্লকে অ্যামপ্লয়মেণ্ট একচেঞ্জকে নিয়ে যাওয়া হবে। যাতে করে সবাই নাম রেজিষ্টারী করতে পারে। উত্তর ত্রিপুরাতে ২১৬ জন স্বল্প শিক্ষিত লোক আছেন। যারা অ্যামপ্লয়মেণ্ট একচেঞ্জে এখনও নামে উঠাতে পারেননি। আমাদের কাছে এই ধরণের প্রচুর অভিযোগ আছে, এবং আগে ও আসত যে অ্যামপ্লয়মেণ্ট একসচেঞ্জ তারা নাম উঠাতে পারছেনা। আমরা এই নিয়ে তদন্ত করছি। যদি কেউ সত্যি সত্যি এমন ধরণের সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ আনতে পারেন তাহলে আমি খুশী হব। কারণ তাতে তখন আমাদের তদন্ত করতে সুবিধা হবে। পুলিশের রিক্রুটমেন্টের সময় অনেক ক্ষেত্রে অনেককে হয়রানি খেতে হয়েছে। তার জন্য আমরা দুঃখিত। এমনিতেই বেকারদের নানা দিক দিয়ে নানা অসুবিধা পেতে হয়। তাদের নিজের পয়সা খরচ করে তাদের ইন্টারভিউ দিতে যেতে হয়। বেকারদের অসুবিধার জন্য আমরা ইন্টারভিউস্থল শুধু আগরতলাতেই রাখিনি। পুলিশের ইন্টারভিউর জন্য তিনটা জায়গা ঠিক করা হয়েছে।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমরা মাননীয়মহোদয় মন্ত্রী জানেন কি সিডুল কাস্ট এবং সিনিয়ারিটি থাকা সত্বে ও অনেক চাকুরী থেকে বঞ্চিত হচ্ছে? নীরোদ চন্দ্র মজুমদার, উত্তর ত্রিপুরা, জন্ম ১৯৪৮ সালে সিনিয়ারিটি থাকা সত্বে ও কেন বঞ্চিত করা হচ্ছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এইরকম কোন স্পেশিফিক কেইস্ আমরা জানা নেই। তবে এরকম যদি হয়ে থাকে তাহলে এটা দেখা হবে।

শ্রী বিমল সিন্হা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, গত কয়েক মাস আগে, পুলিশ অ্যানফোর্সমেণ্ট টাষ্টে নিয়োগ করা হয়েছে তাতে আমরা দেখেছি, গত কয়েকমাস আগে ৩৪ জনকে পুলিশ ডিপার্টমেণ্ট সিলেকট করা হয়েছিল কৈলাশহরে। বর্তমানে উত্তর ত্রিপুরার এস, পি, এই সিলেকশান ফাইলটাকে বাতিল করে দিয়ে আবার নতুন করে রিক্রুট করছেন। এটা কি উত্তর ত্রিপুরা বলেই এই ভাবে অবহেলিত হচ্ছে না অন্য কোন কারণে অবহেলিত?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারটা আমার বিশেষভাবে জানা নেই। তবে সর্বশেষ যে পুলিশের ইন্টারভিউ হয়েছে তার নিয়োগ এখনও হয়নি।

শ্রী নকুল দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি, সিডুল কাষ্ট এবং সিডুল ট্রাইবদের যে সেপারেট ভাবে ইন্টারভিউ নেওয়ার কথা তা নেওয়া হয় না। অন্যদের বেলায় মেরিট কমপিটিশানে চাকরী হয়। কিন্তু যেখানে বলা আছে যে সিডুল কাস্ট এবং সিডুল ট্রাইবদের জন্য সেপারেটভাবে ইন্টারভিউ নেয়া হবে তা কবে পর্যন্ত চালু করা হবে?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— সিডুল কাষ্ট এবং সিডুল ট্রাইবের সেপারেট ইন্টারভিউ নেওয়া হবে এরকম কোন কথা আমার জানা নেই।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী দ্রাউজাম কামিনী ঠাকুর সিং।

শ্রী দ্রাউজাম কামিনী ঠাকুর সিং-:- ষ্টারড কোয়েশ্চান নং ১৩১

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— কোয়েশ্চান নং ১৩১

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য রাজ্য সরকারের প্রয়োজনে ভূমি অধিগ্রহনের কার্য্য বিলম্বিত হওয়া পরিকল্পনা রুপায়নে বিলম্ব হচ্ছে,

২) সত্য হইলে অধিগ্রহনের কাজে ত্বরান্বিত করার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কি?

উত্তর

১) হ্যাঁ কোন কোন ক্ষেত্রে বিলম্বিত হয়।

২) হ্যাঁ, আইনের আওতার মধ্যে সম্ভবপর স্থলে করা হয়।

শ্রী দ্বরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিং :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি ৭৮ ইংরাজীতে খোয়াই শহরে এলাকার সম্প্রসারনের করতে গরীব কৃষকদের কাজ থেকে অগ্রীম টাকা নেওয়া হয়, এবং তারা প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল এই টাকা দেরয়া হবে। কাজ হয়েছে, কিন্তু অদ্যাবধি তাদের টাকা দেওয়া হয় নাই?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— যাদের টাকা ফেরত দেওয়া হয়নি তাদের যাতে টাকা তাড়াতাড়ি ফেরত দেওয়া হয় তার জন্য আমি তাদেরকে অনুরোধ করব।

অধ্যক্ষ মহাশয় :— যে সমস্ত তরকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেই-গুলির লিখিত এবং তারকা চিহ্নি বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

মিঃ স্পীকার :— প্রশ্নোত্তর শেষ হল।

OBITUARY REFERENCE

Mr. Speaker :-Obituary Reference to the passing away of Gautam Prasad Datta.

মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ আমি এখন প্রয়াতঃ ত্রিপুরার বিধান সভার সদস্য শ্রী গৌতম প্রসাদ দত্তের স্মৃতি তর্পনাঞ্জলি পাঠ করছি। পাঠের শেষে সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করব দুই মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে উনার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাতে।

যুবনেতা কমরেড গৌতম প্রসাদ দত্তের মৃত্যু যেমন আকস্মিক তেমন মর্মান্তিক। পাঁচ বৎসর পূর্বে কমরেড গৌতম প্রসাদ দত্তের পরিচয় ছিল শুধুমাত্র বিশালগড এলাকায় গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের এক কর্মী কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে নিজের বুদ্ধি, বিচক্ষনতা এবং রাজনৈতিক দূরদর্শীতার দ্বারা ত্রিপুরার রাজনীতিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে গৌতম দত্ত প্রমান করেছিলেন তিনি শুধুমাত্র বিশালগড় এলাকার একজন সর্বহারার নেতা নন, সমগ্র ত্রিপুরাবাসীর গণতান্ত্রিক অধিকার সংরক্ষণের এবং স্বৈরতন্ত্রী ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এক মহান আদর্শে ব্রতী এক উদীয়মান নেতা।

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর রাত্রে দুস্কৃতকারীদের হাতে ত্রিপুরা বিধান সভার এই কনিষ্ঠতম সদস্য এক নৃশংস পরিকল্পিত রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের শিকার হন তাঁর এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের দুসংবাদে সেদিন গণতন্ত্রপ্রিয় ত্রিপুরাবাসী মিছিল, মিটিং বন্ধ ও হরতালের মধ্য দিয়ে

তাদের প্রিয় নেতার প্রতি শেষ শ্রদ্ধার্ঘ জানিয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে ঘৃণা আর সংগ্রামী শপথ ব্যক্ত করছে।

সাম্প্রতিক ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষের দিনগুলিতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শান্তির পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে জাতি উপজাতি এবং শ্রমজীবি ও গরীব মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে কমরেড দত্ত নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ঠিক সেই প্রত্যাশিত মুহূর্তে প্রতিক্রিয়াশীল চক্র তাঁকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিল। শ্রীদত্ত তাঁর স্বল্পকাল স্থায়ী কর্মজীবনের মধ্যেই নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছেন তিনি সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর একজন যোগ্য কর্মী। তাঁর মৃত্যুতে ত্রিপুরাবাসী হারাল একজন জনদরদী যুবনেতাকে এবং বিধানসভা হারাল উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় একজন তরুণ সদস্যকে।

এই সভা কমরেড গৌতম দত্তের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারকে গভীর সহানুভূতি ও সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

(২ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়)

বিজনেস্ এ্যাড্ভাইসারী কমিটির রিপোর্ট

-উত্থাপন ও গ্রহণ-

মাননীয় সদস্যবৃন্দ্ সভার পরবর্তী আলোচ্য বিষয় হলো, "বিজনেস্ এ্যাড্ভাইসরী কমিটির রিপোর্ট পেশ, বিবেচনা ও পাশ করা।"

বর্তমান অধিবেশনের ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৮০ইং (তারিখ) থেকে ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৮০ইং (তারিখ) পর্য্যন্ত বিধান সভার বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়গুলি বিবেচনার জন্য "বিজনেস্ এ্যাডভাইসারী কমিটি" যে সময় নির্ধট সুপারিশ করেছেন সেই রিপোর্টটি পেশ করার জন্য আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

উপাধ্যক্ষ মহাশয় :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিধান সভার বর্তমান অধিবেশনের ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৮০ইং (তারিখ) থেকে ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৮০ইং (তারিখ) পর্যন্ত বিভিন্ন কার্য্যসূচী আলোচনার জন্য "বিজনেস্ এ্যাড্ভাইসারী কমিটি" যে সময় নির্ধট সুপারিশ করেছেন তাঁর রিপোর্ট এই সভায় আমি পেশ করছি।

অধ্যক্ষ মহাশয় :—এখন রিপোর্টটি হাউসের বিবেচনার জন্য এবং অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থাপন করতে আমি মননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

উপাধ্যক্ষ মহাশয় :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, "বিজনেস্ এ্যাড্ভাইসারী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ধটের সহিত এই সভা একমত"।

অধ্যক্ষ মহাশয় :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি এখন আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো :—"বিজনেস্ এ্যাড্ভাইসারী কমিটি প্রস্তাবিত সময় নির্ধণ্টের সহিত এই সভা একমত"। যারা এই মোশানের পক্ষে আছেন তারা "হাঁ" বলবেন। যারা এই মোশানের বিপক্ষে আছেন তারা "না" বলবেন।

(অতপর রিপোর্টটি সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।)

অধ্যক্ষ মহাশয় :- আমি নিম্নলিখিত সদস্যের নিকট হইতে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। শ্রীনকুল দাস। নোটিশের বিষয়বস্তু হলো :- "গত ৮ই সেপ্টেম্বর, সমরেন্দ্র দাস নামক জনৈক উন্মাদ ব্যক্তিকে আগরতলা পূর্ব থানা লকআপে অমানুষিক নির্যাতন সম্পর্কে"। আমি মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তা হলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :- এই নোটিশের উপর আমি ২৯ তারিখে বিবৃতি রাখব।

মি: স্পীকার :- সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল মাননীয় বিধায়ক শ্রীসমর চৌধুরী কর্ত্তৃক দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব। আমি সেটিতে সম্মতি প্রদান করেছি। প্রস্তাবটি হল :-

গত ১৬ই ডিসেম্বর আমবাসা থানার কুলাই বাজারে তেলিয়ামুড়া ব্রহ্মছড়া শ্রীকুমুদ সরকার ও তেলিয়ামুড়া মহিগঙ্গার পরিমল পালের দোকান থেকে এবং ১৭ই ডিসেম্বর জিরানীয়া বাজারে বঙ্কিমনগর গ্রামের শ্রী হরিপদ ভট্টাচার্য্যের বাড়ী থেকে বোমা তৈরীর প্রচুর পরিমাণ বিস্ফোরক পদার্থ আবিষ্কার সম্পর্কে।

আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে উক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটির উপর আজ বা তার পরবর্ত্তী সময় কবে বিবৃতি দিতে পারবেন তা জানানোর জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :- মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি উক্ত প্রস্তাবটির উপর আগামী ২৯শে ডিসেম্বর বিবৃতি দেব।

মি: স্পীকার : মাননীয় স্বরারষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় আগামী ২৯শে ডিসেম্বর বিবৃতি দেবেন।

সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল - আমি মাননীয় বিধায়ক শ্রী তরণী মোহন সিনহার কাছ থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি এবং সম্মতি দিয়েছি। প্রস্তাবটি হল -

গত ২৭শে নভেম্বর কৈলাশহর ছাওমনু সংলগ্ন থালছড়ায় ২ জনগণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের কর্মী সহ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ৫ জন ব্যক্তিকে বাজারে যাওয়ার পথে খুন করা সম্পর্কে।

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কেউক্ত প্রস্তবাটির উপর আজ বা তার পরবর্তী সময়ে কবে বিবৃতি দিতে পারবেন তা জানানোর জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :- মাননীয় স্পীকার স্যার, উক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটির উপর আমি আগামী ৩০শে ডিসেম্বর বিবৃতি দেব।

মি: স্পীকার :- মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় আগামী ৩০শে ডিসেম্বর বিবৃতি দেবেন।

সভার পপর্ত্তী কার্য্যসূচী হল -

Laying of "The Tripura Code of Criminal Procedure (Tripura Amendment) Ordinance, 1980 (Tripura Ordinance No. 1 of 1980) promulgated by the Governor under Article 213 of the Constitution of India".

আমি মাননীয় মূখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি অর্ডিনেন্সটি সভার সামনে পেশ করার জন্য।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

I beg to lay before the House the Tripura Code of Criminal Procedure (Tripura Amendment) Ordinance, 1980 (Tripura Ordinance No. 1 of 1980) promulgated by the Governor under Article 213 of the Constitution of India.

Mr. Speaker :- সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল

Laying of - " The Notification No. 2(254) - DHE/79 dated the 18th August, 1980 issued under section 3 of the Tripura Educational Institutions (Taking over of Management) Act, 1973 extending the period of vesting to Government in respect of Ramthakur College and R.K. Mahavidyalaya".

আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে অনুরুধ করছি নোটিফিকেশানটি সভার সামনে পেশ করার জন্য :

Sri Dasarath Deb :- Mr. Speaker sir, I beg to lay before the House the the Notification No. 2(254)-DHE/79 dated the 18th August, 1980 issued under Section 3 of the Tripura Educational Institutions (Taking over of Management)Act, 1973 extending the period of vesting to Government in respect of Ramthakur College and R.K. Mahavidyalaya".

Mr. Speaker :- সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল -

Laying of - "The Salient Features of the Feasibility Report on Pottery-ware Project in Tripura prepared by the North Eastern Industrial and Technical Consultancy Organisation Ltd., Gauhati."

আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে উক্ত রিপোর্টটি সভার সামনে পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি।

Sri Anil Sarkar ;- Mr. Speaker Sir, I beg to lay before the House "The Saliant Features of the Feasibility Report on pottery-ware Project in Tripura prepared by the North Eastern Industrial and Technical Consultancy Organisatian Ltd., Gauhati."

Mr. Speaker সভার পরবর্তি কার্য্যসূচী হল -

Lying of - "The Tripura Markets Rules, 1979"

আমি মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে উক্ত বিলটি সভার সামনে পেশ করতে অনুরোধ করছি।

Sri Nripen Chakraborty ;- Mr. Sp aker Sir on behalf of the Revenue Minister for Revenue Department, I beg to lay before the House "The Tripura Markets Rules, 1979".

Mr. Speaker :- সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল -

Laying of - "The Tripura Agricultural Indebtedness Relief Rules, 1980"

আমি মাননীয় কৃষি মন্ত্রী মহোদয়কে উক্ত বিলটি সভার সামনে পেশ করতে অনুরোধ করছি।

Mr. Nripen Chackraborty :- Mr. Speaker Sir, I beg to lay before the Hause " The Tripura Agricultural Indebtedness Relief Rules, 1980".

PRESENTATION OF THE DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS FOR 1980-81.

Mr. Speaker Sir :- সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল - [illegible]

The Finance Minister to present to the House the Demand for Supplementary Grants for the year 1980-81.".

Sri Nripen Chakraborty : Mr. Speaker Sir, I rise to present the Supplementary Demands for Grants for Government of Tripura for the year 1980-81.

The reasons for additional amount necessary during the current financial year has been explained in Supplementary Demands for grants.

Main items are provision for Additional D.A. to the State Government Employees, Additional grants in aid for the institutions for the same reason, additional outlay in State Plan as approved by the Government of India in August 1980, adjustment of State Plan expenditure between various developments Heads, additional expenditure needed for strengthening of Police Organisation including transport cost of Hospitals, extra amount needed for relief measures, provisions for Criminal Tribunals, more provision for old age pension, increased provision for Jail inhabitants, training of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in technical jobs in the Government Press, fund for national integration held on 2. 11. 80 and 3. 11. 1980 etc.

With additional provision needed as per Supplementary Demands the State will face a deficit of Rs. 777.31 lakhs We have requested the Government of India to provide extra financial assistance to the extent of Rs. 401.64 lakhs. Balance is left uncovered now and may be met partly at the end of the year by savings under different heads.

Government Bill

মাননীয় অধ্যক্ষ : মাননীয় সদস্যবৃন্দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে এই সাপ্লিমেন্টারী ব্যয়-বরাদ্দের দাবীর উপর "ছাঁটাই প্রস্তাব" আগামী ২৬শে ডিসেম্বর, শুক্রবার বিকেল ৪ ঘটিকা পর্যন্ত বিধান সভা সচিবালয়ে গ্রহণ করা হবে এবং ১৯৮০-৮১ সনের আর্থিক বৎসরের সাপ্লি-মেন্টারী ব্যয়-বরাদ্দের দাবী সম্বলিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :-

"দি ত্রিপুরা এগ্রিকালচারেল প্রডিউস মার্কেটস বিল, ১৯৮০-৮১ (ত্রিপুরা বিল নং ১১ অব ১৯৮০)" উত্থাপন। আমি এখন মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

দি ত্রিপুরা এগ্রিকালচারেল প্রডিউস মার্কেটস বিল, ১৯৮০-(ত্রিপুরা বিল নং ১১ অব ১৯৮০)।

এই সভায় উত্থাপন করার জন্য আমি অনুমতি চাইছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ : আমি এখন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি।

মোশানটি হলো :- "দি ত্রিপুরা এগ্রিকালচারেল প্রডিউস মার্কেটস্ বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ১১ অব ১৯৮০)

বিলটি ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়।

মাননীয় সদস্য বৃন্দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে অর্ডিনেন্স নোটিফিকেশান, রিপোর্ট, রুলস, এবং বিলের প্রতিলিপিগুলো নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

Short Discussion on Matters of Urgent Public Importance

মাননীয় অধ্যক্ষ : আই হেভ রিসিভড নোটিসেস টু রেইজ ডিসকাশন অন দি মেটারস অব আরজেন্ট পাবলিক ইমপোরটেন্স ফর সর্ট ডিউরেশন ফ্রম সর্ব শ্রী মতিলাল সরকার এবং খগেন্দ্র জমাতিয়া কামিনি ঠাকুর সিংহ :-

সাবজেক্ট মেটার অব দ্যা ডিসকাশনস্ আর :-

"বাংলাদেশ সীমান্তে ডাকাতি ও সমাজ বিরোধীদের সন্ত্রাসমূলক কার্য্যকলাপ বৃদ্ধি সম্পর্কে।"

আই নাও রিকুয়েষ্ট দ্যা অনারেবল মেমবার শ্রী মতিলাল সরকার টু মেট হিজ স্পীচ অন দিস সাবজেক্ট।

শ্রী মতিলাল সরকার :- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরায় গত জুন মাসে যে দাঙ্গা হয়ে গেল তার মোকাবিলার জন্য আমাদের রাজ্য পুলিশ, সি, আর, পি, এবং রাজ্যে কর্মরত বি, এস' এফ, বাহিনী এবং ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক প্রিয় মানুষ এককাট্টা হয়ে বিভিন্ন এলাকায় কাজ করেছেন জাতি উপজাতির মধ্যে সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনার জন্য দাঙ্গাকে প্রতিরোধ করার জন্য। এই যখন অবস্থা, যখন ত্রিপুরার পুলিশের একটা বিরাট অংশ, বি, এস, এফ, সি আর, পি, বাহিনী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য, শান্তি ফিরিয়ে আনবার জন্য কাজ করছেন ঠিক তখনই ত্রিপুরার বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় কিছু সমাজ বিরোধী ডাকতরা তাদের আড্ডা খোলার জন্য চেষ্টা করছে। সোনামুড়ায় বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় সম্প্রতি কয়েকটি ডাকাতি হয়ে গেছে। তেমনি সদর এলাকার বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় অনেকগুলি ডাকাতি সংগঠিত হয়েছে। সেই ডাকাতিগুলি একটু বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, কোন কোন ক্ষেত্রে সেগুলি রাজনৈতিক ডাকাতি হয়েছে। সম্প্রতি দেবীপুরে সি, পি, এম, উপপ্রধান অগ্নি কুমার দেববর্মার বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে। দাঙ্গার সময় ঐ এলাকায় শান্তি রক্ষার জন্য শ্রী অগ্নি কুমার দেববর্মা কাজ করে ছিলেন। তার সঙ্গে ছিলেন দেবী পুর, কোনাবন গাঁও সভার প্রধানরা এবং সেখানকার গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ। উনার বাড়ি সংলগ্ন কিছু লোক ঐসময় তারা যাতে করে শান্তি রক্ষার জন্য কাজ করতে না পারেন তার জন্য বাঁধা দেয়। ঐ সকল দুষ্কৃতিকারীরা তাঁর এই শান্তি রক্ষার কাজকে সহ্য করতে পারেনি। এবং তারজন্য তারা তাঁর বাড়িতে ডাকাতি সংঘটিত করেছে। যারা ধরা পড়েছে তারা ঐ খানকার কংগ্রেস (আই) এর সমর্থক। অনুরূপ ভাবে

তারা মোহনপুরে বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় বামফ্রন্ট এর সমর্থক প্রধানদের অনেক এর বাড়িতে ডাকাতি করেছে। তেমনি সাক্রমে বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় বিভিন্ন গাঁও সভার কয়েকটি বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখছি ত্রিপুরার সাম্প্রতিক দাঙ্গার সময় যে বি, এস, এফ বাহিনী শান্তি রক্ষার জন্য কাজ করেছে সেই বি, এস এফ, এর একজন এসিস্টেন্ট কমাণ্ডেন্ট মিঃ আর, কে মিত্র সম্পর্কে কিছু লোক, যারা কংগ্রেসী সমর্থক, অপপ্রচার শুরু করে ফলে মিঃ মিত্রকে ছুটি নিয়ে যেতে হয়।
এই ভাবে যে বি, এস, এফ, গণতান্ত্রিক মানুষের হাতিয়ার হয়ে দাংগার বিরুদ্ধে লড়েছিল সেই বি, এস, এফ, যাতে চোরকারবারীদের, মজুতদারদের, ডাকাতদের হাতের পুতুল হয়ে দাঁড়ায় তার একটা চক্রান্ত ছিল। তার প্রতি আমি দৃষ্টী আকর্ষণ করছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরার প্রায় সব দিকই সীমান্ত এলাকায় বি, এস, এফ, এর যে ক্যাম্পগুলি আছে তাদের একটি থেকে আর একটির দুরত্ব অনেক বেশী। তার ফলে ৪-৫ মাইল দীর্ঘ সীমান্ত এলাকায় একটা বি, এস, এফ, ক্যাম্পের পক্ষে পাহারা দেওয়া সম্ভব হয় না এবং ত্রিপুরার বর্তমান যে পরিস্থিতি এবং বিগত দাংগার ফলে উদ্ভূত যে পরিস্থিতি, এই সবগুলি মিলিয়ে নিশ্চয়ই বি, এস, এফ, এর শক্তি বাড়ানোর প্রয়োজন আছে এবং ডাকাতেরা যাতে সীমান্তের ওপার থেকে এসে ডাকাতি করে বিনা বাধায় ফিরে যেতে না পারে তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন মনে করি। যে সকল ডাকাতি সীমান্ত এলাকায় হয় সেই সকল ডাকাতি নমুনা প্রায় একই রকম। তাদের সংগে বন্দুক থাকে এবং জনসাধারনণ যাতে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে তাদের প্রতিরোধ না করতে পারে তার জন্য তারা বন্দুকের গুলি ছুঁড়তে দ্বিধা বোধ করে না। এইভাবে তারা ডাকাতি করে বাংলাদেশে চলে যায়। শুধু যে বাংলাদেশের দস্যুরা এখানে ডাকাতি করে তাই নয়, যেমন দেবীপুর এর ঘটনার কথা বললাম যে রাজনৈতিক দলের—কংগ্রেস (আই) এর লোকেরাও এর মধ্যে আছে। আমরা কিছুদিন আগে দেখেছি করবুকে পুলিশ ফাঁড়িতে যেমন হামলা হয়েছে এবং আমাদের নিরাপত্তা বাহিনীর সংগে তাদের সংঘর্ষ হয়েছে এবং তারা বাংলাদেশে ফিরে গেছে। কাজেই যারা সীমান্তের ওপার থেকে এসে ডাকাতি করে এবং তাদের সংগে যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র থাকে তা থেকে এটা বোঝা যায় যে তারা নিছক সমাজ বিরোধী নয়, তাদেম সাথে সীমান্তের ওপারের কোন একটা শক্তির গভীর যোগাযোগ আছে এবং কোথা থেকে তারা সেই অস্ত্র পাচ্ছে সেই জিনিষটা আমাদের দেখতে হবে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখেছি শুধু ধনরত্নের জনাই তারা ডাকাতি করতে আসে না। অন্যান্য কারণও হয়ত আছে। কিছুদিন আগে আমরা লক্ষ্য করেছি সদরে গোকুল নগর এলাকায় যখন এক বাড়ীতে ডাকাতি হয় বাড়ীর মানুষ প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিল, এবং দুই জনকে জখম করে সেই ডাকাত দল বাংলাদেশে পালিয়ে যায়। ডাকাতি অবশ্য এর আগেও হয়েছে। কিন্তু আমি মনে করি যে

এই ডাকাত দল যেভাবে সুসজ্জিত হয়ে আসে, তাদের পেছনে একটা শক্তি রয়েছে। সাম্রাজ্যবাদীদের একটা হাত থাকতে পারে। তা না হলে এইভাবে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে কাজ করে তারা ফিরে যেতে পারত না। আমরা যদিও দেখেছি বিগত দিনে বি. এস. এফ. প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছে, তা সত্ত্বেও বলতে পারি কোন কোন বি. এস. এফ.—যেমন শহরের রাইয়ড়া এলাকায় একটি ক্যাম্প আছে, বিভিন্ন সময়ে দেখা যায় ঐ বি. এস. এফ. ক্যাম্পের পাশ দিয়েই তারা ডাকাতি করে বাংলা দেশে ফিরে যায় এবং বি. এস. এফ. ক্যাম্পের কাছে অনেকক্ষন ধরে ডাকাতি হয়। সাধারণতঃ দেখা যায় যে এই এলাকায় বি. এস. এফ. ক্যাম্প আছে সেই এলাকার পঞ্চায়েত এর লোকদের সংগে বি. এস. এফ. ক্যাম্পের লোকদের কোন যোগাযোগ থাকে না। অথচ এমন ধরনের লোকদের সংগে যোগাযোগ তারা রাখে যারা অবাঞ্ছিত।

কাজেই অধ্যক্ষ মহোদয়, সীমান্ত এলাকা আরও সুরক্ষিত করবার জন্য এবং ত্রিপুরায় ভিতরের দাঙ্গার পরবর্তী পরিস্থিতিতে মানুষকে আরও বেশী নিরাপদ করবার জন্য একই সাথে সীমান্ত এলাকা সুরক্ষিত করবার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ যাতে কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেন এবং রাজ্য সরকারের চাওয়া বিভিন্ন সহযোগিতার দিকে যাতে হাত বাড়িয়ে আসেন তার জন্য আমি অনুরোধ করছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সীমান্ত এলাকার গরু এবং অন্যান্য সম্পদ আমাদের রাজ্য থেকে সীমান্তের ওপারে চলে যাচ্ছে। বিশেষ করে গরুপাচার এবং বনজ সম্পদ। কাঠ. বাঁশ এই সকল সম্পদ আমাদের রাজ্য থেকে সীমান্তের ওপারে চলে যাচ্ছে। কাজেই এইগুলিকে প্রতিরোধ করতে গেলে আমাদের রাজ্যে আরও বেশী সীমান্ত রক্ষী বাহিনী দিতে হবে এবং সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর যে দৃষ্টি ভঙ্গি, যদিও আমরা জানি, আমরা বিভিন্ন কাজের মধ্যে দিয়ে অনুভব করছি যে তাদের দৃষ্টি ভঙ্গী এবং জনগণের সংগে সহযোগিতা করে চলার যে মনোভাব গড়ে তোলা সেই মনোভাব কেন্দ্রীয় সরকার গড়ে তুলবেন কিনা আমরা বুঝতে পারছি না। এলাকায় এসে বিভিন্ন ধরনের যে চোরাই বা বিভিন্ন ধরণের সমাজবিরোধী লোকের সংগে এরা যেমনভাবে চলতে চেষ্টা করে গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের সংগে সেই চেষ্টা তারা করে না। যারা এই সমস্ত চুরি ডাকাতি প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করে. তাদের সংগে এদের খুব একটা যোগাযোগ হয় না।

কাজেই যাতে আমার এই রাজ্য থেকে গো সম্পদ চলে যেতে না পারে; আমার রাজ্য থেকে চাল, মোরগী অথবা গো মহিষ জাতীয় কোন জিনিস সীমান্তের ঐ পাড়ে না যেতে পারে এবং সীমান্ত এলাকায় জনগণের নিরাপত্তা যাতে সুদৃঢ় হয় তার জন্য রাজ্যের জনগণের সহযোগিতায় সীমান্ত এলাকায় যাতে পাহাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা হয়, তারজন্য সব ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে কেন্দ্রীয় সরকার যাতে এগিয়ে আসেন, তার জন্য আমার এই অনুরোধ। আর রাজ্য সরকারের কাছেও আমার অনুরোধ হল এই যে তারা যেন এজন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন প্রস্তাব যাতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। তার সাথে সাথে ত্রিপুরা রাজ্যের গণতন্ত্র প্রিয় মানুষ যারা বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, যারা সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যারা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, সেই মানুষগুলি

যাতে সীমান্ত এলাকায় নিরাপদে বসবাস করতে পারে, তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আমি কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের কাছে আহ্বান রাখছি। আর এই আহ্বান রেখে, আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীব্রজাইশ্বাম কামিনী ঠাকুর সিং :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে প্রস্তাব এখানে মাননীয় সদস্য মতিলাল সরকার এনেছেন আমি সেটাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। আজকে সীমান্ত এলাকাতে প্রতিদিনই গরু পাচার হয়ে যাচ্ছে, এই সংবাদ আমরা শুনি এবং দেখি। গত কয়েক দিন আগে খোয়াই মহকুমার আশারাম বাড়ী এলাকায় এক সপ্তাহের মধ্যে চার পাঁচ জায়গা থেকে গরু পাচার হয়ে গেল। আশারামবাড়ী এবং দেবদারু এলাকার দুইটি ঘটনায় কম করেও ২৫টি গরু পাচার হয়ে গেল খবরের প্রকাশ যে বাংলাদেশী সশস্ত্র লোকজন এসে জোর জুলুম করে, কোথাও বা খুন করে, কোথাও বা মারপিট করে ঐ এলাকার গো-সম্পদ পাচার করে নিয়ে যাচ্ছে। এই ধরনের কুকর্মের বিরুদ্ধে একটা প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য আমরা গত বৎসরই এই সভাতে একটা আলোচনা তুলেছিলাম যে সীমান্ত এলাকাতে এই সমস্ত কাজের প্রতিরোধের জন্য সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকে আরও জোরদার করা হউক এবং তার সংগে সংগে যাদের গো-সম্পদ পাচার হয়ে গেছে তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যেন যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা গিয়েছে যে আজ পর্যন্ত সেই সব কোন ব্যবস্থাই নেওয়া হয় নি। প্রকারান্তরে আমরা দেখছি সীমান্ত অঞ্চলে যে সব রাস্তা ঘাট আছে, সেগুলি গত ৩০ বছর ধরে অবহেলিত হয়ে পড়ে ছিল। আমরা আরও লক্ষ্য করছি গত ৩০ বছরের অধিক কাল ধরে এই ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় সরকারের পরোক্ষ অথবা প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে ছিল। ১৯৫২ সালে যখন অধিকাংশ নির্বাচন ক্ষেত্রে ত্রিপুরার জনসাধারণ কমিউনিষ্ট পার্টিকে নির্বাচিত করেছিল, তবুও কেন্দ্রীয় সরকার তাদের হাতে শাসন ক্ষমতা সমর্পণ করেন নাই এবং রাজ্য তখনও কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনাধীন ছিল। পরবর্তী সময়ে আমরা লক্ষ্য করেছিলাম যখন নাকি ডি, টি, সি হল, তখনও ছলে বলে কৌশলে কেন্দ্রীয় সরকার তার স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এখানকার গণতান্ত্রিক শক্তি যেটা দিনে দিনে বেড়ে উঠেছিল, তাকে দমন করার জন্য তাদের শাসন ব্যবস্থা কায়েম রেখেছিল। তারপর ১৯৬৭ইং নির্বাচনে আমরা দেখেছি শাসকগনকারী ডি, টি, সির চেয়ারম্যান, তিনি প্রকাশ্যে একটা জিগির তুলে দিলেন যে কমিউনিষ্ট পার্টি দলগুলোর যদি নির্বাচন করা হয়, তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যে কোন বাংগালী থাকতে পারবে না। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনেও এই রকম একটা প্রচার এই রাজ্যের জনসাধারণের মধ্যে চালানো হয়েছিল, যার মধ্যে দিয়ে পাহাড়ী বাংগালীর সম্প্রীতি বিনষ্ট করার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু ত্রিপুরার বিভিন্ন এলাকাতে রাস্তা ঘাট নির্মাণ করে জনসাধারণের চলাচলের ব্যবস্থাকে সহজতর করা যায়, সে দিকে তারা কোন রকম মনোযোগ দেন নাই। প্রকারান্তরে সীমান্ত এলাকাকে রক্ষা করার নাম করে কেন্দ্র থেকে অনেক টাকা পয়সা এনে, সেগুলিকে নিজেদের মধ্যে লুটপাট করেছেন। তাই আমরা লক্ষ্য করছি যে আজকে ৩৩ বছর পরেও সীমান্ত এলাকাতে সারা বছর ধরে চলাচলের উপযোগী কোন রাস্তাঘাট নাই। আশারাম বাড়ীতে যে ঘটনা ঘটেছে,

তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট, কেননা, ঘটনাস্থল বি, এস, এফ ক্যাম্প থেকে বেশী দূরে নয়। কিন্তু রাস্তা ভাল ছিলনা বলেই, বি, এস, এফ সময় মতো সেখানে গিয়ে পৌছতে পারে নি। অবশ্য গত তিন বছরে আমরা ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে অনেক গুলি রাস্তাঘাট করতে সক্ষম হয়েছি। যদিও সেই সব রাস্তার মধ্যে মধ্যে এখানে সেখানে অনেক ছড়াথাকায় পুলের ব্যবস্থ করা যায় নি। তাই আজকের দিনে আমাদের সবচাইতে বেশী প্রয়োজন হল রাস্তাঘাট নির্মাণ করা। আর এই দিকে যেমন রাজ্য সরকারের নজর দেওয়ার আছে, তেমনি কেন্দ্রীয় সরকারেরও বিশেষ নজর দেওয়ার প্রয়োজন আছে। কারণ সীমান্ত এলাকায় রাস্তাঘাট যদি ঠিক থাকে, তাহলে আমরা বৈদেশিক আক্রমণ থেকে নিজেদের সহজে রক্ষা করতে পারব। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি যে এই প্রয়োজনীয় কাজটা ঠিক মতো হচ্ছে না। তাই আমার দাবী এবং এই প্রস্তাবের সংগে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানাব যে তারা যেন সীমান্ত এলাকাকে রক্ষা করার জন্য এবং সীমান্ত এলাকার বসবাসকারী নাগরিকদের জীবনের নিরাপত্তা যাতে সুদৃঢ় হয়, সেজন্য সীমান্ত-রক্ষী বাহিনীকে জোরদার করা হউক। কারণ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে কয়েক দিন আগে খোয়াই মহকুমার বগাবিল ক্যাম্পটিতে উগ্রপন্থীরা আক্রমণ করেছিল যার ফলে সেখানকার অধিবাসীরা ঐ এলাকাতে আরও পুলিশ পোষ্ট বসানোর দাবী জানিয়েছিল। এবং তাদের সেই দাবী এখনও বাস্তবায়িত করা হয় নি। কাজেই এই সব ঘটনাকে প্রতিরোধ করার জন্য কি রাজ্য সরকার, কি কেন্দ্রীয় সরকার সকলেরই এক যোগে উদ্যোগী হওয়ার যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু সেই গ্রামের সীমান্ত এলাকায় কোন বি, এস, এফ, ক্যাম্প নেই। কাজেই আমি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী রাখছি যাতে এই সমস্ত সীমান্ত এলাকা রক্ষা করার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

মিঃ স্পীকার :- শ্রী রসিরাম দেববর্মা।

শ্রী রসিরাম দেববর্মা :- মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য মতিলাল সরকার যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন এই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করে দুই একটা কথা বলছি। কারণ এই সীমান্ত এলাকাকে কেন্দ্র করে আজকে ত্রিপুরার মানুষ উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে বাস করছে, কারণ বাংলাদেশ সীমান্তের ওপার থেকে এসে অতর্কিতভাবে বিভিন্ন গ্রাম্য এলাকায় ও পুলিশ ফাঁড়িতে ডাকাতি হচ্ছে। এটাকে প্রতিরোধ করার জন্য ত্রিপুরা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করা স্বত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন নি। সীমান্ত সুদৃঢ় করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কোন উদ্যোগ নিচ্ছেন না। কাজেই ত্রিপুরা থেকে যে সমস্ত সম্পদ বাংলাদেশে চলে যাচ্ছে সেই সম্পদগুলিকে রক্ষা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া দরকার। আজকে এই সীমান্ত এলাকায় পাহাড়ার দুরাবস্থা এবং রাস্তাঘাট না থাকায় সেই সুযোগে ত্রিপুরার উপজাতি যুবসমিতির সমর্থনকারীরা ডাকাতি করে বাংলাদেশে চলে যাচ্ছে। এটা বিভিন্ন ডাকাতির মাধ্যমে প্রমানীত হয়েছে। এবং বাংলাদেশে গিয়ে তাহারা আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নেন। গত জুন মাসের এই দাঙ্গার যুবপরও এই উপজাতি সমিতি শিক্ষা

নেয়নি যে-দাঙ্গায় কাদের ক্ষতি হয়েছে। এখনও তারা প্রতি হিংসার বশবর্ত্তী হয়ে আক্রমণ চালাচ্ছে। ডাকাতি, চুরি, এগুলি প্রতিদিন এই সীমান্ত এলাকায় চলছে। কাজেই এটাকে যদি বন্ধ করা না যায়, সীমান্ত এলাকায় যদি পাহাড়ার বন্দোবস্ত না করা যায় তা হলে ত্রিপুরার মানুষ আতঙ্কিত থাকবে। কাজেই মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন সেটা খুবই যুক্তি সঙ্গত এবং ত্রিপুরার সম্পদ রক্ষা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে দ্রুত এগিয়ে আসা উচিত। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার :- শ্রী সুনীল চৌধুরী।

শ্রী সুনীল চৌধুরী :- মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য মতিলাল সরকার যে প্রস্তাব এখানে এনেছে আমি সেটাকে সমর্থন করে ২/৪ কথা বলছি। প্রথম হচ্ছে ব্যাপক গরু চুরি সেটা প্রায় সবারই জানা। এটা অজানা থাকার কথা নয়। এর ফলে সীমান্ত এলাকার মানুষ সব সময় আতঙ্কগ্রস্ত থাকে। এই রকম দুই একটা বর্ডারের কথা বলছি যেমন মহামায়া, কন্নবা চাপরাশ ইত্যাদি এলাকায় মানুষ সেখানে ফসল করে কিন্তু ডাকাতেরা সেটা ডাকাতি করে নিয়ে যায়। আরেকটা গাঁও সভা বিজয় নগর যেখানে দেড়শো আড়াইশো পরিবার তারা ডাকাতের ভয়ে ভিতরে চলে এসেছে। ব্রজেন্দ্র নগর গাঁও সভা, সেখানে একটা বড় ডাকাতি হওয়ার পরে তারা সেখান থেকে ভিতরে চলে এসেছে। ব্রজেন্দ্র নগরের উল্টা দিকে অধিকাংশ ডাকাতই ষ্টেন গান, রাইফেল নিয়ে ডাকাতি করছে যার সঙ্গে আমাদের গ্রামবাসীরা মোকাবিলা করতে পারছে না। নগেন্দ্র নগরে বি, এস, এফ, ক্যাম্প এখনও হয়নি। যার ফলে এই ডাকাতি আটকানো গেল না। এই এলাকার মানুষ চাষবাস করছে কিন্তু সেখানে থাকছে না এটা হচ্ছে মুটামুটি একটা বর্ডারের চিত্র। চুরি তো অহরহ হচ্ছে। থানায় এজাহার করলে, বলে বাংলাদেশ থেকে নিয়ে গেছে আমরা কি করব। এই ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে রেজাকা গাঁও সভায় একটা বাড়ী থেকে সাতটা গরু চুরি করে নিয়ে গেছে।

AFTER RECESS AT 2 P. M.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :- মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল চৌধুরী তাঁহার অসমাপ্ত বক্তব্য শেষ করবেন।

শ্রীসুনীল চৌধুরী :- মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে কথা বলেছিলাম সে কথাতেই ফিরে যাচ্ছি যে, বাংলা দেশ থেকে গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক গরু চুরির ফলে আমাদের সম্পদ হানি হচ্ছে। আমি এইখানে উল্লেখ করেছি, শুধু ডাকাতিই নয় এখানে ডাকাতি করার জন্য মানুষকে খুনও করা হচ্ছে। জিতেন্দ্র চৌধুরীর বাড়ী ডাকাতি করে তাকে পুড়িয়ে মারা হয়। শ্যামাচরন ত্রিপুরার বাড়ীতে ডাকাতি করে তাকে এমন মার-ধর করা হয় যার ফলে তাকে হাসপাতালে থাকতে হল। এই রকম বিভিন্ন জায়গায় চুরির ফলে সেখানকার মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত। গ্রামগুলি হচ্ছে, চামলাইশ্যা, মহামায়া, রমেন্দ্র নগর, ব্রজেন্দ্রনগরও বেতাকা। সেখানকার মানুষ ঐ সব গ্রাম থেকেউঠে গেছে। এছাড়া চিতাবাড়ী একটা গ্রাম আছে। এই গ্রামটাকে বলা যায় একটা লেজের মধ্যে অবস্থিত। তার তিন দিকে এবং বাংলাদেশ একদিকে বিরাট এক পাহাড়। ঐ গ্রামে ৩০।৩৫টিপরিবার আছে। সেখানে ওরা ধুঁকছে। কারন কোন সময় ডাকাতি হয়ে যাবে

এই ভয়ে । ওরা জন রাখতে পারে না জন কেটে নিয়ে যায় । কল জোর করে পেড়ে নিয়ে যায় । হয়ত ডাকাতির ফলে ওরা উঠবে না কিন্তু মারধর করলে উঠে যেতে বাধ্য হবে । আমি আগেই বলে ছিলাম যে, বাংলাদেশ দুবৃত্ত কর্তৃক সীমান্ত বার বার বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে । এছাড়াও আমাদের সীমানার কাছাকাছি এলাকার মধ্যে উপজাতি যুব সমিতির বিচ্ছিন্নতাবাদী আক্রমনের ফলে কিছু কিছু জায়গায় আক্রমন হচ্ছে । আমি এখানে উদাহরণ দিচ্ছি যে, ৮ই ডিসেম্বর করবুক পুলিশ ফাঁড়ির উপর আক্রমনের ফলে ২ জন পুলিশ কর্মী জখম হয় এবং আক্রমণ কারীরা বাংলা দেশে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় । এছাড়া কেন্টন বাজার সেটা হচ্ছে বিষ্ণুপুর বর্ডার সেখানেও ডাকাতি হচ্ছে । তাহলে যে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হলো সেটা হচ্ছে, এই যে বিশেষ করে কমিউনিষ্ট পার্টির প্রভাব যেখানে বেশী কিংবা কমিউনিষ্ট মনোভাবাপন্ন বাড়ীতেই ডাকাতি করা হচ্ছে । উপজাতি যুব সমিতি কর্তৃক মোহনপুর ব্লকের খিরজু দেববর্মা, গ্রাম তমাকারি, [illegible] দেববর্মা, প্রধান, তমাকারি গাঁও সভা, বৈশাখ দেববর্মা সরপন্চ তাদের বাড়ী বটতলা, [illegible] করা হয় । পুলিশ ফাঁড়ি আক্রমণ আর একটা হয়েছে । সেটা হচ্ছে পোয়াই-এর [illegible] । এরকম ভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে টি, ইউ, জে, এস, বাহফ্রন্টের প্রধান কিংবা সমর্থক [illegible] তাদের বাড়ীতে ডাকাতি করছে এবং ঐ সব বাড়ীর কাছাকাছি পুলিশ ফাঁড়ি [illegible] সেগুলিও আক্রমন করছে । এই আক্রমণের উদ্দেশ্য হচ্ছে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে [illegible] [illegible] ভীতি সৃষ্টি করে ওদের প্রভাব জনগণের মধ্যে ফেলছে । তার জন্যই এই চেষ্টা [illegible] । এই [illegible] চালু রাখার জন্য দুই দিক থেকে কাজ হয়েছে । একদিক হচ্ছে, [illegible] সীমান্ত ডিঙ্গিয়ে এসে সেখান থেকে সম্পদ নিয়ে যাচ্ছে । [illegible] করছে, [illegible] করছে, ত্রিপুরা রাজ্য থেকে বাঁশ, ছন কাঠ নিয়ে যাচ্ছে । আমি এখানে [illegible] বলতে চাই । [illegible] পতিত । গভর্ণমেন্ট থেকে এখন সেগুলি লীজ দেওয়া হচ্ছে । কিন্তু সেখান থেকে [illegible] চলে যাচ্ছে । যতই বি, এস- এফ, কিংবা সি, আর, পি, ক্যাম্প থাকুক না কেন । এই সব সম্পদ নেওয়ার জন্য বাংলা দেশের সঙ্গে সম্পর্ক রাখছে । [illegible] লোক এখানে আসছে এবং [illegible] । এই সব লোকদের সঙ্গে বাংলা দেশ রাইফেলস্ বাহিনী কিংবা বি, ডি, আরের সংগে সম্পর্ক [illegible] আমার ধারণা । কারণ তারা রাইফেল, ষ্টেন গান নিয়ে এসে ডাকাতি করার সাহস পাচ্ছে । এটা সম্পূর্ণ আমার ধারণা । এই ধারণা আমি পোষণ করি যে, এখানেও এই সব লোকদের যোগাযোগ আছে । এটা হচ্ছে একটা দিক আর একটা দিক হচ্ছে, ভেতরে গণ্ডগোল পাকিয়ে অপকর্ম করছে এবং প্রয়োজনে বাংলাদেশে আশ্রয় নিচ্ছে । এই রকম অবস্থাকে যদি প্রতিরোধ করতে হয়, তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্ত এলাকাকে আরো বেশী সুরক্ষিত করতে হবে । আমার সাবরুমে একটি জায়গায় বি, এস, এফ, ক্যাম্প এবং আউট পোষ্টের মধ্যে ৯ মাইল ফারাক । এই ৯ মাইলই হচ্ছে বর্ডার । সেই জায়গায় অবৈধ কাজ কর্ম চলে, চুরি, ডাকাতি, [illegible] চলছে এই ৯ মাইলের মধ্যে । কাজেই এই দূরত্ব দূর করতে হবে । এই দূরত্ব দূর করতে হলে দরকার আরো বেশী আউট পোষ্ট, ক্যাম্প । এটা যদি না করা যায়, তাহলে একটার পর একটা গ্রামে ছড়িয়ে যাবে । কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের পক্ষে সবটা করা সম্ভব নয় । এই

সীমান্ত রক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সেটা অবহেলা করে চলেছেন। এর ফলে চরমভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্ত নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। আমরা বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় দেখেছি, কি রকম কষ্ট স্বীকার করে বি, এস, এফরা, সীমান্ত রক্ষা করেছেন। এটা আমরা স্বীকার করছি। তাদের চেষ্টা ছিল, এই যুদ্ধ যেন ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ করতে না পারে। কিন্তু বর্ত্তমানে যেভাবে কাজ কর্ম চলছে তাতে, উপজাতি যুব সমিতি এবং কংগ্রেস (আই) এর চক্রান্তে এই সব কাজ করছে। সীমান্ত অঞ্চলে দাঙ্গা করে বাংলা দেশে পালিয়ে যাচ্ছে। যাতে বাংলা দেশে পালিয়ে যেতে না পারে তার জন্য সুষ্ঠু প্রতিরোধের দরকার। এই সুষ্ঠু প্রতিরোধ করতে না পারলে ত্রিপুরায় শান্তি, শৃঙ্খলা সম্পদ রক্ষা করা সম্ভব নয় এটা পরিষ্কার।

কাজেই এই জন্য আমি মনে করি এই যে প্রস্তাবটি এখানে এসেছে সেটার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। এই প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে যে, এই যে ঘটনাগুলি ঘটল, যে সব প্রধানদের বাড়ীতে আক্রমণ হানা হল, যে সব ডাকাতিগুলি হয়েছে, সে গুলি হয়েছে তাদেরই উপর যারা বামফ্রন্টের সমর্থক। বিশেষ দুষ্কৃতকারীরাই এই ঘটনাগুলি সংঘটিত করছে। কাজেই এই গুলিকে প্রতিরোধ করতে হলে কেন্দ্রীয় সরকারকেই অবশ্যই, এই ত্রিপুরা রাজ্যের বর্ডার এরিয়াতে যে ডাকাতি হচ্ছে, বাঁশ, ছন, কাঠ পাচার হচ্ছে সুষ্ঠ ব্যবস্থা নিতে হবে এবং বিভিন্ন জায়গাতে আরও বেশী করে এটাকে সুদৃঢ় করতে হবে। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার — শ্রী বিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার,স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীমতি লাল সরকার বর্ডার এরিয়াতে ডাকাতি প্রতিরোধের জন্য যে প্রস্তাব হাউসে এনেছেন, তাকে আমি সমর্থন করি। কারণ আমদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে তিন দিকই হচ্ছে বর্ডার। এই বর্ডারগুলিতে কোন নিয়ম শৃংখলা না থাকার ফলে মানুষ হতে আরম্ভ করে গরু, বাঁশ, ছন, কাঠ ইত্যাদি চুরি হয়ে যাচ্ছে। স্যার, খোয়াই মহকুমার এক টুকরা মাঠ বাংলা দেশের ভিতরে এখনও আছে। সেখানে গিয়ে দেখবেন দিন নাই রাত্রি নাই প্রচুর কাঠ এবং অন্যান্য জিনিষ পত্র বাংলা দেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরাকে ভারতের একটা অংশ বলে বোধ হয় মনে করেন না। যদি মনে করতেন তাহলে কাশ্মীর,পাঞ্জাব রাজ্যের বর্ডার গুলিতে যে রকম ভাবে মিলিটারী দিয়ে বর্ডার গুলি সিল করে রেখে দিয়েছেন ত্রিপুরাতেও সেটা নিশ্চয়ই করতেন। কিন্তু এখানে কিছুই করেন নি। যার ফলে মানুষ ইচ্ছামত এখানে যা খুশি করতে পারছে। কিন্তু এই প্রশ্রয়গুলি কারা দিয়েছেন? কংগ্রেসীরাই দিয়েছে। বিগত কংগ্রেস সরকারের আমলে শচীন্দ্র লাল সিংহ যখন চীফ মিনিষ্টার ছিলেন তখন এই কমিনিষ্ট পার্টিকে ধ্বংস করার জন্য স্যাংক্রাক পার্টিকে কাজে লাগিয়েছেন সমস্ত বর্ডার এরিয়া গুলিতে ডাকাতি করার মাধ্যমে। তখন কংগ্রেসের তরফ থেকে তাদেরকে উসকানি দিয়ে ডাকাতি করার কাজে লাগাতে পারতেন। খোয়াই শহরে বগাবিল গ্রামে ক্যাম্প লুঠ হয়েছে। কে বাংলা দেশের মানুষকে ইণ্ডিয়ার মানুষ সেটা বুঝাই মুসকিল।

এরাই সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। তৎকালীন কংগ্রেস সরকার ১৯৬২ ইং সালের চীন ভারত যুদ্ধের সময় আমাদেরকে হাজারীবাগ জেলে নিয়ে গেলেন সেই সময় এখানে যারা মুসলমান ছিল, সে গণতন্ত্র প্রিয় মানুষদের তারা এখান থেকে বিদায় করেছেন। রাতারাতি ট্রাক দিয়ে, বাস দিয়ে তাদেরকে এখান থেকে হঠিয়ে দিলেন তৎকালীন কংগ্রেস সরকার। এখনও বিলোনিয়া মহকুমার যে বর্ডার এরিয়া আছে সেখানে এই ত্রিপুরার মানুষ যারা ডম্বুর এলাকা থেকে উচ্ছেদ হয়ে সেখানে পুনর্বাসন পেয়েছেন, তারা এখনও সেখানে জমি করতে পারছেন না। এই হচ্ছে ত্রিপুরার অবস্থা কাজেই এখানে যে চুরি হচ্ছে, ডাকাতি হচ্ছে, তার জন্য দায়ী কেন্দ্রীয় সরকার। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার এখানে কিছুই দেখাশুনা করছেন না বর্ডার এরিয়া গুলিতে কি হচ্ছে না হচ্ছে, বর্ডার এরিয়া গুলিকে আরও উন্নত করার দরকার আছে কিনা কিছুই কেন্দ্রীয় সরকার দেখছেন না। বর্ডার এরিয়াতে যারা বাস করছেন, তারা সব সময়ে আতংক গ্রস্ত থাকছেন। রাত্রে তারা ঘুমাতে পারেন না। আমার খোয়াই এলাকায় পদ্মবিল, আশারামবাড়ী প্রভৃতি এলাকায় প্রায়ই ডাকাতি হচ্ছে। কংগ্রেসের আমল থেকেই আমরা চীৎকার করে বলেছি সেই সমস্ত জায়গা গুলিতে একটা বি, এস, এফ, ক্যাম্প দেবার জন্য। কিন্তু কোন কিছুই হচ্ছে না। তাছাড়া বর্ডার এরিয়া গুলিতে নিজেদের বাঁচার জন্য যতগুলি লাইসেন্স করা বন্দুক ছিল সে বন্দুক গুলিও সরকার সময় সময় সীজ করে নিয়ে আসেন। এই সমস্ত জায়গা গুলিতে এই এক বৎসরে ১৮ টা ডাকাতি হয়েছে। স্যার, আপনি গিয়ে দেখুন এই সমস্ত গ্রামগুলিতে লোক থাকতে পারছে না। চামুই বাড়ী থেকে বাছাইবাড়ী পর্যন্ত এই বিরাট এলাকার মানুষ রাত্রি বেলায় থাকে না। সন্ধ্যায় পরই তারা সেখান থেকে চলে আসে। সেখানে যে ছোট বি, এস, এফ, ক্যাম্প আছে, তারা সেই এলাকার লোকজনদের বলছে তোমরা এই ভাবে চলে আসলে কি করে হবে। তাদের ঘর বাড়ী গুলি জ্বালিয়ে দিয়ে আস। কারণ চোর ডাকাতরা সেই ঘর গুলিতে আশ্রয় নিবে এবং সেখান থেকে আমাদেরকে আক্রমন করার সুযোগটা তারা পাবে। বর্ডার এরিয়াতে যে সমস্ত কৃষি জমি আছে, সেখানে গরু চোরের জন্য, ডাকাতের জন্য কৃষকরা জমি চাষ করতে পারছে না। কারণ দিনের বেলাই তাদের হালের বলদ গুলি চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। কোন দিন রাত্রি বেলায় চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। এমনি ভাবেই সমস্ত বর্ডার এলাকা গুলিতে গরু চুরি অবিরাম ঘটে চলেছে। স্যার, আমরা দাবী করেছিলাম ট্রাকটরের জন্য। ট্রাকটর আমাদের ভাগ্যে জুটবে কিনা জানিনা। স্যার, আমি আশা রাখব বামফ্রন্ট সরকার, নিজেদের আওতার মধ্যে যতটুকু এরিয়া আছে সেটা রক্ষার ব্যবস্থা করবেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আওতাধীন যে যে বিষয় গুলি আছে সে গুলির প্রতি দৃষ্টি দেবার জন্য আমাদের জোর দাবী থাকবে। আমি আশা করব আমাদের এই বর্ডার সমস্যার সমাধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার উদ্যোগী হবেন। শুধু বামফ্রন্ট সরকারের উপর নির্ভর করলে চলবে না ত্রিপুরার সমস্ত গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষদেরকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে বামফ্রন্ট সরকারের পাশে এসে দাঁড়াতে হবে।

ত্রিপুরার সমস্ত গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে বামফ্রন্ট সরকারের পাশে দাড়াতে হবে। এবং জোর ভাবে দাবী তুলতে হবে কেন্দ্রের কাছে বর্ডার সমস্যা সমাধানের জন্য। বর্ডার

সিল্ করতে হবে যাতে করে একটি মানুষও আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ করতে না পারে। যতক্ষন না পর্য্যন্ত সিল্ করা হয় ততক্ষন পর্যন্ত আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের বর্ডার সীমানাগুলি চুরি ডাকাতি ও কমবে না। অমৃতসর সীমান্তের মধ্যে এখন একটি লোকও প্রবেশ করতে পারেনা। তেমনি কাশ্মীর সীমান্তের মধ্যে ও একটি লোক ও আনাগোনা করতে পারেনা। ঠিক এইভাবে আমাদের সীমান্তের মধ্যে ও যদি এইভাবে আনাগোনা বন্ধ না হয় তাহলে আমাদের সম্পত্তি রক্ষা করা যাবে না। আমাদের বর্ডার সীমান্তগুলিতেই বেশী চুরি ডাকাতি হয়। আমাদের ত্রিপুরা সীমান্তের মধ্যে যে সব ডাকাত ডাকাতি করে তারা শুধু ডাকাতি করেই ক্ষান্ত হয় না তারা মেয়ে ছেলেদের উপর হাত তুলে। ওরা শুধু ডাকাত নয়, ওরা বদমাইশ। ওরা আমাদের সমস্ত সম্পত্তি লুটপাট করে। কাজেই আমার বক্তব্য হল এই বর্ডারগুলিকে অতি সত্বর সিল করা দরকার। ত্রিপুরাতে যে কাগজ কল স্থাপন করার কথা হচ্ছে তা কখনই সম্ভব হবে না যদি না বর্ডার সিল করা হয়। কারণ আমাদের এখান থেকে প্রচুর চোরাই মাল (বাশ) বাংলাদেশে চালান যায়। কাগজ তো দূরের কথা আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস লাকড়ী পর্য্যন্ত বাংলাদেশে চালান যাচ্ছে। আমাদের এখানে এখন লাকড়ীর কুইণ্টাল প্রতি দাম অনেক বেড়ে গেছে। গ্রামের মধ্যে লাকড়ীর দাম অনেক বেড়ে গেছে। আস্তে আস্তে লাকড়ী পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ আছে। এইভাবে আমাদের সমস্ত জিনিস চলে যাচ্ছে। যেসব বর্ডার এলাকাতে এসব সমস্যা আমরা বেশী দেখছি যেমন আশারামবাড়ীতে। সেখানে ক্যাম্প ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে সেখানে ক্যাম্প নাই। তাই সেখানে এখন ভীষণভাবে ডাকাতি চুরি হচ্ছে। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমার আবেদন সেখানে যাতে আবার ক্যাম্প বসানো হয়। বাঞ্চারামবাড়ী, কোয়ারছড়া এই এলাকাগুলিতে প্রায়ই ডাকাতি হয় তাই এই দুটো জায়গাতেও যাতে ক্যাম্প বসানো হয় তার জন্য ও আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট অনুরোধ রাখছি। আর তা না হলে সমস্যার সমাধান হবে না। বর্ডার এলাকাগুলির লোকদের যে সমস্ত লাইসেন্স প্রাপ্ত বন্দুক সীজ করা হয়েছে, এগুলি যদি তাদের আবার ফেরৎ দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তার দ্বারা আত্ম রক্ষা করতে পারবে। কাজেই আমি আশা করছি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ইতিমধ্যে ঐ সমস্ত বর্ডার এলাকাগুলিতে ক্যাম্প বসিয়ে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় :— শ্রী নকুল দাস।

শ্রী নকুল দাস :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আজকে মাননীয় সদস্য যে ডিসকাশানটা এনেছেন আমি এই সমন্ধে কিছু বলতে চাই। গত কয়েকদিনের মধ্যে রাইমাশর্মা এলাকায় যে সমস্ত স্কুল ছিল সবগুলি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। একটি স্কুলও এখন সেখানে নাই। রইস্যাবাড়ী, রতননগর এই সমস্ত এলাকায় উপজাতি জনসাধারণ সাংঘাতিক আতংকের মধ্যে বসবাস করছে। উপজাতি যুব সমিতির নেতৃত্বে ১৫০-২০০ লোক সীমান্ত এলাকায় প্রবেশ করে তারা হাঁস মুরগী ইত্যাদি আদায় করে নিয়ে যায়। ওরা এইসব নিয়ে আবার বাংলাদেশে

চলে যায়। সেখানে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর চৌকী আছে। চুরি ডাকাতি হলে গ্রামের লোকেরা সেই চৌকীতে গিয়ে খবর দেয়। খবর পাওয়ার পর তারা সেখানে যায়। গিয়ে দেখে কিছু নাই। এর মধ্যে তারা পালিয়ে যায়। যখন তারা ঘটনা স্থলে গিয়ে কিছু পায়না তখন যারা রিপোর্ট দেয় তাদেরকে গিয়ে ধমকায়। তোমরা আমাদের মিথ্যা রিপোর্ট দিয়েছ। আমরা গিয়ে সেখানে কিছুই পায়নি। একজনকে এই রিপোর্ট দেওয়ার জন্য অ্যারেষ্টও করা হয়েছে। তারপর সেখানে মেজর যান। জনসাধারণের কাছ থেকে সব কিছু শুনেন। এইভাবে নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা চলছে। কয়েকদিন আগে গণ্ডাছড়া বাজারের এক বাড়ীতে এক ঘটনা হয়। কিছু রাইফেলধারী লোক এক বাড়ীতে প্রবেশ করে ডাকাতি করবার জন্য। তখন মালিক বাড়ীতে ছিলনা। যখন মালিক বাড়ীতে আসে তখন এই রাইফেল ধারী লোক-দের দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে যায়। রাইফেলধারী লোকগুলি মালিককে মদ আনার জন্য বলে। কিছুক্ষনের মধ্যে বি-এস-এফরা সেই খবর পায় এবং যথাস্থানে পৌছানোর আগেই সেই লোক-গুলি পালিয়ে যায়। এইভাবে ওরা আমাদের পার্টির লোকদেরও ওরা ভয় দেখাচ্ছে। অর্থাৎ যারা কমিউনিষ্ট পার্টি করে তাদেরকেই ভয় দেখায়। আনন্দ রোয়াজা ইনি আমাদের পার্টির লোক। ওনাকে ও ধমকাচ্ছে। এইভাবে ওরা ভয় দেখাচ্ছে যারা কমিউনিষ্ট পার্টি করছে। ওরা আমাদের এখান থেকে সমস্ত কিছু লুটকরে আবার বাংলাদেশ চলে যায়। তাই বি-এস-এফরা ঘটনা জানার পরে সেই ঘটনাস্থলে গিয়ে আর কিছুই দেখতে পায়না। কারন তারা এর মধ্যে পালিয়ে যায়। তাই আমাদের দরকার এই বর্ডারকে সিল করার ব্যাপারে কেন্দ্রের কাছে জোরভাবে দাবী জানানো। তা না হলে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত সম্পদ চলে যাবে। এই সমস্ত জিনিস তো লুট করছেই তার উপর আমাদের পার্টির লোকদের হুমকি দিয়ে যাচ্ছে।

সেখানে আমাদের পার্টির সমর্থক যারা আছে তাদেরকে এইভাবে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। ভয় দেখিয়ে তাদের কাছ থেকে শুয়র, হাঁস, মুরগী ও চাঁদা আদায় করে নিচ্ছে। এইসব কাজে লিপ্ত তাদের যে দল তারাই করবুক আক্রমণ করেছে, সেই আক্রমনের কথা মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল চৌধুরী বলেছেন এবং সেখানে আমাদের পার্টির অন্যতম নেতা শ্রীরাম কুমার নাথ মহাশয়কেও বার বার খুন করার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। তবুও তিনি নিজের জীবন বিপন্ন করে পার্টির কাজ করে যাচ্ছেন, জনসাধারণের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করে যাচ্ছেন। এই ধরনের ঘটনা সেখানে সর্বদা ঘটে চলেছে। মাননীয় সদস্য আর একটা জায়গা সম্পর্কে বলেছেন সেটা হলো-বিলোনীয়ার রাজনগরের রাঙ্গা মুড়া নামক একটা গ্রামে, সেই জায়গার মধ্যে আমরা দেখেছি যে সীমান্তের ওপার থেকে কিছু লোক এসে এখানকার অধিবাসী কতিপয় কংগ্রেসী গুণ্ডার সঙ্গে যোগাযোগ করে আদান প্রদান করছে। আমাদের ফরেষ্টের সমস্ত গাছ তারা ছিনতাই করে বাংলা দেশে পাচার করছে, এই সমস্ত ঘটনা সেখানে ঘটছে। বিলোনীয়া বিভাগের ডি. এস, পি তিনি সেখানে গিয়েছিলেন এবং এই ব্যাপারে তদন্ত করেছেন। এই সমস্ত কাজ সেখানে অব্যাহতভাবে চলছে। এই সমস্ত গুণ্ডারা গণ্ডাছড়া এলাকায় যে সমস্ত স্কুল ঘর ছিল সেই স্কুলগুলি পুড়িয়ে দিয়েছে। এই কাজে যারা লিপ্ত তারা সকলেই কংগ্রেস

লোক, আমরা বাঙালীর লোক, এবং উপজাতি যুব সমিতির লোক। তারা সেখানে একটা গণ্ডগোল সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। কারণ সেই জায়গাটা পাহাড় ঘেরা বলে সেখানে কোন গণ্ডগোল হতে পারেনি। তাই তাদের প্রচেষ্টা এখন যে কোন ভাবেই হোক সেখানে যেন একটা গণ্ডগোল করা যায়। সেখানকার জনসাধারণ খুব সচেতন বলেই সেখানে তারা সফল হতে পারছে না। সেখানে উপজাতি যুব সমিতির লোকেরা করবেন গুণ্ডামি, রাহাজানি, চুরি, ডাকাতি করতে শুরু করেছে। কতিপয় কংগ্রেস (ই) লোক ও আমরা বাঙালীর লোক সেখানে তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সেখানে একটা প্রচণ্ড সন্ত্রাস সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে সীমান্ত অতিক্রম করে বিদেশী যারা আমাদের দেশে আসছেন তাদের সংগে যুক্ত হয়ে আমাদের গুণ্ডারা এই সব কাজ করছে। এই জন্যই আমাদের সীমান্তের নিরাপত্তা রক্ষা করা যে শুধু প্রয়োজন তাই নয় তার সংগে আজকে সামগ্রিক ভাবে জড়িত রয়েছে জনগণের সুখ শান্তি জীবন ও সম্পদ। কারণ আজকে বহির্দেশের সংগে যোগাযোগ করে সাম্রাজ্যবাদীরা সমস্ত উত্তর পূর্বাঞ্চলকে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে চায়। আর এই ব্যাপারে মদত দিচ্ছে সাম্রাজ্যবাদীরা এবং তাদের আশ্রয়পুষ্ট আমরা বাঙালী, উপজাতি যুব সমিতির লোকেরা। এখানে নানান দুষ্কর্ম করে এখানকার গুণ্ডারা বাংলাদেশে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে। এই অবস্থাকে বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনে সীমান্ত সুরক্ষার ব্যবস্থা করা। এই প্রশ্ন আমরা এর আগেও এই বিধানসভায় এনেছি কিন্তু এখনো তার কোন সুবন্দোবস্ত করা হয় নি। এই ব্যাপারে যদি অনতিবিলম্ব কোন ব্যবস্থা গ্রহন করা না হয় তাহলে রাষ্ট্রের পক্ষে এবং আমাদের পক্ষে এটা খুব বিপদজনক হবে। কাজেই এই দিক থেকে এর সম্পর্কে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহন করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

এখানে আমরা আরও একটা জিনিষ দেখতে পাচ্ছি যে, মহারাজগঞ্জ বাজারে ছোটখাট মাছের ব্যবসা যারা করে, যেমন যাদের দৈনিক মাছ বিক্রির পরিমান হলো ৬, ৭ কেজি, তাদেরকে কখনো এই মাছ বিক্রির জন্য কাষ্টমকে টাকা দিতে হতো না, বি, এস, এফ কেও টাকা দিতে হতো না আর সেখানে বড় ব্যবসায়ী যারা ছিল তাদেরকে কিছু টাকা চুক্তি হিসাবে দিতে হতো। মানে যারা বাংলাদেশ থেকে প্রচুর মাছ এনে বাজারে বিক্রি করে তাদের সংগে কাষ্টমের একটা চুক্তি ছিল। সেই চুক্তি অনুযায়ী তাদেরকে টাকা দিতে হতো। এখন সেখানে একটা রফা করা হয়, সেই রফাতে বলা হয় যে সাধারণ মৎস্যজীবীদেরকে প্রত্যেক ২৫ টাকা করে দিতে হবে মাছ বিক্রি করতে হলে। অথচ গরীব মৎস্যজীবী যারা তারা হয়ত দৈনিক ২৫ টাকার মাছই বিক্রি করতে পারে না, কিন্তু তাকে বাজারে মাছ নিয়ে বসতে গেলেই মাসে ২৫ টাকা করে দিতে হবে। আর তারা যদি তা দিতে না পারেন তা হলে তাদের সেই ৬, ৭ কেজি মাছই কেড়ে নেওয়া হবে। এই সব কাজে যারা লিপ্ত আছে তারা কংগ্রেস (ই) এর সাম্প্রতিক যে একটা কমিটি হয়েছে, সেই কমিটির সদস্য শ্রীমনমোহন দাস মহাশয় ছিলেন এই রফা করার সময়। আজকে সমস্ত ঘটনা যে ঘটছে তা থেকে দেশকে রক্ষা করতে না পারলে দেশের জনগণের মঙ্গল করা সম্ভব হবে না। কাজেই এই সমস্ত কাজের দায়িত্ব যাদের উপর আছে তারা নিজেরা যদি এই রকম দুর্নীতিমূলক কাজ করেন তা হলে তো

চলবে না, কাজেই তাদের এই ধরণের দুর্নীতিগুলির দিকে আজকে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করানো একান্ত দরকার বলে আমি মনে করি। এই ব্যাপারে যাতে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় সেই দিকে দৃষ্টি রাখার জন্য অনুরোধ রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

ইনক্লাব জিন্দাবাদ

উপাধ্যক্ষ মহাশয় ঃ—তরণী মোহন সিংহা।

শ্রীতরণী মোহন সিংহা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে এই বিধানসভায় মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার ত্রিপুরার বর্ডার ব্যবস্থার ব্যাপারে যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করি। আর এই প্রস্তাবকে সমর্থন করিতে গিয়ে আমি বলতে চাই যে, একটা ভৌগলিক কাঠামোর মত এই ত্রিপুরা রাজ্য, বাংলাদেশের ভিতরে থাকার জন্য এইটার যে চেহারা তাকে একটা আপেলের সংগে তুলনা করা যায়। কারণ ত্রিপুরার চতু'দিকে বাংলাদেশ। সেই বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষীরা তথা ত্রিপুরার সীমান্ত রক্ষীরা এই বর্ডারকে পাহাড়া দিচ্ছে। এইরূপ পাহারারত অবস্থা অবস্থিত যে বর্ডার সেই বর্ডার থেকে আমরা বার বার শুনতে পাই যে বাংলাদেশের লোকেরা বর্ডারের এপারে এসে ত্রিপুরার সমস্ত সম্পদ চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। যেমন, গরু, ছাগল প্রভৃতি চুরি করে নিয়ে যায়, ফরেষ্টের দামী দামী গাছ কেটে নিয়ে যায়। ৬ই অক্টোবর যখন আমি খোয়াইতে গিয়েছিলাম তখন দেখেছি যে বর্ডারের কাছের বেশ খানিকটা জায়গা থেকে ইলেক্ট্রিক লাইনের খুটি ও তার তারা কেটে নিয়ে গেছে, এই অবস্থা দেখে আমি জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে ক্ষতির পরিমাণ গড়ে প্রায় ৩১ হাজার ৯১৯ টাকা ৫০ পয়সা হবে। আর তাদের এই সব কাজে সাহায্য করে ত্রিপুরার সাম্রাজ্যবাদীরা। এই ভাবে এপারের যারা সাম্রাজ্যবাদী এবং ওপারের যারা সাম্রাজ্যবাদী তারা ত্রিপুরার সমস্ত সম্পদকে লুট পাট করে নিয়ে যায়। এইভাবে এই যে একটা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, এই সমস্যার সমাধান করতে না পারলে, ত্রিপুরার সম্পদ ও জন জীবন রক্ষা করা যাবে না।

মাননীয় ডিপুটি স্পীকার, স্যার, ওরা বাংলাদেশ থেকে ট্রেণিং নিয়ে এসে আমাদের এখানে চুরি-চামারি ইত্যাদি করছে উপরন্তু ঘর-বাড়ী নষ্ট করে দিয়ে যায়। এই যে সমস্যা এই সমস্যা সমাধান করতে একলা ত্রিপুরা সরকারের পক্ষে কোন দিন সম্ভব নয়। কেন্দ্রীয় আইনানুসারে যদি বর্ডার ব্যবস্থা সুরক্ষা করার কোন ব্যবস্থা না থাকে তবে ঐ বর্ডার এলাকার সম্পত্তি রক্ষা করার কোন পথ থাকবে না। ত্রিপুরার বর্ডার ব্যবস্থা যদি এরকম দুর্বল না হত তবে আজ ত্রিপুরা রাজ্যে এই ভয়াবহ ঘটনা কোন দিন ঘটত না। বাংলা দেশ থেকে ট্রেণিং প্রাপ্ত হয়ে এসে যদি ঐ উগ্রপন্থীরা এই ভয়াবহ ঘটনা না ঘটাত তবে আজকে আর ৩ লক্ষ লোকের শরণার্থি হত না। ২১ কোটি টাকার মত সম্পদ নষ্ট হত না। আর ঐ বর্ডার এলাকাগুলিতে গরু চুরির মত কৃষকদের সর্ব্বনাশা কাজও আর প্রতিনিয়ত ঘটত না। বর্ডার এলাকার কাছাকাছি যে কৃষক সাধারণ বাস করে তাদের ক্ষয়ক্ষতি থেকে আরম্ভ করে সামগ্রিক ক্ষয়ক্ষতি কেন্দ্রীয় সরকারকে বহন করতে হবে। ভাদ্র আশ্বিন মাসে যে যে কৃষকদের ফসল বোনা সম্ভব হয় না তাদের জন্য ব্যাংক থেকে কোন ঋণ পাওয়া যায় না, তার ব্যবস্থাও কেন্দ্রিয় সরকারকে করতে হবে।

আমাদের এক মাননীয় সদস্য যেমন বলেছেন যে বর্ডারকে যদি ভালভাবে সীল করা যায় তবে যে যে জায়গা দিয়ে গরু ও বনজ সম্পদ পাচার হয় সে সে জায়গাগুলি সীমান্ত রক্ষীবাহিনী দ্বারা রুদ্ধ করলে উনি যেমন মনে করেন যে ভাল হবে আমিও তেমনি মনে করি যে তাতে কিছুটা সাহায্য হবে। ত্রিপুরার কোন্ কোন্ এলাকাতে ক্যাম্প দরকার তা ত্রিপুরা সরকারের সংগে পরামর্শ করে কেন্দ্রীয় সরকারকে করতে হবে এবং তা করার জন্য আমি কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বাংলাদেশ থেকে ট্রেনিং প্রাপ্ত হয়ে এসে ত্রিপুরায় যে ভয়াবহ ক্ষতি করল তার পূর্ণ ক্ষতিপূরণ কেন্দ্রীয় সরকারকে বহন করতে হবে। এই দাবীগুলি রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য রাধা রমন দেবনাথ।

শ্রীরাধারমন দেবনাথ :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার যে প্রস্তাবটি এনেছেন তার সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আজকে সীমান্ত এলাকাগুলি থেকে ছন; বাঁশ, গরু, মহিষ, ইত্যাদি বাংলাদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। আমার ওখানকার মোহনপুর, বড়কাঁঠাল প্রভৃতি এলাকাগুলি বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী। সেখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে উপ-জাতি যুবসমিতির লোকেরা ওখানকার প্রধানের বাড়িতে ঢুকে টাকা পয়সা লুঠ করে নিয়ে যায়। তারা যখন লুঠ করতে আসে তখন তাদের হাতে বন্দুক ইত্যাদি মারাত্মক অস্ত্র থাকে তাতে সাধারণ মানুষ তাদের বিরুদ্ধে লড়তে পারেনা। সেদিনই ঐ উপজাতি যুব সমিতির লোকেরা ক্ষীরোদ দেববর্মা ও বৈশাখ দেববর্মার বাড়ীতে ডাকাতি করে। এইভাবে সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে নানা ঘটনা ঘটে চলেছে। তা শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের উদাসীনতার জন্য হচ্ছে বলে আমি মনে করি। সোনামুড়ার মত সীমান্তবর্তী জায়গা দিয়ে অনবরত এইভাবে পাচার চলছে এবং তাতে গরীব অংশের মানুষের যারা ওখানকার গরীব কৃষক তাদের হাজার হাজার গরু বাংলা দেশে পাচার হচ্ছে। কাজেই আমি এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষন করছি। আমরা দেখেছি আমরা বাঙ্গালি, কংগ্রেস (ই) ও উপজাতি যুব সমিতি প্রভৃতি লোকেরা এই কাজে জড়িত। কাজেই আমি মাননীয় সদস্য মতি লাল সরকারের প্রস্তাবটিকে সমর্থণ করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীসুমন্ত কুমার দাস।

শ্রীসুমন্ত কুমার দাস :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার যে প্রস্তাবটি এনেছেন সেটাকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। ত্রিপুরার বেশীর ভাগ অংশই বাংলাদেশ সীমান্তের সঙ্গে জড়িত। এই বাংলাদেশ সিমান্তের মধ্যে দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের বহু সম্পদ বিভিন্ন জায়গায় উদাও হয়ে যাচ্ছে। কৃষকের যে মূল্যবান সম্পদ গরু সে গরু-মহিষ প্রতিদিনই পাচার হয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থা আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের বর্ডার অঞ্চলে চলছে। এই সম্পর্কে আমি নির্দিষ্ট কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করছি।

গত দাঙ্গার পরবর্তী মুহূর্তে ১৬ জুলাই শিবনগর গাঁওসভার চিত্রমনী পাড়াতে পাশা পাশি দুইটি বাড়িতে ডাকাতি, অগ্নিসংযোগ করা হয় এবং জোর করে ঐ পাড়ার গরু, মহিষ ইত্যাদি চুরি করে নিয়ে যায়।

১৮ই জুলাই জোলাই বাড়িতে সেখানে এক বাড়িতে ডাকাতি এবং অগ্নিসংযোগ করা হয় এবং জোর করে গরু বাছুর ইত্যাদি ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এবং ঐ ১৮ তারিখে শিবনগর, বড়মুড়া থেকে দুষ্কৃতকারীরা তিন জোড়া গরু ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

আগষ্টের ৩ তারিখ রবিবার দুষ্কৃতকারীরা একটি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে এবং গরু বাছুর ইত্যাদি চুরি করে নিয়ে যায়।

আগষ্টের ৪ তারিখ সোমবার শিবনগর গাঁওসভায় হরিমোহন দেবনাথের বাড়িতে অগ্নি সংযোগ দুষ্কৃতকারীরা করে এবং গরু বাছুর ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

১৭ই সেপ্টেম্বর শিবনগর প্রসন্ন দাসের বাড়ি ডাকাতি করা হয় এবং সেখানে ডাকাতদলেরা ইট, মেশিন গান ও কয়েকটি কার্তুজ পাওয়া যায়। প্রতিরোধ করতে গিয়ে দুইজন মারাত্মক ভাবে আহত হয়, তারা বর্তমানে জি. বি, হাসপাতালে আছে।

১৬ই নভেম্বর শিবনগরে আশা মিঞা র বাড়িতে ডাকাতি হয়। আশা মিঞার একমাত্র পুত্র সাই মিঞাকে গুলিবিদ্ধ করা হয়।

ঠিক এমনিভাবে খেদাবাড়ি, ধনপুর এইসব অঞ্চলে প্রতিনিয়ত সাধারণ মানুষকে সন্ধ্যার পরে অত্যন্ত ভয়ের মধ্যে কাটাইতে হয়। এমন কি কখন কখন তাদের এমনভাবে ভয় দেখানো হয় যে তারা বাধ্য হয়েই তাদের আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে আশ্রয় নিতে হয়। এমনি অবস্থায় আজকে ত্রিপুরার রাজ্যে যদি কৃষকের এক জোড়া হালের গরু চুরি হয়ে যায় তবে তাদের পক্ষে আবার আরেক জোড়া হালের গরু কিনে নেওয়া অত্যন্ত কষ্টকর হয়। কারণ আজকে একজোড়া হালের গরুর দাম ১৫০০ টাকা থেকে ২,০০০ হাজার টাকা পর্যন্ত। ফলে সেখানকার মানুষের তথা কৃষকের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যাচ্ছে। তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা পর্য্যুদস্ত হয়ে পড়েছে। আজকে কৃষকের উপরে যে অত্যাচার চলেছে তার মোকাবিলা বা প্রতিরোধ করতে গেলেই চলে গুলি দুষ্কৃত কারীরা নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করে। এসব দুষ্কৃতকারীরা গরু চুরি করে সীমান্ত পার করে বাংলাদেশে পাচার করছে। এই সীমান্ত রক্ষণাবেক্ষনের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। এই হাউস থেকে বার বার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সীমান্ত রক্ষার জন্য আরো জোরদার ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করেছেন। তখন কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, বাংলাদেশের সীমান্ত অঞ্চল থেকে কখনো গরু চুরি হয়ে যদি বাংলাদেশে পাচার করা হয় তবে কেন্দ্রীয় সরকার তার জন্য ক্ষতিপূরণ দিবেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, চাবি কাঠি থাকবে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর কাছে আর সীমান্তে চুরি ইত্যাদির জন্য দায়ী থাকবেন নৃপেন চক্রবর্তী। এ কেমন কথা। সুতরাং আমরা আজকে এই হাউসে প্রস্তাব করবো যে, আমরা সীমান্ত রক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করবো আর হাউসের বাইরে গিয়ে আমরা আন্দোলন সংগঠিত করবো যাতে কেন্দ্রীয় সরকার সীমান্ত অঞ্চলের রক্ষনা বেক্ষন আরো

জোরদার করেন। আর রাজ্য সরকার তাঁর সীমিত ক্ষমতার মাধ্যমে পুলিশ, সি, আর,পি, এবং বি,এস,এফ, বাহিনী দিয়ে সীমান্ত রক্ষা করতে চেষ্টা করেছেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত কৃষককে যত-দূর সম্ভব সাহায্য করতে চেষ্টা করছেন। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

শ্রী মোহন লাল চাকমা :—স্যার, আমি এখানে দু একটি কথা বলতে চাই। আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার বাংলাদেশ সীমান্ত অঞ্চলে সন্ত্রাস মূলক কার্য্যকলাপ সম্পর্কে এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন তার সঙ্গে ত্রিপুরার সামান্তবর্তী রাজ্য, যথা মিজোরামের সীমানা বরাবর যে সন্ত্রাস মূলক কার্য্য কলাপ ঘটেছে তাও যুক্ত করলে ভালো হবে। কেননা আমরা দেখেছি উত্তর ত্রিপুরা জিলার ধর্মনগর মহকুমার কাঞ্চনপুর দশদা প্রভৃতি সাতটি গাঁওসভা মিজোরামের সীমান্ত বরাবর পড়েছে। ঐ সকল অঞ্চলের মানুষকেও অত্যন্ত আতংকের মধ্যে কাল কাটাইতে হয়! সীমান্ত অতিক্রম করে মিজো দুষ্কৃতকারীরা ঐ সব গ্রাম থেকে গরু-মোষ, ছাগল, ভেড়া, শূকর ইত্যাদি ছিনিয়ে নিয়ে যায়। প্রতিরোধ করতে গেলেই দুষ্কৃতকারীরা ধারালো অস্ত্র-শস্ত্র এমনকি গুলি করে নির্বিচারে হত্যা করে। ঐ সকল অঞ্চলে মিজো দুষ্কৃতকারীরা জোর করে চাঁদা আদায় করছে। গত অক্টোবর মাসে খেদাছড়া গাঁওসভার প্রধান সামমণি রিয়াংকে মিজোরা ধরে নিয়ে যায় এবং তার উপর নানা রকমের অত্যাচার করে। পরে সামমণি রিয়াংকে তারা বলেন যে, তিনি যদি তাদেরকে দুহাজার টাকা দেন তবে তারা তাকে ছেড়ে দেবে। তাদের দুহাজার টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সামমণি রিয়াং তার বাড়িতে ফিরে আসেন এবং ঘটনাটি টেকাছড়া আউট পোষ্টে ও, সি, কে জানান। কিন্তু ও, সি, এ সম্পর্কে কিছুই করতে পারেননি। ফলে সামমণি-রিয়াংকে ধার কর্জ করে দুহাজার টাকা সংগ্রহ করে সেই মিজো দুষ্কৃতকারীদের দেন। এভাবে সেখানকার মানুষকে অত্যন্ত আতংকের মধ্যে কাল যাপন করতে হচ্ছে। সুতরাং মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই হাউসে দাবী করছি যে, বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর সন্ত্রাস মূলক কার্য্য কলাপ রুখতে যে প্রস্তাব করা হচ্ছে তার সাথে মিজোরাম সীমান্তবর্তী ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে যে সন্ত্রাস মূলক ঘটনা ঘটছে তাও যুক্ত করা হউক। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীব্রজগোপাল রায়।

শ্রীব্রজগোপাল রায়:— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এ হাউসে মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল-সরকার যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তা সমর্থন করছি। কারণ আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যে সমস্ত অঞ্চল বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর পড়েছে সেখানে ডাকাতি, চুরি প্রভৃতি সন্ত্রাসমূলক কার্য্যকলাপ ক্রমশঃই বেড়েই চলেছে, এটা সত্যইউদ্বেগ জনক। এই সীমান্ত এলাকায় অহরহ গরু চুরি হচ্ছে। আমাদের ত্রিপুরায় দরিদ্র কৃষকেরা তাদের সর্বস্ব দিয়ে এক জোড়া হালের বলদ বা দুগ্ধবতী গাভী তাঁরা ক্রয় করেন। এইগুলি চুরি করে নিয়ে যায় এবং তাঁদের পথে বসিয়ে দেয়। এই ঘটনা বহুদিন ধরে চলছে। এর মধ্যে নূতন উপদ্রব হচ্ছে বিভিন্ন স্থানে ডাকাতি। বাংলাদেশের ডাকাতেরা ডাকাতি করতে আসে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় ডাকাতেরাও

যুক্ত হয়। এটা আমাদের চিন্তা করতে হবে যে এর পেছনে রাজনৈতিক দুরভিসন্ধিও আছে। বেছে বেছে কিছু রাজনৈতিক কর্মীদের বাড়ীতে ডাকাতি হয়। এর পেছনে একটা উদ্দেশ্য থাকতে পারে যে এটাও একটা সরকার বিরোধী চক্রান্ত। এই সরকার যাতে বিব্রত হয় তারই একটা অপচেষ্টা। কাজেই কঠোর হাতে যদি এর মোকাবিলা করা না যায় তা হলে আমরা মানুষকে শান্তিতে বসবাস করতে দিতে পারবনা, যদি আমরা তার উপযুক্ত ব্যবস্থা না করতে পারি। সেই দিকে বর্ডার রক্ষার দায়িত্ব বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের উপর আছে। আরও ফোর্স বাড়ানো দরকার। বর্ডারটা অনেক ক্ষেত্রে অরক্ষিত হয়ে রয়েছে এবং এই সুযোগে প্রচুর চুরি ডাকাতি হচ্ছে। কাজেই এর সঙ্গে যে প্রস্তাবটা সংযোজিত করেছেন মাননীয় সদস্য সেটাকেও আমার মনে হয় যে মিজোরাম বর্ডারেও কিছু কিছু লোক উপদ্রব করছে, সেদিকেও আমাদের দৃষ্টি রাখা দরকার। সেজন্য আজকে যে প্রস্তাব এসেছে সেটাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী— মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় বিধায়ক শ্রীমতিলাল সরকার একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এখানে উপস্থিত করেছেন যার মধ্যে দিয়ে ত্রিপুরার একটা খুব জটিল সমস্যা হাউসের সামনে উপস্থিত করেছেন। আমাদের ত্রিপুরা বাংলাদেশের মধ্যে একটা পকেট বলা যায়। প্রায় তিন দিক থেকে ৮০০ কিলোমিটার—এর বেশী আমাদের বাংলাদেশের সঙ্গে সীমানা। ১০০এরও কিছু বেশী কিলোমিটার মিজোরামের সঙ্গে রয়েছে। আর ছোট্ট একটা করিডর আসামের সঙ্গে রয়েছে। এরকম একটা রাজ্যে আশা করা গিয়েছিল যে গত ৩০ বছরে অন্তত যেটা নজর আন্তর্জাতিক সীমানা বাংলাদেশের সংগে সেই সীমানায় ভাল রাস্তাঘাট হবে যাতে সীমানা আমরা রক্ষা করতে পারি। কিন্তু দুঃখের বিষয় কেন্দ্রীয় সরকার সেই দিকে খুব কম নজর দিয়েছেন। যার ফলে একটা বড় এলাকা মিজোরাম থেকে ঘোড়াকাপা পর্য্যন্ত, সাবরুমের মনুঘাট থেকে আমলীঘাট পর্য্যন্ত, তারপরে পশ্চিম পাহাড়ের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক সময়ে, আমাদের বিশেষ করে বর্ষার সময়ে, একেবারে দুর্গম এলাকায় পরিনত হয়। এমন কি বি, এস, এফ, এর যে ইউনিট তারা মিজোরাম সীমান্ত থেকে আরম্ভ করে হাইডেল প্রজেক্ট পর্য্যন্ত এই এলাকায় তাদের চৌকি তুলে আনতে বাধ্য হন। এই পরিস্থিতিতে এটা স্বাভাবিক যে নানা ধরণের দুষ্কৃতকারী, সামাজিক, রাজনৈতিক দুষ্কৃতকারী এর সুযোগ গ্রহণ করবে।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা এখন আর গোপন নাই যে মিজোরা– ত্রিপুরার যে বর্ডার সেই বর্ডারের ট্রাইজাংশান এর কাছ দিয়ে বাংলাদেশ সীমান্তে যে দুর্গম এলাকা রয়েছে সেখানে বিভিন্ন এলাকা থেকে যারা বিচ্ছিন্নতাবাদী, যারা রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করতে চায় আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার হাতিয়ার হিসাবে এবং বিদেশী শক্তির ক্রীড়নক হিসাবে ব্যবহার করতে চায় তারা বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রে ট্রেনিং পাচ্ছে এবং কিছুদিন ধরে তারা মিজোরামে গিয়ে হামলা করছে ত্রিপুরাতেও হামলা করেছে।

আমি আজকে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আমাদের উপজাতি যুব সমিতির বিধায়কেরা অনুপস্থিত। কেন তারা অনুপস্থিত আমরা বুঝতে পারছি না। কারণ কিছুদিন আগে বিধানসভার অধিবেশনের জন্য তারা দাবী জানিয়েছিলেন। হয়ত মাননীয় স্পীকারের কাছেও দাবী জানিয়েছেন। আমি খবরের কাগজে দেখলাম। কিন্তু যখন বিধানসভা ডাকা হল তখন তারা অনুপস্থিত, সম্ভবত আসামীর কাঠগড়ায় উঠতে হবে বলেই তাঁরা আসেন নি। গণতন্ত্রের উপর তাদের আস্থা কমে যাচ্ছে এটাই তাদের একটা দৃষ্টান্ত। যে সব ছেলেরা বাংলাদেশে গিয়ে ট্রেনিং নিয়েছে, তাদের মধ্যে যারা ধরা পড়েছে বিভিন্ন সময়ে তাদের স্বীকৃতির ভিতরেই দেখা যায় যে তারা কিভাবে ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির ভিতর থেকে সংগৃহীত হয়ে সেখানে গিয়েছিল এবং সেখানে ট্রেনিং নিয়ে আবার এখানে ফিরে এসেছে। ইদানীং যে সমস্ত কাগজপত্র পুলিশের হাতে এসেছে তার মধ্যে একটা ডায়রীতে দেখা যায় যে উপজাতি যুবসমিতির একজন নেতৃস্থানীয় কর্মী, তিনি বাংলাদেশে যাওয়ার পরে একটা ডায়রীতে লিখেছেন যে আমার প্রথম ভয় লাগছিল, কারণ একটা বিদেশী রাষ্ট্রে এসেছি। কিন্তু পরে দেখলাম যে আমাকে জামাই আদরে রাখা হয়েছে। এটাই দুঃখজনক যে বাংলাদেশ আমাদের প্রতিবেশী ; তাদের সংগে আমরা সম্পর্ক ভাল রাখতে চাই। সেজন্য আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে লিখেছি যে বাংলাদেশের সংগে আপনি আলোচনা করুন যাতে বাংলাদেশ এইসব কার্য্যকলাপে প্রশ্রয় না দেয়। শুধু আমাদের এখান থেকে যে গিয়েছে তা নয়; কাছাড় থেকে গিয়েছে, মিজোরাম থেকে গিয়েছে যারা এম, এন, এফ, বলে পরিচয় দেয়। কাজেই বিভিন্ন জায়গায় ডাকাতি সংঘটিত হয়। তাদের এইধরনের প্রশ্রয় যদি না থাকত, তাহলে আমাদের পুলিশের পক্ষে সম্ভব হততাদের ধরা এবং সেই সমস্ত দুষ্কৃতকারীদের ধরে আসামীর কাঠ গড়ায় দাঁড় করানো। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, শুধু যে এই ধরনের নিঃসংশয় হত্যাকাণ্ড ঘটাচ্ছে, তা নয়, এই সব হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করে তারা চট করে বাংলাদেশে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে। কিছুদিন আগে আমাদের বিধায়ক গৌতম দত্তকে যারা খুন করেছে, সেই আসামীরাও আমরা যাদের কংগ্রেস (আই) দল ভুক্ত বলে মনে করছি, যাদের পুলিশের কাছে খবর রয়েছে যে হত্যাকাণ্ড হয়ে যাওয়ার পর তারা বাংলাদেশে গিয়ে আত্মগোপন করেছে। এই সমস্ত ঘটনাগুলি ঘটছে শুধু রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রেই নয়। এছাড়া বিভিন্ন রকমের দুস্কৃতকারী এবং সমাজ বিরোধী যারা তারা চট করে বিশেষ করে ছিরিয়াস ক্রাইম সংগঠিত করে, তারা বাংলাদেশে গিয়ে আশ্রয় নেয়। আর দ্বিতীয়তঃ যে ঘটনাগুলির কথা বলা হয়েছে, সেগুলি হচ্ছে ইকনমিক ক্রাইম—যেমন এখান থেকে অনেক জিনিসপত্র বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে আবার বাংলাদেশ থেকে কিছু কিছু জিনিস আমাদের এখানে পাচার হয়ে আসছে। এগুলি কেন হচ্ছে তার কারণ হচ্ছে যদি কোন জায়গায় অর্থনৈতিক সংকট গভীর হয়, তাহলে এগুলি বাড়তে থাকে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, অর্থনৈতিক সংকট যে শুধু আমাদের এখানেই বাড়ছে, তা নয় এটা বাংলাদেশেও বাড়ছে। কারণ আমাদের দুইটি দেশের মধ্যেই একই রকমের ধনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চলছে—বড় লোকেরা গরীবদের উপর শাসন করে শোষণ এবং জুলুম চালাচ্ছে।

কাজেই এর মধ্যেও একটা যোগসূত্র রয়েছে, কেননা তাদের পিছনেও একটা শক্তি রয়েছে। আজ কাল এও দেখা যাচ্ছে যে যারা স্মাগলিং করে, তাদের স্মাগলিং এ সাহায্য করার জন্য তাদের নিজস্ব একটা প্রাইভেট আর্মি থাকে অর্থাৎ তাদের হাতেও একটা বে-সরকারী ফৌজ রয়ে গেছে আর এই বে-সরকারী ফৌজ তাদের হাতে থাকার জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে ডাকাতি ইত্যাদিও করতে পারে। কারণ আমরা দেখছি আমাদের বি, এস, এফের সঙ্গে মাঝে মধ্যে যে তাদের সংঘর্ষ হচ্ছে না, তা নয়। এই কয়েকদিন আগে আশারামবাড়ীতে যে ঘটনা ঘটে গেল, সেখানে দেখা গিয়েছে ঐ সব দুষ্কৃতিকারীরা আমাদের বি, এস. এফের উপর গুলি চালিয়েছে, যদিও আমাদের বি, এস, এফের কোন ক্ষয় ক্ষতি হয় নাই। আবার এসব ঘটনা করার জন্য ওরা অর্থাৎ দুষ্কৃতকারীরা যে মারা যায় না তা নয়, কিন্তু তারা মারা গেলেও তাদের ডাকাতি করা বন্ধ হচ্ছে না। এখানে এক মাননীয় সদস্য বলেছেন যে আমাদের লক্ষ লক্ষ বাঁশ বাংলাদেশে চলে যাচ্ছে। তার এই কথাটা এবারেই আমি এন, ই, সির মিটিং এ শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর উপস্থিতিতে বলেছি যে কাগজকল না হওয়ার জন্য আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের উৎপাদিত বাঁশ এর কোন পয়সা আমরা পাচ্ছি না। সমস্ত বাঁশ এক রকম নগণ্য দামে বাংলাদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। তাই আমরা বাংলাদেশের সঙ্গে আইনগত ভাবে ব্যবসা বাণিজ্য করতে চাইছি। তাতে এই ধরণের যে স্মাগলিং এখন হচ্ছে, তা বন্ধ হবে এবং একটা আইনানুগ ব্যবসা বাণিজ্য হতে পারে। আমাদের এখানে মাছ, ডিম এবং অন্যান্য অনেকগুলি খাবার জিনিসের জন্য আমরা বাংলাদেশর উপর নির্ভরশীল। তেমনি বাংলাদেশও এখানকার অনেক জিনিস আমাদের কাছ থেকে নিতে পারে-যেমন আনারস, কাঁঠাল এবং অন্যান্য যে সমস্ত ফল যেগুলি প্যারিসেবাল কমডিটিজ আছে, সেগুলি আমরা তাদেরকে দিতে পারি। কারণ এগুলি বাহিরে পাঠাতে হলে আমাদের অনেক খরচ করতে হয়, কিন্তু বাংলাদেশ এগুলি আমাদের কাছ থেকে অনেক সহজে পেতে পারে। আর এজন্য বাংলাদেশের সংগে আমাদের আলোচনা চলছে। কাজেই আইনানুগ ভাবে ব্যবসা বাণিজ্য হলে এই ধরনের যে সব ঘটনা এখন চলছে, সেগুলি হয়তো কমতে পারে। এই সম্পর্কে যে সমস্ত ব্যবস্থাগুলি নেওয়ার প্রয়োজন, সেগুলি নেওয়ার জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছি। আমরা বলেছি, এই সব করতে হলে প্রথমে রাস্তাঘাট এর উন্নতি করার দরকার, সমস্ত বর্ডার রোড্-গুলি যাতে জীপেবল হয়, তার জন্য উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। এগুলি বন্ধ করার জন্য আমাদের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বি, এস, এফকে ট্রেনিংদেন করতে হবে। এখন কিছুদিন ধরে আমাদের বি, এস, এফকে দাঙ্গার কাজে ব্যবহার করতে হয়েছে, তেমনি ব্যবহার ক[illegible] হয়েছে সি, আর, পিকে। কিন্তু এটা আমাদের জানা দরকার যে বাংলাদেশ মিজোরাম বর্ডার বি, এস, এফ, পাহারা দেয় না, দেয় সি, আর, পি, কাজেই আরও বেশী বি, এস, এফ, আমরা কেন্দ্রের কাছে চেয়েছি এবং খুব তাড়াতাড়ি যাতে বর্ডারে বি, এস, এফ, পাঠানো হয়, তারজন্য আমি এবারকার এন, ই সির মিটিংএ বলেছি। আমি আশা রাখব যে কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের সীমান্ত অঞ্চল রক্ষার জন্য এবং সীমান্ত অঞ্চলের জনগণের নিরাপত্তা রক্ষার

জন্য আরও বেশী বি, এস, এফ, পাঠাবেন। কাজেই বি, এস, এফের সংখ্যা বাড়ানো হলে আমাদের সীমান্ত এলাকাতে বিশেষ করে যে সমস্ত জায়গায় কেটেল লিফটিং হচ্ছে; সেগুলি বন্ধ হতে পারে। কিন্তু তার সাপেক্ষে আমরা তা বন্ধ করবার জন্য কিছু আইন করেছি। তাছাড়া বর্ডার এলাকাতে যাতে পাওয়ার টিলার দিয়ে চাষের কাজ করা যায়, তার জন্য ৬০/৭০টি নূতন পাওয়ার টিলার কিনেছি। তাছাড়া বর্ডার এলাকাতে বিশেষ কোন জায়গাতে একটা ক্যাটেল সেড হতে পারে এবং সেই সেডে যদি বেশ কিছু পরিমাণ ক্যাটল রাত্রির বেলায় রেখে বি, এস, এফ, দিয়ে পাহারার ব্যবস্থা করা যায়, তাহলেও আমাদের ক্যাটেল লিফটিং কিছুটা কমতে পারে। কারণ রাত্রির বেলায় গরুগুলি বি, এস, এফের পাহারায় রইল, আর দিনের বেলায় কৃষকেরা সেগুলি নিয়ে তাদের জমিতে চাষ করল। কাজেই এই রকম একটা ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। আবার শুনা যায় যে বি, এস এফের, একটা বড় অসুবিধা হচ্ছে তাদের ইউনিট বড় না হলে মোবাইল পাহারার ব্যবস্থা করা তাদের পক্ষে অসুবিধা জনক। সেজন্য অন্ততঃ ৩০/৪০ জন বি. এস এফ যাতে এক একটা ক্যাম্পে থাকতে পারে সেই রকম ব্যবস্থা করলে ভাল হয়। এছাড়াও আর একটা সমস্যা আছে, সেটা হচ্ছে বাং্লাদেশে সংখ্যালঘু আছে—যেমন চাকমা আছে, মগ আছে এবং অন্যান্য অ-উপজাতিরাও আছে। সেখানে যদি কোন রকমের রাজনৈতিক গোলমাল শুরু হয় অথবা সম্ভাবনা দেখা দেয়, তাহলেও দেখা দিয়েছে যে অনেক সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়ের লোক দলে দলে আমাদের এই রাজ্যে আসতে থাকে। বাংলাদেশে ফরেইনার্স যাতে আমাদের ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশ না করতে পারে, তা দেখার জন্য আমরা ইতি-মধ্যে একটা মোবাইল টাস্ক ফোর্স গঠন করেছি, এবং প্রয়োজন হলে এটাকে আরও extension করা হবে। কাজেই আমরা এই সমস্ত ব্যবস্থাগুলি নিয়েছি।
কিন্তু সবচাইতে বেশী গুরুত্ব দিতে হবে ভিজিলেন্স বা জনসাধারণের সতর্ক পাহারার উপর। এই এলাকার কোন না কোন লোকের যদি সাহায্য না থাকে তাহলে বাংলাদেশীরা এখানে এসে উপদ্রব করতে পারে না। জনসাধারণকেই এই সমস্ত দেশদ্রোহীদেরকে খোঁজে বের করতে পুলিশকে সাহায্য করতে হবে এবং এটা করলেই তাদেরকে আইনানুসারে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে। এই কয়েকটা কাজ যদি আমরা করতে পারি তাহলে বর্ডার এলাকাগুলিতে আজকে কৃষকরা যে যন্ত্রণা ভোগ করছেন এবং বর্ডার এলাকাগুলিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতি-ক্রিয়াশীল চক্র যে অসামাজিক কাজ করছে তা যদি বন্ধ করতে পারি এবং তাদেরকে যদি জন-বিচ্ছিন্ন করতে পারি তাহলেই ঐ কৃষকদেরকে যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করতে পারব।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :—আরেকটা ডিস্কাশন আছে সেটা হচ্ছে—জুনের দাঙ্গা বিধ্বস্ত শরণার্থীদের রিলিফের জন্য এবং গ্রামীণ বেকারের জন্য প্রয়োজনীয় কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্পে কর্ম সংস্থান সম্পর্কে। এই প্রস্তাব এনেছেন শ্রীস্বরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিং। এটার উপরে আলোচনা করার জন্য আমি উনাকে অনুরোধ করছি।

শ্রীস্বরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিং :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই সভায় আমি গত জুনে যে দাঙ্গা হয়েছিল এই দাঙ্গা দুর্গত মানুষের কর্ম সংস্থানের উপর এবং গ্রাম ত্রিপুরার হাজার হাজার বেকার অর্ধবেকারের কর্মসংস্থানের উপর এই প্রস্তাবটা এনেছি। আমি প্রস্তাবে

প্রথমে এই দাবী রাখছি যে ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ বেকার এবং অর্ধবেকার যারা কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্পে কাজ করতে পারে তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে আরও বরাদ্দ বাড়াতে হবে। এই ত্রিপুরায় যে ১৭ লক্ষ মানুষ আমরা আছি তার মধ্যে শতকরা ২৯ ভাগ হল উপজাতী সম্প্রদায়ভুক্ত আর ভের ভাগ তপশিলীজাতি—যারা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক পশ্চাতপদ। অন্যদিকে এর মধ্যে প্রায় এক লক্ষ হিন্দুস্থানী ভাইয়েরা আছে যারা উপজাতী নন, তপশিলী জাতি সম্প্রদায়ভুক্ত নন্। তারা শিক্ষায় ও অর্থনীতি ক্ষেত্রে অনেক পশ্চাতপদ। যাদের সহায় সম্পদ বলতে কিছু নেই, গায়ের কাপড় কিছু নেই। জাতীয় স্যাম্পল সারভে যে রিপোর্ট দিয়েছে সেই রিপোর্ট অনুযায়ী আমরা জানি এই ত্রিপুরা রাজ্যের ১৭ লক্ষ মানুষের মধ্যে প্রায় ৮০ শতাংশ দারিদ্রেরেখার নীচে বাস করে। অন্য দিকে আমরা যারা আছি এর মধ্যে প্রায় ৭০ ভাগ লোক যাদের কোন কারিগরী বা অন্য কোন রকমের জ্ঞান নেই। তাদের সম্বল হল একমাত্র গায়ের কাপড়। এই হচ্ছে ত্রিপুরার জনসমষ্টি। এই ১৭ লক্ষ মানুষকে আবার দুইভাগে ভাগ করা যায়। এক ভাগ উপজাতী সম্প্রদায়ভুক্ত এবং অন্যরা অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত। তার মধ্যে অধিকাংশ লোক দেশ স্বাধীন হওয়ার পর উদ্বাস্তু হিসাবে এ দেশে এসেছে। তারা যখন এ দেশে আসে তখন তাদের হাতে রিলিফ ক্যাম্পে একটা করে কার্ড দেওয়া হয়েছিল সেখানে কার্ডের উপর লেখা ছিল লোন টুকু। সেখানে তাদেরকে সামান্য কিছু ঋন দেওয়া হয়েছিল কিন্তু পুনর্বাসন দেওয়া হয় নি। স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৭৭ ইং সন পর্যান্ত এখানে কংগ্রেস রাজত্ব করে গেছে। এই দীর্ঘ ৩০ বৎসরের শাসনে তারা এই ত্রিপুরায় কোন কর্মসংস্থানের সুযোগ করে যায় নি, কোন কলকারখানা, ক্ষুদ্র শিল্পের সম্প্রসারণ করার জন্য কোন উদ্যোগ তারা করে যায় নি। তাই ১৯৭৭ এর নির্বাচনে তারা বামফ্রন্টকে ক্ষমতায় বসিয়েছেন। এবং কেন্দ্রেও আমরা একটা পরিবর্ত্তন দেখলাম। সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার ফুড ফর ওয়ার্কস চালু করলেন। আমরাও এখানে এই কর্মসূচী চালু করেছি। আমরা লক্ষ্য করেছিলাম কংগ্রেসী রাজত্বে বৈশাখ, জৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে এখানে মানুষ অনাহারে মৃত্যু বরণ করত। খেতে না পেয়ে মা নিজের সন্তানকে বিক্রী করত। এই অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ আমরা পত্র পত্রিকায় দেখেছি। এর মধ্যে ১৯৭৭ এর নির্বাচনের পর লক্ষ লক্ষ মানুষকে আমরা কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্পে কাজ দিতে পেরেছি। গতবৎসর আমরা ৯০ লক্ষ শ্রম দিবস সৃষ্টি করেছি। এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের একটা বিশেষ দায়িত্ব আছে।

যে রাজ্য অর্থনৈতিক দিক থেকে সবচেয়ে পশ্চাৎপদ সেই পশ্চাৎপদ অনগ্রসর রাজ্যের উন্নয়ন প্রকল্পে অধিক সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা সংবিধানে বিধি বদ্ধ আছে। সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা কেন্দ্রীয় সরকারের নৈতিক দায়িত্ব। অথচ এটা তাঁরা অবহেলা করে চলছেন। জুনের দাঙ্গায় যেখানে প্রায় ৩৫,০০০ লোকের ঘর বাড়ী ছাড়া হয়েছেন, যেখানে পাঁচ শতাধিক খুন হয়ে গেল, নিখোঁজ সহ প্রায় হাজারের মত সেই দাঙ্গা ক্লিষ্ট মানুষের কর্ম সংস্থানের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের যে ১৫ কোটি টাকা দেওয়ার কথা তার মধ্যে এপর্যন্ত আমরা লক্ষ্য করছি ৮ কোটি টাকা দিয়েছেন। আরো কয়েক কোটি টাকার ব্যবস্থা করছেন। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারের ১২ কোটি টাকা খরচ হয়ে গেছে। আর যারা ছিন্ন মূল

হয়েছেন এই দাঙ্গায় তাদের পুনর্বাসনের জন্য রাজ্য সরকার এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের লক্ষ লক্ষ মানুষের যে দান তা দিয়ে গরীব মানুষ শ্রমিকদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা এগিয়ে যাচ্ছে কিন্তু এখনও তাদের ঘর বাড়ী তৈরী করা সম্ভব হয়নি। তারা এখনও ক্ষেত খামারের কাজে অংশ নিতে পারছে না। এই অবস্থায় তাদের কর্ম সংস্থানের জন্য প্রতিশ্রুত যে ১৫ কোটি টাকা এবং অন্য দিকে কাজের বদলে খাদ্যের ২৫ হাজার টন চাউল দেওয়ার কথা তাও সবটা দেওয়া হয়নি। মাত্র ১০ হাজার টন ইতি মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছেন। পক্ষান্তরে কেন্দ্রীয় সরকার বলছেন, কাজের বদলে কর্ম সূচী প্রকল্প কাট ছাট করো। এটা উদ্বেগ জনক। একটা স্বাধীন দেশের মানুষ যখন বছরের পর বছর অনাহার ক্লিষ্ট থাকবে, একটা সুস্থ সবল মানুষ হতে পারবে না এটা ভাবা যায় না। তাই এটা করার নৈতিক দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। জাতীয় সংহতির স্বার্থে জাতীয় জীবনকে গড়ে তোলার নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের। তাই আমরা এখন কিছু আহামরি দাবী করিনি। আমরা শুধু কাজের বদলে খাদ্য কর্ম সূচী অব্যাহত রাখার জন্য এবং লাখো লাখো গরীব মানুষকে কাজের মাধ্যমে খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এটা চাই। তাই আমরা দাবী করছি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে, এই প্রকল্পে আরও অধিক পরিমাণে টাকা এবং চাউল দিতে হবে এবং সেই প্রতিশ্রুত টাকা আমরা চাই, কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের দিন। তা না হলে ত্রিপুরার সীমান্ত রাজ্য শ্রী মতি ইন্দিরা গান্ধী প্রায়শঃ উদ্বেগ প্রকাশ করেন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে। তিনি নিজেই বলেন যে, এই রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্তে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ছড়াছড়ি এবং এতে বিদেশীদের হাত আছে বলেও তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন। এমতাবস্থায় দেশের মানুষকে খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব যদি রাষ্ট্রিয় পর্যায়ে করা না হয়, তাহলে এই দারিদ্র, বিচ্ছিন্নতাবাদী, সাম্প্রদায়িকতা বাড়বে। আজকে ত্রিপুরায় গত তিন বছরের মধ্যে আমরা কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্পের মধ্যে বহু কিলো মিটার রাস্তাই তৈরী করছি। শুধু রাস্তাই নয় ত্রিপুরার সব চেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে জুম কালটিভেশন। এই জুম কালটিভেশনের ফলে বহু মৃত্তিকা খালে নর্দমায় গিয়ে পড়ে যাচ্ছে। পাহাড়ে জল সঞ্চয়ের অসুবিধা এই সব প্রকল্প আমরা কাজের বদলে খাদ্যের মাধ্যমে করতে পারি। এই জুম কালটিভেশন থেকে তাদের সরিয়ে এনে স্থায়ী কালটিভেশনে নিয়োগ করা সম্ভব হবে এই কাজের বদলে খাদ্যের কর্ম সূচীর মাধ্যমেই। যদি তা না করতে পারি, তাহলে ত্রিপুরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আজকে যেরূপ মার খাচ্ছে ঠিক তেমনি ভাবেই আগামী ৫০ বছর ১০০ বছর পরও মার খাবে। কাজে কাজেই কাজের বদলে খাদ্য কর্ম সূচীর মাধ্যমে আমরা এসেট্ তৈরী করতে পারি। ত্রিপুরার গরীব শ্রমজীবি মানুষ সারাদিন কাজ করতে চায় বিনিময়ে তারা দুই বেলা দুই মুঠো খেয়ে বেঁচে থাকতে চায়। ওরা প্রমোশন চায় না, ওরা পেনশন চায় না ওরা শুধু দুই বেলা খেতে চায় সারাদিন কাজ করে। জাতির স্বার্থে, জাতীয় সংহতির স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকার এটা অবহেলা করবেন না। তাই আমি দাবী রাখছি যে, কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষকে রক্ষা করার জন্য, অনগ্রসর ত্রিপুরাকে অন্যান্য অগ্রসর রাজ্যের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য অধিক অর্থের সংস্থান দিয়ে ত্রিপুরাকে রক্ষা করবেন। আর এই জন্যই আমরা ফুড ফর ওয়ার্ক

কর্মসূচী অব্যাহত রেখে এবং আরো অধিক পরিমাণে অনুদান দেওয়ার দাবী রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :- মাননীয় সদস্য শ্রী খগেন দাস।

শ্রী খগেন দাস :- মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য কমরেড স্বরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিং যে আলোচনা কাজের বদলে খাদ্যের জন্য উত্থাপিত করেছেন সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ত্রিপুরার গরীব মানুষের বাঁচার মরার প্রশ্ন এর সাথে জড়িত। কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্প নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছাকৃত ভাবে এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে তালবাহনা করছেন। এবং এর সাথে সাথে নূতন নূতন গাইড লাইন তৈরী করে এই প্রকল্প বানচাল করে হাতে এবং ভাতে মারতে চাইছেন। ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা চাই ঐ গরীব মানুষগুলির মুখে অন্ততঃ দু মুটো খাদ্য তুলে দেওয়া যেন সম্ভব হয়। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কখনও হাতে কখনও ভাতে মারার উদ্দেশ্যে এই সরকারের বিরুদ্ধে হুমকি দিচ্ছেন, কখনও বা বলছেন বামফ্রন্ট সরকার-গুলিকে ভেংগে দেওয়া হবে না। এই দাঙ্গা পীড়িত মানুষগুলির মুখে দু মোঠো খাবার দেওয়ার জন্য যখন আমরা দাবী করছি, তখনই তিনি আমাদেরকে ঐ হুমকি দিচ্ছেন। দাঙ্গা পীড়িত যে সমস্ত পাহাড়ী-বাঙ্গালী বা অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষ আছেন, যারা দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করছেন তাদেরকে খাওয়াবার জন্য যখনই খাদ্য চাওয়া হচ্ছে তখন কিন্তু এই হুমকি দেওয়া হচ্ছে। আমরাও শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে হুঁশিয়ার করে দিতে চাই যে আমরা তার দয়ায় এখানে আসিনি। তাঁর অনুকম্পা আমরা চাই না। ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯ লক্ষ মানুষ এর সাহায্য এবং সহানুভূতি নিয়েই আমরা এখানে এসেছি। এবং সেই ১৯ লক্ষ মানুষের ইচ্ছাতেই আমরা এখানে থাকব। উনি দিল্লীতে বসে যখন এই কথা বলছেন, তখন ত্রিপুরা রাজ্যে তাঁর যে নন্দী ভিরীঙ্গীরা আছে, যে সমস্ত পেটুয়া লোকগুলি আছে তারা দিল্লীতে যান। তারা শয়নে রাষ্ট্রপতি শাসন, বসিতে রাষ্ট্রপতি শাসন, খাইতে রাষ্ট্রপতি শাসন এর কথা বলছেন। উপজাতি যুব সমিতির লোকেরা রাষ্ট্রপতি শাসন চান, কংগ্রেস (আই) লোকেরা রাষ্ট্রপতি শাসন চান, আমরা বাঙ্গালী লোকেরা রাষ্ট্রপতির শাসন চান এবং অল ইণ্ডিয়া রেডিও আগরতলা ব্রাঞ্চও রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন চান। এই দাঙ্গা পীড়িত রাজ্যে, কি সমতল, কি অসমতল এলাকার মানুষদের এখন সবচাইতে বেশী যে জিনিষটার প্রয়োজন সেটা হচ্ছে খাদ্য। এই ত্রিপুরার ১৯ লক্ষ মানুষ যখন আরও খাবার দাও বলে চীৎকার করছে, ঠিক তখনই উনারা রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন দাবী করছেন। এটা আমাদের বুঝতে হবে। ২য়, এর উদ্দেশ্য কি? এর উদ্দেশ্য হচ্ছে তারা আবার ক্ষমতায় ফিরে আসুক, আর এই রাজ্যের গরীব মানুষগুলি না খেয়ে মারা যাক। ওরা রাত্রিতে স্বপ্নেও রাষ্ট্রপতির শাসন দেখে। শ্রীমতী লক্ষ্মী নাগ হয়তো রাত্রিতে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেন যে উনি মুখ্যমন্ত্রী হয়ে গেছেন, সমীর বর্মণও স্বপ্নে দেখেন যে মুখ্যমন্ত্রী হয়ে গেছেন, সুখময় বাবুও দেখেন মুখ্যমন্ত্রী হয়ে গেছেন, দ্রাউ কুমার রিয়াংও স্বপ্ন দেখেন যে উনিও মুখ্যমন্ত্রী হয়ে গেছেন। এই সব দেখেই উনারা সবাই দিল্লীতে গিয়ে ভীড় করছেন। উপজাতি যুব সমিতির লোকেরা সব দিল্লীতে গিয়ে বসে আছেন, দৈনিক সংবাদ-

পত্রের সম্পাদক, স্যান্দন পত্রিকার সম্পাদক দিল্লীতে ছুটেছেন, আর অল ইণ্ডিয়া রেডিওতো সেখানে বসেই আছে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে ধর্না দিচ্ছেন। প্রথমটা হয়তো উনি বলেছেন যে—উত্তর পূর্বাঞ্চলের সমস্যাগুলির একটা সমাধান হয়ে গেলেই আমাদের দাবীগুলি মেনে নেব। কাজেই তোমরা এখন একটু অপেক্ষা কর। কিন্তু উনারা সবাই পাগল হয়ে গেছেন, বলছেন এখনই রাষ্ট্রপতির শাসন জারী করতে হবে। কাজেই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও পাগল হয়ে গেছেন। আর পাগলতো হবেনই। কারণ চারদিকে যদি সব পাগল থাকে আর তিনি একজন ভাল থাকেন তবে এমনিতেই তাঁর মাথা খারাপ হয়ে যাবে। ওরা ত্রিপুরা রাজ্যের মঙ্গল চায় না, ত্রিপুরা রাজ্যের কল্যাণ চায় না। এই ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে অন্তত: কিছুটা হলেও পরিবর্ত্তন হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার আসার আগে ত্রিপুরার অবস্থা ছিল এই যে, জুন, জুলাই মাসে, স্বাধীনতার ৩০ বৎসর পরেও, মানুষকে অভুক্ত থাকতে হচ্ছে। ঐ সময়ে দুর্ভিক্ষ লেগে থাকত এই ত্রিপুরা রাজ্যে। ফলে এই পাহাড়ী মানুষগুলিকে বনের আলু, বনের কচু খেয়ে কোন রকমভাবে বেঁচে থাকতে হত। এ ব্যাপারে আমাদেরও তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমি এবং কমরেড দীনেশ দেববর্মা ১৯৬৯ইং সালে ছৈলেংটা এবং ছামনুয় গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম মানুষ ৪|৫ দিন ধরে অভুক্ত অবস্থায় আছে। আমরা তাদেরকে রিলিফ দেব বলেছিলাম। আগরতলায় এসে আমরা কিছু টাকা আদায় করে এবং কলকাতা থেকে কিছু টাকা নিয়ে আমরা সেখানে গেলাম এবং বললাম যারা তিন দিন ধরে অভুক্ত আছে, তাদেরকে ৫ টাকা করে দেব আর এর নীচে যারা উপবাস আছে তাদেরকে কিছুই দিতে পারব না। আমরা যখন এই কথা ঘোষনা করলাম তখন কিছু লোক বলল যে মেয়েরা ঘরের বাইরে আসতে পারছে না, পুরুষরাও আসতে পারছে না। কারণ তারা ৫|৬ দিন ধরে অনাহারে পড়ে আছে এবং তাদের পরণে কোন কাপড় নেই। মেয়েদেরও নেই, পুরুষদেরও নেই। কিন্তু যারা এসেছে তাদেরকেও মানুষ বলে চিনা যায় না। বুক পেট ফুলে গেছে, পা ফুলে গেছে। তেমনি আগরতলাতেও শহরের পাশেও আমরা দেখেছি জরুরী অবস্থার আগে সন্তান বিক্রি করেছে। যিনি এই রিপোর্ট করেছিলেন তিনি মোহরার এসোসিয়েশানের একজন সভ্য ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী সুখময় বাবু খবর পেলেন যে ঐ ভদ্রলোক পত্রিকাতে খবর দিয়েছে ৮০ টাকায় সন্তান বিক্রি হয়েছে। তখন মুখ্যমন্ত্রী সুখময় বাবু এই মুহুরীর লাইসেন্স বাতিল করে দিলেন এবং তাকে এসোসিয়েশান থেকেও বার করে দেওয়া হল। এস, ডি, ও, এস, এস, দাসগুপ্ত এই সন্তানের মাকে ৫০০ টাকা দিয়ে বললেন—তোমাকে লিখিত দিতে হবে যে তুমি সন্তান বিক্রি করনি। এই বছরই জুলাই মাসে মেয়েরা দেহ বিক্রি করেছে, মায়েরা দেহ বিক্রি করেছে। ১৯৭৩ইং সালের ২২শে জুলাই বিশালগড়ে ৫ হাজার জাতি-উপজাতি মা বোনেরা মিছিল করে এস, ডি, ও. অফিসে আসছিল। তখন সমীর বর্মনের নেতৃত্বে কিছু গুণ্ডা ঐ মিছিলকারী মানুষদের উপর হামলা করে এবং কয়েকজন উপজাতি মহিলাকে উলঙ্গ করে কয়েক কিলোমিটার রাস্তা হাটিয়েছে। ১৯৭৩ইং সালের ২০শে জুন, তখন প্রচণ্ড ঝড় হচ্ছিল। আমরা যোগেন্দ্র নগর থেকে কেউ কলাপাতা, কেউ কচুপাতা মাথায় দিয়ে মিছিল করে এস, ডি, ও, অফিসের দিকে আসছিলাম। আমরা এস, ডি, ও,

অফিসের সামনে এসে মা এবং বোনেদের বললাম যে আপনারা সামনে আর এগোবেন না কারণ সামনে পুলিশ বাহিনী আছে। আপনারা পার্টি অফিসে গিয়ে বসুন। যদি পুলিশ আমাদের লাঠি পেটা করে, গুলি করে কিংবা জেলখানায় নিয়ে যায় তখন আপনারা ওদেরকে যেরাও করবেন। মেয়েরা বলল না বাবু আমরা তোমাদের সাথে থাকব। যে মায়ের কোলে বাচ্চা আছে, সে বলল আমরা জেলখানায় গেলে কিছু খেতে পারব, তাতে আমার বাচ্চাটা বাঁচবে। আর যে মা গর্ভবতী সে বলল আমি জেলে গেলে আমার পেটের বাচ্চাটা বাবু বাঁচবে। স্বাধীনতার ৩০ বছর পরে এই হচ্ছে ত্রিপুরার নির্মম ইতিহাস। এই হচ্ছে গরীব পাহাড়ী, বাংগালী সর্বস্তরের মানুষের ইতিহাস বিগত কংগ্রেসী শাসনের ৩১ বছরের রাজত্বে। ১৯৭৮ইং সালে বামফ্রন্ট সরকারে এসেছে ত্রিপুরার ১৯ লক্ষ মানুষের সাহায্য এবং সহানুভূতি নিয়ে। তখন থেকেই আমরা কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্প চালু করলাম ত্রিপুরাতে। ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা এমপ্লয়মেট একচেঞ্জের হিসাব মত ৬৮ হাজার। আর যারা ভূমিহীন যাদের জমি নাই, ৯ মাস যাদের বেকার থাকতে হয়, এরকম লোকের সংখ্যা ছিল দেড় লক্ষ থেকে দুই লক্ষ। এই প্রকল্প চালু হবার পর যারা বিগত ৩০ বৎসর ধরে অনাহারে থাকতেন, তাদের সবাইকে সমতল অসমতল নির্বিশেষে নিয়ে আসা হল এই প্রকল্পের অধীনে। এই গরীব মানুষগুলিকে দিয়েই শুরু করা হল এই প্রকল্প এবং এদের মুখে দুবেলা দুমুঠো অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করেছিলেন সীমিত ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে এই বামফ্রন্ট সরকার।

তাই আমরা দেখতে পাই ১৯৭৮-৭৯-৮০ সালে হয়েছে বন্যা, হয়েছে দুর্ভিক্ষ, হয়েছে খরা অতীতের মত। কই তাতেও ত একটি লোকও না খেয়ে মরেনি। কেউ বলতে পারবেনা যে একটি লোক না খেয়ে মরেছে। যারা ইন্দিরা গান্ধীর প্রশংসা করে পত্রিকা ছাপায় তারাও বলতে পারবেনা যে একটি লোক না খেয়ে মরেছে। আমরা দেখলাম ১৯৮০ সালের জুন মাসে যখন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, সাম্প্রদায়িক শক্তি সি. আই, এর এজেন্ট যারা, মিশনারী, ঐ দেশী, বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি যারা আছে, গরীব মানুষেরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে একই লাইনে দাঁড়িয়ে, তারা লাল ঝাণ্ডার নীচে দাঁড়িয়ে তাদের অধিকার রক্ষার জন্য, তাঁদের বাঁচার জন্য, তাদের শিক্ষার জন্য, তাদের চাকুরীর জন্য সমস্ত কিছু রক্ষার জন্য তারা ঐ শক্তিগুলির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে চিড় ধরিয়ে দিয়েছে। এই দাঙ্গার সময়ে আমি যেটা লক্ষ্য করেছি মান্দাইয়ের পার্শ্ববর্তী এলাকায় আমি গিয়েছিলাম। আমাকে এরা যে কোন সময়ে মারতে পারে আমাকে ঘরে নিয়ে ওরা ওদের কথা বলছে। আমরা যখন বাংলাদেশ থেকে এসেছিলাম তখন আমাদেরকে ৩-৪ দিনের মধ্যেও চিড়া পর্যন্ত খেতে দেয়নি। আমরা জায়গা নিয়েছিলাম গাছের নীচে। আজকে যখন বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এল তখন ৬ তারিখে যে দাঙ্গা হয়ে গেল, সেই দাঙ্গার পরের দিনই অর্থাৎ ৭ তারিখেই রাত্রিবেলায় চিড়া গুড় পাঠিয়েছে। কিছু দিনের মধ্যেই আমরা চাল ডাল ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিসগুলিও পাঠিয়ে দিয়েছি। সমস্ত কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঙ্গায় পীড়িত যে সমস্ত মানুষ আছে তাদের খাদ্য নিয়মিতভাবে পেঁছে দেবার জন্য বামফ্রন্ট সরকারের সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। আমাদের মত পশ্চিম বাংলার জন্যও ইন্দিরা গান্ধী গাইড লাইন তৈরী করবেন। আমরা যখন খাদ্যের জন্য

দাবী করলাম তখন তিনি এই কথা জানান। গাইড লাইনের প্রথম যেটি সেটি হল, যারা দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করছে যাদের জীবন ধারণের অস্তি নিয়ে তাদের কথা চিন্তা করে তিনি খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণ করবেন। অর্থাৎ যে রাজ্যে দরিদ্র বেশী সেই রাজ্যে বেশী করে খাদ্য শস্য পাঠাবেন। এই ৩০ বৎসরে ত্রিপুরার রাজ্যের অবস্থা কি? যে ৩০ বৎসর ঐ সাম্রাজ্যবাদীরা শাসন করে আসছে। এই ৩০ বৎসরের হিসাব করলে দেখা যায় ত্রিপুরা রাজ্যে ৮৩ ভাগ লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করছে। যাদের পরিবারে মাসে ২০ টাকার মত আয় এইরকম পরিবার ত্রিপুরা রাজ্যে ১০০ ভাগের মধ্যে ৮৩ ভাগ। ৩৩ বৎসর ধরে শাসন করে তারা এইটুকুই করতে পেরেছে। অর্থাৎ দরিদ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। ৮৩ ভাগ লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে এইরকম কোন রাজ্যে দেখা যায়না। কিন্তু ত্রিপুরাতে এত দরিদ্র্য কেন? গত বৎসর যখন খরা হয়েছিল, তখন আমাদের ২৫ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশস্য দেওয়া হয়েছিল যা দিয়ে আমরা কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পে কাজ সারা বৎসর করাতে পারিনি। স্বাভাবিক অবস্থায় আমাদের ৮৩ ভাগ লোকের কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পে ৩০ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশস্যের দরকার হয়। যাতে করে এই ৮৩ ভাগ লোক অন্ততঃপক্ষে দুমুঠো খেতে পারে। তাই আমাদের প্রয়োজন ৩০ হাজার মেট্রিক টন। আর এই যে দাঙ্গা হয়ে গেল সেই দাঙ্গায় পীড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদেরকে কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পের জন্য আরও ১০ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশস্যের দরকার। অর্থাৎ মোট এই বৎসর আমাদের ৪০ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশস্যের দরকার। তাদের কি একটুও মানবিকতা নাই? তবে হাঁ। এই ৩০ বৎসর ধরে যারা শাসন করে আসছে তাদের মানবিকতা না থাকারই কথা। তাদের আমলেই ত না খেয়ে মানুষ মরে গেছে। এতদিন তাদের মানবিকতা জাগেনি আর এখন জাগবে তাদের মানবিকতা? মানবিকতা না থাকাটা তাদের পক্ষে অস্বাভাবিক কিছু নয়। এই অবস্থায় তারা মাত্র ১০ হাজার মেট্রিক টন ত্রিপুরাতে খাদ্যশস্য পাঠিয়েছে। আমরা তো ভিক্ষা চাইনি। এটা আমাদের অধিকার। হাজার হাজার লোক থেকে টাকা নিয়ে, ট্যাক্স নিয়েই তো ইন্দিরার টাকশাল বাড়াচ্ছে। এ টাকা ত ওদের সুখ-ভোগের জন্য নয়, এতো ইন্দিরার সেই টাটা বিড়লাকে সুযোগ সুবিধা করে দেবার জন্য নয়। গরীব মানুষ না খেয়ে থাকবে আর টাটা বিড়লার সুযোগ সুবিধা বাড়বে এতো কখনও হতে পারেনা। এটা আমাদের ন্যায্য প্রাপ্য। এটা আমাদের ন্যায্য অধিকার। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের অদিবাসীদের যা যা প্রাপ্য তা কেন্দ্রীয় সরকারকে পাঠাতে হবে। দ্বিতীয়তঃ আর একটা গাইড লাইন আছে। সুখময় বাবুরা যখন শাসন করতেন তখন ৪ টাকা হারে ক্ষেত মজুরী দেবেন বলে আইন করেছিলেন। সেই আইন আর কার্য্যকরী করে যাননি আইন, আইনই রয়ে গেছে। ক্ষেত মজুরদের ৪ টাকা ত দূরের কথা ২ টাকা অনেক সময় ১ টাকা ৫০ পয়সা হারেও তাদেরকে ক্ষেত মজুরী দেওয়া হত। ১৯৭৬ সালে জুন, জুলাই মাসে জরুরী অবস্থার সময় আমি সদরে একটি বাড়ীতে ছিলাম। যে বাড়ীতে ছিলাম সেই বাড়ীর মালিক আমাকে বলেছিল "বাবু তোমাকে আমি কি খাওয়াব, আমারই খাবার কিছু নাই"। তখন আমি বলেছিলাম কেন? তোমাদের এখানে বড় বড় বাবুরা আছেন, তারা ত তোমাকে কাজ দিতে পারে। আর এখন ৪ টাকা হারে ক্ষেতমজুরী দেয়। তুমি গিয়ে বল। "তখন সে বলল" বাবু ৪ টাকা ত দূরের কথা ২টাকা, ১টাকা ৫০ পয়সা হারে কাজ দিলেও আমরা রাজী

আছি। ৪ টাকার কথা বললে ওরা ত বাবু আমাকে জেলে পুরে দেবে। আমি ৪ টাকার কথা বলতেই পারবনা। এইত ছিল জরুরী অবস্থার সময়কার ঘটনা। আমি দেখেছি এক উপজাতি বাড়ীতে ৭—৮ জন লোক। সে গিয়েছিল কাজের জন্য। সে বলেছিল "বাবু আমার বাড়ীতে ৭—৮ জন লোক। তাদেরকে দুমুঠো খাওয়ার দেওয়ার মত আমার ক্ষমতা নাই। আমাকে কাজ দাও বাবু। আমাকে ৪ টাকা না দাও ২ টাকা হারে কাজ দাও। তা না হলে বাবু আমার পরিবারের সবাই না খেয়ে মরবে। এই কথাগুলি বলতে বলতে তার চোখে জল এসে পড়েছিল। তার চোখের জল দেখে বাবু ভীষণ দয়াপরবশ হয়ে পড়েছিলেন। দয়াপরবশ হয়ে তাকে বলেছিলেন ঠিক আছে তোকে আমি কাজ দেব। তুই সারাদিন কাজ করবি। তাতে তুই একবেলা খাওয়া পাবি, আর কাজের শেষে ৫০ পয়সা পাবি। সে তাতেই রাজী হয়ে গেল। একবেলা কাজ করার পর সে যখন খেতে বসেছিল তখন তার চোখের সামনে পরিবারের সব ক্ষুধাত' মুখগুলি ভেসে উঠেছিল। সে আর খেতে পারলনা। কাজ করার পর তাকে ৫০ পয়সাই দেওয়া হয়েছিল। এই ছিল তখনকার মজুরীর অবস্থা। আর এটাই হল সুখময় বাবুদের মত লোকেদের দয়াপরবশতার লক্ষণ, তাদের মানসিকতার লক্ষণ। আর এখন বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আইন করে দিয়েছে যে কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্পে স্ত্রী পুরুষ সবাই সমান ভাবে কাজ করতে পারবেন। এই ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে ত্রিপুরার দরিদ্র জনগণ আজ অন্তত: দুইবেলা দুইমুঠো খাবার খেতে পারছে। বামফ্রন্ট সরকার এই কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পের জন্য শ্রমিকদেরকে চাল, আটা এবং কিছু নগদ টাকাও দেয় আর তাতে তার বাজার দর পরে ১০ টাকার মত। মানে বামফ্রন্ট সরকার আজ দরিদ্র মজুরদের মজুরী হার ঠিক করে দিয়েছে ১০ টাকা করে। আজকে ত্রিপুরার ১ লক্ষ থেকে দেড় লক্ষ শ্রমিক ৮ থেকে ১০ টাকা মজুরীতে কাজ করে খাচ্ছে। তাদের এই মজুরীর হারটা কেন্দ্রীয় সরকারকে মেনে নিতে হবে। রাজ্য সরকারের এই কাজের উপর তিনি হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না। তিনি শুধু তার যা পাঠানো উচিত তাই পাঠাবেন। ইন্দিরা গান্ধীর গাইড লাইনে শ্রমীকদের জন্য ৪ টাকা থেকে ৫ টাকার যে মজুরী হার ঠিক করে দিয়েছেন তা যে সব রাজ্য সরকারকে মানতে হবে এমনতো কোন কথা নাই। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে তো আজকে আর তার পার্টির সরকার নাই যে জোর করে ৪,৫ টাকা দিয়ে শ্রমিকদেরকে দিয়ে কাজ করাবে, আজকে সরকার গরীবের সরকার, এই সরকারকে ১৯ লক্ষ লোক ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে, কাজেই সে সরকার সমস্ত জনগণের কথা ভাববেন। আমি ইন্দিরা গান্ধীকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে তুমি কি শুধু টাটা আর বিরলার কথাই ভাব, নাকি সমস্ত দরিদ্র জনগণের কথা ভাব। আর তাই যদি ভাবতে তাহলে কি দরিদ্র ত্রিপুরার জন্য মাত্র ১০ হাজার মেট্রিক টন খাদ্য শস্য পাঠাতে পারতে। তাই আমাদের সরকার মজুরদের জন্য যে মজুরীর ব্যবস্থা করেছে সেটা তোমাকে মানতে হবে, সেটাকে চালু রাখতে হবে, কারণ এটা তাদের ন্যায্য প্রাপ্য জিনিষ এটা তুমি ইচ্ছা করে কমিয়ে দিতে পার না। রাজ্য সরকার তার দেশের জন্য যা চাইবে কেন্দ্রীয় সরকারকে শুধু তাই দিতে হবে। রাজ্য সরকারের কোন কল্যাণকর কাজের উপর তার হস্তক্ষেপ চলবে না। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারকে কেড়ে নিতে পারবে না। সুতরাং

রাজ্য সরকার পঞ্চায়েতের মাধ্যমে যে কাজ শুরু করেছে তা জনগণের মঙ্গলের জন্যই এবং তাতে জনগণ উপকৃত হচ্ছে। গত নির্বাচনের আগে তো ১৪,১৫ বছর যাবত কোন পঞ্চায়েত নির্বাচন হয় নি। তার পঞ্চায়েত তৈরী করা হত কিছু আমলা নিয়ে। আর তাতে থাকত তাদের কিছু কর্মচারী এবং খোদ মন্ত্রী মহাশয়। আর সেই পঞ্চায়েতের মাধ্যমে যে কাজ হত তার বিন্দুমাত্রও দরিদ্র জনগণ পেত না। সমস্ত কাজ করানো হত তাদের দালাল দিয়ে, সেই সমস্ত ঠিকাদার দিয়ে, সুতরাং গ্রামে গঞ্জে যাদের কোন কাজই হত না। তাই আজকে বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েতের মাধ্যমে যে কাজ করছে, আর কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সেই কাজ চালু রাখার জন্য যে দাবী করা হয়েছে সেটা কেন্দ্রীয় সরকারকে দিতেই হবে। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমার দাবী তুমি তোমার গাইড আইনকে তুলে নাও এবং ত্রিপুরার দরিদ্র জনগণের যে দাবী ৩০ হাজার মেট্রিক টন খাদ্য শস্যের ও তার সঙ্গে দাঙ্গা পীড়িত ব্যক্তিদের যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদেরকে কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পের জন্য আরও ১০ হাজার মেট্রিক টন খাদ্য শস্যের দরকার, অর্থাৎ মোট এই বৎসর আমাদের ৪০ হাজার মেট্রিক টন খাদ্য শস্যের যে দরকার সেটা তোমাকে পাঠাতে হবে। রাজ্য সরকার শ্রমিকদের জন্য যে মজুরী ঠিক করে দিয়েছে সেটা তোমাকে মেনে নিতে হবে। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকার কোন অবস্থাতেই রাজ্য সরকারের কাজের উপর হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। কাজেই রাজ্য সরকার তার সমস্ত কাজগুলি যেভাবে জনকল্যাণমুখী ভাবে শুরু করেছে সেটাকে ঠিক সেইভাবে চালু রাখার ক্ষেত্রে যাতে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন বাধা না আসে, এই দাবী রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

উপাধ্যক্ষ মহাশয় :—মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাসঃ—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই বিধানসভার মধ্যে আমি ফুড ফর ওয়ার্কের কাজ চালু রাখার জন্য ৩০ হাজার মেট্রিক টন চালদিয়ে ত্রিপুরায় একটা মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলার জন্য যে প্রস্তাব এখানে আনা হয়েছে তাকে আমি সমর্থন করি এবং তার সমর্থনে একটু বক্তব্য রাখছি। গত ২ বছরে বামফ্রন্ট সরকার ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যে ভাবে কাজ করেছে তা গত ৩০ বছরেও হয় নি বা অন্য কোন সরকার তা করতে পারেনি। ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার এই ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে ত্রিপুরার বুকে হাজার হাজার মাইল রাস্তা তৈরী করেছে। গ্রামে গঞ্জে স্কুল ঘর তৈরী করেছে, কৃষির কাজও এই ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে হয়েছে। এই ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে ফরেষ্টেও প্রচুর হয়েছে এবং হচ্ছে। এই ভাবে ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রচুর পরিমাণে কাজ চলেছে, কাজেই এই কাজকে চালু রাখার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ৩০ হাজার মেট্রিক টন চাল অবশ্যই ত্রিপুরা রাজ্যে পাঠানো উচিত বলে আমি মনে করি। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে এই কাজ চালু রাখার ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের সার্বিক যে উন্নতি হয়েছে তা গত ৩ বৎসর আগে যে সরকার ছিল তারা তা করতে পারেনি।

প্রতি বছর একটা খুব বৃহৎ সময়ে শত শত মানুষ অনাহারে ত্রিপুরায় মরে গেছে। অনাহার চলেছিল গ্রামেগঞ্জে। তখন কাদের দাবিতে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মানুষ ত্রিপুরার

বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে অভিযান চালিয়েছিল এবং কাদের জন্য ঐ অনাহারে মরে যাওয়া লোকদেরকে মিছিলের সামনে রেখে হাজার হাজার মানুষ এস, ডি,ও এবং বি, ডি, ও অফিসের সামনে সমবেত হয়েছিল কিন্তু তখনও ঐ মানুষদেরকে রক্ষা করার জন্য একটা কাজ বা কি করে ঐ মানুষদেরকে রক্ষা করা যায় তার কোন উপায় তখনকার কংগ্রেস সরকার করেননি। যখন এই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসলেন তখন ত্রিপুরার শ্রমিক, কৃষক, মেহনতি মানুষ ও জুমিয়াদের জন্য যে সরকার মানুষের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছে, যারা সবচেয়ে নীচের তলার মানুষ, যাদের শতকরা ৮০ ভাগ-এর উপর হচ্ছে দরিদ্র সীমার নীচে তাদেরকে অনাহারে মিছিলে যেতে এই বামফ্রন্ট সরকার দেবেন না। এই প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য আজকে ফুড ফর ওয়ার্ক বিভিন্ন ব্লকে চালু করেছেন। তাতে আজ ত্রিপুরার অবস্থা বদলে গেছে। কংগ্রেস(ই), উপজাতি যুব সমিতি, আমরা বাঙ্গালী, নকশালরা আজকে এর বিরুদ্ধে মিছিল করছেন এবং প্রচার চালাচ্ছেন। কারণ তারা দেখছেন বামফ্রন্ট সরকার আজকে যেভাবে জন প্রিয়তা অর্জন করছে তাতে তারা আতংকিত তাই তারা ষড়যন্ত্রমূলক ভাবে বলছেন যে এখানে দুর্নীতি হচ্ছে। আমরা বিগত ৩০ বছরে দেখেছি যে ওরা ত্রিপুরার কোন পরিকল্পনাকে কাজে না লাগিয়ে নিজেরাই আত্মসাৎ করেছে। তারা এখন আর অনাহার মৃত্যুর মিছিল দেখতে পাচ্ছে না। আজকে যখন এটা বন্ধ তখন তারা সন্তুষ্ট নন। তাদের আকাঙ্খা পূরণের জন্য যদি শ্রীমতি গান্ধীর কেন্দ্রীয় সরকার ১৮ লক্ষ মানুষের আকাঙ্খিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত সরকারাক ভাঙ্গতে চান তবে তা ১৮ লক্ষ মানুষের বিরুদ্ধে চক্রান্ত বলে মনে করা হবে। ত্রিপুরার বামফ্রন্টের সরকারের কর্ম সূচীকে আজ ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য অনুসরণ করছে। আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্য আসামের করিমগঞ্জ ও হাইলা কান্দিতে ফুডফর ওয়ার্কের কাজ কিছু দিন চলেছিল কিন্তু আজ তা কন্ট্রাক-টারের মাধ্যমে করে সে টাকা আত্মসাৎ করা হচ্ছে। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে এ উন্নয়ন মূলক কাজগুলি ফুডফর ওয়ার্কের মাধ্যমে চালু করে গ্রাম উন্নয়নের চেহারা বদলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখছি আমরা বাঙ্গালী, কংগ্রেস (ই), উপজাতি যুব সমিতির প্রভাবিত গাঁওসভা গুলিতে চলছে সবচেয়ে বেশী দুর্নীতি। তারা আজ প্ররোচনা মূলকভাবে দুর্নীতির অভিযোগ না তুলে যদি সাহস থাকে তবে প্রমাণ করে দিন যে বামফ্রন্ট সরকার দুর্নীতিবাজ কিনা কিন্তু তারা তা পারবেন না কারণ তাদের গাঁওসভাগুলিতেই দুর্নীতির আশ্রয়। প্রতিটি বি, ডি, সিকে বা ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিটি ব্লক উন্নয়ন কমিটিকে এবং প্রত্যেকটি গাঁওসভাকে ত্রিপুরা সরকার সমান ভাবে আর্থিক সাহায্য দিয়ে আসছেন রাস্তা ঘাট তৈরী করা থেকে ফিশারি নির্মাণ প্রভৃতি কাজের জন্য কিন্তু যারা দুর্নীতির কথা বলছেন তাদের সেখানে, তাদের গাঁওসভাতে জনগণের সম্পদ তাদের মাত্র কয়েকজন আত্মসাৎ করছে। কাজেই আমাদের দাবি শুধু ত্রিপুরা রাজ্যে জন্য নয়, আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য যেমন ৩০ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশস্য পাঠিয়ে ফুডফর ওয়ার্ক অব্যাহত রাখতে হবে তেমনি ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্য যদি এই পথ অনুসরণ করতে চায় তবে সে রাজ্যগুলিকেও কেন্দ্রীয় সরকারকে সাহায্য করতে হবে। এই দাবির সমর্থনে বক্তব্য রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল দাস।

শ্রীগোপাল দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীব্রাইজ্রাম কামিনী ঠাকুর সিং এই হাউসে যে প্রস্তাব এনেছেন অর্থাৎ ত্রিপুরা সরকারের কাজের বদলে খাদ্য কর্মসূচী চালু রাখার জন্য যে ৩০ হাজার মেট্রিক টন চাল দরকার তা ত্রিপুরা সরকারকে দেওয়ার জন্য যে প্রস্তাব সেটাকে আমি সমর্থন করি। সমর্থন করি কেন না আমি লক্ষ্য করেছি ১৯৭৭ সালের শেষ দিকে ১৯৭৮ সালে যখন ত্রিপুরাতে বামফ্রন্ট সরকার কায়েম হল তখন বামফ্রন্ট সরকার কায়েম হওয়ার পর যেটা সবচেয়ে বেশী লক্ষ্যনীয় বিষয় সেটা হলো

গ্রামের গরীব মানুষের দিকে দৃষ্টি রেখে, গ্রামের গরীব মানুষের আর্থিক উন্নতির জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এই সকল পরিকল্পনার একটি অংগ হিসাবে ফুড-ফর ওয়ার্কের প্রকল্পটি উল্লেখযোগ্য। এই প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামের গরীব এবং গ্রামীণ বেকারেরা নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে তাদের জীবন ফিরে পেয়েছেন। আমরা বলতে পারি এখানে বামফ্রন্ট সরকার আসার আগে বিগত ত্রিশ বছর ধরে যে ধনতান্ত্রিক সরকার এ রাজ্যে যে সকল পরিকল্পনা নিয়েছেন সে সমস্ত পরিকল্পনার মুষ্টিমেয় কিছু ধনিক শ্রেণীর স্বার্থে করছে। তারা গরীব, মেহনতী মানুষের স্বার্থে কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন নি। কাজেই বামফ্রন্ট সরকার যখন ক্ষমতায় এলেন তখন গরীব মানুষেরা নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলছেন। এখানকার প্রায়শতকরা ৮০, ৯০ ভাগ লোক দারিদ্র সীমার নীচে চলে গেছে। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর তাদের প্রথম কাজ হলো গ্রমীণ অর্থনীতির উন্নতির জন্য কর্মসূচী গ্রহণ করা এবং তার বাস্তবে রূপায়িত করা। বামফ্রট সরকার ক্ষমতায় এসেছেন মাত্র তিন বৎসর অনিক্রান্ত হলো। কিন্তু এই তিন বৎসরে বামফ্রন্ট সরকার গ্রামীণ অর্থনীতিকে অনেকটা উন্নত করেছেন। যদিও আমরা জানি যে এই ধনবাদী ব্যবস্থার মধ্যে গ্রামীণ অর্থনীতিকে অধিক উন্নতি করা সম্ভব নয়। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা বহু লোকদের উন্নতির জন্য ব্যবস্থা। তবু এই ব্যবস্থার মধ্যে সীমিত ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে বামফ্রন্ট সরকার কাজ করে চলেছেন। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার এর কর্ম্মসূচী অধিক কার্য্যকরী হতে পারবে না। কারণ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোন মৌলিক সমস্যার সমাধান হতে পারে না যদি না এই সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন হয়। ফলে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় আমাদের দেশের গরীব মানুষ আরো গরীব হয়ে পড়ছে, আর ধনীরা আরো ধনী হয়ে উঠছে। আজকে সকল গরীব মানুষকে সকল মেহনতী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ধনীক শ্রেণীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। আজ ধনতন্ত্রকে ধ্বংস করার সময় এসেছে, আজ দিকে দিকে লাল সূর্য্যের আলো দেখা যাচ্ছে।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার মাস খানেকের মধ্যেই ফুড্-ফর্-ওয়ার্কের কাজ যেখানে শুরু করেন সেখানে কংগ্রেসী সমর্থকরা সেই কাজে নানা ভাবে বাঁধা দেবার চেষ্টা করছে। তারা বামফ্রন্টের সকল প্রকার উন্নয়নমূলক কার্য্যকলাপকে বাঁধা দেবার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করছে। আমরা দেখেছি পশ্চিমবঙ্গে এবং ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকারকে বিভিন্ন ভাবে নানা প্রকার বাঁধার সন্মুখীন হতে হয়েছে। তাই আমি আজ এই হাউসে আবেদন রাখছি সাধারণ মানুষের নিকট আবেদন রাখছি যে তাঁরা সংগঠিত ভাবে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তকে প্রতিহত করার জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হউন। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি

গুলি যাতে করে বামফ্রন্টের কর্মসূচীকে ব্যহত করতে না পারে তার জন্য সতর্ক থাকতে হবে।

বামফ্রন্ট সরকার যখন তাঁর উন্নয়নমূলক কর্মসূচীগুলি বাস্তবে রূপায়িত করার চেষ্টা করছেন ঠিক সে সময় ত্রিপুরায় উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীগুলি উগ্র উপজাতি যুবসমিতি এবং উগ্র আমরা বাঙ্গালী চক্রান্ত করে উদ্দেশ্য মূলক ভাবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাঁধিয়ে দিয়ে জন জীবনকে পযুদস্তকরে। বামফ্রন্টের নেতৃত্বে দেশের সাধারণ মানুষ, গরীব মেহনতী মানুষ আজ ঐক্যবদ্ধ হচ্ছেন দেখে ধনবাদী লোকেরা তা আর সহ্য করতে পারছে না তাই তারা গরীব মানুষ, শ্রমিক শ্রেণীর লোকেরা যাতে করে ঐক্যবদ্ধ হতে না পারেন তার জন্য মরিয়া হইয়া চেষ্টা করছে । তাই আমরা দেখছি, বামফ্রন্ট সরকার যে ফুড্-ফর-ওয়ার্ক চালু করেছেন তাকে বানচাল করার জন্য কেন্দ্রের ধনবাদী সরকার গুলি বারবার চেষ্টা করছে-তারা ফুড্-ফর ওয়ার্কের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য শষ্য বামফ্রন্ট সরকারকে ঠিক মতসরবরাহ করছে না। সুতরাং রাজ্যের গরীব মানুষের উন্নতির জন্য বামফ্রন্ট সরকার যেকর্ম্মসূচী গ্রহণ করেছেন, যে ফুড-ফর-ওয়ার্কের কাজ চালু করেছেন তাকে চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান যাতে কেন্দ্রীয় সরকার করেন এই দাবী রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ : মাননীয় সদস্য শ্রী ব্রজমোহন জমাতিয়া।

শ্রী ব্রজমোহন জমাতিয়া : মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই হাউসে মাননীয় সদস্য শ্রী স্বরাইজাম কামিনি ঠাকুর সিং মহোদয় যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তা সমর্থন করি। সমর্থন করি এই কারণে যে, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ত্রিপুরা গ্রামে যে উপজাতি এবং বাঙ্গালীরা বসবাস করেন তাদের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য বিভিন্ন কর্ম্মসূচী নিয়েছেন।

আমরা দেখতে পাই যে তিন বৎসর যাবত ভিখারিণী যারা বৈষ্ণব ধর্ম্ম পালন করে তারা বছরে একবার ভিক্ষা করে। কিন্তু গত ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখছি যে এতদিন ত্রিপুরার উপজাতিই হোক বা জাতিই হোক তাদের পরিস্থিতি বাধ্য করত গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করে বেড়াতে। কিছু কিছু উপজাতি মহিলা বন থেকে আলু যোগাড় করে খাদ্যের জন্য। এই ছিল আমাদের গত ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতা। এখন আর সেই পরিস্থিতি নেই এই বামফ্রন্ট সরকারের আমলে। তবে কিছু প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর লোকেরা যারা বিধান সভার ৬০ টা আসনের মধ্যে একটি আসনও পায়নি তারা কিছু উস্কানি দিয়ে ত্রিপুরাতে দাঙ্গা হাঙ্গামার সৃষ্টি করেছে। আমরা দেখেছি যে উপজাতি যুব সমিতি এবং আমরা বাঙ্গালীর নেতারা কয়েকদিন আগে কংগ্রেস আই এর সঙ্গে দিল্লীতে দরবার করেছেন। তারা কেন গিয়েছিলেন ? তারা কি ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্য গিয়েছিলেন ? তারা কি দুষ্ট দমনের জন্য গিয়েছিলেন ? না, তা নয়। তারা রাষ্ট্রপতি শাসন জারী করতে পারছে না। সেজন্য তাদের যে ভাত মারা যায় তার ব্যবস্থা করতে দিল্লী গিয়েছিলেন। আমার বিলোনীয়াতে ৫০০০ মেট্রিক টন খাদ্য দিয়েছেন। এই কারণে আমাদের স্বরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিং যে বক্তব্য রেখেছেন সেই বক্তব্যকে আমি পুরোপুরি সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—শ্রী পূর্ণমোহন ত্রিপুরা।

শ্রী পূর্ণমোহন ত্রিপুরা—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই হাউসে মাননীয় সদস্য শ্বরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিং যে প্রস্তাব এনেছেন—কাজের বদলে খাদ্য সেটা আমি সমর্থন করি। আমরা দেখছি সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ৩০ বছর কংগ্রেস রাজত্বে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের কি অবস্থা ছিল সেটা গ্রামের মানুষ হাড়ে হাড়ে অফিস আদালতে, পাহাড়ে কন্দরে যারা শেয়াল কুকুরের মত ঘুরত সেটা আমরা অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার আসার পর আমরা দেখছি যে বামফ্রন্ট যে বাজেট করেছে সেই বাজেটের টাকা গ্রামের মানুষের জন্য খরচ করছেন। তার প্রমাণ আমরা দেখেছি ব্লকগুলিতে হাজার হাজার কাতারে কাতারে যে বিধানসভার মধ্যে '৭২ সন থেকে আমি এখানে আন্দোলন করে আসছি সেই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। সেই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জনসাধারণ রায় দিয়েছে। আজকে বামফ্রন্ট সরকার আসার পর আজকের মানুষ আমাদের দীর্ঘ দিনের যে দাবী—কাজের বদলে খাদ্য—এই জিনিসটা জনসাধারণ কিছুটা উপলব্ধি করতে পারছে। আজকে কেন্দ্রীয় সরকার, সেই শ্রী যতি গান্ধী যেভাবে ব্যবহার করেছেন সেটা থেকে আমরা দেখি যে কাজের বদলে খাদ্যের মধ্যে ৪ থেকে ৫ টাকা মজুরী হার নির্ধারণ যদি না করেন তা হলে ত্রিপুরার ২০ লক্ষ মানুষ বসে থাকবে না। সমস্ত গরীব অংশের মানুষ সেই আন্দোলনে যোগ দেবে। কাজেই সেই জিনিসটা আমাদের বোঝা দরকার যে দীর্ঘদিন যে কংগ্রেস রাজত্বে জুমিয়া ভূমিহীনদের অবহেলিত করে রেখেছে সেটা বামফ্রন্ট সরকার আসার পর থেকে তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যেই ব্যবস্থা করেছে যাতে গ্রামের গরীব মানুষ কাজের বদলে খাদ্য দ্বারা বাঁচার সংস্থান করা যায়। কাজেই সেটা যদি বন্ধ করতে চান তা হলে এটা বুঝতে হবে যে ত্রিশ বছর যে জঙ্গল রাজত্ব ছিল তাহাই পুনরায় কায়েম করবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থা নিচ্ছেন। কাজেই গরীব মেহনতী মানুষের স্বার্থে কাজের বদলে খাদ্যের জন্য যে প্রস্তাব মাননীয় বিধায়ক এনেছেন তাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য আমি শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—আর কেউ আছেন কি ?

শ্রী ব্রজগোপাল রায় (ত্রাণ মন্ত্রী)—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মাননীয় সদস্য শ্বরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিং যে আলোচনা উপস্থাপিত করেছেন এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য যে ফুড ফর ওয়ার্ক চালু রেখে বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার গ্রাম জীবনে বিশেষ করে একটা জোয়ার এনেছেন। কেন না এই দীর্ঘকাল কংগ্রেস রাজত্বে গ্রামের মানুষের চাকুরী বাকরী কিছুই হয়নি। বেকারীত্বের জ্বালায় তারা ভুগছিল। স্বাস্থ্যহীন ভূমিহীন কৃষক, শ্রমিক শ্রেণীর লোকদের অনাহারে থাকতে হত। এই অবস্থা থেকে মুক্তি দিয়েছে ফুড ফর ওয়ার্ক। এই ব্যবস্থা গ্রামের মানুষকে যেমন কাজ দিয়েছে তেমনি তাদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলেছে। আমরা দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি এই কাজ বন্ধ করে দেবার জন্য একটা প্রচেষ্টা চলছে। এটাকে একটা চক্রান্ত বলব বামফ্রন্ট সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য। বামফ্রন্ট সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্য নানা রকম কথাবার্তা চালাতে লাগলো এবং নানা রকমভাবে তারা চেষ্টা করতে লাগলো যাতে করে ফুড ফর ওয়ার্কের কাজ বন্ধ করা যায়। কারণ বামফ্রন্ট সরকার যে সাধারণ মানুষের জন্য দুই মুঠো ভাতের ব্যবস্থা করতে পেরেছে তার জন্য সাধারণ মানুষ বামফ্রন্ট সরকারের প্রতি অনুগত রয়েছে। কাজেই এই জিনিসটা যাতে

বন্ধ করে দেওয়া যায়, তাহলে পর বামফ্রণ্ট সরকারের উপর সধারণ মানুষ ক্ষেপে যাবে। কাজেই বাম ফ্রণ্টের বিরুদ্ধে এই যে চক্রান্ত, এই চক্রান্ত তারা চালিয়ে যাচ্ছে বলেই আমার মনে হয়। কাজেই খাদ্যের বদলে যে কাজ, সেই কাজের জন্য যে পরিকল্পনা তাকে নানা ভাবে ব্যাহত করবার চেষ্টা তারা করেছে। কিন্তু তাদের এত চেষ্টার ফলেও যখন সেটা হচ্ছে না, তখন চারিদিকে চীৎকার করছে যাতে নূতন করে আর কিছু করা যায় কিনা। খাদ্যের পরিমাণ যাতে কমিয়ে দেওয়া যায় কিনা। কিন্তু খাদ্যের পরিমাণ কমিয়ে দিলে, যাদের জন্য এই ব্যবস্থা, সেই মানুষগুলি কি করে বাঁচবে। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকারের এই যে চক্রান্ত, এটাকে আমরা সমর্থন করতে পারিনা। কাজেই যেমন করে হউক আমাদের খাদ্যের বিনিময়ে যে কাজ, সেটা আমাদের চালু রাখতেই হবে। আর এটা চালু রাখার জন্য আমাদের প্রয়োজনে প্রস্তাব নিতে হবে, সংকল্প নিতে হবে। কেন না এই রাজ্যেও দিনের পর দিন মানুষের সংখ্যা বাড়ছে, জনসংখ্যা বাড়ছে কাজেই খাদ্যের সমস্যাও বেড়ে যাচ্ছে। কাজেই এই সব দিকে লক্ষ্য রেখে খাদ্যের বদলে যে কাজ, সেটা যাতে চালু রাখা যায় তার জন্য আমাদের সব দিক থেকে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে এবং আমাদের জন্য যে পরিমাণ চাহিদা, তা কেন্দ্রীয় সরকারকে দিতে হবে। আজকে আমাদের বামফ্রণ্ট সরকারগুলি দাবী করেছে যে রাজ্যের ব্যপারে কেন্দ্র এর কোন হস্তক্ষেপ করা চলবে না। কেন না রাজ্য পরিচালনার ব্যাপারে আমাদেরই চিন্তা করতে হবে এবং রাজ্যের যে সমস্ত সমস্যাগুলি আছে, সেগুলির সমাধান আমাদেরই করতে হবে। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকারের কোন রকম হস্তক্ষেপই আমরা বরদাস্ত করতে পারি না। কিন্তু তা সত্ত্বেও চার দিক থেকে নানা রকম চিৎকার উঠেছে যে খাদ্যের বদলে যে কাজ তার মধ্যে নানা রকমের মাধ্যমে ঘটনা ঘটছে। কিন্তু আমি বলব যে এই খাদ্যের বদলে যে কাজ, তার গ্রামের মানুষ গুলি খেয়ে পরে বেঁচে আছে, তাদের দিক থেকে কোন রকম অভিযোগ আসছে না। কিন্তু অন্য কিছু রাজনৈতিক দলের লোকেরা উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে এসব কথা উঠাচ্ছে। কাজেই খাদ্যের বিনিময়ে যে কাজ, তার উপর যদি কোন রকম হস্তক্ষেপ হয়, তাহলে রাজ্যের মানুষ সেটাকে কোন রকমই সহ্য করবে না। তা সত্ত্বেও এই কাজটাকে কি ভাবে বন্ধ করে দেওয়া যায়, তার জন্য তারা নানা ভাবে সচেষ্ট রয়েছে। কাজেই খাদ্যের বিনিময়ে কাজের জন্য যে পরিমান খাদ্যের প্রয়োজন, সেই পরিমান খাদ্য কেন্দ্রীয় সরকারকে আমাদেরকে সরবরাহ করতে হবে। তাই আমি এই প্রস্তাবের সমর্থণ করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা—মাননীয় ডিপুটি স্পীকার, স্যার, এখানে খাদ্যের বদলে কাজের মাধ্যমে যে কর্ম সংস্থান, তার সম্পর্কে মাননীয় সদস্য সরাইজায় কামিনী ঠাকুর সিং যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন এবং যে বক্তব্য তিনি উপস্থিত করেছেন, আমি সেই সম্পর্কে দুই একটি কথা বলতে চাই। ব্যাপার হচ্ছে এই যে আজকে শ্রীমতি ইন্দিরাগান্ধী এবং কেন্দ্রীয় সরকার এর কাছে এই রাজ্যের কতিপয় কায়েমী স্বার্থবাদী লোক নিশ্চয় রিপোর্ট করেছেন এবং তার জন্য শ্রীমতি গান্ধী চিন্তা করছেন। কারন আমাদের একথা বুঝতে হবে যে বিগত বিধান সভায় নির্বাচনে এবং লোক সভার নির্বাচনেও বামফ্রণ্ট এর বিরুদ্ধে অনেক রাজনৈতিক দলভুক্ত লোক

আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করেছিল, তারা এখন আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে জীবিত আছেন। কাজেই তখন তারা মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে তথা বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে ছিল যে যদি বামফ্রন্টকে ভোট দেওয়া হয়, তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার তোমাদেরকে টাকা দেবে না, খাদ্য দেবে না। আমি যদি সেখান থেকে শুরু করি যে কেন্দ্রীয় সরকারের আসল চরিত্রটা কি? এটা অবশ্য আমাদের সবার বুঝতে হবে। কারণ আজকে কেন্দ্রীয় সরকারের যে অপকৌশল এবং তার সাথে সাথে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের কিছু কায়েমী স্বার্থান্বেষী লোক চিন্তা করছে যে যদি এই সরকারকে এভাবে চলতে দেওয়া হয়, তাহলে তারা যে সাধারণ মানুষকে এতকাল ধরে শোষণ করে আসছিল, সেই শোষণ তারা আর করতে পারবে না। কারণ আমাদের বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর তারা যে নামে শোষণ করত, সেই নামকরণও পালটিয়ে দিয়েছে। তারা মজুরের মজুরী বৃদ্ধি করে দিয়েছে। আগে যে টেষ্ট রিলিফে কাজ করলে মজুরী ছিল দেড় টাকা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চাপে পড়ে সেই মজুরীর হার ২ টাকা করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু আমাদের বামফ্রন্ট সরকার সে আগের টেষ্ট রিলিফকে মুছে ফেলেছি। গ্রামের মধ্যে যারা শোষিত, অনাহার, অর্ধাহারে পীড়িত, তাদের হাতে আমরা ফুড ফর ওয়ার্কের টাকা তুলে দিয়েছি। আজকে আমরা শুধু এটাকে কতগুলি রাস্তাঘাট করার মধ্যেই সীমিত রাখি নি, এর মাধ্যমে যাতে একটা স্থায়ী সম্পদ সৃষ্ট হতে পারে, তার জন্যও আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি। যেমন জল সেচের জন্য বাঁধ তৈরী করা, রি-ট্রেডিং এর জন্য পাত কুয়া তৈরী করা এবং ফিসারী স্যোসিয়েল ফরেষ্ট্রি ইত্যাদি কাজ করবারও আমরা চেষ্টা করছি। কারন আমরা জানি যে ধনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা শুধু শোষণই হয়, সাধারণ মানুষের মঙ্গলের জন্য কিছু হয় না, এটাই স্বাভাবিক। কাজেই সে দিক থেকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্ট করতে চাইছে, তাদের মধ্যে তফাত কিছু নাই। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে এমন কোন বড় শিল্প নাই, রেল গাড়ী নাই। অথচ লক্ষ লক্ষ মানুষকে এখানে খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকতে হবে। তাই ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে ত্রিপুরাতে স্থায়ী সম্পদের সৃষ্টি হতে পারে. তার জন্য আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু যে কথাগুলি আমার পূর্বতন বক্তারা বলেছেন যে আগে মজুরেরা সারাদিন পরিশ্রম করেও তাদের পেট ভরার মতো পারিশ্রমিক পেত না, অথচ তারা মজুরী করতে বাধ্য হত। তাই আমি বলতে চাই যে ১৯৬৯ সালে কি হয়ে ছিল, তখন আমরা কি দেখছিলাম। আমরা তখন দাবী করেছিলাম, তখনকার চীফ মিনিষ্টার ছিলেন শচীন্দ্রলাল সিং মহোদয়, তার কাছে আমরা দাবী করেছিলাম যে ত্রিপুরাতে না খেয়ে কেন এত লোক মারা যায়, কেন তাদের অনাহার অর্ধাহারে থাকতে হয়। তখন একমাত্র ছামনু এলাকাতেই ৪০ জন লোক না খেয়ে মারা গিয়ে ছিল, কিন্তু তাদের খাদ্য দিয়ে বাঁচাবার কোন চেষ্টাই করা হল না। তখন আমাদের মার্কবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি এই ধরণের ঘটনা সহ্য করতে পারেনি।

আজকে আমরা ক্ষমতায় আসার পরে আমি আগেই বলেছি যে স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করার জন্য চেষ্টা করছি যাতে গ্রামের মানুষ স্বাবলম্বী হতে পারে। তার জন্য কৃষি ব্যবস্থার দিক থেকে এবং বিভিন্নভাবে গ্রামের নানা রকম ছোট শিল্প ইত্যাদি করে তাদের জন্য স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি

করার জন্য একটা পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি। এই দিক থেকে যারা অসুবিধায় আছে, যারা দুঃস্থ নিপীড়িত তাদেরকে রক্ষা করার জন্য আমাদের চেষ্টা সেটা অপরাধের কিছু নয়। ল্যাম্পস প্যাক্স ইত্যাদির মাধ্যমে কৃষকদেরকে কৃষি কাজের জন্য টাকা পয়সা দেওয়া হচ্ছে। যার জন্য ওদেরকে আজকে মহাজনের কাছে যেতে হচ্ছে না, ঘরবাড়ী বিক্রী করতে হচ্ছে না, পাট বিক্রী করতে হচ্ছে না। এই পাট ল্যাম্পস প্যাক্স কিনতে চেষ্টা করছে। বামফ্রণ্ট সরকার এই কর্মসূচী হাতে নেওয়ার ফলে প্রতিক্রিয়াশীল চক্র আর গ্রামের এই গরীব কৃষকদেরকে ভুলাতে পারছে না। কাজেই আমাদের বামফ্রণ্ট সরকারের টোটেল রিকোয়ারমেণ্ট হচ্ছে ৪৫ হাজার মেঃ,টন। এই চাউলের পরিমাণটাকে আরও কমাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। কাজেই একটা পেছনে পরা রাজ্যকে যদি রক্ষা করতে হয় তাহলে আরও বেশী বরাদ্দ হওয়া উচিত ছিল। আজকে গুজরাট, আসাম, উত্তরপ্রদেশ এই সমস্ত রাজ্যের মানুষকে এই কাজের বদলে খাদ্য পরিকল্পনার উপর নির্ভর করতে হচ্ছে না। কিন্তু আমাদের এই অনুন্নত রাজ্য এই প্রকল্পের বিশেষ প্রয়োজন আছে। কাজেই এই প্রকল্পের জন্য আরও বেশী পরিমান চাউল বরাদ্দ করা উচিত যাতে এই প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে আরও কাজের সৃষ্টি হয়। এই জন্য এখানে যে প্রস্তাব আনা হয়েছে সেটাকে আমি সমর্থন করি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ, ডিপুটি স্পীকার :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী : —মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী তিনি খুব সুন্দরভাবে সরকারের বক্তব্য তুলে ধরেছেন। আমি শুধু একটা কথা বলতে চাই যে আমরা এখানে ফুডফর ওয়াকর্স এ এই বছর ৯০ লক্ষ দিনের কাজ আমরা করেছি। আমরা যে রিলিফ এবং পুনর্বাসনের কাজ করেছি তার মধ্যে ফুডফর ওয়ার্কসে একটা কর্মসূচী হাতে নিয়েছি। রিফিউজিরা নিজ বাড়ীতে যারা যাবেন তারা গিয়ে এই বছর অনেকেই কৃষিকাজ করতে পারবেন না। কাজেই পরবর্ত্তী ফসল না উঠা পর্যন্ত তাদেরকে যাতে কাজ দিতে পারি তার জন্য চেষ্টা করছি। এই ব্যাপারে বাবন কমিটি তারা বলেছিল আনুমানিক ২৫ হাজার মেঃ,টন চাউল দরকার হতে পারে। এই বছর দশ হাজার টন দেওয়ার কথা। এক্ষণে ১৫ হাজার টন দরকার। তাহলে শরণার্থী তারা বাড়ীঘরে ফিরে যাবে। সেই অনুসারে আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে লিখেছি, তার বার্তা পাঠিয়েছি যে ১৫ হাজার টন এক্ষনে পাঠান। আমি আশা করছি সেটা পেয়ে যাব। প্লানিং কাউনসিল এই ফুডফর ওয়ার্কস পরিকল্পনায় আমাদের জন্য সারা বছরে ১৭ লক্ষ ম্যানডেজ ধরেছেন। এই সমগ্র অঞ্চলে অন্যান্য অনেক রাজ্যে ফুডফর ওয়াকর্সের প্রশ্ন আসে না। যেমন অরুনাচল, নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম এই সমস্ত অঞ্চলে শ্রম তাদের নেই বললেই চলে। কিন্তু আমাদের এখানে দেড়শো দিন মাত্র কাজ পাই ৩৬৫ দিনের মধ্যে। এখানে সারা বৎসর ফুডফর ওয়াকর্স প্রকল্প চালু রাখা যায়। এবং এটা চালু আছে বলেই জুতদার, কনট্রাকটাররা বেশী মজুরী দিয়ে শ্রমিকদেরকে নিতে হয়। সেই জুতদারদের স্বার্থে ইন্দিরা কংগ্রেসের লোকেরা ফুডফর ওয়ার্কসের ধোঁয়া তুলে ব্যবহার বন্ধ করিয়ে দেওয়ার জন্য বলছে। আমরা এই বছরে প্রথম স্তরে তিন হাজার কিলোমিটারের বেশী রাস্তা করেছি। সারা ত্রিপুরাকে জুড়িয়ে আনা যেতে পারে। এই পরিকল্পনায় অতীতে এত কাজ হয় নি। বর্ত্তমানে এর শর্ত

স্কুলের রাস্তা, পুকুর, রাবার বাগান আমরা করেছি। আরেকটা কথা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে এই সমস্ত কাজ আমরা করছি। পঞ্চায়েতই ঠিক করেন কোন লোকটাকে এই কাজ দিতে হবে। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পে যদি কেউ বানচাল করতে চায় তবে এই কাজের গুরুত্ব অনুভব করে এই বর্ডার এলাকার ত্রিপুরার মানুষ তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেবে। এই বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার:—আগামী ২৬শে ডিসেম্বর বেলা ১১টা পর্যন্ত এই সভার কাজ মুলতুবি রইল।

ANNEXURE—"A"

PAPERS LAID ON THE TABLE

Admitted Starred Question No. 9 By Shri Tapan Kr. Chakrabarty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Manpower & Employment Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে সরকার ব্লকস্তর পর্যন্ত কর্মনিয়োগ কেন্দ্র সম্প্রসারিত করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে ?

২। যদি সত্য হয়, তবে কয়টা ব্লকে এপর্যন্ত এই কেন্দ্র খোলা হয়েছে ?

—: উত্তর :—

১। হ্যাঁ।

২। এ পর্যন্ত ৮টি ব্লকে কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র খোলা হয়েছে। বাকী ব্লকগুলিতে এই কেন্দ্র এই বৎসরের মধ্যে চালু করিতে সরকার সচেষ্ট আছেন।

Admitted Starred Question No. 10 By Shri Tapan Kr. Chakraboty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state: —

প্রশ্ন :—

১। বামফ্রন্ট সরকারের বেকার ভাতা দানের সিদ্ধান্তের ফলে ত্রিপুরার কতজন বেকার উপকৃত হবেন ?

২। কত টাকা করে এই ভাতা দেওয়া হবে এবং এই ভাতা দেওয়ার ফলে চলতি আর্থিক বছরে সরকারের কত টাকা খরচ হবে।

উত্তর :—

১। বামফ্রন্ট সরকার নীতিগতভাবে বেকার ভাতা দানের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরও আর্থিক অসংগতির জন্য সম্প্রতি এই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন বিলম্বিত হইতেছে। আনুমানিক প্রথম বৎসরে ১৮,০০০ বেকার এর আওতায় আসতে পারে।

২। মাসিক ৩০ টাকা হারে এই ভাতা দেওয়ার পরিকল্পনা আছে এবং এক বৎসরে প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা এই প্রকল্প চালু করিতে প্রয়োজন।

Admitted Starred Question No. 99 By Shri Makhan Lal Chakraboty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state:—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ভূমিহীনদের এলট পাওয়া ভূমিতে বিনা মাশুলেই গাছের মালিকানা ভূমিহীনরা পাবেন ?

২। যদি সত্য হয় কবে পর্যন্ত কার্য্যকরী হবে।

উত্তর

১। সংশোধিত ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার (এলটমেন্ট অফ লেণ্ড) রুলস্, ১৯৮০ এর বিধান মতে যাহারা ভূমি বন্দোবস্ত পাইবেন তাহারা বন্দোবস্ত পাওয়া ভূমিতে বিনা মাশুলে গাছের মালিকানা স্বত্ব পাইবেন।

২। উক্ত নিয়মাবলী গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার তারিখ হইতে ইহা কার্য্যকরী হইবে।

Admitted Starred Question No. 115

By—Shri Subal Rudra.

With the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) রাজ্যের কতজন বর্গাদার, ভূমিহীন, ক্ষেতমজুরকে মামলা পরিচালনার জন্য চলতি আর্থিক বছরে অক্টোবর মাস পর্যন্ত কত টাকা আর্থিক সাহায্য করা হইয়াছে তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব,

উত্তর

বিভাগের নাম	বর্গাদারদের সংখ্যা	আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ
১) সদর	—	—
সোনামুড়া	—	—
খোয়াই	—	—
কৈলাসহর	২	৭০০
কমলপুর	—	—
ধর্ম্মনগর	১	২০০
উদয়পুর	—	—
অমরপুর	—	—
বিলোনীয়া	—	—
সাব্রুম		১৪৫৪
		২,৩৫৪

Admitted Starred Question No. 118

By Shri Nakul Das.

With the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) বর্তমান বছরে রাজ্যে কত টাকা পরোক্ষ কর আদায় হইয়াছে,

২) অনাদায়ী করের পরিমান কত?

উত্তর

১) জুলাই ১৯৮০ পর্যন্ত বিক্রয় কর' ষ্টাম্প, রেজিষ্ট্রেশন ফিস, আবগারী শুল্ক এবং প্রমোদ কর।

বাবত মোট ৯১,৪০,৯৬৮.৪৪ পয়সা আদায় হইয়াছে। নভেম্বর ১৯৮০ পর্যন্ত আদায়ের তথ্যাদি সংগৃহীত হইতেছে।

২) বিক্রয় কর বাবদ ৪,৫০,০০০, টাকাবকেয়া পাওনা আছে।

Admitted starred Question No· 120

By Sri Nakul Das.

Will the Hon'ble Minister incharge of the Forest Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সীমান্ত অঞ্চলে বনবিভাগের নিজস্ব বাগান থেকে গাছ কেটে বাংলাদেশে পাচারকারী দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন,

২। বিলোনীয়া বিভাগের রাঙ্গামুড়া গ্রামে সীমান্তে কাঁটা কামান টাঙ্গিয়ে ঐখানকার কিছু সরাজদ্রোহী বাগান কেটে লাকড়ী হিসাবে বাংলাদেশে বিক্রয় করার ঘটনা সরকার অবগত কি না,

৩। অবগত থাকলে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

উত্তর

Minister in charge of the Forest Deptt. Sri A. Rahaman,

১। সীমান্ত অঞ্চলে বনবিভাগের গাছ কেটে বাংলাদেশে পাচার বন্ধ করার জন্য বন দপ্তরের টহলদার বাহিনীকে শক্তিশালী করা হইয়াছে। টহলদারী ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে এবং ঐ ব্যবস্থা আরও সম্প্রসারিত করার উদ্যোগ নেওয়া হইতেছে। তদুপরি সীমান্তরক্ষী বাহিনীকেও উক্ত বিষয়ে সতর্ক করা হইয়াছে। বেআইনীভাবে পাচারকারী দুষ্কৃতকারীরা ধরা পড়িলে আইনানুগ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়।

২। বে-আইনীভাবে বাংলাদেশে লাকড়ী বিক্রয় করার ঘটনা সম্পর্কে সরকার অবগত আছেন।

৩। ঐ ঘটনার বিস্তারিত তদন্তক্রমে রাঙ্গামুড়ার নিকটস্থসীমান্তবর্তী বে-আইনী লাকড়ীর বাজার গুয়াহিদা পাথর হইতে চারজন বাংলাদেশের দুস্কৃতকারীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে। পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হইতেছে এবং (১) নম্বর প্রশ্নের উত্তরে যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহনের কথা বলা হইয়াছে সেই সমস্ত ব্যবস্থাও নেওয়া হইয়াছে এবং হইতেছে।

Admitted Starred Question No. 133

By-Shri S. K. Thakur Singha.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Revenue Department be pleased to State.

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে খোয়াই শহরের সুভাষ পার্কস্থিত বেসরকারী বাজার এলাকার ভূমি অধিগ্রহনের একটা উদ্যোগ রাজ্য সরকার নিয়েছিলেন ;

২) সত্য হইলে উদ্যোগটি কবে নিয়েছিলেন এবং বর্তমানে কোন অবস্থায় আছে ,

৩) বর্তমান আর্থিক বর্ষে অধিগ্রহনের কাজটি সম্পন্ন হবে কি ?

৪) অধিগ্রহনের কার্য ত্বরান্বিত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি , এবং

৫) থাকিলে তাহা কিরূপ ?

উত্তর

১) খোয়াই সুভাষ পার্ক বাজারের ·৪৪৯ একর ভূমি অধিগ্রহনের বিষয় নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়।

২) ১৯৭৯ইং সনের প্রথম ভাগে খোয়াইতে মুখ্যমন্ত্রীর পৌরহিত্যে এক সভায় উক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হইতেছে।

৩) সম্ভব নাও হইতে পারে।

৪) ভূমি অধিগ্রহনের কাজ এখনও আরম্ভ করা হয় নাই।

৫) প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 139

by Shri Makhan Lal Chakma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) বন বিভাগের ফুড ফর ওয়ার্ক এ কি কি প্রকল্প গ্রহন করা হয়েছে।

২) এই সব প্রকল্প রূপায়নে বি, ডি, সি অথবা গাঁও পঞ্চায়েৎ এর অনুমোদন বা দায়িত্ব আছে কি ?

৩) বামফ্রন্ট সরকারের আমলে অদ্য পর্য্যন্ত কত কিলোমিটার রাস্তা বন বিভাগের অধীনে food for work মাধ্যমে সম্পূর্ণ করা হইয়াছে? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)।

উত্তর

Minister in charge of the Forest Deptt. Sri A. Rahaman.

১) বনবিভাগে কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পে নূতন রাস্তা নির্মাণ, পুরাতন রাস্তার উন্নতি সাধন, জলাশয় খনন, কফি, কাজু, গোল মরিচ, হলুদ, আদা ইত্যাদি জাতীয় অর্থকরি গাছের বাগান, বনায়ন ও তার রক্ষণাবেক্ষণ, রাস্তার পাশে বৃক্ষরোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, অস্থায়ী ও আধা স্থায়ী ঘরবাড়ী মেরামত জুমিয়া পুনর্বাসন প্রাপ্ত পরিবারদিগের ফলের বাগান রক্ষাবেক্ষণ, নার্সারী সৃষ্টি ও তার রক্ষণাবেক্ষণ, জলাশয়, পুনঃ সংস্কার কাজ গ্রহন করা হইয়াছে।

২) না।

৩) কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্প বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ১৯৭৮-৭৯ হইতে ১৯৮০-৮১ সালের নভেম্বর পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত পরিমাণ রাস্তা সম্পূর্ণ করা হইয়াছে। বন দপ্তরের বিভাগ ভিত্তিক ও বৎসর ভিত্তিক হিসাব দেওয়া হইল :—

	১৯৭৮-৭৯	১৯৭৯-৮০	১৯৮০-৮১ (নভেম্বর ১৯৮০ পর্য্যন্ত)
১) সদর বিভাগ	×	৯·৪৮০ কিঃ মিঃ	×
২) উদয়পুর বিভাগ	৪·৪৭৫ কিঃ মিঃ	১৮·৯৪০ কিঃ মিঃ	×
৩) সাউথ বিভাগ	০·৭৩৪ কিঃ মিঃ	৭·৬৮১ কিঃ মিঃ	×
৪) রিসার্চ বিভাগ	×	×	×
৫) আমবাসা বিভাগ	২·২০০ কিঃ মিঃ	১৫·২৫১ কিঃ মিঃ	৪·৮৯০ কিঃ মিঃ
৬) নর্দান বিভাগ	৮·৭৪৯ কিঃ মিঃ	৩২·৫৪৪ কিঃ মিঃ	৯·৯০০ কিঃ মিঃ
৭) মনু বিভাগ	৮·২৯৫ কিঃ মিঃ	১২·০৭৫ কিঃ মিঃ	×
৮) তেলিয়ামুড়া বিভাগ	০·৭০০ কিঃ মিঃ	১১·৯৩০ কিঃ মিঃ	৩·০৬০ কিঃ মিঃ
৯) কাঞ্চনপুর বিভাগ	×	২·৮৭৪ কিঃ মিঃ	৩·৯৮০ কিঃ মিঃ
১০) গোমতী বিভাগ	×	৯·৬০০ কিঃ মিঃ	×
	২৫·১৫৩ কিঃ মিঃ	১২০·৩৭৫ কিঃ মিঃ	২০·৯৩০ কিঃ মিঃ

Admitted Starred Question No. 149.

By—Shri Keshab Majumder.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to State—

প্রশ্ন

১) এ পর্য্যন্ত কোন বিভাগে কয়টি মৌজার পুন জরীপের কাজ শেষ হইয়াছে ;

২) কি পরিমাণ বাস যোগ্য ও চাষযোগ্য খাস জমি নথীভুক্ত হয়েছে (কোন ব্যক্তির দখল বিহীন)

উত্তর

১) রিভিশান অব রেকর্ড অব রাইটস্ এর কাজ কোন মৌজায়ই এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question NO. 160

By Shri Subal Rudra.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Manpower & Employment Department be Pleased to state :-

প্রশ্ন :-

১। সমস্ত ব্লক ভিত্তিক এমপ্লয়মেণ্ট একচেঞ্জ খোলা হয়েছে কি না ?

২। সমস্ত ব্লকে খোলা না হয়ে থাকলে তার কারণ কি ?

৩। বর্তমানে যে ব্লকগুলিতে খোলা হয়েছে তাতে উপযুক্ত সংখ্যক কর্মচারী আছে কি না এবং তথায় ঠিকমত কাজ চলছে কি না ?

উত্তর :-

১। ত্রিপুরায় অদ্যাবধি মোট ৯ (নয়) টি ব্লক ভিত্তিক Employment Information & Assistance Bureau খোলা হইয়াছে। এই সকল Assistance Bureaux প্রধানতঃ Registration, Renewal ইত্যাদি কাজ গুলি সমাধা করিয়া থাকে।

২। পর্যায়ক্রমে মোট ১৭ টি Block Hd. Qr. ও ৫ টি Sub-Divisional Hd. Qr. (যেখানে কোন Block Hd. Qr. অবস্থিত নহে) এইরূপ মোট ২২ টি Employment Information & Assistance Bureaux খোলা হইবে।

৩। বর্তমানে যে ৯ টি Employment Information & Assistance Bureaux খোলা হইয়াছে তাহাতে উপযুক্ত সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করা হইয়াছে। এবং তথায় যথাযথ কাজ চলিতেছে।

Admitted Starrrd Question No. 162.

By Shri Rudreswar Das

Will the Hon'ble Minister-incharge of the Manpower & Employment Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৬১ সন হইতে ১৯৬৫ সন পর্যন্ত স্কুল ফাইন্যাল প্রিইউনিভর্সিটি ও উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করা রেজীষ্টিভুক্ত বেকারের সংখ্যা কত (শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুসারে পৃথক হিসাব)।

২। এদের মধ্যে যাদের সরকারী চাকুরী পাওয়ার বয়স ৩২ বৎসর অতিক্রম করে যাচ্ছে তাদেরকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে চাকুরী দেওয়ার ব্যপারে কোন নীতি গ্রহণ করার কথা সরকার চিন্তা করছেন কি? এবং

৩। যদি এরূপ নীতি গ্রহণ করা হয় তবে ১৯৮০-৮১ আর্থিক বৎসরে তাদের চাকুরী দেওয়া হবে কি?

উত্তর

১। ১৯৬১ সন হইতে ১৯৬৫ সন পর্যন্ত পাশ করা রেজিষ্ট্রিভুক্ত বেকারের সংখ্যা শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুসারে নিম্নরূপ :—

	মেট্রিক	স্কুলফা:	হা: সে:	পি: ইউ	মোট
তপশীলি জাতি:	৭	১	—	—	৮
তপশীলি উপজাতি:—	—	—	—	—	—
অন্যান্য :...	৯৯	১০৫	১০	১০	২২৫
	১০৬	১০৬	১০	১১	২৩৩

২। হ্যাঁ।

৩। যাহাদের চাকুরী পাওয়ার বয়: সীমা অতিক্রান্ত হইতে চলিতেছে এই সকল ক্ষেত্রে নির্দ্ধারিত নিয়োগ নীতি ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে চাকুরী দেওয়ার জন্য যথাসম্ভব ব্যবস্থা করা হইবে।

Admitted Starred Question No. 180.

By—Shri Keshab Majuder

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Dəpartment be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সারা রাজ্যে কয়েকটি নূতন রেজিষ্টিকৃত শ্রমিক সংগঠন গড়ে উঠেছে?

১) এই ধরণের সংগঠন বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার আগে কয়টি ছিল?

৩) বর্ত্তমানে রাজ্যে শ্রমিক সংগঠনগুলোর সদস্য সংখ্যা কত?

উত্তর

১) বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যে মোট ৫৩টি নূতন রেজেষ্ট্রিকৃত শ্রমিক সংগঠন উঠেছে।

২) এই ধরণের শ্রমিক সংগঠন বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার আগে মোট ১৯১টি ছিল।

৩) বর্ত্তমানে রাজ্যে শ্রমিক সংগঠনগুলোর সদস্য সংখ্যা মোট ১৯,৪৬০ জন।

ANNEXURE—B.

Admitted Un-Starred Question No. 7

By—Shri Badal Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর কোন দপ্তর কত চাকুরী দিয়াছেন, (দপ্তর ভিত্তিক হিসাব)

২) বর্ত্তমানে কোন দপ্তরে কত চাকুরী পদ শূণ্য পরে আছে এবং বর্ত্তমান আর্থিক বছরে কোন দপ্তরে কত নূতন লোককে চাকুরীতে নিয়োগ করবেন ?

উত্তর

১) তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Un-Starred Question No. 10.

By—Shri Badal Choudhury

Will the hon'ble Minister in charge of the Revenue Department be pleased to staet :—

প্রশ্ন

১) গত দু'বছরে আগরতলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমা শহর এলাকার খাস জায়গায় বসবাসকারীদের কতজনকে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে (শহর ভিত্তিক হিসাব) ;

২) সরকারের ঘোষিত নীতি অনুযায়ী রাজ্যের বিভিন্ন তহশীলের কত গৃহহীন এবং ভূমি-হীনের নাম রেজিষ্ট্রি করা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে কত পরিবারকে ভূমি ও বাস্তভিটি দেওয়া হয়েছে (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব) ?

উত্তর

১)	সদর	৫৫৮
২)	সোনামুড়া	—
	খোয়াই	
	কৈলাশহর	১
	ধর্মনগর	২
	কমলপুর	—
	উদয়পুর	—
	অমরপুর	৩০
	বিলোনীয়া	—
	সাবরুম	—

২) সংলগ্ন তালিকায় দ্রষ্টব্য।

মহকুমার নাম	ভূমিহীন রেজিষ্ট্রিকৃত ব্যক্তির নাম	ভূমিহীন যাদের ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে তার সংখ্যা	বাস্তুহীন রেজিষ্ট্রিকৃত ব্যক্তির নাম	বাস্তুহীন যাদের ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়েছে তার সংখ্যা	ভূমিহীন ও গৃহহীন রেজিষ্ট্রিকৃত ব্যক্তির নাম	ভূমিহীন ও গৃহহীন যাদের ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে সংখ্যা
সদর	৮৯৪১	৮৮৫	৩৯৯৩	৮৮৮	১৯০৭১	৬০৩
সোনামুড়া	৪০৬২	৯০১	৯৫৮	২৪	৬২৬৯	৪১০
খোয়াই	৫৪২১	৮৮৭	১১৭৬	১৬৩	৯৫৯৯	৭৫২
কৈলাশহর	৭৪৭৩	৮৯৫	৪৩১৬	৮৭	৬৯৪৩	৭৬১
কমলপুর	৪৩০৩	১৫৪	১৩৯৫	—	৭০২৮	১৯
ধর্মনগর	৬৫০২	২৪৬৯	২০৫২	১২৩	৪৫৭৯	৮০৬
উদয়পুর	৩৭৭৭	--	৩৮৭৬	—	৪৮০০	—
অমরপুর	১৪১৭.	৩২৯	১৭৭১	১০৫	৮৭৯২	৬৪৩
বিলোনীয়া	৪১৬৯	১৯৭৫	৪৬৬	৫৯৯	১০৬৫৭	২৬৪৬
সাব্রুম	১৬৭১	৮৮১	৯১০	৯৮	৪৮৬৫	১১৯৪
মোট	৪৭১৩৬	৯৩৭৬	২০৯১৩	২০৮৭	৯২৬০৩	৮৪৩২

Admitted Un-Starred Question No. 14

By—Shri Rudraswar Das.

Will the Hon'ble Ministe- -charge of the Revenue Department be pleased to state :—

১। বামফ্রন্ট সরকারে আসার পরে বর্ত্তমান বছরের নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত কতজন বর্গাদার কৃষকের নাম রেকর্ড করা হয়েছে; (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব);

২। ইহাদের মধ্যে জমিতে দখল আছে কতজন বর্গাদারের;

৩। ইহা কি সত্য যে কোন কোন জায়গায় জোতদারেরা বল পূর্ব্বক বর্গাদারকে জমি থেকে উচ্ছেদ করেছে;

৪। যদি সত্য হয় তবে এই উচ্ছেদ বন্ধ করার জন্য সরকার কি উদ্যোগ নিয়েছেন ?

Answer

বিভাগের নাম	মোট বর্গাদারের নাম রেকর্ড করার সংখ্যা
১) সদর	৬৫১
সোনামুড়া	৭২
খোয়াই	৫২
কৈলাসহর	৩০৬
কমলপুর	৭৫৩
ধর্মনগর	১১
উদয়পুর	৫৪৮
অমরপুর	১৪
বিলোনীয়া	২৩০
সাব্রুম	১৫

২। জমিতে দখল না থাকিলে বর্গাদারের নাম রেকর্ড করা হয় না।

৩। জোতদার কর্ত্তৃক জোর পূর্ব্বক বর্গাদারকে উচ্ছেদ করার ঘটনা সরকার অবগত নহে তবে ১২৬ জন বর্গাদারকে বিভিন্ন দেওয়ানী ফৌজদারী মোকদ্দমায় জড়িত করা হইয়াছে।

৪। যে সমস্ত বর্গাদারকে জোতদারগণ বিভিন্ন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মোকদ্দমায় জড়িত করিয়াছে তাহাদিগকে মোকদ্দমা পরিচালনা করার জন্য বিধানানুযায়ী আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়েছে। ইহাছাড়া ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইনে বর্গাদারদের নামে ভূমি পুনরুদ্ধার করিয়া দেওয়ার বিধান রাখা হইয়াছে।

Admited Unstarred Question No. 18.

By Shri Swaraijam Kamini Thakur Singha.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

১। সংশোধিত ভূমি সংস্কার আইনের বলে নদীর চরের খাস সীমানা নির্দ্ধারনের কাজ কতদিনে আরম্ভ হইবে ?

২। সংশোধনের পূর্ব্বে রাজ্যে মোট কি পরিমান চরভূমি ছিল এবং এর মধ্যে কি পরিমাণ চরভূমির কতজন দখলকার কৃষক রাজস্ব দিতেন ?

৩। প্রদত্ত ঐ রাজস্বের বাৎসরিক পরিমান কত ?

৪। ইহা কি সত্য যাহাদের জমি নদীর ভাঙ্গনের ফলে নদীগর্ভে গিয়াছে বা অপরপাড়ে চরভূমিতে পরিনত হইয়া গেছে তাহারা রাজস্ব দিতেন বা তাহাদিগকে রাজস্ব দিতে বাধ্য করা হইত ?

৫। ইহাও কি সত্য এর ফলে নদীর উভয় পাড়ের কৃষকগণ একই জমির (যাহা নদীর ভাঙ্গনের ফলে রূপান্তরিত হইয়াছে) জন্য রাজস্ব কর দিতেন বা তাহাদিগকে রাজস্ব দিতে আইনের বলে বাধ্য করা হইত?

৬। সংশোধিত ভূমি সংস্কার আইনে খাস ঘোষিত নদীর চর ব্যবহারের বাস্তবানুগ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন কি?

৭। যদি করে থাকেন তবে সেই ব্যবস্থা গুলি কি এবং কি রূপে তাহা কার্যকরী হইবে?

উত্তর

১। সংশোধিত ভূমি সংস্কার আইনে নদীচরের খাস সীমানা নির্দ্ধারনের কোন বিশেষ সময় নির্দেশ নাই।

২) ও ৩) ঐরূপ তথ্য সংগৃহীত হয় নাই।

৪। ও ৫। সংশোধনের পূর্ববর্ত্তী ১৮ ধারার মতে জমির মালিক শিকস্তি ভূমির পরিমান এক একরের কম হইলে খাজনা ছাড় পাইতেন না। অন্য দিকে পয়স্ত ভূমি কোন আইন বলে পার্শ্ববর্তী জোতদারের ঐরূপ অর্শিত হইলে এক একর পর্যন্ত খাজনা দিতে হইত না। খাজনা দিতে বাধ্য করার কোন প্রশ্ন উঠে না।

৬। ও ৭। সংশোধিত ১৭ ধারার বিধান মতে যে সব চরভূমি সরকারে অর্শিবে ঐগুলি বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। এবং ঐ রূপ বন্দোবস্ত দেওয়ার সময় যাহাদের ভাঙ্গনের ফলে জমি ক্ষয় হইয়াছে তাহাদের অগ্রাধিকার দেওয়ার বিধান আইনে আছে।

———

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Friday, 26th December,
1980

The Assembly met in the Assembly Chamber of Ujjyanta Palace on Firday, the 26th December, 1980 at 11 A. M.

PRESENT

The Honb'le Sudhanwa Deb Barma, Speaker. The Chief Minister, 7 (Seven) Ministers, the Deputy Speaker and 38 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ---আজকের কার্য্য সূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদিগের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বের উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলিবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন। শ্রীতপন কুমার চক্রবর্ত্তী।

শ্রীতপনকুমার চক্রবর্ত্তী ঃ---কোয়েশ্চান নাম্বার ১১।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---ষ্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ১১।

প্রশ্ন

১। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে ১৯৮০ ইং এর মার্চ্চ পর্য্যন্ত কয়টি নূতন জল সেচ প্রকল্প হাতে নিয়েছেন।

২। এই সব প্রকল্পের জন্য মোট বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ কত? এবং

৩। মোট কত একর জমিতে জল সেচের পরিকল্পনা নিয়ে এই প্রকল্পগুলির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

উত্তর

১। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ১৯৮০ ইং মার্চ্চ পর্য্যন্ত গভীর নলকূপ ২২টি, রিভার লিফ্ট ৩৫টি ও স্থায়ী বাঁধ ২টি হাতে নেওয়া হইয়াছে।

২। মোট ২,৯৭,০২,৮৫০ টাকা।

৩। মোট ২৮৮৮ হেক্টর জমিতে জল সেচের পরিকল্পনা নিয়ে উক্ত প্রকল্পগুলি হাতে নেওয়া হয়েছে।

শ্রীতপন কুমার চক্রবর্ত্তী ঃ---মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, কোন কোন সাব-ডিভিশনে কয়টা করে প্রকল্পের কাজ হাতে দেওয়া হইয়াছে?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা যে গুলি হাতে নিয়েছি তারমধ্যে আমি মোটামুটি বলতে পারি, আজ পর্য্যন্ত সবগুলি কমপ্লিট হয় নি। সাব-ডিভিশনে কয়টি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে তার তথ্য এখন আমার কাছে নেই।

টোটাল লিষ্ট হাতে আছে। সারা ত্রিপুরায় আমরা কয়টি প্রকল্প হাতে নিয়েছি কোন ব্লকের আণ্ডারে তা দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার ঃ---বড় হলে লে করে দিতে পারেন।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—পার্টিকুলারলি যে সময়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে বলতে পারি, ৫৯৯ হেক্টর জমি পটেনশিয়্যাল ক্রিয়েট হয়েছে।

শ্রীতপন কুমার চক্রবর্ত্তী ঃ—অন্ততঃ এই টুকু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারবেন কি, কয়টি প্রকল্প ইন-কমপ্লিট রয়েছে?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলেছি যে, ১৪টি স্কীমের আমরা পটেনশিয়্যাল ক্রিয়েট করেছি নিয়ারিং কমপ্লিশন।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—এই সমস্ত স্কীমের পটেনশিয়্যাল ক্রিয়েটেড বলেছেন তার কত-টুকু ব্যবহৃত হচ্ছে তা কি বলতে পারবেন কিংবা যে এরীয়ায় হয়েছে সেই এরিয়াতে এক-চুয়্যালী কাজ হচ্ছে কিনা তার খোঁজ কে রাখবেন?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—ইরিগেশন ফ্লাড কন্ট্রোলের একটা উইং আছে। সেখানে চীফ ইঞ্জিনীয়ার থেকে আরম্ভ করে অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জনীয়ার বিভিন্ন সাবডিভিশনে রয়েছেন। এবং এচিভমেন্ট যা অর্থাৎ একচুয়্যাল জল ইউজ হচ্ছে তা সব বলা যায় না। কারণ এই কাজ শেষ হতে আরো ২।৩ বছর লাগবে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার পারমিশন নিয়ে আমি একটু ক্ল্যারিফাই করতে চাই যে, পঞ্চায়েত লেভেল, ইরিগেশান দপ্তর, কৃষি দপ্তর এবং পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় দেখার জন্য অরগানাইজেশন সেট আপ করার কথা সরকার এ ব্যাপারে চিন্তা করছেন। কারণ এই কাজে অনেক প্রভলেম রয়ে গেছে। কারণ এই কাজে কৃষি দপ্তর যেমনি ইন-ভলভড্ ঠিক তেমনি মাইনর ইরিগেশন এ কাজটা যদিও করছেন তার সঙ্গে বিদ্যুৎ বিভাগের থাকতে হবে। যদি বিদ্যুৎ না যায় তা হলে ডীপ-টিউব-ওয়েলের কাজ চালু হতে পারবে না। কাজে কাজেই এই সমস্ত দপ্তর গুলি নিয়ে যাতে এক সঙ্গে কাজ করতে পরি সে দিকে সরকার নজর রাখবেন এবং এই জল যাতে দ্রুত ব্যবহারে আসে তার দিকে নজর রাখবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৯।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৯।

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর হইতে দামছড়া পর্য্যন্ত টি, আর টি, সি, বাস সার্ভিস চালু করার কোন পরিকল্পনা আছে কি, এবং

২। থাকিলে কবে পর্য্যন্ত চালু করা সম্ভব হইবে?

উত্তর

১। না।

২। প্রথম প্রশ্নের জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন আসে না। তবে এখানে আমি উল্লেখ করতে চাই, ঐ রুটে ২টি মিনি বাস দেওয়ার জন্য বিগত ৭-৮-৮০ ইং তারিখে বিজ্ঞাপন দিই কিন্তু এই বিজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে ২টি পিটিশন পাই। ২টি পিটিশন পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে যাচাই করার অসুবিধার জন্য আবার বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে বলে ঠিক করা হয়।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস ঃ—প্রথম প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, কোন পরিকল্পনা নাই। তবে মিনি বাস চালু করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। এই মিনি বাস কি টি, আর, টি, সি এর বাস নয়?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মিনি বাস টি, আর, টি, সি এর বাস নয়। তবে আমরা ঠিক করেছি, বেকার মোটর শ্রমিক যারা আছেন তাদেরকে প্রথমতঃ প্রেফারেন্স দেব তারপর অন্যান্য বেকারদের।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ ঃ—ধর্মনগর সাব-ডিভিশনের অন্যান্য রুটে টি, আর, টি, সি, বাস চালানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের আগরতলা টু ধর্মনগর টি, আর, টি, সি বাস চলে। এছাড়াও ধর্মনগর থেকে কাঞ্চনপুর টি, আর, টি, সি, বাস চলে। আপাততঃ অন্য কোন রুটে টি, আর, টি, সি, বাস চালানোর পরিকল্পনা সরকারের হাতে নেই।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীফয়জুর রহমান।

শ্রীফয়জুর রহমান ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪।

প্রশ্ন

১। সারা ত্রিপুরায় মোট কত জমি জল সেচের আওতায় এসেছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব) এবং

২। ধর্মনগরের কুত্তির মাঠ, বাখনের মাঠে এবং গোবিন্দপুরের মাঠে জল সেচের ব্যবস্থা না করার কারণ কি?

উত্তর

১। সারা ত্রিপুরায় ৩১শে মার্চ্চ, ১৯৮০ ইং পর্য্যন্ত মোট ৭,৪১৫ হেক্টর জমি জল সেচের আওতায় এসেছে। তাহার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

সদর	১১৬৬ হেক্টর	
খোয়াই	১৩৫৬	,,
কমলপুর	১১৭২	,,
কৈলাশহর	৭১৬	,,
ধর্মনগর	৬৯০	,,
সোনামুড়া	২৮৪	,,
উদয়পুর	৭৩৬	,,
বিলোনীয়া	৬২৩	,,
সাব্রুম	১৮৮	,,
অমরপুর	৪৮৪	,,
মোট—	৭৪১৫ হেক্টর	

২। সারা ত্রিপুরায় একই সঙ্গে সবগুলির কাজ হাতে নেওয়া সম্ভব নয়। কুত্তির মাঠে বাখনের মাঠ এবং গোবিন্দপুর মাঠের কোন পরিকল্পনা বর্ত্তমানে হাতে নেই।

শ্রীফয়জুর রহমান ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে তথ্য এখানে পেশ করেছেন সেটা ঠিক নয়। ধর্মনগরের ব্যাপারে আমি বলতে পারি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের পরিবেশিত হিসাবের ১০ ভাগের এক ভাগও জল সেচের আওতায় আসে নি। মাইনর ইরিগেশনের কিছু সংখ্যক কর্মচারী উনারা জল সেচের জন্য এবং কৃষকদের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কোন কাজ করতে চাইছেন না। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে তথ্য এখানে পরিবেশন করেছেন সেটা ঠিক নয়, সঠিক তথ্য এখানে পরিবেশন করার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ রাখছি।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, বিভিন্ন বিভাগে জল সেচের আওতায় যে পরিমাণ জমি জল সেচের আওতায় এসেছে তার হিসাব আমি এখানে পেশ করেছি। এ সম্পর্কে মাননীয় সদস্য মহোদয়ের আপত্তি থাকলে আমি আবার ইনকোয়ারী করে দেখব। কিন্তু আমার পরিবেশিত তথ্য সর্বৈব মিথ্যা এ কথাটা গ্রহণ করা যায় না।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিভিন্ন বিভাগে জলসেচের আওতায় যে পরিমাণ জমি এসেছে তার হিসাব এখানে পরিবেশন করেছেন। কিন্তু কত পরিমাণ জমি জল সেচের আওতায় আসেনি তার হিসাব দেবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, এ সম্পর্কে আরেকটা প্রশ্ন এখানে আছে। সেই প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় আমি বলব সারা ত্রিপুরায় কত পরিমাণ জমি কাল্টিভেশনের আওতার এসেছে এবং কত পরিমাণ জমি কাল্টিভেশনের আওতার আসেনি।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে হিসাব দিয়েছেন সে প্রসঙ্গে আমি জানতে চাচ্ছি সারা রাজ্যে কত পার্সেণ্ট জমি জল সেচের আওতায় এসেছে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, এ সম্পর্কে আমাদের আরেকটা প্রশ্ন এখানে আছে সেটা উত্তর দেবার সময় আমি বলব। তবে আমার মনে হয় ৩.০২ পার্সেন্টের বেশী আমরা আনতে পরি নি।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে হিসাব দিয়েছেন যে ৭,৪১৫ হেক্টর জমি জল সেচের আওতায় এসেছে। এর মধ্যে পাম্পসেট এবং ইলেক্ট্রিফিকেশানের মধ্যে যে জল সেচের আওতায় এসেছে তার পরিমাণ কত ? আলাদা হিসাব চাচ্ছি।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর জানাব।

শ্রীবিমল সিন্হা ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, জল সেচের আওতায় এসেছে বলে যে হিসাব মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে পেশ করেছেন, সে হিসাবের মাপকাঠীটাকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন ? কি করে বোঝা গেল যে একটা মেসিন বসলে এই পরিমাণ জমি জল সেচের আওতায় আসবে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, যে প্রশ্নটি এখনে উঠেছে সেটা অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ। কারণ জলসেচ বলতে মৌসুমী বাঁধ ছাড়া এপর্যন্ত কিছুই করতে পারেনি। এক একবছরের জন্য কৃষকরা ফসল করতে পারেন, এই টুকুই আমরা করতে পেরেছি। এর জন্য আমাদের বেশী টাকা খরচ হচ্ছে কিন্তু বেশী জমি আমরা জল সেচের আওতায় আনতে পারিনি। সেইজন্য আমি মাননীয় সদস্যদের বলছি যে এ সম্পর্কে প্ল্যানিং বোর্ডের কাছে প্রায়রিটির ভিত্তিতে আমরা আলোচনা করছি। তবে গ্রামে বিদ্যুৎ না. বসলে কি লিফ্ট ইরিগেশন, কি ডিপ টিউবওয়েল, কি শ্যালো টিউবওয়েল কোন কিছুই করা যাবে না। এই ক্ষেত্রে টাকার বরাদ্দ আমরা বাড়াতে পেরেছি। আমরা আশা করছি দুটোই আমরা করতে পারব। সেই জন্য মাননীয় সদস্যদের চ্যানেল তৈরীর ব্যাপারে সাহায্য করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে ডিপ টিউব ওয়েল, শ্যালো টিউব ওয়েল চ্যানেল তৈরী না হওয়া ফলে হতে পারছে না। আরেকটি বাধা হচ্ছে যত ট্রেনিং প্রাপ্ত লোক আমাদের দরকার সেই রকম ট্রেনিং প্রাপ্ত লোক আমরা দিতে পারেনি সব জায়গাতে। একটা লোক ৭ ঘন্টা কাজ করতে পারে। কিন্তু সে জায়গায় যদি ২৪ ঘন্টা কাজ হত, তাহলে অনেক বেশী জল আমরা দিতে পারতাম। আর গ্রামে গ্রামে যাতে বিদ্যুত পেঁৗছে দেওয়া যায় তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। ডিপ টিউব ওয়েল আমরা অনেক কিনেছি এবং আরও অর্ডার প্লেস করেছি। ডিপ টিউব ওয়েলের সংখ্যা ক্রমশই আমাদের বাড়ছে। মাটির উপরের জল এবং মাটির নীচের জল দুইটাই আমরা কাজে লাগাতে চেষ্টা করছি। ত্রিপুরায় সারা বছরে জলের ব্যবস্থা আছে এ রকম জমির পরিমাণ কম। কাজেই সেচের ব্যবস্থা দ্রুত বাড়ানোর জন্য সরকার সব রকম ব্যবস্থা নিচ্ছেন।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ—কোয়েশ্চান নং ৬৬ স্যার।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ঃ—কোয়েশ্চান নং ৬৬ স্যার।

প্রশ্ন

১) প্যাক্স ও ল্যাম্পসের মাধ্যমে সারা ত্রিপরায় ১৯৮০ ইং সনের এপ্রিল হইতে নভেম্বর

পর্য্যন্ত কত টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে?

২) ইহা কি সত্য যে অনেক প্যাক্স আছে যার মাধ্যমে এই সময়ে কোন ঋণ দেওয়া হয়নি,

৩) সত্য হলে তার কারণ?

উত্তর

১) ৫৩ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা।

২) আংশিক সত্য।

৩) কারণ ঋণ অনাদায়ী থাকায় সাম্প্রতিক গোলযোগ ইত্যাদি।

শ্রীমতিলাল সরকারঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যে সমস্ত লিভিং সোসাইটি প্যাক্সে পরিণত করা হয়েছে তাদের আগের ঋণের জন্য নূতন যারা সদস্য হয়েছেন তাদেরকে কোন কোন ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ দেওয়া হচ্ছে না, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা---হ্যাঁ, এই ক্ষেত্রে কোন কোন ব্যাঙ্ক ঋণ দিচ্ছেনা।

শ্রীনকুল দাস---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সারা রাজ্যে কোন্ কোন্ ব্যাঙ্ক কত টাকা দিয়েছে?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা---এই তথ্য কিছুটা দিতে পারি। ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ২ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা, ত্রিপুরা স্টেইট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ৩৮ লক্ষ ৪ হাজার টাকা, ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ৬ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ২ লক্ষ ৫ হাজার টাকা, ইউনাই-টেড কমার্শিয়েল ব্যাঙ্ক ৪ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা, স্টেইট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ৯৭ হাজার টাকা। অর্থাৎ সর্বমোট ৫৩ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা।

শ্রীসুবল রুদ্র---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এটা কি সত্য যে, গভর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক ব্যাঙ্কগুলি অ্যালোটেড করার পরও ব্যাঙ্কগুলি ঋণ দিচ্ছে না?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা---কোন কোন ক্ষেত্রে আংশিক সত্য।

শ্রীসুবল রুদ্র---যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে যাতে ব্যাঙ্কগুলি ঋণ দিতে পারে তার জন্য সরকার ব্যাঙ্কের সাথে কোন আলাপ আলোচনা করেছেন কি? যদি করে কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, তাহলে সে সিদ্ধান্তটা কি?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা---ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চলছে।

শ্রীমতিলাল সরকার---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ইউনাইটেড কমার্শিয়েল ব্যাঙ্ক কোন প্যাক্সকে ঋণ দিয়েছেন কিনা, যদি দিয়ে থাকে তাহলে তার পরিমাণ কত?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা---এই তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রীবাদল চৌধুরী---যে সমস্ত ব্যাঙ্ক ল্যাম্পস্ ও প্যাক্সকে ঋণ দিচ্ছে, ল্যাম্পস এবং প্যাক্স ঋণ না দিয়ে সেখানকার কিছু লোকদের মধ্যে বিলি বন্টনের ব্যবস্থা করেন। যেমন মধ্যপিলাক ল্যাম্পস এবং কলসীর ল্যাম্পস গ্রামীণ ব্যাঙ্কের অপারেশনের মধ্যে আছে। কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত সেখানকার লোকেরা টাকা ঋণ পান নি। এর মূল কারণটা কি? বাইকুরা প্যাক্স ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের আণ্ডারে পরে। তাদেরও এখনও কোন টাকা দেওয়া হয় নাই। এই ব্যাপারে সরকার কিছু চিন্তা করছেন কি?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা---এই ব্যাপারে খোজ খবর নেওয়া হবে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে মাননীয় সদস্যদের জানাচ্ছি যে, বিভিন্ন ব্যাঙ্কের এখানকার যারা কর্তৃপক্ষ রয়েছেন তাদের সঙ্গে সরকার আলাপ আলোচনায় বসেন। বসে একটা ক্রেডিট প্লেন তৈরী করেন। আগে ব্যাঙ্ক খুব কম লগ্নী করত। তাদের যে ডিপোজিট এখানে আছে তাতে দেখা যায় ২৫ থেকে ৩০ পার্সেন্টও লগ্নী হত না। এখন লগ্নীর পরিমাণ বেড়েছে। লগ্নী বেড়েছে বলে এই নয় যে, গরীব অংশের মানুষের কাছে সেটা যাচ্ছে। যদিও ব্যাঙ্কের ঘোষিত নীতি হচ্ছে, গরীব অংশের মানুষের কাছে ব্যাঙ্কের টাকা পৌঁছে দেওয়া। এই ক্ষেত্রে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কৃতিত্ব বেশী। কো-অপা-রেটিভের টাকা কম। তা না হলে তাদেরও কৃতিত্ব কম ছিল না। অন্যান্য যে ব্যাঙ্কগুলি আছে যেগুলিকে কমার্শিয়েল ব্যাঙ্ক বলা হয় তারা নৈরাশ্যজনক ভূমিকা গ্রহণ করেছে। যে

হিসাব তারা দেখিয়েছে তাতে মাননীয় সদস্যরা বুঝতে পারেন যে তারা আরো অনেক বেশী ক্রেডিট দিতে পারত। এই রকম অভিযোগ আমার কাছে অনেক আসে যারা গরীব অংশের মানুষ ঋণ নিয়ে ঋণ পরিশোধ করেতে পারছে না। তাদেরকে আর ঋণ দেওয়া হচ্ছে না। তাতে প্যাক্‌সের বেশী ক্ষতি হয়। এই রকম ঘটনা খুবই দুঃখজনক। প্যাক্‌সের ব্যাঙ্কের টাকা ছাড়া কোন টাকা পাওয়ার সুযোগ নাই। সেদিক থেকে ব্যাঙ্কগুলি‌কে আমি অনুরোধ করব তারা যাতে গরীব অংশের মানুষকে প্রান্তিক কৃষককে ঋণ দেওয়া আরো সম্প্রসারিত করে। গ্রামের মধ্যে যারা প্রান্তিক চাষী বা গরীব তাদেরকে আমরা সমবায় সমিতির অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করছি। আমি আশা করছি ব্যাঙ্ক এই সম্পর্কে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রী উমেশ নাথ।

শ্রীউমেশ নাথ—অ্যাডমিটেড ষ্টার্ট কোয়েশ্চান নং ৪৪।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—কোয়েশ্চান নং ৪৪।

প্রশ্ন

১। বাংলা দেশ সীমান্ত হইতে দেশের অভ্যন্তরে কত কিলোমিটার পর্য্যন্ত অঞ্চলকে সীমান্ত অঞ্চল বলা হয় তাহা কি সরকার অবগত আছেন।

২। সীমান্ত অঞ্চলের ভিতর দিয়ে পি, ডব্লিউ, ডি, রাস্তা দিয়া গরু, মহিষ নিয়া সীমান্ত অঞ্চল নয় এমন স্থানে যাওয়া কি বে-আইনী, এবং

৩। ধর্মনগর শহর হইতে কদমতলা যাওয়ার (ভায়া ইছাই লালছড়া) রাস্তা গরু, মহিষ, নিয়ে যাওয়ার জন্যে মুক্ত হবে কি না?

উত্তর

১। না

২। হ্যাঁ। হ্যাঁ মানে সীমান্ত অঞ্চল যেখানে ১ কিলোমিটার আছে তার ভেতর দিয়ে।

৩। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে তৃতীয় প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীউমেশ নাথ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যে অঞ্চলটা সীমান্ত অঞ্চল নয় সেই অঞ্চল দিয়ে গরু, মহিষ নিয়ে যাওয়ার জন্য কোন সব্যবস্থা করা হবে কি না মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, বাংলা দেশ ও ত্রিপরার মধ্যে একটা ডেমাকেটেড লাইন আছে। মাননীয় সদস্যদের নিশ্চয় মনে আছে গত পরশু এই সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা হয়। আমাদের এখানে স্থায়ী সমস্যা হচ্ছে ক্যাটললিফ্‌টিং। আমাদের গরু, মহিষ সমস্ত কিছু বাংলা দেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে এই বর্ডার এলাকা দিয়ে। এই যে ১ হাজার কিলোমিটার ক্যাটল-লিফ্‌টিং এরিয়া তার জন্য সরকার প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। শুধু কদমতলাই নয় সারা ত্রিপুরা রাজ্যেই এই সমস্যা দেখা দিয়েছে।

শ্রীকেশব মজুমদার—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যেটা বললেন ১ হাজার কিলোমিটার হচ্ছে সীমান্ত অঞ্চল। এই সীমান্ত অঞ্চলের মধ্যে যারা বসবাস করছেন, তাদের গরু বিক্রী করতে হয় বাজারে, তাহলে কি সেটা বাংলা দেশে নিয়ে গিয়ে বিক্রী করতে পারবে?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—এটা আইনের মধ্যে আছে, যে এস, ডি, ও'র পারমিশান নিয়ে বিক্রী করতে পারবে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই ১ কিলোমিটারের ভিতরেও দেখা যায় গরু বাছুর নিয়ে যদি কাওকে পুলিশ দেখে, তাহলে পুলিশ তার উপর অত্যাচার করে টাকা পয়সা আদায় করে রাখে। এই ধরনের কোন তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই রকম ধরনের কোন সুনির্দ্দিষ্ট অভিযোগ যদি আমরা পাই পুলিশ কর্মচারীর বিরুদ্ধে তাহলে নিশ্চই আমরা তার ব্যবস্থা নেব।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি সীমান্তের ১ কিলোমিটারের বাইরে গরু বাছুর নিয়ে যাওয়ার উপর কোন বিধি নিষেধ থাকবে কিনা?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় সদস্য যেটা বলছেন, গভর্ণমেন্ট কোন সিদ্ধান্তের কথা প্রতিশ্রুতি দিতে পারে না।

অধ্যক্ষ মহোদয়—মাননীয় সদস্য শ্রীতরণী মোহন সিন্‌হা।

শ্রীতরণী মোহন সিন্‌হা—৫৫।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—প্রশ্নের নম্বর ৫৫। প্রশ্ন

(১) পি, ডব্লিউ,ডি, তে শাল বা নাগেশ্বরের যে পোষ্ট আনা হয় তাহা কিসের ভিত্তিতে বা কার দ্বারা পরীক্ষা করে আনা হয়,

(২) ব্যবহারের আগে ঘুনে ধরে বা উলুতে ধরে অথবা বৃষ্টির জন্য ব্যবহার অযোগ্য হইয়াছে এমন কোন পোষ্ট আছে কি,

(৩) শাল বা নাগেশ্বরের পোষ্ট কত বৎসর পর্য্যন্ত আয়ু নির্দ্ধারণ করে আনা হয়?

উত্তর

(১) ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে চাক্ষুষ নিরীক্ষণ বা পরীক্ষা ক্রমে পোষ্টগুলি গ্রহণ করা হয়। সন্দেহ দেখা দিলে বিশেষভাবে পরীক্ষার জন্য বন বিভাগের সাহায্য নেওয়া হয়।

(২) সাধারণতঃ হয় না। তবে কোনও ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন মাটির সংস্পর্শে থাকলে অথবা অপরিণত শাল এবং নাগেশ্বর খুটি থাকিলে তাহা ঘুনে এবং উলু ইত্যাদির দ্বারা আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

(৩) সাধারণতঃ শাল বা নাগেশ্বর খুঁটির আয়ু ১০ (দশ) বৎসর ধরা হইয়া থাকে।

শ্রীতরণীমোহন সিন্‌হা—গত ২ বছর আগে কুমারঘাট অঞ্চলে ১৫২টা খুঁটির মধ্যে ৫৭টি খুঁটি মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছে, এটা কার দ্বারা পরীক্ষা করান হয়েছিল এবং এই খুঁটিগুলির মূল্য কত হবে। এই যে ক্ষতি হলো এই ক্ষতির পরিমাণটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার এখানে যে তথ্য আছে তাতে ১৯৭৮-৭৯ সালে কুমারঘাট ডিভিশনের পূর্ত বিভাগে প্রথম সারকুলারের অন্তর্গত যে হিসাব আছে তাতে সর্বমোট ৩ হাজার ২৮৮'৬০ মিটার শাল অবলিক নাগেশ্বর বিভাগের কাজের জন্য আনা হয়েছিল এবং সেটা ফরেষ্ট কর্ত্তৃক পরীক্ষা করা হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে উক্ত পরিমানের মধ্যে ১ হাজার ৮৯৫'২৭ মিটার খুটি বিভিন্ন কাজের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। মোট ৩ হাজার ২৮৮'৬০ মিটার খুঁটির মধ্যে ৪০০ মিটার খুঁটি আংশিক নষ্ট হয়েছে। যেগুলি অন্যান্য মেরামতের কাজের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

শ্রীতরণী মোহন সিন্‌হা—এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যেটা বলেছেন, সেটা আবার আপনি পরীক্ষা করে দেখবেন কি যে উক্ত ১৫২টি খুঁটির মধ্যে ৫৭টি খুঁটি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েছে কি না?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি তদন্ত করে দেখব।

শ্রীকেশব মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি পি, ডব্লিউ, ডি ডিপার্টমেন্ট সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এই ভাবে যত পোষ্ট নিয়েছেন তার মধ্যে কতগুলি খুটিকে মাটির নীচে চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—ওটার হিসাব এখন দেওয়া সম্ভব নয়।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রী বাদল চৌধুরী।

শ্রীবাদল চৌধুরী—প্রশ্ন নং ৭০।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—প্রশ্ন নং ৭০। প্রশ্ন

(১) নতুন করে বাস ভাড়া বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না?

(২) বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর কতগুলি বাসের নতুন পারমিট ইস্যু করে-

ছেন, তার মধ্যে কতগুলি বাস রাস্তায় নেমেছে।

(৩) বেকার মোটর শ্রমিকদের গাড়ী কেনার কি কি সুযোগ দেওয়া হয়ে থাকে।

উত্তর

(১) পরিকল্পনা বিবেচনাধীন আছে।

(২) ৫০টি নতুন বাসের পারমিট এস, টি, এ, দিয়েছেন। তন্মধ্যে এ যাবত ২১টি বাস রেজিষ্ট্রি হইয়াছে এবং এগুলি রাস্তায় চলিতেছে।

(৩) বাসের পারমিট ইস্যু করার ব্যাপারে এস, টি, এ বেকার মোটর শ্রমিকদের দরখাস্ত বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া থাকেন। উপযুক্ত ক্ষেত্রে বাস কেনার জন্য ঋণ সংগ্রহ ১০ পারসেন্ট গেরান্টী দিয়া সাহায্য করা হয়।

শ্রীবাদল চৌধুরী---এবার যে বাস ভাড়া বাড়ানো হয়েছিল তাতে মালিকদের সঙ্গে শ্রমিকদের যে একটা দ্বিপাক্ষিক চুক্তি হয়েছিল, তা সেটা কতটুকু কার্য্যকরী হয়েছিল এবং সেই ব্যাপারে কতটুকু ব্যবস্থা সরকার নিয়েছেন?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার---মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রশ্নটা শ্রম দপ্তরের ব্যাপার, তবুও আমি যতটুকু জানি যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি এখনো কার্য্যকরী হয় নি।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী---মোটর শ্রমিকদের গাড়ী কেনার জন্য যে পলিসি দেওয়া হয়েছে, যারা বেকার ছিল, যারা কো-অপারেটিভের ভিত্তিতে গাড়ী কিনতে চান তাদেরকে সেইরকম কোন সুযোগ দেওয়া হবে কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার---আমরা যখন গাড়ীর পারমিট দিয়েছি তখন আমরা সব দিক লক্ষ্য রেখেই দিয়েছি। আমরা বেকার শিক্ষিত যুবককে দিয়েছি, এস, টি,/এস, সি কেও দিয়েছি, হেণ্ডিক্যাপটকেও দিয়েছি এবং কো-অপারেটিভকেও দিয়েছি। আমরা এমন ভাবে এটাকে ভাগ করেছি যাতে সকলেই কিছু কিছু সুবিধা ভোগ করতে পারে।

শ্রীবাদল চৌধুরী---যে সমস্ত নতুন বাসের পারমিট ইস্যু করার কথা বলছেন তার মধ্যে যেগুলি এখনো রাস্তায় নামে নি বা লাইসেন্স নিয়ে যেগুলিকে বাসের কাজে না লাগিয়ে ট্রাকে রূপান্তরিত করা হয়েছে, তাদের এই ব্যাপারের জন্য লাইসেন্স বাতিল করার কোন পরিকল্পনা সরকার নিয়েছেন কি না যাতে নতুন যারা বাস নামাতে চান তাদেরকে সুবিধা করে দেওয়া যেতে পারে?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার---মাননীয় স্পীকার স্যার, এই প্রশ্নটাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ হচ্ছে আমরা যে বাস-এর পারমিট দিয়েছি, তার মধ্যে ২১টাকে তারা টি, আর, টি, সি, তে বুক করেছে। মানে ৫০টার মধ্যে ২১টা রাস্তায় নেমেছে বাকীগুলি না কি তারা এখানে যে টাটা কোম্পানী আছে তার কাছে চেয়েছে কিন্তু সে ঠিক সময় মত সাপ্লাই দিতে পারে নি।

শ্রীবাদল চৌধুরী---আচ্ছা এই ধরনের কোন কেইস মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি যে সুরানা থেকে যে গাড়ী সাপ্লাই দেবে তারা ঠিক সময় মত টাকা পয়সা না পাওয়া পর্য্যন্ত ঠিক সময় মত গাড়ী সাপ্লাই দিচ্ছেন না। বা যে সব ব্যাঙ্ক থেকে শ্রমিকদেরকে সাহায্য দেবার কথা ছিল তারা ঠিক সেই ভাবেই এগিয়ে আসছেন না। কাজেই এই ব্যাপারে সরকার তাদেরকে সাহায্য করবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা সর্ব্ব ক্ষেত্রেই সাহায্য দেবার চেষ্টা করছি।

শ্রীসুবল রুদ্র---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে তাদের অনেকে যে এখন বাস ভেঙ্গে ট্রাক করছেন, তাতে কি কোন সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার---মাননীয় স্পীকার স্যার, এইটা একটা সত্যিই সমস্যা হিসাবে আমাদের কাছে এসেছে। এতে বাসের যারা মালিক আছেন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করাতে তারা বললেন যে এখন তেলের দাম বেশী, তা ছাড়া অন্যান্য জিনিষ পত্রের দামও বেড়েছে, যার জন্য আমরা আর বাস চালাতে পারছি না।

লাভ লোকসান হচ্ছে এই অজুহাতে ২৯টি বাসের মালিক দরখাস্ত করেছেন তাদের বাসগুলি ট্রাকে কনভার্ট করার জন্য। ৩৪টি কনভার্ট করা হয়েছে। আইনগত দিক থেকে এই সমস্ত বাসের মালিকদেরকে আমরা বাধ্য করতে পারি না। কারণ তাদেরকে টেম্পরারি পারমিট দেওয়া হয়েছে তাই আইনগত দিক থেকে আমরা তাদেরকে একদম বাধ্য করতে পারি না। তারা যদি বাস চালাতেই না চায় তাহলে আমরা তাদেরকে বাধ্য করতে পারি না কারণ আইনের দিক থেকে কিছু পেরকা আছে তবে আমরা আশা করছি বাসের মালিকরা সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন এবং জনসাধারণের যাতায়াতের সুবিধার জন্য তাদের বর্ত্তমানের পথ থেকে সরে আসবেন।

মিঃ স্পীকার---মাননীয় সদস্য শ্রী খগেন দাস।

শ্রীখগেন দাস---শ্রীখগেন দাস কোয়েশ্চান নাম্বার ৮২।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৮২।

প্রশ্ন

১। ১৯৭৯ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ১৯৮০ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত বিভিন্ন ব্লকে মোট কত সেলো টিউব-ওয়েল বসানো হয়েছে?

২। বর্ত্তমানে আর্থিক বৎসরে সেলো টিউব-ওয়েল বসানোর পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

উত্তর

১।	জিরানীয়া ব্লকে	---	৯৬টি।
	খোয়াই ব্লকে	---	২টি।
	মেলাঘর ব্লকে	---	৫টি।
	মোট		১০৩টি।

২। বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে মোট ২০০টি সেলো টিউব-ওয়েল বসানোর পরিকল্পনা আছে।

শ্রীখগেন দাস---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই ১০৩টি সেলো টিউব-ওয়েলের মধ্যে কয়টিতে কানেকশন দেওয়া হয়েছে এবং কয়টি বর্ত্তমানে চালো অবস্থায় আছে মাননীয় সদস্য মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার---মাননীয় স্পীকার স্যার, এই নভেম্বর পর্য্যন্ত আমরা মোট ১৬টি টিউব-ওয়েল চালু করেছি। এরমধ্যে বিশালগড়ে ৪টি এবং জিরানীয়াতে ১২টি মোট ১৬টি।

শ্রীখগেন দাস---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমার ৩টি প্রশ্ন আছে স্যার,

(১) কানেকশন দেওয়া টিউব-ওয়েলের মধ্যে কয়টি হেণ্ড-ওভার করা হয়েছে?

(২) চালু না হওয়ার দরুন ঘরগুলির চাল, বেড়া ইত্যাদি চুরি হয়ে গেছে যে এমন তথ্য আছে কি না?

(৩) পঞ্চায়েতকে ডিঙ্গিয়ে ডিপার্টমেন্টের কিছু কিছু লোক বড় বড় জমির মালিকদেরকে সেলো টিউব-ওয়েল করে দিচ্ছে আর তারা সরকারী টাকায় করে অন্য কাউকে জল দিচ্ছে না এমন তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার---মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ৩টি তথ্য এখন আমার হাতে নেই।

শ্রীখগেন দাস---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, তাড়াতাড়ি বিদ্যুৎ ব্যবস্থা চালু করে ক্ষেতে বা জমিতে কত দিনের মধ্যে জল সরবরাহ করা সম্ভব হবে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা তাড়াতাড়ি চালু করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করছি কিন্তু বর্ত্তমানে ইলেক্ট্রিকের কোন পোল নেই এবং ইলেক্ট্রিক লাইন টানতে গেলে যেসব মেটারিয়েলস দরকার তারও অভাব তাই আমরা শালের পোল ছাড়াও

স্টিলের পোলের জন্য চেষ্টা করছি তাও পাওয়া যাচ্ছে না। তবে আমরা ইলেক্‌ট্রিক লাইন এক্সটেনশন করার জন্য চেষ্টা করছি।

মিঃ স্পীকার---মাননীয় সদস্য এই প্রশ্নের উপরে অনেক প্রস্তাব হয়েছে এখন আর নয়।

শ্রীমতিলাল সরকার---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সেলো টিউব-ওয়েল বসানোর জন্য পঞ্চায়েত থেকে যে প্রস্তাব পাঠানো হয় তা কার্য্যকরি হয় তাহলে তার জন্য অন্য কোন নিয়ম আছে কিনা?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার---মাননীয় স্পীকার স্যার, সেলো টিউব-ওয়েল বসিয়ে রেডি করে দেওয়াই আমাদের দায়িত্ব। তারপরে গ্রামের কোন চাষী বা কো-অপারেটিভ সোসাইটি এগুলি ব্লকের থ্রোতে প্রসেস করে। বর্ত্তমানে আমাদের কাছে অসংখ্য প্রস্তাব আসছে সেলো টিউব-ওয়েলের জন্য এবং আমরা ও দেখছি যে আরও বাড়ানো দরকার কিন্তু পি, ডাব্লিও, ডি'র ইরিগেশান এবং ফ্লাড কন্ট্রোলের বর্ত্তমানে যে ষ্টাফ ষ্ট্রেংথ তাতে এত দূরে দূরে পাঠিয়ে সর্বত্র কাজ চালানো সম্ভব হচ্ছে না তাই ষ্টাফ এবং মেটারিয়েলস বাড়ানোর জন্য প্রস্তাব আছে এবং চেষ্টা চলছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী---মিঃ স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি এই সেলো টিউব-ওয়েল সম্পর্কে কিছু বলছি যে সেলো টিউব-ওয়েলের ব্যাপারে কর্ত্তৃপক্ষের কাছে এটা ঠিক যে কিছু গোলযোগের সংবাদ এসেছে। বি, ডি, সি, ল্যাম্পস্- প্যাকস্ এই ধরণের প্রতিষ্ঠানের আণ্ডারে যে সব সেলো টিউব-ওয়েল হচ্ছে সেখানকার গোলোযোগগুলি আমরা তদন্ত করে দেখব। এ ব্যাপারে সরকারের নীতি হচ্ছে পঞ্চায়েত ল্যাম্পস্-প্যাকস্ ও বি, ডি, সি, প্রভৃতি যে সকল সংগঠিত সংগঠন হয়েছে গ্রামের ভিতরে সেগুলি বাই-পাস করে কোন ব্যাক্তি বিশেষের জন্য বসানো হবে না।

মিঃ স্পীকার---মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস।

শ্রীনকুল দাস---মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৩।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা---মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৩।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে লিকুইডিশন দেওয়া কতটি সমবায় সমিতির নিজস্ব জলাশয় আছে এবং ঐগুলি বর্ত্তমানে কি অবস্থায় আছে, এবং

২। ঐগুলির সম্পত্তি সরকার বাজেয়াপ্ত করে অন্য সমিতির নিকট ইজারা দেওয়ার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন কি না?

উত্তর

১। ৯টি। ঐগুলি লিকুইডেটরের তত্বাবধানে আছে।

২। না।

শ্রীনকুল দাস---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বিভিন্ন পুড়ানো সমিতির যেসব জলাশয় ছিল সে সব সমিতিগুলির উঠে যাওয়ার পরে সরকার ঐ সমিতিগুলির কাছে যা পাওনা ছিল তা আদায় করে ঐ জলাশয়গুলি নূতন সমিতিকে এত দিন পর্য্যন্ত না দেওয়ার কারণ কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা---মাননীয় স্পীকার স্যার, বর্ত্তমানে লিকুইডেটর তাদের সম্পত্তিগুলি গুটিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করছে।

শ্রীনকুল দাস---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমি জানি যে চম্পকনগরে একটি সমিতি ছিল এবং ঐ সমিতির একটি জলাশয়ও ছিল কিন্তু ঐ সমিতির পরিচালক কোন একটি ডিপার্টমেন্টে চাকুরী পাওয়ার পর সমিতিটি অন্য কাউকে বুঝিয়ে দিয়ে যান নি এমন তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা---মাননীয় স্পীকার স্যার, এমন তথ্য এখন আমার কাছে নেই।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা---না এই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীরামকুমার নাথ---কতগুলি সমিতিকে লিকুইজিসান দেওয়া হয়েছে---জেলা ভিত্তিক তার হিসাব মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দিতে পারেন কি ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা---স্যার, এ পর্য্যন্ত মোট ৯টি সমিতিকে লিকুইজিসান করা হয়েছে। আমি তার জেলা ভিত্তিক হিসাব দিচ্ছি ঃ---

উত্তর ত্রিপুরা জেলা---	৪টি।
দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা---	১টি।
পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা---	৪টি।

মাননীয় স্পীকার স্যার,---মাননীয় সদস্য শ্রীসুবল রুদ্র।

শ্রীসুবল রুদ্র---মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার---১২৫।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা---মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার---১২৫।

প্রশ্নগুলি হচ্ছে ঃ---

(১) ত্রিপুরায় কয়টি প্যাক্স ও ল্যাম্পস্ কাজ করছে।

(২) ১৯৮০ সালের অকটোবর পর্য্যন্ত ঐ সমস্ত প্যাকস্ এবং ল্যাম্পস্ এর শেয়ারের টাকার জন্য কত সংখ্যক দরখাস্ত এস, এফ, ডি, এর কাছে জমা পড়েছে এবং কত সংখ্যক ব্যক্তি এস, এফ, ডি, এ এর শেয়ারের টাকা পেয়েছেন তার হিসাব।

উত্তর

(১) ত্রিপুরায় মোট ১৮৯টি প্যাকস্ ও ৩৯টি ল্যাম্পস্ কাজ করছে।

(২) ১৯১ সংখ্যক দরখাস্ত জমা পড়েছে।

৭,৪৬৬ সংখ্যক ব্যক্তি এস, এফ, ডি, এ, এর শেয়ারের টাকা পেয়েছেন।

শ্রীবাদল চৌধুরী---এ প্যর্যন্ত মোট কত আবেদন পড়েছে?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা---এ পর্য্যন্ত মোট ২৩,৩০০টি আবেদন পড়েছে।

শ্রীসুবল রুদ্র---২৩,৩০০টি আবেদনের মধ্যে মাত্র ৭,৪৪৬ জন তাদের শেয়ারের টাকা পেয়েছেন আর বাকি দরখাস্তগুলি এখনো পড়ে আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি বাকি দরখাস্তগুলি এখনো পর্য্যন্ত কেন পড়ে আছে? এস, এফ, ডি, এ এখনো কেন তাদের শেয়ারের টাকা দিচ্ছে না?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা---মাননীয় স্পীকার এখন আমার কাছে এ তথ্য নেই। আমি এটা খোঁজ নিয়ে দেখব।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে এস, এফ, ডি, এ, সম্পর্কে যে প্রশ্ন এসেছে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এটা অত্যন্ত দুঃখ জনক যে এস, এফ, ডি, এ, থেকে গরীব মানুষদের, গরীব লোকদের যে সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার কথা তা আমরা দিতে পারি নি। আর উহার মেম্বারসিপ নেওয়ার জন্য এত দরখাস্ত পড়েছে যে আমরা খুব তাড়াতাড়ি সেগুলো পরীক্ষা করে দেখতে পারি নি। তবে নিয়ম হলো দরখাস্ত করার ১৫ দিনের মধ্যে যদি মেম্বার না হয় তবে অটোমেটিকেলি তারা মেম্বার হয়ে যান। কিন্তু আমরা দেখেছি বিগত ৩০ বছর গরীব মানুষরা এই এস, এফ, ডি, এ, এর মেম্বার হতে পারতো না, তাদের মেম্বার হতে দেওয়া হতো না। আমরা গরীব মানুষদের যাতে সহজে মেম্বার হতে পারে তার ব্যবস্থা করছি। তবে এই এস, এফ, ডি, এ, থেকে যে পরিমাণ সুযোগ সুবিধা পাবার কথা আমরা তাদেরকে সে সকল সুযোগ সুবিধা দিতে পারি নি, এর জন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। আমরা চেষ্টা করবো সরকার যাতে এস, এফ, ডি, এ, থেকে তাড়াতাড়ি তাদের সুযোগ সুবিধা দেওয়া যায়।

মাননীয় স্পীকার---মাননীয় সদস্য শ্রীস্বরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিংহ।

শ্রীস্বরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিংহ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩২।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩২।

প্রশ্ন

(১) রাজ্যে এই বৎসর বিভিন্ন কো-অপারেটিভ এর মাধ্যমে কি পরিমাণ সুতি ও মেস্তা

পাট ক্রয় করা হয়েছে,

(২) ইহা কি সত্য—খোয়াই এলাকায় কো-অপারেটিভগুলি যথাযথ উদ্যোগ নিয়ে পাট ক্রয় না করায় ক্ষুদ্র পাট চাষীরা জলের দরে ফড়িয়াদের হাতে গত কালী পূজা পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রায় তিন হাজার মন পাট বিক্রী করতে বাধ্য হয়,

(৩) ইহা কি সত্য যে খোয়াই পূর্বাঞ্চল ল্যাম্পস্ এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শুধু পাট ক্রয় করার ক্ষেত্রে নয় সমস্ত কাজেই যথাযথ উদ্যোগ না লওয়ায় উক্ত কো-অপারেটিভ এর অন্তর্ভুক্ত সমস্ত এলাকায় কৃষকগণ বিক্ষুব্ধ হয়েছেন?

উত্তর

(১) সুতি— ৯,৩৩০ কুইন্টল।
মেস্তা—১৪,৮০৩ কুইন্টল।
(২) এরূপ কোন তথ্য সরকারের গোচরে নাই।
(৩) এরূপ কোন তথ্য সরকারের গোচরে নাই।

শ্রীস্বরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিংহ—মাননীয় স্পীকার স্যার, দেখা গেছে সরকার থেকে কো-অপারেটিভ গুলোকে টাকা না দেওয়ায় কো-অপারেটিভ গুলো নির্দ্দিষ্ট সময়ে ন্যায্য দরে কৃষকদের নিকট থেকে পাঠ কিনতে পারে নি। ফলে গরীব কৃষকদের অত্যন্ত কম মূল্যে ফাড়িয়াদের নিকট তাদের পাট বিক্রি করতে বাধ্য হন।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় স্পীকার স্যার, কিছু কিছু ক্ষেত্রে এ রকম হয়েছে। তবে সব ক্ষেত্রে এ রকম হয়নি।

শ্রীস্বরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিংহ—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি সরকার এ ব্যাপারে কি কি ব্যাবস্থা নিয়েছেন, আমরা দেখেছি বিশেষ করে মেলাঘর পাট অঞ্চল থেকে এবং সেখানকার প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ থেকে পাট ক্রয় করা হয়। বলতে গেলে এই মেলাঘর পাট অঞ্চলকে ত্রিপুরায় পাট উৎপাদক অঞ্চল বলা যায়। অথচ দেখা গেছে যে কো-অপারেটিভগুলি ঠিক সময়ে টাকা না পাওয়ায় তারা নির্দ্দিষ্ট সময়ে গরীব কৃষকদের নিকট থেকে পাট ক্রয় করতে পারেন নি। তারা অবশ্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে টাকা ধার করে কিছু পাট ক্রয় করার চেষ্টা করছেন। এইরূপ দুরবস্থার প্রতিকার করতে সরকার কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের অনুমতি নিয়ে আমি এই পাট কিনার ব্যাপারে দু-একটি কথা বলতে চাই। পাট কেনার ব্যাপারে সরকারকে এবার কতকগুলি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। যথা -

(১) আমাদের নিকট থেকে যে পাট জে, সি, আই, কিনতেন সে পাট তারা ঠিক সময়ে কলকাতা পাঠাতে পারেন নি। ফলে সে পাট আমাদের গুদামে পড়ে আছে।

(২) জে, সি, আই, এর নিকট আমাদের যে পাট বিক্রয় করা হয়েছে তার টাকা এখনো বাকী আছে। এ ব্যাপারে আমি অবশ্য কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীপ্রণব মুখার্জির সাথে আলাপ করেছি। শ্রীমুখার্জি আমাকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন যে তিনি এ ব্যাপারে খোঁজ নেবেন।

পাট কিনার ব্যাপারে আমাদের যে টাকার অভাব ছিল তা নয়। পাট কিনে সে পাট মজুত করার মত আমাদের কোন গুদাম নেই। তবে যদি আমাদের এখান থেকে পাট তাড়াতাড়ি বাইরে পাঠাবার ব্যবস্থা থাকতো তবে আর আমাদের এত অসুবিধা করতে হতো না। আমরা অবশ্য চেষ্টা করছি শুধু রেলপথে নয় যাতে করে আমরা জলপথেও বাইরে পাট পাঠানোর ব্যবস্থা করতে পারি। এ ব্যাপারে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে আলাপ আলোচনা শুরু করেছি। আর এখন থেকে যাতে করে আমরা ন্যায্য মূল্যে কৃষকদের নিকট থেকে পাট, মেস্তা ইত্যাদি ক্রয় করতে পারি তার চেষ্টা করছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (?) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি সেইগুলির লিখিত এবং তারকা চিহ্নত বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তরপত্র সভার

টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের অনুরোধ করছি।

মিঃ স্পীকার—প্রশ্নোত্তরের সময় শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি সেইগুলির লিখিত এবং তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের অনুরোধ করছি।

দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ—

মিঃ স্পীকার—আমি নিম্নলিখিত সদস্য মহোদয় এর নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষনীয় নোটিশ পেয়েছি ঃ—

শ্রীরসিরাম দেববর্মা—নোটিশের বিষয়বস্তু হলো—

"গত ২২শে ডিসেম্বর সদর পেকুয়াজলাতে বীরচন্দ্রপাড়ায় শ্রীরতি রঞ্জন দেববর্মার বাড়ী থেকে বে-আইনী অস্ত্র তৈরীর কারখানা পুলিশ কর্ত্তৃক আবিষ্কার করা সম্পর্কে"।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীবসিরাম দেববর্মা কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষনী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি।

মাননীয় স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, আমি এই সম্পর্কে ৩০শে ডিসেম্বর জবাব দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এই বিষয়ের উপর আগামী ৩০শে ডিসেম্বর বিবৃতি দেবেন।

আমি নিম্নলিখিত সদস্য মহোদয়ের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ পেয়েছি।

শ্রীসমর চৌধুরী।

নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো ঃ—

"ত্রিপুরায় গত কিছু দিন যাবত গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনীয়ারদের একাংশের সক্রিয় আন্দোলনে পূর্ত্ত দপ্তরের কার্য্যকলাপে অসুবিধা সৃষ্টি সম্পর্কে"।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষনী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় পূর্তমন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন, আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপরাগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী তারিখ জানাবেন যে যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—স্যার, আমি ৩০শে ডিসেম্বর এর জবাব দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় পূর্তমন্ত্রী আগামী ৩০শে ডিসেম্বর বিষয়টির উপর বিবৃতি দেবেন।

আমি নিম্নলিখিত সদস্য মহোদয়ের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি ঃ—

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস ঃ—নোটিশের বিষয় বস্তু হলো ঃ—

"গত ১২ই নভেম্বর শালগড়া বাজার এবং ২রা ডিসেম্বর শালগড়া হাইস্কুল কতিপয় দুষ্কৃতকারী কর্ত্তৃক মধ্য রাত্রিতে পুড়িয়ে দেওয়া সম্পর্কে"।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষনী প্রস্তাবটি উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী (পুলিশ) কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, আমি ২৯শে ডিসেম্বর তারিখে এই সম্পর্কে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আগামী ২৯শে ডিসেম্বর তারিখে এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দেবেন।

আমি নিম্নলিখিত সদস্য মহোদয়ের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি—

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস।

নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো ঃ—

"গত ৮ই ডিসেম্বর অমরপুরের করবুকে স্বশস্ত্র দুবৃত্ত দল কর্ত্তৃক পুলিশ ফাঁড়ি আক্রমণ সম্পর্কে"।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ দাস কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় পুলিশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তা হলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—স্যার আমি আগামী ৩০শে ডিসেম্বর এই সম্পর্কে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আগামী ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে এই সম্পর্কে বিবৃতি দেবেন।

প্রেজেন্টেশান টু দি হাউস দি ফোরথ রিপোর্ট অব দি কমিটি অন পাবলিক আণ্ডার টেকিংস

মিঃ স্পীকার ঃ—সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো—

"পাবলিক আণ্ডার টেকিংস কমিটির ৪র্থ প্রতিবেদন উৎথাপন।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রতিবেদনটি সভায় পেশ করার জন্য।

Shri Keshab Ch. Majumder :—Mr. Speaker, Sir, I beg to present to the House the Fourth Report of the Committee on Public Undertakings.

PRESENTATION OF THE FINANCE ACCOUNTS, APPROPRIATION ACCOUNTS AND AUDIT REPORT FOR THE YEAR 1978-79.

মিঃ স্পীকার ঃ—সভার পরবর্ত্তী কর্মসূচী হলো ঃ—

"১৯৭৮-৮৯ ইং সনের ফিনান্স অ্যাকাউন্টস, এপ্রোপ্রিয়েশান অ্যাকাউন্টস এবং অডিট রিপোর্ট সভায় উৎথাপন"।

আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রতিবেদনটি সভায় পেশ করার জন্য।

Shri Nripen Chakraborty— Mr. Speaker, Sri, I beg to present to the House the Finance Accounts, Appropriation Accounts and Audit Report for the year 1978-79.

PRIVATE MEMBER'S RESOLUTIONS.

মিঃ স্পীকার ঃ—সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো ঃ—

"প্রাইভেট মেম্বারস রিজিউলিশান"। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রিজিউলিশানটি সভায় উৎথাপন করতে।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি যে প্রস্তাবটা এই বিধান সভার সামনে এনেছি, সেটা হচ্ছে—ত্রিপুরা বিধান সভার গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে বহিরাগত সমস্যা সমাধানের নাম করে গত ১ বছর যাবত আসামে ছাত্র-যুবকদের এক অংশ লাগাতর ধর্মঘট, বন্ধ, সত্যাগ্রহ ও অন্যান্য বে-আইনী ও হিংসাত্মক কাজকর্ম অব্যাহত তাদের এই অব্যাহত কাজকর্ম ত্রিপুরা সমেত সমগ্র পুর্বাঞ্চলের জনজীবন বিপন্ন হয়েছে। এই ধরনের আন্দোলনের ফলে জাতীয় ভিত্তিতে কোটি কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে। ত্রিপুরায় ডিজেল, পেট্রোল, কেরোসিন, সঠীল, সিমেন্ট সহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমুহের সংকট সৃষ্টি হওয়ায় নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি ঘটছে। পরিকল্পনার কাজ দারুন ভাবে ব্যহত হয়েছে। রাজনীতিগতভাবে আসামে সাম্রাজ্যবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল ও কায়েমী

স্বার্থাদাবী শক্তিসমূহ বিচ্ছিন্নতাবাদ, উগ্র জাতীয়তাবাদ, সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, প্রভৃতির আড়ালে ভারতবর্ষের জাতীয় ঐক্যকে বিপন্ন করছে। এই রাজনৈতিক প্রভাব আসামের বাহিরে ত্রিপুরাতেও বিস্তৃতি লাভ করে ভয়াবহ দাঙ্গা হাঙ্গামা সৃষ্টি করেছে।

ত্রিপুরা বিধান সভা দৃঢ়তার সংগে বিশ্বাস করে যে আসাম, ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের গত ৩৩ বছর অর্থনৈতিক দিক থেকে অনেক পিছনে পড়ে থাকায় স্বাভাবিক ভাবে এই অঞ্চলের মানুষ বিক্ষুব্ধ। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ণ আত্মবিকাশের পুরোপুরি সুযোগ না দিতে পারায় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির বিভেদমূলক কাজকর্মের সুযোগ করে দিয়েছে।

ত্রিপুরা বিধান সভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছে ভারতের সংবিধানের চৌহদ্দির মধ্যে সংখ্যালঘুদের ন্যায় সঙ্গত স্বার্থরক্ষা করে সমগ্র ভারতের গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেন। আসামের যে সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তি প্রতিক্রিয়ার সকল প্রকার আক্রমণ অগ্রাহ্য করে আসামের জাতীয় সংহতি রক্ষার জন্য জীবন দিয়েছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন এবং তাদের এই জাতীয় সংহতি ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামে অকুন্ঠ সমর্থন জানাচ্ছে।

মাননীয় স্পীকার ঃ—স্যার, আজকে এটা কারো অজানা নয় যে আসামে একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এটা শুধু আসামের মধ্যে নয়, আসামের এই অচল অবস্থাটা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেও ব্যাপক ভাবে আঘাত হেনেছে। ইতিমধ্যে খবরের কাগজগুলিতে যে সংবাদ প্রচারিত হয়েছে, তাতে আমরা জানতে পেরেছি যে এই অচল অবস্থার জন্য আমাদের প্রায় সাড়ে ছয় শত কোটি টাকার মত ক্ষতি হয়েছে। কাজেই এই রকম একটা সংকট জনক অবস্থা শুধু যে আসামের অর্থনীতিতে বিপর্যয় ডেকে এনেছে, তা নয়, এটা আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে একটা ভয়াবহ বিপর্যয় নিয়ে এসেছে। এই সংকট জনক অবস্থা সম্পর্কে অবশ্য অনেকে নানা ভাবে চিন্তা করছেন কেউ বলছেন এটা একটা বিদেশী সমস্যার প্রশ্ন, আবার কেউ কেউ বলছেন এটা একটা অনগ্রসরতার প্রশ্ন। কিন্তু আমার মনে হয় যারা এটাকে বিদেশী সমস্যার প্রশ্ন বলে চিন্তা করছেন, এটা সত্যিকারের বিদেশী প্রশ্নের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর মধ্যে রয়েছে আঞ্চলিকতাবাদ, কেন না আসামের সমতলে অনেক সমতলবাসী রয়েছেন, যাদের অধিকাংশ রয়েছেন বিভিন্ন ভাষা ভাষির উপজাতি, বাঙ্গালী এবং নেপালী। এছাড়াও রয়েছেন ভারতের অন্যান্য রাজ্য থেকে আগত অনেক শ্রেণীর মানুষ। তবে এর মধ্যে বিরাট অংশ রয়েছে, যারা দেশ বিভাগের ফলে উদ্বাস্তু হয়ে এসেছেন—বাঙ্গালী সম্প্রদায়। এই উদ্বাস্তুরা যে আমাদের এই দেশে একটা সমস্যার সৃষ্টি করেছে, তাত কোন সন্দেহ নাই। আজ যারা সেখানে আন্দোলন করছেন, তারা বিদেশী ইস্যুটাকে সবচেয়ে বেশী করে দেখানোর চেষ্টা করছেন এবং এটাকে সামনে রেখে তার ব্যাপক অংশের মানুষকে তাদের আন্দোলনের সামিল হওয়ার জন্য চেষ্টা করছেন। কিন্তু আমরা দেখছি এমন অনেক লোক আছে যারা অসমিয়া নয়, অথচ দীর্ঘদিন বা পুরুষানুক্রমে সেখানে বসবাস করে আসছেন। তাদের মধ্যে হিন্দু, মুসলিম এবং নেপালী সবই আছেন। আজকে তাদের বিরুদ্ধেও ঐ আন্দোলনটা পরিচালিত হচ্ছে এবং তারাও এই আন্দোলনের শিকার হচ্ছেন। আবার এটাও অত্যন্ত সত্য কথা যে সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চল কি অর্থনৈতিক, কি রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সব দিক দিয়ে অনেক পিছিয়ে পড়ে আছে। আমাদের ভারতবর্ষ যখন ভাগ হয়, তখন যারা জাতীয় নেতা ছিলেন, তারা ভাষা ভিত্তিক রাজ্য গঠণের সুপারিশ করেছিলেন এবং ভারতীয় সংবিধানেও এটাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তাই ভারতের কোন কোন অঞ্চলে যেখানে ভাষা ভিত্তিক রাজ্য গঠণের জন্য আন্দোলন হয়েছিল, সেখানে ভাষা ভিত্তিক রাজ্য গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু আসামে সেটা হয় নি। যদিও আসামের আঞ্চলিক ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ৩৩ বছর পার হয়ে গেল, কিন্তু সেখানকার যে

ভাষা তা বিকাশ লাভ করে নি। এখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থাও তেমন উন্নতি লাভ করেনি অর্থাৎ সামগ্রিক ভাবে এই অঞ্চলের উন্নতির দিকে তেমন ভাবে লক্ষ্য দেওয়া হয় নি। রেল লাইন করার প্রস্তাব এসেছে, যেমন ত্রিপুরাতেও রেল লাইন করার প্রস্তাব এসেছিল কিন্তু দেখা গেল বাস্তবে এখানে যে কাজ হয়েছে তা সারা ভারতের তুলনায় এক ভাগ হয় নি। অথচ এখানে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ জুমিয়া অন্যান্য ভাষাভাষিদের সঙ্গে এক সাথে বসবাস করছে। এবং তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য যে সমস্ত পরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে, সেগুলির অধিকাংশই এখন পর্য্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার, এদিকে এখন পর্য্যন্ত তেমন কোন মনযোগ দেননি। এ ছাড়াও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ঠ রয়েছে, এই অঞ্চলে অধিক সংখ্যক উপজাতি রয়েছে এবং তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমতল বাসীদের সঙ্গে মিলে মিশে বসবাস করছিল। কাজেই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যে বৈশিষ্ঠ রয়েছে, বর্তমানে সৃষ্ট সমস্যার সমাধান করতে হলে, তার দিকেও আমাদের নজর দিতে হবে। স্বাধীনতার পর যখন দেশ ভাগ হল, তখন জাতীয় নেতাদের প্রতিশ্রুতি মত অনেক বাঙ্গালী উদ্বাস্তু ভারতের অন্যান্য রাজ্যে এসে যখন আশ্রয় নিয়েছেন, তেমনি এই অঞ্চলের রাজ্যগুলিতেও এসে তারা আশ্রয় নিয়েছেন। আবার তাদের সঙ্গে অনেক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান তাদের লোকজন নিয়ে এসে এই অঞ্চলে ব্যবসা বাণিজ্য করছেন এবং তারা আগের আমলের মতই গরীব লোকদের উপর জোর জুলুম করছেন এবং তাদের অনেক ক্ষেত্রে শোষণও করছেন। এটা আসামের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এখানকার প্রাকৃতিক সম্পদ সেই বৃটিশ আমলের ভাব ধারায় লুট পাট করার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু তখনকার কি, রাজ্য সরকার অথবা কেন্দ্রীয় সরকার তাদের প্রাকৃতিক সম্পদকে সম্পদকে অব্যাহত ভাবে লুন্ঠন করে নেওয়ার যে চেষ্টা, সেটাকে রোধ করবার কোন প্রচেষ্টাই নেন নি। অর্থাৎ গত ৩৩ বছর ধরে যারা রাজত্ব করেছেন, তাদের রাজত্বেও ক্রমবর্ধমান শোষণের কাজই চলে আসছে। কাজেই সেই দিক থেকে আসামের আন্দোলনকারীরা এটা মনে করতে পারে যে এই অবস্থায় তাদের ভাষার যেমন বিকাশ লাভ করে নি, তেমনি তাদের অর্থনৈতিক উন্নতিও বিকাশ লাভ করতে পারেনি। আসামের মূল যে অর্থনৈতিক ভিত্তি, সেটা হল বেশ কয়েকটা চা-বাগান যে গুলি বড় বড় মালিকদের হাতে চলে গিয়েছে এবং যারা এ্যাডমিনিস্ট্রেশন চালিয়েছে, তারা সেখানকার সাধারণ মানুষের বিশেষ করে শিক্ষার সুযোগ, তাদের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য তেমন কিছু করেন নাই। কাজেই এই সমস্ত কারণে তাঁদের ভাষাও সংস্কৃতি আগে যেমন ছিল, ঠিক তেমনিই রয়ে গেল, তার কোন বিকাশ ঘটলো না। কাজেই আজকের যে আন্দোলন, সেই আন্দোলনে আন্দোলনকারীরা বাঙ্গালীদেরও বিদেশী বলে চিহ্নিত করতে চাইছেন। কিন্তু উদ্বাস্তু সমস্যা যেটা সেটা আজকের সৃষ্ট সমস্যা নয়। এটা অনেক আগেই তখনকার কংগ্রেসী নেতারা সৃষ্টি করে গিয়েছেন। কাজেই আসামীদেরও এটা বুঝতে হবে যে এটা শুধু আসামের ক্ষেত্রেই নয়, এটা সারা ভারতবর্ষের সমস্যা। এই সমস্যা সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সমস্যা। দেশ ভাগের পর যখন লক্ষ্য লক্ষ উদ্বাস্তু ভারতে আসতে থাকল, তখন তারা প্রথমেই পশ্চিমবঙ্গে যাওয়ার চেষ্টা করল, তারপর যখন সেখানে ঠাই হল না, তখন তারা আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্য এবং আসামে আসতে লাগল। কাজেই এই উদ্বাস্তু সমস্যাটাকে আমাদের একটা জাতীয় সমস্যা বলে গ্রহণ করতে হবে। অন্য দিক দিয়ে আমরা দেখেছি যে পশ্চিম পাকিস্থান থেকে যে সব উদ্বাস্তু গুজরাট, রাজস্থান, পাঞ্জাবে এসেছিল, তাদের পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য ভারত সরকার তথা কেন্দ্রীয় সরকার একটা উদার মনোভাব নিয়ে তাদের সুষ্ঠ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কিন্তু অন্য দিকে পূর্ব পাকিস্থান যে সমস্ত উদ্বাস্তু ভারতে বিশেষ করে সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলে এসেছে, তাদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাব তত উদার ছিল না। যার জন্য আজও পূর্বাঞ্চলে আগত উদ্বাস্তুদের সমস্যার সমাধান ঠিক ঠিক ভাবে করা সম্ভব হয়নি। আমরা জানি

বৎসর খানেক আগেও দণ্ডকারন্যে যেখানে পূর্ব বঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হল, সেখান থেকেও ঐ সব উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গে ঠেলে দেওয়া হয়েছে যাতে করে একটা গোলমালের সৃষ্টি করা যায়। আজকে সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আন্দোলন চলছে এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি আসামের এই আন্দোলনকে কাজে লাগানোর জন্য চেষ্টা করছে। নাগাল্যাণ্ডের মানুষ প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী আন্দোলন করেছে এবং তারা অনেক রক্ত দিয়েছে। আজকে মণিপুরের মানুষ তারাও অগ্রসর হয়ে নিজে-দেরকে তালিম দিচ্ছে। ত্রিপুরায়ও সেই চেষ্টা চলছিল কিন্তু এখানকার বামফ্রন্ট সরকার খুব সতর্ক ছিলেন। ফলে ত্রিপুরায় উপজাতিরা যে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন সেটা সাফল্য মণ্ডিত হয়নি। কিন্তু এখনও সেই প্রচেষ্টা চলছে। এখানে চেষ্টা চলছে কি করে উপজাতিদের আন্দোলনকে কাজে লাগানো যায় এখানে কি করে একটা প্রচণ্ড অচল অবস্থার সৃষ্টি করা যায়। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসের নিয়ম আজকে এই পেছনে পড়া জাতী, পেছনে পড়া মানুষ এদেরকে অবহেলা করে, এদের সংস্কৃতি ভাষাকে অবহেলা করে একটা রাজ্যের মধ্যে এদেরকে দাবিয়ে রাখা যায় না। তা ছাড়া এই সুযোগে যে কোন অবস্থায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এটাকে কাজে লাগানোর জন্য চেষ্টা করতে পারে। আজকে সেই দিক থেকে এই সমস্যার সমাধানে কেন্দ্রীয় সরকারকে যেভাবে এগিয়ে আসা উচিত ছিল আজকে তারা ঠিক সেই ভাবে এগিয়ে আসে নি। আসামের এই আন্দোলন নূতন নয়। এর আগেও এর প্রকাশ ঘটেছে। প্রকাশ ঘটেছে ১৯৬০ সালে, ১৯৬৮ সালে প্রকাশ ঘটেছে আর এখন ১৯৭৯ সালে ঘটেছে। তখন জনতা সরকার এই আন্দোলনকে চেপে গিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় এসে যে বাস্তব সম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা ছিল সেটা তিনি এখন পর্য্যন্ত গ্রহণ করছেন না। এখানে সামান্য একটা ভোটার লিস্টের উপর নির্ভর করে সে দিন এই আন্দোলন তারা আরম্ভ করেছিল। প্রথম অবস্থায় লোকদল, জনতা দল এগুলিকে ব্যতিব্যস্ত করার জন্য ইন্দিরা কংগ্রেস আসামে একটা অচলাবস্থার সৃষ্টি করার জন্য চেষ্টা করে। এই সভায় অনেকরই জানা আছে যে যখন হনুমান লঙ্কায় যায় তখন তাকে ধরে লেজে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং সেই আগুন নেভাতে গিয়ে হনুমানের মুখ পুড়ে গিয়েছিল। আজকে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর দলেরও সেই অবস্থা। এই আন্দোলনে তাদের মুখ পুড়ছে। আজকে বামফ্রন্টের লোক যারা ছাত্র ফেডারেশন, যারা গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করছে তাদের উপর সংগঠিত আক্রমন হচ্ছে। আজকে পশ্চিমবঙ্গে শ্রীমতি গান্ধীর দল সেখানে নানা সমস্যার সৃষ্টি করছে, আইন শৃঙ্খলার সমস্যা সৃষ্টি করার জন্য আন্দোলন করছে। আজকে উপজাতী যুব সমিতি ত্রিপুরায় যে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন করছে তারা এখানে একটা অচলাবস্থার সৃষ্টি করে রাষ্ট্রপতির শাসন চাইছে। আজকে আসামে শ্রীমতি গান্ধীর দল পেছনে থেকে সাহায্য করছে। কিভাবে দাঙ্গাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় কিন্তু সমস্যা সমাধানের একটা বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত নিচ্ছে না। আজকে সেখানে যে প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে সেটা সামান্যই। ছাত্র ফেডারেশন, এস, এফ, আই প্রভৃতি সংস্থা যারা গনতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন করছে তাদেরকে ধরে সেখানে খুন করা হচ্ছে। আজকে সেখানে শুধু বাঙ্গালীরা খুন হচ্ছে তা নয় সেখানে অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকও রয়েছে যেমন অসমিয়া, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি তাদের উপর আক্রমণ করছে, তাদেরকে খুন করা হচ্ছে। সেখানে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি তাদের মিটিং এর উপর বোমা ফেলছে। পত্র পত্রিকার মাধ্যমে আমরা এগুলি দেখতে পাচ্ছি। আজকে এখানে যে সমস্যা সেটা হল উপজাতীরা পেছনে পড়া মানুষ, অনুন্নত মানুষ। তাদের বিকাশ সাধনের জন্য ভাষাভিত্তিক, সংস্কৃতি ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা চালু করে প্রয়োজন হলে স্বায়ত্ব শাসন দিয়ে তাদের জাতীয় স্বত্বা বিকাশের সুযোগ করে দেওয়া উচিত। তাই দিল্লীর সরকারকে অনুরোধ করছি ত্রিপুরা রাজ্যের এই সমস্যার সমাধান একটা জাতীয় ভাষা আছে সেটাকে বিকাশ করার সুযোগ দেওয়া উচিত। প্রয়োজন হলে

সংবিধান সংশোধন করে সেটা করা উচিত। এটা কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া হবে না। কিন্তু শ্রীমতি গান্ধীর দল তার বিরোধিতা করছে। গত লোক সভার নির্বাচনের সময় ত্রিপুরা বিধান সভা কর্তৃক যে স্বশাসিত জেলা পরিষদ বিল পাশ হয়েছিল তার বিরোধিতা করছে। সে দিক থেকে আসামে আজকে যে সমস্যা সেটা সমাধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে উদ্যোগ নিচ্ছেন সেটা বাস্তব সম্মত হচ্ছে না। ১৯৬২ সালে চীনের আক্রমণের সময় শাসক পার্টি বিরোধী দলগুলির বিরুদ্ধে কিছু ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তখন তারা লাভজনক হয়েছিল। কিন্তু ১৯৮০ সালে জাতীয় সংহতি নামে যে কমিটি হয়েছে তার মধ্যে কিছু অন্যান্য দলকে নেওয়া হয়নি যেমন আন্না ডি, এম, কে, আকালী দল ইত্যাদি। সেখানে তাদেরকে বাদ দেওয়া হয়েছে অত্যন্ত সুকৌশলে। আজকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যে সমস্যা সেই সমস্যা সমাধানে রাজ্যগুলিকে অধিক ক্ষমতা দেওয়া দরকার। আজকে আসাম বা উত্তর-পূর্বাঞ্চল সমগ্র রাজ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। কিন্তু এই বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির সমস্যা সমাধান না করে আমরা দেখতে পাচ্ছি, কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য গুলির যে ক্ষমতা আছে সেগুলি তাদের কাছ থেকে নিয়ে নেওয়ার কথা ভাবছেন। আমরা কাগজে দেখতে পাচ্ছি, রাষ্ট্রপতি শাসন কায়েম করতে চাইছেন। আজকে ভারতবর্ষের নিরাপত্তা অর্ডিনেন্স আরোপ করতে চাইছেন, রাজ্য সরকারের ক্ষমতা নষ্ট করতে চাইছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যদি আসাম সমস্যার সমাধান করতে হয়, বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির সমাধান করতে হয়, তাহলে রাজ্যগুলির হাতে আরো অধিক ক্ষমতা দেওয়া উচিত। এই সব সমস্যা সমাধানে কেন্দ্রীয় সরকার যদি এগিয়ে না আসেন, তাহলে এই সমস্যা একা রাজ্যের পক্ষে সমাধান করা সম্ভব নয়। সেই কারণে যে প্রস্তাব এখানে আমি উত্থাপন করেছি তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলতে পারি যে, আসামের এই গণ্ডগোলে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ সবচেয়ে বেশী ভুগছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আসামের যে সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তি প্রতিক্রিয়ার সকল প্রকার আক্রমণ অগ্রাহ্য করে আসামে জাতীয় সংহতির রক্ষার জন্য জীবন দিয়েছেন তাদের প্রতি ত্রিপুরার মানুষ সমবেদনা জানাচ্ছেন এবং সমগ্র ভারতবর্ষের মানুষের কাছে ঐক্যবদ্ধ হবার জন্য আবেদন রাখছে। আমরা দেখেছি, দীর্ঘ ৩০ বছরের শাসনে এই সব অঞ্চলের অনগ্রসরতা দূর হয় নি। এই অনগ্রসরতা দূর করার জন্য কেন্দ্রকে এগিয়ে আসতে হবে সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির জন্যও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—এখানে যে সব মাননীয় সদস্যগণ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবেন তাঁরা ১০ মিনিট করে সময় পাবেন। আমি সর্ব প্রথমে শ্রীবিমল সিংহকে আলোচনায় অংশ নিতে অনুরোধ করছি।

শ্রীবিমল সিনহা ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী যে প্রস্তাব এখানে পেশ করেছেন তার সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই আমাদের জানতে হবে, দীর্ঘ ১৪ মাস যাবৎ যে একটা অঞ্চলে বিদেশী বিতারণের নামে বহিরাগত বিতারণের নামে আন্দোলন চলছে, এই আন্দোলনের ফলে শুধু আসাম নয় সারা ভারতবর্ষের নর্থ-ইষ্টার্ণ জোন অর্থাৎ ভারতবর্ষের অর্ধেক অংশ অর্থনৈতিক দিক থেকে পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে। ভারতবর্ষের অর্ধেক অংশের অগ্রগতি নষ্ট হচ্ছে, সমস্ত রকম কর্ম কাণ্ড এমন ভাবে বিদ্ধস্ত হচ্ছে যে এই অঞ্চলগুলি ঘুরলে মনে হয় না ভারতবর্ষে কোন সরকার আছে। মনে হয় রাষ্ট্র এ কাজ করছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আসাম আন্দোলন করছে যারা তারা আজকে হঠাৎ কি করে এত শক্তি পেল? কোথা থেকে এত শক্তি পেল? এই সব প্রশ্নগুলো বিবেচনা করতে হবে। আমরা জানি, আসামে অর্থনৈতিক সমস্যা রয়েছে। সেই সমস্যা কংগ্রেসের ৩০ বছরের শাসনেও জনতার আড়াই বছরের শাসনে আরো দৃঢ় ভাবে চেপে বসেছে। যার ফলে অর্থনৈতিক অগ্রগতি বা শিল্পোন্নয়ন ক্ষেত্রে একেবারে নিল।

এই আস্থার মধ্যে আমরা দেখেছি যে, এইখানে আসামের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে উন্নতির সুযোগ আছে, প্রাকৃতিক সম্পদ আছে, আছে প্রচুর জমি। কিন্তু সেই জমির সংস্কার করা হয় নি। সেইখানকার সমস্ত বনজ সম্পদ, সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদকে কংগ্রেসের ৩০ বছরের শাসনে এবং জনতার আড়াই বছরের শাসনে কোন পদক্ষেপ নেন নি। আমরা দেখেছি, গোটা আসাম রাজ্যের মধ্যে যে পপুলেশান আছে তার মধ্যে ৭৭ পারসেন্ট ভূমিহীন। এই ৭৭ পারসেন্ট ভূমিহীনদের যখন ক্ষেত মজুরের কাজ করতে হয় তখন স্বভাবতই তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়বে এবং আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবে। যেখানে অগণিত বেকার সেখানে এই রকম আন্দোলন হতে বাধ্য। কারণ বেকাররা কাজ পাচ্ছে না। আমরা আরো জানি, এই আসামের মধ্যে হাইড্রো পাওয়ার জেনারেশন আছে কিন্তু সেটা ইণ্ডাস্ট্রি উন্নয়নে ব্যবহৃত হচ্ছে না। যার ফলে কর্মের কোন সুযোগই সৃষ্টি হচ্ছে না। শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত মানুষগুলি বেকার হয়ে বসে আছে। এটা সম্ভব হয়েছে ৩০ বছরের কংগ্রেস ও আড়াই বছরের জনতা শাসনের ফলে। আমরা আরো দেখছি, সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে দক্ষিণাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলে সমস্ত বড় কল কারখানা গড়ে উঠেছে। সেখানে টেলিফোন কারখানা, সেখানে মেসিন কারখানা, সেখানে ভারত হেভি ইলেক্ট্রিকেল কারখানা। আর আসামে দেখা যায়, রেল লাইন নেই। একটা মাত্র রেল লাইন আছে। কৃষকরা সেখান থেকে দ্রব্য আনার সুযোগ পাচ্ছে না। হয়ত বলা হবে আগে কি ছিল? অবিভক্ত ভারতে পাকিস্তান বা বাংলাদেশ দিয়ে মাল আনা নেওয়া হত। এতে কৃষকরা তবু অল্প কিছু দাম পেত। কিন্তু তিন দশকের মধ্যে সেই অঞ্চলের রাস্তা-ঘাটের কোন উন্নতি হয় নি। যে অঞ্চলে রাস্তা গড়ে উঠে নি সেখানে মানুষ অনবরত গণ্ডারের সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতে হচ্ছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আজকে দীর্ঘ ৩০ বছরের কংগ্রেসী অপশাসনের ফলে গোটা ভারতবর্ষের অর্ধেক অঞ্চল অনগ্রসর রয়ে গেছে। আজকে শুধু আসাম নয়, আসামের পাশেই মনিপুর। গোটা মনিপুরের মধ্যে শিল্প বলতে কিছু নেই। সেখানে বিদ্যুৎ বলতে কিছুই নেই। একটা লোকটাক প্রজেক্ট হয়েছে সেটাও অসমাপ্ত। ত্রিপুরায় তো দু একটা চায়ের বাগান আছে, কিন্তু মনিপুরে তাও নেই। তার প্রতিবেশী অঞ্চল নাগাল্যাণ্ডেও একই অবস্থা। সেখানে কোন শিল্প গড়ে উঠেনি। দীর্ঘ ৩০ বৎসরে কংগ্রেসী অপশাসনের কেবল মাত্র জনশক্তিকে লুণ্ঠন করা হয়েছে। কিন্তু সেই রাজ্যের উন্নতিকল্পে কোন কিছু করা হয় নি। তার প্রতিবেশী রাজ্য অরুণাচল সেখানেও একই চিত্র। সেই রাজ্যের উন্নতির জন্য কিছুই করা হয় নি। সেখানে একটা ব্রীজ করা হয়েছে, তাও সেটা যুদ্ধের প্রয়োজনে করা হয়েছে। সরকারের খাতায় ব্রীজ করা হয়েছে লেখা আছে, কিন্তু সৈন্য বাহিনী গিয়ে দেখে সেখানে কোন ব্রীজ নাই। লেফ্‌টেনান্ট জেনারেল কোহলী, তিনি নিজে ভারতবর্ষের ডিফেন্সের ম্যাপ পরীক্ষা করে দেখলেন যে সেখানে প্রচুর পরিমাণ ব্রীজ করা হয়েছে, রাস্তা করা হয়েছে। কিন্তু সৈন্য বাহিনী নিয়ে গিয়ে দেখলেন সেখানে কোন রাস্তা নেই, একটা পুল পর্য্যন্ত নেই। সেখানে একটা কোদাল পর্য্যন্ত পড়ে নি। ডিফেন্সের প্রয়োজন এ না হোক অন্ততঃ অরুণাচলের মানুষের উন্নতির জন্য তো রাস্তা করা প্রয়োজন ছিল। লক্ষ লক্ষ টাকার পরিকল্পনা করে, লক্ষ লক্ষ টাকার তহবিল তছরুপ করে কংগ্রেস সরকার অরুণাচল প্রদেশের মানুষকে ধাপ্পা দিয়েছেন। ফলশ্রুতিতে মানুষতো বিক্ষুব্ধ হবেই। আসামের মানুষ বিক্ষুব্ধ হবে না, ত্রিপুরার মানুষ বিক্ষুব্ধ হবে না এমন তো কোন কথা নেই। তারপর মিজোরামে আমরা কি দেখি? সেখানে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে দীর্ঘ ৩০ বৎসরে উন্নতিকল্পে কোন প্রচেষ্টাই নেওয়া হয় নি। সেখানে কয়লা পুড়ানোর মত পাহাড় রয়েছে। সেই কয়লা কাটার মত জায়গাও রয়েছে। কিন্তু সেই কয়লাকে একসট্রাকট করা হয় নি। মিজোরামে নানা রকম পাথর পাওয়া যায়। সেই পাথর মানুষের কল্যাণের জন্য ব্যবহার করা হয় নি। সেখানে কোন রাস্তাঘাট তৈরী করা হয় নি। স্বাভাবিক ভাবেই মিজোরামের মানুষ পশ্চাদ-

পদ। কাজেই তাদের মনে তো বিক্ষুভ ভাব থাকবেই। আসাম, মনিপুর, ত্রিপুরা, নাগাল্যাণ্ড প্রভৃতি উত্তর পূর্বাঞ্চল, ভারতবর্ষের ওয়ান থার্ড অঞ্চলকে দীর্ঘ ৩০ বৎসর এই ভাবে বঞ্চনার মধ্যে রেখে দেওয়া হয়েছে। ফলশ্রুতিতে আজকে এই বিক্ষোভ। এই বিক্ষোভকে কাজে লাগাবার জন্য বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী, ভারতবর্ষের পুঁজীবাদি শক্তি তৎপর হয়ে উঠেছে। আজকে নিউ বঙ্গাইগাঁওতে যে অয়েল রিফাইনারী করা হয়েছে, সেটা মার্কিনী টাকায়। কাজেই স্বাভাবিক ভাবেই আসামে গণতান্ত্রিক আন্দোলন দানা বাঁধছে। টিম্বার ফেক্টরীগুলির মধ্যে আসামী, নেপালী, বাঙ্গালী প্রভৃতি শ্রমজীবি মানুষ আছে তারা আন্দোলন করছে মুজুরী বৃদ্ধির জন্য। কারণ বুর্জোয়ারা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। তার পরিপ্রেক্ষিতে মুজুরী বৃদ্ধির আন্দোলন তো উঠবেই। আজকে সেখানে কল কারখানায় ৩০ হাজার শ্রমিক লড়াই করছে মুজুরী বৃদ্ধির জন্য। আজকে অয়েল রিফাইনারীর মধ্যেও লড়াই চলছে। মার্কিন পুঁজিপতিরা দেখলেন না, ভারতবর্ষের উত্তর পূর্বাঞ্চল নূতন করে শক্তি সঞ্চয় করছে। শ্রমিক শ্রেণী নূতন করে সংহতি নিয়ে লড়াই করছে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে। তার পাশাপাশি ত্রিপুরা রাজ্যেও বামফ্রন্ট সরকার মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ক্ষমতায় আসলেন। ১৯৩৮ইং সালের ত্রিপুরা রাজ্যে প্রথম খৃষ্টান মিশনারী প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মানুষ কিছুই বুঝতে পারে নি। তারা কিছু কিছু ডাক্তারী বই পত্র ইত্যাদি নিয়ে মানুষকে চিকিৎসা করার জন্য, শিক্ষা দেওয়ার জন্য আগরতলায় খৃষ্টান মিশনারী স্থাপন করলেন। খৃষ্টান মিশনারী যদি সমস্ত ট্রাইবেলদের শিক্ষিত করে তুলতে পারে, তাদেরকে বিকশিত করে তুলতে পারে, তাহলে সেটতো অপরাধের কিছু নয়। কিন্তু তারা তা করে নি। তারা একটা উদ্দেশ্য নিয়েই এখানে এসেছে। সেই উদ্দেশ্যটা তারা ১০০ বছর আগেই করে রেখেছিল। তারা জাতীয় সংহতির বিরুদ্ধে নানা রকম একটিভিটিজ ছড়িয়ে দিল। শ্রমিক শ্রেণী যাতে ঐক্যবদ্ধ না হতে পারে এবং তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবার অপপ্রয়াসে লিপ্ত হল। স্যার, কিছু দিন আগে থাইল্যাণ্ডের হাই কমিশনার আসামে আসলেন। কিন্তু এই থাইল্যাণ্ডের এ্যাম্বসেডারের তো আসামে আসার কথা নয়। তিনি সেখানে গিয়ে হঠাৎ আবিষ্কার করলেন অহম জাতি আমার জাতি। তিনি ৭০০বছরে পুরানো ইতিহাসের একটি দলিল থেকে খুঁজে বের করলেন যে আসামীদের সাথে থাইল্যাণ্ডের একটা মিল আছে। কাজেই আমি অহম জাতির বিকাশ চাই। আসল কথাটা কি? আসল কথা থাইল্যাণ্ড হচ্ছে সমস্ত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের একটা তীর্থ ক্ষেত্র। সমস্ত উত্তর পূর্বাঞ্চলকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের তাবেদার করবার জন্য, কুক্ষিগত করবার জন্য, সমস্ত শ্রমজীবি মানুষকে লুন্ঠন করবার জন্য প্রয়াস চালানো। ভিয়েৎনাম, কম্বোডিয়া লাউস প্রভৃতি অঞ্চলের ষড়যন্ত্রের ঘাটি হচ্ছে থাইল্যাণ্ড। দিল্লী থেকে থাইল্যাণ্ডের এমবেসেডর আসামে ছুটে এসেছেন বিচ্ছিন্নতাবাদীদের উসকানি দেবার জন্য। সাম্রাজ্যবাদীরা সেখানে যে উসকানি দিচ্ছে, সেই উসকানিকে আরও সবল করার জন্য। আসামে ব্রহ্মপুত্র প্রজেক্ট নামে সি, আই, এর এক বিরাট ষড়যন্ত্র কাজ করে চলছে। ১৯৭৯ইং সালের ১২ই জুন সেই ব্রহ্মপুত্রের প্রজেক্টের সি, আই, এ একটা দলিল বের করে ইউনাইটেড স্টেটস অব ইনফরমেশান থেকে। সেটাতে ভুটানকে রাজধানী করে সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলকে নিয়ে নূতন একটা রাষ্ট্র গঠন করবার কথা, বলা হয়। শুধু তাই নয় ১৯৬৭ ইং সনে সিউ নামে একজন আমেরিকান পণ্ডিত, ডিরেক্টর অব হিমালয়ান বর্ডার কাম্ব্রিজ প্রজেক্ট ইউনিভারসিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া,। অথর নেপালিস স্টেটেজী অব সার ভাইবেল এই বলে তিনি একটা বই বের করলেন সেই ক্যালিফোর্নিয়ার অধ্যাপক তিনি আসামে এসে নৃতত্ত্ব তথ্য নিয়ে গবেষনা করবেন। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি সাহায্য পেয়ে তিনি এখানে গবেষনা করতে আসেন,। কিন্তু আসল উদ্দেশ্যটা কি? তিনি এখানে এসে ভারতবর্ষটাকে খণ্ড বিখণ্ড

করার চেষ্টা চালাতে লাগলেন, বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আরও মদত দেবার জন্য তিনি এখানে আসলেন, আর আমাদের শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী দিল্লীতে থেকেও সেটা বুঝলেন না। তিনি তাকে আরও টাকা পয়সা দিয়ে বললেন—যাও গবেষণা কর। সাম্রাজ্যবাদীরাই এই ভাবে আসামে বিচ্ছিন্নতাবাদের সৃষ্টি করছে। আমাদের এখানে যেমন কংগ্রেস আই-এর ছেলেরা আমরা বাঙ্গালী নাম দিয়ে আর একটি দলের সৃষ্টি করেছে তেমনি আসামেও কংগ্রেস আই এর ছেলেরা লাচীৎ সেনা হিসাবে পরিচিত। তারাও লাচীৎ সেনা হিসাবে আর একটি দল গঠন করেছে। আমরা বাঙ্গালী এবং কংগ্রেস আই-এর মধ্যে যেমন কোন পার্থক্য নাই, তেমনি লাচীৎ সেনা ও কংগ্রেস আই-এর মধ্যেও কোনও পার্থক্য নাই। সেই কংগ্রেস আই-এর ছেলেরা গত বছর একটা লিফলেট বিক্রি করছিল বাজারে। সেই লিফলেট গত বছর ১৮ই নভেম্বর কমরেড বিপিন হাজারিকা বিধান সভায় এনেছিলেন। সেই লিফলেটের হেড লাইন হচ্ছে "নংকা অহমিয়া" অর্থাৎ নগ্ন অসমিয়া। তারপর লেখা আছে, অসমিয়া তোমরা এখনও ঘুমিয়ে আছ। তোমরা ভুলে গেছ অতুল বড়া নামে ছেলেটাকে কিভাবে বাঙ্গালীরা ধরে নিয়ে তাকে কিছু মারধর করে হাসপাতালে ভর্ত্তি করে দিয়েছে। হাসপাতালে সে মুমূষু অবস্থায় জল চাইলে তাকে জলের বদলে অ্যাসিড ঢেলে দেওয়া হয়েছিল। তোমরা তা ভুলে গেছ।" তারপরেও তোমরা ঘুমিয়ে আছ?" এই ভাবে সাম্রাজ্যবাদী যারা আছে, যারা বিচ্ছিন্নতাবাদী আছে তারা সারা আসামে আন্দোলনের সৃষ্টি করছে। এইভাবেই আসামে উগ্র জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হয়েছে। ইন্দিরা গান্ধী সেটাই চেয়েছিলেন। কিছু দিন আগে ইন্দিরা গান্ধী যখন দ্বিতীয়বার কেন্দ্রে ক্ষমতায় এসে বসলেন তখন তিনি বক্তৃতা দেওয়ার সময় বলেছিলেন ত্রিপুরার ট্রাইবেলরা যেমন বাঙ্গালীদের চাপে সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়ে গেছে তোমাদের আসামের মধ্যে অসমিয়াদের সংখ্যালঘুতে পরিণত হতে দেব না। অর্থাৎ এই কথা দিয়ে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে একটা সাম্প্রদায়িক জীগির তুলে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এইভাবেই তো ইন্দিরা গান্ধী এবং তার দলের লোকেরা সারা ইস্টার্ণ জুনে সাম্প্রদায়িক একটা আন্দোলন গড়ে তুলছেন। এখানে যাদেরকে বহিরাগত বলা হয়েছে, বহিরাগত কারা? গৌহাটি ইউনিভারসিটি অব টিচারস্ অ্যাসোসিয়েশানের কো-অডনেশান কমিটি তা নিয়ে দুটো লিফলেট বের করেন। একটি লিফলেট আছে ৪০ লক্ষ বহিরাগত এখানে আছে। আর একটা লিফলেট আছে বহিরাগতের সংখ্যা ২ লক্ষ। অর্থাৎ এইগুলি হচ্ছে কনট্রাডিকটরী। কেননা কোন কোন সময় পুরানো লোককেও বলা হচ্ছে বহিরাগত আবার নতুন লোককে বলা হচ্ছে বহিরাগত। এই ভাবে বহিরাগতদের নিয়ে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। আসামে এই দাঙ্গার আগে, ভারত পাকিস্থানের পার্টিশানের পরে সমস্ত আসামে ছিল সামন্তবাদ। বিস্তীর্ণ অঞ্চল ছিল অনাবাদী জমি। তখন চাষ করবার কেউ ছিল না। বিস্তীর্ণ জলাশয়ের মধ্যে মাছ ধরবার মত কেউ ছিল না। তখন তারা পূর্ব বাংলা থেকে হিন্দু মুসলমানদের ডেকে আনলেন, তাদের পুনর্বাসন দিলেন। জমিতে কাজ করবার জন্যই তাদেরকে পুনর্বাসন দিয়েছিলেন। আসামের জমিদাররা তাদেরকে ইনপুট পর্য্যন্ত দেয় নি। তারাই অর্থাৎ পূর্ব বাংলার লোকেরা এসেই আসামের জমিতে চাষ আবাদ করেছিল। তারাই এই অনাবাদী জমিগুলি আবাদী করে তুলেছিল। এখন বলছে তারাই বহিরাগত। আসামেও যখন বামফ্রন্ট নির্বাচনে জয়লাভ করেছে তখন জমিদারদের মনে একটি ভীষন ভীতির সঞ্চার হয়েছে। তারা জানে, বামফ্রন্ট আসা মানেই শ্রমিকদের সুখ-সুবিধা বামফ্রন্ট মানেই কৃষকদের সুখ-সুবিধা, বামফ্রন্ট মানেই গরীব, মেহনতী মানুষের উন্নতি। অর্থাৎ তাদের মত উপরওয়ালাদের মাথায় কৃপাকাত। জমিদার শ্রেণীর লোকেরা তা বুঝতে পেরে তাদের যে জমিগুলি বর্গা ছিল তা তারা তাদের নামে রেকর্ড করে রাখবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। কারণ তারা দেখতে পেয়েছিলেন বামফ্রন্ট আস্তে আস্তে সব জায়গায়ই জয়লাভ করতে আরম্ভ করেছে। বিশেষ করে

যেখানে শ্রমিক শ্রেণী আছে, গরীব মেহনতী মানুষ আছে, সেখানেই বামফ্রন্ট জয়লাভ করছে। আসামের ৪টি আসনে বামফ্রন্ট দাঁড়িয়েছিল। ৪টি আসনেই তাদের দখলে গিয়েছে। আর গৌহাটিতে মিউনিসিপ্যালিটি নির্বাচনে বামফ্রন্ট সরকার বিরাটভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়লাভ করেছিল। সব রাজ্যেই এইভাবে বামফ্রন্ট আস্তে আস্তে জোরদার হচ্ছে। কাজেই আসামের জমিদার শ্রেণীরা দেখল তাদের সামনে ভীষণ বিপদ। এই সময়েই লাগল সারা ভারতবর্ষে বহিরাগত বিতাড়ন। তৎকালীন মুখ্য-মন্ত্রী গোলাপ বরবরা আমলে ৪০ হাজার ভোটারের নাম ভোটার লিস্ট থেকে কেটে দেওয়া হয়েছিল। তাদের ইচ্ছামত তাদের ভোটার লিস্ট তৈরী করেছিলেন। তারা যাদের যাদের বামফ্রন্ট সমর্থক ভেবেছিলেন তাদের তাদের নামই কেটে দিয়েছিলেন। এই হচ্ছে তাদের নীতি। ইন্দিরার দল এই ভাবেই সারা ভারতবর্ষের মধ্যে একটা সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল। তিনি কি জাতীয় সংহতি রক্ষা করার জন্য এই সব করছিলেন, না কি ভারতকে টুকরো টুকরো করে দেবার জন্য এই সাম্প্রদায়িক মনোভাব সৃষ্টি করেছিলেন মানুষের মনে? তিনিই তার উত্তর দিতে পারবেন। ৩৩ বৎসর শাসনের পরে আজকে সারা ভারতবর্ষে এই আন্দোলন শুরু হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদীরা, বিচ্ছিন্নতাবাদীরা আজকে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে যে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছে, তা আজকে সারা ভারতবর্ষের মানুষ ভোগ করছে।

মাননীয় স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য আপনি রিসার্সের পর আপনার বক্তব্য রাখবেন।

শ্রীবিমল সিন্হা ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, গোটা আসাম রাজ্যে যখন সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত খুব তোরজোড়ে তাদের ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময়ে অনেকে ভাবছেন যে ত্রিপুরার এই দাঙ্গা সেই দাঙ্গা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। কিন্তু না এ কথাটা ঠিক নয়। কারণ এই দাঙ্গার কিছু দিন আগে নর্থ ইস্টার্ণ হোটেলের মধ্যে একটা মিটিং হয়েছিল, আর সেই মিটিং এ ছিলেন ত্রিপুরার বিজয় রাংখল, হরিনাথ দেববর্মা প্রভৃতি শ্রেণীর লোকেরা, তাছাড়াও ছিলেন নাগাল্যাণ্ডের আণ্ডার গ্রাউণ্ড বাহিনীর কিছু লোক। ঠিক তার কিছু দিন পরেই শুরু হয় অমরপুর অম্পি প্রভৃতি স্থানের দলিল লেখক বিজন চক্রবর্তী মত লোকদের হত্যার ঘটনাগুলি, এগুলি কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এই কাজের জন্য ইউরোপ ও লণ্ডন থেকে বিধ রাজ্য সংস্থার নাম করে ভারত-বর্ষের সুদীর্ঘ দিনের গড়ে উঠা ঐক্যের মধ্যে উপজাতি যুব সমিতিকে সাহায্য করার জন্য যেমন টাকা আসছে, তেমনি করে আসামের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কাছেও টাকা আসছে। ত্রিপুরাতে একদিকে আনন্দমার্গীরা টাকা পাচ্ছে, অন্য দিকে উপজাতি যুব সমিতির লোকেরা টাকা পাচ্ছে। দাঙ্গার কয়েক দিন আগের কথা আমি বলছি, যে, একটা জায়গায় গিয়ে আমি সেখানকার গ্রামবাসীদের কাছে শুনলাম যে এখানে উপজাতিদের কাছে কিছু তাবু এসেছে, তাতে একজন লোক ঘুমাতে পারে এবং যখন তখন সেটাকে গুটাতে পারে। কাজেই খুব সহজেই বুঝা যায় যে এই তাবু এই ত্রিপুরা রাজ্যে তৈরী নয়, তাহলে এটা হলো কোথা থেকে? তার পরের ঘটনাই হলো মান্দাইয়ের ঘটনা, আর মান্দাইয়ের ঘটনার কিছু দিন আগে শুনা গেছে যে মিশনারীরা নাকি খুব কষ্টে সেখানে ৩০ জন লোককে খৃষ্টান করতে পেরেছে। এইভাবে দেখা গেছে যে অঞ্চলগুলি দাঙ্গা বিধ্বস্ত হয়েছে তার প্রত্যেকটিতেই মিশনারীদের একটা বিরাট অংশ এই দাঙ্গার সাথে জড়িত। এই কাজের জন্য তারা যেমন সরাসরি টাকা পাচ্ছে, তেমনি ট্রাইবেলদের কিছু অংশ আবার বাংলাদেশ থেকেও ট্রেনিং দিয়ে আসছে। তাছাড়া আরও দেখা গেছে যে ত্রিপুরার মিশনারীদের কাছে চিকিৎসার নাম করে বিদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ ডলার আসছে। এই চক্রান্ত এটা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এটা হচ্ছে ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করার চক্রান্ত, এই চক্রান্তকে ত্রিপুরার রাজ্য সরকার বা জনগণ ইচ্ছা করলেই বন্ধ করতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না কেন্দ্রীয় সরকার কঠোর ভাবে সমাজ বিরোধীদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে না পারে।

কিছু দিন আগে আমাদের ত্রিপুরার উপজাতি যুব সমিতির নেতা হরিনাথ দেববর্মা একটা বই বের করেছেন, সেই বইটার নাম হচ্ছে "ত্রিপুরার গণহত্যার জন্য কি মার্দাইই একমাত্র স্বাক্ষী"। সেপ্টেম্বর ১৯৮০ইং, আগরতলা, ত্রিপুরা, মূল্য এক টাকা। এই বইয়ের মধ্যে পরিষ্কার ভাবে তিনি লিখেছেন যে, আইন-শৃঙ্খলা বা গণতন্ত্রের প্রতি আমাদের আর আস্তা নাই। কাজেই দেখুন যে যাদের গণতন্ত্রের প্রতি কোন আস্থা নাই তাদের সঙ্গে আজকে একটা বিরাট জাতীয় পার্টি কংগ্রেস (ই), হাত মিলিয়ে বামফ্রন্টের বিরোধীতা করে যাচ্ছেন। কংগ্রেস (ই), আমরা বাঙ্গালী উপজাতি যুব সমিতি তারা মিলিতভাবে একটা মোর্চা তৈরী করেছেন, তার প্রমাণ স্বরূপ দেখা যায় যে, প্রতিধ্বনি প্রভাতে আমাদের সুখময়বাবু লুঙ্গি পরে মর্নিং ওয়াক করতে করতে ১ নম্বর এম, এল, এ হোষ্টেলের ৯,১০ নম্বর রুমে যান এবং সেখানে তিনি আধা ঘন্টার মত বসেন ও প্রাতঃরাশ করেন। এই ঘটনা থেকে কি আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি না যে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের সঙ্গে সুখময় বাবু, আমরা বাঙ্গালীর নেতা ভুবন বাবুরা একই গাটছড়া বেধেঁ বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে নেমেছেন।

আসামের মধ্যে কয়েকদিন আগে কয়েক জন এম, এল, এ ঘেরাও হয়েছেন, সেখানে সব পার্টির এম, এল, এ'রা আছেন, কিন্তু ঘেরাও হয়েছে কারা? ঐ যারা মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির এম, এল, এ'রা। সেখানে আরও দেখা যায় যে, সেখানে যারা গণ-তান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য সংগ্রাম করছেন তাদেরকে নানাভাবে আক্রমণ করা হচ্ছে। আসামের মধ্যে যেখানেই বামফ্রন্টের আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে সেখানেই আসছে তাদের উপর কঠোর আক্রমন। ত্রিপুরাতে হরিনাথ বাবু যে বইটা বের করেছেন তাতে দেখবেন যে, তিনি শুধু সি, পি, আই, এমকেই নানা ভাবে দোষী ও দায়ী করেছেন। তার বইতে আমরা বাঙ্গালীর কোন দোষ নাই, কংগ্রেস (ই) এর কোন দোষ নাই, যত দোষ শুধু ঐ মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির, ভূমি সংস্কারের নামে নাকি কংগ্রেস (ই) শুধু একটা আপত্তি করেছিল তিনি শুধু কংগ্রেস (ই) এর সম্পর্কে আর কোন কথাই বলেন নাই। তা ছাড়া আর কোন ব্যাপারেই তিনি তাদের কে দোষী করেন নাই। কারণ তারা সবাই একই দলের এবং সকলেই দেখেছে যে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির লোকেরা গরীব ট্রাইবেলদেরকে তাদের গভীর অন্ধকার থেকে মুক্তি পাবার পথ দেখিয়ে দিচ্ছে। তাই তারা ঠিক করেছে যে তাদেরকে সেই মুক্তির পথ থেকে সরিয়ে দিতে হবে, তাইতো তাদের বামফ্রন্টের আমলে শুরু হয়েছে এই আক্রমণ। কারণ সুখময় বাবুর আমলে তো কোন আক্রমন এলো না, শচীন্দ্রলাল সিংহের আমলে তো কোন আক্রমণ এলো না তবে এই বামফ্রন্টের আমলে কেন এই আক্রমন এলো। এই উপজাতি যুব সমিতিতে, সুখময় বাবুর আমলে স্বশাসিত জেলা পরিষদের দাবীতে কোন আন্দোলন করলো না, আর যে বামফ্রন্ট সরকার তাদের এই স্বশাসিত জেলা পরিষদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী করল, তারা নাকি সেই বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে আনল তাদের চরম আন্দোলন। আসলে বামফ্রন্ট সরকারের লোকেরা তো গরীব ট্রাইবেলদের নিয়ে লড়াই করছে তাই তাদেরকে আর এক দিকে অগ্রসর হতে দেওয়া যাবে না। তাদের ভবিষ্যতে সুন্দর করতে দেওয়া যাবে না, তাদেরকে এখন উল্টো দিকে নিয়ে যেতে হবে, তাইতো তাদের এই বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন। আর সেই জন্যই তা ত্রিপুরার বুকে তাদের শাসন ব্যবস্থাকে কায়েমী করার জন্য এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি করল। তবে এই চক্রান্ত কিন্তু ত্রিপুরার উপজাতি যুব সমিতির ২, ১ জন নেতার ব্রেইন থেকে সৃষ্টি করা নয়। এটা সুদুর পরিকল্পিত এই ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করার জন্য ঐই চক্রান্ত। এই চক্রান্ত আজকে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলকে দ্বিখণ্ডিত করার চেষ্টা করছে। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর যখন তারা এই স্বশাসিত জেলা পরিষদের কথা চিন্তা করতে শুরু করলেন তখন থেকেই তাদেরকে উস্কানী দেওয়া

শুরু হলো। ১৯৭৯ সালের গোড়ার দিকে বামফ্রন্ট সরকার যখন তাদের স্বশাসিত জেলা পরিষদ আইন চালু করার কথা ভাবছেন ঠিক তখনই আমরা বাঙ্গালীর দল, কংগ্রেস(ই) দল এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছে। এই হরিনাথ বাবু এই বিধান সভায় স্বীকার করেছেন যে আমরা বাঙ্গালী দল ও কংগ্রেস (ই) দলের বিরোধীতা করার ক্ষমতা আছে, তাই তারা এর বিরুদ্ধে বিরোধীতা করছে। আর তাদের এই বিরোধীতার ফল দেখা যায় ঐ ৫ই জুন অমরপুর লেম্বুছড়া প্রভৃতি নানান স্থানে উপজাতি যুব সমিতি, আমরা বাঙ্গালী, কংগ্রেস (ই) র লোকেরা একই টাইমে নানা দিক থেকে আক্রমণ করে জনগণকে আর তারই ফলে শুরু হয় এই দাঙ্গা। তাদের এই যে ঘটনাগুলি এইটা সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্ত। তারা এই চক্রান্ত করবে যতদিন মার্কিন পুঁজি ভারতবর্ষে বিনিয়োগ হচ্ছে। বামফ্রন্ট যত বেশী মার্কিন শোষনের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, সমাজের খেটে খাওয়া মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করছে তত বেশী তাদের ষড়যন্ত্র বাড়ছে। কাজেই এইটা বুঝে নেওয়া ভুল হবে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শেষ হয়ে গেছে। ভারতবর্ষের উত্তর পূর্বাঞ্চল বিপদ মুক্তি এখনও হয় নি। আসামে আজ মন্ত্রী সভা গঠন করা হয়েছে কিন্তু এস, সি জামির ও অন্যান্যদের মধ্যে এখনও বার্গেনিং চলছে কে কত বেশী নিরিহ ট্রাইবেলদের:কে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীতার মধ্যে ঠেলে দিয়ে বিচ্ছিন্ন করে মার্কিন ক্ষমতাসীন হতে পারবে। ভারতবর্ষের জনগণ বহু কষ্টে দীর্ঘ দুই শত বছর ধরে লড়াই করে এই স্বাধীনতা অর্জন করেছে। আজ সেই কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকে আবার বিকিয়ে নেওয়ার চক্রান্ত চলছে। সারা ভারতবর্ষকে খণ্ড বিখণ্ড করবার চক্রান্ত চলছে। তাই আজকে সমস্ত ত্রিপুরার ট্রাই-বেলদেরকে, সংখ্যালঘুদেরকে রুখে দাঁড়াতে হবে। এই যে আসামের বিচ্ছিন্ন ঘটনা এটা শুধু লালডেঙ্গার বিচ্ছিন্নতাবাদী ঘটনা নয়, মনিপুরের ঘটনা নয় এইটা হচ্ছে সেভেন সিসটারস নামে আণ্ডার গ্রাউণ্ড সৈন্য বাহিনীর ঘটনা। তাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে গোটা ভারতবর্ষকে খণ্ড বিখণ্ড করা। আজ সারা এশিয়া মহাদেশ থেকে তাদের সাম্রাজ্য গুটিয়ে যাচ্ছে তাই তারা ভারতবর্ষের উত্তর পূর্বাঞ্চল দিয়ে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়। কিন্তু ঘড়ির কাঁটা যে উল্টা দিকে ঘুরে না, জোর করে ৯টা বাজাতে চেষ্টা করলে কি হবে যদি স্বাভাবিক ভাবে ৯টা না বাজে। আজ আর কেউ অজ্ঞ নেই সবাই ক্রমশঃ অগ্রসর হচ্ছে তাই দিনের বেলায় কাউকে যদি রাত্র দুপুর ঘুমিয়ে থাকার জন্য বলা হয় কেউ ঘুমিয়ে থাকবে না। আসামে আজ চক্রান্ত চলছে আন্দোলনের নামে। সেখানকার আই, জে, পি, থেকে শুরু করে ক্লার্ক ও পিওন পর্য্যন্ত সবাই আজ জাতীয়তাবাদের নামে মোহগ্রস্থ। তাদের এই মোহ মুক্ত করার জন্য কার্ফু জারি করে হবে না। তা রাজনৈতিক ভাবে সমাধান করতে হবে। আসামে যারা কংগ্রেস (ই)-তে আছে তারা এত দিন আন্দোলন চলার পরও আজ পর্য্যন্ত একটা মিছিল বের করল না এত বড় একটা গৌহাটি শহর থেকে, কিন্তু এক মাত্র আমাদের মার্কসবাদী দল ৬০ হাজার লোক নিয়ে মিছিল করে এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীবিমল সিনহা ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার আর এক মিনিট সময় দিন।

আজ পর্য্যন্ত ওরা সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে একটা স্টেটমেন্ট দিল না। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীরা গোটা ভারতবর্ষকে খণ্ড বিখণ্ড করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে এবং তার জন্য এই উত্তর পূর্বাঞ্চলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করছে। আমি আশা করব যে কমরেড বাদল চৌধুরী কর্তৃক আনীত প্রস্তাবটি আমি যেমন সমর্থন করি তেমনি এই হাউস সমর্থন করবে এবং সারা ত্রিপুরার মানুষ ও সারা ভারতবর্ষের মানুষ এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন। এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ দাস।

শ্রীসুবোধ দাস ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, আমি কমরেড বাদল চৌধুরী, কর্তৃক আনীত প্রস্তাবটি সম্পর্কে আলোচনার উপর সংক্ষিপ্ত ভাবে কয়েকটি কথা বলছি। বিগত ১৪ মাস ধরে বিদেশী বিতাড়ণের নামে আসামে যে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন চলছে সেই আন্দোলনের ফলে আমাদের জাতীয় সংহতি বিপন্ন হচ্ছে। সংখ্যালঘু মানুষরা আজ আসাম ত্যাগ করতে বাধ্য হয়ে পড়েছে। আসামের স্বাভাবিক জীবন যাত্রা আজ ব্যাহত হয়ে পড়েছে। সেখানকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ হয়ে আছে, হাট-বাজার বন্ধ হয়ে রয়েছে আবার মাঝে মাঝে রেলের চাকা ঘুরছে না। যার প্রতিক্রিয়া শুধু আসামে পড়ছে না সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলে তথা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেও পড়েছে। তাতে যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হচ্ছে তার জন্য অতি প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে আরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার প্রভাব পড়ছে। যারফলে আমাদের ত্রিপুরা সরকারের যে সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ ছিল সে সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ সিমেন্টের অভাবে, ডিজেলের অভাবে হচ্ছে না। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র অভাব মেটান বড় সংকট হয়ে পড়েছে। শুধু এই ত্রিপুরা নয় সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চল আজ ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়েছে। আন্দোলনের নামে যে বিচ্ছিন্নতা ও হামলা চলছে এবং তার ফলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে তাতে সেখানকার লক্ষ লক্ষ সংখ্যালঘু মানুষ বিপন্ন হয়ে পড়েছে। তাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে ভারতবর্ষ এক থাকবে কি থাকবে না তার উপর। ভারতবর্ষে এমন কোন রাজ্য নেই যেখানে একটি ভাষাভাষির লোক বাস করছে। কিন্তু আজ আসামে আন্দোলনের নাম দিয়ে ছাত্র যুবকদের দিয়ে বহিরাগত বিতাড়নের নামে আন্দোলন চালাচ্ছে। যারা চক্রান্ত করে ভারতবর্ষকে টুকরো করেছিল এবং যার ফলস্বরূপ আসাম রাজ্যেও লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুকে উঠে আসতে হয়েছিল। আবার যেসব বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা লাভ করার জন্য তাদের শক্তি কায়েম করার জন্য চক্রান্ত করছে। তাই তারা আসাম বিচ্ছিন্নতাবাদীদেরকে মদত দিচ্ছে। তারা আরও হন্যে হয়ে পড়েছে আসামে গণতান্ত্রিক শক্তির বিকাশ দেখে। মার্কসবাদী সংগঠনের নেতৃত্বে যখন সমস্ত বামপন্থি দলগুলি ঐক্যবদ্ধভাবে শ্রমিক কৃষকদেরকে এক করছেন এবং দেশে বিদেশী শোষক গোষ্ঠির বিরুদ্ধে যখন আসামের বিভিন্ন ভাষাভাষির এবং মতাবলম্বি মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করছেন লড়াই করার জন্য। আজকে আসামীদের জিজ্ঞাসা---আসামের এত অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ, খনিজ সম্পদ, বনজ সম্পদ, আসামের সুবিশাল শষ্য ভাণ্ডার আসাম ভারতবর্ষকে উপহার দিয়েছে কিন্তু তার বিনিময়ে তারা কি পেল? শুধু আসাম নয় সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কোন পরিকল্পনা নেয়নি, কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলার কোন উদ্যোগ আজ পর্য্যন্ত নেওয়া হয়নি। ভারতবর্ষের উত্তর পূর্বাঞ্চল থেকে মূল্যবান কাঁচামাল সংগ্রহ করে ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায় কলকারখানা চলছে অথচ এখানে কোন উল্লেখযোগ্য শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কোন পরিকল্পনা নেওয়া হয় নি। ভারতবর্ষের পুঁজিবাদী কায়েমী স্বার্থবাদীরা আজকে আসামের গণতান্ত্রিক মানুষের মধ্যে যে গণতান্ত্রিক চেতনা বিশেষ ভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে তা দেখে তারা (পুঁজিবাদীরা) আসামের বিভিন্ন ভাষাভাষি মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। যাতে করে তাদের শোষনের ক্ষেত্র আরো বৃদ্ধি পায়। কিন্তু আসামে তথা সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যে ভাবে গণতান্ত্রিক শক্তি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে ধনতান্ত্রিক পুজিবাদীদের আশা দুরাশায় পরিণত হয়েছে। আজকে আমরা দেখেছি আসামের অসমিয়া সংখ্যা গরিষ্ঠ, অসমিয়া ভাষাভাষি মানুষের মধ্যে গণতান্ত্রিক শক্তি বিকাশ হচ্ছে সবচেয়ে বেশী। বিগত ১৪ মাসে আসামে যে বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগ্রাম চলছে তার প্রতিরোধ করবার জন্য আসামের সংখ্যা-গরীষ্ঠ অসমিয়া ভাষাভাষীর চালকেরা আজ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে। আর এ জন্যে অনেক অসমীয়া শিক্ষক-কর্মচারী, শ্রমিক, ছাত্র-যুবক, স্কুল কলেজের অধ্যাপকরা এই

বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাতে হয় প্রাণ দিয়েছেন অথবা জীবনের মত একেবারে পঙ্গু হয়ে পড়েছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের সেই বুর্জোয়া পত্র পত্রিকাগুলি সেই কংগ্রেসী সমর্থক পত্র-পত্রিকাগুলি আসামের সংখ্যাগরিষ্ঠ অসমীয়া ভাষাভাষী মানুষের গণতান্ত্রিক অন্দোলনকে —তাদের উপর বিচ্ছিন্নতাবাদীরা যে আঘাত হানছে তা আড়াল করছে, তা তারা প্রকাশ করছে না। কিন্তু আমরা আজকে এই হাউস থেকে আসামের গণতান্ত্রিক মানুষের গণতান্ত্রিক আন্দোলন আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আজকে আমরা আসামে কি দেখছি সেখানে শুধু সংখ্যা গরীষ্ঠরাই গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নেমে আসেন নি সংখ্যা লঘিষ্ঠ অংশের লোকেরা ও তাদের সঙ্গে এক জোট হয়ে আসামের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের চক্রান্তকে বানচাল করার জন্য সংগ্রামে এগিয়ে এসেছেন। এই বিচ্ছিন্নতাবাদীদের চক্রান্তকে ধধংস করার জন্য আসামের গণতান্ত্রিক মানুষের এই প্রচেণ্টাকে আরো জোরদার করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের—শ্রীমতি ইন্দিরা সরকারের যে সহযোগীতার প্রয়োজন ছিল তা শ্রীমতি ইন্দিরা সরকার করছেন না। এর কারণ তারা যদি আজকে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দমন করতে যান তাহলে তাদের পৃষ্ঠপোষক পুঁজিবাদীদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হবে। সুতরাং মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তা সমর্থন করছি, এবং সঙ্গে সঙ্গে এই দাবী রাখছি—কেন্দ্রীয় সরকার আসামের গণতান্ত্রিক মানুষের স্বপক্ষে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের চক্রান্তকে দমন করুন এবং সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করুন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস ঃ—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী আসাম সমস্যার উপর যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তা সমর্থন করছি এবং এ সম্পর্কে দু-একটি কথা বলছি।

স্যার, আজকে আসামে এক বৎসরের উপর হলো যে সমস্ত ঘটনা ঘটছে তা অবশ্য নূতন কিছুই নয়। আজকে আসামে যে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন, যে উগ্র জাতীয়তা-বাদী আন্দোলন চলছে তা ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যেও ছড়িয়ে পড়ছে। আমরা দেখেছি স্বাধীনতা লাভের আগেও ভারতবর্ষে যখন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তুঙ্গে তখন বৃটিশ সরকার ভারতবর্ষের ঐ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এর মধ্যে ফাটল ধরাবার জন্য নানা রকমের পলিসি করে সেই আন্দোলনকে বিপথে পরিচালিত করতে চেণ্টা করেছে এবং তাতে তারা সফলও হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে শ্রমজীবি, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুবক এবং শিক্ষক ও অধ্যাপকদের এবং গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের আন্দোলনের প্রচণ্ড চাপে পড়ে বৃটিশ সরকার ভারতের স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয়। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পরে যারা ভারতের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন তারাও খোদ বৃটিশদের নীতিগুলি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে থাকেন। ফলে আমরা দেখেছি ভারতের স্বাধীনতা লাভের তেত্রিশ বছর পরেও সেই পুঁজিবাদী ধনতান্ত্রিক শাসকরা ভারতের দরিদ্র, শ্রম-জীবি মানুষের জন্য কোন উন্নয়ন মূলক পরিকল্পনা গ্রহন করে নি। তারা নিজেদের তাদের পৃষ্ঠপোষক পুঁজিপতিদের কায়েমী স্বর্থবাদীদের স্বার্থকে রক্ষা করার জন্য পরি-কল্পনা গ্রহণ করেছে। আমরা আরো দেখেছি এরা বিগত তেত্রিশ বছরে বিভিন্ন নামে যথা কংগ্রেস, জনতা, কংগ্রেস (আই) প্রভৃতি নামে ভারতের শাসন ক্ষমতায় এসেছে। তারা নিজেদের স্বার্থকে রক্ষা করবার জন্য ভারতের কোটি কোটি দরিদ্র কৃষক, শ্রমিক, মেহনতী মানুষের জন্য তাদের উন্নতির জন্য কিছুই করে নি কিন্তু আজকে শ্রমজীবি মানুষের, গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের গণতান্ত্রিক আন্দোলন এর মুখে পড়ে তাদের, এই বুর্জোয়া শাসক গোষ্ঠীর সকল প্রকার চক্রান্ত বানচাল হয়ে যাচ্ছে, আজকে পুঁজীবাদীরা দেউলিয়া বলে প্রমানিত হয়েছে।

আজকে তাদেরই এই কার্য্যকলাপে ভারতের বিভিন্ন শ্রেণীর সংখ্যালঘু ভাষাভাষী বা উপজাতীদের মধ্যে যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে তাকে সেই পুঁজিবাদীরা হাতিয়ার করে আজকে বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন এর সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এটা তাদের মনে রাখতে হবে যে, এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের দ্বারা সংখ্যা লঘু বা সংখ্যা গরিষ্ঠদের কোন প্রকার সমস্যার সমাধান হতে পারে না। একমাত্র পূর্ণ গণতান্ত্রিক বিকাশের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের সকল প্রকার সংখ্যালঘু, জাতি-উপজাতীদের, ভারতবর্ষের গরীব কৃষক, শ্রমজীবি মানুষের সকল সমস্যার সমাধান হতে পারে। আমরা দেখছি এই রূপ বিচ্ছিন্নতবাদী আন্দোলনকে হাতিয়ার করেই তদানিন্তন বৃটিশ সরকার অবিভক্ত বঙ্গকে বিভক্ত করেছে। এবং যারা ১৮৯০ সাল থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে বা তখনকার বঙ্গভূমি থেকে এসেছিল বা যারা মুসলমান বা যাদের বলা হয় কুমিয়া তারা আসামে বসবাস করছে এবং তারা সেখান-কার জনসাধারণের সংগে অনেকটা একীভূত হয়ে গেছে এবং আদম সুমারীতে তারা নিজেদেরকে অসমিয়া বলেই পরিচয় দেয়। কিন্তু তা সত্বেও বড়ই দুঃখের বিষয়, প্রায় একশত বৎসর পরে তারা বিদেশী বলে বা বাংলাদেশী বলে চিহ্নিত হচ্ছেন। কাজেই এই যে প্রস্তাবটা, সেটা ভারতবর্ষের ধনিক শ্রেণী যেটা সাম্রাজ্যবাদ এবং সামন্ততন্ত্রকে জিইয়ে রাখতে চায় তারাই এই আন্দোলনকে প্রত্যক্ষভাবে এবং পরোক্ষ ভাবে মদত দিচ্ছেন। এই পথে, আমরা মনে করি, শুধু আসাম সমস্যার কেন গোটা ভারতবর্ষের সমস্যার কোন সমাধান হবে না। আমরা ত্রিপুরার ক্ষেত্রেও দেখি আসামে যে বিদেশী তাড়ানোর আন্দোলন বা সংখ্যালঘু তাড়ানোর আন্দোলন সেটাও ত্রিপুরাতে নূতন কিছুই নয়। আমরা মনে করি আসাম আন্দোলনের মূল চাবি-কাঠি যাদের হাতে তাদের দ্বারাই ত্রিপুরায় আন্দোলন সংঘঠিত হচ্ছে। আমরা মার্কসবাদী বামফ্রন্ট সরকার মনে করে যে এই সমস্ত সমস্যার সমাধান একমাত্র গণতন্ত্রের মধ্য দিয়েই হতে পারে এবং ত্রিপুরায় দীর্ঘকাল যাবত নির্যাতিত উপজাতীদের জন্য যখন বামফ্রন্ট সরকার কিছু করতে চেয়েছেন, তাদের ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, যখন তাদের জন্য স্বশাসিত জেলা পরিষদ আইন তৈরী করেছেন তখন দেখা যায় উপজাতিদের একটা অংশ যারা মার্কিন সি, আই, এর, এবং খৃষ্টান মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত, তারা এর বিরোধীতা করে এবং বলে যে এটা আইনে পরিণত হবে না। কিন্তু যখন আইনে পরিণত হয়ে যায় তখন বলে যে আইন হতে পারে কিন্তু নির্বাচন হবে না। কিন্তু যখন বামফ্রন্ট সরকার নির্বা-চনের কথা ঘোষণা করলেন তখন দেখা গেল যে তারা ভয় পেয়ে গেল যে তারা নির্বাচনে হেরে যাবে। তখন বলল যে কৌশল কর। তখন তারা বলল যে ১৯৪৯ সন এর অক্টোবর থেকে যারা এখানে এসেছে তাদের বিদেশী বলতে হবে এবং তাদের এখান থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে। তারপর দেখা গেল যে, "আমরা বাঙ্গালীরা" বলছে যে আমরা রক্ত দেব তবুও জমি ফেরত দেব না। তাই তারা আন্দোলন শুরু করল। তারা জেলা পরিষদ বিলের বিরোধীতা সুরু করল এবং কংগ্রেস (আই) ও তাদের সংগে যোগ দিল। আমরা দেখলাম যে "আমরা বাঙ্গালী" এবং কংগ্রেস (আই) কোথাও প্রত্যক্ষ ভাবে কোথাও পরোক্ষ ভাবে বামফ্রন্ট সরকার উপজাতীদের জন্য যেসব কর্ম-সূচী গ্রহণ করেছেন সেগুলি বানচাল করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন।

আমরা লক্ষ্য করি যে ত্রিপুরায় গত জুনে যে দাঙ্গা হয়ে গেল সেটা মূলতঃ আসামের দাঙ্গা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। যে দিন দাঙ্গা সুরু হলো তখন দেখা যায় কংগ্রেস (আই) নেতা অশোক ভট্টাচার্য্য রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবী করছেন এবং আজ পর্য্যন্ত তাঁরা তা করছেন। "আমরা বাঙ্গালী"ও রাষ্ট্রপতির শাসন চায় এবং বামফ্রন্ট সরকারকে উৎ-খাত করতে চায়। পরবর্তী কালে আমরা দেখি উপজাতি যুব সমিতির কিছু নেতা, যারা দাঙ্গায় জড়িত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত, যাদের কোর্ট থেকে জামিন দেওয়া

হয়েছে তাদের শ্রীমতি গান্ধী দিল্লীতে ডাকিয়ে নিয়ে গেলেন এবং তারা যখন সেখানে গেলেন তখন "আমরা বাঙ্গালী" এবং কংগ্রেস (আই), উপজাতি যুব সমিতি, তারা একই সুরে রাষ্ট্রপতি শাসন দাবী করছেন। তারা বামফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করার চক্রান্ত করছেন।

মাননীয় ডেপুটী স্পীকার, স্যার, যদি লক্ষ্য করি দেখা যায় উপজাতি যুব সমিতির নেতাদের যখন সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলেন যে আপনারা বিধান সভায় যাবেন তো? তখন তারা বলছেন যে আমরাই তো বিধান সভা ডাকার প্রস্তাব দিয়েছি। কিন্তু দেখা যায় বিধান সভার অধিবেশনের সময়ে তাদের আসন ফাঁকা। মাননীয় সদস্য বিমল সিনহা যে কথা বলেছেন যে, উপজাতি যুব সমিতির এই গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা নেই তাতে আমরা কি বুঝতে পারছি যে তারা অন্য কোন রাস্তা ধরবে। সুতরাং আমরা উপজাতি যুব সমিতির কাছে আবেদন রাখছি, যে আপনারা বামফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করার যে চক্রান্ত করছেন সেই চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এবং আসামের সংখ্যালঘুদের উপর যে নির্যাতন চলছে এবং এই আন্দোলনের ফলে ত্রিপুরার পণ্য সামগ্রী আসার উপর যে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার অনতিবিলম্বে যেন সেই আসাম সমস্যার সমাধান করার জন্য সক্রিয় উদ্যোগ নেন, যাতে ত্রিপুরায় পণ্য সামগ্রী সরবরাহে কোন বাধা সৃষ্টি না হয় এবং আসামের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ যারা এই সাম্প্রদায়িকতা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদ আন্দোলনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় তাদের সমর্থন করে-আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীঅখিল চন্দ্র দেবনাথ ঃ—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী এই বিধান সভায় আসাম সমস্যার সমাধানের যে প্রস্তাব রেখেছেন তার সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করে দুই চারটি কথা সংক্ষেপে বলতে চাই। কারণ বিস্তারিত বলতে গেলে সমস্ত জিনিষটার একটা পুনরাবৃত্তি হবে মাত্র। আসামের সমস্যার সঙ্গে সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের কি ভাবে জড়িয়ে গেছে, এবং কেন জড়িয়ে গেছে, এই জিনিষটা প্রথমে আমাদের বিস্তারিত ভাবে বুঝা উচিত। কারণ একটা বিচ্ছিন্নতাবাদ যখন মাথাচাড়া দিয়ে উঠে, তার দুইটো কারণ থাকতে পারে। একটা কারণ থাকতে পারে অর্থনৈতিক বৈষম্য আর তার সঙ্গে থাকতে পারে সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়াশীল চক্র। আমরা বলতে পারি দীর্ঘ দিন ধরে যখন একটা বিশেষ অঞ্চল অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে আসছে, অথবা একটা বিশেষ অঞ্চলের প্রতি অর্থনৈতিক ভাবে বৈষম্য করা হয়ে আসছে, তখন ঐ অঞ্চলের লোকেরা বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং তারা ঐ অঞ্চলের জনসাধারণকে এই সম্পর্কে জাগরিত করে তুলতে চায় এবং এর পিছনে তারা সমগ্র জনসাধারণের সমর্থন পায় এবং একটা বিচ্ছিন্নতাবাদের দিকে ক্রমশঃ এগিয়ে যায়, আর তার সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ চক্র উৎ পেতে থাকে। অর্থনৈতিক বৈষম্যের ফলে বেকারত্ব বেড়ে যায় আর এই সুযোগটা গ্রহণ করে সাম্রাজ্যবাদ চক্র। সুতরাং আসামের বর্ত্তমান সমস্যার সমাধান করতে হলে, প্রথমে তার অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করতে হবে, এর মধ্যে কোন সন্দেহ নাই। কাজেই আন্দোলনকে এই পথে নিয়ে যেতে হবে, যদি এই সমস্যার প্রকৃত সমাধান করতে হয়। দীর্ঘ ৩৩ বছর ধরে আসাম সম্পর্কে বিশেষ করে সমগ্র পূর্বাঞ্চল সম্পর্কে যে অর্থনৈতিক বৈষম্য করা হয়েছে, সেই বৈষম্য দূর করে তাকে উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে হবে। আজকে যদি সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চল এর সঙ্গে ভারতের অন্যান্য অংশের তুলনা করা যায়, তাহলে আমরা দেখব যে উত্তর পূর্বাঞ্চল যদিও একটা পাহাড়ী অঞ্চল, এখানে অনেক প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে, যার মূল্য ভারতের অন্য যে কোন অংশের চেয়ে কম নয়। বিশেষতঃ আসামেই প্রথম ভারতবর্ষের মধ্যে তেল খনি পাওয়া যায় এবং এই আসামেই সব চাইতে বেশী পাট উৎপাদন হয়। পশ্চিমবঙ্গের উৎপাদিত ধান এবং পাট বাদ দিলে, আসামের উৎপাদিত জিনিষ পত্রের মূল্য কোন অংশে কম নয়। শুধু কি

তাই? আজকে আসাম আন্তর্জাতিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে বৃটিশ আমলে ভারতের জন্য একটা বিরাট ভূমিকা পালন করত, স্বাধীনোত্তর ভারতেও আসামে গত ৩৩ বছর ধরে সেই ভূমিকাই পালন করে আসছে। আসামের সমগ্র অঞ্চলে কি রেল লাইন সম্প্রসারিত হয়েছে? তা সম্প্রসারিত হয় নি। সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলে যে সম্পদ রয়েছে, বিশেষ করে প্রাকৃতিক যে সব জল-প্রপাত রয়েছে, সেগুলি থেকে যদি গত ৩৩ বছর ধরে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে বড় বড় শিল্প গড়ে তুলা যেত, তা হলে এই অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে এত বেকারত্ব থাকতো না। এই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে কেন্দ্রের প্রতি এত অসন্তোষ জেগে উঠছে কেন? ৩৩ বছর ধরে যে বৈষম্য এই অঞ্চলের লোকদের প্রতি করা হয়েছে, তার থেকে শিক্ষা নিয়ে একটা স্বাভাবিক কারণেই তাদের মধ্যে অসন্তোষ জেগে উঠবে আর সেই সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ তার সুযোগ নেবেই। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ যখন স্বাধীনতা লাভ করে, তখন তো বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তে এই ভারত-বর্ষকে দুই ভাগ করতে হয়েছিল। এর পিছনে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদের সেই ইচ্ছা যে, কোন দিন যদি হাত বদল করে আবার তাদের হাতে এই দেশের শাসন ব্যবস্থা চলে যায়। আমরা এও দেখেছি যে বিগত ৩৩ বছর ধরে আমরা পদে পদে বিদেশীদের কাছে হাত পেতেছি—আমাদের খাদ্যের জন্য, আমাদের উন্নতির জন্য। বিভিন্ন কারণে আমাদের হাত পাততে হয়েছে তাদের কাছে। আর আজকেও সেই অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণেই চার দিকে অসন্তোষের সৃষ্টি হচ্ছে এবং সাম্রাজ্যবাদী চক্র তার সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করছে। দেশ ভাগের পর বাংলা তথা পূর্ব পাকিস্থান থেকে লক্ষ লক্ষ রিফিউজি সমগ্র পূর্বাঞ্চলে আসতে বাধ্য হয়েছিল। কি অবস্থায় তাদের এই দেশে আসতে হয়েছিল, তা তো আজ কারো অজানা নয়? আবার অন্য প্রান্তে পশ্চিম পাকিস্থান থেকে যে সব রিফিউজি এসেছে, তাদের পুনর্বাসনের জন্য কি ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকার নিয়েছিল, সেই প্রান্তের রিফিউজিদের সুষ্ঠ পুনর্বাসন পেতে বিশেষ বেগ পেতে হয় নি। কিন্তু পূর্ব-প্রান্তের রিফিউজিদের সুষ্ঠ পুনর্বাসন আজও হয় নি। কাজেই শুধু দমন পীড়ন করে আসাম সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। আজকে আমরা ত্রিপুরাতে আছি, আমরাও যে আসাম আন্দোলনের ফলে বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছি। কাজেই আসাম সমস্যার প্রকৃত সমাধান করতে হলে অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি দূর করার দিকে এগিয়ে যেতে হবে। শুধু আসামই নয়, সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলর প্রতি দীর্ঘকাল যাবত কেন্দ্রীয় সরকার যে অর্থনৈতিক বৈষম্য দেখিয়ে এসেছে, তা অবিলম্বে দূর করে তার উন্নতির দিকে কেন্দ্রীয় সরকারকে মনোযোগ দিতে হবে। আর তাহলে পরে এই অঞ্চলকে সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত থেকে রক্ষা করা যাবে। এছাড়া আর কোন পথ আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। সুতরাং মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী যে প্রস্তাব এনেছেন, তা একটি উত্তম প্রস্তাব এবং আমি এই প্রস্তাবকে পূর্ণ সমর্থন জানাই। তাই আমি আশা করব যে কেন্দ্রীয় সরকার আসাম সমস্যার সমাধানে এগিয়ে এসে তার প্রতি যে এত দিন ধরে অর্থনৈতিক বৈষম্য করা হয়েছে, সেগুলি দূর করে সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদের হাত রক্ষা করবেন। এই কথাগুলি বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী যে প্রস্তাব এই বিধান সভায় সামনে উৎথাপন করছেন, বিশেষ করে আসাম সমস্যার জন্য সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের জনজীবনে যে একটা বিপর্যায় নেমে এসেছে, তার সমাধানের জন্য তিনি যে প্রস্তাব করেছেন, আমি তাকে সমর্থন করে দুই একটি কথা বলতে চাই। গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চলে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, সেটাকে আমরা কি ভাবে দেখব? আমি মনে করি যে ধনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মধ্যেই এই সমস্যার বীজ নিহত রয়েছে।

বুর্জোয়া শ্রেণী একটা দেশে যখন ধনতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র কায়েম করতে চায় তখন

তার আন্দোলন আঞ্চলিক সমস্যার উপরে নির্ভর করে সেই ভাবে বিকশিত হয়। বিশেষতঃ ভারতবর্ষের বুর্জোয়া শ্রেণী এই জমিদার জোতদারদের যে শাসন ব্যবস্থা বিগত তেত্রিশ বৎসর ধরে ভারতবর্ষের রাজ্যগুলির মধ্যে সমভাবে ধনতন্ত্র বিকশিত হয় নি। এই বিরাট ভারতবর্ষে বহু ভাষাভাষি জাতি গোষ্ঠী বহু অঞ্চলে যেখানে রয়েছে, বিভিন্ন অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর মানুষ যেখানে রয়েছে সেই অবস্থার মধ্যে তাদের শাসন ব্যবস্থাটাকে কায়েম করার জন্য বিভিন্ন গণ আন্দোলনকে দমন করার জন্য যেখানে যেভাবে প্রয়োজন সেখানে সেই ভাবে উস্কাইয়া দিচ্ছে। ধনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার যে ব্যর্থতা সেইটা গত তেত্রিশ বছরে অনেক অঞ্চলকে পেছনে ফেলে রেখে দিয়েছে। তা ছাড়া ধনতান্ত্রিক কাঠামোতে কেন্দ্র থেকে রাজ্যগুলিকে শোষনের একটা ব্যবস্থা রয়েছে। এই উত্তর পূর্বাঞ্চলে বৃটিশ আমল থেকে গত তেত্রিশ বৎসর কংগ্রেস শাসনেও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি হয় নি। বুর্জোয়া শ্রেণী ভারতবর্ষে যে অঞ্চলকে বিশেষ করে আসামকে বার বার উপেক্ষা করে গেছেন। তারপর জনতার আমলেও গোটা তেত্রিশ বৎসরে পুঞ্জীভুত এই অঞ্চলের সমস্যার সমাধান করা গেল না। যার ফলে এই অঞ্চলের মানুষ দীর্ঘ বঞ্চনার শিকার হয়ে গেল। এবং যখন এই অঞ্চলের মানুষ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের দিকে এগিয়ে গেল তখন প্রতিক্রিয়াশীল চক্র এরা গরীব মানুষের সঙ্গে গরীব মানুষের মারামারি হানাহানি লাগিয়ে দিল। একটা জায়গায় লাগিয়ে দিয়ে শ্রীমতি গান্ধীর দল সেখানে সমস্ত গনতান্ত্রিক আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিল। এটা কি শ্রীমতি গান্ধী অস্বীকার করতে পারেন যে আসামের আন্দোলনে তার কোন অবদান নেই? ১৭ মাস আগে যখন আসামে আন্দোলন আরম্ভ হয় তখন কেন্দ্রে ছিল জনতা সরকার। তখন তাকে বেকায়দায় ফেলার জন্য শ্রীমতি গান্ধীর মদত ছিল। তারপর শ্রীমতি গান্ধী যখন ক্ষমতায় এলেন তখন তিনি যশপাল কাপুরকে আসামে পাঠান। একথা কি অস্বীকার করতে পারবেন যে যশপালকাপুর আসামে ছাত্ররা কি ভাবে মেমোরেণ্ডাম দিবে তা লিখে দেন নি? ত্রিপুরার আন্দোলনের ক্ষেত্রেও যদি আমরা পেছন দিকে তাকাই তাহলে দেখব যে এই ত্রিপুরাতে যখন আসাম ধাঁচের আন্দোলন সুরু হয় সেই সময়েতে ত্রিপুরার বিধান সভাতে অটোনমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল বিল পাশ হয়ে গেছে। যেটা একমাত্র উপজাতিদের রক্ষা কবচ হতে পারে এবং যার জন্য তারা দীর্ঘ বৎসর ধরে লড়াই করে আসছেন, সংগ্রাম করে আসছেন, তাদের সেই দাবী বামফ্রন্ট সরকার মেনে নিলেন এবং নির্বাচনের জন্য ঘোষণা করলেন। তখন উপজাতি যুব সমিতি দেখল যে তাদের সামনে কোন ভবিষ্যৎ নেই এবং এরা নির্বাচনে জয়ী হতে পারবে না। তখনই শ্যামাচরণ ত্রিপুরা, বুদ্ধ দেববর্মা এবং নগেন্দ্র বাবুরা দিল্লীতে ছুটে গেলেন শ্রীমতি গান্ধীর কাছে। সেখান থেকে ফিরে আসার পরই তারা বাজার বয়কটের আন্দোলনের ডাক দিলেন। তারপরই তারা এই দাঙ্গা হাঙ্গামার সৃষ্টি করেছে। ত্রিপুরার মানুষ কি সেটা ভুলে গেছে? এই দাঙ্গার পর বামফ্রন্ট সরকার ঐক্যবদ্ধ ভাবে যখন দাঙ্গাকে রুখে দিলেন, দাঙ্গা যখন থেমে গেল তখন দেখা গেল কিছু টি, ইউ,জে, এসের সদস্য দিল্লী গেলেন। তারা সেখানে কংগ্রেস (ই) এর নেতাদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে এখানে এসে ঘোষনা করল যে আমরা হাঙ্গার ষ্ট্রাইক করব। এই সব কাণ্ডকারখানা ওরা করলেন। তারপর এই বিধান সভার সদস্য নগেন্দ্র বাবু তারা শ্রীমতি গান্ধীর আমন্ত্রণে দিল্লী গেলেন। বুদ্ধি পরামর্শ এক জায়গাতে থেকেই হচ্ছে। তারা দিল্লী থেকে এসে মাননীয় রাজ্য পালকে অনুরোধ করলেন যে বিধান সভা ডাকা হোক। কিন্তু বিধান সভা যখন ডাকা হল তারা বিধান সভায় এল না। ওরা বিধান সভার চার দিকে ঘোরাফেরা করছে। নগেন্দ্র বাবুকে আমি দেখেছি বিধান সভার চত্তরে ঘোরাফেরা করতে, অথচ বিধান সভায় তিনি আসছেন না। এই ব্যবস্থা কি শ্রীমতি গান্ধী ইচ্ছা করে করছে না? এরা এখানে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে হঠানোর জন্য আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের

সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। এই ব্যাপারে মাননীয় সদস্য বিমল সিন্‌হা বিস্তারিত আলোচনা করছেন। এই প্রসঙ্গে আমি এখানে ২।৪টা ঘটনা উৎথাপন করতে চাই। ঐ কালিফুর্নিয়ার অধ্যাপক ও সি, আই, এর লোক জনকে দিয়ে বিভিন্ন সময়ে গবেষনা করা হয়েছে যে, কি করে ভারতবর্ষে বিচ্ছিন্নতাবাদের আন্দোলন করা যায়। ঐ ডাঃ লোহিয়া সি, আই, এর একজন বড় পাণ্ডা ছিলেন। আজ থেকে ১৫ বৎসর আগে তিনি একটা বই লিখেছেন যে ভারতবর্ষে বিচ্ছিন্নতার আন্দোলন দ্বারা গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে কি করে ধ্বংস করা যায়। তারা দেখেছেন এই উত্তর পূর্বাঞ্চলে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে যেমন ভাষাগত সমস্যা, জাতিগত সমস্যা, সাংস্কৃতিক সমস্যা এবং অর্থনৈতিক বিরাট সমস্যা রয়েছে। সুতরাং তিনি তার বইতে এই সমস্যার কথা লিখে গেছেন। জেনারেল হেগ্ আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের আরেকজন বড় পাণ্ডা। তিনি ১৯৭২ সালে একটা বই লিখে গেছেন। তিনি কি করে আসামে কাদেরকে দিয়ে আন্দোলন তৈরী করতে হবে। তিনি তার বইতে পরিষ্কার দেখিয়েছেন যে আসামে অসমিয়াদেরকে দিয়ে আন্দোলন করা যায়। সুতরাং তাদেরকে তৈরী করতে হবে। হেনরী কিসিংগার তিনি তো ভারতবর্ষে অপরিচিত নন। তিনি পত্র পত্রিকায় ও তার বইয়ে লিখেছেন যে ভারতবর্ষ পাকিস্তানকে টুকরো করে একটা বাংলাদেশ বানিয়েছে, কিন্তু ভারতবর্ষকে টুকরো করে কয়েকটা বাংলাদেশ বানানো হবে। এখানকার ভারতবর্ষের মানুষ কি তাকে চিনেন না? সি, আই, এর আরেক পাণ্ডা মিঃ কুকলেন। উনি তো লিখেছেন, ১৯৭৬ সালে বই বেরুল, যে ১৯৮০ সালের মধ্যে ভারতবর্ষ টুকরো হয়ে যাবে। এটা কি করে লিখলেন? এত বড় চক্রান্ত! সুতরাং এই বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের সঙ্গে ওরা ঘাঁটছড়া বেঁধেছে এবং আসামে সাম্প্রদায়িক ভাতৃঘাতি দাঙ্গার মধ্যে দিয়ে সুরু করেছে তাদের আন্দোলন।

এইটাইত স্বাভাবিক। যখন কেন্দ্র রাজ্যগুলিকে শোষন করে, যখন রাজ্যে রাজ্যে ঝগড়া লাগে, যখন একটি অঞ্চল উপেক্ষিত হয় সেই সব উপেক্ষিত অঞ্চলে এই অবস্থাই হবে। মানুষের মধ্যে বিক্ষোভ বাড়বে। সুতরাং এই বিক্ষোভ বাড়লে গণতান্ত্রিক আন্দোলন হতে বাধ্য। কাজে কাজেই গরীব এই মানুষগুলি যাতে বিপ্লবের পথে না যেতে পারে, এই গরীব মানুষগুলি যাতে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় তার জন্য চেষ্টা করে বিভিন্ন এলাকায় এই ধরনের দাঙ্গা হাঙ্গামা লাগানোর দরকার হচ্ছে। সেই জন্যই আমি এই কথা বলতে চাই, আজকে সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের ঘটনা এটা আশ্চর্য্যের কিছু নয়। আজকে টি, ইউ, জে, এস-এর যে কথা, কংগ্রেস (আই) এবং "আমরা বাঙ্গালীর" একই কথা। এতে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছুই নেই। ওরা সকলেই চাইছে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ধ্বংস করে দিতে, গণতান্ত্রিক শক্তিকে ধ্বংস করে দিতে। যেখানে যেখানে সাধারণ গরীব মানুষ নিপীড়িত হচ্ছে সেখানে সেখানেই মার্কসবাদী শক্তি বড় হচ্ছে। বড় হচ্ছে আসামে। ওদের জয় যাত্রা, ওদের গণতান্ত্রিক শক্তিকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্যই চক্রান্ত চলছে। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর বক্তৃতা থেকেও সেগুলি খুবই পরিষ্কার। এই অবস্থা আজকে চলছে। আসাম নিয়ে চলছে। এই ঘটনা আজকে ত্রিপুরা রাজ্যেও চলছে। এই সব ঘটনা সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চল রাজ্যে চলছে। এতে ত্রিপুরা রাজ্যের জনজীবন বিপর্য্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। কারণ এইখানে আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আসতে হলে আসাম দিয়েই আসতে হয়। আসামের সঙ্গেই ত্রিপুরার রেললাইনের যোগ-সূত্র। এখানে কোন জিনিষ আসতে হলে সেটা আসতে হবে আসাম দিয়ে। কাজে কাজেই সেটা যদি বন্ধ হয়ে যায়, এখানে যদি হরতাল, ধর্ম্মঘট চলতে থাকে, এখানে যদি সত্যাগ্রহ চলতে থাকে, এখানে যদি বয়কট চলতে থাকে, তাহলে পরে ত্রিপুরার মাল আসতে পারে না। যদি জিনিষপত্র ত্রিপুরায় না আসতে পারে, তাহলে ত্রিপুরার জন-জীবন স্তব্ধ হয়ে যাবে। এটা আর একটা কৌশল। এই কৌশল হচ্ছে, ঐখানে আন্দোলন করে ত্রিপুরাকে রুখো। ত্রিপুরার জিনিষপত্র আটকে দাও। ত্রিপুরায়

এই ধরনের দাঙ্গার সৃষ্টি করো। একবার তারা সফল হয়েছে। এখনও সেই চক্রান্ত বন্ধ হয় নি। সেই জন্য আজকে প্রস্তাব মাননীয় সদস্য বাদল চৌধুরী এনেছেন এটা অত্যন্ত সময়োপযোগী। সময়োপযোগী এই জন্য যে, রাজ্য সরকার ত্রিপুরায় অসুবিধে-গুলি দূর করতে যেসব প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন তা বানচাল করার জন্য চেষ্টা চলছে। এখানেই শুধু জিনিষপত্রের দাম বাড়ছে না, গোটা ভারতবর্ষেই জিনিষপত্রের দাম বাড়ছে। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী অনেক আশায় ললিত বাণী ত্রিপুরাবাসী সেই গোটা ভারতবাসীকে শুনিয়েছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, যদি তারা ক্ষমতায় আসেন, তাহলে সমস্ত জিনিষ পত্রের দাম কমিয়ে দিবেন। কমল না। বেড়ে গেল। এই অবস্থাই হয়েছে। প্রত্যেকটি জিনিষের দাম বেড়েছে। তাঁরা দাম কমাতে পারেন নি। যে অবস্থায় ওরা আজকে দেশকে এনে ফেলেছেন, যে রাজনৈতিক অবস্থায় দেশকে এনে দাঁড় করিয়েছেন, তাতে জিনিষপত্রের দাম বাড়বে ছাড়া কমবে না। এটাই স্বাভাবিক গতি। জনতাকে দোষ দিয়ে আর কত দিন চলবে শ্রীমতি গান্ধীর? তাঁর নেতৃত্বে দেশের যে অবস্থা চলছে তা থেকে বেড়িয়ে আসার রাস্তা নেই। যদি না ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় মানুষে মানুষে লড়াই শুরু করে দেওয়া না যায়, তাহলে তাঁর অস্তিত্ব থাকবে না এটা তিনি ভাল করেই জানেন। তিনি আরো জানেন, যদি এই গরীব মানুষের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে নষ্ট করে দেওয়া না যায়, তাহলে তাঁর মুক্তি নেই। আর সেই জন্যই তিনি এই সব অগণ-তান্ত্রিক আন্দোলনকে উসকে দিচ্ছেন। ত্রিপুরার আন্দোলনকেও উসকে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। জিনিষপত্রের দাম যেভাবে বাড়ছে সেটা দেশের এই অবস্থার জন্যই দায়ী। ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন মানুষকে বিপদে ফেলার জন্য যোগাযোগের যেটুকু ব্যবস্থা আছে সেটাও যদি এই আন্দোলনের মাধ্যমে বন্ধ করে দেওয়া যায়, তাহলে আরো বেশী দুর্দ্দশায় ও আরো গভীর ভাবে, আরো চরম সঙ্কটে ফেলা যাবে। শ্রীমতি গান্ধীরা এটাই চেষ্টা করছেন। ভারতের যে প্রতিক্রিয়াশীল চক্র এটাকে উসকিয়ে দিয়ে গণ্ডগোলের চেষ্টা করা হচ্ছে। তাই ভারতবর্ষের ইতিহাসে ত্রিপুরার এই নজীর বিহীন দাঙ্গা হতে পেরেছে। এত বড় দাঙ্গা, এত বড় ক্ষয় ক্ষতি, এতবড় জীবন হানী, এত বড় সম্পদ হানি, এত বড় কোটি কোটী টাকা বিনষ্ট হয়ে গেল, দু'টি সম্প্রদায়ের মধ্যে যে অবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়ে গেল এটাও স্বাধীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে নজীরবিহীন ঘটনা। তবে এত তাড়াতাড়ি যে দু'টি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশ্বাস ফিরে আসবে এটা কেহ কল্পনাও করতে পারেন নি। ভারতবর্ষের মানুষ কল্পনা করতে পারেন নি। শ্রীমতি গান্ধীও কল্পনা করতে পারেন নি। এটা ত্রিপুরাবাসী সম্ভব করেছে। এই জন্য যে, ত্রিপুরাবাসী জানে তাদের গণতান্ত্রিক চেতনা রয়েছে। সুতরাং এই যে নুতন সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তা গোটা ভারতবর্ষে রাস্তা দেখাবে। সে জন্যই তারা আরো বেশী ভীত, আরো বেশী সন্ত্রস্ত। শুধু এ জন্যই ত্রিপুরাকে আরো বেশী দমন করার জন্য আরো বেশী শোষন চলছে। সুতরাং এই জন্যই যে প্রস্তাব এখানে এসেছে তা সময়োপযোগী এবং কালোপযোগী হয়েছে। কাজে কাজেই এই প্রস্তাব আমি পুরোপুরি সমর্থন করি। সমর্থন করে এই কথা বলতে চাই, সমগ্র ত্রিপুরায় যে সরবরাহ ব্যবস্থা রয়েছে তা পুরোপুরি চালু রাখতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে, যতদিন পর্য্যন্ত না আসামের গোলমাল মিটমাট করতে পারবেন কারণ, ওঁরা এক বছর ধরে রাষ্ট্রপতির শাসন চালিয়ে সেখানে দল ভাঙ্গিয়ে, ভুলিয়ে ভালিয়ে নিজেদের সরকার গঠন করেছেন মিসেস তৈমুরের নেতৃত্বে। এখন গোলমাল মিটিয়ে ফেলতে তো কোন অসুবিধে নেই। কারণ, সেখানে ত এখন তাদেরই সরকার। কাজেই আসাম সমস্যার সমাধান করুন। সমাধান করে ত্রিপুরাবাসীকে বাঁচান। এই দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের এবং এটা সাংবিধানিক ভাবে কেন্দ্রকে করতে হবে। একটা রাজ্যকে রক্ষা করার দায়িত্ব কেন্দ্রের। কাজে কাজেই রাজ্যকে তার গণতান্ত্রিক অধিকার দিতে হবে। এই অধিকাণর যতক্ষণ পর্য্যন্ত দিতে না পারবেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত রক্ষা করার দায়িত্ব কেন্দ্রকে নিতে হবে। কেন্দ্র যদি এই দায়িত্ব পালনে অক্ষম

হন কিংবা দায়িত্ব পালনে অনীহা প্রকাশ করেন, তাহলে আমি এইখান থেকে ত্রিপুরা বাসীর কাছে আবেদন রাখব যে, কেন্দ্রের এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম করতে হবে। সেখানে পাহাড়ী বাঙ্গালী নেই, নেই হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক। সকলের ঐক্য বদ্ধ সংগ্রামে কেন্দ্রের এই মনোভাবের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। কাজে কাজেই এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার ঃ---মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী।

শ্রীদশরথ দেব ঃ---মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য বাদল চৌধুরী যে প্রস্তাব এখানে উৎথাপন করেছেন তার উপর মাননীয় সদস্যরা আলোচনা করেছেন। আমি খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে আমার বক্তব্য রাখতে চাই। প্রথমতঃ আসাম অনেক অনগ্রসর শিল্প ও অন্যান্য সব দিক থেকে পিঁছিয়ে আছে। সেই অনগ্রসরতার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ তো বিদেশী বিতাড়ন নয়? এই আন্দোলনের সমর্থনে যে কোন যুক্তি ওরা দেখাক না কেন সেই যুক্তি কার্য্যকরী হতে পারে না। তাদের প্রতিটি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে সমস্ত কার্যাকলাপ চলছে তাতে প্রতিফলিত হয়েছে বিচ্ছিন্নতাবাদের ছাপ, বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রবনতা। এই বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রবনতা নিশ্চিত ভাবে ভারতবর্ষের জাতীয় সংহতি রক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত ক্ষতিকর। এটা প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক মানুষের সমগ্র ভারতবর্ষের, ত্রিপুরা রাজ্যের, আসামের প্রত্যেকটি মানুষকে আজকে নূতন করে অনুধাবন করা দরকার। আন্দোলনকারীরা আন্দোলনের মাধ্যমে আসামের তেল বাইরে যেতে দিচ্ছেন না এবং দেনও নি, আসামের কাট, আসামের জিনিষপত্র আসামের বাইরে যেতে দিচ্ছেন না এর মধ্যে দিয়ে আসামের নিজের ও কোন উন্নতি হবে না, ভারতবর্ষেরও উন্নতি হবে না। আসামের জনসাধারণেরও কোন স্বার্থ রক্ষিত হবে না। এর মধ্য দিয়ে এটাই প্রতিফলিত হয়, যেন আসামটা ভারতবর্ষের মধ্যে না, এটা যেন ধীরে ধীরে একটা স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হতে যাচ্ছে। এটাই যদি মনোভাব হয়ে থাকে আন্দোলনকারীদের, তাহলে এর মত মারাত্মক আর কিছু হতে পারে না ভারতবর্ষের রাজনীতিতে। যদি এটা হয়, তাহলে সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ রক্ষিত হবে। কারণ ওরা চায়, ভারতবর্ষের অনৈক্য বাড়ুক। ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক শক্তি ভেঙ্গে চুড়মার হয়ে যাক। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতবর্ষ যে একটি জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, উক্ত চেতনাকে তারা ধ্বংস করতে চাইছে। তাই এই আন্দোলন কোন অবস্থাতেই ভারতবর্ষের জাতীয় সংহতি রক্ষার পক্ষে সহায়ক হতে পারে না। এবং এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষত নহেই এমন কি কোন সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষিত হতে পারে না এটাত অন্তত পক্ষে বুঝা দরকার। আসামে গত ১৪ মাস ধরে সমস্ত রকম উন্নয়নমূলক কাজকর্ম বন্ধ হয়ে আছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। বছরের পর বছর যদি এই ভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে তাহলে আসামের ছেলে মেয়েদের ভাগ্য কি হবে। আন্দোলন যারা করছে তারা না হয় বুঝলাম যে বিদেশী তাড়াবে। কিন্তু সমগ্র আসামে কতজন বিদেশী হবে? যদি এই ভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন সংগঠনমূলক কাজকর্ম বন্ধ থাকে তা হলেতো আসামবাসীরাই সব চাইতে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। কাজেই আসামবাসীকে আজকে নূতন ভাবে চিন্তা করতে হবে। আসামের মধ্যে যারা আসামী ভাষায় কথা বলছেন না কিন্তু বংশানুক্রমে সেখানে বাস করছেন এমন লোকের সংখ্যা বিরাট হবে যাদেরকে কোন অবস্থাতেই বিদেশীর পর্য্যায়ে ফেলা যায় না। এই আন্দোলনের মধ্যে শুধু বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রতিফলনই নয়, সাম্প্রদায়িকতাও ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে। কিন্তু এই সাম্প্রদায়িকতা ভারতবর্ষের ঐক্যের পক্ষে বিরাট ক্ষতিকর। কাজেই আমি বলতে চাই সমাজ সংস্কার স্বার্থেই আমাদেরকে কাজ করতে হবে। সমস্ত উত্তর পূর্বাঞ্চলে যা চলছে তার প্রতিফলন

ত্রিপুরায়ও এসে পড়েছে। কাজেই এটা অত্যন্ত ক্ষতিকর। এর জন্য আজকে সমগ্র ভারতবর্ষে এর সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমাদেরকে চলতে হবে। আসাম আন্দোলনে যারা অংশ গ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে কিছু অংশের মানুষ বিভ্রান্ত হতে পারেন। কাজেই আসামবাসীকে আবার নূতন করে চিন্তা করতে হবে। আসাম অনগ্রসর রাজ্য। কিন্তু এ রাজ্যে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ আছে যেগুলি শিল্পে ব্যবহার হয় না। কারণ আসাম শিল্পের দিক থেকে অবহেলিত বলে। কিন্তু তার জন্য আন্দোলনের প্রয়োজন আছে। কিন্তু সেই গণতান্ত্রিক আন্দোলন আসাম কেন একা করবে। সারা ভারতবর্ষের গণতন্ত্র প্রিয় মানুষ আমরাও তাদের সঙ্গে সুরে সুর মিলিয়ে আন্দোলন করব। যাতে আসাম সব দিক থেকে সুযোগ সুবিধা পায়, অবহেলিত না হয়, এই রাজ্যের অনগ্রসরতা থেকে মুক্তির জন্য আমরা আন্দোলন করব। বিদেশী যদি থাকে তাহলে তাকে আমরা তাড়িয়ে দেব। কিন্তু স্বদেশবাসীকে বিদেশী বলা হবে কেন? এটা তো হতে পারে না। কাজেই আসামের এই আন্দোলনের ফলে শুধু ত্রিপুরা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে তা তো নয়, সারা ভারতবর্ষ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। কাজেই সেই দিক থেকে আমি বলব সারা ভারতবর্ষের স্বার্থের জন্য, এবং আসামবাসীদের স্বার্থের জন্য এই আন্দোলন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রত্যাহার করে নেওয়া উচিত। কেন্দ্রীয় সরকারকেও এই সমস্যার সমাধানের জন্য যে পথ গ্রহণ করেছেন সেখানে দলীয় স্বার্থ কাজ করছে বলে আমার মনে হচ্ছে। আসামের ইস্যু কেন্দ্রীয় সরকারের দলীয় স্বার্থের উর্দ্ধে থাকতে হবে। দলীয় ফয়দা উঠানোর জন্য সেখানকার গণতন্ত্র প্রিয় মানুষ যাতে কোন অজুহাতেই অবহেলিত না হয়। সব গণতন্ত্র প্রিয় মানুষের সহযোগিতাই এই সমস্যার সমাধান হতে পারে। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকারও আরও নূতন দৃষ্টি ভঙ্গী নিয়ে এই আসাম সমস্যার সমাধানে প্রয়াসী হবেন। এই আশা রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটী স্পীকারঃ—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তীঃ—মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, যে প্রস্তাব মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী মহাশয় এখানে এনেছেন, সেটাকে আমি সমর্থন জানাচ্ছি। আসাম সমস্যা গত ৩৩ বৎসর ধরে ভারতবর্ষে যে একটানা বুর্জোয়া শাসন চলছে তারাই ফলশ্রুতি এবং এটা আসামে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম বলে আরও বেশী দৃষ্টি আকর্ষন করছি। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে আজকে "সান অব দি সয়েল," এই শ্লোগান আজকে বিভিন্ন রাজ্যে বুর্জোয়া জমিদাররা তুলছে। যে শ্লোগান এক সময় শিব সেনারা তুলেছিল মহারাষ্ট্রে। সেখানেও মহারাষ্ট্রের বাইরে থেকে যে সব শ্রমিক কলকারখানায় কাজ করছিল, তাদের উপর তারা নানারকম নির্য্যাতন হত্যা সংঘটিত করেছে। অথচ এই শিব সেনারাই তখনকার কংগ্রেসী অনুগ্রহে পুষ্ট হয়ে একত্রে ইলেকশান করেছে। যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হত শিব সেনা, মুলত এরা ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস এবং এই ধরনের বুর্জোয়া জমিদারদের দলগুলির সংগে একসংগে চলেছে। একই আওয়াজ তারা বিভিন্ন জায়গায় তুলেছে, তেমনি আসাম আন্দোলনের মধ্যেও, মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী উনার বক্তব্যের মধ্যে বলেছেন যে, এটা কোন আওয়াজ হতে পারে না যে আসামের তেল আসামের হবে, পশ্চিমবঙ্গের কয়লা পশ্চিমবঙ্গের হবে। তাহলে ভারতের কোন জায়গা ইতো রেল চলতে পারবে না, কলকারখানা হতে পারবে না। যদি এই রকম হয় যে গুজরাটের কার্পাস কোন জায়গায় যেতে পারবে না, তাহলে ভারতবর্ষের কাপড়ের কলগুলিতো চলতে পারে না। ভারতবর্ষের অর্থনীতি, সামগ্রিক পরিকল্পনা ধ্বংস করার চিন্তা যারা করছে, তারা সাম্রাজ্যবাদীদের চর। এদের ২য় পরিকল্পনা হচ্ছে স্বাধীন আসাম। এটা কোন নূতন কথা নয়। কারণ নাগাল্যাণ্ডে ৩০ বছর আগে এই আওয়াজ সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে ছিল। মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, লালডেঙ্গার দল এই আওয়াজ নিয়ে লড়াই করছে। আজকে সীমান্ত এলাকার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদীরা এই ধরনের আওয়াজে তুলছে নিজেদের ঘাটি তৈরী করার জন্য।

কাজেই এই আসাম আন্দোলন যারা করছে তারা ভারতবর্ষকে টুকরো টুকরো করার জন্যই এই আন্দোলন করছে। এই আন্দোলন সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। তা এখন শুধু আসামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। অন্ধ্রের মধ্যেও মুলকি ও নন্-মুলকিদের মধ্যে আন্দোলন চলছে। হায়দ্রাবাদে যারা থাকেন তারা হচ্ছে মুলকি, আর তার বাইরে যারা থাকেন তারা হচ্ছে নন্-মুলকি। এই নিয়ে তাদের মধ্যে যে আন্দোলনরে সৃষ্টি হয়েছিল তাতে মনে হয়েছিল অন্ধ্র দু টুকরো হয়ে যাবে। মহারাষ্ট্রেও এই ধরনের আন্দোলন চলছে। এই ধরনের অসম বিকাশ প্রত্যেকটি রাজ্যে আছে। এটাই হচ্ছে গণতান্ত্রিক বিকাশের পথে বাধা। আগরতলা শহরের লোক যদি বেশী চাকুরী পায় তাহলে ধর্মনগর, সাব্রুম বা কৈলাশহরের লোকেরা বলবে আমরা আগরতলা থেকে আলাদা হয়ে যাব। অর্থাৎ ত্রিপুরা দু টুকরো হয়ে যাবে। এ কখনও হতে পারে না। তৃতীয়তঃ এই বিদেশী কথাটা ত সমগ্র দেশের সামনে এসেছে। এতো শুধু আসামের প্রশ্ন নয়। কিছুক্ষণ আগে কমরেড বিমল সিনহা বা অন্যান্য কমরেডরা যা বললেন, উদ্বাস্তুদের কথা। উদ্বাস্তু যে শুধু আসাম বহন করছে তা নয়। সমগ্র ভারতবর্ষ বহন করছে। কেন্দ্রীয় সরকার যদি এই ভারকে আরও বেশী করে বহন করতেন তাহলে বোধ হয় এই ধরনের তীব্র বিদ্বেষের সৃষ্টি হত না। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তার দায়িত্ব পালন করতে পারে নি। কেন্দ্রীয় সরকার তথা তখনকার কংগ্রেস সরকারের অপরাধের সমস্ত প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করতে হয়েছে আমাদের। এখন দেখা যাচ্ছে, ভারতীয় নাগরিক হয়ে একজন নাগরিক যদি আসামে বসবাস করতে চায় বা ব্যবসা করতে চায় তাহলে সে ভারতীয় নাগরিক হিসাবে সেটা প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না। আমাদের মেডি-ক্যাল কলেজের ছাত্ররা অন্য কোন জায়গায় গিয়ে পড়তে পারে না। আসামে ত যেতেই পারে না। কিছু দিন আগে দেখেছি উড়িষ্যা থেকে আমাদের ছেলেরা চলে এসেছে। উড়িষ্যাতে আন্দোলন শুরু হয়েছে। সেখানে আন্দোলন শুরু হয়েছে প্রথমে মাড়োয়ারী-দের বিরুদ্ধে। তারপর কিছু দিন পরে শোনা যাবে সেখানে বিদেশী বিতাড়ন বলে আন্দোলন শুরু হচ্ছে এবং সেখান থেকে বাঙ্গালী বিতাড়ন শুরু হয়ে গেছে। এইগুলি করছে কারা? আসামের এই ছেলেরা কারা? তারা ত কংগ্রেসের মধ্যে ছিল? তারা ত জনতার মধ্যে ছিল, তারা এখন ইন্দিরা কংগ্রেসে যোগদান করেছে। তাই এতে বলা হয়েছে তাদের তোয়াজ করা হয়েছিল প্রথমে তাদের জামাই আদর দেওয়া হয়েছিল। জেনেশুনে তাদের হাতে এই আন্দোলনের ভার তুলে দেওয়া হয়েছিল। মহাত্মা গান্ধীর ফটো রাখলেই অহিংসা হওয়া যায় না। মহাত্মা গান্ধীর ফটো পকেটে রেখে সংখ্যা-লঘুদের খুন করা হয়েছে, গ্রামে গ্রামে আগুন দিয়েছে। এই ভাবে তারা সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছে। যে সন্ত্রাস এখন সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে আছে। এই আন্দো-লন লাগিয়ে দিয়ে কি ভুল করেছেন তা ইন্দিরা গান্ধী আজ বুঝতে পারবেন। আজকে দেশের অবস্থা কি ভয়াবহ। এই পলিসি শুধু আসামের জন্য নয়। নাগাল্যাণ্ডের একটি প্রতিষ্ঠিত সরকারকে তিনি বাতিল করেছেন। যে সরকার জনগণের ভোটের মাধ্যমে এসেছে তাকে বাতিল করে দেওয়া, এর চেয়ে আশ্চর্য্যের কি আছে! মিজোরামে লাল-ডেঙ্গার জন্য ইন্দিরা গান্ধী হাজার হাজার টাকা খরচ করেছেন দিল্লীতে। আশ্চর্য্যের কথা তিনি ৫-৬ জনকে দিয়ে মন্ত্রী সভা গঠনের কথা ভাবছেন, যেখানে ব্রিগেডিয়ার সাইলো বিপুল ভোটাধিক্যে জিতেছেন তাকে বাদ দিয়ে। এই ধরনের ষড়যন্ত্র করে ইন্দিরা গান্ধী একটি প্রতিষ্ঠিত সরকারকে বাতিল করে দিতে চাইছেন। এটা কি ভারতীয় অখণ্ডতা রক্ষা করার জন্য তিনি করছেন বা জাতীয় সংহতি রক্ষা করবার জন্য করছেন? তার জন্য ইন্দিরা গান্ধীকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। এইতো সেদিন এন, ই, সি, র মিটিং এ আমি গিয়েছিলাম। সেখানে ইন্দিরা গান্ধীও উপস্থিত ছিলেন। তিনি খুব ভাল কথা বলেছেন। ভাল কথা বলার সময় কেউ কম বলে না। কালকের খবরের কাগজ দেখবেন রাষ্ট্রপতি কি সুন্দর সুন্দর কথা বলেছেন। মাত্র ৫-৬ জন ৯৫ জনের

সমস্ত সম্পদ নিয়ে ভোগ করছে। খুব সুন্দর কথা বলে দিয়েছেন। যে কোন মানুষের মনের কথা বলে দিয়েছেন। ৩৩ বছর শাসনের পর যদি এই হয়ে থাকে দেশের সমস্ত সম্পদ মাত্র ৫-৬ জনের হাতের মধ্যে চলে গেছে, তাহলে সেই রাজস্যকে পাহাড়া দেওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। সেই রাজত্বকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া উচিত। তার জন্য আমাদের সংগ্রাম করতে হবে। ৫ জন সমস্ত সম্পদ ভোগ করবে আর আমরা কোটি কোটি মানুষ না খেয়ে পড়ে থাকব, এ হতেই পারে না। এই নিয়মকে যে কোন ভাবেই ভাঙতে হবে। এই কথা যদি রাষ্ট্রপতি বলতেন যে, এই রাজত্বকে ভাংগো, চুরমার করে দাও, তাহলে খুশী হতাম। এন, ই, সি, মিটিং এ ইন্দিরা গান্ধীকে বলেছিলাম, আপনি ত খুব ভাল কথা বললেন, ট্রাইবেলদের কথা বললেন, তাদের আইডেন্টিটির কথা বললেন। আপনার ছেলেরা যারা সারা রাজ্যে ছড়িয়ে আছে তারা এই কথা কি জানে? না তাদের কাছে এই সব কথা কোন দিন তুলেছেন? আমি ত ত্রিপুরাতে ৩৩ বৎসর দেখেছি তারা কোন দিন ট্রাইবেলদের কোন দাবী কোন দিনও মেনে নেয় নি। বরঞ্চ তারা বলে দিয়েছে ট্রাইবেলরা তোমাদের শত্রু। সুখময় বাবু, শচীন বাবুরা রাত দিন কাজ করছেন এই ট্রাইবেলদের বিরুদ্ধে। তারা শেষ পর্য্যন্ত বলে দিয়েছিলেন তোমরা ট্রাইবেলদের জমি নিয়ে নিতে পার। আজকে উপজাতি লোকেরা তারা ভিক্ষুক। কালকের রেডিওতে শুনলাম, পত্রিকায় এখনও দেখি নি, এখানকার শ্রীমতি গান্ধীর দলের লোকেরা বলেছে নৃপেন চক্রবর্ত্তী কেন রিজাইন করলনা মন্ত্রীর পদ থেকে কেন তার দল এই হাঙ্গামার সময় রিজাইন করল না। তাহলে আরও ট্রাইবেল খুন করতে পারতাম, আরও কিছু ট্রাক নিয়ে পাহাড়ী এলাকাতে গিয়ে আগুন লাগাতে পারতাম। কারা করেছিল? ইন্দিরা কংগ্রেসের নেতাদের জিজ্ঞাসা করুন। "আমরা বাঙ্গালী" আর ইন্দিরা কংগ্রেস, এই দুইয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। "আমরা বাঙ্গালীর" পকেটের মধ্যে ইন্দিরার ফটো পাওয়া যাবে। বামফ্রন্ট সরকার এই দাঙ্গাবাজদের হাতে ত্রিপুরাকে তুলে দেয় নি। যার জন্য আবার শান্তি ফিরে এসেছে। আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে। তাই আমরা দেখেছি আর কোন মতেই যাতে এই সন্ত্রাসবাদীরা আমাদের দেশের মানুষের ঐক্য নষ্ট করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। । কি বাঙ্গালী আর কি ট্রাইবেল উভয় জাতি মিলির্ত ভাবে এই দেশের মাটিতে যে ঐক্যের বীজ রোপন করেছে, তা আমাদেরকে অক্ষুন্ন রাখতে হবে। আমি নানান মিটিং-এর মাধ্যমে নানান জায়গায় গিয়ে দেখেছি কিছু দিন আগে বরকাঠালীতে গিয়ে দেখেছি যে হাজার হাজার মানুষ কি ট্রাইবেল আর কি বাঙ্গালী প্রত্যেকেই এই বামফ্রন্ট সরকারের সমর্থনে এগিয়ে এসেছে। কাজেই বাকী যারা আছেন যারা এই সরকারকে চান না, রাষ্ট্রপতির শাসন চান, তাদেরকে আমি বলব যে আপনারা মিটিং মিছিল করুন ঐ রাম দায়ের পথ ত্যাগ করুন। কারণ এই সরকারকে পদচ্যুত করার জন্য রাম দায়ের দরকার হয় না। তা ছাড়া বামফ্রন্ট সরকার গুণ্ডাদের হাতের এই রামদাকে ভয় করে না। রামদার ভয়ে তারা গদি ছেড়ে চলে যাবে না, এ কথাটা তাদের জানা দরকার।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমরা দেখেছি যে ত্রিপুরার উপজাতি যুব সমিতি আসামের আন্দোলনকে সমর্থন করেছে, কিন্তু কেন করেছে? কারণ আসামের আন্দোলনের মধ্যে তো গণতন্ত্র নাই, যদি গণতন্ত্র থাকত তা হলেত আর ত্রিপুরার উপজাতি যুব সমিতি তাকে সমর্থন করতে পারতো না। কারণ তারা পরিষ্কার ভাবে বলেছে যে গণতন্ত্রের উপর তাদের কোন আস্থা নাই। আর তাইতো আসামের এই অগণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে ত্রিপুরার বুকে দেখা দিয়েছে ৬ই জুন।

আর "আমরা বাঙ্গালীর" কথা যদি বলেন তা হলে দেখুন তারা কি চায়, তারা চায় বাঙ্গালীর জন্য "বাঙ্গালীর স্থান", আবার তারাই আসামে চায় অসমীয়াদের জন্য অসমীয়ার স্থান। আর এদেরকে পরিচালিত করেছে ঐ আনন্দমার্গীরা। আসামে তারা অসমীয়া-

বুঝায় যে এখানে শুধু তোমরাই থাকবে। এখানে অন্য জাতীর কোন স্থান নাই, আবার ত্রিপুরায় ত্রিপুরাবাসীকে বুঝায় যে এখানে শুধু তোমরাই থাকবে, এখানে বাঙ্গালীর স্থান কোথায়। কিন্তু আমরা তাদের এই চক্রান্তকে একটু দেরীতে হলেও রুখতে পেরেছি। পশ্চিমবঙ্গের শ্রমজিবী মানুষ এই দাঙ্গাকে রুখতে পেরেছে, কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, কি বুদ্ধিষ্ট তারা সকলেই মিলিত ভাবে পশ্চিমবঙ্গের শান্তিকে যে ভাবে রক্ষা করেছে, তা ভারতবর্ষের আর কোথাও নাই।

কাজেই বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়ে দিতে চায় যে আসামের আন্দোলনকে আমরা শান্ত দেখতে চাই, আমাদের মতে গণতান্ত্রিক পথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যার মীমাংসা হওয়া উচিৎ। আর আসাম সমস্যার মীমাংসার নামে বাঙ্গালীদের অন্য রাজ্য পাঠাবার কোন পরিকল্পনা যদি থাকে, তাহলে আমরা শ্রীমতি গান্ধীকে জানিয়ে দিতে চাই যে, আসামের একজন বাঙ্গালীকেও আমরা নিতে পারব না। আমরা তাকে জানিয়ে দিতে চাই যে ১৯৪৭ সালে ত্রিপুরায় যারা উদ্বাস্তু হয়ে এসেছিলেন, যারা এখন এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন, তাদের সঙ্গে যে ঐক্য আমরা গড়ে তুলেছি, তা আমরা রক্ষা করব, শ্রমজিবী মানুষের স্বার্থে, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের স্বার্থে।

সমগ্র ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক সংগঠন ও শক্তিগুলি আজকে আসামের দিকে তাকিয়ে আছে, সেখানেও আমাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীরা যারা নিজেদের জীবনকে বিপন্ন করে এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে তাদেরকে আমরা আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সংগ্রামী অভিনন্দন জানাই। তাদের পরিবার বর্গের প্রতি জানাই আমাদের আন্তরিক সমবেদনা। আমরা জানি আজকে আমাদের সামনে অনেক দায়িত্ব, আজকে হাজার হাজার কোটি কোটি মানুষ আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। বামপন্থীরা বিভিন্ন দিক থেকে তাদেরকে সাহায্য করবে, কি ত্রিপুরা, কি পশ্চিমবঙ্গ আর কি কেরালা,--- তাদের গণতান্ত্রিক শক্তি সামনে রয়েছে বলে আজকে আমাদের এই দায়িত্ব পালন করব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---আমি মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী কর্তৃক আনীত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো ঃ---"ত্রিপুরা বিধান সভা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে বহিরাগত সমস্যা সমাধানের নাম করে গত ১ বছর যাবত আসামে ছাত্র-যুবকদের এক অংশ লাগাতর ধর্মঘট, বন্ধ, সত্যাগ্রহ ও অন্যান্য বে-আইনী ও হিংসাত্মক কাজকর্ম অব্যাহত রেখেছেন। তাদের এই অব্যাহত কাজকর্ম ত্রিপুরা সমেত সমগ্র পূর্বাঞ্চলের জনজীবন বিপন্ন হয়েছে। এই ধরণের আন্দোলনের ফলে জাতীয় ভিত্তিতে কোটি কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে। ত্রিপুরার ডিজেল, পেট্রোল, কেরোসিন, স্টীল, সিমেন্ট সহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমূহের সংকট সৃষ্টি হওয়ায় নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছে। পরিকল্পনার কাজ দারুণ ভাবে ব্যহত হয়েছে। রাজনীতিগত ভাবে আসামে সাম্রাজ্যবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল ও কায়েমী স্বার্থবাদী শক্তি সমূহ বিচ্ছিন্নতাবাদ, উগ্র জাতীয়তাবাদ, সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতির আড়ালে ভারতবর্ষের জাতীয় ঐক্যকে বিপন্ন করেছে। এই রাজনৈতিক প্রভাব আসামের বাহিরে ত্রিপুরাতেও বিস্তৃতি লাভ করে ভয়াবহ দাঙ্গা হাঙ্গামার সৃষ্টি করেছে।

ত্রিপুরা বিধান সভা দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করে যে আসাম, ত্রিপুরা সহ, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের

গত ৩৩ বছর অর্থনৈতিক দিক থেকে অনেক পিছনে পড়ে থাকায় স্বাভাবিক ভাবে এই অঞ্চলের মানুষ বিক্ষুব্ধ। অর্থনৈতিক পূর্ণ আত্মবিকাশের পুরোপুরি সুযোগ না দিতে পারায় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির বিভেদমূলক কাজকর্মের সুযোগ করে দিয়েছে। ত্রিপুরা বিধান সভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছে। ভারতের সংবিধানের চৌহদ্দির মধ্যে সংখ্যালঘুদের ন্যায় সংগত স্বার্থরক্ষা করে সমগ্র ভারতের গণতান্ত্রিক শক্তি সমূহকে সর্বতোভাবে সাহায্য করুন। আসামের যে সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তি প্রতিক্রিয়ার সকল প্রকার আক্রমন অগ্রাহ্য করে আসামে জাতীয় সংহতি রক্ষার জন্য

জীবন দিয়েছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন এবং তাদের এই জাতীয় সংহতি ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামে অকুন্ঠ সমর্থন জানাচ্ছেন।" যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা 'হ্যাঁ' বলুন, আর যারা তার বিপক্ষে আছেন তারা 'না' বলুন।

যেহেতু এই প্রস্তাবের বিপক্ষে কেউ নেই, সেহেতু প্রস্তাবটি সর্বসম্মতি ক্রমে পাশ হলো।

সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, আমি আর একটা বে-সরকারী প্রস্তাব পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী মহাশয়ের কাছ থেকে। তাই আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী মহাশয়কে অনুরোধ করছি তাঁর আনীত প্রস্তাবটি সভায় পড়ে শুনাবার জন্য।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার প্রস্তাবটি হলো ঃ— "ত্রিপুরা বিধান সভা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার ধনী জমিদার তোষন নীতির ফলে এক দিকে মুদ্রাস্ফীতি, নিত্য প্রয়োজনীয় পন্য মূল্য বৃদ্ধি বেকার সমস্যা ইত্যাদি সৃষ্টি হচ্ছে, অপর দিকে কৃষকরা তাদের কৃষি পন্যের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে না।

এই বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছেন যে তারা যেন একই দামে স্বল্প মূল্যে ভর্তুকী দিয়ে নিত্য ব্যবহার্য্য ১৩/১৪টি পন্য রেশন দোকানের মাধ্যমে বন্টন করার ব্যবস্থা করেন এবং অপর দিকে কৃষকদের ফসলের নিম্নতম ন্যায্য দাম যাতে তারা পেতে পারেন তার জন্য গ্রামাঞ্চলে নির্ধারিত ন্যায্য মূল্যে কৃষি পণ্য ক্রয়ের জন্য রাজ্য-ভিত্তিক ক্রেতা সমবায়গুলিকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য দেন।"

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত বছরও আমরা এই বিধান সভায় নীত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি রোধ করার সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য কমানোর জন্য। ১১।১২ মাস আগে কেন্দ্রের ক্ষমতায় এসেছেন শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ও তার দল কংগ্রেস (ই)। ক্ষমতায় আসার আগে তারা যে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার মধ্যে একটা প্রধান ছিল নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম কমানো কিন্তু গত কয়েক মাস আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম ৩০।৩৫ শতাংশ বেড়ে গেছে। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় আমরা তা লক্ষ্য করে দেখেছি। এমন কি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় আমরা এও লক্ষ্য করে দেখেছি যে আড়াই কোটির মত বেকার এবং এদের প্রায় সকলেই পূর্ণ বেকার। এটা ত একটা গুরুতর পরিস্থিতি এবং ক্রমশঃই এই জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে। গত বছর কেন্দ্রীয় সরকার তার যে বাজেট পেশ করেছিল তাতে তারা মাত্র ১ শতাংশ মূল্য বৃদ্ধি হতে পারে এমন ধারনা পোষন করেছিল। কিন্তু সেই কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ মন্ত্রী ভেংকট রমনের বাজেট পাশের অল্প কয়েক মাসের মধ্যে দেখা গেল ৭।৮ শতাংশ মূল্য বেড়ে গেছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, যে হারে জিনিষের দাম বাড়ছে তাতে সমাজ ব্যবস্থা গতিহীন হয়ে পড়ছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আর বিস্তৃত আলোচনার মধ্যে যাচ্ছি না আজকে এই দাবী শুধু ত্রিপুরার দাবী নয় সমগ্র ভারতবর্ষের দাবী যে, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম কমানো হউক। এই দাবী আজকে আরও বেশী জনগণের আওয়াজে পরিণত হয়েছে। কৃষকরা তাদের দাবীতে গ্রামে গ্রামে এলাকায় এলাকায় এমন কি কোন কোন রাজ্যে আন্দোলন শুরু করেছেন। ভারতবর্ষের ৬টা বামপন্থী দল এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক দল একত্রে মিলে রাষ্ট্রপতির কাছে যে স্মারকপত্র পেশ করেছিলেন তাতে তারা ১৩।১৪টি জিনিষের দাম সারা ভারতবর্ষে এক রেখে বিলি বন্টনের দাবী রেখেছেন। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী এক সময়ে এই যুক্তিগুলি স্বীকার করেছিলেন কিন্তু এখন তিনি ও তার দল বলছেন যে, আজকে এটা শুধু ভারতবর্ষের সমস্যা নয়, এটা বর্ত্তমানে সারা বিশ্বের সমস্যা ও সঙ্কট। কিন্তু যেখানে এই পুঁজিপতি সমাজ ব্যবস্থা সেখানে ত

এই অবস্থায় সৃষ্টি হবেই। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী আরও বলছেন যে বর্ত্তমান পরিস্থিতির জন্য জনতা সরকার দায়ী। এটাই ত হল স্যার ধনতন্ত্রের নীতি, জিনিষের দাম বাড়ছে ত বাড়বেই। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর হাতে যখন ১০।১১ বছর কেন্দ্রীয় শাসন ক্ষমতা ছিল তখন ত জিনিষের দাম বেড়েই চলছিল। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই পরিস্থিতি অনতিবিলম্বে অবসান করার জন্য সারা ভারতবর্ষের জনগণের ও মেহনতি মানুষের যে দাবী ১৩।১৪টি জিনিষের বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে দাবী উপস্থাপিত করেছিলেন এবং ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী যে দাবী ও বক্তব্য রেখেছিলেন ১৩।১৪টি পণ্য দ্রব্য সারা ভারতবর্ষে একই দরে বিলি বন্টনের ব্যবস্থা করার জন্য সে ব্যবস্থা করা হউক। রাজ্য সরকারগুলির হাতে আরও ক্ষমতা দেওয়া হউক তার জন্যও আমরা এখানে প্রস্তাব রাখছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা আরও দেখছি যে, এক দিকে যেমন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম বাড়ছে অন্য দিকে কৃষকের উৎপাদিত জিনিষের দাম কমছে। আজকে আমরা পত্র পত্রিকায় দেখতে ও শুনতে পাচ্ছি যে অন্ধ্রে, মহারাষ্ট্রে, উড়িষ্যায় কৃষক আন্দোলন চলছে। আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার তবু নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম ঠিক রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। কোথাও কোন মজুত ভাণ্ডার গড়ে উঠতে দিচ্ছে না। জনগণের কাছে তাদের সহ-যোগিতার আহবান জানিয়েছে এই পরিস্থিতিতে যাতে জিনিষপত্রের দাম স্থিতিশীল রাখা যায়। কৃষকদের উৎপাদিত জিনিষের ন্যায্য দাম দেওয়ার জন্যও চেষ্টা করছে। বিভিন্ন গ্রামে ল্যাম্পস্ ও প্যাকসের মাধ্যমে তা চেষ্টা করা হচ্ছে। কেউ যাতে কোন মুনাফাবাজি করতে না পারে তার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা, উদ্যোগ-আয়োগ করা হচ্ছে। এই জন্য আমরা ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারকে অভিনন্দন জানাই। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারকে এ ব্যাপারে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আহবান ও জানাই। পাট কেনার জন্য, যে সকল দুর্গম এলাকা থেকে পাট আমদানি করা যায় না, সে সকল জায়গায়ও কৃষকদেরকে ন্যায্য দাম পাইয়ে দেওয়ার জন্য এই বামফ্রন্ট সরকার যথা-সাধ্য চেষ্টা করছেন। তুলার দাম ১৫০ থেকে ২০০ টাকা করার জন্যও সরকার চেষ্টা করছেন। গত বছরও কিছু তুলা উৎপন্ন হয়েছিল কিন্তু কিনবে কি করে। এই সব সমবায় সমিতিগুলিকে, কন্‌জিউমার্স সোসাইটি, অ্যাপেক্স-ল্যাম্পস্ যে সমস্ত সংস্থা আছে সে গুলিকে সরকারের আরও অধিক আর্থিক সাহায্য দেওয়া দরকার। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার যদি তার ব্যবস্থা না করেন এই সীমিত ক্ষমতার মধ্যে রাজ্য সরকার আর কত করতে পারবেন। তবুও ত তা করার জন্য সর্ব প্রকারের উদ্যোগ ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার নিচ্ছেন। অতএব মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই পরিস্থিতির মধ্যে ১৩।১৪টি পণ্য-দ্রব্য সারা ভারতবর্ষে একই দরে বন্টন করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থা করুন এবং সে সঙ্গে কৃষকরা যাতে তাদের ফসলের ন্যায্য দাম পেতে পারে তার জন্য গ্রামা-ঞ্চলে অবস্থিত রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্ক থেকে কৃষকদেরকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা করুন।

আমি প্রস্তাবটি হাউসের সামনে রাখছি এবং এ ব্যাপারে আর বেশী আলোচনা করবার প্রয়োজন মনে করি না, কারণ এর আগেই অনেক বেশী আলোচনা হয়ে গিয়েছে। আমি আশা করি, সকলেই আমার এই প্রস্তাবটি সমর্থন করবেন এবং এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির দাবী রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ ঃ—প্রস্তাবটির উপর আলোচনার সূত্রপাত করবার জন্য আমি মাননীয় সদস্য শ্রীতপন চক্রবর্তীকে অনুরোধ করছি।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কিছুক্ষণ আগে মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী যে প্রস্তাবটি এখানে এনেছেন আমি উহা পুরোপুরি সমর্থন করে দু-চারটি কথা বলব।

আমাদের দেশে স্বাধীনতা লাভের পর রাজনৈতিক দিক দিয়ে অনেক পট পরিবর্ত্তন হয়েছে। আমরা দেখেছি সংসদীয় রীতি অনুযায়ী পরপর কয়েকটি নির্বাচনও হয়েছে। এই নির্বাচনের সময়ে কেন্দ্রীয় নেতারা দেশবাসীর সামনে অনেক ভাল ভাল কথা রেখে ভোট আদায় করেছিলেন। কিন্তু যে মুহূর্তে নির্বাচন গেল, দেশের ৭০ শতাংশের উপর যে মানুষ কৃষিজীবি তাদের কথা কখনো ঐ নেতারা মনে রাখেন না। যার ফলে আজকে ৩৩ বছর পরও দেশের যে মূল পরিচালিকা শক্তি কৃষক সমাজ সে কৃষক সমাজ সবচেয়ে পিছিয়ে পড়ে আছে। এবং তাদের যে উৎপাদিত ফসল যার উপর আমাদের দেশ নির্ভর করছে সেই কৃষক সমাজের আজ অবহেলার এবং বঞ্চনার সীমা নেই বা অথচ আমরা প্রায়ই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের অনেক ভাল ভাল কথা বলতে শুনি। এই তিন চার দিন আগেও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীরাও বীরেন্দ্র সিংকে বলতে শুনি যে---কৃষকদের উন্নতি না হলে অর্থাৎ কৃষকরা স্বয়ম্বর না হলে দেশও স্বয়ম্বর হবে না। এই ধরনের কথা আমরা অনেকবার শুনেছি। কিন্তু আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে যে, স্বাধীনতা লাভের দীর্ঘ ৩৩ বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পরেও কেন দেশের কৃষক সমাজের এই দুরবস্থা? দেশের স্বাধীনতা লাভের পরে বলা হয়েছিল যে দেশের উন্নতি করতে হলে আগে দেশের কৃষকদের উন্নতি করার পর নজর দিতে হবে সবচেয়ে বেশী এবং আমাদের দেশের পরিকল্পনাকেও সেই দিকে পরিচালিত করতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, দীর্ঘ ৩৩ বছর পরেও আজকে কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রীকে বলতে হচ্ছে যে, কৃষকদের স্বয়ং নির্ভর না করলে দেশ স্বয়ং নির্ভর হবে না।

আমরা আরো শুনেছি যে, ভারতবর্ষ নাকি খাদ্য শষ্যের দিক দিয়ে স্বয়ম্বর। এবং দেশের যোগানের পরেও বহু উন্নতিকামী দেশে খাদ্য শষ্য রপ্তানী করা হচ্ছে অথচ আমরা দেখেছি সারা ভারতবর্ষের মানুষ খাদ্যাভাবে প্রাণ দিচ্ছে। আমরা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের চিত্র তুলে ধরেই বলতে পারি যে, যেখানে শতকরা ৮১ ভাগ লোক দারীদ্র সীমার নীচে বাস করে সে দেশে যদি খাদ্যে স্বয়ং নির্ভর বলা হয় তবে এটা প্রতারণা, ছলনা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। এইরূপ কথা বলে বিশ্বের বাজারে ভারতবর্ষের মান উন্নত করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা জানি যে দেশের গোটা অর্থনীতিকে দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করে রাখা হয়েছে, যেখানে একদিকে রয়েছে ধনিক পুঁজিবাদীর দল আর অপর দিকে রয়েছে নিঃস্ব দরীদ্র মানুষ সে দেশ কোন কিছুতেই স্বয়ং নির্ভর হতে পারে না। এটা কোন সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থনীতি হতে পারে না যেখানে ধনী-গরীব একত্রে পাশাপাশি বসবাস করেন। সুতরাং যে দেশে ধনী বুর্জোয়া জমিদার শ্রেণীর দ্বারা শাসন কার্য্য পরিচালনা করা হয় সে দেশে গরীব কৃষকের উৎপাদিত ফসল কখনো ন্যায্য মূল্যে বিক্রী হতে পারে না। সে দেশে মেহনতী মানুষ, ক্ষেত মজুররা প্রতারিত হবেই। এটা স্বাভাবিক, এটা আমরা বুঝি। কিন্তু এ অবস্থার পরিবর্তন দরকার। এটা বছরের পর বছর ধরে চলতে পারে না। স্বাধীনতা লাভের পরে দেশের গরীব মানুষ, গরীব কৃষকরা তারা চেয়েছিলেন তাদের অবস্থার উন্নতি হবে। কিন্তু কোথায় সেই উন্নতি? আজও দেখা যায় দেশের এক দিকে চাষবাসে রয়েছে ট্রাকটর এবং অন্য দিকে রয়েছে পুরানো আমলের লাঙ্গল। এক দিকে ধনী কৃষকরা ব্যাঙ্ক থেকে লাখ লাখ টাকা ঋণ নিয়ে চাষের জন্য ট্রাকটর কিনছে আর অন্য দিকে গরীব কৃষকরা তাদের হালের বলদ কিনার জন্য টাকার সংস্থান করতে পারে না। জমিতে কৃষি কাজের জন্য সার, বীজ, ইত্যাদি পায় না, সস্তায় জল সেচের কোন সুযোগ সুবিধা পায় না। এটা আর চলতে পারে না। এরূপ দুটি অবস্থা কখনোই চলতে পারে না।

আমরা বার বার এই হাউসে বলেছি অন্ততঃ তের চৌদ্দটি জিনিষের নিয়ন্ত্রণ করে সারা দেশে এক দামে যাতে সে জিনিষগুলি পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করতে। কিন্তু

আমরা দেখেছি বিগত ৩৩ বছরে এরূপ কোন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা হয় নি, যেখানে কৃষকগণ তাদের উৎপাদিত পণ্য ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় করতে পারেন এবং সাধারণ ক্রেতারা ন্যায্য মূল্যে সারা দেশে একই দামে সেই সব জিনিষ ক্রয় করতে পারেন। অথচ মাত্র তিন বছর আগে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে তাঁর সীমিত ক্ষমতার মাধ্যমে যা করেছেন তা বিগত ৩৩ বছরেও সম্ভব হয় নি। আজকে বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে নিয়ন্ত্রিত বাজার তৈরী করেছেন। এখানে কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্য ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় করতে পারেন। ফরিয়া ব্যবসায়ীরা আর তাদের শোষন করতে পারবেনা। এ সকল বাজারের পরিচালনা ভার থাকবে নির্বাচিত কমিটির হাতে। কিন্তু আজকে যারা সারা ভারতবর্ষের জন্য চিন্তা করছেন তারা তো এরূপ কোন নিয়ন্ত্রিত বাজার আজও তৈরী করতে পারেন নি। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বামপন্থী দলগুলো বার বার দাবী করছেন যাতে করে সাধারণ মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় ১৩।১৪টি পণ্যের নিয়ন্ত্রিত করার জন্য এবং দেশের সর্বত্র যাতে করে একই দামে উক্ত পণ্যাদি ক্রয় করা যায় তার ব্যবস্থা করতে। আজকে যারা দারীদ্র্য সীমার নীচে বাস করেন যাদের উচ্চ মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয় করার ক্ষমতা নেই অন্ততঃ তাদের কথা চিন্তা করেই এরূপ নিয়ন্ত্রণ মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

আমরা ত্রিপুরার কথা যদি চিন্তা করি সেই চিত্র আরও ভয়াবহ। ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি আজকে যে সমস্ত জিনিষের উপর নির্ভর করছে, যেমন ধরা যাক নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ, আজকে কেরোসিন সংকট লেগেই আছে। আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের সদিচ্ছা থাকা সত্বেও কোন গ্যারান্টি দেওয়া যায় না যে গুজরাট থেকে লবন বোঝাই হওয়ার পর কখন ত্রিপুরায় এসে পেঁছবে। এদিকে আসাম আন্দোলনের ফলে আজকে ১৩।১৪ মাস ধরে আমাদের অবস্থার আরও অবনতি ঘটেছে। ত্রিপুরার উন্নতির জন্য যে সমস্ত পরিকল্পনা নিয়েছেন বামফ্রন্ট সরকার সেই সমস্ত কাজ কর্ম ব্যহত হচ্ছে। ত্রিপুরার লোহা, সিমেন্ট ইত্যাদি পথে আটকে যাচ্ছে। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার এদিকে আশ্বাস দিচ্ছেন যে আসাম আন্দোলনের জন্য কোন জিনিষের ঘাটতি হচ্ছে না। লবণ নিয়মিত পেঁ ীছে, কেরোসিন নিয়মিত পোঁচ্ছে। অথচ বাজারে এইগুলি কিনতে গেলে কি কষ্টের মধ্যে পরতে হয় সেটা মানুষ জানে। সে জন্য আমি বলতে চাই মাননীয় সদস্য সময় বাবু যে প্রস্তাব এনেছেন সেটা অত্যন্ত সময়োচিত হয়েছে।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, কালকের পত্রিকায় দেখেছি যে চিনি, তেল—তেল অ্যাপেকের দেশগুলি দশ শতাংশ বাড়িয়েছে। এখন সেখান থেকে আমদানী করে ত্রিপুরায় যখন পেঁছবে তখন দেখা যাবে সেটা আরও ১৫ থেকে ২০ পারসেন্ট বেড়ে যাচ্ছে। আমরা দেখেছি সাদা কাগজ, চিনি এই সমস্ত জিনিষের দাম বেড়েছে। চিনির দাম ২০ পার্সেন্ট বেড়েছে। সাদা কাগজ ২৫ পারসেন্ট বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। চাল এবং দানা শষ্য ১০ পারসেন্ট দাম বাড়ানো হয়েছে। আমরা দেখেছি যে প্রত্যেক সপ্তাহে কোন না কোন জিনিষের দাম ত্রিপুরায় বেড়ে চলেছে। সেই দিকে কেন্দ্রের কোন দৃষ্টি নেই। নাসিকে কৃষকেরা আন্দোলন করছে তাদের কৃষি পণ্যের দাম বাড়ানোর জন্য। তাকে দমন করা হচ্ছে। সেখানে বিরোধী দলের সদস্যরা লং মার্চ করছেন। তাঁদের পেছন থেকে ছুরি মারা হচ্ছে। এদিকে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি, অবার আর এক দিকে কৃষকদের আন্দোলনকে দমন করা---এই দুইটি জিনিষ নিয়ে দেশের উন্নতি করা যায় না, ভাল করা যায় না এটা আমরা বুঝি।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এই আশা নিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি যে মাননীয় সদস্যরা এই প্রস্তাবের উপর আলোচনা করে এই প্রস্তাব পাশ করিয়ে দেবেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য সময় চৌধুরী

যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাব আমি সমর্থন করছি। মুদ্রা স্ফীতি, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য মূল্য বৃদ্ধি, বেকার সমস্যা ইত্যাদি সারা ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষকে, গরীব শ্রমজীবি মানুষের জীবনকে আজকে দুর্বিসহ করে তুলছে। আমরা দেখেছি স্বাধীনতার পর থেকে যখন মানুষ আশা করেছিল যে এবারে যেহেতু তারা স্বাধীনতা লাভ করেছে সেহেতু তারা সুন্দর জীবন যাত্রার পথে এগিয়ে যেতে পারবেন। কিন্তু আমরা দেখলাম যে নীতি, পরিকল্পনা গ্রহণ করা হল সেই নীতি এবং পরিকল্পনার ফলে দিনে দিনে বেকারের সংখ্যা বাড়লো, দেশের সমাজ কাঠামো এমন অবস্থায় এসে পেঁছিলো যার মাধ্যমে শ্রমজীবি মানুষের উপর শোষণের মাত্রা পরিপূর্ণভাবে বৃদ্ধি করা হল। আমরা তখন দেখছি যে শ্রমজীবি মানুষ আরও দুর্দশার মধ্যে এসে পড়েছেন। তারা শ্রমজীবি মানুষের মুক্তির উপায় দেখান নি। বরং তারা শোষণের মাত্রা বৃদ্ধি করার বিভিন্ন পথ বের করেছেন। যখন আমরা মুদ্রাস্ফীতির কথায় আসি তখন দেখি এই মুদ্রাস্ফীতি কয়েক বছরে কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। গত তিন মাসের মধ্যে আমরা দেখি যে তিন শতাংশ মুদ্রাস্ফীতি হয়েছে এবং দ্রব্যমূল্য কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় আসার পরে। যার ফলে সাধারণ মানুষ কোন জিনিষ পত্র কেনার কথা ভাবতে পারছে না। আমরা ত্রিপুরায় যেমন তেমনি সারা ভারতবর্ষে একই অভিজ্ঞতা। ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় এলে তিনি দ্রব্য মূল্য কমিয়ে দিতে পারবেন এই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছিলেন। প্রতি পরিবারের একজনকে চাকুরী দিতে পারবেন, এই কথাও বলেছিলেন কিন্তু ক্ষমতায় আসার পরে দেখা গেল দ্রব্য মূল্য কমছে না, বরং এটাকে বৃদ্ধি করার জন্য সমস্ত আয়োজন করে রাখা হয়েছে। ত্রিপুরায় যখন জিনিষ পত্রের দাম বাড়ে তখন আমরা দেখি কোন কোন মহল থেকে চীৎকার উঠে যে রাজ্য সরকার জিনিষ পত্রের দাম নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না, দাম বাড়িয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু সত্য কথা বলতে গেলে রাজ্যে সমস্ত জিনিষ উৎপাদন হয় না, বাইরে থেকে আনতে হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের যে নিয়ন্ত্রণ থাকে তা রাজ্য সরকারের নেই। বড় বড় মিল মালিকেরা তাদের জিনিষের দাম বাড়িয়ে দিচ্ছেন। ট্যাক্স নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও রাজ্য সরকারের নেই। আমরা দেখি অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করেন কেন্দ্রীয় সরকার। সে ক্ষেত্রে একটা রাজ্য সরকারের হাতে এমন কোন ক্ষমতা সংবিধানে দেয় নি যে দ্রব্যমূল্যকে কমিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে রাজ্য সরকারের একটা বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন। এমন কিছু আমাদের ভারতবর্ষে নেই। দেশে অর্থনৈতিক সঙ্কট আছে।

অর্থনৈতিক সঙ্কট যেটা আছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখেছিলাম যে কোন কোন সময়ে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীও এই সম্পর্কে পার্লমেন্টে বলছেন যে এটা হচ্ছে রাজ্য সরকারের দায়িত্ব এবং এটা রাজ্য সরকারের দেখা উচিত। কিন্তু অন্য দিকে আমরা দেখছি আমাদের বামফ্রন্ট সরকার যে নীতি গ্রহণ করেছেন, সেই নীতি অনুযায়ী তারা একটা সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারছেন বটে কিন্তু দাম কমাতে পারছেন না। কারণ উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে চিনির ইসু প্রাইস কেন্দ্রীয় সরকার নিজে থেকে বাড়িয়ে দিচ্ছেন, আর সেই দামে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকেও চিনি কিনতে হচ্ছে। মোটা চাউলের ব্যাপারেও কেন্দ্রীয় সরকার দাম বাড়িয়ে দিচ্ছেন, কাজেই পরবর্তী কয়েক মাসের মধ্যেই আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে আরও কিছু পয়সা দিয়ে সেই মোটা চাউল কিনতে হবে। কাজেই এই সব কারণ আমরা দেখছি যে স্বাভাবিক ভাবে দেশের অর্থনীতির কেন্দ্র-বিন্দুতে আছেন কেন্দ্রীয় সরকার। আর এর সঙ্গে সঙ্গে বিচার করতে হচ্ছে যে কেন্দ্র সেই ধনিক শ্রেণী, জমিদার অথবা মিল মালিকদের স্বার্থের দিকে নজর রেখে কাজ করে চলেছেন। এগুলি আমাদের সামনে আসে, কারণ আমরা যখন দেখি যে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী সংসদে অর্থনৈতিক সঙ্কটের স্বীকৃতি দেন। অথবা তারই অর্থ মন্ত্রী সংসদে বলেন যে

এটা একটা বিশ্ব সঙ্কট মাত্র। তারাও বিশ্বের অর্থনীতিতে সঙ্কটের কথা বার বার উল্লেখ করেছেন। এখন যদি আমরা এটাকে বিশ্ব হিসাবেও ধরে নিই, তাহলেও বুঝতে হবে যে এটা সত্য যে সেই সঙ্কটের মধ্যে পড়ে যারা হাবু-ডুবু খাচ্ছেন কারণ দেখা যায় যে মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রেও বেকার সংখ্যা রয়েছে ১ কোটি ২০ লক্ষের বেশী এবং ১৯৭৯ সালের মধ্যে আমেরিকাতে ধর্মঘট হয়ে গিয়েছে চার হাজার আটষট্টি। তাতে দেখা যাচ্ছে যে আমেরিকার মতো দেশেও শ্রমিকরা এগিয়ে আসছে, কারণ অন্য দিক দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে আমেরিকার সাধারণ মানুষদের উপরও দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির চাপ পড়ছে। কাজেই বিভিন্ন ধনতান্ত্রিক সমাজবাদী দেশ যেগুলি রয়েছে, তারাও আজ অর্থনৈতিক সঙ্কটের মধ্যে পড়ছে। কাজেই ভারতবর্ষে সেই অর্থনৈতিক সঙ্কট চলছে, বিশ্ব সঙ্কটের দোহাই দিয়ে সে এর থেকে রেহাই পেতে পারে না। কারণ আমরা যখন চীনের দিকে তাকাই তখন দেখি যে সেখানে জিনিষ পত্রের দাম বাড়ে না, সেখানে জনসাধারণকে আন্দোলন করতে হয় না। কারণ যে কৃষকদের লঙ মার্চ এগিয়ে আসছে, সেই লঙ মোর্চেও তাদের কৃষকদের যেতে হয় না, যেটা আমরা ভারতবর্ষে লক্ষ্য করছি। আমরা দখছি কেন্দ্রীয় সরকার দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির সঙ্কট এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে, যে সঙ্কট তাদের জন্যই সৃষ্ট, যে সঙ্কট ধনিক জমিদারেরা সৃষ্টি করেছেন, তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করার চেষ্টা করছেন। স্বাধীনতার পূর্বে বৃটিশরা যে কায়দায় মালিকদের স্বার্থ রক্ষা করেছেন, ঠিক তেমনি স্বাধীনতার পরেও সরকার সেই মালিকদের স্বার্থ রক্ষা করে চলেছেন। আর সাম্রাজ্যবাদ গোষ্ঠির সঙ্গে গাঁট ছাড়া বাঁধার ফলে আমাদের দেশের শ্রমজীবি মানুষকে আরও বেশী করে শোষণ করে চলেছেন। ফলে আমাদের কৃষকরা যে সব কৃষিপণ্য উৎপাদন করছেন, সেগুলির ন্যায্য দাম তারা পাচ্ছে না। কারণ আমরা দেখছি দেশের মিল মালিকরা যখন আঁখ থেকে চিনি উৎপাদন করছেন এবং যে পরিমাণ চিনি তারা বাজারে ছাড়ছেন, বিশেষ করে লেভি চিনির দাম বাড়ানো হচ্ছে এবং কিছু যেটা মুক্ত চিনি সেটাও বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না, তার জন্যও মানুষকে অনেক বেশী দাম দিতে হচ্ছে। আর অন্য দিকে কৃষক যারা আঁখ চাষ করছেন, তারা সেই আঁখের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন না এবং তারা অতি অল্প মূল্যে আঁখ বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন। অথচ বাজারে যে চিনি ছাড়া হয়েছে, তার দাম অনেক বেড়ে গিয়েছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে কৃষক অল্প দামে আঁখ বিক্রি করলো, সে আর কম দামে চিনি কিনতে পারল না। এটা যে সব কৃষকদের ফসল ফলায় তাদের সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কেন না, তারা যে উৎপাদন করে, সেটার ন্যায্য দাম পায় না। কিন্তু পরবর্তী সময়ে কৃষকদের উৎপাদিত কাঁচা মাল যখন বড় বড় শিল্প কারখানাতে অথবা বড় বড় মালিকদের হাতে যায় এবং তারা সেই সব কাঁচা মাল গোদাম জাত করেন, তারপরে ফিনিস্‌ড প্রডাক্ট তৈরী করে যখন বিক্রি করেন, তখন তার দাম অনেক পরিমাণে বেড়ে যায়। এমন কি তারা সেই সব জিনিষ থেকে দিনের পর দিন দাম বাড়িয়ে মুনাফা লুটে যাচ্ছেন। অর্থাৎ বৃটিশ আমলে বিদেশী, মালিকদের সঙ্গে দেশী মালিকদের এই সব ব্যাপারে যেমন একটা যোগাযোগ ছিল স্বাধীনতার পরেও সেই সব ধনিক শ্রেণী অথবা পুঁজিবাদী গোষ্ঠি সেই সুযোগটা পেয়ে যাচ্ছেন। অন্য দিকে আমাদের গরীব মানুষেরা তাদের উৎপাদিত জিনিষের ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না এবং তারা তার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। কাজেই আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার এর জন্য যে ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করেছেন, সেই ব্যবস্থাগুলির মধ্যেও দেশের শ্রমজীবি মানুষদের শোষণ করবার পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। কারণ আমাদের কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রী হিসাব থেকেই দেখা যাচ্ছে যে ভারতের বিরাট পুঁজিপতিদের যে ক্যাপিটেল ১৯৭৫-৭৬ সালে ছিল ৪৮০ কোটি টাকা, সেটা ১৯৮০-৮১ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,১৩১ কোটি টাকা। অর্থাৎ 4 বছরেই সেটা তিন গুণ বেড়ে গিয়েছে। তাই আমি বলব যে এই রকম যখন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, তখন সাধারণ মানুষের সামনে

কোন আশারই সঞ্চার করতে পারে না, কেন না, বৃহৎ মালিকরা তাদের মুনাফা বাড়িয়ে নেওয়ার জন্য যে ব্যবস্থা নিয়েছেন, ইস্যু প্রাইস যখন বাড়িয়ে কেন্দ্রীয় সরকার নিজে থেকে তাদের স্বার্থে বাড়িয়ে দিয়েছেন, তখন সাধারণ মানুষ যে কিছুটা সুযোগ পাবেন বা রেহাই পাবেন, সেটাও আমরা আশা করতে পারি না। কারণ সাধারণ মানুষ যাতে খেয়ে পড়ে সাধারণ ভাবে বাঁচতে পারে, সেই ব্যবস্থা তো কেন্দ্রীয় সকরার করছেন না, এটা আমরা বাস্তবে দেখতে পাচ্ছি। কারণ আমরা দেখছি যে ধনি এবং জমিদারের স্বার্থেই তারা এই সব কাজগুলি করে যাচ্ছেন। যার ফলে এটা পরিষ্কার, যখন আমরা দেখেছি যে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক সঙ্কটে পড়ে সাধারণ মানুষ বিব্রত বোধ করছেন, অথচ দেশের সরকার তাদের সামনে তাদের বাঁচার মতো কোন পথের সন্ধানই রাখতে পারছেন না। ইন্দিরা গান্ধী অথবা তাঁর দল কোন সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের সাধারণ মানুষের সুষ্ঠ জীবন যাপন করার কোন পথেরই খোঁজ দিতে পারছেন না। তাই আমরা দেখছি যে বর্ত্তমান অবস্থার মধ্যেও আগে যেটুকু করা যেত, আমরা আজকে যে সমাজ ব্যবস্থার কথা বলছি, যেটা ধনিক শ্রেণীর সমাজ ব্যবস্থা, এই সমাজ ব্যবস্থার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের এই সব সমস্যার সমাধান করা মোটেই সম্ভব নয়। কাজেই এই ব্যবস্থার মধ্যে যেটা করা সম্ভবপর ছিল, সেটা কয়েকটা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী রেশন সপের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। তাই আমাদের ত্রিপুরা পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা প্রভৃতি বামফ্রন্ট পরিচালিত রাজ্য সরকার এবং আরও কয়েকটি অকংগ্রেসী রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী করেছিল যে অন্ততঃ ১৪টি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী যাতে রেশন সপের মাধ্যমে সাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়, তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হউক। কিন্তু সেই ব্যবস্থাও কেন্দ্রীয় সরকার এখন পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন নি। আমরা দেখলাম যে যখন বাজেট আসে এবং তাতে সাধারণ মানুষকে সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য যে পরিমাণ টাকা ধরা হয়, সেটাও পরীক্ষা নিরীক্ষার পর অনেকটা কাট ছাঁট করে দেওয়া হয়। অর্থাৎ বাজেটে যে প্রয়োজনীয় টাকা ধরা হয়, সেটা কমিয়ে দেওয়া হয়।

বাজেটে যে ঘাটতি ব্যয় সেটা সীমিত করার জন্য এবং নূতন করে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছে তার সমাধান করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন নাই। তারা যদি ঘাটতি ব্যয় সীমিত করতেন এবং ব্যয় সংকোচের ব্যবস্থা করতেন তাহলে জনসাধারণের সামনে এত সমস্যা দেখা দিত না। আমরা জানি শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী সে দিকে যাওয়ার পক্ষপাতি নন। তাই আমরা দেখছি তিনি সৈরতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে বিলুপ্ত করে রাষ্ট্রপতিতন্ত্র শাসন ব্যবস্থা চালু করতে চাইছেন। আমরা ভারতবর্ষে লক্ষ্য করতে পারছি সাধারণ মানুষ তার গণতান্ত্রিক অধিকার, তাদের বাঁচার অধিকারকে রক্ষা করার জন্য আন্দোলনে নেমেছে। আজকে বামফ্রন্ট এবং গণতান্ত্রিক শক্তি ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করছে। তার ফলশ্রুতি হিসাবে বোম্বেতে লং মার্চ করছে কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাওয়ার জন্য। তাই এই ত্রিপুরা বিধান সভায় যে প্রস্তাব এনেছে আশা করি কেন্দ্রীয় সরকার ভালভাবে গ্রহণ করবেন এবং শুধু ত্রিপুরা নয় সারা ভারতবর্ষে শ্রমজীবি মানুষ খেটে খাওয়া মানুষ তাদেরকে সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য চেষ্টা করবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—শ্রীরামকুমার নাথ।

শ্রীরামকুমার নাথ ঃ—আজকে বিধান সভায় মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী যে প্রস্তাব এনেছেন আমি এটাকে সমর্থন করি। সমর্থন করে বলতে চাই যে দ্রব্য মূল্য

শুধু বাড়ছে বাড়ছেই। এই যে অবস্থা এই অবস্থার একটা কারণ দেখা গেছে। আমি বলতে চাই এই তেত্রিশ বছর কংগ্রেসী রাজত্বে ভারতবর্ষে সাধারণ মানুষের অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে তার একটা হিসাব রাখতে চাই। যখন দেশ স্বাধীন হয় তখন শতকরা ১৮ জন দারিদ্র সীমা রেখার নীচে ছিল। আজকে সেখান থেকে বাড়তে বাড়তে কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে আমি কয়েকটা রাজ্যের কথা বলছি। পাঞ্জাবে ১৯৬০-৬১ সনে দারিদ্র সীমা রেখায় ছিল ১৮,৪০ ভাগ লোক। ১৯৭০-৭১ সালে যেসখান থেকে আজকে হয়েছে ২৩,০০ সেটা ইউ, পি তে ১৯৬০-৬১ সনে দারিদ্র সীমা রেখার নীচে ছিল ৪১.৬০ ভাগ লোক। ১৯৭০-৭১ সনে সেখান থেকে হয়েছে ২৩.৬০ ভাগ লোক আজ দারিদ্র সীমা রেখার নীচে বাস করছে। বিহারে ১৯৬০-৬১ সালে দারিদ্র সীমা রেখার নীচে ছিল ৪১.০৫ ভাগ লোক, আর ১৯৭০-৭১ সালে সেটা হয়েছে শতকরা ৬৯ ভাগ। তামিলনাড়ুতে ১৯৬০-৬১ সালে ছিল ৬৯.০৮ ভাগ লোক, বাড়তে বাড়তে এখন হয়েছে শতকরা ৭০ ভাগ। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬০-৬১ সালে ছিল ৪০.০০ ভাগ লোক আর ১৯৭০-৭১ সালে হয়েছে সেটা বেড়ে শতকরা ৭০ ভাগ। ত্রিপুরায় ছিল ১৯৬০-৬১ সালে ৭০ ভাগ আর গত ১০ বৎসরে সেটা হয়েছে ৭৭ ভাগ। বামফ্রন্ট আসার পর ১৯৮০ সালে সেটা হয়েছে ৮৩.০৫ ভাগ। এই অবস্থায় সারা ভারতবর্ষের মানুষ শতকরা ৯০ ভাগ মানুষের কিনে খাওয়ার মত ক্ষমতা নাই। এটা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়। সঙ্গে সঙ্গে বলতে চাই কৃষি পণ্যের মূল্য দিন দিন কমছে। ফলে কৃষকদের মধ্যে এখন একটা ভয়াবহ অবস্থা। আমি একজন গ্রামের লোক। আমি ভাল করে জানি তাদের কি অবস্থা। এই অবস্থায় দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি রোধ করে সারা ভারতবর্ষে একই দামে স্বল্প মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পৌঁছে দেওয়ার জন্য যে প্রস্তাব এখানে এসেছে সেটা অত্যন্ত যুক্তি সঙ্গত। আমরা আশা করি কেন্দ্রীয় সরকার এই দাবী মেনে নেবেন। সঙ্গে সঙ্গে বলতে চাই আজকে দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষের কৃষকরা তাদের উৎপাদিত কৃষিপণ্যের দাম পাচ্ছে না। এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। মহারাষ্ট্রে কৃষকরা লংমার্চ করে বিধান সভায় আসছে। তাদেরকে মাঝ পথে ধরপাকড় করে রাখা হচ্ছে। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। এই অত্যাচার বন্ধ করার জন্য আমরা আবেদন রাখছি। কেন্দ্রীয় সরকার মুখে জয় কিষাণ বলছেন আর এ দিকে কৃষকদেরকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। আমরা দেখছি গ্রামের মানুষ গত তেত্রিশ বৎসর যাবত কি অবস্থায় ছিল। কৃষকরা তারা জমিতে ফসল ফলাবে কিন্তু ন্যায্য দাম পাবে না। কিন্তু এই ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এখন ত্রিপুরার মানুষ অন্ততঃ দুবেলা খেতে পাচ্ছে। এই ফুড ফর ওয়ার্কস চালু থাকাতে মানুষ দুবেলা দিনে খেতে পাচ্ছে।

জমি থেকে ফসল কেটে নিয়ে যাবার রাস্তা থাকবে না। জঙ্গল দিয়ে টিলার উপর দিয়ে ফসল কাঁধে করে নিয়ে যেতে হবে। আজকে ক্রমে ক্রমে সমস্ত জায়গায় রাস্তা হচ্ছে। কাজে কাজেই আজকে যদি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের দাম কমিয়ে এনে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকে নিতে হবে। কারণ এটা কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব। কাজেই কেন্দ্র তার দায়িত্ব ও অধিকার প্রয়োগ করবে এই আশা রেখে এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ইনক্লাব জিন্দাবাদ

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্যা মন্দিদা রিয়াং।

শ্রীমন্দিদা রিয়াং ঃ—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসের সামনে মাননীয় সদস্য কমরেড সমর চৌধুরী প্রস্তাব এনেছেন যে, "কেন্দ্রীয় সরকার যেন ভর্তুকী দিয়ে নিত্য ব্যবহার্য্য ১৩।১৪টি পণ্য রেশন দোকানের মাধ্যমে বন্টন করার ব্যবস্থা করেন এবং অপর দিকে কৃষকদের ফষলের নিম্নতম ন্যায্য দাম যাতে পেতে পারেন তার

জন্য গ্রামাঞ্চলে নির্ধারিত ন্যায্য মূল্যে কৃষিপণ্য ক্রয়ের জন্য রাজ্য ভিত্তিক ক্রেতা সমবায়গুলিকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য দেন" এটাকে আমি সমর্থন করি। আমরা দেখেছি, জমিদার জোতদারদের তোষন নীতির ফলে আজকে দেশে ভয়াবহ এক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এবং দেশে বেকার সমস্যা এক বিরাট আকার ধারন করছে।
এই বেকার সমস্যা সমাধানের দিক থেকে এই প্রস্তাবটা এনেছেন। এই প্রস্তাব আমি সমর্থন করি। আমি মনে করি, এটা ন্যায় সঙ্গত প্রস্তাব। এই পরিস্থিতিতে ত্রিপুরার পক্ষে যুক্তি সঙ্গত। ত্রিপুরার শ্রম জীবি মানুষের ক্রয় ক্ষমতা নেই, দ্রব্য মূল্য আকাশ ছোঁয়া। দিনের পর দিন দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে, কিন্তু কৃষি জাত পণ্যের দাম দিনের পর দিন কমে যাচ্ছে। তাই ত্রিপুরায় মানুষ ক্রয় ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। ত্রিপুরা এক মাত্র কৃষির উপর নির্ভর। ত্রিপুরায় কোন শিল্প গড়ে উঠে নি। আমরা ১৯৫২ সালে থেকে শুনে আসছি, কুমারঘাটে শিল্পোমহানগরী গড়ে উঠবে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার গড়ে দেয় নি। ত্রিপুরা কৃষি প্রধান রাজ্য। কৃষি উন্নয়নের জন্য ধনী জমিদার, জোতদার, চোরাকারবারী, মুনাফাখোর কালোবাজারীদের সহায়তায় কংগ্রেস সরকার দীর্ঘ ৩০ বছরে কোন কাজ করেন নি। ত্রিপুরার মানুষের উন্নতির জন্য কোন চেষ্টা করা হয় নি। উৎপাদন বাড়ানোর কোন চেষ্টা করা হয় নি, জল সেচের কোন ব্যবস্থা করা হয় নি। অথচ ত্রিপুরায় প্রচুর খাল, ছড়া, নর্দ্দমা আছে। কিন্তু সেগুলিকে কোন কাজে লাগানো হয় নি। এ জন্য কৃষকদের কোন উন্নতি হতে পারে নি। কৃষি-জাত পণ্যের যে শুধু দাম কমেছে তাই নয়, কৃষির উন্নতিও কমে যাচ্ছে। ত্রিপুরার কৃষকদের মধ্যে অর্ধেকই হচ্ছে উপজাতি জুমিয়া কৃষক। দিনের পর দিন তাদের ফসল উৎপাদন করে যাচ্ছে। তাদের জীবন ধারনের উন্নতির জন্য ৩০ বছরে কংগ্রেসী সরকার কোন কাজ করেন নি। তারা প্রথম থেকেই দাবী করে এসেছে, লড়াই করে এসেছে ৫ম তপশীল, ৬ষ্ঠ তপশিলীর জন্য। কিন্তু তাদের এই ন্যায় সঙ্গত দাবী কি কেন্দ্রীয় কংগ্রেস কি রাজ্য কংগ্রেস সরকার মেনে নেন নি। তাই দীর্ঘ ৩০ বছরে জুমিয়া কৃষক, ভূমিহীণ কৃষক, ক্ষেত মজুর জমিদার, জোতদার ও ধনীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এসেছে। এরই ফলশ্রুতি হচ্ছে, ১৯৭৭ সালের বিধান সভা নির্বাচন। এই নির্বাচনে তাঁর কংগ্রেস সরকারকে হঠিয়ে ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বামফ্রন্ট সরকার তাদের নির্বাচনী ইস্তাহার পালন করছেন। এখন ব্লকে ব্লকে, গ্রামে গ্রামে প্রচুর জল সেচের ব্যবস্থা করছেন। প্রতিটি গাঁও সভাতে পাম্প সেট বসিয়েছেন। কৃষির উন্নয়নের দিকে যাওয়ার একটা প্রচেষ্টা যে চলছে তা কৃষকরা দেখছে। জুমিয়াদের জন্য তাদের যে দাবী, তাদের বাঁচার দাবী, সেই দাবী পাশ করে দিয়ে বামফ্রন্ট সরকার ২৫ হাজার জুমিয়াকে সুষ্ঠ পুনর্বাসন দেওয়ার চেষ্টা করছেন। তারা এখন বুঝতে পারছে মার্কসবাদী ছাড়া কংগ্রেসের হাতে তাদের উন্নতি হতে পারে না। কিন্তু বামফ্রন্টের এই সব উন্নয়ন মূলক কাজে এক শ্রেণীর লোক সহ্য করতে পারছে না। তাই তাদের দ্বারা পরিচালিত একটি দল কিছু উপজাতীকে বিভ্রান্ত করছে। ঠিক তেমনি আর একটি দল বাঙ্গালীদের বিভ্রান্ত করছে। কিন্তু দীর্ঘ ৩০ বছরের কংগ্রেসী শাসনের উপজাতি কৃষকদের জমির ফসল অসাধু ব্যবসায়ীর চাপের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে। ১২ মন কার্পাস ক্ষেতে থাকতেই তারা ৫।১০ টাকায় বিক্রি করে ফেলেছে। এই অবস্থা তখন ছিল। কিন্তু আজকে বামফ্রন্ট সরকার সেই ব্যবস্থা বন্ধ করে দিয়েছেন। এরই পরিণতি হিসাবে দেখা দিয়েছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। কারণ অসাধু ব্যবসায়ীরা ক্ষেপে গিয়ে এই সব হিংসাত্মক কাজে আশ্রয় নিচ্ছে। কাজে কাজেই আজকে এই যে প্রস্তাবটা এসেছে এটার প্রয়োজন ছিল ত্রিপুরার বর্ত্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে। কাজে কাজেই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কেন্দ্রীয় সরকার

ভর্তুকী দিয়ে ত্রিপুরা সহ গোটা ভারতবর্ষে একই দরে বিক্রির ব্যবস্থা করুন এই অনুরোধ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী।

শ্রীদশরথ দেব ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয় যে প্রস্তাবটি এখানে উপস্থিত করেছেন সে সম্পর্কে মাননীয় সদস্যরা নিজেদের অনেক বক্তব্য এখানে উপস্থিত করেছেন। প্রথমে যারা এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছেন আমি তাদেরকে জানাই ধন্যবাদ এবং সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি কথা আমি এখানে উপস্থিত করতে চাই। প্রথমে, এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে মুদ্রাস্ফীতি, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য মূল্য বৃদ্ধি, বেকার সমস্যা বাড়ছে। এটা অত্যন্ত বাস্তব কথা এবং অনস্বীকার্য্য। সরকারী তথ্যের ভিত্তিতে ভারতবর্ষের চিত্রে সেটা পাওয়া যায়। এবং তার পাশাপাশি এটাও ঠিক এই সব জিনিষপত্র বিশেষ করে শিল্পজাত জিনিষপত্রের দাম যে পরিমাণ বাড়ছে ঠিক সেই হারে কৃষিজাত জিনিষের দাম বাড়ছে না। যার ফলে সাধারণ কৃষকরা সেই দিকে খুব বেশী মার খাচ্ছে। এটা অত্যন্ত বাস্তব কথা। এটা কেন হয়, তা আলোচনা করতে গেলে অর্থনীতির মূল গোড়ার দিকে যেতে হয়। কিন্তু আমি সেই আলোচনায় যাব না। শুধু এই টুকু আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন, যে---অর্থনীতির ব্যবস্থা বা সমাজ ব্যবস্থার সমাজের সবচেয়ে সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে পরিচালিত হয় নি সেই সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে উৎপাদন ব্যবস্থাই হোক আর বন্টন ব্যবস্থাই হোক, দুইটাই মুষ্টিমেয় অংশের স্বার্থে পরিচালিত হয়। স্বাভাবিকভাবে সেখানে মুদ্রাস্ফীতি ঘটবে। স্বাভাবিক ভাবেই সেখানে জিনিষ পত্রের দাম বাড়বে। কারণ মুষ্টিমেয় অংশের মুনাফা বৃদ্ধি করতে গেলে বিরাট অংশের উপর না চাপানো যায় তাহলে সেই মুষ্টিমেয় কিছু অংশের ধন বৃদ্ধি করা যায় না। তারই জন্য ভারতবর্ষে এই ৩৩ বৎসরে স্বাধীনতার পরও কংগ্রেসী অপশাসনে বেকার সংখ্যা বেড়েছে। পরিকল্পনাতে দেশের শতকরা ৯০ ভাগ বেকারত্ব মোচনের ব্যবস্থা হয় নি। তা যদি হত তাহলে স্বাধীনতার ৩৩ বৎসর পরে বেকার সমস্যা এত ভয়ঙ্কর আকার ধারন করত না। শতকরা ১০ ভাগের জন্য যেখানে পরিকল্পনা তৈরী হয়, সেখানে শতকরা ৯০ ভাগ বেকার হবে এটা ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদী অর্থনীতির মধ্যেই নিহিত। এবং এর প্রতিকার পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে নেই। তার প্রতিকার জন্য সেই আলোচনার মধ্যে আমি যাচ্ছি না। এখানে যে কিছু কিছু সাজেশান দেওয়া হয়েছে, সে সম্পর্কে আমার সরকার এক মত। যেমন প্রস্তাবে বলা হয়েছে ১৩।১৪টি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ ভর্তুকী দিয়ে যাতে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানো যায় সে ব্যবস্থা করা। এটা জনতা সরকারের আমল থেকেই পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার, ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার দাবী করে আসছে। অন্য সমস্ত জিনিষের উপর আমরা কিছু বলছি না। ফ্যাশানেবল যে সব জিনিষ বড় লোকেরা ব্যবহার করেন, সে সব জিনিষ সাধারণ মানুষের ব্যবহার না করলেও চলে। এই ১৩।১৪টি আইটেম---ডাল, তেল, নুন থেকে আরম্ভ করে ঔষধ পত্র এবং সাধারণ ভাবে ব্যবহার্য্য কাপড়, লেখাপড়ার জন্য কাগজ, কলম, পেনসিল যা বড় লোকের ছেলেরাও ব্যবহার করে আবার মধ্যবিত্ত এর ছেলেরাও ব্যবহার করে। এ গুলি ছাড়া চলে না। কাজেই এই ১৩।১৪টি আইটেম কেন্দ্রীয় সরকার ভর্তুকী দিয়ে সরবরাহের জন্য সম্পূর্ণ দায়িত্ব বহন করুন এবং এই সমস্ত জিনিষপত্র জনসাধারণের মধ্যে বিলি বন্টনের দায়িত্ব নিতে রাজ্য সরকার প্রস্তুত আছে। সেটা আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে আগেও বলেছি এবং আজও প্রস্তাবের মধ্যে যে কথা বলা আছে সেটার সঙ্গে এক মত। কিছু দিন আগে দিল্লীতে প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সভাপতিত্বে যে নর্থ ইষ্টার্ণ কাউন্সিলের যে মিটিং হয়েছিল, সে মিটিং-এ ত্রিপুরা থেকে আমাদের মুখ্য মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন এবং এই কথাগুলি

তিনি সেই মিটিং-এ উল্লেখ করেন। শুধু ত্রিপুরা বলেই নয়, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এই গরীব অংশের সাধারণ মানুষের জন্য অন্ততঃ এইটুকু কেন্দ্রীয় সরকার করে দিন। বড়লোকদের জন্য তো কেন্দ্রীয় সরকার কলকারখানা অনেক কিছু করেছেন। পুঁজি-বাদীদের জন্য সবই হচ্ছে। অন্ততঃ এই ১৩।১৪টি দ্রব্যের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার বহন করুন এটা আমরা চাই। বাকী জিনিষগুলির কথা আমরা বলছি না। কেন্দ্রীয় সরকার মাত্র একটি জিনিষ—চিনি ভর্তুকী দিয়ে সারা ভারতবর্ষে বিলি করার ব্যবস্থা করছেন তাও প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। তবুও কেন্দ্রীয় সরকার সেই দায়িত্ব নিয়েছেন। অল্প হলেও এই জিনিষটি এখনও উঠিয়ে দেন নি। এই ১৩।১৪টি জিনিষ পত্রের উপরও কেন্দ্রীয় সরকার সেইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করুন এটাই আমরা চাই। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম কমানোর ব্যাপারে মাননীয় সদস্যরা বলেছেন এবং বিধান সভার বাইরে যারা আছেন তারাও জানেন যে সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস আমরা ব্যবহার করি তার প্রায় সব অংশই ত্রিপুরা রাজ্যের বাইরে থেকে আসে এবং স্বাভাবিক ভাবেই এই সমস্ত জিনিষ সরবরাহের উপর নির্ভর করে এবং দ্বিতীয়তঃ দর দাম নির্ভর করে যেসব জায়গায় এইসব জিনিষ উৎপন্ন হয়, সেখানকার দর-দাম উঠা-নামার উপর। তাই জিনিষপত্রের দাম নির্ভর করে, কি দামে জিনিষটি কেনা হয়েছে এবং সেখান থেকে ত্রিপুরা রাজ্য পর্য্যন্ত আনতে তার ট্র্যান্সপোর্ট কস্ট এর উপর। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্য যেখানে স্বাবলম্বী নয় এবং অন্য রাজ্যের উৎপন্ন জিনিষপত্রের উপর নির্ভর করতে হয়, স্বাভাবিক ভাবেই এই রাজ্যের জিনিষপত্রের দাম অন্য রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশী হবে। কিন্তু ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে ত্রিপুরা রাজ্য হচ্ছে সব চাইতে পিছিয়ে পরা রাজ্য এবং সবচাইতে গরীব লোক এখানে কাজ করেন। রোজগারের কোন পথ নাই। কোন শিল্প এখানে গড়ে উঠেনি। শতকরা ৮৩ ভাগ লোক দারিদ্র সীমার নীচে। সেই গরীব লোকদেরকে আজকে দাম দিয়ে জিনিষপত্র কিনতে হচ্ছে। হিসাবে দেখা যায় ১৯ লক্ষ ৯৯ হাজার লোকের অধ্যুষিত এলাকা ত্রিপুরা। এখানে ৭৪৫টি নায্য মূল্যের দোকান আছে। প্রত্যেকটি গাও-সভায় একটি করে রেশনসপ আছে। তবে প্রায় গাঁও সভায়ই একাধিক রেশন সপের ব্যবস্থা আছে। এই রেশন শপগুলির মাধ্যমে চাল, গম, আটা ইত্যাদি সরবরাহের ব্যবস্থা আছে। মাঝে মাঝে কনট্রোলের কাপড় ও রেশন শপের মাধ্যমে দেওয়া হয়ে থাকে। কনট্রোলের কার্ড দুই রকমের আছে। একটি কার্ড হচ্ছে খাদ্য শষ্য সংগ্রহ করার জন্য যেমন চাল, গম ইত্যাদি, আর একটি হচ্ছে অ্যাসেনসিয়েল কমোডিটিস সংগ্রহ করার জন্য যেমন কেরোসিন, লবন ইত্যাদি। কেরোসিনের জন্য কিছু প্রাইভেট ডিলারের ও ব্যবস্থা আছে শহরাঞ্চলে। এই সব মাল যাতে ঠিকমত সরবরাহ করা হয় তার তদারকি করার জন্য প্রত্যেকটি মহকুমায় ভিত্তিক একটি উপদেষ্টা কমিটি আছে। সেই কমিটিতে কিছু পাবলিক প্রতিনিধি আছেন এবং এম, এল এরা ও এস, ডি, ও আছেন। এই কমিটি ঠিকভাবে জিনিষপত্র সরবরাহ হয় কিনা তা দেখে। আর তা ছাড়া সরকারের তরফ থেকে আমরা একটা নীতি হিসাবে মোটামুটি স্থির করেছি ত্রিপুরা হোল সেল কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ স্টোরগুলি এই সব জিনিষগুলি আনবে। ল্যাম্পস্ ও প্যাক্সের মাধ্যমে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা চেষ্টা করছি ইনডিভিচুয়েল রেশন সপগুলিতে ল্যাম্পস্ ও প্যাক্সের মাধ্যমে জিনিস সরবরাহ করার জন্য। এর অর্থ এই নয় যে আমরা ইনডিভিচুয়েল রেশন শপগুলিকে বাতিল করে দিচ্ছি। যত দিন তারা ঠিক মত রেশন শপ চালাবে গোলমাল করবে না তাদেরকে লাইসেন্স দেব। তবে ব্যক্তিগত ডিলারের চেয়ে সমবায় সমিতির মাধ্যমে, অথবা ল্যাম্পস ও প্যাক্সের মাধ্যমে আমরা যে জিনিষপত্র সরবরাহ করার জন্য নীতি হিসাবে চালু করেছি তা সর্বত্র হোক হোক এটা আমরা চাই। ল্যাম্পস্ ও প্যাক্স-এর মাধ্যমে কতগুলি দোকান আছে সেই

দোকানগুলিতে ডাল, ভোজ্য তেল ইত্যাদি আরও অন্যান্য জিনিষপত্র সাপ্লাই করা হয়। সেই জিনিষগুলির মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। তুলনামূলকভাবে এই মূল্য বাজারের দরের থেকে কিছু কম থাকে। এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি জিনিষ, যা আমরা দিয়ে থাকি। মাননীয় সদস্যদের এটাও আমি বলতে চাই এই যে ব্যবস্থা গুলি, সেই ব্যবস্থাগুলি সুস্পষ্ট ভাবে চলতে পারে না যদি না আমরা এই সব জিনিষ গুলি বাইরে থেকে রীতিমত সাপ্লাই পাই। সাপ্লাই লাইন বাতিল হয়ে গেলে আমাদের সমস্ত কিছু ব্যবস্থার মধ্যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। এটা আমাদের প্রত্যেকের নজরে থাকা দরকার। কারণ, আমাদের সদস্যদের জানা আছে যে আমরা প্রায় জিনিষই বাইরে থেকে আনি। আমাদের জিনিষ বাইরে থেকে আসা মানে তা অনেকটা নির্ভর করে কেন্দ্র আমাদের কত রেল ওয়াগন দেবে এবং কবে পর্য্যন্ত দেবে তার উপর। রেল ওয়াগন পাওয়ার পর আমাদের দেখতে হবে দিল্লী থেকে ত্রিপুরায় আসতে রাস্তায় কোন বাধা আছে কিনা। কারণ আমাদের আসার পথে দুটো বটলনেক আছে। একটি হচ্ছে ফরাক্কা। সেখানে ব্রডগেজ চেইঞ্জ করে মিটার গেজে উঠতে হয়। তখন সমস্ত মাল ব্রডগেজ থেকে মিটার গেজে উঠাতে হয়। তারপর আমাদের বটলনেক হচ্ছে লামডিং। এটা একটা পাহাড়ী এলাকা। সাধারণ রাস্তা থেকে ঐ পাহাড়ী রাস্তায় লুডিং ক্যাপাসিটি কম থাকে তার জন্য অনেক নিয়ম-কানুন আছে। এই বটলনেক এটা আমাদের সব সময়ই লেগে আছে। এটা সাধারণ অবস্থায়ই থাকে। এই অসুবিধাগুলি ছাড়া একটা অ্যাডিশনেল অসুবিধা বর্তমানে সৃষ্টি হয়েছে গত ১ বছর ধরে আসাম আন্দোলনের ফলে। কাজেই এইগুলি আমাদের নজরে আনতে হবে। এবং স্বাভাবিক ভাবে এই সব জিনিষের উপরে নির্ভর করছে ত্রিপুরার জিনিষ পত্র সরবরাহ ব্যবস্থা। আর একটা জিনিষ আমি হাউসের উপর দৃষ্টি আনতে চাই, কৃষকদের উৎপাদিত জিনিষের দাম ঠিক করে দেওয়ার জন্য ত্রিপুরা সরকার মোটামুটি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যেমন ধরুন ধান কুইন্টাল প্রতি ১০৫ টাকা হলে চাল হবে ১৬৮ টাকা কুইন্টাল প্রতি। মাঝারী ধান ১০৯ টাকা চাল ১৭৪ টাকা, ভাল ধান ১১৩ টাকা এবং চাল হচ্ছে ১৮০ টাকা। সবই কুইন্টাল প্রতি। এইগুলি হচ্ছে সাপোর্ট প্রাইস। সরকার এই দামটা ঠিক করে দেন। কৃষক যদি এর বেশী দামে বিক্রী করতে পারে তাহলে সরকারের কোন আপত্তি নাই। তবে সরকার কৃষকরা যাতে এর কম দামে বিক্রী না করে তাদের ক্ষতি না করে তার জন্য এই ব্যবস্থা নিয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ আমরা লেভী কারো উপর জোর করে চাপাই না। আমাদের লেভীর কোন ব্যবস্থা নাই। কৃষকরা যাতে স্বাধীন ভাবে তারা তাদের ধান চাল বিক্রী করতে পারেন তার জন্যই এই ব্যবস্থা। এখানে আর একটা জিনিষ উল্লেখ করা যে আমরা এবার জম্পুই পাহাড় থেকে কমলা কিনে নেব বলে স্থির করেছি। কেনা শুরুও হয়ে গেছে। প্রতি বছরে এই কমলা শত ৪-৫ টাকার দরে বিক্রী হয় না। আমরা এবার কো-অপারেটিভের পক্ষ থেকে ১০০তে ১৬ টাকা করে কিনে নেব। কৃষকরা এবার ২০ টাকা দিয়ে ১০০ কমলা বিক্রী করেছেন ব্যবসায়ীদের কাছে এই খবরও আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। তাতে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। কমলার উৎপাদক যারা তারা কমলা বিক্রী করে বেশী পয়সা পেয়েছেন। আমরা সাপোর্ট প্রাইস ঠিক করেছিলাম ১৬ টাকা। এর মধ্যে আমরা ভারতীয় পাট কর্পোরেশনের সাথে আলাপ আলোচনা করে কো-অপারেটিভ সোসাইটির মাধ্যমে পাট কেনা শুরু করে দিয়েছি। ধানও কেনা শুরু হয়েছে। কাজেই এই ভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে সাপোর্ট প্রাইস ঠিক করে দিয়ে কৃষকরা লাভই হচ্ছি। এই সব ধান বা চাল কৃষকের কাছ থেকে প্রথম দিকেই কিনতে হয়। তা না হলে তারা কম দামে বিক্রী করতে বাধ্য তাদের আর্থিক [illegible] হয়।

এইভাবে তারা যখন জিনিষগুলি বাজারে আনে তখন যদি সরকারের পক্ষ থেকে এই জিনিষগুলি না কিনা হয়, তা হলে ব্যবসায়ীরা নিজের খুশিমত কম দামে কিনে নিয়ে যাবে। পরে দাম বাড়িয়ে সরকারের কিনে কোন লাভ নাই। তাতে যারা জিনিষ কিনে মজুত করে তারাই বেশী লাভবান হবে। মাঝখান থেকে দরিদ্র কৃষকরা সর্বসান্ত হয়ে যাবে। এই ব্যাপারে সরকারের ইচ্ছা থাকা সত্বেও এই কাজগুলি ঠিক ঠিক ভাবে কার্য্যকরী করতে পারছে না, কারণ এইটাকে কার্য্যকরী করতে গিয়ে আমাদেরকে অনেক জায়গাতে অনেক অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। তা সত্বেও সরকারের পক্ষ থেকে এই ব্যাপারে যথেষ্ট প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে যাতে এই কাজগুলি ঠিক ঠিকভাবে করা যায়। কৃষকদের উৎপাদনের ক্ষেত্রে সাহায্য করতে হলে সেটাও নির্ভর করে কৃষির ব্যবহার্য্য যন্ত্রপাতি আমদানী করার উপর। সিমেন্ট, ডিজেল প্রভৃতি জিনিষ গুলি যদি আমরা ঠিক ঠিকভাবে না পাই, তা হলে উৎপাদন ব্যবস্থাকে বাড়ানোর জন্য কৃষককে সাহায্য করার জন্য জল সেচের যে সমস্ত জিনিষ দরকার সেগুলি চালু করা সম্ভব হবে না। এই সমস্ত কথা গুলি কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রী যখন এখানে এসেছিলেন তখন তার সামনে ত্রিপুরার সরকারের পক্ষ থেকে তুলে ধরেছি এবং এটা আজকের কথা নয়। আমরা সরকারে আসার কিছুদিন পর থেকে বার বার এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষন করবার চেষ্টা করেছি। যে এখানে একটা ট্রেন্সপোর্ট-এর অসুবিধা সব সময়ে আমাদের এখানে আছে। এটা প্রকৃতির উপর নিভর করে আবার মানুষের উপরও নির্ভর করে, তাতে নানা ভাবে ফসল মার যেতে পারে। এইজন্য আমরা বলেছিলাম যে ত্রিপুরা রাজ্যে কয়েকটা জিনিষের সব সময় খুব দরকার যেমন, সিমেন্ট, ষ্টীল' এবং লবন এই তিনটা জিনিষ-এর যাতে আঞ্চলিক ডিপু ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যেন করা হয় তার জন্য আমরা যদি ত্রিপুরা রাজ্য থেকে প্রয়োজনীয় জায়গা দিতেও রাজি আছি, রেল লাইনের কাছাকাছি ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে জায়গা দেওয়ার প্রপোজেল আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রেখেছি, যাতে এখানে প্রচুর ষ্টক করে রাখা যায়। তাহলে পরে কোন কারণে যদি তিন মাস এই সাপ্লাই বন্ধ হয়ে থাকে তা হলেও আমরা অন্তত কিছু পরিমাণে ত্রিপুরাবাসীকে এই জিনিষগুলি সাপ্লাই দিতে পারব। যেমন ধরুন ডিজেল, এটা দৈনন্দিন আসছে আবার দৈনন্দিন বিক্রি বন্টনও করা হচ্ছে। তার ফলে কিছু দিনের জন্য কিছু ষ্টক করে রাখার কোন ব্যবস্থা নাই, বা রাখা সম্ভব হয় না। শুধু ৭, ৮ দিনের জন্য ষ্টক করে রাখা যায়। যদি ৩, ৪ মাসের জন্য ষ্টক করে রাখা যেত তাহলে আর আমাদেরকে অসুবিধায় পড়তে হত না, এই কথাটা বার বার আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বলেছি, কিন্তু এখনও তার কিছুই হয় নি। তাই এই জিনিষগুলি বিবেচনা করার জন্য এই প্রস্তাবটা এখানে আনা হয়েছে এবং এই সব দিক থেকে এটা কি সমর্থন যোগ্য নয়? তবু বার বার একটা জিনিষ আমরা সকলের সামনে তুলে ধরতে চাই যে, ভৌগলিক অবস্থার জন্য যে অসবিধা আমাদের আছে সেটার জন্য এই ব্যবস্থাটা আমাদের আরও বেশী করে দরকার। যেমন ধরুন আমাদের এই ভৌগলিক অবস্থাটার মধ্যে একটা সমস্যা সব সময়ে লেগেই আছে যেমন ধরুন লবণ আমাদের এখানে আসে আরব সাগরের তীরবর্ত্তী নেই গুজরাট থেকে তাতে ওয়াগন বুক করার পরেও সেটা আসতে ২ মাস থেকে দেড় মাস সময় লাগে। তার আগে আগরতলা আসতে পারে না। তারপর খাদ্য দ্রব্য আসে উত্তর প্রদেশ থেকে, নয়তো পাঞ্জাব থেকে, ডাল আসে বিহার থেকে, উত্তর প্রদেশ থেকে 'সিমেন্ট আর পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসে কয়লা, একমাত্র পেট্রোলজাতীয় জিনিষ আসে একটু কাছে থেকে ঐ আসাম থেকে, জিনিষ পত্র আসার এই যে অসুবিধাটা এটা আমাদের সব সময় লেগেই আছে, তারপর ত্রিপুরার আসার সময় আগে আসে ধর্মনগরে, তারপর সেখানে থেকে আসে ত্রিপুরায়। মানে সাপ্লাই লাইনটা মানে পরিবহনটা আমাদের খুব অসুবিধার

মধ্যে রয়েছে। এই জন্যই বলি যে আজকে এখানে যে আলোচনাটা উঠেছে সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এই ব্যাপারে ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে যা করণীয় সেটা আমরা করে যাব বা করার চেষ্টা করব। তবে সামগ্রিক ভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতা ছাড়া একা রাজ্য সরকারের পক্ষে করা সম্ভব নয়। যেমন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম কমানো এবং বেকারদের যে সমস্যা তার সমাধান করাও কেন্দ্রীয় সরকারের কাজ, কেন্দ্রীয় সরকার যদি সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা করে বাজেট বরাদ্দ করেন রাজ্যগুলির জন্য, তাহলেই রাজ্যে সরকার রাজ্যের সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারেন। আমাদের একা শুধু পরিকল্পনা করলেই তো হবে না। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী কেন্দ্র থেকে টাকা আসতে হবে। কাজেই সেই দিক থেকে এই বেকার সমস্যা সমাধানের যে পরিকল্পনা বা বেকার ভাতা দেওয়ার যে পরিকল্পনা তার সবটাই নির্ভর করে অর্থিক অবস্থার উপর, আর এই আর্থিক অবস্থাটা নির্ভর করে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর, তিনি কি পরিমাণ টাকা রাজ্য সরকারগুলিকে দেবেন তার উপর। তার পর কৃষির যন্ত্রপাতি ও রেশনের ব্যাপারে যাই বলুন সব কিছুই নির্ভর করে ঐ কেন্দ্রীয় সরকারের উপর। যাতে ঠিকমত বিলি বন্টন হতে পারে তার পুরো দায়িত্ব নিতে পারে রাজ্য সরকারগুলি। কাজেই এই প্রস্তাব যাতে কেন্দ্রীয় সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভাবে বিবেচনা করেন তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নেতৃস্থানীয় যারা আছেন তাদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---আমি এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহাশয়ের কর্তৃক আনীত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো ঃ---"ত্রিপুরা বিধান সভা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার ধনী জমিদার তোষন নীতির ফলে এক দিকে মুদ্রাস্ফীতি, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য মূল্য বৃদ্ধি বেকার সমস্যা ইত্যাদি সৃষ্টি হচ্ছে, অপর দিকে কৃষকরা তাদের কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে না।

এই বিধান সভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছেন যে তারা যেন একই দামে স্বল্প মূল্যে ভর্তুকী দিয়ে নিত্য ব্যবহার্য্য ১৩।১৪টি পণ্য রেশন দোকানের মাধ্যমে বন্টন করার ব্যবস্থা করেন এবং অপর দিকে কৃষকদের ফসলের নিম্নতম ন্যায্য দাম যাতে তারা পেতে পারেন তার জন্য গ্রামাঞ্চলে নির্দ্ধারিত ন্যায্য মূল্যে কৃষি পণ্য ক্রয়ের জন্য রাজ্য ভিত্তিক ক্রেতা সমবায়গুলিকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য দেন"।

যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা 'হ্যাঁ' বলুন, আর যারা তার বিপক্ষে আছেন তারা 'না' বলুন।

যেহেতু প্রস্তাবের বিপক্ষে কেউ নেই সেহেতু প্রস্তাবটি সর্বসম্মতি ক্রমে পাশ হলো।

হাউস আগামী ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৮০ ইং সোমবার, বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী রইল।

PAPERS LAID ON THE TABLE
ANNESURE—"A"

Admitted Starrcd Question No.—12

By --Shri Tapan Kumar Chakraborty.

Will the Honourable Minister In-charge of Fisheries Department be pleased to State.

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮ এর জানুয়ারী থেকে ১৯৮০ ইং মার্চ পর্য্যন্ত মৎস্য চাষের জন্য ত্রিপুরা সরকার কত টাকা খরচ করেছেন;

২। এই সময়ে কত টাকার মাছ সরকারী জলাশয় গুলোতে উৎপন্ন হয়েছে, এবং

৩। মাছ চাষের উন্নতির জন্য সরকারের বর্ত্তমানে কি পরিকল্পনা রয়েছে?

উত্তর

১। ১৯৭৮ এর জানুয়ারী থেকে ১৯৮০ ইং এর মার্চ পর্য্যন্ত মোট ১ কোটি ৩ লক্ষ ৭২ হাজার ১ শত টাকা মৎস্য চাষের জন্য খরচ করা হয়েছে।

২। ঐ সময়ে মৎস্য চাষ হইতে মোট আয়ের পরিমাণ ১৭ লক্ষ ৩৯ হাজার ৭শত টাকা।

৩। মৎস্য চাষের উন্নতির জন্য বর্ত্তমানে নিম্নলিখিত পরিচালনা রহিয়াছে।

(ক) মৎস্য চাষের জন্য সরকারী ও বে-সরকারী মালিকানার আওতাভুক্ত জলাশয় সমূহ সংস্কার করিয়া মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বে-সরকারী ক্ষেত্রে এই জন্য প্রয়োজনীয় অনুদানের ব্যবস্থা।

(খ) কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পের মাধ্যমে উপজাতিদের দখলীকৃত খাস লুঙ্গা ভূমিতে মিনি ব্যারেজ নির্মাণ করিয়া মৎস্য চাষের নিমিত্তে জলাশয় সৃষ্টি করা।

(গ) মৎস্যজীবিদের মধ্যে মাছ ধরার সরঞ্জাম ভর্ত্তুকীর মাধ্যমে বিলি করা।

৪। সংস্কারকৃত সরকারী জলাশয়গুলি নিকটবর্ত্তী মৎস্য সমবায় সমিতির মধ্যে লিজ দেওয়া।

৫। অনুদান ও ভর্ত্তুকীর মাধ্যমে উপজাতি অঞ্চলে জিওল মাছের চাষের সম্প্রসারণ করা।

৬। সরকারী ব্যয়ে ও মৎস্য বিজ্ঞানে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মৎস্য বিভাগের কর্মীর তত্ত্বাবধানে নিবীড় মৎস্যচাষে উৎসাহ দিবার জন্য ব্যক্তিগত মালিকানার অন্তর্ভুক্ত জলাশয়ে আধুনিক প্রথায় মৎস্য চাষের কলা কৌশল প্রদর্শন করা।

৭। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মীদের তত্ত্বাবধানে সরকারী সাজ সরঞ্জাম এর সাহায্যে কৃত্রিম মৎস্য বীজ প্রজনণ হাতে কলমে শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

৮। গোমতী জলাধারে মাছের বার্ষিক ফলন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা।

৯। এবং এন, ই, সি-র সহযোগিতায় উন্নত জাতের মৎস্য বীজ উৎপাদন ও পিটুইটারী গ্রন্থীর ব্যাঙ্ক নির্মাণ ও সেই সঙ্গে মৎস্য চাষের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মীর বহিঃ রাজ্যে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা।

Admitted Starred Question No. 15
By--Sri Subal Rudra

Will be Hon'ble Minister In-charge of Fisheris Department pleased to State--

প্রশ্ন

১। উত্তর ত্রিপুরার দামছড়া, পিপলাছড়া, কাছাড়ীছড়া ও দামছড়া রিজার্ভ ফরেষ্ট গাঁও সভায় বি, ডি, সি এর উদ্যোগে ১৯৭৮-৭৯ এবং ১৯৭৯-৮০ ইং সনে কতটি ফিসারী তৈরী হয়েছে, (২) না হয়ে থাকলে কারণ কি;

৩। উক্ত দুই বছরে কাঞ্চনপুর লঙ্গাই (ধর্মনগর) টি, ডি, ব্লকে কতটি ফিসারী নিমিত হয়েছে;

উত্তর

১, ২। একটি ফিসারীও তৈরী হয় নি, কারণ গাঁও সভার তরফ থেকে কোন প্রস্তাব ছিল না।

৩। ১৯৭৮-৭৯ সনে ১১০টি ফিসারী নির্মিত হয়েছে। ৫টি ফিসারী অসম্পূর্ণ আছে।

১৯৭৯-৮০ সনে ২৩টি ফিসারী নির্মিত হয়েছে।

Admitted Starred Question No.—19
By—Sri Subodh Ch. Das.

প্রশ্ন

১। পূর্ব পানীসাগর গাঠে লিফ্‌ট ইরিগেশন স্কীমের মাধ্যমে শষ্য ক্ষেত্রে জল সেচ ব্যবস্থা চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের হাতে আছে কি না?

২। থাকলে কত দিনের মধ্যে কাজ শুরু হবে?

৩। না থাকলে উক্ত উর্বর শষ্য ক্ষেত্রটি সেচ ব্যবস্থার আওতায় আনতে সরকার অন্য কোন পদ্ধতিতে সেচ ব্যবস্থা চালু করার কথা সরকার ভাবছেন কি না?

উত্তর

১। আপাততঃ কোন পরিকল্পনা নাই।

২। ১ নং প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

৩। ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে চিন্তা করা হইবে।

Admitted Starred Question No. —33.
By—Sri Matilal Sarkar.

Will the Minister In-charge of the Animal Husbandry Department be pleased to State—

প্রশ্ন

১। সাম্প্রতিক দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে ৩১শে অকটোবর পর্য্যন্ত কত মূল্যে গরু, হাঁস, মুরগী, ছাগল ইত্যাদি বিতরণ করা হয়েছে?

২। এতে কয়টি পরিবার সাহায্য পেয়েছে?

৩। চলতি আর্থিক বছরে কিরূপ সাহায্য করা সম্ভব?

উত্তর

১। সাম্প্রতিক দাঙ্গায় ৩১শে অকটোবর পর্য্যন্ত ৭,৮৪০ টাকা মূল্যের ৮টি বলদ ১১০টি মুরগী ও ১৮০টি হাঁস বিতরণ করা হয়েছে।

২। এতে ৪৪টি পরিবার সাহায্য পেয়েছে।

৩। প্রায় ৫ হাজার পরিবারের দরখাস্ত পশ্চিম ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলার বিভিন্ন বি, ডি, সি, এর কাছে অনুমোদনের অপেক্ষায় রহিয়াছে। অনুমোদন করা মাত্র পশু পক্ষীর মূল্যের শতকরা ৫০ ভাগ ছাড়ে বিতরণ করা হইবে।

Admitted Starred Question No.—46
By—Sri Umesh Nath.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত টঙ্গীবাড়ী ও কাকড়ী পাড়া গ্রামের নিকট দিয়া প্রবাহিত কাকড়ী নদীর পূর্ব পাড়ে বিরাট ভাঙ্গন ধরেছে।

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে নদীর ঐ ভাঙ্গন রোধ করে গ্রাম গুলোকে রক্ষা করার জন্য কোন ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করবেন কিনা?

৩। নদীতে শক্ত হানা দেওয়ার ব্যবস্থা হবে কি না?

উত্তর

১। হ্যাঁ, কাকড়ী নদীর পূর্ব পাড়ে অবস্থিত টঙ্গীবাড়ী এবং কাকড়ীর পার গ্রামের নিকট নদীর ভাঙ্গন পরিলক্ষিত হইতেছে।

২। বিষয়টি সরকারের গোচরে এসেছে। তবে এলাকাগুলিকে নদীর ভাঙ্গন হইতে

রক্ষা করার কোন প্রকল্প বর্তমানে সরকারের হাতে নাই। উল্লেখিত এলাকাগুলিকে নদীর ভাঙ্গন থেকে রক্ষার জন্য বিস্তারিত অনুসন্ধানের কাজ হাতে নেওয়া হইবে।

৩। কি ধরনের প্রতিরোধক ব্যবস্থা নেওয়া দরকার তাহা বিস্তারিত অনুসন্ধানের পর বলা সম্ভব হইবে।

Admitted Starred Question No. 53
By Sri Tapan Kumar Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। কৈলাসহর-কমলপুর রাস্তায় মনু নদীর উপর কোন ব্রীজ তৈরীর পরিকল্পনা সরকারের আছে কি, এবং

২। যদি পরিকল্পনা থাকে, তবে কবে এই ব্রীজ তৈরীর কাজ শুরু হতে পারে?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। চলতি আর্থিক বছরে কাজটি আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No. 56
By Sri Fayzur Rahman.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. D. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর মহকুমার কামেশ্বর হইতে কুর্তি বাজার পর্যান্ত এবং চোরাইবাড়ী রেল স্টেশন হইতে ইচাইলালছড়া পর্যান্ত এবং কদমতলা হইতে জালাই বাড়ী পর্যান্ত ইলেক্ট্রিক লাইন চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না; এবং

২। না থাকিলে, তার কারণ?

উত্তর

১। আপাততঃ এরূপ কোন পরিকল্পনা নাই।

২। কাজটি গ্রামীন বৈদ্যুতিক কর্পোরেশন কর্তৃক অনুমোদিত হয় নাই।

Admitted Starred Question No. 57.
By Sri Matilal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P.W.D. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বিভিন্ন ব্লকের অধীনে কাজের জন্য খাদ্য প্রকল্পে তৈরী রাস্তা সমূহের মধ্যে পি, ডব্লিউ, ডি, কয়টি রাস্তা হাতে নিয়েছে;

২। বর্তমানে এগুলো উন্নয়নের জন্য পি, ডব্লিউ, ডি,-র কোন পরিকল্পনা আছে কি; এবং

৩। পি, ডব্লিউ, ডি-র মাধ্যমে বিভিন্ন ব্লকে বর্তমান আর্থিক বৎসরে কি পরিমাণ ব্রীজ ও কালভার্ট তৈরী করা হবে?

উত্তর

১। ব্লকের অধীনে কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্পে তৈরী কোন রাস্তা পূর্ত দপ্তর নেয় নাই।

২। হ্যাঁ, পরিকল্পনা আছে।

৩। ব্লক কর্তৃক নির্মিত রাস্তা অধিগ্রহণ না করা পর্যন্ত ইহা অনুমান করা সম্ভব নহে। বিভিন্ন ব্লক কর্তৃক কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্পে নির্মিত রাস্তা পূর্ত দপ্তর

কর্তৃক অধিগ্রহণ কাজে হস্তান্তরিত না করা পর্যান্ত এই বিষয়ে কোন তথ্য পরিবেশন করা সম্ভব নয়।

Admitted Starred Question No. 59
By Sri Umesh Ch. Nath.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য, চুরাইবাড়ী হইতে রাণীবাড়ী পর্যান্ত পি, ডব্লিউ, ডি রাস্তার সোলিং এর কাজ বর্তমানে বন্ধ অবস্থায় আছে;

২। যদি সত্য হয়, তবে তার কারণ কি;

৩। কবে পর্যান্ত এই রাস্তার পিচ করা সম্ভব হবে; এবং

৪। এই রাস্তার জন্য রাস্তার উভয় দিকে মোট কত ফুট জায়গা একোয়ার করা হইয়াছে?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। ১৯৮০ সনের মার্চ হইতে ঠিকাদার কাজ বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

৩। ১৯৮৪-৮৫ সালে পীচ করার কাজ শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

৪। কদমতলা বাজারের কিছু অংশ ছাড়া রাস্তার উভয় পার্শ্বে ৪০´-০´´ করিয়া জায়গা (সর্বমোট ৮০´ ফুট) একোয়ার করা হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 61
By Sri Fayzur Rahman.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. D. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর মহকুমার চোড়াইবাড়ী রেল ষ্টেশন হইতে ইচাইলালছড়া তহশীল পর্য্যন্ত ভায়া ফুলবাড়ী বড় মসজিদ রাস্তাটির কাজ আরম্ভ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

উত্তর

১। হাঁা।

Admitted Starred Question No. 81
By Sri Khagen Das.

Will the Hon'ble Minister in charge of the P. W. Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইলেকট্রিক কনজামসান বিল---এর বাবত ১৯৭৫ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ১৯৮০ সালের ৩১ মার্চ পর্যান্ত মোট কত টাকা বকেয়া আছে? (বছর ভিত্তিক হিসাব) এবং

২। বকেয়া টাকা আদায় করার জন্য গ্রাহকদের নিকট নোটিশ দেওয়া হয় কি?

উত্তর

১। বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহাধীন।

২। হাঁা, নোটিশ দেওয়া হইতেছে।

Admitted Starred Question No. 93
By Sri Khagen Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Co-operative Department be pleased to state—

প্রশ্ন

(ক) গত আর্থিক বছরে এপেক্স মার্কেটিং সোসাইটি কত পরিমাণ পাট

কিনেছিল;

(খ) ১৯৮০ সালের ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত কত পরিমাণ পাট কেনা হয়েছে;

(গ) এর মধ্যে কত পরিমাণ জে. সি. আই ও জুট মিলকে দেওয়া হয়েছে?

উত্তর

(ক) ৮২৬০৯.৬৪ কুইন্টল।

(খ) ১৯,৩৮১.০৪ কুইন্টল।

(গ) জে. সি. আই কে ৮,৪০০.৬৫ কুইন্টল।
জুট মিলকে দেওয়া হয় নাই।

Admitted Starred Question No. 134.
By Sri Nakul Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Co-operative Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে কতটি সমবায় সমিতি বর্তমানে চালু আছে এবং ঐগুলি কি কি জাতীয় সমবায় সমিতি?

উত্তর

১। ৮০৫ টি।

শ্রেণী ভিত্তিক সংখ্যা এইরূপ:—

এপেক্স উইভার্স সোসাইটি	১
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক	১
ল্যাণ্ড ডেভেলাপমেন্ট ব্যাঙ্ক	১
আরবান ব্যাঙ্ক	১
এপেক্স মার্কেটিং সোসাইটি	১
হোলসেল স্টোর্স	১
প্রাইমারী মার্কেটিং সোসাইটি	১৪
ফিসারী সোসাইটি	৭৬
মিল্ক সাপ্লাই সোসাইটি	২৪
এগ্রিকালচারেল ক্রেডিট সোসাইটি	
ল্যাম্পস্	৩১
প্যাক্স	১৯৯
ফারমার্স সার্ভিস সোসাইটি	২
সেবা সমবায়	১৫৬
মালটিপারপাস ইত্যাদি	৩৯৬
উইভার্স সোসাইটি	৮৯
ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি	৯১
প্রাইমারী কনজিউমার্স স্টোর্স	৭৬
হাউসিং সোসাইটি	১
লেবার কন্ট্রাক্ট সোসাইটি	১২
ট্রেন্সপোর্ট সোসাইটি	৩
রিক্সা পোলার সোসাইটি	৮
প্রিন্টিং প্রেস সোসাল সার্ভিস ইত্যাদি	৩
চা শ্রমিক সমবায় সমিতি	৩

সিডোয়েল কাস্ট, সিডোয়েল ট্রাইব, ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন	২
সবৃজি উৎপাদক সমবায় সমিতি	১
	৮০৫

Admitted Starred Question No. 137
By—Sri Mohanlal Chakma.

Will the Hon'ble Minister In-charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে বৎসরে কত জন টি, আর, এল, মালিককে ই, জেড ও এন, পি, লাইসেন্স দেওয়া হয়,

২। কিসের ভিত্তিতে পারমিট ইস্যু করা হয়, এবং

৩। চলিত সনে কত জন ট্রাক মালিককে ঐরূপ ই-জেড ও এন, পি, লাইসেন্স ইস্যু করা হইয়াছে ?

(মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। আর্থিক বছর ভিত্তিক এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক রাজ্য গুলির জন্য নির্দিষ্ট কোটা মঞ্জুরীর ভিত্তিতে ই—জেড এবং ন্যাশনেল পারমিট ইস্যু করা হয়।

২। সর্বশেষ মডেল ৪ বৎসরের মধ্যে যে সব গাড়ীর মালিক আইন মাফিক প্রার্থী হইবেন তাহাদিগকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সাধারণতঃ একজন প্রার্থীকে একটি পারমিট দেওয়া হইয়া থাকে।

৩। এ পর্য্যন্ত ১৬১ টা ই-জেড পারমিট এবং ১৯৯ টা ন্যাশনেল পারমিট ইস্যু করা হইয়াছে, মহকুমা ভিত্তিক কোন পারমিট ইস্যু করা হয় না।

Admitted Starred Question No. 141
By—Sri Keshab Majumder, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister In-charge of the Fisheries Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বর্তমানে সারা রাজ্যে কত পরিমাণ জলাশয় মৎস্য বিভাগের হাতে আছে ? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)।

২। এই জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কত জন কর্মী কাজ করছেন, এবং

৩। বিগত দাঙ্গা জনিত কারণে কত পরিমাণ মাছের পোনা বিনা মূল্যে ক্ষতিগ্রস্থ কত পরিবারকে দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। মোট ৪৬২৬.৮৫ হেক্টার জলাশয় মৎস্য বিভাগের হাতে আছে।

(বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর ত্রিপুরা	ধর্মনগর	৯.৬৪ হেক্টর
	কৈলাশহর	৮.৬৮ হেক্টর
	কমলপুর	১.০০ হেক্টর
দক্ষিণ ত্রিপুরা	অমরপুর	৪৫১৩.৩১ হেক্টর
	উদয়পুর	৭২.৫০

	সাব্রুম	১১.৪০	হেক্টর
	বিলোনীয়া	৭.৩২	„
পশ্চিম ত্রিপুরা	সদর	২১.৭৫	„
	খোয়াই	১.০০	„
	সোনামুড়া	০.২৫	„

২। মোট ৩৩০ জন কর্মী উৎপাদন ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করছেন।

৩। মোট ৬ লক্ষ ৭৪ হাজার ২১৫ টি মাছের পোনা মোট ১৮৪৮ টি বিগত দাঙ্গা বিদ্ধস্থ পরিবারের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 147
By—Sri Rudreswar Das, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister In-charge of Fishery Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে বর্ত্তমান সরকার খাস ও সরকারী জলাশয়গুলো মৎস্য জীবিদের হাতে তুলে দেওয়ার নীতি গ্রহন করেছেন?

২। যদি সত্য হয়, তবে ইহা কার্য্যকরী করার জন্য সরকার কি কি উদ্যোগ নিয়েছেন?

উত্তর

১। হ্যাঁ, তবে সব সরকারী জলাশয় নহে।

২। একটি মৎস্যজীবি সমবায় উন্নয়ণ কমিটি গঠণ করে তাদের সুপারিশ অনুযায়ী মৎস্য খামার ব্যতীত অন্যান্য সরকারী জলাশয় মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি-গুলিকে নির্দ্ধারিত মূল্যে ১০ বৎসরের জন্য ইজারা দিচ্ছেন যার মেয়াদ সন্তোষজনক উৎপাদন কাজের উপর নির্ভর করে আরোও পাঁচ বৎসর বাড়ান যায়।

Admitted Starred Question No. 150
By—Sri Rudreswar Das.

Will the Hon'ble Minister In-charge of the Co-operative Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, কমলপুর মহকুমার অধিকাংশ প্যাক্স তাদের শেয়ার ক্যাপিটাল এর টাকা পায় নাই;

২। যদি না পেয়ে থাকে তবে ইহার কারণ এবং

৩। কবে পর্য্যন্ত উক্ত প্যাক্সগুলো তাদের শেয়ার ক্যাপিটেল এর টাকা পেতে পারে?

উত্তর

১। হ্যাঁ, সত্য।

২। সমিতি হইতে সময়মত দরখাস্ত না পাওয়া।

৩। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মঞ্জুরী আসিলেই সমিতিগুলি শেয়ার ক্যাপিটাল এর টাকা পেতে পারে।

Admitted Starred Question No. 152
By—Sri Rudreswar Das

Will the Hon'ble Minister In-charge of the Co-operative Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরাতে বর্ত্তমানে কয়টি ল্যাম্পস্ গঠিত হয়েছে; (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। ইহাদের মধ্যে কমলপুর মহকুমায় কয়টি আছে,
৩। নতুন করে আরও ল্যাম্পস্‌ কমলপুর মহকুমায় হবে কি,
৪। যদি হয় তবে কোথায়?

উত্তর

১। ৩৯টি, ইহাদের বিভাগ ভিত্তিক হিসাব এইরূপ ঃ—

সদর	১
খোয়াই	৩
ধর্মনগর	৭
কৈলাশহর	৪
কমলপুর	১
উদয়পুর	২
অমরপুর	৭
বিলোনীয়া	৩
সাব্রুম	৩

২। ১টি,
৩। হ্যাঁ, ২টি,
৪। একটির প্রধান কার্য্যালয় আমবাসায় অপরটির মহারাণীতে।

Admitted Starred Question No. 153
By—Sri Subal Rudra.

Will the Hon'ble Minister In-charge of the P. W. D. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। সোনামুড়া—বিশ্রামগঞ্জ রাস্তায় কয়েকটি রাস্তার উচ্চতা কমানোর regarding প্রকল্পের অধীনে যে কাজ অনেক আগেই শেষ হওয়ার কথা তা এখনও শেষ না হওয়ার কারণ কি?

২। এই বিলম্বের জন্য দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

উত্তর

১। যেহেতু ঠিকাদারগণ কাজ বন্ধ করিয়া দিয়াছে এবং আদালতের আইনের আশ্রয় নিয়াছে, সেহেতু কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় নাই।

২। চুক্তি পত্রের ধারা অনুযায়ী একজন ঠিকাদারের (শ্রীরঞ্জিত [illegible]) চুক্তিপত্র খারিজ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং চুক্তিপত্রের সর্ত্তানুযায়ী অন্যান্য ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে। অপর ঠিকাদারের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়ার পূর্বেই তার আবেদন ক্রমে আদালত সাময়িক স্থগিতের আদেশ জারি করিয়াছেন। সাময়িক স্থগিতের আদেশ প্রত্যাহারের জন্য মাননীয় আদালতের কাছে আবেদন করা হইয়াছে এবং শুনানীও হইয়াছে। মাননীয় আদালতের রায় এখনও হস্তগত হয় নাই।

Admitted Starred Question No. 154
By—Sri Subal Rudra.

Will the Hon'ble Minister In-charge of the P. W. (Electrical) Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে বিদ্যুৎ দপ্তরের অধীনে কতটি মিটার নষ্ট অবস্থায় আছে,
২। এতে মাসে গড়ে কত টাকা সরকারের লোকসান হচ্ছে,
৩। এটা কি ঠিক যে সোনামুড়া শহর এলাকায় ১২৫টি মিটার অকেজো অবস্থায় প্রায় তিন বছর ধরে পড়ে আছে,

৪। সত্য হলে এগুলো সারানোর জন, কি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে?

উত্তর

১। আনুমানিক ১০০০ টি।

২। মিটার নষ্ট থাকিলে আইনানুযায়ী তিন মাসের গড় হিসাব অনুযায়ী বিল আদায় করা হয় এবং লোকসানের প্রশ্ন উঠে না।

৩। সোনামুড়া শহরে ১২৫ টি নহে। তবে আনুমানিক ২০ টি মিটার খারাপ আছে।

৪। এইগুলি সারাই করার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

Admitted Starred Question No. 155
By—Sri Matihari Choudhury
Will the Hon'le Minister In-charge of the P. W. D. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে বিগত কংগ্রেস সরকারের আমল থেকে নিম্নলিখিত রাস্তাগুলির নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া সত্বেও অদ্যাবধি সেগুলো অসমাপ্ত অবস্থায় আছে ঃ—

(ক) মনুবাজার হইতে মনুঘাট রাস্তা,

(খ) মনুবাজার হইতে (ভায়া লবন রোয়াজা পাড়া) কালীরবাজার রাস্তা,

(গ) সাতচাঁদ ব্লক অফিস হইতে ভরাতলী কালীর বাজার রাস্তা,

(ঘ) সাতচাঁদ ব্লক হইতে চালিতা বকুল বাজার রাস্তা,

(ঙ) কলাছড়া বাজার হইতে চালিতা বকুল বাজার রাস্তা,

(চ) চালিতা বকুল বাজার হইতে বাঘমারা রাস্তা।

২। সত্য হইলে তাহার কারণ কি?

৩। উক্ত রাস্তাগুলি কবে নাগাদ যানবাহনের উপযোগী করে নির্মাণ করা হবে?

৪। উপরোক্ত রাস্তাগুলো ছাড়া সাব্রুম এবং মনু বিধান সভা Constituencyতে নুতনভাবে কোনও গ্রামীন রাস্তা নির্মাণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

উত্তর

১—৪। তথ্যাদি সংগ্রহ করা হইতেছে।

Admitted Starred Question No. 168
By—Sri S. K. Thakur Singha.
Will the Hon'ble Minister In-charge of the P. W. D. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে নোটিফাইড এরিয়া অথরিটির অধীনস্থ রাস্তার নির্মাণ, খাল বা নালা কাটা ইত্যাদির সংস্কার এবং অন্যান উন্নয়ণ মূলক কাজে পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট দায়িত্ব নিতে অনীহা প্রকাশ করিয়াছেন,

২। ইহাও কি সত্য যে সেরূপ নির্মাণ কার্য্যের এষ্টিমেট, ট্যাকনিকেল এপ্রুভেল, মেজারমেন্ট ইত্যাদির ক্ষেত্রে পি, ডব্লিউ, ডি'র উপর নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু উপরোক্ত অনীহা প্রকাশের ফলে কাজের অগ্রগতি স্তব্ধ হইয়া যায় এবং

৩। সত্য হইলে এর সমাধানের কোন উপায় সরকার চিন্তা করছেন কি?

উত্তর

১। প্রয়োজনীয় দায়িত্ব নিতে পূর্ত দপ্তরের এই প্রকার অনীহা প্রকাশের সুনির্দিষ্ট কোনও তথ্য জানা নেই। তবে যেহেতু পূর্ত দপ্তরের নিজস্ব কাজ-কর্ম এত বেশী, যার জন্য বহুক্ষেত্রে নোটিফাইড এরিয়া কমিটিগুলির কাজ সব সময় যথা সময়ে কোন কোন ক্ষেত্রে সময় মত হাতে নেওয়া সম্ভব হয় না।

২। সরকারের নির্দ্দেশিত বিধি অনুযায়ী এসব কর্মসূচীর এষ্টিমেট, কারিগরী

বিধান, ইত্যাদির ব্যাপারে যতদূর সম্ভব সাহায্য দেওয়া হয়। তবে, যেহেতু এইগুলি ডিপোজিট ওয়ার্ক—সেহেতু কোন কোন ক্ষেত্রে নানা কারণে বিলম্বিত হতে পারে।

৩। ডিপোজিট ওয়ার্কের প্রয়োজনীয় সর্ত্তাবলী সময়মত সম্পন্ন করা হইলে এই সমস্ত কাজ হাতে নেওয়ার ব্যাপারে যতদূর সম্ভব ত্বরান্বিত করার ব্যবস্থা করা হইবে।

Admitted Starred Question No. 169
By—Sri S. K. Thakur Singh

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য ১৯৭৮-৭৯ সালে খোয়াই শহরের উত্তরাংশে দুর্গানগর দিয়া নদীর পাড়ে বাঁধ নির্মাণ ও সম্প্রসারণ কাজে কয়েকটি গরীব পরিবার হইতে জমি জমিন দখল নেওয়া হইয়াছিল?

২। ইহা কি সত্য উক্ত ভূমি অধীগ্রহণের কাজ সত্তর সম্পূর্ণ করিয়া কৃষকদের প্রাপ্য টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল এবং

৩। সত্য হইলে উক্ত জমির মূল্য সংশ্লিষ্ট গরীব কৃষকদের অদ্যাবধী না দেওয়ার কারণ কি?

উত্তর

১। হ্যাঁ।
২। হ্যাঁ।
৩। জমি অধীগ্রহণ ব্যবস্থাদি চূড়ান্ত না হওয়ার দরুন।

Admitted Starred Question No. 171
By—Sri Niranjan Deb Barma

Will the Hon'ble Minister In-charge of the Transport Department be pleased to state--

প্রশ্ন

১। ১৯৭৭ ইং থেকে ১৯৮০ ইংরাজীর নভেম্বর পর্য্যন্ত রাজ্যের পরিবহন দপ্তর বিনা পারমিটে যানবাহন চলাচলের ব্যাপারে কতটি মামলা দায়ের করেছে,

২। তার হিসাব?

উত্তর

১। একটিও না।
২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 176
By—Sri Kamini Deb Barma

Will the Hon'ble Miniser In-charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। কৈলাশহর থেকে ছামনু পর্য্যন্ত মিনি বাস চালু করার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি না, এবং

২। পরিকল্পনা থাকিলে কবে পর্য্যন্ত চালু হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। S. T. A. বোর্ডের সিদ্ধান্ত মতাবেক কৈলাশহর মোটর শ্রমিক সমবায় সমিতিকে উক্ত রাস্তায় মিনি বাস পরিচালনার জন্য মিনি বাস রেজিস্ট্রেশান করিতে

A.T.C. অফিস হইতে গত ৯ই অক্টোবর ৮০ ইং কৈলাশহর মোটর শ্রমিক সমবায় সমিতিকে পত্র দ্বারা অনুরোধ করা হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 181
By—Sri Keshab Majumdar

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Co-operative Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৯-৮০ ও ১৯৮০-৮১ সনের ৭ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বিভিন্ন সমবায় সমিতি-গুলি কি পরিমাণ পাট ক্রয় করেছে; (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। সমবায় সমিতি ছাড়া আর কোন্ কোন্ সংস্থা চাষীদের কাছ থেকে পাট ক্রয় করেছে এবং কি পরিমাণ;

৩। ইহা কি সত্য যে খরিদকৃত পাট গুদামজাত হয়ে আছে,

৪। যদি হয় তাহলে তার কারণ কি?

উত্তর

১। ১৯৭৯-৮০ ও ১৯৮০-৮১ সনের ৭ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বিভিন্ন সমবায় সমিতি-গুলি যে পরিমাণ পাট ক্রয় করেছে তাহা এইরূপ:—

বিভাগের নাম	পাটের পরিমাণ কুইন্টল	
	১৯৭৯-৮০	১৯৮০-৮১
সদর	১৬,৯৩২,০১	৩,৮২৫,৫৬
খোয়াই	৫,৬৯০,৫০	১,১৮৪,৯২
কমলপুর	৬,৬১১,৩৩	১,১৩৮,০৬
কৈলাশহর	৩,৫৪৯,৬৯	৯৮৯,১৩
ধর্মনগর	৪,৮০০,৮৯	১,১৫২,৫৮
উদয়পুর	৬,৩৫৪,১৩	৪,৮৩৩,৩৯
বিলোনীয়া	১২,৩৬১,৪৭	২,৪৪৮,৫৭
সাব্রুম	৮,৪২৩,৫০	২,৪৩৭,৯২
সোনামুড়া	২,০৪৩,৫৩	২,২০৩,৪১
অমরপুর	১৪,৮৫২,৪৫	১,৬৬৪,৪১
	৮১,৬১৯,৫০	২১,৮৭৭,৯৫

২। সমবায় সমিতিগুলি ছাড়াও জুট কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া,
১৯৭৯-৮০ সনে—৩২,৮৫৯,৮৭ কুইন্টল
১৯৮০-৮১ সনে— ৪,৭১৩,৬৫ কুইন্টল
পাট ক্রয় করিয়াছে।

৩। আংশিক সত্য;

৪। রেলওয়ে বুকিং বন্ধ থাকায় ত্রিপুরার বাইরে পাট পাঠাতে না পারায় জুট কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া কলকাতার বাজারে পাট বিক্রি করিতে না পারা।

Admitted Starred Question No. 182
By—Sri Keshab Majumder

Will the Hon'ble Minister in-charge of P. W. D. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। উদয়পুরের সিজেরগড় বাজার হইতে ফোটামাটি, লক্ষীপতি, কোয়াইমুড়া

হইয়া নাজিলাছড়া পর্য্যন্ত রাস্তাটির উন্নয়ণ সাধনের জন্য কয়টি গ্রুপে কাজ করানো হয়েছে,

২। কোন্ গ্রুপকে কোন্ তারিখে ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছে, এবং

৩। কোন্ গ্রুপ কোন্ তারিখে ফাইন্যাল বিল ড্র করেছে?

উত্তর

১-৩। তথ্যাদি সংগ্রহ করা হইতেছে।

Admitted Starred Question No. 184
By—Sri Ram Kumar Nath

প্রশ্ন

১। আজ পর্য্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে শতকরা কত ভাগ জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে?

২। রাজ্যের প্রত্যেকটি ছড়া ও নদীতে হেমন্ত সময়ে জল আটক রেখে এল, আই স্কীম অথবা ডাইভারশন স্কীমের মাধ্যমে জমিতে জল সেচের সুবিধা করার প্রচেষ্টা সরকারের আছে কিনা?

উত্তর

১। ৩১-৩-৮০ ইং সারা ত্রিপুরায় ৭৪১৫ হেক্টর জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উহা মোট কার্ষত জমির (২,৪৫,০৫২ হেক্টর) শতকরা ৩.০২ ভাগ।

২। ত্রিপুরার সব নদী ও ছড়াতে জল সেচের প্রকল্প করার জন্য অনুসন্ধান করা হইবে। উপযুক্ত বিবেচিত হইলে অগ্রাধীকারের ভীত্তিতে ক্রমান্বয়ে সে গুলি হাতে নেওয়া হইবে।

Admitted Starred Question No. 186
By—Sri Ram Kumar Nath

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর মহকুমা অন্তর্গত পদ্মবিল, রামনগর ডাইভারশন স্কীমের কাজ কবে পর্য্যন্ত শুরু হবে বলে আশা করা য়িয।

২। এই কাজটি শুরু করতে এত দেরী হওয়ায় কারণ কি?

উত্তর

১। এই প্রকল্পটির কাজ করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে আশা করা যায় আগামী আর্থিক বছরে উহা আরম্ভ করা যাবে।

২। এই প্রকল্পের স্থান নির্বাচনের স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে দ্বিমত থাকায় চূড়ান্ত স্থান নির্বাচনে কিছু বেশী সময় দরকার হয়। তাহা ছাড়া বিশদ মূল্য বিচার করার পর দেখা যায় যে প্রকল্পটি ব্যয় ও উপকারীতার ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু জনসাধারণের অনেক দিনের পুনঃ পুনঃ আবেদন ও আগ্রহ বিবেচনা করায় ইহা পুনরায় পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে।

বিশ্লদ মূল্য বিচার অনুসারে প্রকল্পে আনুমানিক খরচ ২৩,৪৫,১০০ শত টাকা। উহার দ্বারা ৬৫ হেক্টর জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করা হইবে বলিয়া প্রমাণিত হয় এবং খরচ ও উপকারের আনুপাতিক হার ০,৬৬ আসে আরো কিছু জমিকে এই প্রকল্পের আওতায় আনিয়া এবং প্রকল্পটিকে ব্যয় ও উপকার ভিত্তিক গ্রহণ যোগ্য করা যায় কিনা তাহা পরীক্ষা হইতেছে।

Admitted Starred Question No. 190

By—Sri Ram Kumar Nath

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. D. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ডি, টি, রোড হইতে এ, এ, রোড ভায়া লাতুগাঁও পি, ডব্লিউ, ডি রাস্তাটিতে কাকড়ি নদীর উপর একটি পুল প্রায় দুই বৎসর পূর্বে মঞ্জুর হওয়া সত্ত্বেও আজ পর্য্যন্ত পুলটির কাজ আরম্ভ না হওয়ার কারণ কি?

২। কবে পর্য্যন্ত এ পুলটির কাজ আরম্ভ হবে আশা করা যায়?

উত্তর

১—২। তথ্যাদি সংগ্রহ করা হইতেছে।

Admitted Starred Question No: 197

By—Sri Akhil Debnath

Will the Hon'ble Miniser in-charge of the P. W. Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। জিরানীয়া ব্লক অন্তর্গত চম্পকনগর বাজারের সঙ্গে বেলবাড়ীর যোগাযোগরে জন্য হাওড়া নদীর উপর সেতু নির্মাণের কোন পরিকল্পনা আছে কি না?

২। যদি থাকে তার জন্য কত টাকা বরাদ্দ হইয়াছে, এবং

৩। কবে পর্য্যন্ত এই সেতুর কাজ শুরু হইবে?

উত্তর

১। হ্যাঁ, পরিকল্পনা আছে।

২। এই কাজের জন্য ৪,২১,৮২৫ টাকার প্রয়োজনীয় এষ্টিমেট তৈরী করা হয়েছে।

৩। উক্ত এষ্টিমেটের যথাযথ অনুমোদন পেলে পর বর্ত্তমান আথিক বৎসরেই কাজ আরম্ভ করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

Annexure—"B"

Admitted Unstarred Question No. 2

By—Sri Fayzur Rahaman

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Co-operative Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে প্যাক্স এর সংখ্যা কত, (বিভাগ ভিত্তিক)

২। রাজ্যে প্রত্যেকটি প্যাক্সে ম্যানেজার দেওয়া হয়েছে কি,

৩। ধর্মনগর মহকুমার গোবিন্দপুর প্যাক্স সমিতির গোদামঘর নির্মাণ বাবদ কত টাকা সরকার হইতে মঞ্জুর করা হইয়াছে এবং উক্ত টাকা কি ভাবে কোথায় আছে,

৪। গোবিন্দপুর প্যাক্সের কার্য্যকরী কমিটির কোন নির্বাচন গত সমবায় বৎসরে হইয়াছে কি, যদি না হইয়া থাকে তবে কারণ কি,

৫। গোবিন্দপুর প্যাক্সে কোন ম্যানেজার নিযুক্ত করা হইয়াছে কি, হইলে কবে কি ভাবে হইয়াছে,

৬। ইহা কি সত্য যে গোবিন্দপুর প্যাক্স এর অন্তর্গত গোবিন্দপুর গ্রামে অফিস ও গোদাম ঘরের উপযুক্ত নিজস্ব ভূমি থাকা সত্ত্বেও প্রায় ৫ মাইল দূরবর্তী ধর্মনগর শহরের কোর্ট রোডে উক্ত সমিতির অফিস গৃহ অবস্থিত, সত্য হইলে উক্ত এলাকাবাসীর সুবিধার্থে কেন গোবিন্দপুর গ্রামে অফিস বা গোদাম ঘর নির্মাণ করা হইতেছে না।

৭। ১৯৭০ ইং হইতে ১৯৮০ ইং সমবায় বৎসর পর্য্যন্ত গোবিন্দপুর প্যাক্স হইতে সমিতির সভ্যগণের মধ্যে কত টাকা কৃষি ঋণ বন্টন করা হইয়াছে, (বৎসর ভিত্তিক হিসাব)।

৮। বন্টন করা হইয়া থাকিলে কোন্ বৎসর কতজন কৃষককে কত টাকা প্রদান করা হইয়াছে। বন্টন না করা হইলে ইহার কারণ কি?

Minister-In-charge of the Co-operative Department—

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্যে প্যাক্স এর সংখ্যা এইরূপ ঃ—

পশ্চিম জিলায়	৮৩ টি
উত্তর জিলায়	৬৭ টি
দক্ষিণ জিলায়	৫১ টি
মোট—	২০১ টি

২। না,

৩। ধর্মনগর মহকুমার গোবিন্দপুর প্যাক্স সমিতির গোদাম ঘর নির্মাণ বাবদ মোট—টাঃ ১০,০০০ (দশ হাজার টাকা) সরকার হইতে মঞ্জুর করা হইয়াছিল। উক্ত টাকার মধ্যে টাঃ ৭,৫০০ (সাত হাজার পাঁচ শত টাকা) সমিতি সরকারকে ফেরত দিয়াছে। বাকী টাঃ ২,৫০০ (দুই হাজার পাঁচ শত টাকা) সমিতির Fixed Deposit Account এ জমা আছে।

৪। সমিতি গত ২৬-২-৭৯ ইং তারিখে সাধারণ সভা করিয়াছে। কিন্তু কোন নির্বাচন হয় নাই। অতি ক্ষুদ্র চাষী ও ক্ষুদ্র চাষী যাহারা সমিতির এলাকায় বাস করে তাহারা সমিতির শেয়ার ক্রয় করিতে না পারায় S. F. D. A. হইতে ঋণ পাইয়া শেয়ার ক্রয়ের জন্য ২২৭ জনের নামের তালিকা S. F. D. A. কর্তৃপক্ষের নিকট মঞ্জুরের জন্য পাঠানো হইয়াছে। উক্ত টাকা মঞ্জুর হওয়া সাপেক্ষে সমিতির কার্য্যকরী সদস্যগণ নির্বাচন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়াছেন।

৫। সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষ সাধারণ সভার অনুমতি ক্রমে সমিতির সম্পাদককই ম্যানেজার হিসাবে কাজ করিতেছেন।

৬। না, ইহা সত্য নহে। গোবিন্দপুর গ্রামে সমিতির কোন নিজস্ব জায়গা নাই। তবে লক্ষীনগর গ্রামে সমিতির ৫ (পাঁচ) কানি দান হিসাবে গৃহীত জায়গা আছে, যাহা জনমানবহীন। কালাছড়া বাজারের নিকট অফিস ও গোদামঘর নির্মাণের পরিকল্পনা সমিতির আছে।

১। ১৯৬৯-৭০ সমবায় বৎসর হইতে ১৯৭৮-৭৯ সমবায় বৎসর পর্য্যন্ত সমিতি ঋণ দেয় নাই।

১৯৭৯-৮০ সমবায় বৎসরে দেয় ঋণের পরিমাণ টাঃ ৯,১০০ টাকা

৮। ১৯৭৯-৮০ সমবায় বৎসরে ৮০ জনকে মোট টাঃ ৯,১০০ টাকা বিভিন্ন খাতে ঋণ বন্টন করা হইয়াছে।

Admitted Unstarred Question No. 8

By—Sri Tapan Kumar Chakraborty

Will the Hon'ble Minister In-charge of the P. W. D. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইলেক্ট্রিক বিল বাবদ বিদ্যুৎ দপ্তর বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে ১৯৮০ সালের মার্চপর্য্যন্ত কত টাকা পাওনা আছে? এবং

২। এই সমস্ত বকেয়া আদায়ের কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে?

উত্তর

১। বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহাধীন।

২। বিদ্যুৎ সংস্থার আইন অনুযায়ী বেশ কিছু সংখ্যক গ্রাহকের নিকট নোটিশ দেওয়া হইয়াছে।

Admitted Unstarred Question No. 11
By—Sri Makhan Lal Chakraborty

প্রশ্ন

১। ১৯৮০-৮১ সালে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পে সারা ত্রিপুরায় কতগুলি স্কীম মঞ্জুর করা হইয়াছে। (তাহার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব ও প্রজেক্টের স্থান)

২। ইহা কি সত, যে ৭৯।৮০ সালের খোয়াই বিভাগের নিম্নোক্ত ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প গুলির কাজ এখনোও অর্দ্ধ সমাপ্ত অবস্থায় আছে—

(ক) লক্ষী নারায়ণপুর মাইনর ইরিগেশান।
(খ) দ্বারীকাপুর মাইনর ইরিগেশান।
(গ) কমলপুর মাইনর ইরিগেশান।
(ঘ) চালীতাবাড়ী (ত্রিশাবাড়ী ২ নং) মাইনর ইরিগেশান।
(ঙ) দুর্গাপুর মাইনর ইরিগেশান।
(চ) মাইগঙ্গা মাইনর ইরিগেশান।
(ছ) ঘীলাতলী মাইনর ইরিগেশান।
(জ) কুঞ্জবন ডিপ্ টিউব-ওয়েল।
(ঝ) ছটকী হাউড় (ডুমকী)

৩। সত্য হইলে এই কাজগুলি বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে সমাপ্ত হবে কি?

উত্তর

১। ১৯৮০-৮১ সালে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পে সারা ত্রিপুরায় মোট ২৯টি স্কীম মঞ্জুরের পরিকল্পনা আছে।

২। হ্যাঁ। তবে "ক" হইতে "ছ" পর্য্যন্ত প্রকল্প গুলির পাম্প ১৯৭৯-৮০ সালে চালু হইয়াছে কিন্তু Distribution System কাজ শেষ হয় নাই।

৩। "ক" হইতে "জ" নম্বর প্রকল্পের কাজ এই বৎসর শেষ হইবে।
"ঝ" নম্বর প্রকল্পের কাজ এই বৎসর শেষ করা সম্ভব হইবে না।

১৯৮০-৮১ সালে যে প্রকল্পগুলি তালিকা ভুক্ত হইয়াছে তার বিবরণঃ—

ডিপ্ টিউব ওয়েল স্কীম—	মহকুমা
১। কলাছেরা (মোহনপুর ব্লক)	সদর
২। ছেছুড়ীয়া ,,	ঐ
৩। মধ্য ভুবনবন ,,	ঐ
৪। পাণ্ডবপুর (বিশালগড় ব্লক)	ঐ
৫। সমরবাড়ী (মাতাবাড়ী ব্লক)	উদয়পুর
৬। সাকাবাড়ী (পানীসাগর ব্লক)	ধর্মনগর
৭। সাল সঙ্গম ,,	ঐ
৮। ভগিরাপুর ,,	ঐ
৯। রাধামাধবপুর (কাঞ্চনপুর ব্লক)	ঐ
১০। ভাটের বাজার (কুমারঘাট ব্লক)	কৈলাসহর
১১। [illegible] ,,	ঐ
১২। পশ্চিম করমছেড়া (ছামনু ব্লক)	ঐ

লিফ্‌ট ইরিগেশান স্কীম—

১৩।	চাকমাঘাট (তেলিয়ামুড়া ব্লক)	খোয়াই
১৪।	পদ্মডেপা (মেলাঘর ব্লক)	সোনামুড়া
১৫।	গ্রামতলী ,,	ঐ
১৬।	বড়দোয়াল ,,	ঐ
১৭।	ধনপুর ,,	ঐ
১৮।	পিত্রা (মাতাবাড়ী ব্লক)	উদয়পুর
১৯।	বাঘান বাড়ী (বগাফা ব্লক)	বিলোনীয়া
২০।	পশ্চিম পিলাক ,,	ঐ
২১।	মোহামুনি ,,	ঐ
২২।	মইলক্‌ ডোম (অমরপুর ব্লক)	অমরপুর
২৩।	দর্শী শিবারী (কুমারঘাট ব্লক)	কৈলাসহর
২৪।	রাঙ্গামাটী (অমরপুর ব্লক)	অমরপুর
২৫।	বেলাহার (কুমারঘাট ব্লক)	কৈলাসহর
২৬।	কাচা ছেরা (সালেমা ব্লক)	কমলপুর
২৭।	কামরাঙ্গাতলী (মেলাঘর ব্লক)	সোনামুড়া
	ডাইভারশন স্কীম	
২৮।	দেওছেড়া (পানীসাগর ব্লক)	ধর্মনগর
২৯।	পূর্ব ডুলু ছেড়া (সালেমা ব্লক)	কমলপুর।

Admitted Starred Question No.—15

By—Sri Subal Rudra M.L.A.

Will the Hon'ble Minister In-charge of Fisheries Department be please to State—

প্রশ্ন

১। ১৯৮০-৮১ সালে সারা ত্রিপুরায় জল সেচের জন্য মোট কয়টি সেলো টিউব ওয়েল করার পরিকল্পনা আছে?

২। তন্মধ্যে গত নভেম্বর মাসপর্য্যন্ত কয়টির কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং চালু করার মত অবস্থায় এসেছে।

৩। উপরোক্ত আর্থিক বৎসরে সোনামুড়া মহকুমায় কয়টি সেলো টিউব ওয়েল করার পরিকল্পনা আছে, এবং তন্মধ্যে গত নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত কয়টির কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে তাহার হিসাব?

৪। সোনামুড়া মহকুমায় বর্ত্তমান বৎসরের পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কয়টি সেলো টিউব ওয়েলের কাজ এখনও হাতে নেওয়া হয়নি তার সংখ্যা (গাঁও সভা ভিত্তিক)

৫। সেলো টিউব ওয়েলের স্থান নির্বাচনের দায়িত্ব কোন কর্ত্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত রয়েছে তার বিবরণ।

৬। সোনামুড়া কালীকৃষ্ণনগরে একটি ডিপ টিউব ওয়েল করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না?

৭। থাকিলে তাহা বর্ত্তমানে কি পর্য্যায়ে আছে?

উত্তর

১। ১৯৮০-৮১ সালে সারা ত্রিপুরায় জল সেচের জন্য মোট ২০০ টি সেলো টিউব ওয়েল করার পরিকল্পনা আছে।

২। গত নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত ৮৭টি কাজ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৪টি (বিশালগড়) ব্লকে চালু হইয়াছে। বাকীগুলি এখনোও চালু করার মত অবস্থায় আসে নাই।

৩। সোনামুড়া মহকুমার জন্য সেলো টিউব ওয়েলের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট ভাবে স্থিরী-কৃত নাই। S.F.D.A. এর নিকট হইতে প্রাপ্ত প্রস্তাবের ভিত্তিতে ও কাজের সুবিধা বিবেচনা করিয়া সেলো টিউব ওয়েলের কাজ হাতে নেওয়া হয়।

নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত ১৯টি সেলো টিউব ওয়েল বসানো হইয়াছে।

৪। সোনামুড়া মহকুমার জন্য মোট ৮৪টি সেলো টিউব ওয়েলেরে প্রস্তাব এখন পর্য্যন্ত S.F.D.A. এর নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে ১৯টি সেলো টিউব ওয়েল বসানো হইয়াছে ধনপুরে। বাকী প্রস্তাবগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষাধীন আছে এবং উপযুক্ত বিবেচিত হইলে শীঘ্রই আরম্ভ করা হইবে। তবে চণ্ডিগড়ে যে ৮টির প্রস্তাব পাওয়া গিয়াছে সেগুলি গ্রহণ যোগ্য নয়। বাকী সেলো টিউব ওয়েলগুলি নিম্ন অঞ্চলে অবস্থিত।

(ক) ধনপুর ২৬টি (প্রস্তাবের তারিখ ৩।১২।৮০ ইং)
(খ) মাসীমা ২৯টি (প্রস্তাবের তারিখ ৩।১১।৮০)
(গ) উরমাই ২টি (প্রস্তাবের তারিখ ২১।৪।৮০)

৫। স্থান নির্বাচনের দায়িত্ব S.F.D.A. এর বিভিন্ন কো-অপারেটিভের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে।

৬। হ্যাঁ।

৭। এই নলকূপটি এই বছর খনন করার পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

Admitted Unstarred Question No. 17

By—Sri S. K. Thakur Singha

Will the Hon'ble Minister In-charge of the P.W.D. to pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৭-৭৮ এবং ১৯৭৮-৭৯ সালে খোয়াই তেলিয়ামুড়া রাস্তার মোট কত কিলোমিটার ইট বিছানোর কাজ সম্পন্ন হইয়াছে এবং কত কিলোমিটার শলকে টাপিড এর কাজ সম্পন্ন হইয়াছে,

২। উক্ত রাস্তায় ইট বিছানোর কাজে মোট কত ইট ব্যবহৃত হইয়াছে তার হিসাব,

৩। কোন কোন কন্‌ট্রাকটর এই কাজগুলি করিয়াছেন তাদের নাম এবং কে কত টাকার কাজ করিয়াছেন, তাহার পৃথক পৃথক হিসাব,

৪। এই রাস্তার ১৫ কিলোমিটার হইতে ৩২ কিলোমিটার পর্য্যন্ত অংশটির ইট বিছানো সহ সমস্ত কাজ সম্পন্ন করার জন্য কোন টেণ্ডার আহবান করা হইয়াছে কিনা?

উত্তর

১-৪। তথ্যাদি সংগ্রহ করা হইতেছে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Tripura (Ujjayanta Palace) Agartala on Monday, the 29th December, 1980 at 11 A. M.

PRESENT

Sri Sudhanwa Deb Barma, Hon'ble Speaker in the Chair, the Chief Minister, 7 (Seven) Ministers, Deputy Speaker and 37 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

Mr. Speaker :—আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলিবেন। সদস্যগণ নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জবাব প্রদান করিবেন। শ্রীতপন কুমার চক্রবর্তী।

শ্রীমতিলাল সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীতপন কুমার চক্রবর্তী অনুপস্থিত।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীতরণী মোহন সিনহা।

শ্রীতরণী মোহন সিনহা :—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২০।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২০।

প্রশ্ন

১। ১৯৭৭ইং-এর ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কয়টি বন্দুক এবং ১৯৭৮ইং-এর ১লা জানুয়ারী হইতে ১৯৮০ইং-এর ৩১শে যে পর্যন্ত কয়টি বন্দুকের লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছিল, তার হিসাব ;

২। ১৯৭৭ইং-এর ৩১শে ডিসেম্বরের আগের ও ১৯৭৮ইং-এর ১লা জানুয়ারী হইতে ১৯৮০ইং-এর ৩১শে যে পর্য্যন্ত লাইসেন্স প্রাপ্ত বন্দুকের মধ্যে সরকারী নির্দেশ মত কয়টি বন্দুক সরকারের নিকট জমা দেওয়া হইয়াছে ; এবং

৩। সীমান্তরক্ষী ও অন্যান্য জোয়ানদের দ্বারা উদ্ধারকৃত বন্দুকের মধ্যে লাইসেন্স বিহীন বন্দুক আছে কি ?

উত্তর

১। ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৭৭ইং পর্য্যন্ত—৫৭৬০ টি

১-১-৭৮ইং হইতে ৩১-৫-৮০ইং পর্য্যন্ত ২৯৮ টি।

২। মোট ২১২৮ টি লাইসেন্স প্রাপ্ত বন্দুক জমা দেওয়া হইয়াছে।

৩। হ্যাঁ, মহাশয়।

শ্রীতরণী মোহন সিনহা :—সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যে তথ্য দিয়েছেন তাতে বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর অর্থাৎ ১৯৭৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারীর পর থেকে কয়টি বন্দুকের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আমার আগের জবাবে বলেছি যে ১-১-৭৮ইং থেকে ৩১-৫-৮০ইং পর্য্যন্ত ২৯৮টি বন্দুকের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে, এর পরে আমরা আর কোন ন.তন করে বন্দুকের লাইসেন্স দিচ্ছি না।

শ্রীতরণী মোহন সিনহা :—সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, এই যে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৭৭ইং পর্যন্ত ৫৭৬০টি বন্দুক এবং ১-১-৭৮ইং থেকে ৩১-৫-৮০ইং পর্য্যন্ত ২৯৮টি বন্দুকের লাইসেন্স দেওয়া হল তার মধ্যে মাত্র ২১২৮টি বন্দুক জমা পড়ল তাহলে বাকী যে বন্দুকগুলি এখনও সরকারের খাতায় জমা পড়ল না এবং সেগুলি লাইসেন্স যাদের নামে দেওয়া আছে তারা কোন দলের লোক মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব না, কারণ যখন লাইসেন্স দেওয়া হয় তখন যে ব্যক্তিকে লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে সে ব্যক্তি কোন দলের তা লেখা থাকে না। কিন্তু আমার জবাব হচ্ছে ৫৭৬০ বন্দুকের যে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে তাতে অনেকগুলি অল ইণ্ডিয়া সার্ভিসেস অফিসারদেরকেও দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তারা যখন বদলি হয়ে যান তখন তারা ঐ বন্দুক তাদের নিজের সঙ্গে করে নিয়ে যান। এবং কিছু বন্দুক যেগুলি অকেজো হয়ে পড়েছে সেগুলি বাদ দিলে ঠিক কতগুলি বন্দুক এখন পর্য্যন্ত জমা পড়েনি সে তথ্য আমরা সংগ্রহ করছি।

শ্রীমতিলাল সরকার :—সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, সীমান্তরক্ষী বাহিনী ও আর্মির হাতে কতগুলি বন্দুক উদ্ধার করা হয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—৩৮৪টি লাইসেন্স বিহীন বন্দুক উদ্ধার করা গেছে। তার মধ্যে ৫টি রাইফেল, ৩৭৯টি বিভিন্ন ধরণের বন্দুক, পিস্তল, রিভালভার ইত্যাদি রয়েছে। আর্মি সংগ্রহ করেছে ৩০৫টি, বি, এস, এফ, ১৪টি। আসাম রাইফেল ১০টি এবং ষ্টেট পুলিশ ৫৫টি।

শ্রীতরণী মোহন সিনহা :—সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, যাদের কাছ থেকে বন্দুক উদ্ধার করা হয়েছে বি, এস, এফ ও আসাম রাইফেল প্রভৃতির দ্বারা তারা কোন দলের লোক তা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, সেই তথ্য আমার কাছে নেই। মাননীয় সদস্য জানেন, যে সময়ে বন্দুকগুলি হাজির করতে বলা হয়েছিল তখন সময়টা ছিল দাঙ্গা বিধ্বস্ত সময়, তাই বিশেষ করে উপজাতিদের পক্ষে থানায় এসে বন্দুক জমা দেওয়া অসুবিধা ছিল। সেসব কারণে জমা পড়তে বিলম্ব হয়েছিল। তাই তারা সরাসরি আর্মির কাছে বা বি. এস, এফের কাছে বা আসাম রাইফেলের কাছে জমা দিয়েছে। তাছাড়া এই আন-লাইসেন্সড বন্দুকগুলি সংগ্রহ করার জন্য সরকার পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন যাতে এই সমস্তগুলি জমা

পড়ে ও উদ্ধার করা যায়। ইচ্ছা করে জমা দেওয়া হয়নি এমন সব বন্দুক উদ্ধার করার জন্য সরকার সব রকমের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যগণ অনেক হয়েছে। এই একটি প্রশ্নের উপর আর নয়। মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল দাস।

শ্রীগোপাল দাস :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩০

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩০

প্রশ্ন

১। রাজ্যে সংঘটিত গত জুন মাসের দাঙ্গায় দক্ষিণ ও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় কতগুলি গ্রাম এবং কত লোক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে (জেলা ভিত্তিক উপজাতি ও অউপজাতিদের আলাদা হিসাব);

২। তার মধ্যে আগুনে পোড়া ক্ষতি গ্রস্তদের মধ্যে কত পরিবার এবং লুটতরাজে কত পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে (উপজাতি ও অ-উপজাতি আলাদা হিসাব)?

উত্তর

১। মোট ২০৮টি গ্রাম। তারমধ্যে পশ্চিম ত্রিপুরা ১৩৮টি দক্ষিণ ত্রিপুরা ৭০টি মোট ২০৮টি।

মোট ৩০, ৯০৯ টি পরিবার। তার মধ্যে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায়-

উপজাতি- ৬১১৮ টি পরিবার, অ-উপজাতি-১৩৩৩৯ টি পরিবার।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায়-উপজাতি-৩০৯৭ টি পরিবার। অ-উপজাতি-৮৩৫৫ টি পরিবার।

২। মোট ১৮৩৫১ টি পরিবার আগুনে পোড়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তার মধ্যে

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায়-	দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায়-
উপজাতি-৫৭২১ টি পরিবার।	উপজাতি-২৮২৪ টি পরিবার
অ-উপজাতি- ৬৬০৭ টি পরিবার।	অ-উপজাতি- ৩১৯৯ টি পরিবার।

মোট, ১২,৫৫৮ টি পরিবার লুটতরাজে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তার মধ্যে

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায়-	দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায়-
উপজাতি - ৩৯৭ টি পরিবার।	উপজাতি - ২৭৩ টি পরিবার।
অ-উপজাতি-৬৭৩২ টি পরিবার।	অ-উপজাতি - ৫১৫৬ টি পরিবার।

শ্রী গোপাল দাস : সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, যারা আগুনে ঘরবাড়ী পুড়ে যাওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য সরকার কিরূপ ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী : স্যার, এটা এসেস করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে। তবে এসেসমেণ্ট করতে গিয়ে যারা অ-উপজাতি তাদের ক্ষতির পরিমান এসেস করা যতটা সহজ হয়েছে উপজাতিদের ক্ষতির পরিমান এসেস করতে ততটা হয়নি। কারণ, উপজাতির লোকেরা অনেকেই জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন, ফলে এসেসমেণ্ট পার্টি তাদের খোঁজে পাননি। যাদের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে তাদের ক্ষতির এসেসমেণ্ট করা হয়েছে।

শ্রী গোপাল দাসঃ সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আগুনে পুড়ে যায়নি অথচ দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এমন লোকেদের সাহায্যের জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : স্যার, এরকম ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে সাহায্য দেবার জন্য আমাদের কোন কর্মসূচী নেই। আমরা একমাত্র আগুনে পুড়ে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এমন পরিবারকে আমরা সাহায্যের ব্যবস্থা করেছি। আর যারা লুটতরাজ বা অন্য ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন; তাদের আমরা অন্যভাবে সাহাযোর ব্যবস্থা করছি।

শ্রী গোপাল দাস ঃ দক্ষিণ ত্রিপুরার কয়েকটি জায়গায় বহু পরিবারের ঘড়বাড়ি আগুনে পুড়ে যায়নি অথচ তাদের বাড়ি লুটতরাজ হয়েছে দাঙ্গাবাজদের দ্বারা তাদের ক্ষতিপূরণ দেবার জন্য সরকার বিশেষ কোন বিবেচনা করবেন কি না?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী : স্যার, এ সব ক্ষেত্রে আমরা যে সাহায্য দিচ্ছি সেটা হলো ফুড ফর ওয়ারর্কের কাজ চালু করা। এরূপ ক্ষতিগ্রস্ত লোকেরা ফুড-ফর-ওয়ার্কে কাজে লাগিয়ে তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে পারেন। তবে এরূপ কোন স্পেসিফিক কেস থাকলে সরকার বিবেচনা করে দেখবেন।

মাননীয় অধ্যক্ষঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকারঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এডমিটেড কোশ্চেন নং—৬৭।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তীঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড কোশ্চেন নং ৬৭।

প্রশ্নঃ—

(১) ইহা কি সত্য যে, দাঙ্গা জনিত ধৃতদের অনেকেই প্রাথমিক তদন্তের পর মুক্ত হয়েছেন ?

(২) মুক্ত হলে, তার সংখ্যা কত;

(৩) সমস্ত বন্দীকে মুক্তি দানের জন্য কোন প্রকার দাবী করা হয়েছে কি; এবং

(৪) যদি সত্য হয়, তবে এ সম্পর্কে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহন করবেন ?

উত্তরঃ—

(১) না মহাশয়, ইহা সত্য নহে।

(২) প্রশ্ন উঠে না।

(৩) ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির সমর্থকরা সমস্ত বন্দী উপজাতিদের মুক্তির দাবী জানিয়েছেন;

(৪) বন্দী মুক্তির ব্যাপার আদালতের বিচার্য্য বিষয়। সরকার সমস্ত বন্দী মুক্তি দানে দাবী বিবেচনা করছেন না।

শ্রীমতিলাল সরকারঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই সমস্ত বন্দীদের মুক্তির জন্য যে দাবি উঠেছে সেটা উপজাতি যুব সমিতি ছাড়া আর কোন রাজনৈতিক দল করছেন কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তীঃ—এটা আমার জানা নেই স্যার।

মাননীয় অধ্যক্ষঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার:—স্যার, এডমিটেড কোশ্চেন নং ২৩৬।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী:—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোশ্চেন নং ২৩৬।

প্রশ্ন:—

(১) ১৯৭৭ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ১৯৮০ সালের ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত যে সমস্ত সরকারী ও বে সরকারী ব্যক্তি কলকাতা ও দিল্লীর ত্রিপুরা ভবনে থেকেছেন তাদের থাকা-খাওয়া বাবত কোন বকেয়া আছে কি ?

(২) যদি থাকে তবে মোট বকেয়া টাকার পরিমান কত, বছর ভিত্তিক হিসাব; এবং

(৩) যে সমস্ত ব্যক্তির কাছে থাকা খাওয়া বাবত টাকা পাওনা আছে তাদের নাম ও বকেয়া টাকার পরিমান ? (প্রত্যেকের পৃথক পৃথক হিসাব)।

উত্তর:—

(১) হ্যাঁ, আছে।

(২) মোট বকেয়া টাকার পরিমান হইল টা: ১৮,১২০/৭৫ প:। কলিকাতা ও দিল্লীর ত্রিপুরা ভবনের মোট বকেয়া টাকার পরিমাণ বছর ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেখানো হইল:—

বছর ভিত্তিক হিসাব	কলিকাতা	দিল্লী
১৯৭৭ ইং (১লা এপ্রিল হইতে)	টা: ৬৩০.২৫	টা: ৫৬৭.০০
১৯৭৮ ইং	টা: ৬০৫.৭৫	টা: ৮৭.৫০
১৯৭৯ ইং	টা: ৬৩৮.৫০	টা: ৫১১৮.২৫
১৯৮০ ইং (৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত)	টা: ৪৬৫.৫০	১০,০০৮.০০
মোট	টা: ২,৩৪০/০০	টা: ১৫,৭৮০.৭৫

সর্বমোট টাকা ১৮,১২০/৭৫

(৩) ১৯৭৭ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ১৯৮০ সালের ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত কলকাতা ও দিল্লীর ত্রিপুরা ভবনে থাকা বাবত যে সমস্ত সরকারী এবং বেসরকারী ব্যক্তির নিকট সরকারের যত টাকা বকেয়া পাওনা আছে তাহাদের নাম ও টাকার পরিমাণ পৃথক ভাবে নিম্নে দেওয়া হইল :-

(১) "ত্রিপুরা ভবন" কলিকাতা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	টাকার পরিমাণ
১।	শ্রীঅজয় সিন্হা	প্রাক্তন ডি,এম, পশ্চিম ত্রিপুরা	টা: ১২৫.০০
২।	,, এস,আর, বর্মণ,	প্রাক্তন মন্ত্রী	টা: ১৩৫.০০
৩।	,, ব্রজেশ চক্রবর্তী;	সেক্রেটারী, জনতা পার্টি	টা: ১০০.০০
৪।	,, এম,এম, দেববর্মা,	প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, টি, পি, সি, সি,	টা: ২৫.০০

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	টাকার পরিমাণ
৫।	,, তাপস দে	প্রাক্তন এম,এল,এ,	টাঃ ১৮৫·০০
৬।	,, অমর গুপ্ত	প্রাক্তন সেক্রেটারী, টি, পি, সি, সি	টাঃ ৫৫·২৫
৭।	,, চুনি লাল দাস,	সহকারী শিক্ষক, অভয়নগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়।	টাঃ ৪৭·০০
৮।	,, আর, দেববর্মা,	গৌরাঙ্গ টিলা, তেলিয়া মুড়া	টাঃ ১৩৫·৭৫
৯।	,, ডি, সি, চৌধুরী,	ষ্টাফ শিল্প বিভাগ	টাঃ ১১৪·০০
১০।	,, এন, আর, পাল,	সরকারী বিক্রয় কেন্দ্র	টাঃ ৮২·৫০
১১।	,, চিত্ত রঞ্জন ঘটক,	স্টেনোগ্রাফার, ইরিগেশান এণ্ড ফ্লাড কণ্ট্রোল।	টাঃ ১৭৪·০০
১২।	,, অনিল চন্দ্র দে,	ষ্টেট ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া, প্রতাপগড়।	টাঃ ৩৮·৫০
১৩।	,, অমল সিনহা,	কমিশনার, পেমেণ্ট, মিনিষ্ট্রি অব ষ্টেট গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া, রাঁচী।	টাঃ ১০৮·০০
১৪।	,, পি, কে, বিশ্বাস,	প্রযত্নে : সি, বিশ্বাস, সহশিক্ষক, তালতলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়।	টাঃ ১২১·০০
	প্রযত্নেঃ- সি, বিশ্বাস,	বিদ্যালয়।	টাঃ ১২১·৫০
১৫।	,,জে, পি, জৈন,	সিনিয়ার ইনভেসটিগেটর, সিগেনট কনট্রোলার অফিস, কলিকাতা।	টাঃ ২৪·০০
১৬।	,,এন, কে কুটটি,	প্রাক্তন একাউটটেণ্ট জেনারেল।	টাঃ ৮৪·৫০
১৭।	,,অরূপ নাগ,	সাংবাদিক, লোকসভা।	টাঃ ৫৫·০০
১৮।	,,জে, সি, সরকার,	স্টেনোগ্রাফার প্রযত্নেঃ-কণ্টোলার অব সাপ্লাই, কলিকাতা।	টাঃ ৯২·০০
১৯।	শ্রীমতীকল্পনা রায়	নিম্ন শ্রেণীর কেরাণী,মহাকরণ।	টাঃ ১৪৫·০০
	ত্রিপুরা ভবন কলিকাতা।	মোট টাকার পরিমাণ :	টাঃ ২,৩৪·০০

১।	শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত,	প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী	টাঃ ৯৩৭·৫০
২।	শ্রীমতি লক্ষ্মী নাগ,	প্রাক্তন মন্ত্রী	টাঃ ১,৩৫১·০০
৩।	শ্রীনবীর বর্মণ,	প্রাক্তন মন্ত্রী	টাঃ ৩,৩৯০·০০
৪।	,,[illegible]	আঞ্চলিক প্রচার বিভাগ।	টাঃ [illegible]
৫।	,,মনজুর [illegible],	প্রাক্তন মন্ত্রী।	টাঃ [illegible]
৬।	,,এস, সেনগুপ্ত,	প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।	টাঃ [illegible]·২৫
৭।	,,মনীন্দ্র পাল,	পি, এ, [illegible] মন্ত্রী।	টাঃ ৮১·০০

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	টাকার পরিমাণ
৮।	,,রাধু গুপ্ত,	প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, কংগ্রেস।	টা: ৮৫·০০
৯।	,,সুবল বিশ্বাস,	জনসাধারণ।	টা: ৫৫·২৫
১০।	,,এম, এম, দেববর্মা	প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি।	টা: ৮৫·০০
১১।	,,এস, পাল,	জনসাধারণ।	টা: ৫৫·২৫
১২।	,,নলিনী মজুমদার,	,,	টা: ১৭·০০
১৩।	,,অশোক ভট্টাচার্য,	প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি।	টা: ৮৭·৫০
১৪।	,,সিদ্ধার্থ হাজরা,	ছাত্র।	টা: ৫৯·৫০
১৫।	শ্রীমতি এস, এল, দত্ত,	জনসাধারণ।	টা: ৭২·২৫
১৬।	শ্রীনিরঞ্জন সরকার,	,,	টা: ৭৪২·৫০
১৭।	,,তাপস দে,	প্রাক্তন এম, এল, এ,।	টা: ২১০·০০
১৮।	,,কেপ্টিন এস, আর, দাসগুপ্ত।	১৯-ডি, এইচ, এস, আন্দামান।	টা: ১০৮·০০
১৯।	,,ননী গাঙগুলি,	সহ-শিক্ষক।	টা: ১৩৬·০০
২০।	,,এন, আর, মুখার্জী,	ইনস্পেক্টার।	টা: ২০৫·০০
২১।	,,কে, ডি, মুখার্জী,	সিনিয়র পেইন্টর, শিল্প বিভাগ।	টা: ১৯৫·০০
২২।	,,বিজন চক্রবর্ত্তী,	লেকচারার, সি, ঊি, ঊি, আই,।	টা: ১৬০·০০
২৩।	,,প্রশান্ত সেনগুপ্ত,	মাস্টার ডিজাইনার।	টা: ৬৫·০০
২৪।	,,এস, গন চৌধুরী,	এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার। ইলেকট্রিক্যাল	টা: ৯০·০০
২৫।	,,এইচ, সি, কর,	উপ অধিকর্তা, স্বাস্থ্য বিভাগ।	টা: ৪৬·০০
২৬)	শ্রী ইউ, তুলসি দাস,	অবর সচিব, অসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা মন্ত্রী।	টা: ৫৫·০০
২৭)	,, এস, বি, রায়,	প্রাইভেট সেক্রেটারী, ত্রিপুরা সরকার।	টা: ১৮·০০
২৮)	,, অমর সিনহা।	প্রাক্তন এডিশন্যাল মুখ্যসচিব।	টা: ১৩·৫০
২৯)	,, এস, সি, দাস,।	চাপ্পা অটোমোবাইলস্।	টা: ১৩০·০০
৩০)	মিসেস টি, এস, মূর্তি।	প্রাক্তন মুখ্য সচিবের স্ত্রী।	টা: ৬১·০০
৩১)	শ্রী কে টি, ঈশ্বরয়াণ,।	প্রাক্তন মুখ্য সচিবের অতিথি।	টা: ২৬·০০
৩২)	,, জি, কে, মালাকার।	প্রাক্তন ইঞ্জিনীয়ার, পি, ডবলিউ, ডি,।	টা: ৮·০০
৩৩)	,, এস, সি, রায়,	সহ শিক্ষক।	টা: ৮·০০
৩৪)	,, এস, এন, চৌধুরী	সুপারিন্টেনডেন্ট, স্বাস্থ্য বিভাগ।	টা: ১৬·০০
৩৫)	,, মিহির চৌধুরী।	এসিসটেন্ট ইঞ্জিনীয়ার, পি,	

১)	২	৩	৪
		ডবলিউ, ডি, ।	টা : ৩·০০
৩৬)	,, এইস, সি, ব্যানার্জী,	আর্কিটেক্ট, পি, ডবলিউ, ডি, ।	টা : ৫·০০
৩৭)	,, বি, কে, চৌধুরী ।	এসিসটেন্ট ইঞ্জিনীয়ার, পি, ডবলিউ, ডি, ।	টা : ১৩·০০
৩৮)	,, গৌরাঙ্গ ধর,	,,	টা : ১৯·৫০
৩৯)	,, ডঃ এবং মিঃ ভট্টাচার্য, জি, বি, হাসপাতাল ।		টা : ৬·০০
৪০)	,, কাজল বরণ দেব,	ইভালুয়েশান আগরতলা।	টা : ১৫·০০
৪১)	,, এ, কে, ভট্টাচার্য,	প্রাক্তন এ, ডি, এম, আগরতলা	টা : ৩৯·০০
৪২)	,, বি, ডি, সেনগুপ্ত,	জনসাধারণ	টা : ৪৩·০০
৪৩)	,, আর, সি, চক্রবর্তী,	টি, আর, টি, সি,	টা : ৩৩·০০
৪৪)	,, এম, এল, চৌধুরী,	এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনীয়ার, ইলেক্ট্রিকেল, পি, ডবলিউ, ডি, ।	টা : ৭৫·০০
৪৫)	,, এম, চৌধুরী,	ইউ, ডি, সি, ডি, এম. অফিস ।	টা : ৫৮.০০
৪৬)	মিসেস চন্দ্রিকা দেব চৌধুরী ।	সহকারী শিক্ষক	টা : ৯০·০০
৪৭)	শ্রী এস, এম, আলী,	জেলা বিচারক ।	টা : ১২৭·৫০
৪৮)	,, আর, এন, চৌধুরী,	সার্কেল ইনস্পেক্টার ।	টা : ১২·০০
৪৯)	,, এস, এন, সাহা,	উপ অধিকর্তা, এন, সি, সি,	টা : ৩.০০
৫০)	,, আর, এন, চৌধুরী,	ওভারশিয়ার, পি, ডবলিউ, ডি.	টা : ১২·০০
৫১)	,, আর, এন, চৌধুরী,	জনসাধারণ ।	টা : ৪৫·০০
৫২)	,, এ, কে, ঘোষ,	সি, সি, এফ, ত্রিপুরা	টা : ৫·০০
৫৩)	,, এম, সরকার।	ত্রিপুরা জুট করপোরেশন ।	টা : ৫·০০
৫৪)	,, এস, শ্রীধরণ ।	প্রাক্তন ইঞ্জিনীয়ার পি, ডবলিউ, ডি, ।	টা : ৪·০০
৫৫)	,, ডি, সি, দেবনাথ ।	সুপা রেনটেনডিং ইঞ্জিনীয়ার, পি, ডবলিউ, ডি, ।	টা : ৪·০০
৫৬)	,, বি, দত্ত,	জন সংযোগ ও পর্যটন ।	টা : ১০·০০
৫৭)	,, ইউ, পি, বর্মণ,	জয়েন্ট ডিরেক্টার, ফুড এ্যাণ্ড সি, এস, ।	টা : ৬·০০
৫৮)	,, এস, দত্ত,	জনসাধারণ ।	টা : ৩·০০
৫৯)	,, সুবিমল রায়,	পি, আর, ও, শিল্প ।	টা : ৬৪·০০
৬০)	,, বি, বি, দত্ত,	সেক্রেটারী, শিলং ।	টা : ৯·৭৫
৬১)	,, কে, বি,কে, দেববর্ম্মা । মহারাজা, ত্রিপুরা ।		টা : ১,৬৬৫·০০

১	২	৩	৪
৬২)	শ্রী এম, কে, পাল,	স্টেশান অফিসার, ফায়ার সার্ভিস।	টা : [illegible]
৬৩)	,, এস, কে, পাল,	ত্রিপুরা ফায়ার সার্ভিস।	টা : [illegible]
৬৪)	,, এ, কে, দাস,	ড্রাইভার, স্বাস্থ্য বিভাগ।	টা : [illegible]
৬৫)	,, ডি, কে, দেববর্মা,	ঐ	টা : [illegible]
৬৬)	,, বি, নন্দী,	ঐ	টা : [illegible]
৬৭)	,, জে, কে, সিন্‌হা,	ঐ	টা : [illegible]
৬৮)	,, কে, পি, দত্ত,	প্রাক্তন শিক্ষা অধিকর্তা।	টা : [illegible]
৬৯)	,, বীর জিত সিন্‌হা,	প্রেসিডেণ্ট, ত্রিপুরা যুব কংগ্রেস।	টা : [illegible]
৭০)	,, ডি, রায় চৌধুরী।	যুব কংগ্রেস কর্মী।	টা : ৩৫৩'০০
৭১)	,, হীরালাল দেবনাথ।	ফোরম্যান (এসিসটেন্‌ট)	টা : ৬৪'০০
৭২)	,, মনীন্দ্র ভৌমিক।	প্রেসিডেণ্ট কংগ্রেস (আই), ত্রিপুরা।	টা : ৬৭৫'০০
৭৩)	,, পি, কে, দাস,	প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।	টা : ৩৪৫'০০
৭৪)	,, নরেন্দ্র পাল,	গাঁও পঞ্চায়েত, মাতাইবাড়ী, ত্রিপুরা।	টা : ১১২'০০
৭৫)	,, শিবচন্দ্র দেববর্মা,	ছাত্র।	টা : ৩৫'০০
		" ত্রিপুরা ভবন " দিল্লী— মোট টাকার পরিমাণ—	টা : ১৫,৭৮০'৭৫
সর্বমোট টাকার পরিমাণ —		ত্রিপুরা ভবন কলকাতা এবং দিল্লী	—টা : ১৮,১২০'৭৫

শ্রীকেশব মজুমদার :—আমরা দেখি যে ১৯৭৭ইং সাল থেকে গত সাড়ে চার বছরে সরকারের এতগুলি টাকা বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে বাকী পড়ে আছে। কাজেই তাদের থেকে টাকা আদায় করার জন্য সরকার থেকে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং যদি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হয়ে থাকে, তবে কবে পর্য্যন্ত এইসব বাকী টাকা আদায়ের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিবেন, মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—অনেকের কাছে বকেয়া পাওনা আছে, কিন্তু তারা সেই টাকাটা দিচ্ছেন না। তাই আমরা তাদেরকে নোটিশ দেওয়ার জন্য বলেছি। নোটিশ পাওয়ার পর যারা টাকা না দেয়, তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রীখগেন দাস :—ত্রিপুরা ভবনে যারা থাকেন, তাদের সেখানে বাকীতে থাকার কোন ব্যবস্থা আছে কিনা অথবা সরকারের এমন কোন আইন আছে কিনা যে যারা ত্রিপুরা ভবনে থাকতে চান, তাদেরকে থাকতে দিতে হবে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—যারা ত্রিপুরা ভবনে ছিলেন, তারা বিশেষ একটা রুলিং পার্টি থেকে

ছিলেন এবং তারা এই সব ভবনগুলি পরিচালনা করেছিলেন। ত্রিপুরা ভবনে থাকতে হলে যে টাকা দিতে হয়, এই রকম নিয়মকানুন তাদের জানা আছে কিনা, আমি জানি না। কাজেই এই সম্পর্কে আমাদের সরকারের নতুন করে কিছু বলার আছে কিনা, তা আমার জানা নেই। এখন হয়তো, আমাদের পুনঃ বিকল্প ব্যবস্থা দিতে হবে। মাননীয় সদস্যদের নিশ্চয় এটা জানা আছে যে এই সব ভবনে যারা থাকেন, তাদের মতো ভদ্রলোকদের জোর করে বের করে দেওয়া যায় না, কারণ তারা ছিলেন তখনকার রুলিং পার্টির সদস্য। কাজেই সরকার আশা করেন যে তারা নিয়ম কানুন মেনেই চলবেন, কারণ তারাই এক সময়ে এই সব নিয়ম কানুন তৈরী করেছিলেন।

শ্রীসুবল রুদ্র :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই বকেয়া টাকা পাওনার যে লিষ্ট এখানে পড়ে শুনালেন, তার মধ্যে সি, পি, এমের প্রাক্তন কোন মন্ত্রী ছিলেন কিনা. জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—না, এর মধ্যে সি, পি. এমের কোন প্রাক্তন মন্ত্রী বা সদস্য নেই।

শ্রীবিমল সিনহা :—ভারতবর্ষে কংগ্রেস (আই) হচ্ছে একটা জাতীয় পার্টি এবং ষ্টেট লেভেলের অনেক কর্মকর্তা ঐ ত্রিপুরা ভবনগুলিতে ছিলেন, যাদের কাছে এখনও অনেক টাকা পাওনা আছে। কাজেই যারা এই ভবনগুলিতে থেকেছেন তাদের কাছে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর এমন কোন নির্দেশ ছিল কিনা যে এই রকম বকেয়া বাকীর সৃষ্টি কর এবং এই সম্পর্কে আমাদের সরকার থেকে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—না।

শ্রীখগেন দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই এই সব মহামান্য ব্যক্তিদের তো আর রাতারাতি ভদ্রলোক তৈরী করা যাবে না। কাজেই আমরা জানি যে এই সব ভবনে থাকতে হলে সীট রেন্ট এ্যাডভান্স দিতে হয়—যেমন শিলংএ এ্যাডভান্স দেওয়ার রীতি আছে। কাজেই এই সব ভবনে যারা থাকবেন তাদের থেকে এ্যাডভান্স রেখে তারপর জায়গা দেওয়া হবে, এই রকম কোন করার কথা সরকার চিন্তা করছেন কিনা, মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে আগামী এপ্রিল মাসে দিল্লীতে আমাদের নতুন ত্রিপুরা ভবন খোলা হচ্ছে। তাই সেখানে যাতে এই ধরণের অসুবিধার সৃষ্টি না হয়, সেজন্য নতুন আইনকানুন কিছু করা যায় কিনা, সেটা আমরা চিন্তা করছি। মাননীয় সদস্যরা এটাও জানেন যে দিল্লী অথবা কলকাতার যে ভবনগুলি আছে, সেগুলি রাখা হয় আমাদের সরকারী অফিসারদের জন্য। কিন্তু অনেক সময় দেখা গেছে যে সেখানে তাদের জায়গা হয় না, তাদের হোটেলে উঠতে হয়। আমরা আরও দেখেছি যে গুরুত্বপূর্ণ সুপ্রিম কোর্টের মামলায় আমাদের এ্যাডভোকেটরা সেখানে গিয়েছিল, কিন্তু তাদেরকে সেখানে জায়গা দেওয়া যায় নি, তাদেরকে হোটেলে থাকতে হয়েছে। কারণ ঐ সমস্ত লোক আগের থেকে দিনের পর দিন, সেই সব জায়গা দখল করে রেখেছিল। কাজেই এই সব ভবনগুলি

যাতে একটা সরাই খানায় পরিণত না হয়, সেজন্য এপ্রিল মাসে নূতন ভবনে যাওয়ার আগেই নূতন আইনকানুন কিছু করা যায় কিনা, সেটা আমরা দেখব।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই অনেক জরুরী কাজে অথবা মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে অনেক রোগী কলকাতার ত্রিপুরা ভবনে গিয়েও জায়গা পায়না, অথচ এরকমও দেখা যাচ্ছে যে অনেকের কাছে বকেয়া পাওনা পাওয়া যাচ্ছে না। কাজেই এই রকম কোন অভিযোগ সরকারের কাছে আছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলতে পারেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী:—স্যার, এটা ঠিক নয়। ঠিক নয়, এজন্য যে যদিও ত্রিপুরা ভবনে জায়গা অনেক কম, তবুও আমরা অধিকাংশ রোগীকে সেখানে থাকতে দিয়েছি। তবে এটা ঠিক যে তাদেরকে অনেকেরই বারান্দায় থাকতে হয়েছে। কারণ ঐ ভদ্রলোকেরা আগের থেকে ভাল ঘরগুলি আটকে রেখে দিয়েছিল। তবু আমি নির্দেশ দিয়ে দিয়েছি যে কাউকে যেন ফেরত না দেওয়া হয়, বারান্দায় থেকেও তারা যাতে চিকিৎসার ব্যবস্থা পেতে পারে। কিছু দিনের মধ্যেই কলকাতায়ও ত্রিপুরা ভবনের জন্য একটা ভাল ব্যবস্থা হচ্ছে, আর সেটা হয়ে গেলে প্রচুর স্থান সেখানে পাওয়া যাবে, তখন সেখানে অনেক রোগী, অনেক খেলোয়ার সেখানে থাকতে পারবেন। আগে তো এই সব জায়গাতে রাজ্য মন্ত্রী ছাড়া আর কেউ থাকতে পারতো না। কিন্তু আমরা বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর গরীব মানুষেরাও সেখানে থাকবার জায়গা পাচ্ছে। আমরা একটা চিন্তা করছি যে একটা টাকা দিয়েও সেখানে থাকার জায়গা দিতে পারি কিনা। কাজেই আমি আশ্বাস দিতে পারি যে ত্রিপুরা ভবনে আমাদের গরীব মানুষেরও জায়গা হবে, কাউকে ফেরত আসতে হবে না।

শ্রীকেশব মজুমদার :—দেখা যাচ্ছে কারো কারো কাছে ৩|৪ হাজার টাকা বকেয়া পাওনা পড়ে আছে। দিল্লী এবং কলকাতার ত্রিপুরা ভবনে দেখা যাচ্ছে এক একজন ৬|৮ মাস ধরে যেন নিজের বাড়ী ঘরের মতো দখল করে আছে। কাজেই কেউ যেন একটা নির্দিষ্ট সময় সীমার বেশী না থাকতে পারে, তার জন্য প্রয়োজনীয় আইনকানুন তৈরী করার কথা মাননীয় মন্ত্রী মশাই চিন্তা করছেন কিনা, জানতে পারি কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—বেশী দিন থাকার জন্য বেশী টাকা দিতে হবে এবং যাদের পকেটে বেশী টাকা পয়সা আছে, তারাতোও দিতে পারবে। কাজেই অন্য কোন নিয়মকানুন করা যায় কিনা, সেটা আমরা দেখব।

শ্রীবিমল সিন্হা:—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, রাষ্ট্রপতি শাসন কায়েম করার জন্য এবং দলীয় কোন্দল মেটানোর জন্য যারা সেখানে ত্রিপুরা ভবনে গিয়ে বসে থাকবেন কংগ্রেস (ই) লোকজন এবং এক একজন ৩|৪ হাজার টাকার বিল তুলবেন এবং সেটা দীর্ঘদিন পরে থাকবে অথচ নোটিশ দেওয়া হবেনা এটার কারণ কি ? নোটিশ দেওয়া হচ্ছেনা আদায়ের চেষ্টাও করা হচ্ছেনা। এ ব্যাপারে আমলাদের সংগে তাদের কোন আণ্ডারস্ট্যানডিং আছে কি না এটা সরকারের জানা আছে কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী:— মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা ঠিক নয়। কে কি উদ্দেশ্যে দিল্লী যাচ্ছেন। কাজেই এই সম্পর্কে মাননীয় সদস্য যা বলেছেন তা ঠিক নয়।

মিঃ স্পীকারঃ- শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নং ৪৭, হোম ডিপার্টমেণ্ট ।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তীঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চাচন নং ৪৭ ।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য ত্রিপুরা থেকে চোরাই পথে বাংলাদেশে গরু মহিষ পাচার হয়েছে ; এবং	১। হ্যাঁ
২। যদি সত্য হয়, তাহা হইলে উহা বন্ধ করার কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?	২। ত্রিপুরা সিকিউরিটি অ্যাক্টের ২৪ (১) ধারামতে ত্রিপুরা বাংলাদেশ সীমান্তের এক মাইলের মধ্যে গরু মহিষ চলাচলের ব্যাপারে বাধা নিষেধ আরোপ করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া বি.এস.এফ. পুলিশ ও চৌকিদারদের গরু মহিষ পাচার বন্ধ করার ব্যাপারে সতর্কিত করা হইয়াছে। উপযুক্ত জিনিষপত্র দিয়া গ্রাম্য রক্ষী বাহিনী গঠন করা হইয়াছে। বি.ডি.আর এবং বি এস এফ এর মধ্যে মাঝে মাঝে ফ্লেগ মিটিং করা হয়। এই ব্যবস্থা কিছুটা ফলপ্রসু হয়েছে।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথঃ—সাপলিমেণ্টারী স্যার, এই সীমান্ত এলাকায় যে বি এস এফ ও পুলিশ নিযুক্ত করা হয়েছে তাদের একটা অংশ পাচারের সঙ্গে যুক্ত আছে কিনা সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তীঃ— মাননীয় স্পীকার, স্যর, এই রকম কোন তথ্য আমাদের কাছে নেই।

মিঃ স্পীকারঃ—শ্রীবাদল চৌধুরী ।

শ্রীবাদল চৌধুরীঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৭১, হোম ডিপার্টমেণ্ট।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তীঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৭১ ।

প্রশ্ন

(১) ত্রিপুরা রাজ্যে কোন কোন মিশনারী সংগঠন কাজ করছে ?

উত্তর

(১) ত্রিপুরা ব্যাপ্টিস্ট খৃস্টান ইউনিয়ন, অরুন্ধতীনগর। জোরাম ব্যাপ্টিস্ট মিশন, মিজোরাম। রোমান ক্যাথলিক চার্চ মরিয়ম নগর। ইভান জেলিকেল ফ্রি চার্চ অফ ইণ্ডিয়া, দারচে, ফটিক রায়। ইউনাইটেড পেণ্টে কোস্টাল চার্চ ইউনিট, দারচে ।

প্রশ্ন

(২) এইসব বিদেশী মিশনারীরা যে রাজ্য থেকে টাকা সংগ্রহ করার তথ্য রাজ্য সরকারের নিকট আছে কি ?

উত্তর

(২) এইসব মিশনারীরা তাহাদের আন্তর্জাতিক কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি হইতে টাকা সংগ্রহ করে থাকে।

প্রশ্ন

(৩) বাংলাদেশে ট্রেনিং দেওয়ার ব্যাপারে উপজাতি যুব সমিতি, এম, এন, এফ, মিশনারীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার ব্যাপারে কোন তথ্য রাজ্য সরকারের কাছে আছে কি ?

উত্তর

(৩) হ্যাঁ।

শ্রীবাদল চৌধুরীঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই যে ত্রিপুরায় দাঙ্গা ঘটে গেল দাঙ্গার পূর্বে ২১শে ফেব্রুয়ারী ও ২৮শে মার্চ মাসে শিলং এ যে ফোরামের মিটিং বসে সেখানে খৃস্টানদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা সম্পর্কে কোন তথ্য রাজ্য সরকারের কাছে আছে কিনা।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তীঃ—ফোরাম, এই অঞ্চলের যে পার্টিগুলি ফোরামের সঙ্গে যুক্ত আছে তাদের অধিকাংশ সদস্যই মিশনারীদের সঙ্গে যুক্ত। এই বিষয়ে সরকারের কোন সন্দেহ নাই। উপজাতি পত্রিকা 'চিনিকক্' থেকে সরকার এটা মনে করেন যে এই ফোরামের সিদ্ধান্তের সঙ্গে উপজাতি যুব সমিতি যে সব আন্দোলন করছে সেগুলির যথেষ্ট সম্পর্ক রয়েছে।

শ্রীবাদল চৌধুরীঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, দাঙ্গার অনেক আগে থেকে মান্দাইয়ে অনেক খৃস্টান মিশনারী লোক গিয়েছিলেন এবং সেখানে অনেক উপজাতিকে তারা দীক্ষিতও করেছিলেন এবং এর পরবর্ত্তী সময়েই দাঙ্গা হয়েছে। কাজেই কারা দীক্ষিত হয়েছিলেন সে তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তীঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, কারা মান্দাইতে দীক্ষিত হয়েছিলেন বা দাঙ্গায় যুক্ত আছেন সেটা মামলায় বিবেচনাধীন আছে। সেটা আলাদাভাবে প্রশ্ন করলে তথ্য উপস্থিত করা যেতে পারে। তবে ১৯৭৮ ইং সনে এই মান্দাইতে ৩০ জন উপজাতি যুবককে খৃস্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল। সেই তথ্য সরকারের কাছে আছে।

শ্রীবাদল চৌধুরীঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই যে উপজাতি যুব সমিতি তারা যে সমস্ত খৃস্টান মিশনারী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত সেই খৃস্টান মিশনারী গুলির যে সমস্ত আন্তর্জাতিক সংস্থা রয়েছে তাদের কাছ থেকে এই সময়ের মধ্যে টাকা পয়সার সাহায্য কি পরিমাণ এসেছে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা !

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তীঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই সম্পর্কে প্রশ্নটার জবাব দেওয়া সম্ভব নয়। আলাদা করে প্রশ্ন করলে জবাব দিতে পারি। তবে এই মিশনারীদের সম্পর্কে একভদ্রলোক এক প্রবন্ধ লিখেছেন যে ত্রিপুরায় খৃষ্টান ধর্মে ৪ লক্ষ উপজাতিকে ধর্মান্তরিত করা যেতে পারে এবং তার জন্য বিশপকে আরও বেশী করে জিনিসপত্র পাঠাতে হবে। এখানে উপজাতি যুব সমিতির লোকেরা ভাল কাজ করছে। আরেকটা চিঠি আছে তাতে বলা হয়েছে যে এতদিন

চার্চের ধারণা ছিল রাজনীতি করা উচিত নয়। সে ধারণা ভুল। এখন এখানে আমাদের বেশী করে রাজনীতি করা দরকার। আমাদের এখানে চার্চের কয়েক জন সদস্য নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন। তার মধ্যে রাউকুমার রিয়াং একজন বিধায়ক, পঞ্চায়েত প্রধানের নামও রয়েছে যারা কোন চার্চের অন্তর্ভুক্ত। এই সব উপজাতিদের চার্চের সংগে ঘনিষ্ট যোগাযোগ আছে সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। অর্থের ব্যাপারে লিখেছে যে আন্তর্জাতিক মিশনারী সংস্থা থেকে লণ্ডন এবং নিউজিল্যাণ্ডের মারফত আসলে সেটাকে ভারতীয় মুদ্রায় রূপান্তরিত করা হবে। কোন অসুবিধা হবে না। চার্চের মাধ্যমে টাকা আসছে এবং পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়ছে সেই বিষয়ে সরকারের সতর্ক দৃষ্টি রয়েছে। তবে একটা জিনিস সব চার্চই যে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করছেন সেটা ঠিক নয়। যেমন আমাদের এখানে মাদার টেরেসাকে আমরা লক্ষ টাকার সম্পদ দিয়েছি যেখানে নিরাশ্রয় শিশুদেরকে দেখাশুনা করা হচ্ছে। কাজেই সব চার্চের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ নয়। তাদের মধ্যে একটা অংশ উপজাতি যুব সমিতির সংগে যুক্ত।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী :—ষ্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭।

প্রশ্ন

১। ১৯৮০-৮১ সালে ভূমি ও জল সংরক্ষণ প্রকল্পের আওতায় সারা ত্রিপুরায় কত জমি আনা হবে, তাহার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব ;

২। ইহা কি সত্য যে এই প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে রূপায়ণের জন্য সরকার আলাদা দপ্তর খোলার পরিকল্পনা করেছেন ; এবং

৩। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে কবে পর্য্যন্ত তাহা কার্য্যকরী হবে ?

উত্তর

মোট ৫৮০০ হেক্টর জমি ভূমি ও জল সংরক্ষণ প্রকল্পের আওতায় আনা হবে বলে আশা করা যায়। তাহার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

উত্তর ত্রিপুরা

বিভাগ	সরকারী খাস জমি	জোত জমি	মোট
ধর্মনগর	৮৭০	১৮০	১০৫০
কৈলাসহর	২৩৪	১৩০	৩৬৪
কমলপুর	৪৬	৩৭০	৪১৬
	পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা		
সদর	৪৩০	২৯০	৭২০
খোয়াই	৪০	১০০০	১০৪০
সোনামুড়া	৫০	৪৮০	৫৩০
	দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা		
উদয়পুর	২৫০	১৮০	৪৩০
অমরপুর	২০০	২৭০	৪৭০
বিলোনীয়া	৩০	৪৭০	৫০০
সাবরুম	৮০	২০০	২৮০
মোট	২২৩০	৩৫০০	৫৮০০

২। হ্যাঁ, এটা বিবেচনাধীন আছে।

৩। তারিখ এখনও ঠিক হয় নি।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানিয়েছেন, মোট ৫৮০০ হেক্টর জমি ভূমি ও জল সংরক্ষণের আওতায় আনা হবে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন এই হিসাব গাঁও সভা ভিত্তিক?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, এই ভূমি এবং জল সংরক্ষণ বিভাগ ভিত্তিক কাজ। এটা গাঁও সভা ভিত্তিক হয় না। কোন জায়গায় কিভাবে কাজ হাতে নেওয়া হয় সেটা সার্ভে করে ঠিক করা হয়। সার্ভের কাজকে এখনও আমরা পুরোপুরি শক্তিশালী করতে পারি নি। যার জন্য সব মহকুমায় সমান ভাবে আমরা নিতে পারি নি। তবে চেষ্টা করব, গাঁও সভাকে ইন-ভলভ্ করা যায় কিনা।

শ্রীকেশব মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানাবেন কি যে, সেচ প্রকল্প গ্রহণ করার আগে সার্ভে করার ব্যবস্থা করা হয় কিনা? কারণ আমরা অতীতে দেখেছি, সার্ভে না করেই এইসব স্কীম হাতে নেওয়া হত। যার জন্য এই সব স্কীম কখনো সাকসেস্ফুল হয়নি টাকা খরচ হওয়া সত্বেও। তাই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বলছি, উপযুক্ত সার্ভের ব্যবস্থা করেই যেন এই সব স্কীম হাতে নেওয়া হয়।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় সদস্য যে কথা বলেছেন তাতে আরো তিন বছর অপেক্ষা করতে হবে। তবে এই কথা বামফ্রন্ট সরকার জানেন তাই কাজ ও সার্ভে এক সংগেই চলছে।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী :—আমরা দেখেছি যে, যে সব কর্মীদের দিয়ে কাজ করানো হয়েছিল তাদের টাকা দেওয়া হয়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, আলাদা দপ্তর খোলার কথা বিবেচনা করা হচ্ছে। এটা কবে নাগাদ হবে তা জানাবেন কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, মাননীয় সদস্য যদি কোন স্পেসিফিক কথা জানা থাকে যে, কাজ করিয়ে টাকা দেওয়া হয় নি তবে তিনি তা জানাতে পারেন। আর দপ্তর কবে খোলা হবে তার তারিখ এখনও ঠিক হয় নি।

শ্রীবিমল সিনহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে হিসাব এখানে দিয়েছেন তা ভুল আছে। যে এই ভুল তথ্য কেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে পেশ করল তার খোঁজ করবেন কি? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কমলপুরের কথা বলেছেন, সেখানে নাকি খাস জমি ৪৬ হেক্টর। কিন্তু আমরা জানি, একমাত্র বিলাসছড়াতেই পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ৭৫ হেক্টর জমির। এখন পর্য্যন্ত কমপ্লিট হয়েছে মোর দেন ৪০ হেক্টর। তাই এই ভুল তথ্য পরিবেশনের মানে কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, এটা এক্ষুনি আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। তবে অনুসন্ধান করে বলা যেতে পারে। মাননীয় সদস্যের আরো একটি তথ্য আমি দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে, সু এবং ভূমির যে হিসাব আমি এখানে দিলাম তা হচ্ছে কৃষি দপ্তরের। এছাড়া বন দপ্তরের বিরাট পরিকল্পনা রয়েছে। বন দপ্তর থেকে আরো মোট ২১৩৩·১৫ হেক্টর জমি

এই প্রকল্পের আওতায় এনেছে। এবং তাতে আমাদের আনুমানিক কয়েক কোটি টাকার মত খরচ হবে।

শ্রীভবানীমোহন সিনহাঃ—মন্ত্রী মহোদয় যে জেলা ভিত্তিক হিসাব দিলেন তাতে দেখতে পাচ্ছি, ১০টি জেলার মধ্যে মাত্র ২২৩ হেক্টর জমি ও ৩৫১৫ জমির কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এলাকায় এলাকায় তারতম্য রয়েছে। এই তারতম্য দূর করার কোন ব্যবস্থা সরকার থেকে গ্রহণ করেছেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :- স্যার, আমি আগেই বলছি, এটা এলাকা ভিত্তিক ভাবে করার প্রশ্ন নয়। কম খরচে কি করে বেশী ফল পাওয়া যায় সে ভিত্তিতেই এই প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এবং সার্ভে করেই এই সব কাজ করা হয়। তবে সার্ভে ওয়ার্কটাকে যদি আমরা আরো শক্তিশালী করতে পারি, তাহলে বিভিন্ন জায়গায় এই প্রকল্পের কাজ আরো বাড়াতে পারব।

শ্রী বরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিং :- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন এই কাজটা বিভাগ ভিত্তিক এলাকা ভিত্তিক নয়। এই যে সার্ভে করে কাজ করা হয় এই সার্ভে ওয়ার্কের জন্য কত কর্মী নিযুক্ত আছেন এবং সয়েল ও ওয়াটার কনজারভেশনের ব্যাপারে টোটাল কত কর্মী নিযুক্ত আছেন তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :- স্যার, কত জন কর্মী নিযুক্ত আছেন তা আমি এখনই বলতে পারছি না। তবে কৃষি দপ্তর বি, ডি, সি, কে ইনভলব করেছেন। তার ভেতরেও কর্মী রয়েছেন। তবে কর্মীর সংখ্যা কম বলে সব জায়গায় কাজ আরম্ভ করা যায় নি।

মিঃ স্পীকার :- কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি সেইগুলির লিখিত এবং তারা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ করছি।

মিঃ স্পীকার :- আমি শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস মহোদয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশে বিষয়বস্তু হলো -

"গত ২৮শে ডিসেম্বর ধর্মনগর ষ্টেট ফুড ষ্টোর-এর শ্রমিকদের বাড়ীতে ঢুকে দুর্বৃত্তগণ কর্তৃক আক্রমণের ফলে বিষ্ণু দে ও চৌধুরী, শংকর সাহানী, নারায়ণ পাশোয়ান, বাহাদুর সাহানী এবং রাণী কুমারী প্রভৃতি শ্রমিকদের গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্ত্তি হওয়া সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, আমি ৩১শে ডিসেম্বর এ সম্পর্কে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :-মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এ সম্পর্কে ৩১শে ডিসেম্বর বিবৃতি দেবেন। আমি আরও একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রী রশিরাম দেববর্মার নিকট থেকে পেয়ে

নোটিশটির বিষয়বস্তু হচ্ছে—

"গত ২৭শে ডিসেম্বর সিধাই থানা এলাকায় মাইখর গ্রামের উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের প্রাথমিক কমিটির সম্পাদক কৃষ্ণ মোহন দেববর্মার দুর্বৃত্তদের হাতে খুন হওয়া সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী রসিরাম দেববর্মা কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্যে আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তীঃ—স্যার, আমি এ সম্পর্কে ৩০শে ডিসেম্বর বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকারঃ—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এ সম্পর্কে ৩০শে ডিসেম্বর বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছেন। আরো একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো—

"গত ১৬ই ডিসেম্বর মনুবাজার হাইস্কুলে হেডমাস্টারের কোয়ার্টারে উক্ত স্কুলের হেড মাষ্টারের উপর এবং একটি ছাত্রের উপর এসিড নিক্ষেপ সম্পর্কে"।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষনী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়াব জন্যে আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি অমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী:—স্যার, আমি এ সম্পর্কে ৩১শে ডিসেম্বর বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার:—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এ সম্পর্কে ৩১শে ডিসেম্বর বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছেন। আমি আরো একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো—

"গত ১৫ই ডিসেম্বর বিশালগড থানার দক্ষিণ কেন্দানিয়া গ্রামের অগ্নিকুমার দেববর্মার বাড়ী এবং উত্তর কেন্দানিয়া গ্রামের শান্তি রঞ্জন দত্তের বাড়ীতে ভয়াবহ ডাকাতি সম্পর্কে"।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আবার পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী:—স্যার, এ সম্পর্কে আমি ৩০শে ডিসেম্বর বিবৃতি দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার:—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এ সম্পর্কে ৩০শে ডিসেম্বর বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছেন। আরো একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ আমি মাননীয় সদস্য শ্রীগোপালচন্দ্র দাস মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো—

"দাঙ্গা বিধ্বস্ত মহারাণী অঞ্চলে শরনার্থীরা নিজ নিজ বাড়ীঘরে ফিরে যাবার প্রায় ৩ মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও এখন পর্য্যন্ত মহারাণী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি না খোলার দরুন জনজীবনের তীব্র দুর্ভোগ সম্পর্কে"।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমাকে পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী:— স্যার, এ সম্পর্কে আমি ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার:— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এ সম্পর্কে ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছেন।

মি: স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল চন্দ্র দাস মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ৮ই সেপ্টেম্বর সমরেন্দ্র দাস নামক জনৈক উন্মাদ ব্যাক্তিকে আগরতলা পূর্ব থানা লকআপে অমানুষিক নির্য্যাতন সম্পর্কে।"

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল চন্দ্র দাস মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ, "গত ৮ই সেপ্টেম্বর সমরেন্দ্র দাস নামক জনৈক উন্মাদ ব্যক্তিকে আগরতলা পূর্ব থানা লকআপে অমানুষিক নির্য্যাতন সম্পর্কে," এর উপর আমি বিবৃতি দিচ্ছি।

গত ৮ই সেপ্টেম্বর ৮০ইং রাত্রি প্রায় ৯-১৫ মি: অমরপুরের ফিসারী অফিসার শ্রী অহীন্দ্র ভট্টাচার্য্য অমরপুরের রাং- কাং এর জনৈক সমরেন্দ্র দাসকে (পিতা মৃত মহেশ দাস) পূর্ব আগরতলা থানায় নিয়া আসেন এবং বলেন শ্রী দাস একজন উন্মাদ এবং উন্মত্ত (ভায়োলেন্ট) ফিসারী অফিসার জি, বি. হাসপাতালের মেডিকেল অফিসারের রিপোর্টও দেখান মেডিকেল অফিসার তাহার রিপোর্টে শ্রী সমরেন্দ্র দাসকে পুলিশ হেপাজতে রাখার সুপারিশ করেন। শ্রীদাস একজন সরকারী কর্মচারী। পূর্ব আগরতলা পুলিশ ঘটনাটি জি,জি,অন্তর্ভুক্ত করে এবং শ্রীদাসকে লুনাটিক এ্যাক্ট এর ১৩ ধারা অনুসারে হেপাজতে রাখে। পূর্ব আগরতলায় কোন পুলিশ লক আপ না থাকায় শ্রী দাসকে রাত্রি ১২ টায় পূর্ব আগরতলা থানা থেকে পশ্চিম আগরতলা থানায় প্রহরাধীনে প্রেরণ করা হয়। পরদিন অর্থাৎ ৯-৯-৮০, ইং বেলা ১২-৩০ মি: শ্রী দাসকে পশ্চিম আগরতলা থানা থেকে আদালতে উপস্থিত করার জন্য আবার প্রহরাধীনে পূর্ব আগরতলা থানায় আনা হয়। ৯-৯-৮০ইং ১-৩০ মি: পূর্ব আগরতলা থানা থেকে শ্রী দাসকে সাদর এস. ডি. এমের আদালতে উপস্থিত করে তাহাকে জেল হেফাজতে রেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য আবেদন করা হয়। পূর্ব আগরতলা পশ্চিম আগরতলা পুলিশ লক আপ এ সমরেন্দ্র বাবুকে প্রহার করার অভিযোগ সত্য নহে।

শ্রী নকুল চন্দ্র দাস :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে, তাকে ৮ তারিখ রাত্রি ১২টায় পশ্চিম আগরতলা থানাতে পাঠানো হয়। সেই থানাতে পাঠানোর

আগে ৯ টার সময় ভর্ত্তি করানো হয়। থানাতে যে লক আপ এ তাকে রাখা হয়, প্রথম দিকে তিনি ভায়োলেণ্ট ছিলেন, কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে তিনি সুস্থ হয়ে উঠেন। ঠিক এমনি সময়ে থানা লক আপ এ দুটি মেয়ে মানুষকে নিয়ে আসা হয় এবং ২টি পুলিশ তাদের উপর পাশবিক অত্যাচার করে। সমরেন্দ্র দাস এই ঘটনার প্রতিবাদ করেন। তারই প্রতিবাদে সমরেন্দ্র দাসকে নির্য্যাতন করা হয়। রড দিয়ে তার পিঠে আঘাত করা হয় এবং তার সারা পিঠের চামড়া উঠে যায় এবং চেয়ারে বসিয়ে পায়ের উপর বন্দুকের নালা দিয়ে প্রহার করা হয় এবং তার পা দুটো ফুলে যায়। এই অবস্থায় আমি এবং মাননীয় কারামন্ত্রী সহ ১৩ তারিখে জেলে তাকে দেখতে যাই। কারামন্ত্রীর সামনে তাকে হাজির করা হয় এবং ডাক্তার বলেন যে, যখন তাকে এখানে ভর্ত্তি করা হয় তখন তার দেহে এই সমস্ত ক্ষত চিহ্ন আমরা দেখতে পাই এবং তার চিকিৎসা করি। এই যে অবস্থা, রাত্র ১০টার পর থানাগুলি নরকে পরিনত হয়ে যায়, ডিপো অব দি ক্রাইমে পরিণত হয়ে যায়। রাত ১০ টার পর সেখানে পুলিশ অফিসাররা, যারা কর্ত্তব্যে থাকেন, তারা কতজন সামাজিক জীব থাকেন এ সম্পর্কে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে বলেছেন, নির্যাতন করা হয় নি এটা সব মিথ্যা। কাজেই আমার পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান হচ্ছে থানাতে তাকে যে নির্যাতন করা হয়েছে, যা আমি এবং মাননীয় কারামন্ত্রী দেখে এসেছি, এ সম্পর্কে তদন্ত করাবেন বলেছিলেন, এ সম্পর্কে তদন্ত করানো হয়েছে কিনা এবং করা হয়ে থাকলে, তার কি রিপোর্ট পেয়েছেন সেটা তিনি হাউসে উপস্থিত করুন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, আমি মাননীয় সদস্যের বক্তব্যে বুঝতে পারলাম না যে এটা পূর্ব থানা না পশ্চিম থানাতে হয়েছিল?

শ্রী নকুল দাস :- পূর্ব থানায় স্যার।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা খুবই গুরুতর অভিযোগ। আমরা সরকারে আসার পরে বেশ কয়েক বার পুলিশকে বলেছি যে একবার গ্রেপ্তার হওয়ার পর তাকে আর মারধোর করা যাবে না। এটা খুবই উদ্বেগজনক যে পুলিশের মধ্যে আংশিক ব্রিটিশ আমলের এবং কিছু কংগ্রেস আমলের। তারা সেখান থেকে আসতে পারছেন না। এই ঘটনা যদি সত্য হয়, তাহলে খুবই উদ্বেগজনক। আমি মাননীয় সদস্যকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আমরা এই ঘটনা উচ্চ পর্যায়ে তদন্ত করে দেখব এবং এই ঘটনা যদি আংশিক ভাবেও সত্য হয়ে থাকে তাহলে যারা এই ধরণের মারপিট করেছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই কথা ঠিক যে, তাকে যখন জেলে নিয়ে যাওয়া হয় তার দেহে ক্ষত চিহ্ন ছিল। সে তখন উন্মাদ অবস্থায় থাকাতে এই ক্ষত চিহ্ন কিভাবে হয়েছে তা বিভিন্ন ভাবে উঠতে পারে। কিভাবে তার ক্ষত চিহ্ন হয়েছে সরকার তা তদন্ত করে দেখবে এবং আমি আর একবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আমি ঘটনাকে সমগ্রভাবে তদন্ত করে দেখব।

শ্রীনকুল দাস :- পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, তাকে জেলে নিয়ে যখন যাওয়া হয় সে সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল। শ্রীসমরেন্দ্র দাস অমরপুর বিভাগের মৎস্যজীবি ইউনিয়নের সম্পাদক এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের একজন কর্মী। সে কথা পুলিশ জানতেন। পুলিশ সে কথা

জেনেই বলেছিল তোমাদের দাঙ্গার সময়ে খুন করেছি, এখানেও তোমাকে খুন করলে তোমার বাবারা কেউ দেখবেনা। তাই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করবার সময় এই সব তথ্যগুলিও দেখবেন কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :- তদন্ত করার সময় সমস্ত বিষয়ই বিবেচনা করা হবে।

শ্রীবাদল চৌধুরী :-পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, কিছু দিন আগে সরকারী নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে কোন মহিলা কয়েদীকে জেল হাজতে রাখা হবে না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা তদন্ত করে দেখবেন কি মাননীয় সদস্য নকুল দাস যে অভিযোগ এনেছেন সমরেন্দ্র দাস ও তার সঙ্গে আর দুজন যে মহিলা ছিলেন তাদের উপর পাশবিক অত্যাচার করা হয়েছে এটা তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :- স্যার, আমি এটা আগেই বলেছি তদন্তের সময় সবকিছু বিচার বিবেচনা করেই তদন্ত করা হবে।

শ্রীবিমল সিনহা :- পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, কিছু দিন আগে পঞ্চায়েত সেক্রেটারী শ্রীদেববর্মাকে যেভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হয়, সমরেন্দ্র দাসকে কি সেই একই লক্-আপে রেখে, একই পুলিশ অফিসার তাকে মারধোর করেছে কিনা অর্থ্যাৎ রিপিটিশান হয়েছে কিনা তা মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :- এটা এখন জানানো সম্ভব না। তদন্ত করার সময় এটা বুঝা যাবে।

মিঃ স্পীকার :- আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বক্তব্য রাখেন। নোটিশটি হচ্ছে,

"গত ১৬ই ডিসেম্বর আমবাসা থানার কুলাই বাজারে তেলিয়ামুড়া ব্রহ্মছড়ার শ্রী কুমুদ সরকার ও তেলিয়ামুড়া মাইগঙ্গার পরিমল পালের দোকান থেকে এবং ১৭ই ডিসেম্বর জিরানীয়া থানার বংকিমনগর গ্রামের শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য্যের বাড়ী থেকে বোমা তৈরীর প্রচুর পরিমাণে বিস্ফোরক পদার্থ আবিষ্কার সম্পর্কে,,।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী:- মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে নোটিশটি এনেছেন তা হচ্ছে' "গত ১৬ই ডিসেম্বর আমবাসা থানার কুলাই বাজারে তেলিয়ামুড়া ব্রহ্মছড়ার শ্রীকুমুদ সরকার ও তেলিয়ামুড়া মাইগঙ্গার পরিমল পালের দোকান থেকে এবং গত ১৭ই ডিসেম্বর, জিরানীয়া থানার বঙ্কিম নগর গ্রামের শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য্যের বাড়ী থেকে বোমা তৈরীর প্রচুর পরিমাণ বিস্ফোরক পদার্থ আবিস্কার সম্পর্কে।"

এই সম্পর্কে সরকারী বক্তব্য হল, তেলিয়ামুড়ার কতিপয় ব্যবসায়ী কুলাই বাজারে বিস্ফোরক পদার্থ বিক্রি করিতেছে এই মর্মে গোপন সূত্রে সংবাদ পেয়ে আমবাসা পুলিশ গত ১৬।১২।৮০ ইং তারিখে বেলা অনুমান— -৬ টা ৩০ মিঃ এ কুলাই বাজারে তেলিয়ামুড়া থানা অন্তর্গত মাইগঙ্গা গ্রামের পরিমল পাল, পিতা মৃত হরেন্দ্র পাল এবং ব্রহ্মছড়া গ্রামের কুমুদ সরকার

পিতা মৃত বিপিন সরকারের দোকানে তল্লাসী চালায়। তাহারা কুলাই বাজারে গলির ভিতরে অবস্থিত বাছাই থেকে বিস্ফোরক পদার্থ মনিহারী ও ভুষিমালের ভিতর লুক্কায়িত রাখিয়া বিক্রি করিতেছিল। পুলিশ তল্লাশী চালাইয়া পরিমল পালের দোকান হইতে ৩ কেজি সুরা, ৫টি বড় বোমা, ২৪ টি ছোট বোমা এবং কুমুদ সরকারের দোকান হইতে ২৫০ গ্রাম সুরা এবং ৫০০ গ্রাম ওজনের ২০ টি সীসার টুকরা উদ্ধার করে। বিস্ফোরক পদার্থ রাখা বা বিক্রী করার জন্য তাহারা কোন লাইসেন্স দেখাতে পারে নাই। উভয় ব্যক্তিই হাট বাজার তেলিয়ামুড়া থেকে এসে কুলাইতে দোকান দিয়া থাকে। পুলিশ তাহাদের গ্রেপ্তার করে এবং বিস্ফোরক পদার্থ আইনের ৫ ধারায় তাহাদের বিরুদ্ধে আমবাসা থানায় মোকদ্দমা নং ৮ (১২) ৮০ নথীভুক্ত করে। গ্রেপ্তারীকৃত ব্যাক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে পুলিশ জিরানীয়া থানার বংকিমনগরের হরিপদ ভট্টাচার্য্য ওরফে বোমঠাকুরের বাড়ীতে তল্লাশী চালায় এবং নিম্নলিখিত বিস্ফোরক পদার্থ ও বোমা তৈরীর মাল মশলা উদ্ধার করে। (১) ২ কেজি বারুদ, (২) ৬০০গ্রাম সুরা (৩)২½ কেজি বেরিয়াম (৪) ১৬টি বারুদের টোট প্যাকেট (৫) ১৩ কেজি গন্ধক (৬) ২০ কেজি পাথর কুচি (৭) ১০ কেজি সীসা ও দস্তা (৮) ১৬০টি ছোট বোমা (৯) ১০ টি বড় বোমা (১০) ৫০ টি তুবড়ী।

হরিপদ ভট্টাচার্য্য ওরফে বোম ঠাকুর এইসব বিস্ফোরক পদার্থ রাখার কোন বৈধ অনুমতি পত্র দেখাতে পারেনি। পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করে এবং বিস্ফোরক পদার্থ আইনে অভিযুক্ত করে সদরের সি, জে এমের আদালতে অভিযুক্ত করে। পরিমল পাল ও কুমুদ সরকার জিজ্ঞাসাবাদের সময় স্বীকার করে যে উক্ত হরিপদ ভট্টাচার্য্য ওরফে বোমঠাকুরই তাহাদের বিস্ফোরক পদার্থ বিক্রির জন্য সরবরাহ করিত। পরিমল পাল ও কুমুদ সরকারকে কমলপুরের এস, ডি, জে, এমের আদালতে অভিযুক্ত করা হয়েছে। এরা সবাই বর্ত্তমানে আদালতের আদেশে জেল হাজতে আছে। মামলার তদন্ত চলিতেছে।

শ্রীবিমল সিংহা ঃ— এইযে বোমা বিস্ফোরক পদার্থ গুলি তারা বাজারে নিয়ে বিক্রি করতে গিয়েছিল, তা তাদের সম্পর্কে পুলিশের কাছে এমন কোন রিপোর্ট আছে কি যে, তারা কোন রাজনৈতিক দলের লোক কি না এবং তারা কোন রাজনৈতিক দলের লোকদের কাছে এইগুলি বিক্রি করতে গিয়েছিল কি না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তা জানবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের মধ্যে তো এই রকম কোন প্রশ্ন দেওয়া হয় না যে তারা কোন রাজনৈতিক দলের লোক কি না বা কোন রাজনৈতিক দলের জন্য এইগুলি তৈরী করছে কি না। তবে কোন দলের জন্য তিনি তৈরী করেছেন কি না, সেটা তদন্ত করে দেখা হবে।

শ্রীবিমল সিংহ৷ :— এই যে পরিমল পাল যিনি এগুলি বাজারে বিক্রি করছেন, কিছু দিন আগে পুলিশের কাছে আমরা জানিয়েছি যে; টি, ইউ, জি, এস এর কিছু লোকের কাছে তারা এই মাল মশলাগুলি বিক্রি করছে, কিন্তু পুলিশ প্রথম দিকে এই ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় ছিলেন, পরে

যখন সি, আর, পির লোকেরা গেল তখন তারা অবশ্য সহযোগিতা করেছিল। এই ব্যাপারে পুলিশের এই যে উদাসীনতা এইটা সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এটা আমরা এগুলি খবর নিয়ে দেখব যে তারা কোথায় এগুলি বিক্রি করেছিল, এবং এই ব্যাপারে তদন্ত হচ্ছে।

শ্রীসমর চৌধরী:—এই যে বিলোনীয়া জেলার হরিপদ ভট্টাচার্য্য ওরফে বোমঠাকুর তার বাড়ী থেকে এই যে বোমা তৈরীর মশল্লা পাওয়া গেল এইটা সম্পর্কে পুলিশের কাছে এমন কোন তথ্য আছে কি যে, এই কাজটা কি তখনই করতেন, না কি দীর্ঘদিন ধরে করে আসছেন। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে কোন তথ্য আছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এইটা খুবই দুঃখের কথা যে একজন লোক তার এলাকায় বোমাঠাকুর নামে পরিচিত হয়ে গেল, তাতে বুঝা যায় যে এলাকার লোক জানেন যে তিনি বোমা তৈরী করছেন, অথচ পুলিশ তার উপর কোন নজর রাখছেন না। এই ব্যাপারে আমি স্বীকার করছি যে এইটা পুলিশের একটা দুর্বলতা, এটা অনেক দিন আগেই নজর রাখা দরকার ছিল এবং এইটা সম্পর্কে তদন্ত করা উচিত ছিল। আমরা এটা তদন্ত করে দেখব যে, কি করে একজন লোক বোমাঠাকুর নাম পাওয়া সত্বেও পুলিশ তার উপর নজর রাখলেন না।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— স্যার, পুলিশের মধ্যে এমন একটা অংশ আছে যারা এই সমস্ত ব্যাপারে খোঁজ পাওয়া সত্বেও কোন ব্যবস্থা নেয় না। যেমন ধরুন আমাদের বিলোনীয়াতে একজন লোকের নামও এই রকম হয়ে গেছে এবং দাঙ্গার সময় সে সরকারী গাড়ীর সাহায্যে এই সমস্ত মাল মশল্লা কারবার করেছে। গাড়ীটা ছিল উদয়পুরের পাবলিসিটির গাড়ী। এই ব্যাপারেও পুলিশ কোন ব্যবস্থা নেয় নি। এই ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, পুলিশের কোন অংশ যে ঠিক এই কাজের সঙ্গে জড়িত বা তারা খবর নিচ্ছেন না, সম্ভবত এটা ঠিক নয়। তবে এটা ঠিক যে, যে ধরনের বাংলা দেশের বর্ডার আমাদের রয়েছে তাতে এই বাংলাদেশ বর্ডার দিয়ে বাহির থেকে এই সমস্ত মাল মশল্লা যে আসছে এইটা পুলিশের খবরে রয়েছে এবং যেখানে সম্ভব হচ্ছে সেখানে তারা সেটা ধরবার চেষ্টা করছে। তবু এই ব্যাপারে আমরা একটু কড়া নজর রাখব। মাননীয় সদস্যদের কাছে এই ধরণের কোন তথ্য থাকলে সেটা পুলিশের কাছে পাঠ্য করলে খুব ভাল হবে।

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস মহাশয়ের আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বক্তব্য রাখেন। নোটিশ হলো :—

" গত ১০ ই নভেম্বর শালগড়া বাজার এবং ২রা ডিসেম্বর শালগড়া হাইস্কুল কতিপয় দুষ্কৃতিকারী কর্তৃক মধ্য রাত্রিতে পুড়িয়ে দেওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস যে দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব এনেছেন, সেটা হচ্ছে :—" গত ১০ই নভেম্বর শালগড়া বাজার এবং ২ রা ডিসেম্বর শালগড়া হাইস্কুল কতিপয় দুষ্কৃতকারী কর্তৃক মধ্য রাত্রিতে পুড়িয়ে দেওা সম্পর্কে"

(১) গত ১০/১১/১২/৮০ ইং রাত্রি প্রায় ২ ঘটিকার সময় রঞ্জিত চন্দ্র দাস নামক এক ব্যক্তির লণ্ড্রির দোকান হইতে আগুন লাগে। এই আগুনে চারটি বসত বাড়ী, ২৬ টি দোকান ঘর, ৮ টি দোকানের জন্য তৈয়ারী খালি ঘর সম্পূর্ণরূপে পুড়িয়া যায়। তাহাতে ৩৮ টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৫৮,৯৫০ টাকা। ২,৫৭৫ টাকা অনুদান হিসাবে সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত এইরূপ ২৬ টি পরিবারকে দেওয়া হইয়াছে। ১০০ টাকা হারে ২৫ টি পরিবার ৭৫ টাকা একটি পরিবারকে দেওয়া হইয়াছে।

এই ঘটনা অনুকূল মজুমদারে পিতা মৃত কামিনী কুমার মজুমদার নায়ক এক ব্যক্তির অভিযোগ অনুযায়ী ১১-১১-৮০ ইং উদয়পুর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৩৬ ধারা অনুযায়ী মোকদ্দমা নং ২২(১১)৮০ ইং নথিভুক্ত করা হয়। ঘটনাটির তদন্ত চলিতেছে।

(২) গত ২৩।১২।৮০ ইং রাত্রি ১২-৫০ মিনিটের সময় উদয়পুরের অন্তগত শালগড়া হাইস্কুলটিতে আগুন লাগে। রাত্রে পাহারারত ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারীকে যে শিক্ষকদের কমনরুমে রাত্রে থাকে তাহাকে বাহির হইতে দরজা আবদ্ধ করিয়া দুষ্কৃতকারীরা আগুন লাগায়। সে আগুন লাগার পর দরজা ভাঙ্গিয়া বাহির হয়। ইহাতে স্কুলের ২টি ঘর ভস্মীভূত হইয়া যায়। ঘর দুইটির একটিতে টিনের ছাউনী, পাকা ভিটি এবং চাম্পা কম্পার বেড়া ছিল। অপরটিতে বাঁশের ছাউনী এবং কাঁচা ভিটি। ইহাতে অনুমানিক ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১,৫০,২৫০ টাকা। স্কুল অফিসের সমস্ত কাগজপত্র, আসবার পত্র এবং লাইব্রেরীর বইপত্র পুড়িয়া যায়। কেবলমাত্র একটি কোঠা (শিক্ষক কমনরুম)এবং প্রাইমারী সেকশনটি রক্ষা প্রায়। স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ও তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করে। স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষা এবং টেষ্ট পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। স্কুলের বিল্ডিং নির্মাণের জন্য ৭,০০,০০০ টাকা প্রশাসনিক অনুমোদন দেওয়া হইয়াছে। স্কুলের জন্য বিদ্যালয় পরিদর্শকের পক্ষ হইতে আসবার পত্র দেওয়া হইয়াছে। বর্তমানে প্রাইমারী সেক্শনে স্কুলের কাজ চলিতেছে। ঘটনার তদন্ত চলিতেছে।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস :— এই যে আগুন লাগানো হচ্ছে, তা এই আগুন লাগাতে গিয়ে কোন রাজনৈতিক দলের কোন ইন্ধন আছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এই ঘটনাটা সম্পর্কে আমি ঠিক বলতে পারব না। তবে এটা খুবই উদ্বেগজনক যে প্রতি বছর এই সময়ে স্কুলের উপর এই আক্রমণটা বেশী করে হচ্ছে। তাতে কোন কোন রাজনৈতিক দল সংশ্লিষ্ট আছে বলে সন্দেহ করার কারণ রয়েছে, কারণ এই ধরণের ঘটনাগুলি স্বাভাবিক দৈব দুর্ঘটনা নয়, যেমন এখানেও দেখা যাচ্ছে যে,

বাহির থেকে আগে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে তবে আগুন লাগানো হয়েছে। তবে পরীক্ষার সময় পরীক্ষা না দেওয়ার জন্য যে এই ঘটনা ঘটিয়েছে তা ঠিক নয়। তবে এটার পিছনে কোন রাজনৈতিক দলের ইন্ধন আছে কি না এই ধরনের কোন তথ্য পুলিশের কাছে নেই। সেটা আমরা তদন্ত করে দেখব।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস :—পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, রাজ্যে শান্তি ফিরে এসেছে যে সময়ে ঠিক সে সময়ে শান্তি বিঘ্নিত করার জন্য এবং সম্প্রীতি নষ্ট করার উদ্দেশ্যে এ সমস্ত করা হচ্ছে কিনা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, বর্তমানে অগ্নি সংযোগ উত্তেজনা সৃষ্টিতে সাহায্য করতে পারে। বিশেষ করে এই স্কুল ঘরগুলি যেখানে রয়েছে সে এলাকার কাছাকাছি ট্রাইবেল বাড়ীর কাছে অগ্নি সংযোগ স্বাভাবিক ভাবেই উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে। দুষ্কৃতকারীরা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরণের পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। বিশেষ করে বামফ্রন্ট বিরোধী দলগুলি যে এই অগ্নি সংযোগের পেছনে রয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস :—পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে শালগড়া বাজারটি অগ্নি সংযোগের ফলে যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা সরকারী ব্যয়ে পুনরায় নির্মাণ করে দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তীঃ –মাননীয় স্পীকার স্যার; আমি শালগড়া বাজারটি পরিদর্শণ করেছি এবং কৃষি দপ্তরকে বলেছি যেন বাজারটি তারা করে দেন। আমি আশা করছি যে কৃষি দপ্তর এ ব্যাপারে তাড়াতাড়ি উদ্যোগ নেবেন।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস :—পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কিনা যে শালগড়া হাইস্কুলটি নির্মাণের জন্য কোন স্কীম হয়েছে কিনা এবং হয়ে থাকলে শুধু ভিটি পাকা না করে পুরো-পুরি পাকা দালান করার জন্য সরকার অনুমোদন দিবেন কিনা ? কারণ পাকা দালান না করা হলে আবার সেটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

শ্রী দশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকারের অনুমতি হলে আমি এ সম্পর্কে কিছু বলতে পারি। ত্রিপুরা রাজ্যের অনেক গুলি হাইস্কুলকে দালান করতে হবে, কিন্তু আমাদের আর্থিক অবস্থাটা এমন নয় যে অনেকগুলি বিল্ডিং আমরা, একসাথে করতে পারি। কাজেই ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে অনেক আলাপ আলোচনা করে আমরা ঠিক করেছি যে কত কম খরচে এই হাইস্কুলগুলি সেমি পারমানেণ্ট করা যায় তার একটা উপায় উদ্ভাবন করা। তাতে অনেক আলাপ আলোচনার পর আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা অনেক পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে ঠিক করেছেন যে ৬—৭ লক্ষ টাকার মধ্যে বিল্ডিং হবে তাতে প্রতিটি বিল্ডিং ৫ ইঞ্চি ওয়াল হবে, উপরে টিন হবে। এ করতেও অনেক বছর লেগে যায়। ১৫ টা হাইস্কুলকে বিল্ডিং করার জন্য স্কীম আছে। আগে প্রতিটি বিল্ডিং করতে ১৫/১৬/১৭ লক্ষ টাকা লাগত কিন্তু বর্তমানে যেটা করা হবে সেটাকেও পারমাণ্টেট বলা যেতে পারে। কাজেই আমরা হাইস্কুলগুলিকে এভাবে বিল্ডিং করার জন্য চেষ্টা করছি।

শ্রীকেশব মজুমদার :— পয়েণ্ট ক্লেরিফিকেশান স্যার, শালগড়ার অগ্নি সংযোগের ব্যাপারে সেখানকার স্থানীয়ভাবে একটা জনশ্রুতি আছে। সেটা হচ্ছে শালগড়া স্কুলের যিনি প্রধান শিক্ষক ছিলেন তিনি বদলী হয়ে যাওয়ার পর তিনি বেলিক চার্জটা দিলেন ঠিক তার পরের দিন আগুনটা লাগে। এখানে গভর্ণমেণ্ট ও নন-গভর্ণমেণ্ট কলেজের একটা অফিস আছে। তিনি আগে যে স্কুলে ছিলেন সেখানেও এরকম গভর্ণমেণ্ট, নন-গভর্ণমেণ্ট স্কুলে অগ্নিকাণ্ড হয়েছিল। মোটর সাইকেলে করে উদয়পুর থেকে কিছু লোক গিয়ে এই আগুন লাগায় এমন কোন তথ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা, যদি না থাকে তবে এ ব্যাপারে খোঁজ খবর করা হবে কিনা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এ ব্যাপারে পুলিশ দপ্তরকে খোঁজ নিতে বলব।

শ্রীবাদল চৌধুরী—পয়েণ্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, আমরা দেখছি এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়, স্বীকার করেছেন যে, এরকম আরও অনেক বাড়ী-ঘর পোড়ানো হয়েছে তাতে বুঝতে পারি যে দুষ্কৃতকারীদেরকে দিয়ে অনেক রাজনৈতিক দল তাদের স্বার্থ সিদ্ধি করার জন্য জড়িত আছে। এলাকার মানুষ এমন অনেকের নাম জানেন কিন্তু হয়ত অনেক সময়ে তারা সরাসরি মামলা দায়ের করেন না ঐ সকল লোকের বিরুদ্ধে। পুলিশও এ সম্পর্কে কোন লক্ষ্য রাখেন না, তাই দুষ্কৃতকারীদেরকে অন্য দিকে দিয়ে খাটান হচ্ছে। তাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা এখন এরকম একটি সরকার চালাচ্ছি যে সুনির্দ্দিষ্ট কোন প্রমাণ ছাডা সন্দেহ করে কোন লোককে বিনা বিচারে আটক রাখা যায় না। যথেষ্ট প্রমাণ ইত্যাদি মাননীয় সদস্যরা যদি দিতে পারেন তবে পুলিশ তাদের, বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বের করে তাদেরকে গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা করবে এবং দোষী ব্যাক্তির দোষানুসারে শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।

শ্রীখগেন দাস—পয়েণ্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, এখানে শালগড়া কথাটি পারটিকুলারলি উঠেছে কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষও জানেন যে ইদানিং প্রায় মাসের মধ্যে দুষ্কৃতকারীরা স্কুল ঘর-বাডী পুড়ে দিচ্ছে কিন্তু এর জন্য শুধু দুষ্কৃতকারীর কথা বললে ভুল হবে। কারণ এর পেছনে রাজনৈতিক দলের মদত আছে। আমরা লক্ষ্য করছি, স্কুল ঘর পোড়ানোর পরে এবং দাঙ্গায় ত্রিপুরা রাজ্যের হাজার হাজার ছেলে-মেয়ে পড়শুনা করতে পারে নি, বেশ কিছুদিন তারা পিছিয়ে পড়েছে। অনেক স্কুলে পরীক্ষা ও পড়াশুনা বন্ধ হয়ে আছে। এতগুলি ঘটনা শুধুমাত্র একটা দুষ্কৃতকারীর দল করতে পারে না, যদি তার পেছনে কোন মদত না থাকে। তাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, উনার কাছে আবেদন রাখছি, উনি যেন পুলিশ বাহিনীকে আরও তৎপর হতে এবং দুষ্কৃতকারীদেরকে ধরতে আরও উদ্যোগ নিতে পরামর্শ দেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, শুধু পুলিশ দিয়ে ত আর স্কুল ঘর রক্ষা করা যাবে না। এই সব স্কুল ঘর রক্ষা করার জন্য আমরা সরকারে আসার পরে [illegible] ব্যবস্থা করেছি। বাহিরটা আরও শক্তিশালী করতে হবে। আমরা স্কুল ঘর রক্ষা করার জন্য নাইট গার্ড নিয়েছি, কিন্তু অনেক জায়গায় আমরা শুনেছি যে নাইট গার্ড দিয়ে দিনের বেলায় কাজ করান হয় তাই দেখা যায় তারা রাতের বেলায় ঘুমিয়ে থাকে। তাহলে এই স্কুল ঘরগুলি রক্ষা করার জন্য গ্রামে গ্রামে ভিজিলেন্স করা হবে? বর্ত্তমানে আমাদের গ্রামে গ্রামে এত সমিতি, এত সংগঠন, পঞ্চায়েত আছে। সুতরাং আমি এখানে কোন গ্রামের কাহাকেও অভিযোগ করছি না। আমাদের যে ভিজিলেন্স আছে এবং আমাদের সতর্কতা এ দুটিকে আরও বাড়াতে হবে। এ দুটি একত্রিত হলে দুষ্কৃতকারীদের আমরা ধরতে পারব।

মাননীয় অধ্যক্ষ—হাউসের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, নিম্নলিখিত বিলটিতে মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় তাঁর সম্মতি দিয়েছেন। বিলটির নামের পার্শ্বেই রাজ্যপাল মহোদয়ের সম্মতির তারিখ দেওয়া হলো :

বিলের নাম :—১। "দি ত্রিপুরা এপ্রোপ্রিয়েশান (নং—৫) বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং—১০ অব্ ১৯৮০)"।

সম্মতির তারিখ—৩১.৭.৮০ ইং।

সভার পরবর্ত্তী কার্য্য সূচী হলো : "দি অপুরা ট্রাইবুন্যালস অব্ ক্রিমিন্যাল জুডিসডিকসন বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ১১ অব ১৯৮০)" উত্থাপন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

Shri Nripen Chakrabarti : Mr. Speaker Sir, I beg to move the Bill- " The Tripura Tribunals of Criminal Jurisdiction Bill, 1980(Tripura Bill No. 13 of 1980). "

Sir, In introducing this Bill I would like to mention that during the recent disterbance in a large part of the State, numerous persens have been arrested for commission of offences like murder, arson, looting etc. A good number of cases have been under police investigation. This trial of the aforesaid large number of cases will take a long time in the two courts of sessions which are now functioning in Tripura. The State Government considered that for the speedy trial of the aforesaid offences committed during the recent disturbances in the State it was necessary to constitute one or more Tribunals to try the aforesaid cases exclusively. The intention of the State Government for setting up of the Tribunals was that these guilty of heinous offences should be quickly punished and this would serve as deterent

against such action. Accordingly, an ordinance called the Tripura Tribunals of Criminal Jurisdiction ordinance, 1980 was prepared.

The ordinance provides for constitution of Tribunals by the State Government and the Tribunal shall try offences exclusively as specified in the Schedule to the ordinance if committed in disturbed area. As the Tripura Legislatve Assembly was not in session and the State Government was satisfied that it required immediate action, the State Government made the legislation by an ordinance of the Governor.

The Tripura Tribunals of Criminal Jurisdiction Bill, 1980(Tripura Bill No. 13 of 1980) seeks to replace the aforesaid Ordinance.

স্যার, উপসংহারে আমি এই হাউসে মাননীয় সদসদের বলতে চাই যে, বাহিরের কিছু কিছু রাজনৈতিক দল তারা চেষ্টা করছেন যাতে করে আমরা এই ট্রাইবুন্যাল কোর্ট গঠন করতে না পারি। আমরা আজকে এই অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে যে টাইবুন্যাল কোর্ট গঠন করছি সেটা সেখানে আলাদা ধরনের কোন বিচার পদ্ধতি নেই। সাধারন আদালতের বিচার পদ্ধতিই অনুসরন করা হবে এবং হয়ে থাকে। কিন্তু যেহেতু অনেক গুলি কেস সেই হেতু সাধারন আদালতে বিচার হলে বিচারাধীন বন্দীরা দীর্ঘ দিন ধরে বিচার চলবে বলে তাদের কষ্ট হবে। সুতরাং তাদের সুবিধার্থেই যাতে করে বিচার অতি সত্বর হতে পারে তার জন্য এই ট্রাইবুন্যাল গঠন করা হচ্ছে। ফলে যারা প্রকৃতই অপরাধী তাদের শাস্তি হবে আর যারা নিরপরাধ তারা মুক্তি পাবে। আর যারা ত্রিপুরায় খুন, অগ্নিসংযোগ রাহা জানি করছে তারা যাতে উপযুক্ত শাস্তি পায় তা নিশ্চয়হ আমার ত্রিপুরার মানুষ চাইবেন। দুষ্কৃতকারীরা মুক্তি পেয়ে যাবে এটা কথনই হতে পারে না। সুতরাং আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি তাঁরা যেন এই বিলটি সমর্থন করেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ: এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছে।

মোশানটি হলো :-

"দি ত্রিপুরা ট্রাইবুন্যালস অব ক্রিমিনাল জুরিসডিকসন বিল, ১৯৮০(ত্রিপুরা বিল নং ১৩ অব ১৯৮০)" বিলটি ধ্বনি ভোটে গৃহীত হলো।

মাননীয় অধ্যক্ষ:—আমি এখন মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট থেকে দি ত্রিপুরা এগ্রিকালচারেল প্রডিউস মার্কেটেস বিলের উপর সিলেকট কমিটি গঠন করার জন্য একটি প্রস্তাব পেয়েছি এবং আমি উক্ত প্রস্তাবটি অনুমোদন করেছি। আমি এখন মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয়কে মোশানটি হাউসে মোভ করতে অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী: মিঃ স্পীকার স্যার, আই বেগ টু মোভ "দি ত্রিপুরা এগ্রিকালচারাল প্রডিউস মার্কেটস বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ১১ অফ ১৯৮০)" হুইচ ওয়াজ ইন্ট্রু ডিউসড

[illegible] ২৪।১২।৮০ রেফারড টু দি সিলেকট কমিটি অফ দি হাউস কনষ্টিটিউটিং অফ দি ফলোয়িং মেম্বারস :—

(১)	শ্রী[illegible] চক্রবর্ত্তী, চিফ মিনিষ্টার,	চেয়ারম্যান,
(২)	শ্রীদীনেশ দেববর্মা, মিনিষ্টার ফর পঞ্চায়েত,	সদস্য,
(৩)	শ্রীঅভিরাম দেববর্মা, মিনিষ্টার ফর কো-অপারেটিভ,	,,
(৪)	শ্রীসমর চৌধুরী, এম, এল, এ,	,,
(৫)	শ্রী[illegible] চৌধুরী, এম, এল, এ,	,,
(৬)	শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা, এম, এল, এ,	,,
(৭)	শ্রীগোপাল দাস, এম, এল, এ,	,,
(৮)	শ্রীসুবোধ দাস, এম, এল, এ,	,,
(৯)	শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং, এম, এল, এ,	,,
(১০)	শ্রীবিমল সিংহ, এম, এল, এ,	,,
(১১)	শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী, এম, এল, এ,	,,

মাননীয় অধ্যক্ষ:—আমি এখন মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো :—

" দি ত্রিপুরা এগ্রিকালচারাল প্রডিউস মার্কেটস বিল, ১৯৮০, (ত্রিপুরা বিল নং ১১ অফ ১৯৮০) হুইচ ওয়াজ ইনট্রডিউস্‌ড ইন দি হাউস অন দি ২৪।১২।৮০ রেফারড টু দি সিলেকট কমিটি অফ দি হাউস কনষ্টিটিউটিং অফ দি ফলোয়িং মেম্বারস ." :—

(১)	শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী, চিফ মিনিষ্টার,	চেয়ারম্যান,
(২)	শ্রীদীনেশ দেববর্মা, মিনিষ্টার ফর পঞ্চায়েত,	সদস্য,
(৩)	শ্রীঅভিরাম দেববর্মা, মিনিষ্টার ফর কো-অপারেটিভ,	,,
(৪)	শ্রীসমর চৌধুরী, এম, এল, এ,	,,
(৫)	শ্রীবাদল চৌধুরী, এম, এল, এ,	,,
(৬)	শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা, এম, এল, এ,	,,
(৭)	শ্রীগোপাল দাস, এম, এল, এ,	,,
(৮)	শ্রীসুবোধ দাস, এম, এল, এ,	,,
(৯)	শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং, এম, এল, এ,	,,
(১০)	শ্রীবিমল সিংহ, এম, এল, এ,	,,
(১১)	শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী, এম, এল, এ,	,,

[illegible] প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তাঁরা হ্যাঁ বলুন।

[illegible] ভোটে গৃহীত হয়।

Motion for Extention of time for Presentation of Committee Report.

অধ্যক্ষ মহাশয় :—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো প্রিভিলেজ কমিটির চেয়ারম্যান কর্তৃক কমিটির রিপোর্ট পেশ করার জন্য আরও সময় চেয়ে প্রস্তাব উত্থাপন। আমি উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থাপন করতে।

শ্রী অমরেন্দ্র শর্মা :— Mr. Speaker Sir, I beg to move "that the time for presentation of the Report of the Committe on Privileges on the question of alleged breach of Privilege given notice of by Shri Keshab Majumder M.L.A. against the Editor of the 'Chinikok' a local weekly newspaper, as referred to the Committee on 25. 1. 79 for investigation, examination and report, be extended upto the Next Session."

অধ্যক্ষ মহাশয় :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় প্রিভিলেজ কমিটির চেয়ারম্যান কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :— "That the time for presentation of the Report of the Committee on Privileges on the question of alleged breach of Privilege given notice of by Shri Keshab Majumder, M. L. A. against the Editor of the 'Chinikok' a local weekly newspaper, as referred to the Committee on 25. 1. 79 for investigation, Examination and Report, be extended upto the next Session".

(The question was put and carried by voice vote).

অধ্যক্ষ মহাশয় :—মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আমি এখন ঘোষণা করছি এই সভা আজ বেলা ২টা পর্য্যন্ত মুলতুবি রইল।

General Discussion on the Demands for Supplementary Grants for 1980-81

After Recess at 2 P. M.

মি: ডেপুটি স্পীকার—এখন আলোচনা করবেন মাননীয় সদস্য শ্রীমতি লাল সরকার।

শ্রীমতি লাল সরকার— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই মাসের ২৪ তারিখে যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট পেশ করেছেন, আমি তাকে সমর্থন করছি। সমর্থন করতে গিয়ে কি পরিস্থিতিতে এই বাজেটের মধ্যে ডিমাণ্ডগুলি আনতে হয়েছে সেই সম্পর্কে আমি কিছু বলব। আমাদের বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরাতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এই রাজ্যের সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য এবং ত্রিপুরা রাজ্যের পিছিয়ে পড়া উপজাতিদের বিকাশের জন্য কাজ করে চলেছেন। ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষ ও বামফ্রন্ট সরকারের প্রতিটি উন্নয়ন মূলক কাজে তাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং জাতি উপজাতি নির্বিশেষে প্রত্যেকটি শ্রমজীবি মানুষ সরকারের এই সব জনকল্যাণ মূলক কাজকে সমর্থন জানিয়ে আসছেন। যার ফলে বামফ্রন্ট সরকার ইতিমধ্যেই ত্রিপুরা রাজ্যের সকল অংশের মানুষদের প্রশংসার যোগ্য হয়ে উঠেছিল কিন্তু এটা কতগুলি রাজনৈতিক দল সহ্য করতে পারল না যার ফলে ত্রিপুরাতে জাতি উপজাতির মধ্যে একটা ভয়াবহ দাঙ্গা হয়ে গেল। সেই দাঙ্গায়

পীড়িত মানুষের জন্য ঘর বাড়ী তৈরী করবার জন্য এবং তাদের আবার সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তার ব্যয় বরাদ্দ এই ডিমাণ্ডগুলির মধ্যে ধরা হয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা যখন ভারতবর্ষের অন্য অংশের দিকে তাকাই তখন দেখি যে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে। আজকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষের মধ্যে যেমন ক্ষোভ রয়েছে তেমনি অন্যান্য অংশের মানুষের মধ্যেও ক্ষোভ রয়েছে। বিগত ৩০ বছর যারা এই দেশকে শাসন করেছেন তাদের সেই শাসন ব্যবস্থায় পিছিয়ে পড়া লোকদের জন্য অথবা খণ্ড অথবা উপজাতিদের উন্নয়নের জন্য যে সুষ্ঠ পরিকল্পনা নেওয়ার প্রয়োজন ছিল, যার সাহায্যে তারা সমাজ জীবনে অথবা রাষ্ট্রীয় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারত সেই রকম কোন সুষ্ঠ পরিকল্পনা আগের সরকার নিতে পারেন নি। যার ফলে আজকে তাদের মধ্যে একটা অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠেছে, তারা আজকে সুষ্ঠ জীবন যাপনের কোন রাস্তাই খুঁজে পাচ্ছে না, যার ফলে আসলে তারা দেশী বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছে। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ যদি প্রশ্ন করে যে আমি ভারতের মধ্যে থাকতে পারব কি? পারব না। আজকে এই প্রশ্ন তাদের মনে ৩০ বছর পরে দেখা দিয়েছে। কেন এই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে? কেন এই প্রশ্ন তাদের মধ্যে জাগতে দেওয়া হয়েছে? কেন একটা জাতি বা গোষ্ঠীর বিকাশকে পরিপুর্ণতার দিকে না নিয়ে, উগ্র জাতিয়তাবাদের দিকে নিয়ে গেল, আজকে আমাদের এটা ভালভাবে বুঝতে হবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাজেটের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখছি যে বিগত ৩০ বছরের শাসনে উপজাতিদের অবজ্ঞা করা হয়েছে, তাদের সঙ্গে সমতল বাসীদের মধ্যে ফারাক সৃষ্টি করা হয়েছে। অর্থাৎ বিগত ৩০ বছরের শাসনে যে জঙ্গলের সৃষ্টি করা হয়েছে, তা থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে মুক্ত করতে হলে জাতি উপজাতিদের মধ্যে যে বিভেদ সৃষ্টি করা হয়েছে, সেটাকে আগে দূর করতে হবে। আর তারই জন্য আমাদের বামফ্রণ্ট সরকার অটোনমাস ডিষ্ট্রিক কাউন্সিল গঠন করেছেন এবং এই স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচনের জন্য সরকার থেকে যথা রীতি ঘোষণা করা হয়েছিল। ত্রিপুরা রাজ্যের জাতি উপজাতি উভয় অংশের মানুষের প্রয়োজনেই, তাদের কল্যাণের জন্যই এই স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠন করতে চাওয়া হয়েছিল। এটা বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে নয়, এটা হচ্ছে পিছিয়ে পড়া উপজাতিদের উন্নয়নের জন্য একটা ব্যবস্থা মাত্র। কিন্তু এই প্রশ্নটা নিয়ে কিছু রাজনৈতিক দল বাঙ্গালী অংশের মানুষদের বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করল। কিন্তু স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্ব্বাচনের পর তার যে লক্ষ্য, সে লক্ষ্যে যদি পৌঁছা যেত বাঙ্গালী অংশের মানুষের মধ্যে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা হয়েছিল, তা দূর করা সম্ভব হত। কিন্তু নির্ব্বাচন যতই এগিয়ে চল্লো, নির্ব্বাচনের নির্ঘণ্ট যখন ঘোষণা করা হয়, তখন দেখা গেল যে উপজাতি যুব সমিতি তুইচুতে একটা সভা করে স্থির করলো যে স্ব-শাসিত পরিষদের নির্ব্বাচনটা মূখ্য নয়, এখন যেটা মুখ্য সেটা হচ্ছে আসামের মতো বিদেশী হঠানোর ব্যবস্থা করা। কাজেই তাদের এই উস্কানির জন্য ত্রিপুরা রাজ্যে গত জুন মাসে কি ঘটনা ঘটে গেছে, তা ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেকটি মানুষের জানা আছে। সেই সঙ্গে আমরা

এও লক্ষ্য করছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার যখন ত্রিপুরা রাজ্যের জাতি উপজাতি নির্বিশেষে গরীব অংশের লোকদিগকে ঐক্যবদ্ধ করবার প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে, ঠিক তখনই কিছু সংখ্যক বাঙ্গালী আমরা বাঙ্গালী দলের ছত্র ছায়ায় বাঙ্গালী অংশের মানুষদিগকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করেছিল। ফলে বামফ্রন্ট ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের উন্নয়নের জন্য যে কাজ হাতে নিয়েছিল সেটা কিছুটা বিঘ্নিত হয়েছে। আমরা দেখেছি উপজাতি যুব সমিতি বাজার বন্ধের নাম করে বিভিন্ন জায়গাতে কি ভাবে হামলা করছে, কি ভাবে লুঠ পাট করছে। এই সব ঘটনা যখন ঘটলো, তখন আমরা দেখছি যে কিছু কংগ্রেসী পিছন থেকে তাদের হয়ে কল কাঠি নাড়ছে। তারা একটা পা রেখেছে ঐ উপজাতি যুব সমিতি পিঠের উপর, আর একটা পা রেখেছে আমরা বাঙ্গালী দলের পিঠেয় উপর কারণ ১৯৭৭ সালে ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণ নির্ব্বাচনের মাধ্যমে তাদেরকে আস্তা কুঁড়ে নিক্ষেপ করেছিল, তারাই আবার উগ্রজাতিয়তাবাদে বিশ্বাসী উপজাতি যুব সমিতি আর আমরা বাঙ্গালীর উপর ভর করে ত্রিপুরাতে রাজনৈতিক পুনর্বাসন লাভ করতে চায়। কংগ্রেস (আই) এর এই উদ্দেশ্যটা তাদের বিভিন্ন কাজ কর্মের মধ্যে লক্ষ্য করতে পারছি। যার ফল স্বরূপ ত্রিপুরাতে একটা ভয়াবহ দাঙ্গা হয়ে গেল। আজকেও যখন আমাদের বামফ্রন্ট সরকার এই হাউসে সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট পেশ করেছেন দাঙ্গা বিধস্ত লোকজনদের সুষ্ঠ পুনর্ব্বাসনের জন্য, নূতন ত্রিপুরা গঠনের জন্য তখনও আমরা দেখেছি যে উপজাতি যুব সমিতি এই বিধান সভায় আসছেন না। তারা পত্র পত্রিকার মাধ্যমে বামফ্রণ্টের বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। শুনতে পারছি যে উপজাতি যুব সমিতির মাননীয় সদস্য হরিনাথ বাবু একটা বই লিখে তার মাধ্যমে উপজাতি যুব সমিতির সদস্যদের নির্দ্দেশ দিচ্ছেন। কাজেই তাদের উস্কানিতে ত্রিপুরা রাজ্যের যে ক্ষতি হয়েছে যে সর্বনাশ হয়েছে-ত্রিপুরাতে শত শত মানুষ নিহত হয়েছে, হাজার হাজার মানুষের ঘড় বাড়ী পুড়ে ছাই হয়েছে, তারা যদি বিধান সভায় আসে তাহলে তার জবাব তাদের দিতে হত। কিন্তু এখানে এসে তার জবাব দেওয়ার মতন সাহস তারা পাচ্ছেন না বলেই আজকে বিধান সভা বর্জন করেছেন।

ত্রিপুরায় সুন্দর সংপ্রীতিপূর্ণ পাহাড়ী-বাঙ্গালীদের মধ্যে মৈত্রীর যে ঐতিহ্য সেখানে এরা উস্কানীমূলক কাজকর্মের মাধ্যমে সেটাতে ফাটল ধরাবার চেষ্টা করছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আইনশৃঙ্খলা আরও সুন্দর করার জন্য ব্যয় বরাদ্দ ধরা হযেছে ৪৯ লক্ষ টাকা। বামফ্রন্ট সরকারের নেতৃত্বে আমরা দেখেছি কি সুন্দরভাবে দাংগাবিধ্বস্ত লোকদেরকে পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি, এই পরিকল্পনায় ত্রিপুরার ১৮ লক্ষ মানুষ বামফ্রন্ট সরকারের পেছনে দাঁড়িয়ে পাহাড়ী বাঙ্গালী কাঁধে কাঁধ মিমিয়ে ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে তারা শান্তি কমিটি গঠন করেছে। আইনশৃঙ্খলা ও সম্প্রীতি ফিরিয়ে এনেছে। ৩ (তিন) লক্ষ শরণার্থী এই অল্প সময়ের মধ্যে তাদের বাড়ী ঘরে ফিরে গেছে। ভারতবর্ষে এটা একটা নজির-বিহীন দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে: আমরা লক্ষ করেছি ভারতবর্ষের অন্যানা অনেক রাজ্যে দাংগা হাঙ্গামা হচ্ছে এবং সেখানে পুলিশ, মিলিটারী ও সি, আর, পি, কাজ করছে কিন্তু সেখানে

এখনও শান্তি ফিরে আসে নি। ত্রিপুরার মত নিদর্শন কোথাও নেই। এর কারণ হল বামফ্রন্ট সরকারের গণতান্ত্রিক কাজে এখানকার গণতান্ত্রিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে এবং ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ মানুষ আজকে সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছে। দাঙ্গার আগুন নিভেছে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে তারা ঘর বাড়ীতে ফিরে গেছে। তারা এখন জমিতে নেমেছে এবং গ্রামে গঞ্জে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে তারা বিভিন্ন কাজ করছে। কিন্তু অপর দিকে উপজাতি যুব সমিতি, আমরা বাংগালী এবং তাদের পুরোহিত কংগ্রেস (ই) তারা এখন ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে চুরি ডাকাতি করছে, বামফ্রন্ট সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য তারা খুন করছে, জখম করছে। সেটাকে দমন করার জন্য বামফ্রন্ট সরকারকে দায়িত্ব নিতে হবে। তাই আমরা দেখছি এইখানে বরাদ্দ ধরা হয়েছে। সেই বরাদ্দকে আমি সমর্থন করি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বিভিন্ন স্কুলে শরণার্থীদেরকে রাখতে হয়েছে। রাখতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবে স্কুল ঘরের কিছু ক্ষতি হয়েছে, আসবাবপত্র ভেঙ্গেছে। কাজেই ছাত্র-ছাত্রীদের সুযোগ সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে সেই বিধ্বস্ত স্কুলগৃহগুলিকে মেরামত করার জন্য বামফ্রন্ট সরকারকে বরাদ্দ রাখতে হয়েছে। তাই আমি এই বরাদ্দকে সমর্থন করি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, স্কুল থাকলেই ছাত্রছাত্রী আসবে এটা ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার স্বাভাবিক ঘটনা নয়। তাই সামান্য সংখ্যক ছাত্রছাত্রী স্কুলে আসে আর বেশীর ভাগ ছেলেমেয়েই অর্থনৈতিক কারণে স্কুলের আংগিনায় আসতে পারে না। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার এটাকে বিবেচনা করে ভারতবর্ষের মধ্যে একটা নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে স্কুলে টিফিনের ব্যবস্থা করেছেন প্রথমস্তর পর্য্যন্ত। সেই ব্যবস্থা করার সাথে সাথে আমরা দেখছি বিভিন্ন স্কুলে উপস্থিতির হার বেড়েছে। এখন নূতন বৎসর স্কুলগুলিতে আরও বেশী সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ভিড় করছে। কাজেই এই খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে সেটাকে আমি সমর্থন করি। এই ব্যাপারে আমি মাননীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে এখন পর্য্যন্ত যেসব সিনিয়র বেসিক স্কুলে টিফিনের ব্যবস্থা নাই সেই সকল স্কুলে যেন সেই ব্যবস্থা রাখা হয়। মিড ডে টিফিনের ব্যবস্থা অনেক স্কুলেই করা হয়েছে সেই ব্যাপারে সরকারের সিদ্ধান্ত আছে সেখানে হয়তো প্রশাসনিক কিছু জটিলতা থাকতে পারে এবং সেই জন্যই কিছু সিনিয়র বেসিক স্কুলে মিড্‌ডে টিফিনের ব্যবস্থা পৌছে নাই। কাজেই, যে সমস্ত স্কুলে মিডডে টিফিনের ব্যবস্থা এখনও হয় নাই সেখানে এই ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করার জন্য আমি সরকারকে অনুরোধ করছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা বামফ্রন্ট সরকারের আরেক ঐতিহাসিক কাজ দেখেছি সেটা ভারতবর্ষের এই প্রথম। সেটা হচ্ছে বৃদ্ধদেরকে বার্ধক্য ভাতা দান। যাদের বয়েস ৮০ বৎসর তাদেরকে ভাতা দেওয়া হবে যদি উপার্জনের কোন উপায় না থাকে। এই জন্য দেখছি, এখানে আড়াই লক্ষ টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছে। তাই এই বরাদ্দকে সমর্থন করি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে রিলিফ রিহেবিলিটেশন এবং দাঙ্গা বিধ্বস্ত কৃষকদের জন্য চার কোটি ২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

এখানে এটা বলতে হয় যে, হাজার হাজার বাড়ী ঘর পুড়েছে। তাদের ক্যাম্প থেকে নিজেদের গ্রামে এবং নিজেদের বাড়ীতে তিন লক্ষের বেশী মানুষকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে

এটাও সত্য। কিন্তু তাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের জন্য তাদের ঘর বাড়ী তৈরী করার জন্য যদিও ১০০ ভাগ পূরণ করা যাবে না তা সত্বেও ন্যূনতম ভাবে তাদের আবার পারিবারিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে ব্যয় বরাদ্দ এখানে রাখা হয়েছে তার দরকার ছিল এবং সেটা খুবই জরুরী। কৃষকরা যাতে আবার মাঠে নেমে নূতন ফসলের মুখ দেখতে পারে তার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। এত বড় দাঙ্গার পরে তারা বিভ্রান্তি কাটিয়ে বাড়ী ঘরে ফিরে গিয়ে আবার জমিতে নামবে তার জন্য চাই হালের বলদ, তার জন্য চাই জল সেচের ব্যবস্থা। কাজেই এই দাঙ্গা বিধ্বস্ত এলাকায় কৃষকদের পুনঃ ফসল উৎপাদনের জন্য যে ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে তা খুবই প্রশংসার যোগ্য। আমরা দেখেছি, দাঙ্গায় মৎসজীবী উপজাতিদের মধ্যে যাদের পুকুরের মাছ লুট হয়েছে, যাদের পুকুরের জলে বিষ বা ঔষধ দিয়ে পুকুরের জল নষ্ট করা হয়েছে সেখানে জল আটকে জলাশয় তৈরী করে নূতন ভাবে জীবন যাপন শুরু করার জন্য, তার উৎপাদন ব্যবস্থা তার চোখের সামনে তুলে ধরার সুযোগ রয়েছে। সেই সুযোগকে সম্পূর্ণ ভাবে কার্য্যকরী করার জন্য মিনি ব্যারেজ তৈরী করা হবে এবং এর জন্য ১০ লক্ষ ১৩ হাজার টাকার ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে। আমরা আশা করব, মানুষকে মিথ্যা কথায় সাময়িক ভাবে যে বিভ্রান্ত করা হয়েছিল, সাময়িক ভাবে উত্তেজিত করা হয়েছিল এই সব কাজের মধ্য দিয়ে তা দূর করা যাবে, এবং তাদের আবার কর্ম জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে তাদের সামনে নূতন পারিবারিক জীবনের সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব হবে। কাজে কাজেই এই ব্যয় বরাদ্দ সমর্থন যোগ্য। তার জন্যই আমি এই ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাবকে সমর্থন করছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি, যারা দাঙ্গাবাজ, তারা যাতে ক্ষমা না পায়, তাদের যাতে বিচার হয়, শাস্তি হয় তার জন্য ট্রাইবুন্যাল গঠন করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই ট্রাইবুন্যাল গঠন করার জন্য ১৫ লক্ষ টাকার ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলতে চাই, সেই ট্রাইবুন্যাল বাতিল করার জন্য ঐ দাঙ্গাবাজদের যারা উস্কানী দিয়েছে, যারা দাঙ্গা লাগানোর কাজে পাঠিয়েছে সেই উপজাতি যুব সমিতি, আমরা বাঙ্গালীরা এই ট্রাইবুন্যাল বাতিল চাইছে না এটা বাতিল করার জন্য তাদের কণ্ঠের সঙ্গে সুর মিলিয়েছে এখানকার রাজনৈতিক দল কংগ্রেস (আই)। তারাও তাদের সাথে সাথে সুর মিলিয়ে এই ট্রাইবুন্যাল গঠনের বিরোধীতা করতে চাইছে। কিন্তু আমরা বলতে চাই, ত্রিপুরার ১৬ লক্ষ মানুষের কণ্ঠের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলতে চাই, যারা ভাইকে দিয়ে ভাইয়ের রক্ত নিয়েছে তাদের চেহারা মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে; তাদের শাস্তি পেতে হবে। এই জন্যই ট্রাইবুন্যাল গঠন করার জন যে ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে তা সমর্থন করছি। এই সাথে সাথে একথাও বলতে চাই, দাঙ্গার মধ্য দিয়ে যারা বামফ্রন্ট সরকারকে উৎকাত করার চেষ্টা করেছিলেন, দাঙ্গার মধ্য দিয়ে যারা ত্রিপুরায় রাষ্ট্রপতির শাসন চালু করার জন্য শ্লোগান দিয়েছিলেন সেই শ্লোগানের সঙ্গে ত্রিপুরাবাসী সুর মিলায়নি। কাজে কাজেই বিভিন্ন জায়গায় বামফ্রন্ট সমর্থকদের উপর হামলা করা হচ্ছে, তাদের হত্যা করা হচ্ছে। কাজে কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরার এই অবস্থার মধ্যে আজকে আমাদের মানুষের সামনে এগিয়ে যেতে হবে, তাদের সংঘবদ্ধ করে গড়ে তুলতে হবে।

(এট দিস ষ্টেজ দি রেড লাইট ওয়াজ লিট)

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে এক মিনিট সময় দিন। আমাদের মানুষকে আরো বেশী বুঝাতে হবে। অবশ্য আমরা জানি, ত্রিপুরার মানুষ নিজেরাই নিজেদেরকে বিশ্বাস করেছে, নিজেদের ঐক্যকে ফিরিয়ে এনেছে। আমরা বাঙালী, উপজাতি যুব সমিতি ও কংগ্রেস (আই) এই তিন শক্তি আজকে দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলতে চাইছিল, বামফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করার চেষ্টা করেছিল, তাদের সেই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ যেখানে দাঙ্গা হয়েছে শুধু সেখানকার জন্যই রাখা হয়নি,যেখানে যেখানে দাঙ্গা হয়নি সেখানকার শ্রমজীবি মানুষের কাজের সংস্থান করার ব্যবস্থা রয়েছে। কাজে কাজেই আমি এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের যে প্রস্তাব এখানে পেশ করা হয়েছে তা সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—আমি এখন অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের উপর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করার জন্য মাননীয় সদস্য স্বরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিং মহাশয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীস্বরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিংহঃ—মননীয় অপাধ্যক্ষ মহোদয়, অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের মঞ্জুরীর জন্য যে প্রস্তাব হাউসে করা হয়েছে আমি এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দকে সমর্থন করছি। সমর্থন করি এই কারণে যে, বেশী কাজ করলে বেশী টাকা লাগে। আমরা গত তিন বছরে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট কর্মসূচীর মধ্যে পিছিয়ে পড়া ত্রিপুরাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন দিকে চেষ্টা করছি, এবং কাজও শুরু করে দিয়েছি। কিন্তু এর সাথে সাথে আমাদের লক্ষ্য করতে হবে, ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় যে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্ট সেই কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্ট তার চেষ্টা করছেন রাজ্যের ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য। এর ফলে দিনের পর দিন তাঁদের প্রভাব বেড়ে যাচ্ছে। কাজে কাজেই তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমাদের চলতে হচ্ছে। আমাদের যে ব্যয় বরাদ্ধ রাখা হয় তা একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খরচ করার কথা। কিন্তু সেই সময় অতিবাহিত হওয়ার আগেই আমাদের তা খরচ হয়ে গেছে সে জন্যই এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্ধ করতে হচ্ছে। বেশী কাজ করতে গেলেই বেশী জিনিস লাগে। কিন্তু জিনিস পত্রের দাম বেড়ে যাওয়ার ফলে আমাদের বাজেট বেড়ে যায়। এই কারণে অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জুরীর যে প্রস্তাব এখানে রাখা হয়েছে, সেটাকে আমি সমর্থন করি। আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই যে বিগত তিন দশকে গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের জন্য কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয় নি। বিশেষ করে আমার খোয়াই অঞ্চলে পানীয় জলের কোন ব্যবস্থাই কংগ্রেস সরকার করে যান নি। আজকে আমরা, বামফ্রন্ট সরকার এই অসুবিধা দূরীকরণে সুষ্ঠ প্রকল্প হাতে নিয়েছি। আমরা তিনটি সাবডিভিশানের ওয়াটার সাপ্লাই সম্প্রসারণের কাজ হাতে নিয়েছি। আমরা ডিমাণ্ড নং ৩৯-এ ধর্মনগর, উদয়পুর, কৈলাসহর, খোয়াই, বিলোনিয়া, কমলপুর, সাব্রুম, সোনামুড়া, এই ৮টা শহরে ওয়াটার সাপ্লাইয়ের কাজ আমরা হাতে নেওয়ার জন্য এই অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জুরী আমরা ধরেছি। স্যার, ডিমাণ্ড নং ২৯। এ একটা ব্যাখ্যার মধ্যে আছে এডিশানাল এমাউন্ট ইজ রিকোয়াড' ফর টেকিং আপ সয়েল কনসাভেশাণ মিজার' ইন দি প্রাইভেট

ল্যাণ্ড অফ দি ফেমিলিস এফেকটড ইন দি ডিষ্টারবেন্স ইন দি সাউথ এণ্ড ওয়েষ্ট ত্রিপুরা ডিষ্ট্রিকটস। এখানে আরও উল্লেখ আছে এডিশানাল এমাউণ্ট ইজ রিকোয়াড' টুওয়াড'স স্প্যাসিয়েল স্কীমস ফর কনষ্ট্রাকশান অফ মিনি ব্যারেজ ইন দি এফেকটেড এরিয়াস ডিউ টু ডিষ্টারবেন্স। এডিশানাল এমাউণ্ট ইজ রিকোয়ারড অন একাউণ্ট অফ রিলিফ ট দ্যা এগ্রিকালচারিষ্ট ফেমিলিস হু ওয়ার এফেকটেড ডিউ টু ডিষ্টারবেন্স। এডিশানাল এমাউণ্ট ইজ রিকোয়ারড ফর মিটিং হেভী ডিমাণ্ড অফ কাল্টিভেটারস' ফর পারচেসিং ফার্টিলাইজার্স' একসেট্রা এণ্ড অলসো ডিউ টু মিটিং ট্রান্সপোর্ট কষ্ট অফ ফারটিলাইজার্স টু দ্যা সীড ষ্টোর্স'। ডিমাণ্ড নং ২৫-এ আছে ফর রিলিফ এণ্ড রিহেবিলিটেশান অফ পারসন্স এফেকটেড বাই ডিষ্টাবেন্স, দিস এডিশানাল ফাণ্ড ইজ নেসেশারী এস পার রিকম্যাণ্ডেশান অফ দি সেণ্ট্রাল স্কীম। এর পর ডিমাণ্ড নং ২১-এ আছে প্রভিশান ইজ নেসেসারী ফর অবজারভেন্স অব সেমিনার অন নেশানাল ইন্টিগ্রেশান। এগুলি আমরা নতুন করে চাপিয়েছি। গত জুন জুলাই মাসে যে দাঙ্গা হয়েছিল, সেই দাঙ্গায় ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষের উপর নতুন একটা দায়িত্ব এনে দিয়েছে। এই সরকার পুনর্বাসনের কাজে ইতিহাস নজীরবিহীন একটা উদ্যোগ নিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষে শরনার্থী ক্যাম্পে রেখে দিয়ে, শুধু ক্যাম্পে নয়, ক্যাম্প থেকে তাদের বাড়ী ঘরে নিয়ে নিজের জায়গায় পুনর্বাসন দেওয়ার একটা উদ্যোগ নিয়েছেন। ত্রিপুরার মানুষ এটা গর্বের সঙ্গে ভাবতে পারে। তারপর দাঙ্গার সময় ত্রিপুরা থেকে একটি মানুষকেও সরকার বাইরে যেতে দেয় নি। আমরা লক্ষ্য করছি আসামে বিগত এক বছর ধরে যে আন্দোলন চলছে, সেই আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে সেখান থেকে হাজার হাজার মানুষকে পশ্চিম বংগ, ত্রিপুরায় এবং ভারতের অন্যত্র চলে যেতে হয়েছে। ত্রিপুরার মানুষ আমরা গর্বের সংগে বলতে পারি যে এই দাঙ্গার সময়ে আমাদের কাউকে বাইরে যেতে হয় নি, ত্রিপুরার সরকার ত্রিপুরার মাটিতেই শরণার্থীদের থাকার জন্য ব্যবস্থা করেছেন। সব চাইতে বড় কথা হচ্ছে, এই শরণার্থীদের পুনর্ব্বাসন এবং পুনর্ব্বাসন দিতে হলে অতিরিক্ত ব্যয় মুঞ্জুরী নিতে হবে এটা তো স্বাভাবিক কথা। আর যে কথাটা ডিমাণ্ড নং ২১-এ বলা হয়েছে—প্রভিশান ইজ নেসেসারী ফর অবজারভেন্স অব সেমিনার অন নেশান্যাল ইনটিগ্রেশান, আজকে ৩৩ বছর পর আমাদেরকে জাতীয় সংহতি নিয়ে আলোচনা করতে হচ্ছে এবং এটা করা উচিৎ। কিন্তু এটা করতে গিয়ে আমাদেরকে ভাবতে হচ্ছে যে, এতদিন জাতীয় সংহতির উপর আক্রমণের পর, আজকে জাতীয় সংহতি নিয়ে আলোচনার কথা উঠেছে। কিছুদিন আগে আমরা ত্রিপুরায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ অনেককে নিয়ে জাতীয় সংহতির একটা সেমিনারে আমরা মিলিত হয়েছিলাম। আমরা লক্ষ্য করেছি দিল্লীতে প্রধান মন্ত্রীর নির্দ্দেশে বা তার ইচ্ছায় আইনজীবিদের একটা সম্মেলন হয়েছে। সেখানে বর্ত্তমান শাসন ব্যবস্থা থাকবে কি থাকবে না, রাষ্ট্রপতিতন্ত্র চালু হতে পারে কিনা। কিন্তু এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা। আমরা লক্ষ্য করেছি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে আজকে গরীবের সংখ্যা দিন দিনই বেড়ে

যাচ্ছে। আজকে সিডুয়েল কাষ্ট এবং সিডুয়েল ট্রাইব সহ অন্যান্য অনগ্রসর জাতিই আজকে খেতে পাচ্ছে না, আজকে তাদের থাকার জন্য কোন ভিটে মাটি পর্য্যন্ত নেই। এই অবস্থায় তাদের মনের ক্ষোভ থাকাটাই স্বাভাবিক। সংবিধানে তাদের উন্নতিকল্পে যে ব্যবস্থাগুলি রাখা হয়েছে সেগুলির প্রতি যদি কেন্দ্রীয় সরকার ভালভাবে নজর দিতেন, তাহলে তো তাদের মনে ক্ষোভ থাকত না। আমরা দেখেছি ১৭৫৭ইং সালে বাংলাদেশে ব্রিটিশরা যখন আসে এবং পলাশীর মাঠে যখন নবাবের সৈন্যরা যুদ্ধ করেছিল তখন সেই যুদ্ধে নবাবের সৈন্যদেরকে সাহায্য করার জন্য বাংলাদেশের আশেপাশে যে সমস্ত রাজ্যগুলি ছিল তারা এগিয়ে আসে নি। কারণ তাদের মধ্যে কোন ঐক্য ছিল না। তার এক বছর পর ১৮৫৭ সালে সিপাই বিদ্রোহ বাংলাদেশ মারাঠা সহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় একটা জাতীয় ঐক্য আমরা লক্ষ্য করেছি। এমনকি সেই বিদ্রোহে ভারতবর্ষের রাজা, জমিদার তথা সর্বস্তরের মানুষ তাদের মদত দিয়েছিল। আমরা এখানে ঝাঁন্সীর রাণীর কথা উল্লেখ করতে পারি, নানা সাহেবের কথা উল্লেখ করতে পারি যারা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে ছিলেন। এবং তাদের অনুপ্রেরণাতেই ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয় এবং একটা নূতন জাতির জন্ম হয়। সেই জাতির মনে অনেক আশা আকাংখা ছিল। কিন্তু তাদের সেই আশা এবং আকাংক্ষা বিগত ৩৩ বছরেও পুরণ হয় নি। আজকে জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এই অবস্থায় বিভিন্ন জায়গায় জাতীয় সংহতির ডাকে আলাপ আলোচনা করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এই জন্য অতিরিক্ত ব্যয় মুঞ্জুরী চাইতে হয়েছে। স্যার, এখানে যে অতিরিক্ত ব্যয় মুঞ্জুরীর দাবী রাখা হয়েছে, সেটাকে সমর্থন করি। সাথে সাথে আমি এই কথা উল্লেখ করতে চাই, যাদের নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে তাদের মনে চেতনা আনতে হবে। তাদের মনে কোন চেতনা সঞ্চার করতে না পারলে তাদের অভিষ্ট লক্ষ্যে আমরা পৌঁছুতে পারব না। টাকা খরচ করাই সব কথা নয়। নূতন চেতনা নিয়ে, নূতন উদ্দীপনা নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে। গ্রামে গ্রামে আমরা ক্ষমতা সম্প্রসারিত করেছি, তার সংগে সংগতি রেখে আমি বলতে চাই, নূতন উদ্যমে কাজ করতে না পারলে ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষ যে পিছিয়ে আছে, তাদেরকে আমরা সামনে নিয়ে আসতে পারব না। আজকে আমরা কাজ করতে গিয়ে দেখছি কাজকর্মের ক্ষমতা সম্প্রসারনের ব্যাপারে আমরা পঞ্চায়েতের কাছে অনেক ক্ষমতা দিয়েছি। ডি;ডি,সি তে বসে আমরা এই ব্যাপারে প্রস্তাব নেই এবং সেই অনুযায়ী আমরা কাজ করি। গ্রামে গ্রামে কোন পাড়ায় কি কি করা উচিত তা আমরা দেখি এবং তা আমরা বাস্তবায়িত করতে চেষ্টা করি। আজকে সয়েল কনজারভেশানের ক্ষেত্রে এত টাকা ধরা সত্বেও এখন পর্যন্ত তেমন কিছু কাজ আরম্ভ হয় নাই। এতদিনের মধ্যেও প্রায় বছর শেষ হয়ে যাচ্ছে। ২—৩ দিনের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি খোয়াইতে অমর কলোনীতে জি,বি,বি.টি অন্যায় শুরু হয়েছে। বাজেটখাতে জি বি.বি.টি অ্যালার আরম্ভ হয়েছে। কমল নগরে জি.বি.বি.টি অ্যালার কিছুটা আরম্ভ হয়েছে। প্রমোদ নগরে কিছু আর করে । শান্তি নগরের অল্প কিছু জায়গাতে নিয়েছে। আর অন্যসমস্ত

জায়গাগুলি ফাকা আছে। ওয়েষ্ট চম্পাছড়া ইষ্ট চম্পাছড়া. ইষ্ট রামচন্দ্রঘাট, উত্তর রামচন্দ্র ঘাট, রাজনগর, বগাবিল, দক্ষিন পদ্মাবিল ইত্যাদি সেই সমস্ত জায়গাগুলিতে আমরা কনজারভেশানে কাজ আরম্ভ হওয়ার জন্য আমরা প্রস্তাব নিয়েছি। তবে এখনও আরম্ভ করা হয়নি। আরম্ভ না হওয়ার কারন জিজ্ঞাসা করলে তারা বলে দেবে লোকের অভাব। অর্থাৎ লোকের অভাবে তারা কাজ আরম্ভ করতে পারছে না। তাহলে এত টাকা দিয়ে কি হবে? এত টাকা কি কাজে লাগবে? আমরা বন্যা নিয়ন্ত্রনের জন্যও সেচ প্রকল্পের জন্যে লাল ছড়ার উপরে একটা স্টেইটমেন্ট নেওয়ার কথা ছিল, একটা সারভে হওয়ার কথা ছিল এবং সারভে হয়ে গেছে। কিন্তু সেখানে হাতে কলমে কোন কাজ এখনও আরম্ভ হয়নি নোটিফাইড এরিয়ার কাজকর্ম যদি আমরা লক্ষ্য করি খুবই দুঃখ জনক যে সেখানে ঠিকমত কাজ এখনও আরম্ভ হয় নাই। সেখানে ঠিকমত কাজকর্ম হয় কিনা তা দেখবার জনা আমরা একটা কমিটি গঠন করেছি। এখান থেকে সুপারিনটেণ্ডিং ইন্‌জিনিয়ার একটি চিঠি দিয়েছিলেন তেলিয়ামুড়ার একস্‌কিউটিভ ইন্‌জিনীয়ারের কাছে। চিঠিটির নাম্বার হল, নং এফ (১৯৭।এস, ই। ৪২১—২২) এই চিঠিতে যা লিখেছেন তাতে বলে দিয়েছেন যে তিনি কোন ষ্টাফ বিয়ার করতে পারবেন না। কাজেই আমরা জানি এই অবস্থায় কোন কাজই সম্ভব নয়। নোটিফাইড এরিয়ার কাজ মানেই প্রতিটা রাস্তা ঠিক করা, কিছু নালা করা, তার ম্যানেজমেন্ট দেওয়ায় তার এসটিমেট করা ইত্যাদি। এইসব কাজ কারা করবেন? একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য করেছি টি. কে, রোড যেটা সেটা হচ্ছে ৩২ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য। তার মধ্যে অধিকাংশ রাস্তার কাজ এখনও আরম্ভ হয় নাই। ২৫ থেকে ৩২ কিলোমিটারের মধ্যে যে রাস্তা আছে সেই রাস্তার টেণ্ডার কল পর্যান্ত আজ তিন বৎসরের মধ্যে পাওয়া যায়নি। যেখানে যেখানে কাজ আরম্ভ হয়েছে সেখানেও ভাল ভাবে কাজ আরম্ভ হয়নি। তবে আমরা গর্বের সংগে একটা কথা বলতে চাই যে, খোয়াই ডিভিশনে মাইনর ইরিগেশানের কাজ ১৯টা হয়েছে। তার মধ্যে গত ২ বছরের মধ্যে ১৩টা হয়েছে আর অন্যগুলি আগে হয়েছে। ২৬.৪.৭৯ তারিখে সিপাইরাও তে ২৮.৭.৭৯ তে মাইগঙ্গাতে, ৫. ৬ ৭৯ তে তোতাবাড়ী, ৮.৭.৭৯ তে কল্যইনগরে, ১৮.৬.৭৯ তে চাম্পাহাওরারে, ১২.৬.৭৯ তে সর্দারপুরের ৩১.১২.৭৯ তে দুর্গাপুরে হয়েছে। কিন্তু সেখানে ইলেকট্রিকেল ট্যান্সফরমার ডিস্‌অরডার হয়ে যাওয়ার ফলে কিছু ফসল নষ্ট হয়ে যায় দুটি ডিপার্টমেন্টের নিজেদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির ফলেই কাজগুলি [illegible]ত শেষ হচ্ছেনা। তাদের মধ্যে কো-অর্ডিনেশান থাকলে পারে এই কাজগুলি বছরের পর বছর পরে থাকত না। পঞ্চায়েত দপ্তর এবং ডিভি ডি,ভি,সি, অফিসারদের মধ্যে যাতে কো-অর্ডিশান রেখে কাজ করা হয় তাহলে আরও অনেক কাজ করা যেত। এই যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ এখানে ধরা হয়েছে তাকে সমর্থন করে আর জনগণের সাথে মিউনিসিপ্যালিটি দপ্তর এবং বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের যাতে একসাথে করেন এই অনুরোধ রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস

শ্রীনকুল দাস :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে এই যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ ধরা

হয়েছে তাকে আমি সমর্থন করি। আজকে আমরা দেখেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যে, শুধু ত্রিপুরা রাজ্যে নয় সারা ভারতবর্ষে ৩২ বৎসরে যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তাতে দেখা যায় জাতীয় সংহতিকে বিপর্যস্ত করার জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা বিভিন্ন ভাবে চক্রান্ত করার চেষ্টা করছে।

এইভাবে সাম্রাজ্যবাদীরা যে চক্রান্ত করছে সেই চক্রান্তকে আমাদের রুখতেই হবে এবং আমরা তা রুখতে ও পেরেছি। আর এই চক্রান্তকে রুখবার জন্য পুলিশের কিছুটা দায়িত্ব আছে, কিছুটা কেন পুরোপুরি দায়িত্বই আছে তাই আইন শৃঙ্খলার প্রশ্নে পুলিশের জন্য যে ব্যয় বরাদ্ধ করা হয়েছে সেই ব্যয় বরাদ্ধকে আমরা সমর্থন করি। আমরা দেখেছি যে, পুলিশের কাজ খুব বেশী অথচ তাদের কাজের তুলনায় তারা বেতন পায় না, বা প্রয়োজনের তুলনায় পুলিশ বাহিনী কম তাই সেই পুলিশ বাহিনীকে বাড়াবার জন্য এবং তাদের নানান সুযোগ সুবিধা করে দেওয়ার জন্য যে বাজেট বরাদ্ধ করা হয়েছে তাকে স্বাভাবিকভাবে আমরা সমর্থন করি। তারপর ট্রাইবুনালের জন্য আমাদের ব্যয় বরাদ্ধ বাড়াতে হবে। এই ট্রাইবুনালের নামে যারা দাঙ্গার সঙ্গে জড়িত তারা চীৎকার করছে যে আমরা ট্রাইবুনাল চাই না। এই দাঙ্গার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে এবং পরোক্ষভাবে যারা জড়িত ঐ "আমরা বাঙ্গালী" কংগ্রেস (ই), উপজাতি যুব সমিতি, তারা প্রত্যেকেই এই ট্রাইবুনালের বিরোধীতা করছে। তারা বলছে যে তারা এখানে ট্রাইবুনাল চায় না তারা চায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত। অবশ্য এটা তারা এই বিধান সভার মধ্যে করছে, না ঐ বিধানসভার বাহিরে করছে ট্রাইবুনালের পরিবর্তে বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী করছে। কিন্তু কেন? কেন তারা চায় তারা বিচার বিভাগীয় তদন্ত? কারণ হচ্ছে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনে তো বিচার হতে হতে ২ বৎসর চলে যাবে, আর দুই বৎসর পর এই বামফ্রন্ট সরকারও চলে যাবে, কাজেই তাদেরকে আর শাস্তি ভোগ করতে হবে না।

মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, আমরা মনে করি আজকে কোন বিচার বিভাগীয় তদন্তের প্রয়োজন নাই। কারন, এই ট্রাইবুনাল যাদের বিচার করবে, তারা হচ্ছে এই দাঙ্গার কাজে দোষী, আর এই দোষীরা কে, তারা হচ্ছে নিজের ঘরের লোক, যেমন ছেলে মাকে খুন করছে, ভাই ভাইকে খুন করছে, কাজেই মা ছেলের বিরুদ্ধে আদালতে বিচার চাইবে, ভাই ভাইয়ের বিরুদ্ধে বিচার চাইবে, আদালত তাদের বিচার করবে। সেখানে তো তদন্ত কমিশনের কোন প্রয়োজন করে না। বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের প্রয়োজন হয় না। আমরা দেখেছি যে যারা দাঙ্গার সময় মানুষকে খুন করেছে, আজকে তারাই চায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন, চায় না ট্রাইবুনাল। আর এই জন্যই আমাদের প্রয়োজন ট্রাইবুনালের, সেখানে দোষীদের বিচার হবে। যে মায়ের সামনে তার ছেলেকে গুণ্ডারা খুন করেছিল সেই মা পাবে তার ছেলে হত্যার বিচার। তাই আমরা আজকে এই ট্রাইবুনালকে সমর্থন না করে থাকতে পারছি না।

তার পর আসে কর্মচারীদের কথা। কর্মচারীদের জন্য কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা দেওয়ার কথা। আমাদের এখানে সরকারী কর্মচারী যারা আছেন, যারা দীর্ঘদিন যাবত আন্দোলন

করে আসছেন। দেখা যায়, কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীরা বেশী মহর্ঘভাতা পায় আর রাজ্য সরকারের কর্মচারীরা তার চেয়ে অনেক কম মহার্ঘ্যভাতা পায়, অথচ তারা সকলেই এই একই বাজার থেকে জিনিষ কিনে খায়।

জিনিষের দামও দুই সরকারের কর্মচারীদের জন্য দুই রকম নয়, কাজেই রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের জন্য কেন্দ্রীয় হারে মাহার্ঘ ভাতা দেওয়ার যে দাবী তাকে আমি সমর্থন করি। তাদের জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী রেখেছি এই বিধান সভা থেকে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তা দিতে সম্মত হন নি। যেহেতু বর্তমান সরকার জন দরদী তাই সে ধরণের পরিকল্পনা নিয়েছেন, আবার কর্মচারীদের মধ্যে কিছু কর্মচারী আছেন যারা বিগত দিনে সমস্ত সুযোগ সুবিধাগুলি ভোগ করছেন তার পর এখন আবার রাজ্য সরকারের উপর কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতার জন্য দাবী করেন, তবে, আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই মহার্ঘভাতার জন্য দাবী করব কিন্তু তার পরিপ্রেক্ষিতে আবার এ কথাটাও বলব যে তোমরা যারা অফিসে কোন কাজ কর না আবার নানা কথা বলে অফিসের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছ তোমাদেরকেও ঠিক হয়ে চলতে হবে।

আবার আর এক দিকে আমরা দেখেছি যে, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে যে দাঙ্গা হয়ে গেছে, এখানে এই ত্রিপুরায় আমরা দেখেছি যে এখানকার গণতান্ত্রিক মানুষের প্রচেষ্টায় আমরা এই দাঙ্গাকে রুখতে পেরেছি। তবু তার মধ্যেও যে ক্ষতি আমাদের হয়েছে, সেই ক্ষতির জন্য এখানে যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে তাকে আমি সমর্থন করি। এই দাঙ্গার জন্য আমাদের সরকারকে অনেক টাকা বেশী খরচ করতে হয়েছে আর সেই জন্যই আজকে আবার এই সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট আনা হয়েছে এই সরকার এই দাঙ্গায় যারা আত্মীয় স্বজন হারিয়েছেন তাদেরকে দিয়েছেন ৫ হাজার টাকা, আর যাদের ঘরবাড়ী নষ্ট হয়েছে তাদেরকে দিয়েছে ৭/৮ হাজার টাকা, যাদের কৃষির কাজের ক্ষতি হয়েছে তাদেরকে এই সরকার সার, বীজ, প্রভৃতি কৃষির জিনিষপত্র দিয়েছেন। তার পরেও আমরা দেখছি যে আজকের বাজেট বরাদ্দের মধ্যে তাদের জন্য আরও কিছু টাকা ধরা হয়েছে।

আমরা দেখেছি, এক সময় বরাদ্দ টাকা তারা খরচ করতে পারত না, আর এখন দেখছি যে বৎসরের বরাদ্দ টাকা খরচ করে বামফ্রন্ট সরকার আবার কিছু টাকা কেন্দ্রের কাছে বরাদ্দ চেয়েছেন। কারণ তাদের আরও বেশী টাকার দরকার। যারা বলছেন যে বামফ্রন্ট সরকার টাকা খরচ করতে পারছে না, টাকা ফেরত পাঠাচ্ছে, তাদেরকে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ না যে বামফ্রন্ট সরকার কিভাবে বার বার জনগণের কল্যাণের জন্য নানা খাতে বরাদ্দ করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে টাকা চাইছে এবং জন কল্যাণমূখী কাজগুলি কিভাবে করছে। কাজেই মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, আজকে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার যদি আমাদের মত প্রত্যেকটা রাজ্য সরকারের সমস্ত বাজেট বরাদ্দকে মেনে নেন তা হলেই সারা ভারতবর্ষের মধ্যে আজকে যে জাতীয় সংহতির প্রশ্ন উঠেছে তাকে রক্ষা করা সম্ভব হবে।

জনগণের কল্যাণের জন্য যে জাতীয় সংহতির প্রয়োজন সেই জাতীয় সংহতি রক্ষা করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারে ভূমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বিশেষ করে এই ত্রিপুরার কথাই আমরা বলছি যে, যারা গত ৩২ বছর যাবত এই ত্রিপুরাতে রাজত্ব করে গিয়েছেন, তারাতো ইঁদুরের মত দেশের সমস্ত মাটিকে নষ্ট করে দিয়ে গেছেন, কাজেই এই ইঁদুরে খাওয়া মাটিতে আবার ভাল ফসল ফলানোর জন্য রাজ্য সরকার যে সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট এখানে এনেছেন সেই বাজেটকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনা করে দেখতে হবে। অন্ততঃ এই ত্রিপুরার দিকে কেন্দ্রীয় সরকারকে নজর দিতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমি এই দাবী রেখে আজকের এই বাজেট বরাদ্দকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরসিরাম দেববর্মা।

শ্রীরসিরাম দেববর্মা :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে সাপ্লেমেণ্টারী গ্র্যাণ্টস্ এখানে উপস্থাপিত করেছেন আমি তাকে সমর্থণ করি। সমর্থন করে এখানে সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতে চাই। ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যে উন্নয়নমূলক কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন তার মধ্যে একটা হল গরীব অংশের মানুষের শিক্ষার উন্নতি। গরীব অংশের মানুষরা যারা এত দিন শিক্ষার সুযোগ পান নাই তাদের শিক্ষার সুযোগ করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার যে ব্যবস্থা নিয়েছেন তাকে ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষ অভিনন্দন জানাবেন। ১ম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রদেরকে বই দেবার জন্য বামফ্রন্ট সরকার বই ছাপার জন্য মঞ্জুরি ধরেছেন। গরীব ছাত্রদেরকে ষ্টাইপেণ্ড দেবার জন্য যে ব্যয় ধরা হয়েছে তা ছাত্র বৃত্তির জন্য ব্যয় হয়ে গেছে। সে কারণে শিক্ষার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। আবার স্কুলগুলি মেরামতের জন্য এখানে মঞ্জুরি চাওয়া হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে ডিমাণ্ডগুলি এখানে আনা হয়েছে তাতে ছাত্রদের বৃত্তির জন্য ১ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা চাওয়া হয়েছে। এটা সম্পূর্ণ নূতন, একমাত্র বামফ্রন্ট সরকার ১ম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুলের টিফিনের ব্যবস্থা করছেন। গত ৩০ বছর কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় থাকার সময়ে এই ব্যবস্থা করতে পারেন নি। বামফ্রন্ট সরকার কিভাবে কাজ করছেন তার কিছু উল্লেখ করতে হয়। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের টিফিন দেওয়ার ব্যবস্থা কেউ কখনও ভাবেন নি। কংগ্রেস সরকার, জনতা সরকার, সবাই ত গেল কিন্তু কেউ না একমাত্র বামফ্রন্ট সরকার টিফিনের ব্যবস্থা করছেন। কাজেই এই সমস্ত কাজ করতে হলে টাকার দরকার। যে টাকা বাজেটে ধরা হয়েছিল তা খরচ হয়ে গেছে, তাই সে কাজ সম্পন্ন করার জন্য এখানে সাপ্লিমেণ্টারী গ্র্যাণ্ট্ চাওয়া হয়েছে। কাজেই এই সাপ্লেমেণ্টারী ডিমাণ্ডকে আমি সমর্থণ করি। বামফ্রন্ট সরকার আরও কাজ করার জন্য এই টাকা চাওয়া হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যে যে ভয়াবহ দাঙ্গা হয় গেল, সে দাঙ্গার পরিস্থিতিতে ৩ লক্ষ লোক শিবির বাসী ছিল। সে সমস্ত শিবির বাসীকে পুনর্বাসন দেবার জন্য তাদের নিজ নিজ বাড়ীতে পাঠানোর জন্য এখানে টাকা চাওয়া হয়েছে। কিন্তু যে অবস্থায়

সৃষ্টি হয়েছিল তাতে সমস্ত মানুষের সমস্যার সমাধান হয়ত সরকার করতে পারবেন না তবু যতটুকু সম্ভব সীমিত ক্ষমতার মধ্য দিয়ে সুষ্ঠু পুনর্বাসনের জন্য এখানে টাকা চাওয়া হয়েছে। তাই আমি ইহাকে সমর্থন করি। কাজেই আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক আনীত ডিমাণ্ডগুলিকে সর্বান্তকরণে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া।

শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক যে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড চাওয়া হয়েছে আমি তাকে পুরোপুরিভাবে সমর্থন করছি। মাত্র তিন বছর হল বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেছেন। এই অল্প সময়ের মধ্যেই এই সরকার গ্রামে গঞ্জে যে সব গরীব মানুষ বাস করছেন তাদের জন্য যা করছেন তা ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পরও হয়নি। গ্রামের যারা কৃষক তাদের ছেলে-মেয়েরাও পড়াশুনা করতে পারে না কারণ তাদের সে সামর্থ্য নেই কিন্তু শহরের যারা ধনী ব্যবসায়ী তাদের ছেলেমেয়েরা সব সুযোগ পায়, তাদের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা করার সুযোগ সরকার থেকেও দেওয়া হয়েছিল কিন্তু এই সরকার ক্ষমতায় আসার পরেই গ্রামে গঞ্জে গরীব মেহনতি মানুষের উন্নতির জন্য যাবতীয় সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করছেন। আমরা কংগ্রেস আমলের ৩০ বছরে গ্রামের কোন উন্নতির ব্যবস্থা করতে দেখিনি। এই বামফ্রন্ট সরকার আসার পরই শুধু দেখলাম যে বামফ্রন্ট সরকার গ্রামে-গঞ্জের ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুল-কলেজ, সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র, বালোয়াদি প্রভৃতি করল। কংগ্রেস বিগত ৩০ বছরে যা করতে পারেনি বামফ্রন্ট সরকার ৩ বছরে তার চাইতে অনেক বেশী করেছে এবং যেভাবে উন্নয়নমূলক কাজ করতে শুরু করেছে তাতে বামফ্রন্ট সরকারের ৫ বছর কার্যকালের মধ্যে আর কোন কর্মহীন লোক থাকবে না। তাই বামফ্রন্ট সরকারের এই সব কাজকর্ম দেখে কংগ্রেস (ই), "আমরা বাঙ্গালী" উপজাতি যুব সমিতি শকুনির পরামর্শে পঞ্চ পাণ্ডব তথা বামফ্রন্ট সরকারকে ধ্বংস করার কাজে লেগেছে। কারণ, তারা ভাবছে যে দুর্যোধন যেমন পঞ্চ পাণ্ডবকে জতু-গৃহে হত্যা করে নিষ্কন্টকে রাজ্য ভোগ করতে চেয়েছিল তেমনি তারাও সে পথ অবলম্বন করছে, কিন্তু আমাদের দেশের মানুষ তাদেরকে চেনে। তাই এ কাজ তাদের পক্ষে করা সম্ভব না। কিন্তু তবু তারা ঐ কংগ্রেস (ই), "আমরা বাঙ্গালী" উপজাতি যুব সমিতি, সারা ত্রিপুরার মানুষকে রাতের অন্ধকারে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে বুঝাতে চেষ্টা করছে।

:—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই কংগ্রেসের লোকেরা গিয়ে বুঝালো যে, বাঙ্গালীরা এরা বিদেশী। যারা ১৯৪৯ সালের ১৫ই অক্টোবর থেকে ত্রিপুরায় এসেছে তারা বিদেশী, তাদের চিহ্নিত করা হোক এবং তাদের ত্রিপুরা থেকে বিতাড়ন করা হোক। আর উপজাতিদের জন্য অটোনমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল করা হোক যাতে করে ত্রিপুরায় আমাদের শাসন কায়েম হতে পারে। এরাই আবার বাঙ্গালীদের গিয়ে বলেছেন—"তোমরা

বসে আছ কেন ? তোমাদের হটাবার জন্য পাহাড়ীরা এক জোট হয়ে গেছে। তারা তোমাদের ত্রিপুরা থেকে বিদেশী বলে বিতাড়ণ করবে। তারা অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল করছে, বামফ্রন্ট সরকার তাদের তোমাদের বিরুদ্ধে পাহাড়ীদের উস্কানী দিচ্ছে। তোমরা "আমরা বাঙ্গালী" নামে দল গঠন করে একজোট হও এবং বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন কর। তোমরা কখনো অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল গঠন করতে দিও না। তাহলে তোমাদের সমস্ত জমি সরকার নিয়ে নিবে আর তোমাদের ত্রিপুরা থেকে বিদেশী বলে তাড়িয়ে দিবে। সাবধান, তোমরা এখন হতে সতর্ক হও, বামফ্রণ্ট সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর। নতুবা তোমাদের ত্রিপুরাতে অস্তিত্ব থাকবে না। উপজাতিদের বাজারে তোমরা যাবে না। আবার দেখুন উপজাতিদের এরা বলছে—তোমরা বাঙ্গালীদের "বাজার বয়কুট কর।" এভাবে এরা পাহাড়ী বাঙ্গালীদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করছে।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হয়, তখন সারা ভারতবর্ষে উপজাতিদের সংখ্যা ছিল পাঁচ কোটি। তখন কেন্দ্রের সরকার কথা দিয়েছিলেন যে, ভারতে যারা উপজাতি আছে অনগ্রসর জাতি আছে তাদের উন্নতির জন্য, তাদের চাকুরী বাকুরীর জন্য সরকার অত্যন্ত সচেতন থাকবেন। এই উপজাতিরা যাতে অগ্রসর হতে পারে তার জন্য তারা ব্যবস্থা নেবেন, পরিকল্পনা করবেন। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের ৩৩ বছর পরেও ঐ কংগ্রেসী সরকার অনগ্রসর উপজাতির লোকদের জন্য কিছুই করতে পারেন নি। তাঁরা পারবেন কি করে ? কারণ তারা তো গরীব মানুষের প্রতিনিধি নয়। তারা ধনী পুঁজিপতিদের প্রতিনিধি। এরা পুঁজিপতিদের হাতের পুতুল। পুঁতিপতিদের স্বার্থই এরা দেখবে। তারা কি ঐ অনগ্রসর জাতির জন্য উপজাতির জন্য কোন পরিকল্পনা নেবে ? তারা ১৯৬০ সালে ভূমি সংস্কার আইন করলো। তার্তে তারা সিলিং করে দিলে যে ২৫ একরের বেশী জমি কারো সত্বাধীনে রাখতে পারবে না। কিন্তু এতে দেখা গেলো যে ২৫ একরের বেশী জমি খুব কম লোকেরই হাতে রয়েছে। ফলে ভূমিহীনরা আর জমি পেল না। তখন সেই কংগ্রেস সরকার দেখল যে, যদি এই সিলিং আরো না বাড়ানো যায় তবে কৃষক বিপ্লব হতে পারে। তাই তারা আবার সংশোধনী আইন করে সেই সিলিং কমিয়ে করল ১০ একরে। [illegible] তো করলো সে আইনশুধু কাগজে কলমে রয়ে গেল। এই আইনের প্রয়োগ আর

[illegible]

[illegible] উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল তো সুখময় বাবুর [illegible] কিন্তু সুখময় সরকার সে ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলকে ঘোষনা করেনি। কারণ তারা [illegible] দিন যদি বামফ্রন্ট সরকার আসে তবে সেই বামফ্রন্ট সরকার নিশ্চয়ই উপ- [illegible] এই অটোনোমাস কাউন্সিল চালু করবে। তখন তারা এই ইস্যু ধরেই [illegible] কে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিতে পারবে এবং তারা এখন করছেও

[illegible]

এই সুখময় বাবুর সরকার লেভীর ধান সংগ্রহ করবার জন্য যেভাবে মানুষের উপর অমানু- [illegible] অত্যাচার করেছে তা ভাষায় বলা যায় না। লেভির কোটা সংগ্রহ করবার জন্য তারা

পুলিশ পাঠিয়ে জোর করে কৃষকদের খাবার ধান, বীজ ধান নিয়ে এসেছে। ফলে কৃষকদের সারা বছর অনাহারে থাকতে হয়েছে। এদিকে যে মাত্র লেভীর কোটা পূরণ হলো তখনই সরকার ধানের দর বাড়িয়ে করলো ৬০ টাকা মণ। ফলে বহু লোককে উপবাসে থাকতে হযেছে। ভাত খেতে না পেয়ে মানুষ কাঁচা কাঁঠাল সিদ্ধ করে, কাঁচা কলা সিদ্ধ করে, বনের আলু সিদ্ধ করে বাঁশের করল সিদ্ধ করে খেয়েছে। এভাবে অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে অনেকেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। আর বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর কেউ কি বলতে পেরেছে বা দেখেছে যে কোনও লোক না খেয়ে মরেছে? বামফ্রন্ট সরকার সকলকে তাদের ইচ্ছামত পেট পুরে খেতে দিয়েছে। আজকে গ্রামে গ্রামে সকলেই এক বাক্যে বলছে যে, বামফ্রন্ট সরকার গরীবের বন্ধু। এটা তো আর বামফ্রন্ট বিরোধী গোষ্ঠীগুলির সহ্য হচ্ছে না। তাই তারা নানাভাবে চেষ্টা করছে যাতে করে কোন রকমে বামফ্রন্ট সরকারকে ভেঙ্গে দেওয়া যায়।

তাদের ইন্দিরা গান্ধী বলে দিয়েছে, খবরদার সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও কেন্দ্রে শাসন চালাতে পারছি না। তোমরা এসমস্ত গোলমাল করো না। এখন তারা চিন্তা করছে, কি করলাম। তারা এখন মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। তাদের এখন কি শাস্তি হবে। যারা খুন করেছে তাদের শাস্তি কি হবে না এবং যারা আদেশ দিয়েছে তাদেরও কি শাস্তি হবে না? সেজন্য তারা বিধান সভায় আসে না। কিন্তু এই যে ত্রিপুরায় ১৯ লক্ষ লোক আছে তারা তো চায় দোষীদের শাস্তি হোক। কিন্তু শাস্তি যদি তাদের দিতে হয় তাহলে তো ট্রাইবুন্যাল দরকার। কিন্তু তার পরিবর্তে তদন্ত কমিশন যদি হয় তাহলে তো ১৪ বছরেও শাস্তি হবে না। ত্রিপুরা একটা জংলী রাজ্য, অনার্য্য রাজ্য, সেজন্য এত এত লোক খুন হয়ে গেল, আমরা একটা বিচার পেলাম না। সেজন্য সরকার কি জবাব দেবে? সেজন্য আমরা ট্রাইবুন্যালে বিচার চাই। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: ডেপুটি স্পীকার—এখন মাননীয় সদস্য শ্রীতরণী সিংহ।

শ্রীতরণী মোহন সিংহ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কতৃক আনীত সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডকে আমি পুরোরপুরি সমর্থন করছি। সমর্থন করছি এই কারণে যে, রাজ্যে আয় যেখানে নেই সেখানে যে বাজেট তৈরী করা হবে সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার-এর কাছ থেকে যদি টাকা না আনা হয় তাহলে চলতে পারে না। যদি ভাজা মচ্‌মচ্‌ করতে হয় তাহলে তৈল বেশী দরকার। ত্রিপুরার মত একটা দেশকে, যে দেশ কংগ্রেস শাসনে পিছিয়ে পড়েছিল, তাকে উন্নত করতে হলে টাকা দরকার। বামফ্রন্ট শাসনে আসার পর গ্রামাঞ্চলে পায়ে হাঁটার রাস্তা থেকে আরম্ভ করে ছোট ছোট গ্রামে যে স্কুল দরকার সেগুলোর জন্য প্রচুর টাকার দরকার আছে। সেই কাজ করতে গিয়ে ত্রিপুরাতে দুই বছরের মধ্যে যে কাজ হয়েছিল, অর্থাৎ ত্রিপুরাবাসী আজকে বুঝতে পেরেছে যে ত্রিপুরার বামফ্রন্ট নামে একটা বন্ধু আছে। মানুষ দেখছো যে, ১৯৭৭ এর নির্বাচনে প্রথম তারা সম্মুখ সমরে কংগ্রেস, সি, এফ, ডি, জনতা হেরে গেল। দ্বিতীয়ত: পঞ্চায়েত নির্বচনে সম্মুখ সমরে হেরে গেল, তৃতীয় পৌর নির্বাচনে তারা হেরে গেল এবং চতুর্থত: পার্লমেণ্টারী নির্বাচনে তারা হেরে গেল। সুতরাং তারা কি করবে? গ্রামাঞ্চলে তারা মুখ ফুটে বিরোধীতা করতে পারছে না। চাইবে কি? রাস্তা চাইবে, না স্কুল চাইবে?

সেগুলি তো চাওয়ার আগেই আমরা করে দিয়েছি। উপরন্তু ইস্তাহারে যা ছিল তাও আমরা করে দিয়েছি। সেজন্য বামফ্রন্ট সরকার আজকে জনগণের হাতিয়ার। সেজন্য উপজাতি যুবসমিতি, কংগ্রেস-আই, আমরা বাঙ্গালী, তারা দিশেহারা। সেজন্য তারা বেছে নিয়েছে দাঙ্গা-হাঙ্গামা। যার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যে তিন লক্ষ শরণার্থী, দশ হাজার গৃহদাহ। পারে তারা ঘর পোড়াতে। পারে তারা স্কুল পোড়াতে। কিন্তু জনগণের সামনে কি তারা বলতে পারছে যে বামফ্রন্ট সরকার এই কাজ করেছে, তার জন্য আমরা তাদের বিরোধীতা করছি তাই তারা বেছে নিয়েছে রাত্রির অন্ধকার। এই জন্য তাদের বেছে নিতে হচ্ছে স্কুল পোড়ানো; গৃহদাহ এবং ডাকাতি। যার জন্য আজকে বামফ্রন্ট সরকার ট্রাইবুন্যাল গঠণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সেটা কেন হবে? তোমরা যদি দেশের মধ্যে দাঙ্গা না করতে, লুঠতরাজ না করতে তাহলে তো এই ট্রাইবুন্যালের কোন দরকার ছিল না। সেজন্য তাদের ভয় হচ্ছে, ট্রাইবুন্যাল হলে না জানি কি হবে। তারা তো বলেছিলেন এই দাঙ্গার পরে বিধানসভা ডাকতে। কিন্তু আজকে তারা বিধানসভায় আসেন না। তারা বয়কট করেছেন। আজকে তারা ট্রাইবুন্যালকে ভয় পায়। যারা দোষী তাদের শাস্তি অবশ্য পেতে হবে। দোষী শাস্তি পাবেই। এটা কোন সভ্য মানুষ বলবে না যে, তাদের মুক্তি হোক। যখন দোষীদের ধরা শুরু হল তখন কংগ্রেস-আই, "আমরা বাঙ্গালী" এবং উপজাতি যুবসমিতির লোকেরা বলতে সুরু করলো যে, নির্দোষীদের ধরা হচ্ছে।

আর যখন ধরা হল, তখন বলা হল তাদের লোক, নির্দোশ লোক—"আমরা বাঙ্গালী" দলের অথবা উপজাতি যুব সমিতির লোক না হয় কংগ্রেস (আই) এর লোক। আর যখন ছাড়া পেল, তখন বলা হল কমিউনিষ্ট। অর্থাৎ ধরলে তাদের লোক, আর ছাড়া পেলে কমিউনিষ্ট। এই রকম একটা নজীর তারা সৃষ্টি করছে। আজকে তারা যা করল—এত বড় একটা দাঙ্গা তারা ত্রিপুরা রাজ্যের বুকে করেছে, এত বড় ঘটনা ঘটিয়েছে, তাই তারা ভয় পাচ্ছে। ট্রাইবুন্যাল সম্পর্কে হুসিয়ারী দিচ্ছে কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণ আগামী দিনে তাদেরকে আর স্থান দেবে না। আজকে উপজাতি যুব সমিতি করতে গ্রামে বাধা পাচ্ছে। কিছু লোক তারা বলছে যে তাদের কথা শুনে আমরা ভুল করেছি। তারা আজকে পথ খুঁজে পাচ্ছে না যে কোথায় গেলে শান্তি পাবে কেন না, তারা শান্তি চায়, শান্তিতে বসবাস করতে চায়। তাই তো উপজাতি যুব সমিতি ট্রাইবুনালের বিরুদ্ধে মরিয়া হয়ে লেগেছে যে, এটা করা ঠিক হবে না। কিন্তু তারা যে অনেক নির্দোষ লোককে খুন করেছে,—কাজেই ট্রাইবুনাল হলে তো তাদের ভয় থাকবেই। জনগণ তো তাদেরকে রেহাই দেবে না। তাই আমি বলব যে, এই বাজেটের মধ্যে যে ডিমাণ্ডগুলি আছে, তার সবগুলিই অত্যন্ত মূল্যবান এবং আমাদের বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের উন্নতির জন্য সুচিন্তিত মস্তিষ্কে এগুলি এখানে পেশ করছেন। আর এই বাজেট পাশ হবার পর আমরা যদি সেগুলিকে ঠিক মতো বাস্তবায়িত করতে পারি, তাহলে যে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তাদের পার্টি বলে কিছু থাকবে না। তাই তারা এখন থেকে আওয়াজ তুলছে এখানে আর ট্রাইবুন্যালের স্থান হবে না,—সেজন্য অনশন করছে, সত্যাগ্রহ করছে।

আজকে আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের যে উন্নতি মূলক কাজ সেগুলিকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে। অন্য দিকে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার নীরবে তার কর্মসূচী নিয়ে অব্যাহত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এখানেও যে কিছু বাধা আসছে না, তা নয় যেমন কর্মচারীদের কিছু অংশকে তারা বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করছেন। কেন না, আমরা লক্ষ্য করছি যে ইঞ্জিনিয়ারা নাকি ষ্ট্রাইক করবে বলে যে হুমকি দিচ্ছে। তারা তো ৩০ বছরের আমলে কোন দিন এটা করে নি। অথচ আমরা দেখছি যে এখন বামফ্রন্টের আমলে তারা সেটা করতে পারছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু রাজনৈতিক দল প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে বামফ্রন্ট ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের কল্যানের জন্য যে সমস্ত কার্যসূচী নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে, সেগুলিকে বাধা দেওয়ার জন্য নানা ভাবে চেষ্টা করছেন। কিন্তু আমি বলি যে আপনারা আমাদের দেশের লোক, আমরা আপনাদের সাহায্য চাই—সবাই এগিয়ে আসুন, সবাই মিলে বিগত দিনে ত্রিপুরাতে যে দাঙ্গা হয়ে গেল, আগামী দিনে যেন আমরা নুতন ত্রিপুরা গড়ে তুলতে পারি, তার জন্য সবাই মিলে চেষ্টা করি। আর বিগত দিনে যে ভুল আমরা করেছি তার জন্য জনগণের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চেয়ে নেই. কারণ জনগণ ভিন্ন অন্য কেউ ক্ষমা করতে পারে না। এমন কি আমরাও পারি না। জনগণ রেহাই দিলে, আমরা সবাই রেহাই পেতে পারি। কাজেই এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেট যে অর্থ ধরা হয়েছে, সেটা যাতে ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের প্রকৃত কাজে লাগে, তাদের সেবায় লাগে, তার জন্য আমরা একে অন্যের সংগে হাত মিলিয়ে কাজ করে যাই,— এই বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সারা ভারতে যখন মানুষের গনতান্ত্রিক অধিকারকে লুন্ঠিত করার ষড়যন্ত্র চলছে, মানুষের উপর অত্যাচার নামিয়ে আনার জন্য গভীর ষড়যন্ত্র চালানো হচ্ছে ঠিক সময়ে অত্যন্ত লক্ষনীয় একটা ব্যতিক্রম আমরা দেখছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার, শুধু ত্রিপুরা রাজ্যই নয়, ভারতের অন্যান্য অংশে যে কয়টি বামফ্রন্ট সরকার পরিচালিত হচ্ছে, তারা জনগণের সংগে সহযোগিতা করে সমস্ত কাজ কর্মগুলি করবার একটা ব্যবস্থা করছেন। এখানে যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেটা রাখা হয়েছে, তার মধ্যে এই ছাপটা। স্পষ্ট যখন এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেট আসে তখন আমরা দেখি যে জনসাধারণের প্রকৃত সেবায়, তাদের প্রকৃত কল্যাণে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। আমরা এখানে সাপ্লিমেন্টারী গ্রেন্টের ডিমাণ্ড নাম্বার থ্রীতে দেখছি ইন্‌কোয়েরী কমিশনের ব্যাপারটা আছে হরুয়া পুলিশ ফায়ারিং। সেখানে কয়েকজন নক্‌শাল পুলিশের গুলিতে মৃত্যু বরণ করে। সেই মৃত্যু সম্পর্কে একটা সংশয় ছিল। জনগণ; যদিও বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের লোকেরা সেই সব নকশালদের মৃত্যু সম্পর্কে নানা আজগবি কথাবার্তা জনগণের মধ্যে প্রচার করতে শুরু করলো এবং তাদের বিভিন্ন কাজ কর্মের মাধ্যমে এমন একটা আতংকের সৃষ্টি করলো ঐ এলাকাতে যা আমরা সেখানে লক্ষ্য করেছি। পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হওয়ার সংগে সংগে সরকার নিজে থেকে একটা তদন্ত করেছিল, কিন্তু আমরা দেখলাম

যে বামফ্রন্ট সরকার সেই তদন্তে নিজেই সন্তোষ্ট হতে পারলেন না। তাই পুলিশের গুলি চালনার সম্পর্কে যে সংশয় দেখা দিয়েছে, তা দূর করার জন্য সরকার একটা বিচার বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা করলেন। কেন না, তদন্তের জন্য যে দাবী উঠেছিল, সেটা কেন উঠেছিল, সেটাই সরকারের কাছে একটা বিচার্য্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। আমরা দেখি গণহত্যায় বিশ্বাসী যে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি তাদেরই একটা অংশ সাম্রাজ্যবাদীদের উস্কাণিতে ত্রিপুরার রাজ্যের অভ্যন্তরে একটা দাঙ্গার সৃষ্টি করেছিল এবং তারাই আবার সেই দাঙ্গা সম্পর্কে তদন্ত করার দাবী করে আসছে। কাজেই, আমরা দেখেছি যে এর মধ্যে একটা লক্ষ্যনীয় যোগাযোগ আছে। তাই ইনকোয়ারী কমিশনের ক্ষেত্রে যে টাকার অংক ধরা হয়েছে—৩৫ হাজার টাকা, এটা অত্যন্ত যুক্তি সংগত এবং আমরা দেখছি যে ইনকোয়েরী কমিশন তাদের কাজ শুরু করে দিয়েছে। আবার অন্য দিকে আমরা এই সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডে দেখছি যে সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে ১-১০-৮০ থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের সরকারী কর্মচারীদের একটা মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার কর্মচারীদের প্রতি যে সহানুভূতিশীল,তা ত্রিপুরা রাজ্যের শ্রমিক কর্মচারীরা অস্বীকার করতে পারেন না। কারণ ত্রিপুরাতে দাবী দাওয়ার যে অধিকার, বামফ্রন্ট সরকার তাকে একটা মানবিক অধিকার বলে মনে করেন এবং এটা আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ গরীব মানুষেরাও নিশ্চয় উপলব্ধি করতে পারছেন। এর সংগে সংগে আরও যে কয়েকটা ডিমাণ্ড রয়েছে, যেমন

এখানে দেখছি এডুকেশন ব্যাপারে ডিমাণ্ড নাম্বার ১৬, মেজর হেড ২৬৫। অ্যাডিশানেল ডি, এ এবং বুক ব্যাংক ইত্যাদি তৈরী করার জন্য ৪ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। অ্যাডিশনেল ডি, এর জন্য টাকা লাগবেই। আরেকটা ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য অনুরোধ করতে পারি সেটা হল গ্রান্ট-ইন-অ্যাড—সেখানে দেখা যায় প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ গ্রান্ট দেওয়া হয়। কিন্তু থার্ড গ্রান্ট দেওয়ার পরই দেখা যায় টাকা থাকে না। ডিপার্টমেণ্ট বলছেন যে টাকা নাই। কাজেই এই চার লক্ষ টাকাও কম হবে বলে আমার মনে হয়। কাজেই এই দিক থেকে ডিপার্টমেনটের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রযোজন আছে বলে আমার ধারণা এই সংগে সংগে আমরা দেখছি যে সমস্ত বেসরকারী স্কুলে নূতন শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিল তাদের অ্যাডিশনেল গ্র্যান্ট দপ্তর থেকে যায় না। কারণ টাকা নেই। কাজেই শিক্ষা দপ্তর এই দিকে নজর রাখবেন। বিভিন্ন স্কুল বিলডিং ইত্যাদি তৈরী করার জন্য দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু টাকা ধরা হয়েছে এই সাপলিমেনটারী বাজেট। আমরা আশা করছি এই সমস্ত কাজ যেন এই ফাইনেনশিয়েল ইয়ারের মধ্যে করা হবে। সে দিকে ডিপার্টমেণ্টের দৃষ্টি দেওয়া দরকার। এই ব্যাপারে পি, ডবলিউ যে সমস্ত কাজ করেছেন সেই কাজ এগোচ্ছে না। বছর দেড বছর ধরে তারা টাকা খরচ করতে পারছে না। টেনডার রিটেনডার করে বছরে এক ইন্‌চি কাজও তারা এগোতে পারে না। ওয়ার্ক টু রুলে কিছু কিছু পি ডবলিউ ইঞ্জিনীয়ার কাজ করায় কিছু গোলমালের সৃষ্টী হয়েছে। আমরা দেখছি পাবলিক হেলথ—সেখানে ড্রেইন ইত্যাদি তৈরী করার জন্য কিছু টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আমি ধর্মনগরের কথা উল্লেখ করতে পারি যেখানে ড্রেইনেজ করার কথা বললে তারা বলে যে লোক নেই, এসটিমেট তৈরী করতে

পারছে না। জলটা কিছু কিছু দেয় কিন্তু তার মনটা সুবিধাজনক নয়। যেখানে কমপ্লিট সার্ভে করার প্রয়োজন ছিল প্ল্যানিং সিস্টেমে সে জিনিষগুলি আজও করা হচ্ছে না। তারপরে আমরা দেখছি ১৭ নং ডিমাণ্ড—২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। দপ্তর থেকে কিছু কিছু পেনশন দেওয়া হয়েছে। আরও বেশী লোককে দেওয়া যেতে পারে। এখনও দেখছি আবেদন করে আরেক জনের মৃত্যু পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে থাকতে হয়। এটা বোধ হয় ঠিক নয়।আমরা আরও লক্ষ করছি যে ওয়েলফেয়ার অব সিডিউলকাষ্ট এর জন্য টাকা ধরা হয়েছে।

ধর্মনগরে হরিজন সমিতি বহুদিন ধরে বার বার অনুরোধ করা সত্বেও দুই বছর হয়ে গেল কোন সাহায্য পায় নি। আমলা স্তরে অথবা অন্য কোন স্তরে হয় তো আটকা পরে আছে, সেখান থেকে কাজ এগোচ্ছে না। এই জিনিসটা আমরা দেখছি কাজ করতে গিয়ে বাধাটা প্রচণ্ড-ভাবে আসছে। কম্যুনিটি ডেভেলাপমেণ্ট—এতে দেখলাম রোড কনষ্ট্রাকশন কালভার্ট, এস, পি, টি ব্রীজ ইত্যাদির জন্য ৩৪ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে এবং ফুড ফর ওয়ার্কস এতে আছে ইমপ্রোভমেণ্ট অব লিংক রোড ইত্যাদি। এই কাজগুলি যাতে ত্বরান্বিত করা যায় সেই জন্য ডিপার্টমেণ্টের নজর দেওয়া উচিত। এই সমস্ত কাজে কম্যুনিটি ডেভেলাপমেণ্ট ডিপার্টমেণ্ট অফিসাররা যাদের উপর দায় দায়িত্ব থাকে তারা অনেক ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি করে থাকেন। বিগত অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি ফুড ফর ওয়ার্কসের কাজে যদি কোন বি, ডি, ওর কাছে যাই তিনি বলেন যে লোক নেই এষ্টিমেট ইত্যাদি তৈরী করার জন্য লোক নেই করতে পারি না। এই ব্যাপারে পানিসাগরের ব্লক অফিস দৃষ্টান্ত স্বরূপ। সেই ব্লকের বি, ডি, ও তার সম্পর্কে অনেক অভিযোগ করা হয়েছে। তিনি কাউকে তুয়াক্কা করেন না। এই জিনিসটা আমরা লক্ষ্য করছি। তারপর আসছে মাইনর ইরিগেশন, লিফট ইরিগেশন ইত্যাদির জন্য টাকা ধরা হয়েছে। সেখানেও কাজ দ্রুত এগোচ্ছে না। ধর্মনগর সাবডিভিশনে এই জিনিসটা আমরা লক্ষ্য করছি। যেমন শুকনাছড়া সেখানে একটা বাঁধের জন্য মাইনর ইরিগেশনে বিভিন্ন সময়ে বলা হয়েছে। কিন্তু কোন এক সময় এষ্টিমেটও তৈরী করা হয়েছিল কিন্তু কোথায় যে তলিয়ে যায় বুঝা যায় না। এই ধরণের অবস্থা লক্ষ্য করছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আরেকটা ডিমাণ্ড নং ২৪ সিভিল সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে, ফুড ডিপার্টমেণ্টে। ডিউ টু পেমেণ্ট অব এ, ডি, এ কিছু টাকা প্রয়োজন কর্মচারীদেরকে এ, ডি, এ, দেওয়ার জন্য। সেটাকে বাজেটে ধরা হয়েছে। সেটাকেও আমি সমর্থন করছি। কিন্তু কিছু কিছু কাজ কর্মেরও প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষ করে ফুড অ্যাণ্ড সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্টে সিমেণ্ট ডিষ্ট্রিবিউশন সম্পর্কে ১৭/১/৭৯ থেকে এক বৎসরের মধ্যে নর্থ ডিষ্ট্রিক্টের জন্য দেওয়ার কথা ছিল ১৬ হাজার ৮৮২ বেগ। ধর্মনগর ৪০৬২ বেগ সিমেণ্ট। কৈলাশহর ৭১৯৪, এবং কমলপুর ৫১২১। আমরা দেখলাম যে যেখানে ডি, এফ, সি, এস ২৪/১১ ৭৯ সনে ধর্মনগরে প্রোপর্শনেট অ্যালটমেণ্ট ৪০ পার্সেণ্ট, ২০ পার্সেণ্ট কমলপুরে করেছিল। সেটা দেওয়া হয় নাই। কোন রিপ্লাইও পাই নি যদিও ডি, এফ, সি, এসের কাছ থেকে রিপ্লাই আশা করা যায় না। কোন অফিসারের কাছ

থেকেই রিপ্লাই পাওয়ার আশা করা যায় না। অ্যাডভাইসরি কমিটির চেয়ারম্যান রাম কুমার নাথ, তিনি নিজে চিঠি দিয়েছেন, কিন্তু কোন উত্তর আসে নি। অনেক সময় মনে হয় অ্যাডভাইসরি কমিটি না থাকাই ভাল। এই অবস্থায় থাকার কোন মানে হয় না। সিমেন্টের কোটা বাড়ানোর জন্য কমিটি রিজলিউশন নিয়েছিল। বলা হয়েছিল ৪৫০ মেট্রিক টন পার কোয়াটার করার কথা নর্থ ডিষ্ট্রিক্টে। এটা হবে ৪০, : ৪০, : ২০। ধর্মনগর, কৈলাশহর কমলপুরে। কিন্তু এ ব্যাপারে কোন সাড়াই জাগে নি। বিভিন্ন রিজলিউশন সত্বেও, নানা রকম যোগাযোগ করা সত্বেও আজ পর্য্যন্ত কোন ব্যবস্থাই নেওয়া হয় নি। আমি ডিটেইলস যে অবস্থা তা তুলে ধরছি। ধর্মনগরে যে অ্যাডভাইসরি কমিটি আছে সেই অ্যাডভাইসরি কমিটি এই প্রসঙ্গে এটাও ভাবছেন তারা থাকবেন কি থাকবেন না। গত মিটিংয়ে রিজলিউশান নেওয়া হয়েছে, ঐ কমিটি থাকার কোন প্রয়োজন নেই এই অবস্থায়। কাজেই সরকার যেন তা ভেঙ্গে দেন। আমি এটা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করছি এই জন্য যে, আমরা দেখেছি বিভিন্ন অফিসার্স বা আমলা যারা আছেন তারা তাদের কাজের গতি পাচ্ছেন না কিংবা সঠিকভাবে কাজ করার যে কথা অথবা যে কোন কারণেই হউক কেহ কেহ সেই গতি দিচ্ছেন না। এই অবস্থা যদি চলতে দেওয়া হয়, তাহলে অনেক উন্নয়ন মূলক কাজ ব্যাহত হবে। তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজন আছে। আমি এই প্রসঙ্গে ফুড ডিপার্টমেন্টের সম্পর্কে আরো একটি কথা বলতে চাই। সেটা হচ্ছে, ধর্মনগরে একটি গো-ডাউন আছে, সেই গো-ডাউনে শ্রমিকরা সারাদিন কাজ করে। কিন্তু সেখানে সর্দার প্রথা কাজ করছে। ঐ সর্দারের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে কোন্ শ্রমিক কাজ করবে, কোন্ শ্রমিক কাজ করবে না। সেখানে যে ইউনিয়ন আছে দেখা গেছে, সেই ইউনিয়নের বক্তব্য অনেক সময় মানা হচ্ছে না কিংবা অসম্মান বা অশ্রদ্ধা করা হয়। সেখানে কংগ্রেস (আই) গুণ্ডা আমদানী করে মারধর করা হয়, হামলা করা হয়। এস, ডি, ও, যদি না থাকে এ, এস, ডি, ও, কাছে গেলে পর তিনি খুব একটা উৎসাহী হয়ে সেটা মিটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন না। এই সব শ্রমিকদের উপরই নির্ভর করে সারা ত্রিপুরার খাদ্য যোগান ব্যবস্থা অব্যাহত

থাকার। সেই ক্ষেত্রে এই সব শ্রমিক উন্নয়নের জন্য কিংবা তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সরকার যদি ডাইরেকট্ পেমেন্ট আনতে পারেন তাহলে তাদের উপকার হয়। আশা করি সরকার এ বিষয়ে চিন্তা করবেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যে সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্ট এখানে আনা হয়েছে সেই সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্ট বিভিন্ন ডিমাণ্ডের ক্ষেত্রে যে সমস্ত টাকা ধরা হয়েছে সেগুলি নিশ্চই সমর্থন যোগ্য। তবু আমি ২—১ টি কথা না বলে পারছি না। এখানে আমি পাবলিসিটির ব্যাপারে বলছি। পাবলিসিটির ক্ষেত্রে দেখলাম, "ত্রিপুরা বার্ত্তা" একটি পত্রিকা—সাপ্তাহিক হয়েছে। কিন্তু দিন দৈনিক ছিল। দৈনিক হিসাবে এই ত্রিপুরা বার্ত্তা বিশেষ মর্য্যাদা লাভ করেছিল। আমরা দেখেছি, যখন বেশীর ভাগ বড় বড় পত্রিকাগুলি এমন সুরে গান গাইতে শুরু করেছিল, যে সুর জনগণের প্রতি শ্রদ্ধা নয় এবং যে সুরের মধ্য দিয়ে আমরা দেখেছি, মানুষকে আতঙ্কগ্রস্থ করে তুলতে। কাজেই ঐ সময়ে ঐ দৈনিক ত্রিপুরা বার্ত্তা মানুষের কাছ অপূর্ব উৎসাহ পেয়েছে। সাধারণ মানুষ ঐ পত্রিকা গ্রহণ করেছিল নিজেদের পত্রিকা বলে।

কারণ সাধারণ মানুষের উপর প্রভাব ফেলতে পারে এমন সংবাদ সব কাগজে থাকে না। যার ফলে ওটা স্বাভাবিক হয়েছিল। সেই "ত্রিপুরা বার্তাকে" আবার দৈনিক করা যায় কিনা সে সম্পর্কেও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে হেলথের প্রসঙ্গেও ২/১ টি কথা বলতে চাই। এখানে সাপ্লিমেন্টারী গ্রান্টে হেলথের ব্যাপারে টাকা ধরা হয়েছে। এখানে ডি,ডি,টি, স্প্রে যারা করে তাদের জন্য কিছু টাকা ধরা হয়েছে। তা সত্বেও এখানে আমাকে একটা কথা বলতে হচ্ছে। যারা সীজন্যাল ম্যালেরিয়া কর্মী আছেন তাদের ব্যাপারে, তাদের কথা আরো একটু গভীর ভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন আছে। যদিও আগের থেকে টাকা তাদের কিছু বেশী দেওয়া হচ্ছে। তথাপি তারা রেগুলার না হওয়ায় তাদের অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। ম্যালেরিয়া ডিপার্টমেন্টে কিংবা হেলথের কোন বিভাগে তাদের রেগুলার করা যায় কিনা সে দিকে দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই সাপ্লিমেন্টারী খাতে যে সমস্ত টাকা ধরা হয়েছে সেগুলি ত্রিপুরার মানুষের প্রয়োজনে তাদের স্বার্থেই ধরা হয়েছে এবং আমরা জানি, গণতন্ত্রকে সম্প্রসারণ করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। কিন্তু তারই পাশাপাশি দেখছি, মানুষের অধিকার লুন্ঠন করার চেষ্টা করা হচ্ছে ন্যাশনাল সিকিউরিটি এ্যাক্ট প্রয়োগ করার চেষ্টা করা হচ্ছে তখন, যখন গ্রামাঞ্চলে বামফ্রন্ট সরকার অধিকার বাড়িয়ে দেওয়ার প্রয়াস নিচ্ছেন। সেটা নিশ্চয়ই প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু সেটা যাতে আমলাদের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত না হয় সে বিষয়ে সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন এবং সচেষ্ট থাকবেন যাতে উন্নয়নে বাধাপ্রাপ্ত না হয়। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল দাস।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী এই হাউসে যে অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দ পেশ করেছেন আমি সেটাকে সমর্থন করছি। আজকে বামফ্রন্ট সরকার এর প্রায় ৩ বৎসর পূর্ণ হতে চলছে, এই সময়ে যেভাবে এই সরকার কাজ করে চলছিলেন, সেই কাজের মধ্যে দিয়ে আকস্মিক বাধা এসে পড়ল। বিশেষ করে গত জুন মাসের দাঙ্গার ফলে ত্রিপুরাতে স্বাভাবিক উন্নয়ন যেভাবে চলছিল, তার মধ্যে হঠাৎ করে একটা বিপর্যয় দেখা দিল। সেটা কখন এবং কোন পরিস্থিতিতে? যখন আমরা লক্ষ্য করেছি, সারা ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের ধনিক শ্রেণী যারা শোষিত এবং অত্যাচারে নিপিড়িত এবং ত্রিপুরা, পশ্চিম বংগ এবং কেরলে যখন বামফ্রন্ট সরকার এই গরীব মানুষদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, ঠিক সেই সময়ে এই প্রতিক্রিয়াশীলরা, এই দাঙ্গাবাজরা বামফ্রন্ট সরকারের জনকল্যাণমূলক কার্য্যকলাপকে সহ্য করতে না পেরে এই সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে। বিশেষ করে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে এই চক্রান্ত পরিব্যাপ্ত। ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার-এর যে অগ্রগতি এবং বামফ্রন্ট সরকারের যে গরীব মানুষের প্রতি সহানুভূতি এবং বামফ্রন্ট সরকার-এর এই কার্য্যকলাপ যখন ভারতের অন্যান্য অংশের মানুষদের উৎসাহিত করছিল সেই সময় বামফ্রন্ট সরকারের কার্য্যকলাপকে

ভারতবর্ষের অন্যান্য মানুষের দৃষ্টির আড়াল করার জন্য এবং জনকল্যাণমূলক কাজে বাধা সৃষ্টি করার জন্য তাদের এই চক্রান্ত। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা একটা বিশেষ ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে চলেছি। সেই বিশেষ ব্যবস্থা হচ্ছে,—বর্ত্তমান ধনবাদী ব্যবস্থা। সেই ধনবাদী ব্যবস্থার মধ্যেই আমরা আছি। আজকে স্বাধীনতার ৩৩ বছরে পরেও এই ব্যবস্থার কোন হেরফের হয় নি। এমনি অবস্থায় আমাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। সেই সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে আমরা কাজ করে চলেছিলাম। সেই সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে কাজ করার সময় আমরা লক্ষ্য করেছি যে, এখানকার প্রতিক্রিয়াশীলরা-কংগ্রেস (আই), "আমরা বাংগালী" উপজাতি যুবসমিতি,-এই তিন দুষ্টচক্র মিলে একটা চক্রান্ত শুরু করে দিল যে, কি করে বামফ্রন্ট সরকারকে বেকায়দায় ফেলা যায়। তার প্রমাণ এই জুন মাসের দাঙ্গা। সেই দাঙ্গার ফলে আজকে ত্রিপুরা সরকারকে বিশেষ কতগুলি পদক্ষেপ নিতে হয়েছে। সেই পদক্ষেপের মধ্যে একটা হচ্ছে অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জুরী। দাঙ্গা-বিধ্বস্ত ত্রিপুরাকে নূতন করে গড়ে তুলবার জন্য, বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য সরকার ব্যাপক কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন। বিশেষ ভাবে আমরা উল্লেখ করতে পারি কৃষকদের কথা। কৃষকদের সাহায্যের জন্য সরকার বিশেষ ভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন। ইনপুট কার্ডের মাধ্যমে তাদেরকে বীজ, সার, ঔষধ বিনামূল্যে সরবরাহ ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাজেই এই যে অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জুরীর দাবী, সেটা এই কল্যাণমূলক কাজগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করার ফলেই। কাজেই এই অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জুরী দাবীকে সমর্থন না করে পারছি না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা আরও দেখেছি দাঙ্গা বিধ্বস্তকালীন সময়ে সরকার শরণার্থীদের ক্যাম্পে রেখেছিলেন এবং তাদেরকে সেই ক্যাম্পে রেশন ইত্যাদি বাবদ এবং পরবর্ত্তী কালে গ্রামে ফিরে গেলে তাদেরকে সাহায্য করার জন্য সরকার বিশেষ কর্মসূচী নিয়েছেন। শুধু কৃষকদেরকেই নয়, তাঁতীদেরকেও সরকার বিনামূল্যে সুত্র পেঁছে দেবার ব্যবস্থা করেছেন এবং তার জন্য এই অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জুরী ধরা হয়েছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, দাঙ্গাবাজদের শায়েস্তা করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার একটি ট্রাইবুনাল গঠন করেছেন। সেই ট্রাইবুনালের জন্য এখানে অতিরিক্ত বরাদ্দ ধরা হয়েছে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার যখন ট্রাইবুনাল গঠন করলেন তখন রাজ্যের কিছু প্রতিক্রিয়াশীল-কংগ্রেস (আই) 'আমরা বাংগালী' উপজাতি যুব সমিতি প্রভৃতি দলগুলি চীৎকার করে বলছে যে, এই বামফ্রন্ট সরকার এই ট্রাইবুনাল উদ্দ্যেশ্যমূলক ভাবে করেছে বিরোধীদেরকে শায়েস্তা করার জন্য। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি, দাঙ্গায় যারা জড়িত, সেই কংগ্রেস (আই), "আমরা বাংগালী' উপজতি যুব সমিতি, তারাই সবচেয়ে শংকিত হয়েছে কেননা আজকে তাদের চেহারাটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। এই কারণেই তারা এই ট্রাইবুনালের বিরুদ্ধে নানা আওয়াজ তুলছে, বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী করছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় বামফ্রন্ট সরকার যখন ট্রাইবুনাল গঠন করলেন, তখন তারা ভীত হয়ে রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন দাবী করেছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গণতান্ত্রিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত ত্রিপুরার এই বামফ্রন্ট সরকারকে বেআইনী ভাবে উচ্ছেদ করার জন্য আজকে তারা উঠে পড়ে লেগেছে। তারা যে কোন গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না, আইনের প্রতি তাদের কোন বিশ্বাস নেই; [illegible] তাদের এই দাবীই প্রমাণ করছে। কাজেই ট্রাইবুনাল গঠন করার জন্য এখানে যে অতিরিক্ত

ব্যয়বরাদ্দের দাবী করা হয়েছে সেটাকে আমি সমর্থন করি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে ত্রিপুরাতে বিশেষ করে গ্রামীন বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য ফুট-ফর-ওয়ার্কের জন্য অতিরিক্ত ব্যয়মঞ্জুরী চাওয়া হয়েছে। আমি বিশেষ ভাবে বলতে পারি, দীর্ঘ ৩০ বছর পর ত্রিপুরাতে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসীণ হয়েছে এবং তখন থেকেই এই ফুড-ফর-ওয়ার্কের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের মানুষদের যারা দুর্ভিক্ষের সময় অনাহারে, অর্দ্ধাহারে থাকত, দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি তো প্রতি বছরই শুনা যেত, প্রতি বছরেই প্রচুর লোক মারা যেত, তারা আজকে দুমুঠো ভাত খেতে পারছে। বামফ্রন্ট সরকারের এই কর্মসূচী নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। যদিও আমরা পরিস্কার জানি যে, এই ধনবাদী ব্যবস্থার যতদিন থাকবে, ততদিন মানুষের মৌলিক সমস্যা,মানুষের যে ক্ষুধা তা দূর করা যাবে না। তবু সাময়িক কালের জন্য যে বামফ্রন্ট সরকার এই কাজটা করতে পেরেছেন সেটা ধন্যবাদের যোগ্য। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে আমরা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করেছি যে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হচ্ছে। উত্তর প্রদেশে এই দাঙ্গা দিনের পর দিন চলছে যা জনতা সরকারের আমলে শুরু হয়েছিল। মুরাদাবাদেও এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জের এখনও মেটেনি। কিন্তু ত্রিপুরাতে সাম্প্রভিক যে দাঙ্গা ঘটে গেল বামফ্রন্ট সরকার মাত্র ৩ দিনের মধ্যে সেই দাঙ্গা মোকাবিলা করে সমগ্র পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরেছেন সাধারণ মানুষের ঐকান্তিক সহযোগিতার ফলেই। স্যার, আসামে আজকে আমরা কি দেখছি? সেখানে দিনের পর দিন নানা ধরনের গণ্ডগোল চলছে, চলছে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আন্দোলন। আমরা লক্ষ্য করেছি, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেই তাঁর মদতেই আসামে এই গণ্ডগোল চলছে যার ফলে সেখানকার এবং সমগ্র ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ সাফার করছে। আসামের এই গণ্ডগোল-এর জন্য দায়ী ধনবাদী সরকার। কেননা আসামের এই গণ্ডগোল তৈরীতে শ্রী মতীইন্দিরা গান্ধী মদত দিয়েছিল। যার ফলে আজকে তারা আসামের সমস্যা সমাধান করতে পারছে না। একদিকে তারা দিল্লীতে আন্দোলনকারীদের ডেকে নিয়ে জামাই আদর করছে, অন্য দিকে নানা চক্রান্ত করে এই ভাবে আন্দোলনকে জীইয়ে রেখেছে। স্যার, আজকে ভারতবর্ষে রাষ্ট্রপতিতন্ত্র কায়েম করার জন্য তারা চেষ্টা করছে। কিভাবে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করা যায় সে চক্রান্তে লিপ্ত। কিন্তু তাদের এই চক্রান্ত আজকে স্পষ্ট।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে এখানে পুলিশ খাতে যে ব্যয়বরাদ্দ ধরা হয়েছে তা নিশ্চয় ত্রিপুরার আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যই ধরা হয়েছে। আজকে যেখানে পুলিশরা আমাদের রক্ষক সেই পুলিশরা যাতে ভক্ষক হিসাবে ব্যবহৃত না হয় সেইদিকে দৃষ্টিভঙ্গী দেওয়ার প্রয়োজন আছে। বিশেষ করে আজকে বিধান সভায় যে প্রসঙ্গটা গুরুতর হিসাবে এসেছে সেটা হচ্ছে নারী নির্যাতনের ব্যাপার। সেটা অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ। তারা যদি এই ভাবে ভক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করে তাহলে সেটা অত্যন্ত নিন্দনীয়। আজকে এখানে মুখ্যমন্ত্রী সুস্পষ্ট-ভাবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এ বিষয়ে তদন্ত করে দেখবেন এই ধরনের ঘটনা যাতে আর না ঘটে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, সামগ্রিকভাবে

এই অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দ যে এই হাউসে প্লেইস করা হয়েছে সেটাকে আমি সামগ্রিকভাবে সমর্থন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীমতি গৌরী ভটাচার্য্য।

শ্রীমতি গৌরী ভটাচার্য :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে ব্যয়বরাদ্দ উপস্থিত করেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করছি। সমর্থন করছি এই কারণে যে, ত্রিপুরার সামগ্রিক ভাবে উন্নতির জন্য বামফ্রন্ট সরকার আপ্রান চেষ্টা করছে। আজকে ৩০ বছর পরে সাধারণ মানুষ যখন তার নিজের কথা ব্যক্ত করতে পারছে, তার দাবী জানাতে পারছে, ঠিক সেই সময় উপজাতি যুব সমিতি, "আমরা বাঙ্গালী" এবং ইন্দিরা গান্ধীর দলের লোকেরা এই ত্রিপুরার বুকে দাঙ্গা লাগিয়ে দিয়েছে। সেই দাঙ্গা লাগিয়ে গরীব মনুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য চেষ্টা করেছিল। যে ৩০ বছরে ত্রিপুরার জনসাধারণ না খেয়ে মরেছে, যে ৩০ বছরে পেটের ভাত যোগাবার জন্য মানুষ নারী পর্যন্ত বিক্রী করে দিত, যে ৩০ বছরে তারা তাদের নিজের ভাষা ব্যক্ত করতে পারতনা, সেই ৩০ বছরের অপশাসনের পর যখন বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এল, তখনই এই আন্দোলন তারা শুরু করে দিয়েছে। সাধারণ মানুষ৹তা বুঝতে পেরেছে। আজকের এই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলছি যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সাধারণ মানুষের এক একটি দাবী তারা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তারা তা আস্তে আস্তে করতে আরম্ভ করেছিলেন এবং অনেক প্রতিশ্রুতিমূলক কাজ বামফ্রন্ট সরকার করেছেনও। কংগ্রেস সরকারের আমলে হাজার হাজার মানুষকে ঘরছাড়া করেছিল, মা ও তার ছেলেকে হারিয়েছে, স্বামী তার পুত্রকে হারিয়েছে। এটা কার জন্য হয়েছে? এগুলি কারা করেছে? আজকে এই অতিরিক্ত বাজেটকে আমি সমর্থন করছি এই কারণে, আজকে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে যারা গৃহছাড়া হয়েছিল তাদের আশ্রয় যায়গা করে দিয়েছে, তাদের কৃষিকাজ করার জন্য তাদের জমি দিয়েছে। তারা আজকে দুমুঠো খেয়ে থাকতে পারে। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে কেউ বলতে পারবেনা যে একটি লোক না খেয়ে মরছে। এরকম নজীর নেই। আমরা আজকে একটা জিনিষ লক্ষ্য করছি, ৩০ বছরের অপশাসনের পরে, শোষণের পরে সেই কংগ্রেসী পাণ্ডাগুলি ক্ষমতার প্রতি লালসা এখনও কমেনি। তারা চেয়েছিল বামফ্রন্ট সরকারকে হাটিয়ে দিয়ে নিজেদের আসনকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য। এই জন্যই তো এই দাঙ্গা। এটা হচ্ছে তাদের চক্রান্ত। আমাদের এখানে যে ইন্দিরা গান্ধীর পুত্র বলে যে নিজেকে দাবী করে সেই অশোক ভটাচার্য্য তিনি বলেছিলেন "আমরা যদি ত্রিপুরার বুকে আসতে পারি তাহলে ৩ মাসের মধ্যে বামফ্রন্টকে ভেঙ্গে দেবো।" তাই তারা এই আন্দোলন শুরু করেছিলেন। কত বড় স্পর্ধা তাদের। ত্রিপুরা রাজ্যের ১৯ লক্ষ মানুষ ভোট দিয়ে যার উপর ত্রিপুরার ভার অর্পন করেছেন সেই বামফ্রন্ট সরকার তার সমগ্র প্রতিশ্রুতি যখন পই পই করে পালন করতে চলেছেন তখনই ইন্দিরা গান্ধী পোষ্যপুত্র শ্রীঅশোক ভটাচার্য্য এই কথা বলেন যে, ৩ মাসের মধ্যে বামফ্রন্টকে ভেঙ্গে দিবে যদি তারা কোন রকমে ত্রিপুরার বুকে আসতে পারে। যারা ৩০ বছর ধরে সেইসব মানুষগুলিকে

লাঞ্ছিত করেছে তারাই আজকে এইসব কথা বলছেন। আজকে এখানে আর একটি খাতে ব্যয়বরাদ্দ ধরা হয়েছে, সেটা হচ্ছে চিকিৎসার ক্ষেত্রে। চিকিৎসার ক্ষেত্রে বলতে গেলে আমরা যদি একটা জিনিস লক্ষ্য করি যে হাসপাতালগুলিতে রোগীর সংখ্যা বেড়েছে তাই তাদের বারান্দায় বা ফ্লোরে পড়ে থাকতে হয়। যারা গরীব তারা পয়সার অভাবে চিকিৎসা করতে পারে না। তারা যাতে বিনা পয়সায় ঔষধপত্র পায় এবং হাসপাতালে যাতে আরো বেশী করে শয্যা বাড়ানো হয় তাহলে গরীব রোগীরা রোগের হাত থেকে কিছুটা রেহাই পাবে। কাজেই সেই দিক থেকে আমি এই অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দকে সমর্থন করছি। আর একটা সমস্যা হচ্ছে বিদ্যুতের সমস্যা। হাসপাতালে যদি বিদ্যুত না থাকে, তাহলে গুরুতর সমস্যা দেখা দেয়। হাসপাতালে যেমন আলো বাতাসের দরকার তেমনি বিদ্যুতেরও দরকার। তাই সেখানে জেনারেটারের জন্য, হাসপাতালগুলিতে জেনারেটারের ব্যবস্থার জন্য অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দ ধরা হয়েছে, তাকে আমি সমর্থন করি। আর একটা জিনিস আমরা যেটা লক্ষ্য করি সেটা হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে পাহাড়ী অঞ্চলে এই ৩০ বৎসর অর্থাৎ কংগ্রেস শাসনের সময় মানুষ পানীয় জলের জন্য চীৎকার করত বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর জলের সুব্যবস্থার জন্য কিছু কিছু টিউবওয়েল এবং রিংওয়েলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আমরা লক্ষ করেছি যে দীর্ঘ ৩০ বছর যাবৎ এই ত্রিপুরার পাহাড় অঞ্চলের লোকেরা পানীয় জলের অভাবে চিৎকার করেছে, তখন রাতের অন্ধকারে তাদের মেয়েরা পানীয় জল চুরি করে আনত, বিগত দিনের ত্রিপুরাবাসীর জল চুরির ব্যাপারে আমার নিজের এক অভিজ্ঞতার কথা বলছি। এক দিন পরিভ্রমে ক্লান্ত হয়ে আমি এক বাড়ীতে গিয়ে একটু পানীয় জল চাই, তখন সেই বাড়ীর বৃদ্ধ আমাকে তাড়া করে আসে বলে তুমি জল চাইছ আর আমার মেয়েরা কত কষ্ট করে রাত্রিবেলা অন্যের কুয়ো থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করে। তা তুমি জান না, যাও জল পাবে না। আর আজ এই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ত্রিপুরাবাসীর জন্য পঞ্চায়েতের মাধ্যমে টিউবওয়েল, ডিপ-টিউবওয়েল, ও সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা করে এই পানীয় জলের অভাব সাময়িকভাবে হলেও দূর করতে পেরেছে এবং তাদের এই কাজটা নিঃসন্দেহে প্রসংশনীয়। কিন্তু আমাদের স্থায়ী পানীয় জলের ব্যবস্থার জন্য আরও সাপ্লাইয়ের প্রয়োজন আছে, আর তার জনাই আজ এই বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে এবং তাকে আমি সমর্থন করি। তার পর আজকের এই ব্যয়বরাদ্দের রিলিফের জন্যও কিছু টাকা ধার্য্য করা হয়েছে এবং এই ব্যয় বরাদ্দকে আমি সমর্থন করি। ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার আজকে এই বিধান সভায় ত্রিপুরাবাসীর কথা চিন্তা করে যে ব্যয়বরাদ্দ করেছে সেই ব্যয়বরাদ্দকে সমর্থন জানিয়ে আজকে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামল সাহা।

শ্রীশ্যামল সাহা :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ৮০-৮১ সালের যে ব্যয় বরাদ্দের বাজেট এখানে রেখেছেন, সেই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটকে আমি সমর্থন করছি। গত বাজেট থেকে আমাদের আর্থিক সংকুলান হচ্ছে না বলেই এবং এই সরকারকে কিছু বাড়তি

কাজ করতে হচ্ছে বলেই এই ব্যয়বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। এই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ত্রিপুরার মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত মানুষের জন্য যেভাবে কাজ করে যাচ্ছেন, সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে যখন ত্রিপুরাবাসীকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ঠিক তখনই আমরা দেখি যে, প্রতিক্রিয়াশীল চক্র যারা গত নির্বাচনে হেরে গিয়েছিল, যারা বামফ্রন্ট সরকারের জনকল্যাণমুখী কাজের জন্য ও জনদরদী মনোভাবের জন্য জনগণের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল, আর বামফ্রন্ট সরকার যখন জনগণের সহযোগিতার ফলে তাদেরকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই এই ত্রিপুরার বুকে তারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন জ্বালিয়ে তোলে। এই দাঙ্গার মধ্য দিয়ে "আমরা বাঙ্গালী" কংগ্রেস (ই); উপজাতি যুব সমিতির লোকেরা বামফ্রন্ট সরকারের পশ্চাদ ভিত্তি জন্য সাম্প্রদায়িকতার ঘৃণ্য পথ বেছে নিয়েছে। যখন তারা দেখল যে এই বামফ্রন্ট সরকারের সমর্থনে হাজার হাজার লোক রয়েছে, তখন ঐ "আমরা বাঙ্গালী" ও উপজাতি যুব সমিতির লোকেরা রামদা নিয়ে দুই দিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরীহ জনগণের উপর, আর তারই ফলে ৬ই জুন ত্রিপুরার বুকে সৃষ্টি হয় এই ভ্রাতৃঘাতি দাঙ্গা। তাতে ত্রিপুরার যে ক্ষতি হয়েছে তা সম্পূর্ণ পূরন করা হয়তো সম্ভব হবে না। তবুও এই বামফ্রন্ট সরকার তাদের জন্য কিছু করার চেষ্টা করছে। যাতে অন্ততঃ তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থাটা করা যেতে পারে; আর তারই জন্য আজ এই বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে। দাঙ্গায় যারা ঘরবাড়ী হারিয়েছে বামফ্রন্ট সরকার তাদের প্রত্যেককে ২ হাজার টাকা করে দিয়েছে; যাদের অঙ্গহানি ঘটেছে তাদেরকে ৫ হাজার টাকা করে দিয়েছে, যাদের আত্মীয় স্বজন হারিয়েছে তাদেরকে ৫ হাজার টাকা এবং তার নিকটতম আত্মীয়কে চাকুরী দিয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারকে তাদের সমস্ত ব্যবস্থাই করতে হচ্ছে। আর বিশেষ করে তাদের এই ব্যবস্থা করতে গিয়েই বামফ্রন্ট সরকারকে আরও কিছু বেশী টাকা খরচ করতে হয়েছে এবং তারই জন্য আজকে আবার সাপ্লিমেন্টারী বাজেট তৈরী করতে হয়েছে। এই দাঙ্গার ফলে কৃষকরাও যথেষ্ট পরিমানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে; সাম্রাজ্যবাদীদের ভয়ে কৃষকরা শরণার্থী শিবিরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে, ফলে ঠিক সময় মত তারা চাষ করতে পারেনি, আর এর জন্য তাদের জন্যও এই সরকারকে কিছু বেশী খরচ করতে হয়েছে। তাদের জন্য এই সরকার হালের বলদের ব্যবস্থা করেছে, সার ও বীজ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে, তা ছাড়াও কৃষি কাজের প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থাই করে দিয়েছে; আমরা মনে করি এর ফলে কৃষকরা উপকৃত হবেন। তাই আমি কৃষির কাজের জন্য এখানে যে ব্যয়বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে তাকে সমর্থন করি। তার পর আমরা দেখেছি যে যারা তাঁতী আছেন, তারাও এই দাঙ্গার ফলে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তাই তারা যাতে সরকার থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য নিয়ে তাদের এই কাজকে আরও ভালভাবে চালিয়ে যেতে পারেন এবং তাদের ক্ষতিপূরন করতে পারেন তার জন্য এখানে যে ৫ লক্ষ ৪১ হাজার টাকার ব্যয়বরাদ্দ চেয়েছেন তাকে আমি সমর্থন করি। কারণ সরকার তাদেরকে সাহায্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

যে সকল উদ্বাস্তু [illegible] ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারা নিজেদের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে বা এই [illegible] সেই আমরা [illegible] যে তা কাগজপত্রিকায় [illegible]

বামফ্রণ্ট সরকার এসে কো- অপারেটিভ গঠন করেছেন, যাতে এই শিল্পটা উন্নতি লাভ করতে পারে। আর এই কো-অপারেটিভের মাধ্যমে চা বাগানে বেকাররা যাতে ঠিকঠিকভাবে কাজ করতে পারেন। তাই এই কো-অপারেটিভকে সাহায্য করার জন্য ১ লক্ষ ১৪ হাজার টাকার অতিরিক্ত ব্যয়মঞ্জুরি চাওয়া হয়েছে। আমরা দেখেছি গ্রামে যারা সেবার তারা নিজেদের হাতের কাজ জানা থাকা সত্বেও ট্রেনিং এর অভাবে আর্থিক সংকটের জন্য নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারছেন না। সেই জন্য বামফ্রণ্ট সরকার তাদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করে তাদেরকে স্ব-স্ব জায়গাতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ব্যয়বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। স্পেশাল এমপ্লয়মেণ্ট প্রোগ্রামের জন্য চাওয়া হয়েছে ২৯ লক্ষ ২২ হাজার টাকার বরাদ্দ। আমরা দেখেছি বামফ্রণ্ট সরকার নোটিফাইড এরিয়া মিউনিসিপালিটি এরিয়া জন্য ব্যয়বরাদ্ধ ধরেছেন। নোটিফাইড এরিয়ায় বেকাররা যাতে তাদের কর্ম সংস্থান করতে পারে, ব্যবসা করতে পারে তার জন্য ১০ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জুরি চাওয়া হয়েছে। মিউনিসিপালিটির মধ্যে সংগঠিত বাজার করার জন্য ৪ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা চাওয়া হয়েছে। নোটিফাইড এরিয়ার মধ্যে গরীব বৃদ্ধ যারা শীতে খুব কষ্ট পাচ্ছেন, যারা চাদর কিনতে পারেন না তাদের জন্য খাদি শীতের চাদর কেনার জন্য, যাতে তারা শীতটুকু নিবারণ করতে পারেন তার জন্য ১৪ হাজার টাকা বিভিন্ন নোটিফাইড এরিয়াগুলির জন্য চাওয়া হয়েছে। বামফ্রণ্ট সরকার এই ভাবে যে বিভিন্ন কর্মসূচী সাধারণ মানুষের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে যেভাবে তার কাজকর্ম এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন সে কাজের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন।সে অর্থের জন্য যে ব্যয়বরাদ্দ চাওয়া প্রয়োজন সে বরাদ্দকে আমি সমর্থন করি এবং আমি মনে করি যে ত্রিপুরার অগ্রগতির ক্ষেত্রে এবং আগামী দিনের ত্রিপুরা গড়ার ক্ষেত্রে এই গ্র্যাণ্টস অনেকখানি সাহায্য করবে, তাই এ বরাদ্দকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী নিরঞ্জন দেববর্ম্মা।

শ্রী নিরঞ্জন দেববর্ম্মা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসে যে অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দ উপস্থিত করা হয়েছে আমি তাকে সমর্থন করি। সমর্থন করি এই জন্যে কারণ আমরা লক্ষ্য করেছি, বামফ্রণ্ট ক্ষমতায় আসার আগে জনসাধারণের কাছে যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল অর্থাৎ নির্বাচনী ইস্তাহারে উল্লেখ করেছিল, ক্ষমতায় আসার পরে শতকরা ৭৫ ভাগেরও উপরে কার্য-করী হয়েছে। তা আমরা লক্ষ্য করেছি গত ৩ বছরে। যখনই এই কর্মসূচীগুলি ধীরে ধীরে বাস্তবায়িত হচ্ছে তখনই গ্রামের মানুষ দেখছে যে তাদের খাওয়া পরার জন্য কাজ পাচ্ছে ফুড-ফর-ওয়ার্কের মাধ্যমে। এছাড়াও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ গ্রামের মধ্যে হচ্ছে। তাই তারা বামফ্রণ্ট সরকারের দিকে ঝুঁকছে। তাতে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি এসব কাজকর্ম সহ্য করতে পারছে না, তাই তারা বিভিন্ন চক্রান্ত শুরু করছে। এমনকি তারা শ্মশান থেকে মরা মানুষ এনে প্রসেশন করে মুখ্যমন্ত্রীর বাস ভবনের সামনে। "আমরা বাঙ্গালী" বাঙ্গালীদেরকে বিব্রত করতে চেষ্টা করছে। বাঙ্গালী মানুষদেরকে তারা উত্তেজিত করতে চেষ্টা করছে এবং সাথে সাথে আমরা এও লক্ষ্য করে দেখেছি যে, উপজাতি যুব সমিতির কর্তা ব্যক্তিরা উপজাতিদেরকে সাম্প্রদায়িকভাবে উত্তেজিত করার জন্য চেষ্টা করছে। কিন্তু গ্রামেগঞ্জের মেহনতি মানুষের এই

সদিচ্ছা গড়ে উঠেছিল যে, বামফ্রণ্ট গরীব মানুষের ঘাটি। গরীব মানুষেরা দেখেছে যে কিভাবে তারা কংগ্রেস আমলে অনাহারে মরেছে। কাজের অভাবে তারা মহাজনদের বাড়ীতে গিয়ে অল্প মজুরিতে কাজ করত। বামফ্রণ্ট সরকার সে গরীব অংশের মানুষের জন্য ফুড-ফর-ওয়ার্ক-এর ব্যবস্থা করে ২ কে, জি, চাল ও নগদ ১ টাকা ৫০ পয়সা পাইয়ে দিচ্ছেন। ঠিক সে সময়ে "আমরা বাঙ্গালী" ও উপজাতি যুব সমিতি বিশ্রামগঞ্জে ও অন্যান্য জায়গায় উচ্ছৃঙ্খলা করেছে। বামফ্রণ্ট সরকারকে ঘায়েল করার জন্য দাঙ্গার সময়ে কংগ্রেস (ই) ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি বামফ্রণ্ট সরকারকে ভাঙ্গার জন্য বিভিন্ন ষড়যন্ত্র তারা করেছিল। কিন্তু যখন তারা দেখল যে, ত্রিপুরার ১৯ লক্ষ মানুষ ভোট দিয়ে যে সরকারকে গঠন করেছে তাকে ভাঙ্গা সম্ভব হবে না। আরও বিভিন্ন ষড়যন্ত্র উপজাতি যুব সমিতি করেছিল। তারা তৈদুতে বিদেশী বিতারণের আসাম আন্দোলনকে সমর্থন করল। তৈদু সম্মেলনের পর ত্রিপুরার মধ্যে উপাজতি যুব সমিতি বিচ্ছিন্নতাবাদী অনেক রকম ঘটনা করেছে। আমরা দেখেছি তারা বাজার বন্ধ করে লুটতরাজ করেছে, মানুষ খুন করেছে। আমরা দেখেছি যে, উপজাতিদের দীর্ঘ দিনের যে দাবি অটোনমাস ডিষ্ট্রিকট্ কাউন্সিল সেটার জন্য যখন মার্কসবাদী গণমুক্ত পরিষদ, উপজাতি যুব ফেডারেশন লড়াই করছে উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষার জন্য, তখন এই উপজাতি যুব সমিতি এর বিরোধীতা করেছিল। এর পরে আমরা দেখেছি যখন এই অটোনমাস ডিষ্ট্রিকট বিলটি পাশ হয়ে গেল তখন তারা বিজয় উল্লাস করেছে। এরপরে আবার গ্রামে গ্রামে প্রচার করতে শুরু করল যে, অটোনমাস ডিষ্ট্রিকট কাউন্সিলের নির্বাচন হবে না। কিন্তু যখন ১৩ই জুলাই ১৯৮০ ইং তারিখে নির্বাচন ঘোষণা করা হল তখনও তারা প্রচার করতে লাগল যে, বামফ্রণ্ট সরকার নির্বাচন হতে দেবে না। তাই তারা ১লা জুন থেকে বাজার বয়কট শুরু করল। ঠিক তার কয়েক দিনের মধ্যে ৬ই জুন ত্রিপুরা রাজ্যে দাঙ্গা শুরু হল মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, দাঙ্গার সময়ে কারা গ্রামগুলি নষ্ট করলেন, কারা এই গরীব মেহনতি মানুষকে খুন করলেন। আমরা দেখেছি তারা এমন কোন প্রমাণ দেখাতে পারল না যে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির লোকেরা ঘর পুড়েছে, খুন করেছে। কংগ্রেস (ই)র লোকেরা, "আমরা বাঙ্গালীর" লোকেরা ঐক্যবদ্ধভাবে কিভাবে উপজাতিদের ঘরবাড়ী নষ্ট করেছে, কিভাবে লুঠ করেছে ও জিনিষপত্র এনেছে এবং আগরতলা এনে বিক্রি করেছে সে বাড়ীগুলি থেকে লুঠ করে আনা সিলভারের জিনিষপত্র।

শুধু উপজাতির ঘরবাড়ী লুঠ করেনি, বাঙ্গালীদের ঘরবাড়ীও লুঠ-পাঠ করেছে। আমরা দেখেছি এরা আগরতলা থেকে দল বেধে "আমরা বাঙ্গালী" কংগ্রেস (আই) এর দলের লেকেরা গ্রামাঞ্চলে গিয়েছে এবং যে সকল শরনার্থীরা শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাদের ঘরবাড়ী থেকে জিনিস্-পত্র বের করে জঙ্গলে কোন স্থানে লুকিয়ে রেখে আসে এবং পরে আগরতলায় এসে বিভিন্ন শিবিরে লোকজনদের বলে যে, "তোমরা তোমাদের বাড়ীঘরে এখন যেওনা, কারণ আমরা এখন তোমাদের গ্রাম থেকে এসেছি। আমরা দেখেছি উপজাতিরা বন্দুক কাঁধে নিয়ে

এখনো ঘোরাফিরা করছে। তারা আমাদের দেখেই তাড়া করে আসে। আমরা ভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে এসেছি।" ফলে শিবিরের শরনার্থীরা আর তাদের বাড়ীঘরে ফিরে যেতে সাহস পান না। সেই সুযোগে ঐ দুস্কৃতকারীরা সন্ধ্যার অন্ধকারে জঙ্গল থেকে জিনিস পত্রগুলি শহরে নিয়ে আসে। এই ভাবে দাঙ্গার সময় নানা রকম গুজব রটিয়ে এরা লুঠতরাজ করেছে।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, অথচ আশ্চর্য্যের কথা এই উপজাতি যুবসমিতি, "আমরা বাঙ্গালী" এবং কংগ্রেস (আই) এর সমর্থকরা বলছে, যে, সি, পি, এম, নাকি এই দাঙ্গার সৃষ্টি করেছে। ঠিক আছে সি, পি, এম, যদি দোষ করে থাকে তবে তো ট্রাইবুন্যাল গঠন করা হচ্ছে। এই ট্রাবুন্যালে দোষীদের বিচার হবে। সি, পি, এম, যদি দোষী হয়, তবে তো তারা শাস্তি পাবে এরজন্য তো উপজাতি যুব সমিতি "আমরা বাঙ্গালী" কংগ্রেসে (আই) এর লোকেদের খুশী হবার কথা। কিন্তু আমরা দেখছি তার উল্টাটি। এই ট্রাবুন্যাল গঠন করা হচ্ছে শুনে তারা খুশী হবার পরিবর্তে অখুশী হচ্ছে। তারা ট্রাইবুন্যাল গঠন করতে বাঁধা দিচ্ছে। তবে সম্প্রতি অবশ্য তাদের সুর আবার ভিন্ন দিকে চলছে। শ্রী মতি ইন্দিরা গান্ধী উপজাতি যুব সমিতি লোকদের দিল্লী ডেকে পাঠিয়েছিলেন। সেখানে শ্রী মতি গান্ধীর সাথে গোপন শলা পরামর্শ হয়। তারপর তারা এখানে ফিরে এসে দাবী করলেন যে, না ট্রাইবুন্যাল নয় সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচার পতি দিয়ে তদন্ত কমিশন গঠন করা হোক। এটা যেন আকাশের তাঁরা ছোয়ার মত কথা বলছেন। যা ধরাও যায়না ছোঁয়াও যায়না। ট্রাইবুন্যালে যেখানে অতি অল্প সময়ের মধ্যে দোষীদের বিচার করা সম্ভব হবে সেখানে তা না করে তারা চাইছেন সুপ্রীম কোর্টের বিচার পতি দিয়ে তদন্ত কমিশন গঠন করা হোক। এরূপ কথা বলার উদ্দেশ্য কমিশন গঠন করলে তদন্তের কার্য্যে অন্তত: পক্ষে ২০ বছর সময় লাগবে। সুতরাং কারা দোষী তা আর বিচার করা সম্ভব হবে না

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এরা কিরূপ সন্ত্রাসবাদ আমি তার একটি উদাহরণ এখানে দিচ্ছি। বিভিন্ন শিবিরে তারা কি করেছে তার একটা বিবরণ দিচ্ছি। জম্পুইজলা ত্রাণ শিবিরে প্রায় ৬ হাজার বা ৬,৫০০ লোক আশ্রয় নিয়েছেন। সে শিবিরে সর্বদলের প্রতিনিধিদের নিয়ে আমরা যখন সেখানে পরিদর্শন করতে যাই, তখন এই উপজাতি যুবসমিতি, আমরা বাঙ্গালী এবং কংগ্রেস (আই) এর লোকেরা একটা হৈ-হল্লা শুরু করে দেয় এবং সেখানে সর্বদলীয় শান্তি কমিটি গঠন করতে বাঁধা দেয়। আমাদের লোকেরা যখন ঐ সব শিবিরে কাজ করেছেন তখন তারা তাদের উপরও হামলা করেছে। আর সেই উপজাতি যুবসমিতির লোকেরা আজকে উপজাতিদের জন্য কুম্ভিরাশ্রু করেছেন। তারা গ্রামে গ্রামে বন্দুক কাঁধে নিয়ে ঘুরাফেরা করছেন আর জোর জুলুম করে চাঁদা আদায় করছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই কালকেই একটি ঘটনা ঘটেছে তার রিপোর্ট আমি পেয়েছি। উদয়পুরের ১৮ বোলা বলে একটি জায়গা আছে। সেখানে একটি খাস জায়গাতে কিছু উপজাতির লোকেরা কলোনী করে বাস করছে। গত কালকে সে কলোনীতে দুপুরবেলা উপজাতি যুবসমিতির সাত জন লোক মিলিটারী পোষাক পড়ে দুটি রাইফেল এবং পাঁচটি বন্দুক নিয়ে কলোনীর একজন বাসিন্দা

শ্রীবিশ্ব মোহন দেববর্মার ঘরে যায়। শ্রীবিশ্ব মোহন দেববর্মা তখন খাচ্ছিলেন। ঐ উপজাতি যুব সমিতির দুস্কৃতকারীরা সেখানে গিয়ে তাকে খাওয়া থেকে ডেকে নিয়ে আসে এবং তাকে ১০০ টাকা চাঁদা দেওয়ার জন্য বলে। তখন শ্রীবিশ্ব মোহন দেববর্মা বলেন যে, "আমি গরীব মানুষ, আমি কি করে আপনাদের এত টাকা চাঁদা দেব।"

তারা বলে, "আমরা এসব বুঝি না। দেশের জন্য তোমাকে দিতে হবে।" তখন সে ভয় পেল। এরপর বলে যে, আমরা আসব তুমি টাকাটা সংগ্রহ করে রাখবে।" এরকম ঘটনা মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই উপজাতি যুব সমিতির লোকেরা গুরুপদ এবং আঠার কার্ড এবং খম্পি, তৈদু এবং অমরপুরের গরুগুলি পাচার করছে। দহরম মহরম থেকে বাংলাদেশে গরু পাচার করছে মুসলমানদের দিয়ে। আর অস্ত্র কিনছে এই টাকা দিয়ে। ওরা মানুষ খুন করছে। থানায় যদি বিচারের জন্য যাওয়া হয় তাহলে বলছে, "সাবধান, ঘর থেকে যদি কেউ বেরোও তাহলে তোমাদের মুশকিল হবে।" এইরকম ঘটনা ঘটছে সেই উপ-জাতি এলাকার মধ্যে। সুতরাং মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এখানে যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব আনা হয়েছে এটাকে আমি সমর্থন করি এবং যেসব ডিমাণ্ডগুলি রাখা হয়েছে বিভিন্ন দপ্তরের এইগুলি যদি ঠিক ঠিকভাবে ব্যয়িত হয়, কারণ অতীতের বহু ঘটনা আমরা দেখেছি যে কাজগুলি সম্পন্ন হয় নি। সুতরাং মার্চের মধ্যে যাতে সেই কাজগুলি সম্পন্ন হয় এই আশা রেখেই এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ আমি সমর্থন করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীযাদব মজুমদার।

শ্রীযাদব মজুমদার ঃ—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গত ২৪শে ডিসেম্বর যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের বিল হাউসের সামনে রেখেছেন তার প্রতি আমার সমর্থন আছে। আজকে এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের প্রশ্ন কেন আসছে? কারণ এই বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আমরা লক্ষ্য করেছি, বিশেষ করে বিগত ৩০ বছর কংগ্রেস রাজত্বের পর এই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর যে সমস্ত জনকল্যাণমূলক কাজগুলি করছেন তার জন্য টাকার প্রয়োজন আছে। আমরা দেখলাম গ্রামের উন্নয়নমূলক কাজ করছে, পানীয় জল কৃষি, শিক্ষা, বিদ্যুৎ ইত্যাদি যেভাবে তারা করল তাতে দেখা যায় এমন কিছু কাজ আগে হয় নি। যেটুকু করেছিলেন সেটা শুধু নামকাওয়াস্তে। সুতরাং এই বামফ্রন্ট সরকারকে যদি কিছু করতে হয় তা হলে যে টাকা আমরা কেন্দ্র থেকে পাই সেটা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। আরও যদি দ্রুতগতিতে এই কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে করতে হয় তা হলে অনেক টাকার প্রয়োজন আছে। বিশেষ করে এই যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ বিভিন্ন খাতে আজকে ধরা হয়েছে সেগুলির সত্যি সত্যি প্রয়োজন আছে।

বিগত জুন মাসে যে দাঙ্গা ত্রিপুরায় হয়ে গেল এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ যেভাবে গৃহহারা এবং শত শত মানুষ যেভাবে মারা গেছে তাতে তাদের পুনর্বাসন করতে হলে অনেক টাকার প্রয়োজন। কিন্তু যে টাকা ধরা হয়েছে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের জন্য

সেটাই যথেষ্ট নয়। আরও টাকার প্রয়োজন আছে। তাছাড়া শিক্ষা, রাস্তাঘাট নির্মান এবং আরও অনেক লোককে চাকুরী দেওয়ার প্রয়োজন আছে। কংগ্রেস রাজত্বে যে যেসমস্ত রাস্তাঘাট করা হয়েছিল তাতে দেখা গেছে যে রাস্তা করেছে, কিন্তু ব্রীজ করে নাই। স্কুল করেছে. কিন্তু সেখানে স্কুলের চাল নাই, মাষ্টার নাই। অনেক জায়গায় মাষ্টার বেশী আছে ছাত্র কম। এইরকম এলো মেলো ভাবে তারা কাজ করেছে। সেজন্য শিক্ষা খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে তার বিশেষ প্রয়োজন আছে। তেমনিভাবে ন্যায্যমূল্যের দোকানে চিনি দেওয়া হয়। তারজন্য যে ব্যয় বরাদ্ধ ধরা হয়েছে তারও পরিমান খুব বেশী নয়। তার পরিমাণ আরও বাড়ানো প্রয়োজন ছিল। কিন্তু টাকা কোথায়? স্বাস্থ্য খাতে আরও প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র বাড়ানোর প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বাৎসরিক যে বাজেট এই সরকার করছেন তা খুব বেশী নয়। তাছাড়া কেন্দ্রের কাছে যে টাকা চাওয়া হয়েছে সেই তুলনায় কম পাওয়া যাচ্ছে। আজকে কৃষির ক্ষেত্রে, সেচের ক্ষেত্রে, প্রতিটি ক্ষেত্রে যে কাজ করছে তাতে আরও বেশী টাকার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আজকে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী, বিশেষ করে ইন্দিরা কংগ্রেসের গাত্র দাহ কোনখানে? আজকে পশ্চিম বঙ্গ সরকার এবং কেরালা সরকার, তারা যেসমস্ত উন্নয়ন-মূলক কাজ করছেন তাতে দেখা গেছে তারা যে কাজ করছেন তা জনগনের চাহিদার তুলনায় খুববেশী করতে পারেন নাই। কিন্তু তাতেও দেখা গেছে ধনীক গোষ্ঠী এবং জোতদার জমিদারদের গাত্রদাহ হচ্ছে। আগে উপোষ থেকে অনেক মানুষ মারা গেছে। কিন্তু দেখা গেছে উপোষ করে যখন মানুষ মরছেনা তখন দাঙ্গা সৃষ্টি করে এবং মানুষ খুন করে। খুনো খুনির অভ্যাসটা তাদের ঠিকই রয়েছে। তারপর কিছুদিন পর ইন্দিরা গান্ধী আবার ক্ষমতায় এলেন। কিন্তু এই ইন্দিরা গান্ধী নির্বাচনী ইস্তাহারে যতগুলি কথা দিয়েছিলেন একটা কথাও তিনি রক্ষা করতে পারেননি। কি দিয়ে মানুষকে সন্তোষ্ট রাখবেন? তাই কৃষক আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন হচ্ছে। তাই এখন রাষ্ট্রপতির শাসনের কায়দায় শাসন করতে চাইছেন। তিনি সেজন্য অর্ডিন্যান্স জারী করেছেন। সেটা করেছেন কেন? মধুদাসকে ঠেকাবার জন্য? না, বামফ্রন্টকে ঠেকাবার জন্য। কাজেই উন্নয়ণমূলক কাজ একটা মারাত্মক কাজ। সেজন্য রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম করতে হবে ত্রিপুরাতে। কিন্তু আসামে তাঁরা রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম করলেন। তাতে তো সেখানে শান্তি হলনা।

কাজেই আজকে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যে অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দ হাউসের সামনে রেখেছেন তার প্রতি আমার পূর্ণ সমর্থন আছে এবং এই ব্যয় বরাদ্দের প্রয়োজন ছিল। কাজেই এটাকে আমি সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করলাম।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার- আজকের আলোচনা ক্যারীড অর্ডার টু নেক্সট ডে। এই সভা আগামি ৩০শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার বেলা ১১ পর্যন্ত মুলতুবি রইল।

ANNEXURE "A"

Starred Question No. 1 (Admitted No. 1)

By Shri Tapan Kr. Chakraborty, MLA.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home Department be pleased to State :—

১) সাম্প্রতিক দাঙ্গায় সরাসরি জড়িত থাকার অভিযোগে কতজন পুলিশ কর্মচারী অভিযুক্ত হয়েছেন ?

২) এদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১) সাম্প্রতিক দাঙ্গার ব্যাপারে ১৬ জন পুলিশ কর্মচারীকে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে দায়ের করা ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া আরও কিছু পুলিশ কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ রহিয়াছে ।

২) ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হইয়াছে এবং বিভাগীয় তদন্ত ও চলিতেছে । সুনির্দিষ্ট মামলা সম্পর্কে ১৪ জন পুলিশ কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে ও ১ জন পলাতক আছে। অন্যদের বিরুদ্ধে তদন্ত চলিতেছে।

Admitted Starred Ouestion No. 5

By Shri Tapan Kr Chakraborty

Will the Minister-in-charge of the Law Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১) রাজ্যের বিভিন্ন আদালতে মার্চ ১৯৮০ ইং পর্যন্ত মোট কয়টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে;

উত্তর

১) রাজ্যের বিভিন্ন আদালতে মার্চ ১৯৮০ ইং পর্যন্ত ১৫,৬০৪ টি মামলা বিচারাধীন ছিল ।

প্রশ্ন

২) কতগুলি রাজনৈতিক মামলা নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে; এবং

উত্তর

২) রাজনৈতিক মামলা বলিতে কি বুঝায় তাহা স্পষ্ট নহে ।

প্রশ্ন

৩) দীর্ঘদিন জমে থাকা মামলাগুলি বিচারের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন ?

উত্তর

৩) দীর্ঘদিন জমে থাকা মামলাগুলি বিচারের জন্য সরকার কতগুলি নূতন আদালত স্থাপনের ব্যবস্থা করিতেছেন ।

Admitted Starred Question No. 6
By—Shri Tapan Kr. Chakraborty

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be please to state—

প্রশ্ন

১। রাজ্যের কৃষকদের জন্য "বার্ধক্য ভাতা" চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। যদি থাকে তবে এই ভাতা বর্তমান আর্থিক বছরেই চালু করার কোন সম্ভাবনা আছে কি ?

উত্তর

১। এই ধরণের কোন পরিকল্পনা সরকারের নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No, 29
By—Shri Gopal Chandra Das M. L. A.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Home Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। গত জুন মাসের দাঙ্গায় কতগুলি পরিবারের মোট কত জন লোক নিহত হয়েছে ;

২। তার মধ্যে উপজাতি কত জন ও অ-উপজাতি কত জন ;

৩। এ পর্যন্ত নিহত কত পরিবারকে সরকার ঘোষিত এক কালিন ৫ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে ?

৪। উদয়পুরের লক্ষীপতি গ্রামে ঐ দাঙ্গায় কত লোক নিহত হয়েছে ?

উত্তর

১। এখন পর্য্যন্ত করা হিসাব অনুযায়ী ১০৩৫ জন নিহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তিগণ সঠিক কতগুলি পরিবারের অন্তর্ভূক্ত তাহা এখনই নিরূপণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

২। উপজাতি ২২৮ জন এবং অ-উপজাতি ৮০৭ জন।

৩। ২৮৫টি পরিবারকে।

৪। ৩৪ জন।

Admitted Starred Question No. 37
By—Shri Matilal Sarkar, M.L.A..

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। জুন মাসের দাঙ্গার পর ত্রিপুরায় কি পরিমাণ বে আইনী অস্ত্র শস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে ?

২। এই সকল অস্ত্রের প্রকার ভিত্তিক সংখ্যা কিরূপ ?

৩। এরূপ কোন অস্ত্র আছে কি, যা ত্রিপুরায় স্বাভাবিকভাবে থাকার কথা নয় ?

৪। এরূপ অবৈধ অস্ত্র ত্রিপুরায় কিরূপে এসেছে বলে সরকার মনে করেন ?

উত্তর

১। ৩৮৮ টি বে আইনী অস্ত্র এবং ৩১২টি বিভিন্ন প্রকারের গোলা উদ্ধার করা হইয়াছে।

২। (ক) অস্ত্রের প্রকার ভিত্তিক সংখ্যা :—

(১) দেশী বন্দুক—	৩৩৭
(২) দেশী পিস্তল—	৩৬
(৩) বন্দুকের নল—	১১
(৪) রাইফেল—	২
(৫) রিভলভার —	১
(৬) কামান সদৃশ্য বন্দুক—	১
	৩৮৮

(খ) গোলার প্রকার ভিত্তিক সংখ্যা

(১) রাইফেলের গোলা—	১৬৮টি
(১) পিস্তল এবং রিভলভারের গোলা	২০টি
(৩) দেশী বন্দুকের গোলা—	৫০টি
(৪) বন্দুকের ক্যাপ—	১৫টি
(৫) সীসার গোলা —	৫৯টি
	৩১২টি

৩। না।

৪। ২টি রাইফেল এবং ১টি রিভলভার বাদে অন্য সব অস্ত্র দেশের অভ্যন্তরে প্রস্তুত। ২টি রাইফেলের মধ্যে ১টি পুলিশ ক্যাম্প হইতে ছিনতাই করা হয়েছিল এবং অপরটি অবৈধভাবে পুলিশ ক্যাম্প হইতে পাচার করা হয়েছিল। রিভলভারটি অবৈধভাবে বাহির হইতে আমদানীকৃত।

১৬৮টি রাইফেলের গোলা পুলিশ ক্যাম্প হইতে ছিনতাই এবং বে আইনীভাবে পাচার হইয়াছিল। বাকীগুলি দেশজ উৎপাদিত।

Starred Question No. 65 (Admitted No. 48)

By—Shri Umesh Nath, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home Department be pleased to state—

প্রশ্ন

আসাম ত্রিপুরা সীমান্ত অঞ্চলে ব্যবসার উদ্দেশ্যে প্রেরিত গরু, মহিষ, ছাগল যাতে আটক না করা হয় তাহার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা হচ্ছে কিনা ?

উত্তর

ত্রিপুরা আসাম সীমান্ত দিয়া ব্যবসার জন্য গরু, মহিষ, ছাগল চলাচলের সময় আটক করার কোন সংবাদ সরকারের জানা নাই। কাজেই আটক না করার জন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়ার কোন প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 51.
by—Shri Badal Chowdhury

QUESTION

Will the honourable Minister-in-Charge of the Finance Department be pleased to state :—

(১) রাজ্য কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পাওয়ার কোন আশ্বাস পেয়েছেন কি ?

(২) দ্বিতীয় পে-কমিশনের রিপোর্ট কবে নাগাদ প্রকাশিত হতে পারে ?

ANSWER

(১) না, মহাশয়।

(২) পে-কমিশন এখনও কাজ করিতেছেন, কবে পর্য্যন্ত তাদের রিপোর্ট প্রকাশিত হবে তাহা এখনই বলা সম্ভব নয়।

Starred Question No. 74 (Admitted No. 65)
by—Shri Matilal Sarkar, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ১৯৮০ ইং সনের সেপ্টেম্বর, অক্টোবর এবং নভেম্বর মাসে কয়টি ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে ?

২। উপজাতি পরিবারের উপর সংঘটিত এরূপ ডাকাতির সংখ্যা কয়টি ?

৩। কয়টি ক্ষেত্রে ডাকাত ধরা পরেছে ?

ANSWER

১। ৩২টি।

২। ১৬টি উপজাতি পরিবার।

৩। ৫টি মামলায় ২৪জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

Starred Question No. 118 (Admitted No. 87)
by—Shri Khagen Das. M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

(১) ১৯৭৭ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ১৯৮০ সালের ৩০শে নভেম্বর পর্য্যন্ত রাজ্যে মোট কয়টি ডাকাতি সংঘটিত হয়েছে (বছর ভিত্তিক হিসাব);

(২) কয়টি ক্ষেত্রে কতজন দুষ্কৃতিকারী ধরা পড়েছে ?

ANSWER

(১) ১৯৭৭... ...৩১টি
১৯৭৮... ...৭১টি
১৯৭৯... ...৭১টি

৩০শে নভেম্বর ১৯৮০—১৫৬টি মোট—৩২৯টি।

(২)	১৯৭৭	১৭	মামলায়	৭৯ জন	গ্রেপ্তার	হয়েছে।
	১৯৭৮	৩৩	,,	১৪৯	,,	,,	,,
	১৯৭৯	৩২	,,	১২৫	,,	,,	,,
	১৯৮০	৫১	,,	৪২৭	,,	,,	,,
(নভেম্বর ১৯৮০ পর্য্যন্ত)		১৩৩		৭৭২	,,		

Admitted Starred Question No. 92
By—Shri Khágen Das

Will the Minister—in-charge of the Law Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) বর্তমানে হাইকোর্টে ও অন্যান্য কোর্টে কত মামলা পেণ্ডিং আছে ;

উত্তর

১) হাই কোর্ট ছাড়া অন্যান্য কোর্টে ১৯৮০ সালের ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত ১৮,০৭৯ টি মামলা পেণ্ডিং আছে।

প্রশ্ন

২) এর মধ্যে কত মামলা ১০ বছরের ও কত মামলা ৫ বছরের উর্দ্ধে পেণ্ডিং আছে ?

উত্তর

২) ১০ বছরের উর্দ্ধে ৯৪ টি ও ৫ বছরের উর্দ্ধে ৯৩৫ টি মামলা পেণ্ডিং আছে।

Starred Question No. 102 (Admitted No. 100)
By—Shri Umesh chandra Nath, M L A.

Will the Hon'ble Minister—in-charge of the Home *Department* be pleased to state :

১) ইহা কি সত্য যে ধর্মনগরের কদমতলায় একটি পি এস্ করার ব্যাপারে সরকার পূর্ব্বে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ও

২) ইহাও কি সত্য যে কদমতলায় পি. এস্ করার সিদ্ধান্তকে বাতিল করে চুরাই বাড়ী ও. পি.কে পিএস্ করা হচ্ছে ;

৩) যদি সত্য হয় তাহা হইলে কদমতলায় পি. এস্ না করার কারণ কি ; এবং

৪) চুরাই বাড়ীর পরিবর্ত্তে কদমতলায় তা করা হবে কি না ?

উত্তর

১) না মহাশয় ।

২) ইহা সত্য নহে ।

৩) প্রশ্ন উঠে না ।

৪) প্রশ্ন উঠে না ।

Starred Question No. 114 (Admitted No. 103)
By—Shri Khagen Das. M L A.

Will the Hon'ble Minister—in-charge of the Home Department be pleased to state :

১) গত জুন জুলাইয়ে দাঙ্গার সাথে জড়িত যে সমস্ত দুষ্কৃতিকারী এখনো গ্রেপ্তার এড়িয়ে চলছে তাদের গ্রেপ্তার করার ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

১) পলাতক অভিযুক্ত ব্যক্তি যাহারা গ্রেপ্তার এড়িয়ে চল্‌ছে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশ অভিযান চালাইয়া যাইতেছে এবং সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে ।

Starred Question No. 133 (Admitted No. 129)
By Shri Subal Rudra M L A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be Pleased to state :—

১) সাম্প্রতিক দাঙ্গার সময় দাঙ্গা মোকাবিলায় এবং শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষায় আরক্ষা দপ্তরের যে সমস্ত কর্ম্চারী সৎ নিষ্ঠা ও সাহসের পরিচয় দিয়েছেন তাদের কোন প্রকার পুরস্কারের বা প্রমোশন দেওয়ার ব্যবস্থা সরকার করেছেন কিনা ;

২) যদি করে থাকেন তবে কত জন পুলিশ কর্মচারী এজন্য পুরস্কার বা প্রমোশন পেয়েছেন ;

৩) যদি কোন পুরস্কারের বা প্রমোশনের ব্যবস্থা না হয়ে থাকে তা—হলে তার কারণ ?

উত্তর

১) বেশ কিছু সংখ্যক আরক্ষা কর্মীকে নগদ পুরস্কার ও প্রসংসা পত্র দেওয়া হইয়াছে।

২) মোট ১০০৪ জন আরক্ষা কর্মী তার মধ্যে সি, আর, পি, আ, এ, সি এবং হোমগার্ডও আছে।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 144

By—Shri S. K. Thakur Singha

Will the Hon'ble Minister in-charge of Agriculture Department be please to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে কৃষির স্বার্থে খোয়াই ব্লক এলাকায় ময়দান ছড়ার উপর একটি ডাইভারসান স্কীমে করবার পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছেন ;

২) ইহাও কি সত্য সংশ্লিষ্ট এলাকার গ্রাম পাঞ্চায়েত দীর্ঘদিন যাবৎ এই স্কীম বাস্তবায়িত করার জন্য কৃষিদপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া আসিতেছেন ;

৩) সত্য হইলে উক্ত স্কীমটির কাজ আরম্ভ না করার কারণ কি,

৪) ইহা কি সত্য উক্ত স্কীমে এর উপর আহুত দরপত্রের সর্ব নিম্ন দরপত্র দাতাকে উক্ত কাজ করার আদেশ না দিয়া বেশী দরপত্র দাতাকে কাজের আদেশ দেওয়ার প্রচেষ্টা চলিতেছে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ

২) বিগত এপ্রিল ১৯৮০ সালে গ্রাম পঞ্চায়েৎ প্রথম এই কাজ নিজেই করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে।

৩) ১৯৮০ সালের এপ্রিল মাসে এই কাজ করার জন্য মুজুরী পাওয়ার পর গত মে মাসে এই কাজের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছিল. কিন্তু নায্য দর না পাওয়াতে গত জুলাই মাসে পুনরায় দরপত্র আহ্বান করা হইয়াছে। সেই দরপত্র গুলির পরীক্ষা নিরিক্ষা শেষ হইয়াছে এবং আশা করা যায় কিছু দিনের মধ্যে অনুমোদিত ঠিকাদারকে কাজের বাবদ দেওয়া যাইবে।

৪) ঠিক নহে।

Stared Question No. 158 (Admitted No. 151)

By—Shri Nakul Das. MLA.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home Department be pleased to state—

pleased to state :—

১) থানায় সুনির্দ্দিষ্ট অভিযোগ লিপিবদ্ধ করার পরও দাঙ্গাকারীদের পুলিশ গ্রেপ্তার করেনি কিংবা করতে সমর্থ হয়নি এমন অভিযোগের সংখ্যা কত ?

২) এই বিষয়ে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?

উত্তর

১)
২) } তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 178

By—Shri S.K.Thakur singha.

Will the. Hon'ble Minister in- charge of Agriculture Department be please to state-

প্রশ্ন

১। চলতি আর্থিক বৎসরে ভূমি ও জল সংরক্ষন খাতে বরাদ্দকৃত টাকার পরিমান কত ;

২। বরাদ্দকৃত উক্ত টাকার মধ্যে কি পরিমান অর্থ গত নভেম্বর মাস পর্যন্ত ঐ কাজে খরচ করা হইয়াছে তাহার হিসাব;

৩। ইহা কি সত্য যে অর্থ বরাদ্দ থাকা সত্বেও বহু ব্লক এলাকায় উপরোক্ত কাজ এখনো আরম্ভ করা হয়নি;

৪। সত্য হইলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। বরাদ্দকৃত টাকার পরিমান ৬৪ (চৌষট্টি) লক্ষ টাকা।

২। নভেম্বর ১৯৮০ ইং পর্যন্ত খরচের পরিমান ২৫ লক্ষ ৮০ হাজার (পঁচিশলক্ষ আশী হাজার) টাকা।

৩। সত্য নহে।

৪। প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No. 185 By—Shri Ram kumar Nath

Will the Hon'ble Minister in-charge of Agriculture Department be please to state—

১। উত্তর ত্রিপুরা জিলায় কোথাও কোল্ড ষ্টোরেজ স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। যদি থাকে তবে কবে পর্য্যন্ত হবে বলে আশা করা যায় ;

৩। যদি না থাকে তবে কারণ কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ

২। পরিকল্পনাটি বর্ত্তমানে ন্যাশন্যাল কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশনের একজন টেক্নোলজিষ্ট এর পরীক্ষাধীন আছে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 188 By—Shri Subodh ch. Das.

Will the Hon'ble Minister in charge of Agriculture Department be please to state—

১। ত্রিপুরা রাজ্যে পাটের ফলন বৃদ্ধি ও সম্প্রসারনের জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ,

২। রাজ্যে বর্ত্তমান পাট মরশুমে কি পরিমাণ পাট উৎপাদিত হয়েছে ;

৩। আগামী বৎসরে পাটের ফলন কি পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে বলে সরকার আশা করেন ,

৪। ইহা কি সত্য যে বর্তমানে পাট মরশুমে পাট উৎপাদন কৃষকগণ কোন কোন স্থানে উৎপাদিত পাটের নার্য্য মূল্য পান নাই ?

উত্তর

১। হ্যাঁ

২। প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী রাজ্যে বর্ত্তমান মরশুমে (১৯৮০-৮১) সালে সুতি, পাট ও মেস্তা পাটের আনুমানিক উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে ৫১ হাজার ৫ শত ৭০ কুইণ্টাল ও ১ লক্ষ ৬ হাজার ২ শত কুইণ্টাল।

৩। আগামী বৎসরে (১৯৮১-৮২ সালে) সুতি পাট ও মেস্তা পাটের উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রা যথাক্রমে ৬৮ হাজার ৪ শত কুইণ্টাল ও ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৬ শত কুইণ্টাল ধার্য্য করা হইয়াছে।

৪। আংশিক সত্য।

Admitted starred Question No. 195

By—Shri Subodh Chandra Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। চলতি আর্থিক বছরে রাজ্যের কোন বিভাগে কত হেক্টর ভূমি নিয়ে সয়েল ও ওয়াটার কনজারভেশনের পরিকল্পনা সরকার হাতে নিয়েছেন ; এবং

২। এই পরিকল্পনা বাবদ কোন বিভাগে কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে ; তাহার হিসাব ?

উত্তর

১। ১৯৮০-৮১ সালে আনুমানিক ৫৮০০ হেক্টর জমি ভূমি ও জল সংরক্ষণ প্রকল্পের আওতায় আনা হবে বলে আশা করা যায়। তাহার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব এইরূপ :-

(হেক্টর হিসাবে)

জিলা	বিভাগ	সরকারী খাস জমি	জোত জমি	মোট
উত্তর ত্রিপুরা	১। ধর্মনগর	৮৭০	১৮০	১০৫০
	২। কৈলাশহর	২৩৪	১৩০	৩৬৪
	৩। কমলপুর	৪৬	৩৭০	৪১৬
পশ্চিম ত্রিপুরা	৪। সদর	৪৩০	২৯০	৭২০
	৫। খোয়াই	৪০	১০০০	১০৪০
	৬। সোনামুড়া	৫০	৪৮০	৫৩০
দক্ষিণ ত্রিপুরা	৭। উদয়পুর	২৫০	১৮০	৪৩০
	৮। অমরপুর	২০০	২৭০	৪৭০
	৯। বিলোনীয়া	৩০	৪৭০	৫০০
	১০। সাব্রুম	৮০	২০০	২৮০
	মোট—	২২৩০	৩৫৭০	৫৮০০

১৯৮০-৮১ইং সনে ভূমি ও জল সংরক্ষণ প্রকল্পে যে পরিমাণ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তাহার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব এইরূপ—

জিলা	বিভাগ	যে পরিমাণ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে (লক্ষ টাকায়)
উত্তর ত্রিপুরা	১। ধর্মনগর	৮·২২
	২। কৈলাসহর	৪·৭৮
	৩। কমলপুর	২·৭৫
		১৫·৭৫
পশ্চিম ত্রিপুরা	৪। সদর	৮·০০
	৫। খোয়াই	৮·০০
	৬। সোনামুড়া	৮·০০
		২৪·০০
দক্ষিণ ত্রিপুরা	৭। উদয়পুর	৬·৭৩
	৮। অমরপুর	৫·৯০
	৯। বিলোনীয়া	৫·২০
	১০। সাব্রুম	২·৬০
		২০·৪৩
হেড কোয়ার্টার		৩·৮২
	সর্বমোট—	৬৪·০০

Admitted question No. 196

By—Shri Subodh Ch. Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। পানিসাগর (ধর্মনগর) সরকারী ফলের বাগানে কত জন অনিয়মিত কর্মচারী আছেন ; এবং

২। ঐ সকল অনিয়মিত কর্মচারীগণকে নিয়মিত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

উত্তর

১। ১৬ জন

২। কাজে যোগদানের সিনিয়রিটির ভিত্তিতে ক্রমশ: নিয়মিত করার পরিকল্পনা আছে।

Starred question No. 199 (Admitted No. 205)

By—Shri Niranjan Deb Barman.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state—

১। গত ২৯-৪-৮০ইং এবং ৪-৫-৮০ইং যথাক্রমে উদয়পুর বিভাগের খেলাকুণ্ড এবং সদরের গুলিরায় বাজারে দুষ্কৃতিদের দ্বারা অগ্নিসংযোগ ও লোক খুনের ব্যাপারে এ পর্যন্ত পুলিশ কত জনকে গ্রেপ্তার করেছে ?

উত্তর

খেলাকুণ্ড-এর ঘটনায় ২ জন গুলিরাই বাজারের ঘটনায় ২ জন।

———

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House, (Ujjayanta Palace), **Agartala** on Tuesday, the 30th December, 1980 at 11 A. M.

PRESENT

Shri Sudhanwa Deb Barma, Hon'ble Speaker in the Chair, the Chief Minister, 8 (eight) Ministers, Deputy Speaker and 37 Members.

QUESTIONS & ANSWERS.

মিঃ স্পীকার ঃ—আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলিবেন। সদস্যগণ নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জবাব প্রদান করিবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকের লিস্ট কোয়েশ্চানে অনেকগুলি কোয়েশ্চান আছে, যেগুলি একই ধরণের কোয়েশ্চান। আমি অনুরোধ করব এগুলি যদি একসঙ্গে নেওয়া হয়, তাহলে আমাদের আর রিপিট করতে হবে না এবং সদস্যদেরও বক্তব্য রাখার সুযোগ হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ—আচ্ছা, তাই করা হবে। শ্রীতপন চক্রবর্তী।

শ্রীতপন কুমার চক্রবর্তী ঃ—স্যার, প্রশ্ন নং ২।

শ্রীদশরথ দেব ঃ—স্যার, প্রশ্ন নং ২।

প্রশ্ন

১। সাম্প্রতিক দাঙ্গায় ত্রিপুরার মোট কতজন ছাত্র-ছাত্রী সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ?

২। এই ক্ষতির পরিমাণ টাকার অংকে কত ?

৩। সরকার এই ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

১। সাম্প্রতিক দাঙ্গায় ত্রিপুরার সাতটি ব্লকে আনুমানিক ৩৪,০০০ জন ছাত্র-ছাত্রী সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন।

২। এই তথ্য ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পৃথক করিয়া সংগ্রহ করা হয় নাই।

৩। ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীকে এক প্রস্ত পোষাক, এক প্রস্ত পাঠ্যবই, এবং পরীক্ষার ফিস প্রদান করা হইয়াছে। এ ছাড়া খাতা পেন্সিল ক্রয় করার জন্য নগদ অর্থ সাহায্য দেওয়া হইতেছে। পোষাক ও পাঠ্যপুস্তক ক্রয়

করার জন্য শ্রেণীভিত্তিক হারে এবং পরীক্ষার ফিস ও খাতা, পেন্‌সিল ক্রয়ের জন্য নির্দিষ্ট হারে নগদ টাকা দেওয়া হইতেছে।

শ্রীতপন কুমার চক্রবর্তী ঃ—আমরা দেখেছি যে দাঙ্গার সময়ে প্রায় ৩।৪ মাস এই ৭টি ব্লকের ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশুনা করতে পারে নি এবং বৎসরের শেষে যে পরীক্ষা হয়, সেই পরীক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে তাদের যথেষ্ট অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই তাদের পরীক্ষা পাশের ব্যাপারে সরকার থেকে স্কুলগুলিকে কোন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব ঃ — এটা সত্য কথা যে, ৪ মাসের মত তাদের লেখাপড়া বন্ধ ছিল এবং সেজন্য ছাত্র-ছাত্রীরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু একাডেমিক ইয়ার যেটা, সেটাকে অপেক্ষা করা যায় না এবং এটা শুরু করতে হয়। তাই পরীক্ষায় পাশের ক্ষেত্রে যাতে একটা লিবারেল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে খাতা-পত্র দেখা হয় সেজন্য ডিপার্টমেন্ট থেকে ইন্‌ষ্টিটিউশানগুলিকে বলা হয়েছে। এখন এটা নির্ভর করে বিভিন্ন ইন্‌ষ্টিটিউশান কিভাবে পরীক্ষার খাতাপত্র দেখবে, তার উপর।

শ্রীতপন কুমার চক্রবর্তী ঃ — এখনও অনেক ক্যাম্পে অনেক ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। কাজেই তারা কিভাবে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগটা নেবে, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব ঃ — এই ধরণের কোন আবেদন আমরা পাই নি। তবে কয়েকটা ছাড়া বেশীর ভাগ স্কুলই খোলা হয়ে গিয়েছে। কাজেই এই অসুবিধার মধ্যে কিছু ছাত্র-ছাত্রী থাকতে পারে। কিন্তু কোন রকম আবেদন-পত্র না পেলে আমরা তো আর ঢালাও ভাবে কিছু বলে দিতে পারি না।

মিঃ স্পীকার ঃ— সর্বশ্রী তপন কুমার চক্রবর্তী ও রুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রী তপন কুমার চক্রবর্তী ঃ— প্রশ্ন নং ৮।

শ্রী দশরথ দেব ঃ— স্যার, প্রশ্ন নং ৮।

প্রশ্ন

১) "কন্‌সোলিডেটেড পে"—তে যে সমস্ত শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন, তাদের রেগুলার করার কথা সরকার চিন্তা করছেন কি?

২) কবে নাগাদ এই সমস্ত শিক্ষকগণ রেগুলার হতে পারবেন?

৩) কতজন শিক্ষক এই "কন্‌সোলিডেটেড পে"—তে কাজ করছেন?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) বর্তমান আর্থিক বৎসরে সিনিয়রিটি অনুযায়ী এই ধরনের ১১৩০ জন শিক্ষককে রেগুলার স্কেলের আওতায় নেওয়ার প্রচেষ্টা হচ্ছে।

৩) বর্তমানে ১৯৪৯ জন শিক্ষক "কন্‌সোলিডেটেড পে"—তে কাজ করছেন।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রীতরনী মোহন সিন্‌হা।

শ্রীতরনী মোহন সিন্‌হা ঃ— প্রশ্ন নং ২১।

শ্রীদশরথ দেব ঃ— স্যার, প্রশ্ন নং ২১।

প্রশ্ন

১) একজন শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে কি ?

২) যদি থাকে তার সংখ্যা কত (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব) ? এবং

৩) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বই-পত্র ও পোষাক দিতে গত বৎসর কত টাকা ব্যয় করা হয়েছিল ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, আছে।

২) মোট সংখ্যা—৫১৯টি বিভাগ ভিত্তিক হিসাব।

সদর—	৩৫
খোয়াই —	৩৬
কমলপুর—	৪৬
কৈলাসহর—	১১৮
ধর্মনগর—	১১২
সোনামুড়া—	২৫
অমরপুর—	৭০
উদয়পুর—	২৫
বিলোনিয়া —	৩১
সাব্রুম —	২১

৩) বিগত আর্থিক বৎসরে (১৯৭৯-৮০ ইং) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বই-পত্র ও পোষাক বাবত মোট ৪, ৪০, ৮৭৮ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে।

ক। বই-পত্র বাবত— ২ ৫০,০০০.০০ টাকা।

খ। পোষাক বাবত— ১.৯৩,৮৭৮.০০ টাকা।

শ্রীতরনী মোহন সিন্‌হা ঃ— এখানে দেখা যাচ্ছে যে সব চেয়ে বেশী প্রাথমিক বিদ্যালয় একজন শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে কৈলাশহরে। অথচ দেখা যাচ্ছে যে কোন কোন স্কুলে ১৯০ জনেরও বেশী ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে এবং এতে পড়া শোনার মান খুব একটা ভাল থাকে না। কাজেই ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যানুযায়ী যে সমস্ত স্কুলে একজন শিক্ষক আছে, সেখানে যাতে দুই জনের বেশী শিক্ষক দেওয়া যায়, তার জন্য সরকার কোন পরিকল্পনা নিচ্ছেন কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ— শিক্ষকের অভাব পুরেণের জন্য সরকার সব সময়ে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এবারও ১,১৩০ জন প্রাইমারী স্কুল শিক্ষক নেওয়ার প্রচেষ্টা চালানো হবে। তা সত্ত্বেও আমাদের শিক্ষকের অভাব থেকে যাবে। তবে একজন করে শিক্ষককে ট্রান্সফার করা একটু অসুবিধা। আপনারা হয়তো লক্ষ্য করবেন যে, শহর এবং শহরতলীতে অনেক স্কুলে সারপ্লাস শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশ

রয়েছেন মহিলা শিক্ষক এবং তাদেরকে দূরবর্তী অঞ্চলে ট্রেন্সফার করা অনেক ক্ষেত্রে অসুবিধা জনক হয়ে পড়ে। কাজেই আমাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাব এখনও আছে এবং আমরা সেই অভাব পুরণের জন্য সব সময়ে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি আমাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও।

শ্রীতরণী মোহন সিংহ ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে শিক্ষকের তুলনায় ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা এবং স্কুলের সংখ্যা বেশী সেইজন্য শিক্ষক দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু এমন অনেক স্কুল আছে যেখানে ছাত্রছাত্রীদের তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা অনেক বেশী। কাজেই সেই সমস্ত স্কুল থেকে শিক্ষকদেরকে ট্রেন্সফার করে যে সমস্ত স্কুলে শিক্ষক কম, ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যার অনুপাতে সেখানে এনে দেওয়ার জন্য সরকার বিবেচনা করছেন কিনা?

শ্রীদশরথ দেব—মাননীয় স্পীকার স্যার, সেই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তবে ট্রেন্সফার রোধ করার জন্য কোর্টে মামলা আছে কাজেই মাননীয় সদস্য ট্রেন্সফারটাকে যত সোজা মনে করেছেন ততটা সোজা ব্যাপার নয়।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কোন কোন স্কুলে একজনও শিক্ষক নাই। এই রকম স্কুল মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই রকম কোন তথ্য আমার জানা নেই। তবে গত বৎসর তিনশোর উপর নূতন স্কুল আমাদের হয়েছে। সেই সমস্ত স্কুলে এখনও কোন শিক্ষক পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়নি।

শ্রীতরণী মোহন সিংহ ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, একজন শিক্ষক সে কতদিন জঙ্গলে, কতদিন সাবডিভিশন এবং সদরে থাকলে পরে তাকে ট্রেন্সফার করা হবে?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের ট্রেন্সফার পলিসি আছে।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কমলপুরে একটা স্কুল রায়ধন চৌধুরী পাড়া জে, বি, স্কুল, সেখানে একজনও শিক্ষক নেই। অথচ ছাত্র আছে কিন্তু তাদের পরীক্ষা ইত্যাদির ব্যবস্থা হচ্ছে না। কাজেই সেই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কোন উদ্যোগ নেবেন কি না?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা খবর নেব।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীফৈজুর রহমান।

শ্রীফৈজুর রহমান ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ২৬, সোসিয়েল এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীদশরথ দেব ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ২৬।

প্রশ্ন

১) সারা ত্রিপুরায় মোট কতজনকে বার্ধক্য ভাতা দেওয়া হচ্ছে (ব্লক ভিত্তিক সংখ্যা)।

উত্তর

১) সারা ত্রিপুরায় ৩০-১১-৮০ ইং পর্য্যন্ত ৫৪২০ জনকে বার্ধক্য ভাতা দেওয়া হয়েছে। ব্লক ভিত্তিক হিসাব সংগে জুড়ে দেওয়া হইল। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই লিস্টটা অনেক লম্বা। পড়তে অনেক সময় লাগবে।

মিঃ স্পীকার ঃ—টেবিলে প্ল্যাস্ করে দেন।

প্রশ্ন

২) অসহায় বিধবা মহিলাদের মাসিক ভাতা দেওয়ার কোন পরিকল্পনা [redacted]রকারের আছে কি?

৩) থাকিলে কবে পর্য্যন্ত দেওয়া হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

২) অসহায় বিধবা মহিলাদের মাসিক ভাতা দেওয়া যায় কিনা সরকার সেকথা ভাবছে।

৩) আর্থিক সংগতির উপর নির্ভর করে।

শ্রীতরণী মোহন সিংহ ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কোন্ কোন্ পঞ্চায়েতের মাধ্যমে দরখাস্ত করা হয়েছে এবং অনেক দিন হয়ে গেছে কিন্তু এখন পর্য্যন্ত বার্ধক্য ভাতা দেওয়া হচ্ছে না।

শ্রীদশরথ দেব ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, বার্ধক্য ভাতা দেওয়ার ব্যাপারে কাগজ পত্র তৈরী করে প্রস্তুত করার জন্য ভার দেওয়া হয়েছে ব্লক কমিটিগুলির উপর। তাদের উপর দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে টাকা পয়সা দেওয়া হচ্ছে। তার থেকে প্রতি গাঁও সভায় এইবার ৩ জন করে বাড়ানো হবে এবং প্রতিটা নোটিফায়েড এরিয়া থেকে ১০ জন, মিউনিসিপ্যালিটি ও ব্লক এরিয়া থেকে ৫ জন বাড়ানোর জন্য ইতিমধ্যে সমাজ কল্যাণ দপ্তর থেকে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে।

ব্লকভিত্তিক হিসাব

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম		সংখ্যা
১)	বি, ডি, ও	পানিসাগর	২৬৪
২)	ঐ	কুমারঘাট	২৬৭
৩)	পি, ই, ও	কাঞ্চনপুর	২৯
৪)	ঐ	ছামনু	১৬২
৫)	বি, ডি, ও	কমলপুর	২২৬
৬)	ঐ	তেলিয়ামুড়া	২৬৩
৭)	ঐ	খোয়াই	১৫৪
৮)	ঐ	মোহনপুর	১৪০
৯)	ঐ	জিরাণীয়া	১৮৭
১০)	ঐ	বিশালগড়	৩০৪

১১)	বি, ডি, ও সোনামুড়া	২১৩
১২)	ঐ উদয়পুর	১১৩
১৩)	ঐ বগাফা	১১০
১৪)	পি, ই. ও অমরপুর	১৫৮
১৫)	ঐ ডম্বুরনগর	২৪
১৬)	বি, ডি, ও রাজনগর	১০৭
১৭)	পি, ই, ও সাব্রুম	১৮১
১৮)	এস, ডি, ও ধর্মনগর (নোটিফায়েড এরিয়া)	১০
১৯)	এস, ডি, ও কৈলাসহর ঐ	২৪
২০)	এস, ডি, ও কমলপুর ঐ	৪৯
২১)	এস, ডি, ও খোয়াই ঐ	৩৪৬
২২)	এস, ডি, ও আগরতলা পৌর এলাকা	১৩৬
২৩)	ঐ সোনামুড়া (নোটিফায়েড এরিয়া)	৫
২৪)	ঐ উদয়পুর ঐ	২
২৫)	ঐ অমরপুর ঐ	১০
২৬)	ঐ বিলোনীয়া ঐ	১০
২৭)	ঐ সাব্রুম ঐ	৪৬
	মোট	৩,৪২০

শ্রীতরণী মোহন সিং ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ইহা কি সত্য যে যার নাম পঞ্চায়েত ঠিক করে পাঠায় সে লোকটা আরেকজন ভাতা প্রাপ্ত লোক মারা না যাওয়া পর্য্যন্ত ভাতা পায় না ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা জানা নাই।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ভাতা দেওয়ার আগে কতজন বৃদ্ধ মারা যান ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—কত জন মারা যান এই তথ্য আমার কাছে নেই। তবে একজন বৃদ্ধ মারা গেছেন আমি জানি। টাকা নিতে পারে নি।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে বৃদ্ধদেরকে ভাতা দেওয়ার ব্যাপারে দায়িত্ব ব্লক কমিটিগুলির উপর দেওয়া হয়েছে। সেইটা কবে দেওয়া হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—ফার্স্ট এপ্রিল ১৯৮০ ইং।

শ্রীতরণী মোহন সিংহ ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তরে বলেছেন যে অসহায় বিধবাদেরকে ভাতা দেওয়ার ব্যাপারটা আর্থিক সংগতির উপর নির্ভর করে। তাহলে এটা জানতে পারি কি যে কবে সরকার আয়ের হিসাব করে বিধবাদেরকে ভাতা দেওয়ার ব্যাপার সিদ্ধান্ত নেবেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে মাননীয় সদস্যদেরকে বলতে চাই যে, এই টাকা দেন ফাইনেন্স কমিশন। আমাদের যে পাঁচ বছরের পরিকল্পনা আছে তাতে দেওয়া হয় এবং এবং সেই টাকা হচ্ছে সীমিত। পশ্চিম বংগে ওরা টেকস্ বসিয়ে অর্থ সংগ্রহ করেন। আমাদের এখানে টেকস্ বসিয়ে বার্ধক্য ভাতার মত কয়েকটা ভাতা দিতে পারছি না। সেটা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ষষ্ট পরিকল্পনায় বরাদ্দকৃত যে অর্থ সেটার পরিমাণও খুব কম।

মিঃ স্পীকার ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৫,২৮,১০৪ ও ১০৫ এগুলির উত্তর এক সঙ্গে দেওয়া হবে। আমি মাননীয় সদস্যদের নাম বললে পর তাঁরা তাঁদের প্রশ্নের নাম্বার জানাবেন। শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৫।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীগোপাল দাস।

শ্রীগোপাল দাস ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৮।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীখগেন দাস।

শ্রীখগেন দাস ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৪ ও ১০৫।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৫।

প্রশ্ন

১। সাম্প্রতিক দাঙ্গার ফলে কত সংখ্যক মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছিলেন. (ব্লক ভিত্তিক)

২। বর্তমানে বিভিন্ন শিবিরে কত সংখ্যক মানুষ রয়ে গেছেন।

৩। এজন্য এখন পর্যন্ত কয়টি শিবির অস্থায়ী ভাবে তৈয়ারী করা হয়েছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৮।

প্রশ্ন

১। দাঙ্গায় যাদের বাড়ী ঘর পুড়া যায় নি অথচ ঘর দরজা, জানালা-চাল ছন, টিন ইত্যাদি সমস্তই লুট-পাট হয়ে গেছে তাদের সম্পর্কে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহন করছেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৪।

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকারের হিসাব অনুসারে গত জুন মাসের দাঙ্গায় মোট ক্ষতির পরিমান কত ?

২। দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রেরিত রাঘবন কমিটি রাজ্য সরকারকে কত টাকা দেবার জন্য সুপারিশ করেছে ?

৩। পুনর্বাসন বাবত ৩০শে নভেম্বর পর্য্যন্ত মোট কত টাকা কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে দিয়েছে ?

এবং এ সম্পর্কে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে আলাপ আলোচনা করেছি। এ ছাড়া রিলিফ-রিহেবিলিটেশানের জন্য কিছু জিনিষপত্র আমাদের কিনতে হয়েছে। তার মধ্যে ধুতীর সংখ্যা হচ্ছে ৫৫ হাজার, শাড়ী ৫৫ হাজার, কম্বল (সুতী) ৪০ হাজার, কম্বল (উল) ১০ হাজার, খদ্দরের চাদর ১,৪০০, পলিথিন শীট বিভিন্ন মাপের ৮,৫০০, লন্ঠন ১৫ হাজার, বাচ্চাদের পোষাক ৩৫ হাজার, বালতি ৩ হাজার। কিছু কিছু জিনিষ এখনও আমরা কিনছি। কারণ অনেক জায়গাতে বালতি আমাদের যথেষ্ট নেই, লন্ঠন যথেষ্ট নেই। সেগুলি আমরা আবার কিনে দিচ্ছি। মাননীয় সদস্যরা জানেন একটা সময় ছিল যখন ঘর তৈরী করার সময় ছিল না, শরণার্থীদেরকে তাৎক্ষনিক আশ্রয় হিসাবে বিভিন্ন স্কুলে, শহর, বাজার ইত্যাদিতে আমরা রেখেছিলাম। তাদেরকে সেখান থেকে গ্রামাঞ্চলে নিয়ে যাওয়ার সময় কিছু সময়ের জন্য আমাদের কিছু তৈরী করতে হয়েছে। তারজন্য আমাদের খরচ হয়েছে ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। শরণার্থীরা চলে যাওয়ার পর এগুলি অকশান করে আমরা কিছু টাকা তুলতে পারব। ক্যাম্পে শরণার্থীদেরকে কিছু সুযোগ সুবিধা দিতে হয়েছে। টিউবওয়েল ইত্যাদির জন্য আমাদের খরচ হয়েছে। এগুলি আমরা পঞ্চায়েতের হাতে বা স্কুলের সামনে হলে স্কুলের হাতে দিয়ে দেব। যাদের ঘর বাড়ী পোড়া গিয়েছে তাদেরকে আমরা ২টা কিস্তিতে টাকা দিয়েছি। যাতে টাকাটা তারা ঘর তৈরী করার কাজে লাগাতে পারে। সেটা দেখে তাদের আমরা দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দিয়েছি। প্রথম কিস্তিতে ১৪,৮৬৬টি কেসে আমরা দিয়েছি ১ কোটি ৩৩ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা। সেকেণ্ড ইন্‌স্টলমেন্ট হাউসিং গ্র্যান্ট ৪,৪২২টি ক্ষেত্রে আমরা দিয়েছি ১৭ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা। আর বিভিন্ন রকম সম্পত্তি লুঠ হয়েছে তারজন্য ২,৩০৭টি পরিবারকে দিয়েছি ৫৬ লক্ষ ৬ হাজার ৮৯০ টাকা। যাদের দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদেরকে দেওয়া হয়েছে ১,৮৪০ টাকা এবং তাদের সংখ্যা হচ্ছে ৮৪। যারা মারা গেছেন এমন ১৮৮টি পরিবারকে সাহায্য দেওয়া হয়েছে এবং তারজন্য খরচ হয়েছে ৯ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। যারা কাজ পেয়েছেন তাদের সংখ্যা হচ্ছে ৪৫০। তাদের আরও কিছু আবেদন পত্র পরীক্ষাধীন রয়েছে। ৪৬,৯৪৯টি এগ্রিকালচারাল ইনপুট কার্ড দেওয়া হয়েছে। যার মূল্য হচ্ছে ৫৫ লক্ষ টাকা। রেশন আমরা যা দিয়েছি —দৈনিক ৪০০ গ্রাম চাউল, ১০০ গ্রাম ডাল, ভেজিটেবল ২০ পয়সা, সরিষার তেল ১০ গ্রাম, লবন ১৫ গ্রাম, লাকড়ী ৩০ পয়সা। যারা ৮ বছরের কম বয়সের তাদেরকে দেওয়া হয়েছে অর্দ্ধেক। যে সমস্ত শিশুদের বয়স তিন বৎসর পর্য্যন্ত তাদেরকে ৫০০ গ্রাম দুধ দেওয়া হয়েছে। যারা অসুস্থ তাদেরকে ২ টাকা করে দেওয়া হয়েছে পথ্য ইত্যাদির জন্য। এই সব সুযোগ সুবিধা আমরা দিয়েছি এবং সরকার এখনও ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজ চালাচ্ছেন। এই সমস্ত কাজে এস,ডি.ও, বি,ডি,ও, প্রভৃতি সরকারী কর্মচারীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এবং জনসাধারণের বিভিন্ন অংশের মানুষও আমাদের সাহায্য করেছেন যারজন্য এতবড় একটা দায়িত্ব পালন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

শ্রীখগেন দাস ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, রাজ্য সরকার নিরুপিত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হচ্ছে ১৭ কোটি ১০ লক্ষ টাকা আর কেন্দ্রীয় সরকারের রাঘবন কমিটির হিসাব মতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হচ্ছে ১৫ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা

এবং মুখ্যমন্ত্রী এটাও বলেছেন যে, রাজ্য সরকার এ পর্য্যন্ত খরচ করেছেন ১৩ কোটি টাকা। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি—ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য সুপারিশ কৃত ১৫ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে কত টাকা এ পর্য্যন্ত দিয়েছেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এ পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার আমাদেরকে ৮ কোটি টাকা দিয়েছেন। আমি যখন গতবার দিল্লী গিয়েছিলাম তখন উনারা বলেছেন আরও ২ কোটি টাকা ২।১ দিনের মধ্যে পাঠাবেন।

শ্রীনকুল চন্দ্র দাস ঃ---সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য সুপারিশকৃত টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছেন না এবং এরজন্য রাজ্য সরকারকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য বরাদ্দকৃত টাকা এই ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজের জন্য খরচ করতে হচ্ছে। এই তথ্যটা ঠিক কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---হ্যাঁ, এটা আমাদের করতে হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ ঃ---কোয়েশ্চান নং ৪৫ স্যার।

শ্রীদশরথ দেব ঃ---কোয়েশ্চান নং ৪৫ স্যার।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য শনিছড়া এস, বি, স্কুলটি স্থানান্তরিত করার জন্য স্কুলের নিকটবর্তী একটি স্থানে স্কুল তৈরীর উপযুক্ত জায়গা বা ভিটি স্থাপন করে দীর্ঘদিন যাবৎ সরকারী অনুমোদন চেয়ে অনুমোদন পায় নাই?

২) যদি সত্য হয়, তবে অনুমোদন না পাওয়ার কারণ কি; এবং

৩) অনুমোদন দেওয়া হলে কবে পর্য্যন্ত স্কুল স্থানান্তরিত হবে?

উত্তর

১) না, কারণ শনিছড়া এস, বি, স্কুলের নামে কোন স্কুল নাই। তবে শনিছড়া গাঁওসভার মধ্যে বাগপাশা ও চোড়াইবাড়ীর মধ্যস্থলে আসাম---আগরতলা রাস্তার ধারে একটা এস, বি, স্কুল আছে। ইদানিং তিস্তা---জয়নগর স্কুলের মধ্যে ৪০ একর টিলা ভূমিতে স্থানান্তরিত করার জন্য শনিছড়া গাঁওসভা প্রধান এবং কয়েকজন লোক স্বাক্ষরিত একটি আবেদন পত্র পাওয়া গিয়াছে ১৯।৯।৮০ সনে। কাজেই এর মূলে আমরা ধর্মনগর স্কুল পরিদর্শক এবং কৈলাশহর উপ-শিক্ষাকর্তাকে তদন্ত করে জানানোর জন্য লেখা হয়েছে।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ ঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, কবে পর্য্যন্ত স্থানান্তরিত হবে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—এখান থেকে প্রস্তাব আসলে পরে প্রস্তাবটা পরীক্ষা করে দেখা যাবে কি পজিশানে আছে। তা না হলে কিছু বলা যাবে না।

শ্রীসুবোধ দাস ঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, জয়নগর এস, বি, স্কুলটিকে স্থানান্তরিত করার কথা মাননীয় মন্ত্রী ভাবছেন কিনা, এবং জয়নগর এস, বি, স্কুলটিই মাননীয় সদস্য যেটা বললেন শনিছড়া এস, বি, স্কুল তা ঠিক কিনা।

শ্রীদশরথ দেব ঃ---এই প্রস্তাবটা এসেছিল এবং এই প্রস্তাবটা পরীক্ষা করার জন্য আমি আগেই বলেছি ধর্মনগরের স্কুল ইন্সপেকটার এবং কৈলাশহরের ডেপুটি ডাইরেকটারের কাছে লেখা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীবাদল চৌধুরী।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ---অ্যাডমিটেড ষ্টারড কোয়েশ্চান নং ৬৮ স্যার।

শ্রীদশরথ দেব ঃ---কোয়েশ্চান নং ৬৮

প্রশ্ন

১। সারা রাজ্যে জুমিয়া পরিবারের সংখ্যা কত এবং এখন পর্যন্ত কত পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে; (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। জুমিয়া পুনর্বাসনের জন্য সরকার কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। সারা রাজ্যে জুমিয়া পরিবারের সংখ্যা প্রায় ৫৪ হাজার এবং এখন পর্যন্ত ৪২ হাজার ৬ শত ২৪ পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হল)

ক্রমিক নং	মহকুমার নাম	মোট জুমিয়া পরিবারের সংখ্যা	পুনর্বাসন প্রাপ্ত জুমিয়া পরিবারের সংখ্যা
১।	ধর্মনগর	৭,৯৫৭	৫,৬৮১
২।	কৈলাসহর	৭,৯২৬	৫,৩২১
৩।	কমলপুর	৩,৫৮৬	২,৬৭৬
		১৯,৪৬৯	১৩,৭৭৮
৪।	খোয়াই	৫,১৪৮	৩,৯৬০
৫।	সদর	৮,৯০৩	৬,৮৭২
৬।	সোনামুড়া	১,৮৭০	১,৫৫৪
		১৫,৯২১	১২,৩৮৬
৭।	উদয়পুর	৩,২৯৮	২,৫৭২
৮।	অমরপুর	৬,০৭০	৫,৯৬০
৯।	বিলোনীয়া	৬,২৮৩	৫,৪৩৩
১০।	সাব্রুম	৩,২৯৯	২,৪৯৫
		১৮,৯৫০	১৬,৪৬০
	সবমোট ঃ	৫৪,৩৪০	৪২,৬২৪

১। জুমিয়া পুনর্বাসনের জন্য সরকার বিভিন্ন সময়ে নিম্নলিখিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

৯। পুনর্বাসন প্রকল্প (৫ শত টাকার পুরাতন প্রকল্প)।

২। তপশিলীজাতি---পুনর্বাসন পকল্প (৩ শত টাকার পুরাতন প্রকল্প)
৩। পুনর্বাসন প্রকল্প (১ হাজার ৯ শত ১০ টাকার)
৪। পুনর্বাসন প্রকল্প (৬ হাজার ৫ শত ১০ টাকার)
৫। ডম্বুর উচ্ছেদকৃত পরিবারদের পুনর্বাসন প্রকল্প। (৩ হাজার ৯ শত ৫০ টাকার)
৬। পাইলট প্রজেক্টের মাধ্যমে পুনর্বাসন প্রকল্প। (৩ হাজার ৪ শত ৫০ টাকার)
৭। রাবার চাষ ভিত্তিক জুমিয়া পুনর্বাসন প্রকল্প।
৮। রেশম চাষ ভিত্তিক জুমিয়া পুনর্বাসন প্রকল্প।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ---সাপ্লি মেন্টারী স্যার, এই যে জুমিয়াদের হিসাব এখানে দেওয়া হয়েছে সেটা কিসের ভিত্তিতে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং গ্রহণ করা হয়েছে, আর তাছাড়া জুমিয়াদের পুনর্বাসনের হিসাব যে এখানে দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে আবার কতজন জুমিয়াতে রূপান্তরিত হয়েছে, এবং যদি হয়ে থাকে তাহলে সরকার তাদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে কি পরিকল্পনা নিয়েছেন তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব ঃ– সেই হিসাব আপাততঃ আমার হাতে নাই কত পুনর্বাসনপ্রাপ্ত জুমিয়া আবার জুমিয়াতে রূপান্তরিত হয়েছেন নতুন করে হিসাব নিকাশ না করে বুঝা যাবে না কত পুনর্বাসন প্রাপ্ত জুমিয়া আবার জুমিয়াতে রূপান্তরিত হয়েছে। নতুন ভাবে এর জন্য রাবার চাষের পরিকল্পনা, জমিতে পুনবাসন এবং লেমনগ্রাস চাষের মধ্যে দিয়েও তাদের পুনর্বাসন করা যায় কিনা তা এখনও সরকারের বিবেচনাধীন।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ--- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি ডিভিশনের সারভে হওয়ার ফলে জুমিয়া পুনর্বাসনের কাজ ব্যাহত হচ্ছে?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---কিছুটা অ্যাফেক্টেড হচ্ছে। কারণ জুমিয়া পুনবাসনের ব্যাপারে জমি জরীপ করছে আমিন। আমিনের সংখ্যা অতি নগণ্য। এই সংখ্যা নগণ্য হওয়াতেই অ্যাফেক্টেড হচ্ছে।

শ্রীসুবোধ দাস ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন ধর্মনগর বিভাগে ৫ হাজার ৬ শত পরিবারকে পুনবাসন দেওয়া হয়েছে এবং অন্যান্য বিভাগেও এইভাবে দেওয়া হয়েছে, তবে আমি জানতে চাই যে কংগ্রেস আমলে যেসমস্ত জুমিয়া পুনর্বাসন ৫৫০ টাকা স্কীমে দেওয়া হয়েছিল আসলে তারা ৫০০ টাকা পেতনা ৩০০ টাকা করে পেয়েছিল আর ২০০ করে তাদের ঘুষ দিতে হয়েছে। এই ৩০০ টাকা দিয়ে ভূমি আবাদ করতে পারেনি তাদের ভূমি আবার আবাদ করবার জন্য সরকার কি কি পরিকল্পনা নিয়েছেন তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব ঃ --সরকারের রিভাইটেলাইজেশান স্কীম আছে। তবে কোন কোন বিভাগে কি কি স্কীম নেওয়া হবে তা সরকার বিবেচনা করছে।

শ্রীবাদল চোধুরী--সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ডম্বুরে যে সমস্ত উপজাতি ঘরবাড়ী হারিয়েছে তাদের সবাইকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব---সবাইকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে কিনা তা বলা যাবে না। তবে ডম্বুরে যারা উচ্ছেদ হয়েছে তাদের মধ্যে কারা কারা পুনর্বাসন পায়নি সেই তথ্য সংগ্রহ করার জন্য আমরা একটা স্কীম তৈরী করেছি। তারা তা সংগ্রহ করতে শুরু করেছে।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ডিভিশনেল সারভে হওয়ার ফলে জুমিয়া পুনর্বাসনের কাজ যে ব্যাঘাতের সৃষ্টি হচ্ছে তার জন্য সরকার প্রশাসনগত ভাবে কি কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব—আমিন তৈরী করে রেভিনিউ দপ্তরে। কিছু আমিন বর্তমানে ট্রেনিং দিচ্ছে। তারা ট্রেনিং দিয়ে আসার পরে হয়ত এই ব্যাপারে কিছুটা সুরাহা হবে।

প্রশ্ন

শ্রীদশরথ দেব—৭৯

১) ১৯৭৯--৮০ সালে জুমিয়া পুনর্বাসন খাতে বরাদ্দ অর্থের পরিমান কত ছিল ?

২) এর মধ্যে কত পরিবার পুনর্বাসন পেয়েছেন, তাহার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব ?

উত্তর

১) ১৯৭৯-৮০ সালে জুমিয়া পুনর্বাসন খাতে বরাদ্দ অর্থের পরিমান ছিল--- ১ কোটি ১৬ লক্ষ ৪৬ হাজার ৫ শত টাকা।

২) উক্ত সময়ে নূতন পুনর্বাসন প্রাপ্ত জুমিয়া পরিবারের সংখ্যা ১৬৯৭ এবং পূর্ব বৎসরগুলিতে পুনর্বাসন প্রাপ্ত পরিবার যাহারা বকেয়া অনুদান পাইয়াছেন তাহাদের সংখ্যা মোট ৪৪৮০।

বিভাগ ভিত্তিক হিসাব।

ক্রমিক নং	মহকুমার নাম		নূতন পুনর্বাসন প্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা		বকেয়া অনুদান প্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা।
১।	সদর	—	১৪৯	—	১৮৮
২।	উদয়পুর	---	১৫০	---	১৬২
৩।	অমরপুর	---	২১৮	---	৮৪৩
৪।	কমলপুর	---	৯১	---	২৪৫
৫।	সাব্রুম	—	৫৯	---	২২১
৬।	বিলোনীয়া	—	২৮১	---	৫৮২
৭।	কৈলাসহর	—	২০০	---	৬৪৯
৮।	খোয়াই	—	১৮৯	—	৫১৮
৯।	ধর্মনগর	—	২৩৬	---	৬৮৮
১০।	সোনামুড়া	—	১২৪	---	৩৮০
	মোট—		১৬৯৭	---	৪৪৮০

মিঃ স্পীকার---মাননীয় সদস্য শ্রীসুবল রুদ্র।

শ্রীসুবল রুদ্র---প্রশ্নের নম্বর---১০৭।

প্রশ্ন

শ্রীদশরথ দেব :—১০৭।

(১) ১৯৮০-৮১ শিক্ষাবর্ষে ত্রিপুরায় প্রাথমিক স্তরে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা গত বছরের তুলনায় ত্রিপুরা রাজ্যে বৃদ্ধি পেয়েছে কি ? বৃদ্ধি পেয়ে থাকলে তার শতকরা হার কত এবং এই বৃদ্ধির কারণ কি ?

(২) রাজ্য সরকার কর্তৃক বয়স্ক শিক্ষার জন্য শিক্ষক নিয়োগের পর থেকে ৮০ সালের অক্টোবর পর্যন্ত রাজ্যে কতজন বয়স্ক নিরক্ষর ব্যক্তি স্বাক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন হয়েছেন, মহকুমা ভিত্তিক তার হিসাব ;

(৩) ১৯৮০-৮১ সনের ত্রিপুরায় নিরক্ষর বয়স্ক ব্যক্তিদের স্বাক্ষর জ্ঞান দানের লক্ষ্যমাত্রা কত ?

উত্তর

(১) হ্যাঁ, ১৫·১ পারসেন্ট মিড্ ডে মিল চালু করায়।

(২) ধর্মনগর—১,৭৩১, কৈলাশহর—১,৬৪৩, কমলপুর—১,৫১৫, খোয়াই—২,০৯৫, সোনামুড়া—১,২৮৭, সদর—৪,৫৩০, উদয়পুর—২,৪২৩, বিলোনীয়া—২,১০৯, সাব্রুম ৯,৯১০, অমরপুর ১,০৪০, সর্বমোট ১৯২৮৩)।

৩) লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫৬,৬০০ জনের, ১৯৮১ সালের মার্চ মাসে মানে ১৯৮০ সালের এপ্রিল মাসে যারা ভর্তি হয়েছে তাদের হিসাব এখানে নেই। কারণ তাদের পরীক্ষাটাই হচ্ছে '৮১ সালের মার্চ মাসে। কাজেই যাদের পরীক্ষা হয়ে গেছে তাদের হিসাবটাই শুধু এখানে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে ১৯ হাজার ২৮৩ জনের কথা উল্লেখ করেছেন, তা এতে আমাদের স্বাক্ষর দানের যে শতকরা হার আছে সেটা কি পরিমাণে বেড়েছে. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব : এটাতো এখন আমার কাছে নেই, তবে এটা আমি পরে জানাব।

শ্রীসুবল রুদ্র : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানিয়েছেন যে বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার বেড়েছে। এখন আমার একটু জানার জিনিষ আছে, যে সিনিয়র বেসিক স্কুলে ক্লাশ ওয়ান থেকে এইট পর্যান্ত যেখানে পড়ানো হয় সেখানে মিড্ ডে মিল নেই, এই সব ক্ষেত্রে ফাইভ পর্য্যন্ত পৃথক করে দিলে এই মিড্ ডে মিল চালু করার কোন ব্যবস্থা সরকার করেছেন কি না ?

শ্রীদশরথ দেব : এটাতো ক্লাশ ফাইভ পর্য্যন্ত দেওয়া হয়। কাজেই একসঙ্গে থাকলেতো পাবে না, তবে স্কুল যদি আলাদা করা হয় তাহলে পাবে।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীমতহরি চৌধুরী।

শ্রীমতহরি চৌধুরী : কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৭।

প্রশ্ন

শ্রীদশরথ দেব : ১১৭।

(১) একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠরত উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের বর্তমানে মাসিক ৯০ টাকা হারে ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয় কি না ?

(২) যদি না দেওয়া হইয়া থাকে তবে উপরোক্ত হারে স্টাইপেণ্ড দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

(৩) ইহা কি সত্য যে উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের স্টাইপেণ্ড মঞ্জুরী পরিবারের আয়ের উপর নির্ভর করে ;

(৪) সত্য হলে পরিবারের বার্ষিক সর্বোচ্চ কত টাকা আয় হলে তাদের স্টাইপেণ্ড দেওয়া হয় ?

উত্তর

(১) মাসিক ৯০, টাকা নয়, তবে বৎসরে ৯০০, টাকা দেওয়া হয়।

(২) বর্তমানে কোন পরিকল্পনা নাই।

(৩) হ্যাঁ।

(৪) পরিবারের মাসিক আয় ৫০০ টাকা (পাঁচশত) টাকা পর্য্যন্ত পূরা স্টাইপেণ্ড এবং ৫০১.০০ টাকা হইতে ৭৫০.০০ টাকা পর্যন্ত মাসিক আয়ের ক্ষেত্রে অর্দ্ধেক স্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়। ৭৫০.০০ টাকা মাসিক আয়ের উর্দ্ধে স্টাইপেণ্ড দেওয়া হয় না।

শ্রীমতহরি চৌধুরী ঃ—উপজাতি ছাত্রছাত্রীদেরকে যে স্টাইপেণ্ড দেওয়া হয় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন, তা যে সব স্কুলে দশম শ্রেণী পর্যন্ত আছে এবং তাদেরকে যে স্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়, বৎসরের মধ্যে এক বার কি দুই বার দেওয়া হয় এই স্টাইপেণ্ড ৯০০ টাকা। তা তাদেরকে যদি বৎসরে দুইবার কি একবার মাত্র স্টাইপেণ্ড দেওয়া হয় তাহলে তারা মাসে মাসে পড়াশুনা করবে কি করে। এটা মাননীয় মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব :—দুইটা দুই রকম আছে, বর্ডিংয়ে যারা থাকে তাদেরকে মাসে মাসে দেওয়া হয়, আর বর্ডিংয়ের বাহিরে যারা থাকে তাদের বেলায় একটু সময় লাগে, তাদেরকে প্রতি মাসে দেওয়া সম্ভব হয় না।

শ্রীনকুল দাস ঃ—যে সমস্ত স্কুলগুলি একাদশ শ্রেনী পর্য্যন্ত ছিল, এখন দ্বাদশ শ্রেনী পর্য্যন্ত করা হয়েছে, সেই সমস্ত স্কুলগুলিকে বর্ডিংয়ে সিট থাকা সত্ত্বেও ছাত্রছাত্রী-দেরকে বর্ডিংয়ে থাকতে দেওয়া হচ্ছে না। এ তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা এবং থাকলে ছাত্রদেরকে বর্ডিংয়ে আশ্রয় দেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—আমার যতটুকু জানা আছে সিডুয়েল কাস্ট এবং সিডুয়েল ট্রাইব ছাত্র-ছাত্রীদের যারা একাদশ শ্রেণীতে পড়েন তাদেরকে কোন কোন বর্ডিংয়ে স্থান দেওয়া হয়েছে। কাজেই যেখানে ছাত্রাবাসের স্থান খুব সীমিত সেখানেই হয়তো কিছু কিছু ছাত্র জায়গা নাও পেতে পারে।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার ঃ—যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেইগুলির লিখিত তারকা চিহ্ন-বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীতরণী মোহন সিনহা মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হল—
"গত ২৭শে নভেম্বর কৈলাশহরের ছামনু সংলগ্ন থালছড়ায় দুইজন গনতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের কর্মি সহ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ৫ জন ব্যক্তিকে বাজারে যাওয়ার পথে খুন করা সম্পর্কে"।

মিঃ নৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীতরণী মোহন সিনহা কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি হল—"গত ২৭শে নভেম্বর কৈলাশহরের ছামনু সংলগ্ন থালছড়ায় দুইজন গনতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের কর্মি সহ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ৫ জন ব্যক্তিকে বাজারে যাওয়ার পথে খুন করা সম্পর্কে"।

এ সম্পর্কে সরকারী বক্তব্য হল—

বিগত ২৫-১১-৮০ইং তারিখে সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় যখন (১) সজল কান্তি সাহা, পিং শ্রীতেজেন্দ্র সাহা (ছামনু বাজার) (২) দীলিপ ওরফে নুনু মুদসদ্দি পিং অনিল মদসদ্দি (পশ্চিম ছামনু) (৩) শান্তি কুমার বড়ুয়া, পিং জিতেন্দ্র বড়ুয়া (পশ্চিম ছামনু) (৪) কেতকী দেবনাথ, পিং মৃত মহেন্দ্র দেবনাথ (মাকুমছড়া—থানা কাঞ্চনপুর) এবং (৫) পিযুষ রঞ্জন নাথ, পিং মৃত ইন্দ্রমণি নাথ (নেতাজীনগর, থানা কাঞ্চনপুর) এবং আরও কতিপয় ব্যক্তি সহ (আনুমানিক মোট ৫০জন অ-উপজাতি) থালছড়া বাজারে যাইতেছিল তখন সাতজন সসস্ত্র উপজাতি ৫টি দেশী বন্দুক ও টাককাল ইত্যাদি নিয়ে থালছড়া বাজার হইতে ছয় কিলোমিটার দুরে বালুছড়া ও ইছাছড়ার মধ্যবর্তী স্থানে তাহাদিগকে আক্রমণ করে। এই আক্রমণের ফলে ৫ ব্যক্তি মারা যান এবং সনজিত বড়ুয়া পিং মৃত সুষেণ বড়ুয়া (ছামনু বাজার) নামে গণতান্ত্রিক ফেডারেশনের একজন সদস্য আহত হন। আহত ব্যক্তিকে ছামনু প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠানো হয় এবং সেখানে ২৭-১১-৮০ ইং ৫ ঘটিকায় ভর্তি করা হয়।

এই ব্যাপারে ছামনু থানায় ৪(১১)৮০ নং মামলা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৫।৩৯৬। ৩৯৭।৩৯৮ ধারা মতে এবং ২৫(১) আমস এ্যাক্ট অনুসারে নথীভুক্ত করা হয় এবং দুইজন দুস্কৃতকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহাদের নাম যথাক্রমে (১) ললিত কুমার চাকমা পিং দেবেন্দ্র কারবারী (দক্ষিণ চুইক রামবাড়ী, থানা ছামনু) (২) বুদ্ধজয় চাকমা পিং ললিত কুমার চাকমা (দক্ষিণ চুইকারাম বাড়ী, থানা ছামনু)।

৫ জন মৃত ব্যক্তির মধ্যে শান্তি কুমার বড়ুয়া গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের কর্মী। নিহত ব্যক্তিদের পরিবারকে ৫ হাজার টাকা করিয়া সাহায্য মঞ্জুর করা হইয়াছে। উভয় গ্রেপ্তারিকৃত ব্যক্তি জেল হাজতে আছে। ঘটনাটির অনুসন্ধান কার্য্য চলিতেছে।

শ্রীবিমল সিনহা ঃ—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই যে, থালছড়াতে ঘটনা ঘটল, সে ঘটনা ঘটার ৭ দিন আগে এ রকম যে একটা ঘটনা ঘটতে পারে এ সম্পর্কে

পূর্বাভাষ আমরা পুলিশ দপ্তরকে জানিয়েছিলাম, কিন্তু তারপরেও কেন একশান নেওয়া হল না এর সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কি তদন্ত করে দেখবেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যদি এটা সুনির্দিষ্ট ভাবে উপস্থাপিত করেন তাহলে তদন্ত করে দেখা যেতে পারে।

শ্রীবিমল সিনহা ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যানুসারে বলছি যে ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্টকে এবং ঐ অঞ্চলের যিনি সি,আই, আছেন উনাকে ৭ দিন আগে আমি নিজে শিকারী বাড়ীর রাঙ্গাছড়া ব্রীজের কাছে আমি কথাটা জানিয়েছিলাম যে এখানে এরকম একটা ঘটনার সম্পর্কে, অই অঞ্চলের পাশে যে ট্রাইবেল আছে তারা আমার কাছে এরকম একটা রিপোর্ট করেছেন যে, ইমেডিয়েটলি এখানে কিছু একটা ঘটবে। কাজেই একশান নিন। সে মর্মে পুলিশকে জানিয়েছিলাম যে, এ সম্পর্কে একশান নেওয়ার জন্য।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এ সম্পর্কে যারা তদন্ত করছেন তাদেরকে জানানো হবে।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ---পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, কিছু স্থানীয় পত্রিকাতে বের হয়েছে উপজাতি যুব সমিতি বিবৃতি দিয়েছে যে সি,পি,এম-এর লোকেরা এই ঘটনা ঘটিয়েছে। সুতরাং এ ব্যাপারে সরকারের কাছে কোন তথ্য আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এরকম কোন তথ্য সরকারের কাছে এখন নেই। কারণ দেখা যাচ্ছে যে সি, পি, এম সমর্থকরাই আক্রান্ত হয়েছে এবং এদের মধ্যে অন্ততঃত একজন খুন হয়েছে।

শ্রীতপন চক্রবর্তী ঃ পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, যে ২ জনকে ধরা হয়েছে তারা কোন রাজনৈতিক দলের তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ মাননীয় স্পীকার স্যার, এ রকম কোন প্রশ্ন ছিল না, তাই আমার কাছে কোন তথ্য নেই।

শ্রীতরণী মোহন সিনহা ঃ পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, ২ জন যে গ্রেপ্তার হয়েছে, ললিত কুমার চাকমা ও বুদ্ধজয় চাকমা তারা গ্রেপ্তার হওয়ার পরেও উপজাতি যুব সমিতির কতিপয় নেতারা দেশ থেকে পালিয়ে গেছেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ মাননীয় স্পীকার স্যার, আসামীদের মধ্যে এখনও কিছু পলাতক আছে।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা, যে ২ জন ধরা পড়েছে এই ২ জন স্থানীয়ভাবে উপজাতি যুব সমিতির কর্মী বলে পরিচিত এবং যারা পালিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তারাও উপজাতি যুব সমিতির বলে ঐ জায়গায় পরিচিত, এ রকম কোন তথ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে এ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন ছিল না। কাজেই এই সম্পর্কে কোন তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীবিমল সিনহা ঃ পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, যারা খাসছড়াতে ইন্সিডেন্ট করেছিল তারাই আবার কমলপুরের পার্শ্বে গণ্ডাছড়াতে দেবসারী রিয়াংয়ের বাড়ীতে ডাকাতি করতে গিয়েছিল। এ সংবাদটা আমরা পুলিশ ও বি, এস, এফ-কে জানিয়েছিলাম সাথে সাথে। বি, এস, এফ গিয়েছে অন্ততঃ ১ দিন পরে, কিন্তু ১৫ দিন পরেও দেখা গেল পুলিশ দপ্তরের কোন লোক পৌঁছতে পারেনি। এ ব্যাপারটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা খবর নিয়ে দেখা যেতে পারে।

শ্রীতরণী মোহন সিনহা ঃ পয়েন্ট অব্ ক্যারিফিকেশান স্যার, সুচিত্র মোহন চাকমা ও আরও কয়েকজন টি, ইউ, জে, এস-এর লোক কিছুদিন আগে ঐ ছেলেগুলির সাথে মিটিং করেছিল এবং আলোচনা করেছিল যে, সামনে তাদের একটা মামলা আছে। সেই মামলা চালানোর জন্য যেন তেন প্রকারেন টাকা সংগ্রহ করতে হবে। এই যুক্তি দিয়ে ডাকাতিতে নামিয়েছিলে কিনা এ সংবাদ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর জানা আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ মাননীয় স্পীকার স্যার, এই তথ্য আমার কাছে নেই।

মিঃ স্পীকার ঃ---আজ একটি দৃষ্টি আকষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীরসিরাম দেববর্মা কর্ত্তৃক আনিত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ২২শে ডিসেম্বর সদর পেকুয়ার জলা বীরচন্দ্র পাড়ায় শ্রীরতিরঞ্জন দেববর্মার বাড়ী থেকে বে-আইনী অস্ত্র তৈরীর কারখানা পুলিশ কর্ত্তৃক আবিষ্কার সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার মাননীয় সদস্য শ্রীরসিরাম দেববর্মা যে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ দিয়েছেন তা হলে ঃ--"গত ২২শে ডিসেম্বর সদর পেকুয়ারজলা বীরচন্দ্র পাড়ায় শ্রীরতিরঞ্জন দেববর্মার বাড়ী থেকে বে-আইনী অস্ত্র তৈরীর কারখানা পুলিশ কর্ত্তৃক আবিষ্কার সম্পর্কে।"

এ সম্পর্কে সরকারী বক্তব্য হলো ঃ--

বে আইনী অস্ত্র তৈরীর কারখানা সম্পর্কে গোপন সূত্রে সংবাদ পেয়ে বিশালগড়ের সি, আই ও টাকারজলা থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা একজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী এন, জি, ভট্টাচার্য্যেকে সমভিব্যাহারে গত ২২. ১২. ৮০ ইং তারিখে ভোর ৫ ঘটিকা থেকে ৮ ঘটিকার মধ্যে টাকারজলা থানার অন্তর্গত বীরচন্দ্র পাড়া গ্রামের (পেকুয়ারজলা) শ্রীসুরেন্দ্র দেববর্মা ও শ্রীরতিরঞ্জন দেববর্মার বাড়ীতে তল্লাসী চালায়। প্রথমে তারা কিছুই পায়নি, কিন্তু পরে শ্রীরজিত রঞ্জন দেববর্মার বাড়ীর চতুর্দিকে সম্যকভাবে তল্লাসী চালিয়ে নিকটবর্তী বনের মধ্যে একটি বে-আইনী অস্ত্রশস্ত্র তৈরীর কারখানা আবিষ্কার করা হয়। উক্ত কারখানা থেকে (১) একটি সম্পূর্ণ তৈরী এস, বি, বি, এল, বন্দুক (২) ১৮টি গেলভানাইস লোহার পাইপ (বন্দুকের নলের মাপে), (৩) ৬টি দেশীয় বন্দুকে ব্যবহারের জন্য কাঠের বাট, (৪) ৬টি খালি ১২ বোর বন্দুকের কার্তুজ, (৫) ১টি ৩০৩

রাইফেলের পি, ও, এফ, ৬৪ মার্কা খালি কার্তুজ এবং অন্যান্য কিছু মালমসলা ও যন্ত্রপাতি যাহা দ্বারা দেশী বন্দুক তৈয়ার করতে দরকার হয় এবং কিছু দেশীয় বন্দুকের অংশ পাওয়া যায়।

শ্রীসুরেন্দ্র দেববর্মা এবং শ্রীরতিরঞ্জন দেববর্মা উভয়েই ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির সমর্থক বলিয়া পরিচিত।

এই ঘটনা টাকারজলা থানায় অস্ত্র আইনের ২৫(ক) ধারায় ও ত্রিপুরা সিকিউরিটি এ্যাক্ট-এর ১৮ নং ধারা অনুযায়ী গত ২২. ১২, ৮০ ইং তারিখে ৬(১২)৮০ নং মোকদ্দমা হিসাবে নথীভুক্ত করা হয়। এই ব্যাপারে কাহাকেও এখন পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয় নাই। শ্রীরতিরঞ্জন দেববর্মা ও শ্রীসুরেন্দ্র দেববর্মা পলাতক আছেন। মোকদ্দমাটি তদন্তাধীন আছে।

পেকুয়ারজলার গাঁওপ্রধান এবং অন্য একজন গ্রামবাসী ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ দলকে তল্লাসী কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করে।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ--পয়েন্ট অব কল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এরকম কোন তথ্য আছে কি না যে, ঐ সব এলাকাতে আরো বে-আইনী অস্ত্র-শস্ত্র তৈয়ারীর কারখানা আছে?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---স্যার সেখানে এই রকম তথ্য পাওয়া যায় সেখানেই আমরা হানা দেবার চেষ্টা করি। তবে এরকম বেআইনী অস্ত্র-শস্ত্র তৈরীর কারখানা থাকাটা খুব সম্ভব এটা একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কিনা যে, এই সব হাতে তৈরী বন্দুক বাইরের লোকদের কাছে ১০০ টাকা দরে এবং হাতে তৈরী পিস্তল ৪০।৫০ টাকা দরে বিক্রয় হচ্ছে, যার ফলে ঐ সব এলাকাতে খুন, জখম, রাহাজানি, ডাকাতি, চুরি ইত্যাদি ক্রমশই বেড়ে চলছে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, অমরেন্দ্রনগর গাঁওসভার বিগত কার্ত্তিক মাসের লোমরাই দেববর্মাকে, পিতা ব্রজমোহন দেববর্মাকে বাড়ী থেকে দুস্কৃতকারীরা গুম করে নিয়ে যায়। এরকম গত ২৪শে ডিসেম্বর দহরাম পাড়ার পুসরাই দেববর্মাকে গুম করা হয়। এ সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, দ্বিতীয়টির সম্পর্কে আমার কাছে কোন তথ্য নেই। তবে প্রথমটি সম্পর্কে কিছু অভিযোগ আমার কাছে এসেছে। এ সম্পর্কে পুলিশ তদন্ত করছে। পুলিশের তদন্ত হলে পরে আমি এ সম্পর্কে আরো বিশদভাবে বলতে পারবো যে, সেটা সত্যি কিনা।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই সব গোপন কারখানাতে তৈরী অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে উপজাতি যুব সমিতির লোকেরা মিলিটারী পোষাকে সজ্জিত হয়ে ঐসব এলাকাতে প্রকাশ্যে ঘরাফিরা করছে। যেমন গত ২৮শে ডিসেম্বর উপজাতি যুব সমিতির কিছু লোক মিলিটারী পোষাক পরিহিত হয়ে সাংকুমা গাঁওসভার বিবির বাজার এলাকায় এবং ২৮শে ডিসেম্বর উদয়পুরের চালতাপাড়া গাঁওসভার

সাধারণ লোকদের নিকট থেকে চাঁদা আদায় করে। এ সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কিছু জানেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—স্যার, এ রকম অনেক ঘটনা ঘটছে এটা ঠিক। এরকম আমার কাছেও একটি ঘটনার অভিযোগ এসেছে। আমার কাছে একজন উপজাতি তার নামে ২০০ টাকা চাঁদা দেওয়ার জন্য উপজাতি যুব সমিতির উগ্রপন্থীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত রসিদ দিয়েছেন। আমি বিষয়টি পুলিশের আই, জি, পিকে তদন্ত করার জন্য বলেছি। এরকম সিধাই থানার অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকাতে জোর জুলুম করে চাঁদা আদায় করা হচ্ছে এরূপ অভিযোগ আছে। আমি পুলিশকে এ সম্পর্কে তদন্ত করতে নির্দেশ দিয়েছি।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ—জম্পুইজলা, টাকারজলা এলাকাতে বহু বাড়ীতে ডাকাতি হচ্ছে। অথচ যাদের বাড়ীতে ডাকাতি হচ্ছে তারা ভয়ে কখনোই থানায় অভিযোগ দায়ের করতে পারেন না। তাদের উপজাতি সমর্থক দুষ্কৃতকারীরা ভয় দেখিয়ে বলে যে, তারা যদি থানায় গিয়ে কিছু বলে তবে তাদের একেবারে হত্যা করা হবে। এ রকম সেখানকার দামন ঠাকুরপাড়াতে গর্গমূল দেববমার এবং পদ্মরাই পাড়ার গণেশ দেববর্মার বাড়ীতে পর পর দুবার করে ডাকাতি হয়, অথচ তাদের থানায় আসতে দেওয়া হয় না, এমন কি বাড়ীর বাইরেও যেতে দেওয়া হয় না। এভাবে আরো অনেক জায়গায় ডাকাতি হচ্ছে অথচ গ্রামের লোকেরা থানায় আসতে পারছেননা। এবং থানাতে জানালেও এটা দেখা গেছে স্যার, যে যেমন কংগ্রেস (আই), আমরা আমরা বাংঙগালী, উপজাতি যুবসমিতি দুষ্কৃতিকারী বা এই ডাকাতির সংগে জড়িত, তাদের নামে থানাতে ডায়েরী করলেও এটার কোন অ্যাকশন হচ্ছে না। আমার মনে হয় থানার সংগে ওদের একটা গোপন আত্মীয়তা আছে। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, মাননীয় সদস্য-এর এইসমস্ত অভিযোগ ঠিক কিনা তা তদন্ত করে দেখা হবে যদি সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ থাকে।

শ্রীমতিলাল সরকার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি বীরচন্দ্র পাড়ার ঘটনার সংগে সি, পি, এম, প্রধান জড়িত আছে বলে বলছে, এই সম্পর্কে কিছু জানেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী---আমি বলেছি এটা সত্যি নয়। সি, পি, এম, এলাকায় এটা ঘটেছে এবং তিনি পুলিশকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন তদন্ত করতে।

শ্রীমতিলাল সরকার---মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেহেতু বলছেন প্রধান এই ব্যাপারে পুলিশকে তদন্তে সাহায্য করেছেন সেজন্য প্রধানকে ভয় দেখানো হচ্ছে, সেই খবর তাঁর কাছে আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী---এই সম্পর্কে আমরা নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করবো যদি তিনি প্রটেক্শান চান।

মিঃ স্পীকার---আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের উপর মাননীয় পূর্তমন্ত্রী আজ বিবৃতি দেবেন বলেছিলেন। আমি মাননীয় পূর্তমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী কর্তৃক আনীত গত ২৬,১২,০৮ ইং তারিখের

দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটির উপর একটি বিবৃতি দেন। দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো---"ত্রিপুরার গত কিছুদিন যাবত গ্যাজুয়েট ইঞ্জিনীয়ারদের একাংশের সক্রিয় আন্দোলনে পূর্তদপ্তরের কার্যকলাপে অসুবিধা সৃষ্টি সম্পর্কে"।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার--মাননীয় স্পীকার, স্যার, গত ২৬।১২।৮০ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী কর্তৃক ত্রিপুরার গত কিছুদিন যাবত গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনীয়ারদের একাংশের সক্রিয় আন্দোলনে পূর্তদপ্তরের কার্যকলাপে অসুবিধা সৃষ্টি সম্পর্কে কলিং এটেনশান নোটিশের উপর আমি একটা বিবৃতি দিচ্ছি।

এ রাজ্যের স্টেট ইঞ্জিনীয়ার্স অ্যাসোসিয়েসনের অন্তর্ভুক্ত ডিগ্রি হোলডার্স ইঞ্জিনীয়ারর্সদের একাংশ বিগত ১৭-১১-৮০ ইং হইতে ২৩-১১-৮০ ইং পর্যন্ত দাবী সপ্তাহ পালন করেন। অতঃপর ২৪।১১।৮০ ইং হইতে নিয়ম মাফিক কাজের নামে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা ঘোষণা করেছেন আগামী ৫ই জানুয়ারী "গণছুটি" নেবেন ও গণ অবস্থান করবেন।

সভার মাননীয় সদস্যদের সম্ভবতঃ স্মরণ আছে যে ১৯৭০ইং এর জানুয়ারী মাসের ২৮ তারিখ থেকে মার্চ মাসের ১২ তারিখ পর্যন্ত উক্ত ইঞ্জিনীয়ারগণ নিয়ম মাফিক কাজের নামে আন্দোলন করে ছিলেন।

ত্রিপুরার পুনঃগর্ঠনের ক্ষেত্রে ইঞ্জিনীয়ারদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই তাদের আন্দোলনের ফলে কতটা ক্ষতি হবার সম্ভাবনা তা ভেবে দেখা প্রয়োজন।

বিগত জুন মাসের দাঙ্গায় ত্রিপুরার শুধু যে জীবন ও সম্পত্তির ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে তাই নয়, এ দাংগায় ত্রিপুরার উন্নয়নমূলক কাজেরও ব্যাঘাত হয়েছে। এ কথা সকলেরই জানা আছে যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর পরিকল্পনার ব্যয় বরাদ্দের জন্য অনেক বেশী অর্থ ত্রিপুরার বঞ্চিত জনসাধারণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আদায় করা সম্ভব হয়েছে।

ত্রিপুরার যোগাযোগের সুবিধা পরিবহণ ও রেল ওয়াগণের অপ্রতুলতা, সিমেন্ট, স্টীল, বিটুম্যান, পাথর, ইট, পোল প্রভৃতি নির্মাণ সামগ্রীর অভাবে পরিকল্পনা রূপায়নের কাজ এমনিতেই দারুনভাবে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। তার উপর বিগত ১৪ মাসের আসাম আন্দোলনে ডিজেল, পেট্রোল, ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী পাওয়ার ক্ষেত্রে দারুন বাধার সৃষ্টি হচ্ছে।

এই পরিস্থিতি আন্দোলনকারী ইঞ্জিনীয়ারগণ জেনেও ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী আন্দোলনে তারা নেমেছেন। এটা খুবই দুঃখজনক। আমি জানি ডিগ্রীহোলডার ইঞ্জিনীয়ারদের অধিকাংশই আন্তরিক ভাবে কাজ করেন বা কাজ করতে ইচ্ছুক। কিন্তু কয়েকজন উচ্চপদস্থ ইঞ্জিনীয়ার তাঁদের ব্যক্তিগত স্বার্থে অন্যান্যদের বিপথে পরিচালিত ও বিভ্রান্ত করছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই যে ইঞ্জিনীয়ারদের বিগত আন্দোলনের সময় যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে :—

(১) মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পে কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয়কে কমিশনের রিকমেণ্ডেশান এর সময় যাতে ইঞ্জিনীয়ারদের প্রতি সুবিচার করা হয় তার জন্য অনুরোধ করেছেন।

(২) রিক্রুটমেন্ট রুল এমেণ্ড করে এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনীয়ার থেকে একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার পদে প্রমোশনের ক্ষেত্রে ডিগ্রি হোলডার ইঞ্জিনীয়ারদের জন্য ৭০টি আসন ও ডিপ্লোমা হোলডার ইঞ্জিনীয়ারদের ক্ষেত্রে ৩০টি আসন সংরক্ষিত করা হয়েছে। তাছাড়া ডিগ্রী হোলডারদের জুনিয়ার ইঞ্জিনীয়ার থেকে এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনীয়ার এবং এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনীয়ার থেকে একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে এলিজিবিলিটি পিরিয়ড কমানো হয়েছে। অনুরূপভাবে ডিপ্লোমা যুক্ত ওভারসীয়ার পদ থেকে এ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনীয়ার পদে এবং অ্যাসিসটেন্ট ইঞ্জিনীয়ার পদ থেকে একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার পদে পদোন্নতির জন্য এলিজিবিটি পিরিয়ড কমানো হয়েছে।

(৩) ত্রিপুরা সরকার সাধারণত এড হক ভিত্তিতে পদোন্নতির পক্ষে নয়। তৎসত্বেও বর্তমান বৎসরে ৩ জন ডিগ্রী হোল্ডার এ্যাসিসটেন্ট ইঞ্জিনীয়ারকে একজি-কিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার পদে এড হক প্রমোশন দেওয়া হয়েছে। যেহেতু তারা পূর্বে ভিজিলেন্স কিলয়ারেন্স না থাকায় সুপারসিসড হয়েছিলেন। বাকী যে সমস্ত শূণ্য পদগুলি আছে সেগুলি পূরণের ক্ষেত্রে সরকার রেগুলার প্রমোশান দেওয়ার চেষ্টা করছেন।

১৯৭১ ইং সন থেকে ১৯৭৭ ইং সন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ডিগ্রী হোলডার একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার ১৮ জন ছিলেন। আমরা এই ৩ বৎসরে আরও ২৭ জনকে প্রমোশন দিয়েছি। আরও কয়েকজন ডিগ্রী হোলডার শীঘ্রই প্রমোশন পাবেন আশা করা যায়। উক্ত ৭ বৎসরে সুপারেনটেনডিং ইঞ্জিনীয়ার ত্রিপরায় ৬ জন ছিলেন। আমরা আরও 8 জনকে গত ৩ বৎসরে সুপারিনটেনডিং ইঞ্জিনীয়ার পদে প্রমোশন দিয়েছি। আরও একটি সুপারিনটেনডিং ইঞ্জিনীয়ারের শূণ্য পদ শীঘ্রই পূরণ করা সম্ভব হবে আশা করা যায়। এই ৩ বৎসরে চীফ ইঞ্জিনীয়ারের ২টি নতুন পোস্ট আমরা সৃষ্টি করেছি। ২ জনকে প্রমোশন দিয়েছি। আরও একজন চীফ ইঞ্জিনীয়ারকে পশ্চিম বাংলা থেকে রি-এমপ্ল-য়মেন্ট দিয়ে এনেছি। তাছাড়া একজন সুপারিনটেনডিং ইঞ্জিনীয়ারকে এডিশন্যাল চীফ ইঞ্জিনীয়ার পদে প্রমোশন দিয়েছি। উক্ত তথ্য থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে আমরা পূর্ত দপ্তরকে সম্প্রসারিত করে যেমন ত্রিপুরার উন্নয়নমূলক কাজকে ত্বরান্বিত করার চেষ্টা করছি সংগে সংগে ইঞ্জিনীয়ারদের পদোন্নতির পথও প্রশস্ত করছি। এটা মোটেই অতিশয়োক্তি হবে না যে আমরা পূর্ত দপ্তরে মাষ্টার রোল, ওয়ার্কচার্জড সহ বিভিন্ন পদের কর্মচারী এবং ইঞ্জিনীয়ারদের সুযোগ সুবিধা যে ভাবে সম্প্রসারিত করেছি কংগ্রেস আমলে ৩০ বৎসরেও তার একাংশ হয় নি। অন্য কোন রাজ্যে ডিগ্রী হোলডার ইঞ্জিনীয়ার এত তাড়াতাড়ি প্রমোশান পান কিনা আমার সন্দেহ আছে।

বামফ্রন্ট সরকার গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। বিশ্বাসী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ও কিন্তু যে আন্দোলন ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ মানুষের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতি কারক তাকে জনসাধারণ সমর্থন করবেন না। আমি অন্দোলনরত ইঞ্জিনীয়ারদের অনুরোধ করছি তাঁরা যেন আন্দোলন পরিহার করে ত্রিপুরার কল্যাণে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা যথাযথ পালন করেন। ত্রিপুরা সরকার তাঁদের দাবীগুলি যথা সময়ে সহানুভুতির সংগে বিবেচনা করবেন।

শ্রীসমর চৌধুরী—পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান. স্যার। এই সমস্ত ডিগ্রি হোল্ডার্স ইঞ্জিনিয়ারেরা কোন কোন পত্র পত্রিকাতে বিবৃতি দিয়েছেন যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সংগে তাদের দাবী দাওয়া নিয়ে একটা চুক্তি হয়েছিল, কিন্তু সেই চুক্তি সরকার মানছেন না। কাজেই আমরা জানতে চাই যে সেই চুক্তিটা কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—স্যার, আমি প্রথমেই বলতে চাই যে তারা এমনভাবে জিনিষটাকে জনসমক্ষে তুলে ধরতে চাইছেন যে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাদের যে চুক্তি হয়েছে, সেটা সরকার মানতে চাইছেন না। কিন্তু চুক্তি অনুযায়ী আমরা পে-কমিশনকে অনুরোধ করেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যে ইঞ্জিনিয়ারদের যে পে স্ট্রাকচার আছে, সেটা যেন কমিশন ভাল ভাবে বিচার বিবেচনা করে দেখেন। তাই আমি বিগত মার্চ মাসে মুখ্যমন্ত্রীর সংগে তাদের যে চুক্তি হয়েছে, সেটাই আমি এই হাউসের সামনে পড়ে শুনাচ্ছি।

The State Government has carefully considered the representations made by the State Engineers' Association, Tripura, regarding their demands for enhancement of their pay and allowances within the existing scales of pay and other matters. The Government has already set up a Pay Commission and the cases of all categories of State Govrnment Employees have been referred to the pay Commission for consideration and giving recommendation regarding revision of the pay structure.

The Government is fully aware that the status of the Engineers with respect of pay and other facilities in the existing pay structure has been disturbed and justice should be restored against disparities created in the post. The Government will, therefore, immediately bring this matter to the notice of the 2nd Pay Commission so that the Pay Commission may do justice to the Engineers whille making its recommendation fully covering the disparities done to the Engineers. The Government will also see that the disparities created are removed while giving effect to the recommendations of the 2nd Pay Commission.

The Government does not consider that the recruitment rules framed for appointments to the posts of different categories of Engineers are closed chapters. Such rules will be reviewed keeping in view the recruitment rules of other States including West Bengal.

The Government feels that appointment to the posts of Executive Engineer by way of promotion on ad-hoc basis should not generally be encouraged, Ad-hoc appointment is meant only for a temporary period to meet the exigency of the Administration. Mere promotion on ad-hoc basis will not entitle an officer appointed to claim a regular promotion as of right. If eligible candidates are not available from amongst the Asstt. Engineers and the exigency of the adminisration and public interest necessitate such ad-hoc promotion, then person nearest

to eligibility in terms of the recruitment rules may be considered for such ad-hoc promotion.

Other demands of the Association may be settled through mutual discussion.

Sd/—Nripen Chakraborty
12-3-80

Sd/—S.M Das.
President.
State Engineers' Association.

কাজেই এটা হচ্ছে এগ্রিমেন্ট যেটা আমি এই হাউসের সামনে এতক্ষণ পড়ে শুনালাম এবং আমি আমার স্টেটমেন্টেও এই সম্পর্কে বলেছি। অতএব কোথায় ব্রিচ অব এগ্রিমেন্ট হল, সেটা আপনারা দেখে নেবেন।

শ্রীতপন কুমার চক্রবর্তী ঃ—আমাদের রাজ্যের ডিগ্রি হোলডার্স ইঞ্জিনীয়ারদের পে-স্কেল কি অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় কম, মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—আমাদের হাতে সি. পি. ডব্লিউ'সহ আরও প্রায় ১০টি স্টেটের রিক্রুইটমেন্ট রুলস রয়েছে। তা থেকে এটা দেখা যায় যে কোন কোন স্টেটে কোন কোন পদে ইঞ্জিনীয়ারদের পে-স্কেল বেশী আছে, আবার কোন কোন স্টেটে কোন কোন পদে আমাদের রাজ্যের ইঞ্জিনীয়ারদের তুলনায় কমও আছে। কাজেই সব দিক বিবেচনা করে আমাদের রাজ্যের ইঞ্জিনিয়ারদের পে স্কেল খুব খারাপ এটা বলা যায় না। তবে জিনিষপত্রের দাম যেভাবে বাড়ছে, তাতে তাদের কেসগুলি সিমপেথেটিকলী কনসিডার করা উচিত এবং আমরাও তাদের দাবী দাওয়ার প্রতি সহানুভূতিশীল।

শ্রীতপন কুমার চক্রবর্তী ঃ—আমাদের কাছে খবর আছে যে ইঞ্জিনিয়ার্সদের যে আন্দোলন চলছে, তাতে কয়েকজন বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার্স, যারা নেতৃত্ব দিচ্ছে, তারা ডম্বুর প্রজেক্টে গিয়েছিলেন, সেখানে যারা কাজ করছেন, তাদেরকেও এই আন্দোলনে সামিল করার জন্য। আমরা এও জানি যে সেখানে যাতে একটা অন্তর্ঘাতমূলক কাজ করা যায়, তারজন্যও তারা চেষ্টা করেছিলেন। কাজেই এটা ঠিক কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এখন পর্য্যন্ত এই রকম কোন তথ্য আমার কাছে আসে নাই।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মশাই অবগত আছেন কি যে সমস্ত ইঞ্জিনিয়ার্সরা আন্দোলন করছেন, তাদের মধ্যে কয়েকজনের বিরুদ্ধে ভিজিলেন্স কেস আছে। বিশেষ করে সরকার থেকে তাদের কাছে যে সম্পত্তির রিপোর্ট চাওয়া হয়েছিল, তাদের মধ্যে বেশ কয়েক জন এখন পর্যন্ত সেই রিপোর্ট সরকারের কাছে দাখিল করেন নাই?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা ঠিক যে সরকারী কর্মচারীদের সম্পত্তির তথ্য দি সরকারের কাছে দাখিল করার নিয়ম আছে। কাজেই, সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে এখন পর্য্যন্ত কতজন তাদের সম্পত্তির তথ্যাদি দাখিল করেছেন, আর কতজন করেন নাই, তার তথ্যাদি আমি এক্ষুনি দিতে পারছি না।

শ্রীনকুল দাস ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মশাই এটা কি ঠিক যে এস, এম, দাস এবং ডি, কে, দাসের বিরুদ্ধে ভিজিলেন্স কেস চলছে।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---আমার যতটুকু জানা আছে, সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার ডি, কে, দাসের বিরুদ্ধে কোন ভিজিলেন্স কেস আছে বলে আমার জানা নাই। তবে ভিজিলেন্স থেকে এস, এম, দাসের সম্পত্তির হিসাবপত্র চেয়ে পাঠানো হয়েছে। কারণ আগে তিনি যে হিসাব পত্র দিয়েছিলেন, তাতে ভিজিলেন্স সন্তোষ্ট হতে পারেন নাই।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মশাইর জানা আছে কি যে এই সমস্ত আন্দোলনকারী ইঞ্জিনিয়ার্স'রা সরকারী তেল খরচ করে গাড়ী চড়ে তাদের সমিতির মিটিং—এ যান এবং অনেকে নাকি ফল্‌স টি,এ, ড্র করেছেন ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—ফল্‌স টি, এ সমিতির মিটিং-এ এসে ড্র করেছেন বলে আমার কোন রকম তথ্য নাই এবং এটা আমি খবর নিয়ে দেখব। তবে তেলের যে হিসাব, সেটা তো গাড়ীর ড্রাইভার যে থাকে, তার লগ বইতে লিখিত থাকে।

শ্রীখগেন দাস ঃ—সাধারণতঃ আথিক বছরের এমন সময়ে ইঞ্জিনিয়ার্সদের কিছু কাজকর্ম হয়ে থাকে, কারণ বর্ষার সময়ে পি, ডব্লিউ, ডি'র কাজ করার মতো তেমন বেশী সুবিধা থাকে না। অথচ একটা এগ্রিমেন্ট হওয়ার পরেও এট দি এণ্ড অব দি ইয়ার তারা আন্দোলনের নামে ওয়ার্ক টু রুল চালু করেছেন। গত বছরও এমনি সময়ে তারা এই রকম একটা আন্দোলন করেছিল। আবার এই বছরেও ঠিক এমনি সময়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাদের সংগে চুক্তি ভঙ্গ করেছেন বলে বিবৃতি দিয়ে ওয়ার্ক টু রুল চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি যে অধিকাংশ ইঞ্জিনিয়ার্স'রা তাদের স্ব স্ব কাজ করে যাচ্ছেন, একমাত্র দুই চার জন বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার্স ছাড়া। যারা কাজ করছেন তাদের উপর এইসব বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার্স'রা কাজ না করার জন্য প্রেসার সৃষ্টি করছেন।

আর্থিক বরাদ্দ এইবার বেশী হওয়া সত্ত্বেও ত্রিপুরা এখন দাংগা কবলিত এরিয়া অনেক টাকার প্রয়োজন আছে। এরা ত্রিপুরারই অধিবাসী এরা আমেরিকা, বৃটেন থেকে আসে নি। এরা ত্রিপুরারই সন্তান। ত্রিপুরার জল মাটিতে এরা বড় হয়েছেন। এরা ত্রিপুরার ১৮ লক্ষ মানুষের ক্ষতি করেছেন। ওয়াক টু রুলে এরা কাজ বন্ধ করে দেওয়ার জন্য অফিসে অফিসে ফাইল চাপা পড়ে আছে। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ— মাননীয় স্পীকার, স্যার. অধিকাংশ ডিগ্রী হোলডার ইঞ্জিনীয়ার যারা আন্তরিকভাবে কাজ করতে চান। আমি ব্যক্তিগতভাবে বেশ কয়েকজন ডিগ্রী হোলডার ইঞ্জিনীয়াদেরকে জানি যারা যথা সম্ভব ভালভাবে কাজ করছেন। যে প্রশ্নটা উঠেছে যে, কিছু পদস্থ ইনজিনীয়ার তাদের নিজস্ব পদাধিকারের সুযোগ নিয়ে এবং বিভিন্ন ভাবে নিজের দুষ্কর্মকে ঢাকবার জন্য চেষ্টা করছেন তাতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছে এবং এই বছরে মোট যে বরাদ্দকৃত টাকা যেটা পূর্ত দপ্তরকে দেওয়া হয়েছে সে টাকার কাজ করতে পারব কি না এবং ওদের ওয়ার্ক টু রুলে কাজ করাতে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সেটা এখন বলতে পারছি না। তবে কোন কোন ইঞ্জিনীয়ার গোসলো করছেন এই রকম খবর আছে। আমরা তাদের কাছে আবেদন রাখলাম আশা করি তারা এটা উইদড্র করবেন।

শ্রীখগেন দাস ঃ--- পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, এই বছরের মাঝামাঝি সময়ে এস, এম, দাসকে ট্রেন্সফার করা হল। ওর ট্রেন্সফার হওয়ার পর নেতাজী চৌমোহনীতে বড় বড় কয়েকজন কন্ট্রাকটার অফিসে গিয়ে ওরা এন, কে দওকে শাসাতে লাগলো যে দেখি কি করে গভার্ণমেন্ট এস. এম. দাসকে ট্রেন্সফার করে। তাকে কি করে রাখা যায় সেই ব্যবস্থা করব। আরও শুনেছি যে পরবর্তী সময়ে ঐ কন্ট্রাকটাররা এস. এম. দাসকে মিষ্টি খাইয়েছে। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ--- মাননীয় স্পীকার স্যার, এরকম কিছু জানি না। তবে একটা টেনডার নিয়ে কিছু কনট্রাকটার গোলমাল করেছে বলে শুনেছি।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ--- পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, এই সমস্ত ইঞ্জিনীয়ররা যারা আন্দোলন করছেন তাদের দাবীটা কি ? আমরা শুনতে পেরেছি ওরা নাকি নন্‌প্র্যাকটিসিং অ্যালাউনসের জন্য দাবী করছে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ--- মাননীয় স্পীকার, স্যার, প্রথম দিকে ওরা ডাক্তাররা যখন ননপ্র্যাকটিসিং অ্যালাউন্স পেলেন তখন তারাও এই দাবী করেছিল। পরে ওটাকে চেঞ্জ করে অ্যাডমিনিস্‌ট্রেটিভ অ্যালাউন্স দাবী করছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ -- পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, এটা কি সত্য যে ডাক্তার, পুলিশ ও ম্যাজিস্‌ট্রেটদের বেতন বাড়ানো হয়েছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ--- মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের উপর যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে এবং সংগতভাবেই মাননীয় সদস্যরা আলোচনা করেছেন। কারণ এখানকার এই ধরণের সংগ্রাম কেউ পছন্দ করছেন না। দিন মজুর যারা তারাও বামফ্রন্ট সরকার যে ব্যবস্থা করছেন তাতে তারা রাস্তায় নামার কথা ভাবছেন না। কিন্তু সেখানে ইঞ্জিনীয়াররা রাস্তায় নেমেছেন। কাউকে ঢালাও-ভাবে এই ধরণের অ্যাডমিনিস্‌ট্রেটিভ অ্যালাউন্স দেওয়া হচ্ছে না। এই দাংগার সময়ে যারা বিস্তর পরিশ্রম করছেন, দিন রাত কাজ করেছেন কোন এস. ডি. ও,বি. ডি. ও এবং অন্যান্য স্তরের কর্মচারী এবং কৃষি দপ্তরে কিছু কর্মী যারা দীর্ঘদিন ধরে এই ধরণের অ্যালাউন্সের জন্য দাবী করে আসছেন। দাবী করতে পারেন কিন্তু আমাদের সরকারের টাকা নেই দিতে পারছি না। দিতে পারলে হয়তো খুশী হতাম। ডাক্তারদেরকে টাকা দেওয়া হচ্ছে কারণ তারা সেনট্রাল পে-স্কেলে আছেন। তাছাড়া অনেক ডাক্তার লাইন ধরে তারা রাজ্যের বাহিরে চলে যাচ্ছিলেন। আমাদের হাসপাতালে তিন ভাগের এক ভাগের ডাক্তার আছে মানে দুই ভাগের ডাক্তার নেই। তাই তাদেরকে কিছু সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে। যারা বিচারক তাদের পোষাক বইয়ের জন্য কিছু টাকা দেওয়া হচ্ছে। তাদেরকে একটু আলাদাভাবে থাকতে হয় সেইজন্য এগুলির দরকার। পুলিশ অফিসারদেরকে দেওয়া হচ্ছে এটা ঠিক নয়। তারা পুলিশকে দিয়ে চাকরের কাজ করান। বামফ্রন্ট সরকার সেটা বন্ধ করে দিয়েছেন। একজন পুলিশ কর্মচারী ছোট কর্মচারী বাড়ীতে চাকরের মত খাটানো যাবে না। সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু একজন পুলিশ অফিসারকে প্রায় ২৪ ঘন্টা বাড়ীর বাহিরে থাকতে হয়। সেইজন্য তাকে সাহায্য করার জন্য, বাড়ীর দেখাশুনা, একটা টেলিফোন সেইক্ষেত্রে আমরা বলছি যে আপনারা একজন কর্মচারী বাড়ীতে রেখে দেন। রান্না,

টেলিফোন এবং বাড়ীর দেখাশুনা করতে পারে। সেইজন্য একজনের বেতন দিয়ে দেব। এইভাবে কাজ করেন। এটার সংগে অ্যাড্মিনিস্ট্রেটিভ অ্যালাউন্সের কোন প্রশ্ন আসে না। তবে আমরা চাই না, সরকারী কর্মচারীকে দিয়ে পুলিশ বা গেজেটেড অফিসারদের বাড়ীতে কাজ করানো হউক। ইঞ্জিনীয়ারদের প্রসঙ্গে আমি বলব অনেকবার তাদের বুঝানো হয়েছে, অনেকবার বলা হয়েছে এই হাউসের তরফ থেকে আমি বলছি, গুরুতর একটা দায়িত্ব তাদের উপর জনসাধারণ দিয়েছে সে দায়িত্ব পালন করতে তারা অস্বীকার করছেন এতে জনসাধারণের স্বার্থের প্রতি তাদের অবিচার করা হবে। আগামী দিনে অনেক সমস্যা রয়েছে। এইসব সমস্যা দূর করতে আমরা কাজ করছি তারাও তাই করবেন? আমরা কি আলাদা? আমরা ত আলাদা নই। আমরা সরকারে থেকে যা করছি তারাও তাই করছে। আমরা ত বলছি না যে, মন্ত্রীদের বেতন বাড়িয়ে দাও? জিনিষপত্রের দাম ত মন্ত্রীদের বেলায়ও বেড়েছে। অধিকন্তু মন্ত্রীরা শতকরা ১০ টাকা বেতন কম নিচ্ছেন। ভারতবর্ষের এমন কোন জায়গা আছে কিনা আপনারা দেখাতে পারবেন, যেখানে মন্ত্রীরা শতকরা ১০ টাকা কম নিচ্ছে? এতে হাজার হাজার টাকা আমরা বাঁচিয়ে দিচ্ছি। আমি দিল্লী গেলে একটা পি এ, নেই না সঙ্গে করে। ভারতবর্ষের কোন জায়গার এমন কোন নজীর আছে যে, মুখ্যমন্ত্রী দিল্লী গেলে সঙ্গে পি, এ, যায় না। কিন্তু আমি নিই না। কারণ একজন লোক সঙ্গে গেলেই তার খাওয়া থাকার জন্য ১,০০০ টাকার মত খরচ হয়। সেই টাকা আমি বাঁচিয়ে দিচ্ছি। কেন? যাতে বাচ্চাদের টিফিন দেওয়া যায়, উন্নয়নমূলক কাজ আরো কিছুটা বাড়ানো যায়। কিন্তু তারা তা করছেন না। আজকে এটা জনসাধারণকে বলতে হবে। আপনারা দেখেছেন, আগে দিল্লীতে স্বামী-স্ত্রী, আত্মীয়স্বজন সবাইকে নিয়ে যাওয়া হত, দেশ ভ্রমণ করা হত সরকারী খরচে। সে রকম গভর্ণমেন্ট আর ত্রিপুরা রাজ্যে ফিরে আসবে না। আপনারা চেষ্টা করলেও আনতে পারবেন না। চুরি-জুচ্চুরী করে না এমন লোক আছে। যারা চুরি করে গাড়ী বাড়ী করে বে-নামী, স্ব-নামীতে তাদের কাছে আমার কোন অবেদন নেই, কারণ আবেদন করলেও কোন ফল হবে না। যারা চুরি করে না, যারা গাড়ী বাড়ী করতে চায় না সেই সব সৎকর্মচারী আছেন, যারা সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চান, বাম ফ্রন্ট সরকারের কর্মসূচীকে রূপায়িত করতে চান, যাদের একেবারে নীচের তলার মানুষের প্রতি দরদ আছে সেই সব ইঞ্জিনীয়ারদের কাছে আমার আবেদন যে, তারা তাদের এই যে সংগ্রামের পথ তা থেকে সরে আসবেন এবং এই সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করুন, কাজ কর্ম করুন। আমরা আপনাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। আমরা এর আগেও অনেকবার বলেছি যে, আমাদের অনেক গরীব অংশের কর্মচারী রয়েছেন যারা ৫০ টাকা ১০০ টাকা কিংবা ২০০ টাকা বেতন পান। তারাও কাজই করছেন। তাদেরও ত পরিবার পালতে হচ্ছে. তাদেরও ত দু'মুঠো খেতে হচ্ছে এই সব লোকদের কথা আমাদের ভাবতে হয়, তাদের চেহারা সব সময় আমাদের চোখের সামনে থাকে, তাদের জন্য আমাদের করতে হবে। ওরাও কাজ করছে, আমরাও করছি আপনারাও করছেন। সবাই কাজই করছে। এটা আপনারা চিন্তা করুন, এবং ভুল পথ থেকে সরে আসুন এই আবেদন আমি রাখছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো ঃ—

'গত ৮ই ডিসেম্বর অমরপুরের করবুকে সশস্ত্র দুর্বৃত্ত দল কর্তৃক পুলিশ ফাঁড়ি আক্রমণ সম্পর্কে'।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি হচ্ছে, 'বিগত ৮ই ডিসেম্বর অমরপুর করবুকে সশস্ত্র দুর্বৃত্ত কর্তৃক পুলিশ ফাঁড়ি আক্রমণ সম্পর্কে।"

গত ৯-১২-৮০ ইং তারিখে রাত্রি ১টা ৪৫ মিনিটে যখন ৬৪৯০ নং কনস্টেবল উৎপল দেববর্মা করবুক পুলিশ ক্যাম্পে পাহাড়ার কাজে নিযুক্ত ছিল তখন ক্যাম্পের পূর্বদিক হইতে কুকুরের ডাক শুনিতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে প্রহরী শ্রী দেববর্মা নায়েক সুভাষ দাসকে ব্যাপারটি জানায় এবং দুইজনেই বাহিরে আসে। হঠাৎ তাহারা পূর্বদিক হইতে বন্দুকের গুলির শব্দ শুনিতে পায়। তাহারা গুলির প্রত্যুত্তর দেয়। তারপর ক্যাম্পের পূর্ব এবং উত্তর দিক হইতে দুষ্কৃতকারীগণ বিরামহীনভাবে গুলি বর্ষণ করিতে থাকে। গুলি বিনিময়ের শব্দ শুনিয়া ক্যাম্পের সকল সদস্যগণ প্রস্তুতি নেয় এবং ঘণ্টাখানেক পর্য্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে গুলি বিনিময় হয়। ইতিমধ্যে করবুক ক্যাম্পের ইন-চার্জ এল, এম, জি, নিয়া প্রস্তুত হন। এক ঘণ্টা যাবৎ গুলি বিনিময়ের পর ইহা একটু স্তিমিত হয় এবং মাঝে মাঝে গুলি চলিতে থাকে যাহা রাত্রি ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। এই সময়ের মধ্যে ২৫ রাউণ্ড এল, এম, জি, সহ মোট ১৫২ রাউণ্ড গুলি পুলিশ ক্যাম্প হইতে করা হয়। তৎপর দুষ্কৃতকারীগণকে অনুসরণ করেন এবং তাহাদের পলায়নের পথে কাঁচা রাস্তায় তাজা রক্ত দেখিতে পান। ঐ পথে অনুসন্ধান কালে ক্যাম্প ইন-চার্জ কিছু খালি কার্তুজ ও তাজা কার্তুজ পরিত্যক্ত অবস্থায় দেখিতে পান।

এই গুলি বিনিময়ের ফলে ৬৩৫২ নং কনেষ্টবল নিত্যানন্দ দেবনাথ এবং ৬৪৮৭ নং কনেষ্টবল দীপ্তি দাস বন্দুকের গুলিতে আহত হন এবং চিকিৎসার কেন্দ্রে স্থানান্তরিত করা হয়।

এই প্রসঙ্গে নূতন বাজার থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮।১৪৯।৩০৭।৩২৬ ধারা মতে এবং আর্মস অ্যাক্টের ২৫(এ) মতে ৪(১২)৮০ নং মামলা লিপিবদ্ধ করা হয়। এই অভিযোগ অনুসারে ব্রজকিশোর জমাতিয়াকে পিতা কমলাকিশোর জমাতিয়া (ভুকরিবাড়ী থানা—নূতন বাজার) গ্রেপ্তার করা হয়। অনুসন্ধান কালে ঘটনাস্থলে ৩২টি খালি গুলির খোল উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত ৮টি কার্তুজে পাকিস্তান অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরীর ছাপ ছিল। ইহা ব্যতীত

১২ ইঞ্চি একটি ছুরি এবং একটি লাল রংএর টুপিও উদ্ধার করা হয়।

অনুসন্ধানকালে পরদিন অর্থাৎ ১০।১২।৮০ ইং আরও ২টি তাজা ৩০৩ কার্তুজ (পাকিস্তান অর্ডিনান্স (ফ্যাকটরীর ছাপযুক্ত) উদ্ধার করা হয়।

অনুসন্ধান কার্য্য চলিতেছে।

শ্রীশ্যামল সাহা ঃ---পয়েন্ট অব ক্লিয়ারিফিকেশান, এটা ঠিক কিনা, বিশ্বমানিক জমাতিয়া টি, এন, ভি কমাণ্ডার বলে পরিচিত এবং এই আক্রমণের তিনিই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---এই সম্পর্কে এখনই আমার কাছে কোন তথ্য নেই।

শ্রীশ্যামল সাহা ঃ---কিছুদিন পূর্বে টি, ইউ, জে, এস-এর লোকজন পশ্চিম করবুকের ইছাধন রিয়াংকে খুন করে এবং এই এলাকার সমস্ত দেববর্মাকে এলাকা ছেড়ে চলে যেতে নোটিশ দেয় এই তথ্য জানেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---হ্যাঁ, এ তথ্য ঠিক যে, পশ্চিম করবুকের ইছাধন রিয়াং, প্রায় ৭০ বছরের বৃদ্ধ তিনি যখন দোকান থেকে সন্ধার সময় ফিরছিলেন তখন পেছন থেকে আঘাত করা হয়। তাকে প্রথমে অমরপুর এবং পরে জি, বি, হাসপাতালে আনা হয়। সেখানে তিনি মারা যান। তবে এটাও ঠিক যে পশ্চিম করবুকে যারা দেববর্মা তাদেরকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে উপজাতি যুব সমিতির সমর্থকদের পক্ষ থেকে, তারা যেন এ এলাকা ছেড়ে চলে যান। সম্ভবতঃ এই কারণে যে জুনের দাঙ্গায় এখানকার উপজাতি এবং অন্যান্য যারা আছেন তারা এই এলাকাটাকে দাঙ্গামুক্ত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেখানে দাঙ্গা ঢুকতে পারে নি।

শ্রীশ্যামল সাহা ঃ---এই নোটিশের ফলে অমরপুরের পার্টি বিভাগীয় প্রধান রাম কুমার দেববর্মাকে এলাকা ছেড়ে পুলিশ ক্যাম্পের কাছে থাকতে হয়েছে এটা জানেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---শ্রীরাম কুমার দেববর্মা বলেছেন যে, তাকে এই ভাবেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হচ্ছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ---যে জায়গায় ঘটনা ঘটেছে ঐখান থেকে বাংলা দেশ সীমানা কতটুকু দূরে অবস্থিত ? এটা ঠিক কিনা, ঘটনার পর দুষ্কৃতকারীরা বাংলা দেশে চলে যায় যেখানে বৈরী মিজো এবং অন্যান্যদের ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---স্যার, এই রকম মনে করার কারণ আছে, রক্তের দাগ যে জায়গা পর্য্যন্ত গিয়েছে তা বাংলা দেশের সীমানা পর্য্যন্ত। একজন চাকমা আহত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। তিনি বর্তমানে বাড়ীতে নেই। সন্দেহ করা হচ্ছে, তাকে বাংলা দেশে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার ঃ---এখন সভার কার্য্যসূচী বেলা ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত মূলতুবী রহিল।

AFTER RECESS AT 2 P. M.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—আরো একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে

অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো ঃ---

"গত ১৫ই ডিসেম্বর বিশালগড় থানার দক্ষিণ কেনানীয়া গ্রামের অগ্নিকুমার দেববর্মার বাড়ী এবং উত্তর কেনানীয়া গ্রামের শান্তি রঞ্জন দত্তের বাড়ীতে ভয়াবহ ডাকাতি সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক আনীত "গত ১৫ই ডিসেম্বর বিশালগড় থানার দক্ষিণ কেনানীয়া গ্রামের অগ্নিকুমার দেববর্মার বাড়ী এবং উত্তর কেনানীয়া গ্রামের শান্তিরঞ্জন দত্তের বাড়ীতে ভয়াবহ ডাকাতি সম্পর্কে",—এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দিচ্ছি—

গত ১৫.১২।৮০ ইং তারিখ রাত্র অনুমান ১২-৩০ মিঃ থেকে ১টার সময় ২০।২৫ জন অপরিচিত দুর্বৃত্ত দাও, বর্শা, লোহার রড প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র সজ্জিত হইয়া বিশালগড় থানার অধীন দক্ষিণ কেনানীয়া গ্রামের শ্রীঅগ্নিকুমার দেববর্মার বাড়ীতে ডাকাতি করে। দুবৃত্তরা দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করে এবং শ্রীদেববর্মা, তাহার স্ত্রী ও দুইটি শিশুকে প্রহার করে এবং লুটপাট করিয়া নগদ ২০,০০০ টাকা এবং সোনার অলংকার, কাপড়-চোপড়, বাসনপত্র ইত্যাদি মূল্য অনুমান ১৫,০০০ টাকা নিয়া যায়। প্রহারের ফলে শ্রীদেববর্মা তাহার স্ত্রী এবং সন্তানেরা আহত হয়। শ্রীদেববর্মার বাড়ীতে ডাকাতির পর দুর্বৃত্তরা উত্তর কেনানীয়া গ্রামের শ্রীশান্তি রঞ্জন দত্তের বাড়ীতেও ডাকাতি করে। ডাকাতরা শ্রীদত্তের ঘরের দরজা ভাঙ্গিয়া একই তারিখে রাত্রি দুইটার সময় ঘরে ঢুকে এবং নগদ টাকা সহ আট হাজার টাকার মূল্যের জিনিষপত্র নিয়ে যায়। তাহারা বাড়ীর লোকজনকে প্রহারও করে। ডাকাতদের প্রহারের ফলে বাড়ীর লোকজন আহত হন। ঘটনা সম্পর্কে বিশালগড় থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫.৩৯৭ ধারা অনুযায়ী মামলা নং ৯(১২) ৮০ ও ১০(১২)৮০ নথীভুক্ত করা হইয়াছে। পুলিশ অনুসন্ধানকালে উত্তর কেনানীয়া গ্রামের অজিত দত্ত, নেপাল সরকার, নৃপেন্দ্র দাসগুপ্ত এবং দক্ষিণ কেনানীয়া গ্রামের তপন সাহা ও জীতেন্দ্র লস্করকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ধৃত ব্যক্তিরা সবাই আদালতের আদেশে জেল হাজতে আছে। এখন পর্য্যন্ত অপহৃত দ্রব্য বা টাকা পয়সা উদ্ধার সম্ভব হয় নাই। ঘটনা তদন্ত চলিতেছে।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ--- পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, যাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তারা সবাই কংগ্রেস (আই)-এর লোক এবং তারা প্রায়ই বাংলাদেশের দুর্বৃত্তদের সংগে হাত মিলিয়ে ঐ এলাকায় জিনিষপত্র পাচার করে এবং মানুষকে ভয় ভীতি দেখিয়ে বিশেষ করে বামফ্রন্টের যারা সমর্থক, তাদের উপর নানা রকম নির্যাতন করে এবং এটা সত্য কি না যে ঐ অগ্নি কুমার দেববর্মা এবং শান্তি রঞ্জন দত্ত তারা গত দাঙ্গার সময়ে এই এলাকাকে দাঙ্গা মুক্ত রেখেছিল বলে কংগ্রেস (আই)-এর লোকেরা সহ্য করতে পারে নি। ফলে ঐ এলাকায় নানা রকম ডাকাতি করছে?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ--- স্যার, এটা ঠিক যে ঘটনাটি সীমান্ত এলাকায় ঘটে এবং ডাকাতরা সীমান্তের দিকে যায়। কাজেই প্রথমতঃ এটা মনে করার সংগত কারণ আছে যে ডাকাত দলের সংগে সীমানার ওপারের লোকেদের যোগসাজস থাকতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ ওরা কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত এটা বলা সম্ভব হচ্ছে না। তবে এটা ঠিক যে শ্রীদেববর্মা গত দাঙ্গার সময় খুব ভাল কাজ করেছেন এবং শ্রী দত্তও ভাল কাজ করেছেন শান্তিপূর্ণ পরিবেশ রাখতে এবং দাঙ্গা যাতে এই এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে না পারে।

শ্রী মতিলাল সরকার ঃ— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, বিগত দাঙ্গার সময় ওখানকার বি. এস. এফ. ইউনিটের এসিট্যান্ট কমাণ্ডার আর, আর, মিত্র যাতে ঐ এলাকায় দাঙ্গা না বাঁধতে পারে তার জন্য যথেষ্ট উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং মধুপুর ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বাসিন্দাদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে অভয় দিয়েছেন এবং তাদেরকে-মৈত্রী স্থাপন করার জন্য সহযোগিতা করেছেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে দেখা যায় এই মিত্র সাহেবকে হটাবার জন্য একটা উচ্চ পর্যায়ের চক্রান্ত হয় এবং বি. এস. এফ-এর উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের যোগসাজসে মিত্র সাহেবকে হটাবার জন্য ছুটি নিতে বাধ্য করা হয়। যার ফলে বি. এস. এফ-এর কাজকর্মের মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন হচ্ছে। তারা চোরাকারবারীদের সঙ্গে যোগসাজস রাখার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। যেদিন শ্রী অগ্নি কুমার দেববর্মার বাড়ীতে ডাকাতি হয়, ডাকাতরা দেড় থেকে দু ঘন্টা ধরে ডাকাতি করে। কিন্তু বি. এস. এফ-সেখানে তখনও তদন্ত করে আসেনি, এটা ঠিক কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই সব খবর আমার কাছে নেই। তবে মাননীয় সদস্য এখানে যে অভিযোগ করেছেন, যারা এ ব্যাপারে তদন্ত করছেন তারা সেটা দেখবেন।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, যারা ধরা পড়েছেন, তারা কংগ্রেস (আই) সমর্থক বলে পরিচিত এবং পুলিশ যাদের দুষ্কৃতকারী হিসাবে সন্দেহ করছে, ঐ এলাকার মানুষ জানে যে তারা কংগ্রেস (আই)-এর লোক, এই ধরনের কোন তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এর নিকট আছে কিনা জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—স্যার, আমি আগেই বলছি যে এ সম্পর্কে কোন তথ্য আমি দিতে পারছি না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—আরো একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীরসিরাম দেববর্মা মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো ঃ—

"গত ২৭শে ডিসেম্বর সিধাই থানা এলাকায় মাইথর গ্রামের উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের প্রাথমিক কমিটির সম্পাদক কৃষ্ণমোহন দেববর্মা দুর্বৃত্তদের হাতে খুন হওয়া সম্পর্কে।"

এই সম্পর্কে সরকারী বক্তব্য হল, গত ২৭-১২-৮০ইং তারিখে দিবা ১২টা ৪৫ মিনিটের সময়ে সিধাই থানার অন্তর্গত মাইথরবাড়ী গ্রাম নিবাসী কৃষ্ণমোহন দেববর্মা, মঙ্গল দেববর্মা ও বিত্তরায় দেববর্মার সহিত তুলাবাগান বাজার হইতে তাহাদের বাড়ীতে যাইতেছিলেন। বেলা ১টা ৩০ মিনিটের সময়ে যখন তাহারা সিধাই থানা হইতে ৭ কিলোমিটার দূরে পূর্ব দক্ষিণে পরিত্যক্ত তুলাবাগান ১৩ নং কলোনীতে

পৌঁছেন তখন ৪ জন দুষ্কৃতকারী ধারালো দাও ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র লইয়া পরিত্যক্ত একটি কুঁড়ে ঘরের আড়াল হইতে তাহাদিগকে অতর্কিত আক্রমণ করে। মঙ্গল দেববর্মা এবং বিশু দেববর্মা পলাইতে সক্ষম হয়। কিন্তু দুষ্কৃতকারীরা ধারালো দাও দ্বারা কৃষ্ণ দেববর্মার মাথার পিছনদিক কাটিয়া ফেলে এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মৃত্যু হয়। মৃত দেহটির পোস্টমর্টাম করা হইয়াছে। বিশু দেববর্মা ধস্তাধস্তির ফলে ডানহাতের কব্জিতে আঘাত পান। ঘটনাস্থল হইতে দেড় কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত তুলাবাগান বি, এস, এফ ক্যাম্পে মঙ্গল দেববর্মার সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ প্রদান করেন। সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথেই বি, এস, এফ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এই ঘটনাটি সিধাই থানার ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারা মতে ১৬ (১২) ৮০ ইং মোকদ্দমা নথিভুক্ত করা হয়।

তদন্তে সাক্ষী প্রমাণ অনুসারে তুলাবাগানের বাসিন্দা নেপাল দাস ওরফে নেপ্যা এই ঘটনায় অভিযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। গত দাঙ্গা ঘটিত কারণে নেপাল দাসের পিতা শ্রীসনাতন দাসের বাড়ী ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সে বর্তমানে তুলাবাগান বাজারের নিকটবর্ত্তী তুলাবাগান ক্যাম্পে অবস্থান করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে তল্লাসী অভিযান চালানো হয়, কিন্তু নেপাল দাস পলাতক আছে। তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার এবং ঘটনার সাথে জড়িত অন্যান্য দোষীদের সনাক্ত করনের চেষ্টা চলিতেছে। উচ্চ পদস্থ পুলিশ অফিসারগন পুলিশ সুপার এবং পশ্চিম ত্রিপুরার জেলা শাসককে নিয়া ঘটনাস্থল তুলাবাগান এবং মাইশ্বর বাড়ী পরিদর্শন করেন।

ঘটনাটির তদন্তকার্য চলিতেছে।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এটা কি সত্য যে কৃষ্ণমোহন দেববর্মা এই অভিযুক্তের বাড়ীতে কাজ করতেন এবং সেই অভিযুক্ত যখন তাকে খুন করেছিল তখন কৃষ্ণমোহন দেববর্মার সঙ্গে আরও যারা ছিলেন তারা তাকে চিনতে পেরেছেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—স্যার, যারা ওখানে ছিলেন তার মধ্যে যার হাত ভেঙ্গেছে তার নাম হচ্ছে মঙ্গল। সে মুনি গিরি করতেন। যিনি আসামী বলে সনাক্ত হয়েছেন শ্রীনেপাল দাস ওরফে নেপ্যা তার বাবার বাড়ীতে মুনি হিসাবে কাজ করতেন এবং তিনি চীৎকার শুনেন নেইপ্যা মারিস্‌না নেপ্যা মারিস্‌না এই রকম। তাতে মনে হয় আসামীকে তারা চিনতে পেরেছেন।

শ্রীখগেন দাস ঃ--পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই তুলাবাগান ক্যাম্পের অধিবাসীরা যাতে বাড়ী ফিরে না যান, যার পাশে ১৩ নম্বর তুলাবাগানে কৃষ্ণমোহন দেববর্মাকে খুন করা হয়েছে, সেই তুলাবাগান ক্যাম্পের শরণার্থীরা যাতে ফিরে না যান তার জন্য ইন্দিরা কংগ্রেসের লোকেরা আন্দোলন করেছেন---তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের অবগত আছে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ--স্যার আমরা এই ধরনের যে ক্যাম্পগুলি আছে সেই ক্যাম্পের বাসিন্দাদের তাড়াতাড়ি পাঠাবার চেষ্টা করছি। এখানেও আমরা তাদেরকে তাড়াতাড়ি পাঠাবার জন্য চেষ্টা করেছি। কারন তখন শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরে এসেছিল।

আর এটাও উড়িয়ে দেওয়া যায়না যে কিছু কিছু লোক উদ্বাস্তুদের উস্কানী দিচ্ছে। কারা কারা উস্কানী দিচ্ছে সেটা পুলিশ খোঁজ নিচ্ছে। উত্তেজনাটাকে জীইয়ে রাখার জন্য এই ঘটনা ঘটতে পারে।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, দাঙ্গার সময়ে মোহনপুরের ও, সি, থানায় ছিলেন না। কংগ্রেস আই লোকেরা তাকে সরিয়ে রেখেছিল এবং এই ও, সি, তেলিয়ামুড়া দাঙ্গায় তার ভূমিকা ছিল, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, আমি এটা এখন ঠিক বলতে পারছিনা যে ও, সি, থানায় ছিলেন কিনা।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস ঃ—পয়েন্ট ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, কৃষ্ণমোহন দেববর্মা বাম-ফ্রন্টের গ্রাম পঞ্চায়েতের একজন সদস্য ছিলেন এবং এই হত্যাকাণ্ড একটা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড, এই বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলেন?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—এটা এক্ষুনি বলা যাচ্ছে না। তদন্ত অগ্রসর না হওয়া পর্যন্ত এটা বলা যাচ্ছেনা।

শ্রীখগেন দাস ঃ—গত ২৫ শে ডিসেম্বর বড় কাঠালিয়া:ত মার্কসবাদী কমিউ-নিস্ট পার্টির ডাকে একটা বিরাট জনসভা হয়েছিল এবং তার আগে হেজারামারাতে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির ডাকে এক বিরাট জনসভা হয়েছিল। তা.ত কংগ্রেস আই লোকগুলি যখন আবার শান্তি ফিরে আসছে তখন পুনরায় আবার উত্তেজনা সৃষ্টি করার জন্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার জন্য নেপাল দাস এবং আরও তিনজন যারা ছিল তাদেরকে কংগ্রেস আই গুণ্ডা হিসাবে ব্যবহার করেছে এবং কৃষ্ণমোহন দেববর্মা যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ফিরে আসার জন্য কাজ করেছিলেন, তাকে খুন করার জন্য গুণ্ডা হিসাবে .ব্যবহার করেছেন তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---স্যার, আমি বলছি মাননীয় সদস্যরা যেসব অভিযোগ-গুলি আনছেন সেগুলি তদন্ত করার সময় বিবেচনা করে দেখা হবে। তবে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই উত্তেজনা সৃষ্টির জন্যই এই হত্যাকাণ্ড হয়েছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ---পয়েন্ট ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, নেপাল দাস যে অভিযুক্ত বলে চিহ্নিত হয়েছেন, এখানকার কংগ্রেস আই কর্মী এবং আমরা বাঙ্গালীর নেতা রতন দেবনাথের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে এবং এর আগে দাঙ্গা হয়েছে তার সাথে নেপাল দাসের কোন ভূমিকা আছে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, এই সম্পর্কে আমার কাছে তথ্য নেই।

শ্রীখগেন দাস ঃ---পয়েন্ট ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, যেখানে খুন হয়েছে সেটা হয়েছে সেটা বোধজং পাওসভায় পড়ে। বোধজং পাওসভার প্রধান আরও কিছু উপজাতি পুলিশ যাওয়ার পর সেখানে জড় হয় এবং তারা দাবী করে পুলিশ কুকুর এখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তখন পুলিশ জবাবদিহি করে একজন অভিযুক্ত

যখন সনাক্ত হয়ে গেছে তখন আর পুলিশ কুকুরের প্রয়োজন নাই। কিন্তু সেখানে আরও ৩ জন তার সাথে ছিল। তারপরও উপজাতিরা পুলিশ কুকুরের জন্য দাবী জানাতে থাকে। তারপর পুলিশ আগরতলা এসে খবর দেয়, এই পুলিশ কুকুর পাঠাবার জন্য। সেখানে কখন পুলিশ কুকুরের জন্য খবর দেওয়া হয় এবং কখন পুলিশ কুকুর পাঠানো হয় এবং পরবর্তী সময়ে পুলিশ কুকুর ব্যবহার করা হয়েছিল কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—স্যার, এই ঘটনাটা খুবই দুঃখজনক। ঘটনা ঘটবার পর আগরতলা শহরে এসে খবর পৌঁছুতে একটু দেরী হয়। আমি এটা তদন্ত করতে বলব কি কারণে তাদের খবর পাঠাতে দেরী হল। এই সব ব্যাপারগুলি কি কারণে ঘটেছে পুলিশকে তদন্ত করতে বলা হয়েছে।

শ্রীখগেন দাস ঃ---পয়েন্ট ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, যে খুন করেছে, অর্থাৎ যাকে আইডেনটিফাই করা হয়েছে অভিযুক্ত হিসাবে নেপাল দাস, ওরফে নেপ্যা ওর বাবা সনাতন দাস প্রকাশ্যে আমরা বাঙ্গালী মিছিল মিটিং যোগদান ক'র থাকেন এবং কংগ্রেস (আই)-এর লোকদের সাথে চলাফেরা করেন এই সম্বন্ধে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছু জানেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---স্যার, এইসব তথ্য আমি এখন দিতে পারছি না। তদন্ত করার পর সব কিছুই পাওয়া যাবে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী ঃ--পয়েন্ট ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, কিছু কিছু সংবাদপত্রে বেড়িয়েছে যে সি, পি, আই, এম কর্মীকে সি, পি, আই, এমই খুন করেছে। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি মনে করেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---স্যার, এই রকম ঘটনা ঘটতে পারে আমার ধারণার অতীত।

উপাধ্যক্ষ মহাশয় ঃ — সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো ঃ--- "দি ত্রিপুরা এ্যাডুকেশানেল ইন্‌ষ্টটিউশন (এ্যাকুইজিশন্ অব্ রাইট, টাইটেল এ্যাণ্ড ইন্টারেণ্ট) বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ১৪ অব্ ১৯৮০)"। উত্থাপন। আমি এখন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শিক্ষামন্ত্রী শ্রীদশরথ দেব ঃ--- মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, "দি ত্রিপুরা এ্যডুকেশ্যানেল ইন্‌ষ্টিটিউশন (এ্যাকুইজিশন্ অব্ রাইট, টাইটেল এ্যাণ্ড ইন্টারেণ্ট) বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ১৪ অব্ ১৯৮০)"। এই সভায় উত্থাপিত করার জন্য আমি অনুমতি চাইছি।

উপাধ্যক্ষ মহাশয় ঃ--- এখন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো ঃ--- "দি ত্রিপুরা এ্যাডুকেশ্যানেল ইন্‌ষ্টিটিউশন্ (এ্যাকুইজিশন্ অব্ রাইট, টাইটেল এ্যাণ্ড ইন্টারেণ্ট) বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ১৪ অব্ ১৯৮০)"। এই সভায় উত্থাপিত করার অনুমতি দেওয়া হউক।

যারা এই মোশানের পক্ষে আছেন তারা "হ্যাঁ" বলবেন, আর যারা এই মোশানের বিপক্ষে আছেন তারা "না" বলবেন।

যেহেতু এই মোশানের বিপক্ষে কেহ নাই সেহেতু বিলটি সর্বসম্মতিক্রমে উত্থাপিত হলো।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---স্যার সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টের ডিসকাসনটা আগে দিন।

General Discussion on the Demands for Supplimentary Grants For. 1980-81.

উপাধ্যক্ষ মহাশয় ঃ---সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো ঃ---গতকাল ১৯৮০-৮১ সালের সাপ্লিমেন্টারী (অতিরিক্ত) ব্যয়বরাদ্দের দাবীর উপর আলোচনা হচ্ছিল, এবং যেটা গতকাল অসমাপ্ত ছিল, আজকে সেই অসমাপ্ত আলোচনা আবার শুরু হবে। এই সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডের উপর আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে আলোচনা শুরু করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীদশরথ দেব ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অর্থাৎ অর্থ মন্ত্রী এই হাউসের সামনে উপস্থিত করেছেন, সেটা খুবই সমর্থনযোগ্য। সাপ্লিমেন্টরী ডিমাণ্ড মানেই হচ্ছে বাড়তি বাজেট। যখন মূল বাজেট তৈরী করা হয় তখন পরবর্তী সময়-এর অনেকগুলি খরচ আগে থেকে অনুমান করা যায় না। কাজ করতে করতে সেই খরচের প্রয়োজন হয়, আর সেই জন্যই এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের মঞ্জুরী চাওয়া হয়েছে। এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে যে অর্থ চাওয়া হয়েছে তা ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের জন্য কল্যাণকর কাজ করার জন্যই চাওয়া হয়েছে। এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে প্রত্যেকটা বিষয়ের উপর যে অংক ধরা হয়েছে এবং তার মধ্যে যে কারণ দেখানো হয়েছে সেগুলি পরীক্ষা করলেই দেখা যাবে যে জনগণের কল্যাণের জন্যই এই বাজেট চাওয়া হয়েছে। আমি সব কিছুর উপর আলোচনা করব না, শুধু যেটা আমার দপ্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, সেই দপ্তরের কয়েকটা দৃষ্টান্ত শুধু আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরব। আপনারা নিজেরাই দেখেছেন যে জনকল্যাণমুখী ও সমাজকল্যাণমুখী যে দপ্তর তাতে সর্বমোট ১৪ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুরীর জন্য চাওয়া হয়েছে। কর্মচারীদের ডিয়ারনেস এলাউন্সের জন্য চাওয়া হয়েছে ১০ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা, কর্মচারীদের যে ডিয়ারনেস এলাউন্স বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তার জন্য এই ব্যয় বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। তারপর ফিজিকেল হেণ্ডিকেপ্টের জন্য যে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে, সেখানে তার ছাত্র সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে, যার ফলে সেখানে আরও ১৩ হাজার টাকা দরকার। তাই ফিজিকেল হেণ্ডিকাপ্টের জন্য এই সাপ্লীমেন্টারী বাজেটে ১৩ হাজার টাকা চাওয়া হয়েছে। তারপর আমরা বৃদ্ধদের যে পেনশন দিচ্ছি এবং অন্ধদের জন্য পেনশন দেওয়া আমাদের একটা স্কীম আছে আমরা ইতিমধ্যেই ঠিক করেছি যে তাদেরকেও আমরা পেনশন দেব। তাই আমরা গ্রামসভাগুলিকে নোটিফাইড এরিয়াগুলিতে বলে দিয়েছি তাদের তালিকা তৈরী করার জন্য। এখান

বৃদ্ধদেরকে যে পেনশন দেওয়া হয় তার সংখ্যাও বাড়ানো হবে। গ্রামসভাগুলিতে ৩ জন বাড়ানো হবে, নোটিফায়েড এরিয়া গুলিতে ১০ জন, মিউনিসিপ্যালিটির এরিয়াতে ৫ জন করে বাড়ানো হবে। আর এইভাব পেনশনকারীদের সংখ্যা বাড়ানোর ফলে আমাদের অতিরিক্ত কিছু অর্থের প্রয়োজন হয়েছে, আর তাইতো এই সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট করা হয়েছে এবং তাতে পেনশনকারীদের জন্য ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা চাওয়া হয়েছে। আর এই সব কারণেই আমরা এই হাউসের কাছে এই টাকা আলাদা চেয়েছি। ত্রিপুরার সাধারণ দুর্বল মানুষকে সাহায্য করার জন্যই এই সাপ্লি-মেণ্টারী বাজেটের প্রয়োজন হয়েছে। ডিমাণ্ড নাম্বার ১৬ তে বামফ্রণ্ট সরকার শিক্ষা দপ্তরের জন্য স্কুলগুলিতে দুপুরে টিফিনের ব্যবস্থা করেছে এবং তার জন্য কিছু অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ করেছে। কারণ আমরা ক্লাশ ওয়ান থেকে শুরু করে ক্লাশ ফাইভ পর্যন্ত দুপুরে টিফিনের ব্যবস্থা করেছি। ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস ফাইভ পর্য্যন্ত দৈনিক ১ লক্ষ ৫৩ হাজারের উপরে ছাত্র ছাত্রী ৫০ পয়সা করে টিফিন বাবৎ পায়। তাতে ডেইলি ৬৬ হাজারের উপরে দৈনিক খরচ হচ্ছে। খরচের অংক মেটানোর জন্য চলতি আর্থিক বছরে শিক্ষা দপ্তরে প্রয়োজন ১১ লক্ষ টাকা। আমি আশা করব ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব ছেলেমেয়েদের টিফিন দেবার জন্য যে ব্যায়বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে তা এই হাউস পাশ করবেন। উচ্চ শিক্ষা বাবত আপনারা জানেন ৩টা কলেজ আমরা নূতন করেছি এবং আরও কিছু করার প্রচেষ্টা আছে তারজন্য ৪২ লক্ষ ১৫ হাজার টাকার প্রয়োজন এই ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষার উন্নতির জন্য। আমি আশা করি যে এই হাউস অনুমতি দেবে, মাদ্রাসা, মোকতব প্রভৃতি যা আছে তাদের আগে যে অনুদান দেওয়া হত তা এখন কিছু বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সেই বাড়তি টাকা মেটানোর জন্য আরও ১০ হাজার টাকার উপরে প্রয়োজন, তাই আমার এই অতিরিক্ত বাজেটে সে টাকা চেয়েছি। আমরা আরও কিছু টাকা চেয়েছি নেশানালাইজড্ টেকস্ট বুক ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস ফাইভ পর্য্যন্ত সরকারের পক্ষ থেকে পাঠ্য পুস্তক ছাপানোর জন্য এবং বিলির জন্য মিডেল স্কুল, হাই স্কুল, হাইয়ার সেকেণ্ডারি স্কুল প্রভৃতির জন্য টুল, টেবিল ফার্নিচার ইত্যাদির জন্য ৭ লক্ষ টাকার উপর দরকার। সে টাকাও আমরা এখানে চেয়েছি। ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার যা আছে তাতে সাব-প্ল্যান, জুমিয়া পুনর্বাসন ইত্যাদি কাজ কর্মের জন্য ১৮ লক্ষ ৮ হাজার টাকার অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন। । খাদ্য দপ্তরের জন্য প্রয়োজন ২ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা। তার মধ্যে প্রধান হল সাম্প্রতিক যে দাঙ্গা গেল, এই দাঙ্গার চাল, ডাল ইত্যাদি যোগানের জন্য এলটমেণ্ট বাড়ছে, ট্রেন্সপোর্ট খরচ বাড়ছে তাই এই অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দ ধরা হয়েছে। তাছাড়া ত্রিপুরা সরকার রেশন দোকানের মাধ্যমে যে সুগার সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে তার জন্য ২ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত বাজেটের প্রয়োজন। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে প্রয়োজনীয় কাজগুলি সম্পন্ন করার জন্যই এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ হাউসের কাছে পেশ করা হয়েছে অনুমোদনের জন্য। এখন আমি আপনাদের কাছে একটা বক্তব্য রাখতে চাই। এই যে পরিকল্পনাগুলি নেওয়া হয়েছে সেগুলিকে কার্য্যতঃ রূপ দিতে গেলে জনগণের সহযোগীতা ছাড়া কার্য্যতঃ রূপ দেওয়া যাবে না। তাই সরকারী কর্মচারী-

দেরও সহযোগীতা প্রয়োজন। আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, শিক্ষা ক্ষেত্রে, শিক্ষা যাতে বেশী বিস্তৃতি লাভ করে তার জন্য বামফ্রন্ট সরকার গত ৩ বছরে যতটুকু সম্ভব তার চেষ্টা করেছেন। আগে ত্রিপুরাতে কলেজ ছিল ৩টি সরকারী আর ৩টি ছিল বেসরকারী। আমাদের এই বামফ্রন্ট সরকার আরও ৩টি কলেজ খুলেছেন। ১২ ক্লাস স্কুল ছিল আমাদের সরকারে আসার আগে ৩০টি। আমরা সরকারে এসে আরও ২৯টি খুলেছি নূতন করে। মোট ৫৯টি বর্তমানে আছে। হাইস্কুল বামফ্রন্ট সরকার আসার আগে ছিল ১০৫ টি আর বামফ্রন্ট সরকার এসে করেছেন ৪৯টি টোটেল ১৫৪ টি। সিনিয়র বেসিক ছিল ২৮২ টি বামফ্রন্ট সরকার আসার আগে আর বামফ্রন্ট সরকার এসে করেছেন ৬১টি। জুনিয়র বেসিক আগে ছিল ১৫১২৮ টি আর এখন নূতন খোলা হয়েছে আরও ২০৮ টি। বালোয়ারী ৫৬৩ টি আগে ছিল বামফ্রন্ট সরকার আসার আগে আর বামফ্রন্ট সরকার এসে খুলেছেন ৬০০ টি। বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র আগে ছিলই না কিন্তু এখন ২১শটি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এতে ধারণা করা যায় যে নিরক্ষরতা দুর করার জন্য বামফ্রন্ট সরকারের একটা প্রচেষ্টা আছে। তাই নূতন শিক্ষক নিয়োগ থেকে আরম্ভ করে সুষ্টু বদলি নীতি চালু করার জন্য এই সরকার চেষ্টা করছেন। শিক্ষার বিস্তৃতির জন্য যে প্রচেষ্টা সে প্রচেষ্টাকে বানচাল করার জন্য একটা মুষ্টিমেয় অংশ সমাজে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এটা আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে কিছু না কিছু স্কুল পোড়া যাচ্ছে। যদি স্কুল ঘরগুলি এভাবে পোড়া যেতে থাকে তবে আগুনের সঙ্গে ত পাল্লা দিয়ে পারা যাবে না। তাতে ত শিক্ষা ব্যবস্থাটা বানচাল হয়ে যাবে। শুধু পুলিশী ব্যবস্থায় ত আর তা রোধ করা যাবে না তার জন্য শিক্ষক, ছাত্র, গার্জিয়ান সকলকে এ ব্যাপারে স্কুলঘরগুলি রক্ষা করার জন্য প্রচেষ্টা রাখতে হবে। তাহলে পরে খুব কম স্কুলঘরকে তারা সর্বনাশ করতে পারবে। তার জন্য সচেতন থাকার দরকার আছে।

ত্রিপুরার একজন শিক্ষক পরিচালিত স্কুলগুলিতে স্বাভাবিকভাবেই পড়াশুনা কম হবে এবং পড়াশুনা আরো কম হবে কারণ আমরা দুপুরে যে টিফিন দেবার ব্যবস্থা করছি তাতে টিফিন দেবার জন্য শিক্ষককে ব্যস্ত থাকতে হবে ফলে পড়াশুনার ক্ষেত্রে ছাত্রদের খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। এই সকল অসুবিধাগুলি মেটানোর জন্য আমরা স্থির করেছি কিছুদিনের মধ্যে আরো এক হাজার শিক্ষক নিয়োগ করবো অবশ্য কক্‌বরক্‌ শিক্ষক সহ নিয়োগ করা হবে। তবে ঐ একজন শিক্ষক পরিচালিত স্কুলগুলি হচ্ছে সাধারণতঃ গ্রামাঞ্চলে যেখানে উপজাতির অংশের লোকেরা বেশী বসবাস করেন। সুতরাং আমাদের শিক্ষক নিযুক্তির সময় দেখতে হবে তারা যাতে নিকটবর্তী অঞ্চলের বাসিন্দা হন। বিশেষ করে মহিলা শিক্ষিকারা ঐসব গ্রামাঞ্চলে যেতে পারবেন না। সুতরাং আমাদের নিযুক্তির সময় ভালভাবে এইসব অসুবিধার কথা চিন্তা করতে হবে।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখেছি এই শিক্ষার ক্ষেত্রে যেখানে বামফ্রন্ট সরকার দরিদ্র লোকেদের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার জন্য নানা রকম প্রচেষ্টা করছেন সেখানে কিছু রাজনৈতিক দল, স্বার্থান্বেষীর দল বামফ্রন্ট সরকারের এই সকল

কার্যে বাধার সৃষ্টি করছেন। যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ গত জুন মাসের দাঙ্গা। এ সম্পর্কে আমি আর বেশী কিছু বলতে চাইনা কারণ এ সম্পর্কে এর আগে আরো অনেক আলোচনা হয়ে গেছে। এই ধরনের দাঙ্গা সৃষ্টি করে তারা বামফ্রন্টের সকল প্রকার কার্য্যে বাধার সৃষ্টি করছে। আমরা ত্রিপুরার গরীব মানুষের শিক্ষার ক্ষেত্রে, গরীব মানুষদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমরা যে সকল পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি যার রূপায়ণে ত্রিপুরার গরীব, মেহনতী মানুষের আর্থিক উন্নতি হবে, ত্রিপুরার গরীব কৃষকদের উন্নতি হবে, শ্রমিকদের উন্নতি হবে, সে সকল পরিকল্পনাকে যাতে আমরা রূপায়িত করতে না পারি, আমাদের সকল প্রকার অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাকে তারা বানচাল করবার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে। এজন্য এরা নানা রকমের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করছে যাতে করে বামফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করা যায়।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখেছি বিগত দাঙ্গার সময় ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার যখন ত্রিপুরার গণতন্ত্র প্রিয়, শান্তিপ্রিয় মানুষের এবং ত্রিপুরার পুলিশ, সি, আর, পি, এবং বি, এস, এফ বাহিনীর সাহায্যে ভয়াবহ দাঙ্গাকে প্রতিহত করে ত্রিপুরায় শান্তি ফিরিয়ে এনেছেন এটা দেখে দাঙ্গা সৃষ্টিকারী স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক দলগুলি অন্য ভাবে চক্রান্ত করছে যাতে করে ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারকে ভাঙ্গা যায় এবং এখানে রাষ্ট্রপতির শাসন জারী করানো যায়। তবে তাদের এইরূপ চক্রান্তকে ত্রিপুরার শান্তি-প্রিয় মানুষ ধরে ফেলতে পেরেছেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছেন ঐসব চক্রান্তকারীরা কার স্বার্থে চক্রান্ত করছে। সাধারণ মানুষের উন্নতির জন্য যাদের কোন চিন্তা নেই তারা আজ বামফ্রন্ট বিরোধী মোর্চা গঠন করবার চেষ্টা করছে যাতে করে বামফ্রন্ট সরকারকে হেস্তনেস্ত করা যায়। এইতো সেদিন কংগ্রেস (আই) এর সমীর বর্মণ বামফ্রন্ট বিরোধী সকল দলগুলি যথা—আমরা বাঙ্গালী, ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি, কংগ্রেস (আই) এরা সকলে মিলে বামফ্রন্ট বিরোধী মোর্চা গঠন করতে আহ্বান করেছেন। তারা মোর্চা অবশ্য গঠন করতে পারেন, কারণ তাদের সে অধিকার আছে, আন্দোলন করবার অধিকার আছে আমাদের তাতে কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু আমি আজ এই হাউসে দাঁড়িয়ে ত্রিপুরার সাধারন গরীব, মেহনতী কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র-যুবক এঁদের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই এই যে বামফ্রন্ট বিরোধী মোর্চা এটা কার বিরুদ্ধে কার স্বার্থে এই মোচা ? এমন কোন কাজ কি কেহ দেখাতে পারে যে বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার গরীব মানুষের স্বার্থ বিরোধী কিছু করেছে ?

বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেই নিচু স্তরের কর্মচারীদের দিকে আগে দৃষ্টি দিয়েছেন। কনটিনজেন্ট কর্মীদের রেগুলার করেছেন। তাদের বেতন বৃদ্ধি করেছেন, যেখানে বেতন বৃদ্ধি করা সম্ভব নয় সেখানে সরকার ভাতা বৃদ্ধি করেছেন। বিভিন্ন দফায় দফায় তাদের ৪৫ টাকা, ৩০ টাকা এবং ১৫ টাকা হারে ভাতা বৃদ্ধি করেছেন। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের পুজোর সময় প্রতিবৎসর এক্সগ্রেসিয়া দিচ্ছেন। তবে অবশ্য আমরা প্রথম শ্রেণীর কর্মচারীদের দিকে বেশী নজর দিতে পারিনি। তাদের আমরা এক্স-গ্রেসিয়া দিতে পারি নি। এরজন্য তারা আমাদের উপর অসন্তুষ্ট হতে পারেন কিন্তু আমরা

তাদের বলেছি তারা যেন একটু ধৈর্য্য ধরেন। কারণ আগে আমাদের নিম্নশ্রেণীর কর্মচারীদের দিকে তাকাতে হবে। তারপর আমরা তাদের বিষয়টি বিবেচনা করব। সুতরাং মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এই যে বামফ্রন্ট বিরোধী মোর্চা এটা শুধু বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে নয় এটা ত্রিপুরার গণতন্ত্রপ্রিয় সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে মোর্চা।

আমরা দেখেছি গত দাঙ্গার সময় তিন লক্ষাধিক নরনারী শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। দাঙ্গাকে দমন করে ঐসব শরণার্থীরা যাতে আবার নিরাপদে তাদের বাড়ীঘরে বসবাস করতে পারেন তার ব্যবস্থা আমরা করেছি, আমরা বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ, মিলিটারী ক্যাম্প বসিয়েছি তাদের নিরাপত্তার জন্যে। আর সেইসব শরণার্থীরা যখন বাড়িঘরে ফিরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছেন ঠিক তখনই বামফ্রন্ট বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর লোকেরা শরণার্থীদের ভয় দেখাচ্ছেন যে তারা যদি তাদের বাসস্থানে আবার ফিরে যান তবে তাদের উপর আবার হামলা হবে। কতবড় দুষ্ট এরা!

তবে হ্যাঁ, এত বিরাট সংখ্যক লোকদের রিলিফ দিতে হয়েছে, সেখানে আমাদের কিছু কিছু ভুলভ্রান্তি থাকতে পারে। কিন্তু আমাদের একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, আমাদের যারা বিরোধীতা করছেন তাদেরই বড় বড় নেতারা দিল্লী থেকে, কলিকাতা থেকে এখানে এসেছেন, তারা দেখেছেন এতবড় দাঙ্গা এবং বিশৃঙ্খলার মধ্যে বামফ্রন্ট সরকার কিভাবে রাজ্যে শান্তি ফিরিয়ে এনেছেন। এই তো সেদিন কংগ্রেস (আই)-এর পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি শ্রীঅজিত পাঁজা এলেন ত্রিপুরা পরিদর্শন করতে। তিনি ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকারের কার্য্যকলাপ দেখে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে মন্তব্য করলেন যে, ত্রিপুরায় সত্যি বামফ্রন্ট সরকার কিছু কাজ করছে। তিনিও বলেছিলেন; আর একটু সহযোগিতা হলে ভাল হয়। 'তবে মোটামুটি যা চলছে' ভালই চলছে। এটা আমার কথা নয়। তাঁদেরই কাগজে এই কথা বলেছে, যে কাগজে অনবরত বামফ্রন্ট বিরোধী বিষোদ্‌গার করত। তাহলে কাদের জন্য রাষ্ট্রপতির শাসন? কিসের জন্য বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে এই মোর্চা? কাজেই আজকে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের এই যে কাজ তাদেরও বুঝতে হবে। আমরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ এর আইনটাকে চালু রেখেছি। যখনি শান্তি ফিরে আসবে তখনি স্বশাসিত জেলা পরিষদ হবে। সংবিধানে যেটা স্বীকৃত, আইনে যেটা স্বীকৃত, রাষ্ট্রপতি যেখানে সই দিয়েছেন সেটা আইনসঙ্গত .গৌহাটি হাইকোর্ট যেখানে রায় দিয়েছে এটা আইনসঙ্গত, আমরা সেটা চালু করব। এই মোর্চা কিসের? উপজাতি যুবসমিতি, কংগ্রেস আই সমীর বর্মণের ডাকে সংগঠিত হচ্ছে এর বিরুদ্ধে। এটা গণতান্ত্রিক মানুষের ভাল করে বুঝতে হবে। তারপর ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব মানুষের কাছে এটা খুবই পরিস্কার যে বামফ্রন্ট সরকার এই অল্প সময়ের মধ্যে যতটুকু আন্তরিকতার সাথে এবং গরীব মানুষের স্বার্থের প্রতি আনুগত্য রেখে কাজ কর্ম করেছেন একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ বা কেরালার সরকারকে বাদ দিলে এই ৩৩ বছরে ভারতবর্ষের মধ্যে কোন সরকার এই ধরনের কাজ করেছে বলে কোন নজীর কেউ দেখাতে পারবে না। এই ত্রিপুরা তো নয়ই। সেই অভিজ্ঞতা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের আছে বলেই, ওরা যেমন বামফ্রন্ট বিরোধী

একটা মোর্চার ডাক দিয়েছেন, আমরা ডাক দিয়েছি জনস্বার্থ বিরোধী কাজ যারা করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে বামগণতান্ত্রিক শক্তি আরও বেশী জোরদার করতে এবং প্রতিটি ষড়যন্ত্রকে ধ্বংস করতে। অতীতে ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক মানুষ তা করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। দাঙ্গার আগুণ তারা লাগিয়েছিল এবং একটু আগে যে এখানে প্রশ্ন উঠেছিল যে এখানে খুন হয়, ব্যক্তিগত সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে কংগ্রেস (আই), উপজাতি যুবসমিতি ত্রিপুরা রাজ্যের রাজনীতিটাকে আতঙ্কগ্রস্ত করে রাখে, এই যে আর একটা প্রচেষ্টা দাঙ্গাটাকে জোর করে লাগিয়ে রাখার সেটাকে ব্যর্থ করতে হবে। সেজন্য অতন্দ্র প্রহরী হিসাবে ট্রাইবেল নন-ট্রাইবেল সমস্ত গণতন্ত্রপ্রিয় সজাগ প্রহরা দিয়ে রাখতে হবে। এই আবেদন আমি আবার হাউসের কাছে রাখব যে জনগণের কাজকর্ম করার জন্য যে অতিরিক্ত টাকা আমরা মঞ্জুর করবার আবেদন করেছি সেটা সরকারকে মঞ্জুর করে দিয়ে জনগণের কাজকর্ম করে দেওয়ার একটা সুযোগ যাতে দেওয়া হয়। এই আবেদন রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার---শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এই হাউসে মাননীয় মুখ্য-মন্ত্রী যে অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দের দাবী করে বাজেট উত্থাপন করেছেন আমি তা সমর্থন করছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এটা এই হাউসের সদস্যরা যেমন জানেন, গোটা ত্রিপুরা রাজ্যের খেটে খাওয়া মানুষ জানে ৩২ বছরের কংগ্রেস রাজত্বে সাধারণ মানুষকে কোন্ পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। মানুষ সাধারণ কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, মধ্যবিত্ত যে কোন স্তরের মানুষই হোক না কেন এদের যে পাঁচ বছর পর পর একটা করে ভোট দেওয়ার অধিকার ছাড়া আরও কিছু সাং-বিধানিক সুযোগ রয়েছে ৩০ বছরের কংগ্রেস রাজত্বে সেটা মানুষ ভুলে গিয়েছিল। জীবনের মূল্যবোধ মানুষ হারিয়ে ফেলেছিল। তারপর দেখলাম ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হল। তখন এই শ্মশানকে সুজলা, সুফলা, শস্য শ্যামলা করবার দায়িত্ব বামফ্রন্ট সরকারের উপর পড়ল। তারা অতন্দ্র প্রহরীর মত গুটি গুটি পা ফেলে অগ্রসর হতে লাগলেন। তাই এই তিন বছরে মানুষ জীবনের মূল্যবোধকে ফিরে পেয়েছে। গ্রামে গঞ্জে ক্ষেত মজুর শ্রমিক তারা তাদের সামাজিক জীবনে ফিরে এসেছে। মানুষের অধিকার বোধ বেড়েছে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কি শ্রমিক কি কৃষক, কি ছাত্র, কি কেরাণী কর্মচারী তারা আরও বেশী বেশী অধিকার চাইছেন এবং তারা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বুঝেছে যে ৩০ বছরে কংগ্রেস রাজত্বের মধ্য দিয়ে তারা শুধু বঞ্চনা পেয়েছে। এই তিন বছরে প্রতিনিয়ত এই বামফ্রন্ট সরকারের প্রতি তাদের প্রত্যাশা বাড়ছে। এই প্রত্যাশাকে মূল্য দিতে গিয়ে তার পূর্বে যে বাজেট বরাদ্দ করা হয় তা খরচ করেও অতিরিক্ত বরাদ্দের জন্য সাপ্লিমেন্টারী বাজেট উপস্থিত করতে হচ্ছে। এটা হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকারের ৩ বছরের সাফল্য। মানুষের প্রত্যাশাকে মূল্য দেওয়ার নজীর। কারণ প্রতি বছরেই বুঝা যায় কোন দিকে মানুষের চাহিদা বাড়ছে। এটা প্রথম দিকেই সঠিকভাবে উপলব্ধি করা যায় না। এটা

প্রতি বছর কাজের মধ্য দিয়ে বুঝা যায়। সেজন্য এই সাপ্লিমেণ্টারী ডিমাণ্ড এখানে উপস্থিত করা হয়েছে এবং সেজন্য আমি এটাকে অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত মনে করছি।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি দেখেছি যে বামফ্রণ্ট কাজের মধ্য দিয়ে সমাজের প্রতি স্তরের মানুষের, তার যে কিছু চাহিদা আছে সেই চাহিদা পূরণে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে এবং একটা সুনিদিষ্ট কর্মসূচী নিয়ে বামফ্রণ্ট এগিয়ে যাচ্ছে এবং যার ফলে বিভিন্ন গ্রামে গঞ্জে আমরা দেখেছি তার কাজকর্মকে প্রয়োগ করতে গিয়ে সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্থ হতে হচ্ছে কোন অংশ? যারা প্রতি বছর সরকারী অর্থকে আত্মসাতের জন্য সচেষ্ট ছিল, লক্ষ লক্ষ গরীব মানুষকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য সচেষ্ট ছিল সেই জোতদার জমিদার মহাজনের অংশ আজকে আর আগের মত কৃষককে শোষণ করতে পারছে না। সেজন্য সেই ৩০ বছরের রাজত্বে যেখানে একটা ভূমিহীন ছোট কৃষক তার হাত দুটো বাধা পড়ে থাকত মহাজনের কাছে, তিন বছরের বামফ্রণ্ট রাজত্বে ঐ ভূমিহীন কৃষকের জোতদার, জমিদার মুনাফাখোর মজুতদারদের কাছে তারা যে হাত পা বাঁধা ছিল সেই হাতগুলি ছুটে গেছে। সেই হাতগুলি মুক্ত হয়েছে আস্তে আস্তে এবং আমরা দেখি ফুডফর ওয়ার্কের কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে গোটা রাজ্যের মানুষের কি জাগরণ। সুতরাং বামফ্রণ্ট তার ঐতিহাসিক দায়িত্ব এই কাজের মধ্য দিয়ে এবং সীমিত ক্ষমতার মধ্য দিয়ে মানুষকে তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন করছেন সব স্তরে। ছাত্ররা আগে কখনও কল্পনা করতে পারে নি যে তাদের জন্য টিফিনের ব্যবস্থা করা হবে। আমরা দেখেছি, আগে যখন ছাত্ররা তাদের বিভিন্ন দাবীদাওয়া, নিয়ে কংগ্রেস সরকারের কাছে আসতো, তখন বলা হতো, দাবী-দাওয়া এই কি মামার বাড়ী পেয়েছ যে চাইলেই মোয়াটা পাওয়া যাবে। ছাত্ররা তখন বিশ্বাস করতো না যে, এই রকম অবস্থার মধ্যেও তাদের জন্য স্কুলের টিফিনের ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু আজকে বামফ্রণ্ট ক্ষমতায় এসে, তাদের জন্য সেই ব্যবস্থাটা করেছেন। আজকে বিধান সভায় দাবী উঠেছে যে, সিনিয়র বেসিকের বাচ্চারা টিফিন পাচ্ছে, হাই এবং হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের বাচ্চারা পাবে না কেন আজকে এটাও চিন্তা করা হচ্ছে যে, হাই অথবা হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের ছেলে মেয়েদের টিফিন দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায় কিনা। কাজেই আজকে যখন এই রকম চেতনার বিকাশ ঘটছে, তখন ছাত্র সমাজও বুঝতে পারছে যে সত্যিই সরকারের কাছেও তাদের কিছু অধিকার আছে, অবশ্য যদি সেই রকম গভর্ণমেন্টের সৃষ্টি হয়, তবেই সেটা করা সম্ভব। যদিও আমরা জানি যে বিগত ৩২ বছরে স্বাধীনতার পরেও সেই আগের সমাজ ব্যবস্থাকে চালু রাখা হয়েছে যে কারো অভাব ঘুচাব না। শ্রমিক যারা রয়েছেন, তাদের অভাব দূর হবে না, কৃষক যারা রয়েছেন তাদের অভাব দূর হবে না কিন্তু এই বামফ্রণ্টের আমলেই প্রথমে দেখা গেল যে এই অবস্থার মধ্যেও সাধারণ মানুষের পক্ষে গভর্ণমেণ্ট আরও কিছু সুযোগ সুবিধা করে দিতে পারে, আরও কিছু উন্নতির কামনা করে এগিয়ে যাওয়ার যে পথ, এই অবস্থাটা আমরা আমাদের বামফ্রণ্ট সরকারের রাজত্ব কালে সাধারণ মানুষ তার স্বাদ পেয়েছে। কাজেই যারা চাইছেন যে ক্ষেত মজুরেরা, ক্ষেত মজুরই থাকুক, শ্রমিকরা শ্রমিকই থাকুক, পাহাড়ীরা পাহাড়ীই

থাকুক, তারা যে টং ঘরে আছে, সেই টং ঘরেই বসবাস করুক, তাদের উন্নতি অথবা বিকাশের কোন সুযোগই সৃষ্টি করা যাবে না। তারা যে যে নামে আছে, সেই নামেই থাকুক, তাদের কোন উন্নতির দরকার নাই। তাই দেখা যাচ্ছে যে আমাদের দেশে ৩৩ বছর পরেও যারা সিডিউল্ড কাস্ট ছিল, তারা সিডিউল্ড কাস্টই রয়ে গেল, যারা হরিজন ছিল, তারা হরিজনই রয়ে গেল, যারা ট্রাইবেল ছিল, তারা ট্রাইবেলই রয়ে গেল। এই অবস্থাটাকে যারা বজায় রাখতে চান, তারা আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের উপর যে স্বাভাবিক ভাবে ক্ষিপ্ত হবেন, এই বিষয়ে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু নেই। আমিও এই বিষয়ে আশ্চর্য্য হই না। তাই আমি আজকে এটাকে একটা নজীর টানতে চাই না। যে সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল অংশ ছাত্র সমাজের অধিকার হরণ করে, শ্রমিক সমাজের অধিকার হরণ করে অথবা অন্যান্য দুর্বল অংশের মানুষের অধিকার হরণ করে, তারা এটা বিগত ৩৩ বছর ধরে যেমন করেছে, এর পরেও সেটা করে যাবে। কারণ ভূমিহীনদের ভূমি পাওয়ার যে অধিকার আছে, সেই অধিকার থেকে স্বাধীনতার ৩৩ বছর পরেও তাদেরকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। কাজেই তিনি কর্মচারী হউক, শিক্ষক হউক, তার যে অধিকার, সেটা তার জন্য জুটবে না। এটাকে আমি কোন মতেই সমর্থন করতে পারি না। কাজেই কারা এর জন্য চক্রান্ত করছেন, সেটা ত্রিপুরা রাজ্যের সকল অংশের মানুষেরই জানা, তারা বিভিন্ন সময়েতে, বিভিন্ন ভাবে চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছেন। কেন না তারা কখনও বলছে যে সি, পি, এমকে হঠাবার আন্দোলন কর। তাদের এইসব দাবীর কথা আমরা শুনে আসছি, বিভিন্ন রকম পরিকল্পনার মাধ্যমে চক্রান্ত করে তারা এগুবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু তাতেও যখন কিছু করা সম্ভব হল না, তখন তারা ত্রিপুরাতে একটা দাঙ্গা লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলো এবং সেই দাঙ্গার সংগে সংগে যে কথাটা উঠেছে, সেটা হল ত্রিপুরাতে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু কর। রাষ্ট্রপতির শাসন যেন ত্রিপুরার দাঙ্গা মিটিয়ে দিবেন, এটাই ছিল তাদের একমাত্র কামনা। কই তখন তো সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে, যারা কংগ্রেসী করেন, যারা টি, ইউ, জে, এস করেন বা অন্যান্য রাজনীতি করেন, তারা তো এই কথা দাবী করেন নি যে এই দাঙ্গাতে ত্রিপুরার ৩ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাদের জন্য রিলিফ চাই, তাদের জন্য আরও বেশী পরিমাণে খাদ্য চাই। আজকে সেই সব লোকেরা, যারা বামফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চান, তারাই এই কাজগুলি করেছেন। সুতরাং এই যে একটা ভয়াবহ পরিস্থিতি, এই পরিস্থিতিতে দাঙ্গা বাঁধিয়েও বামফ্রন্টকে সরানো যায় নি, তাই নূতন করে আবার তারা তাদের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। যার জন্য গোটা ভারতের মানুষ অবাক হয়ে দেখছে যে সামান্য দাঙ্গা উত্তর প্রদেশে লাগলো, ৩।৪ দিনের মধ্যে যেটা মিটে যাবার কথা, এখনও সেটা চলছে। আসামে তো গত ১৪ মাস ধরেই চলছে, সেখানে কিছু হচ্ছে না। অথচ এখানকার বামফ্রন্ট সরকারকে বেশীদিন টিকিয়ে রাখা যায় না। কিন্তু ত্রিপুরার মানুষ সেই দাঙ্গাকে বন্ধ করে দিয়েছে, তাদের মধ্যে শুভ বুদ্ধির উদয় হয়েছে। কাজেই সর্বাঙ্গীণ ভাবে

যারা চক্রান্ত করছেন, তারা আবারও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। টি, ইউ, জে, এস নূতন ভাবে দাঙ্গা বাধাবার জন্য দুই ধরনের চেষ্টা নিয়ে এগুচ্ছে বলে আমি মনে করি। তাদের একটা হচ্ছে গোপনে গোপনে সংগঠিত করা, আর একটা হচ্ছে অস্ত্র দিয়ে একটা টেন্সানের সৃষ্টি করা। তারা বলে বেড়াচ্ছে যে অটোনোমাস ডিষ্ট্রিকট কাউন্সিল হচ্ছে না। কিন্তু বামফ্রন্ট তো অটোনোমাস ডিষ্ট্রিকট কাউন্সিল করার জন্য নির্বাচনের তারিখ পর্যন্ত ঘোষণা করে দিয়েছিল। তারপরেও তারা বলছে যে বামফ্রন্ট তাদের আমলে অটোনোমাস ডিষ্ট্রিকট কাউন্সিলের নির্বাচন করতে চায় না। এর মূলে কি রয়েছে, কংগ্রেস আই পিছনে রয়েছে। আমি শুনলাম যে গত পরশুদিন বাধারঘাটে আমরা বাঙালী দলের নেতাদের সঙ্গে তাদের একটা গোপন বৈঠক হয়েছে, সেই বৈঠকে তাদের মধ্যে ভবিষ্যত বিষয় নিয়ে গোপন শলা পরামর্শ হয়েছে। তাহলে দেখছি যে টি, ইউ, জে, এসের নূতন করে কিছু বলার নেই, তারা তো আমরা বাঙালীর সঙ্গেও গোপনে বৈঠক করছে। যে দল ঘোষণা করেছিল যে ত্রিপুরাতে যদি অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল হয়, তাহলে তারা ত্রিপুরার বুকে রক্ত গঙ্গা বইয়ে দেবে। আর কংগ্রেস (আই) সে তো টি, ইউ, জে, এস এবং আমরা বাঙালীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এখানে সেখানে মিটিং করছে। কাজেই এই সব থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে তারা সবাই মিলে ত্রিপুরার বুক থেকে বামফ্রন্টকে উৎখাত করবার চেষ্টা করছে। আজকে তিন দল মিলে এক মোর্চা গড়তে চাইছে বামফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করার জন্য। বামফ্রন্ট সরকার যেখানে চারটা দাবী মেনে নিয়েছেন সেখানে তারা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। ট্রাইবেলদের স্বার্থের বিরুদ্ধে তারা কাজ করছে। আজকে আমরা দেখছি, বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে একটা চক্রান্ত চলছে। তারমধ্যে স্থানীয় কিছু পত্রপত্রিকাও বাদ পড়ে নি। মানীয় স্পীকার স্যার, আমি কয়েকটা ঘটনা এখানে তুলে ধরতে চাই। স্থানীয় একটা লব্ধ প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা দৈনিক সংবাদ। আমি ভূমিকায় কিছু বলতে চাই ত্রিপুরার মানুষের কল্পিত কাহিনী এই পত্রিকাটি মানুষের সামনে তুলে ধরে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে। এমন প্রতিনিয়ত ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে। শুধু অতীতের কয়েকটা ঘটনা স্মরণ করতে চাই। এই দাংগার সময়ে কোথায় কোন জংগলে কোন মেয়ের উপর বলাৎকার করা হয়েছে এই সমস্ত ঘটনা তিনি তার পত্রিকায় তুলেছেন। যেন তিনি নিজে দেখে এসেছেন। বলাৎকার করা হয়েছে এই কথা বুঝলেন কি করে? আমরা দেখছি ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে উত্তর প্রদেশে দাংগা হয়েছে। কিন্তু সেখানকার মানুষের ভাগ্য ভাল যে সেখানে দৈনিক সংবাদের মত মিথ্যা সংবাদ প্রচার করার মত কোন পত্রিকা ছিল না। মধ্যপ্রদেশে খুন দংগা হয়েছে কিন্তু এই রকম কল্পিত কাহিনী সৃষ্টি করে কোন পত্রিকা দাংগাকে উস্কানি দেয় নি। এই পত্রিকা কিভাবে সংবাদ প্রকার করেছে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। ১৪ তারিখে একটা সংবাদ প্রচাশ করছে---এটা নিন্দনীয় ঘটনা সন্দেহ নেই যে বিহারে কিছু লোককে ধরে অন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে চারজনকে চোখের মধ্যে কি সব দিয়ে অন্ধ করা হয়েছে। তিনি সংবাদ পরিবেশন করলেন যে এতে সি পি এমের লোক আছে। এটার উপর তিনি এডিটরিয়েল লিখলেন বর্বরতা ভিন্ন নামে ভিন্ন গোত্রে এই দৈনিক সংবাদ যাদের

স্বার্থে কাজ করছেন তারাই বলছেন যে এটার মধ্যে রাজনীতি নেই। শ্রীমতি গান্ধী বলছেন যে এর মধ্যে রাজনীতি নেই। জ্যোতিবাবু বলছেন যে এর মধ্যে রাজনীতি নেই। ওখানে স্থানীয় লোক ধানচুরির ব্যাপারে যারা এই ব্যবস্থা করেছে তারা জুতদার তারা কংগ্রেস (আই)এর লোক। মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করছে এই দৈনিক সংবাদ পত্রিকা। এমনভাবে সংবাদ পরিবেশন করেছে এই দৈনিক সংবাদ যাতে সাধারণ মানুষকে উত্তেজিত করা যায়। একটা পত্রিকার সংবাদ পরিবেশন করতে যে শালিনতাটুকু থাকা দরকার সেটুকুও এই পত্রিকার সম্পাদকের নেই। এই ব্যাপারে তদন্ত হয়েছে এটা জেনেও তিনি লিখলেন না। গত ২৩-১২-৮০ ইং তারিখে তিনি একটা সংবাদ লিখলেন যে নকলের তদন্তে পুলিশ। কল্পিত কথা দিয়ে একটা স্কুলের ছাত্রীর বিরুদ্ধে এই সংবাদ খবরটা লিখলেন। ওখানে যে মেয়েটাকে এক্সপেল করা হল রমেশ হাই স্কুল থেকে সেই মেয়েটা থার্ড ক্লাস মেয়ে নয়। এই মেয়ে ক্লাস নাইনে পড়ে। সে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিলে সেকেণ্ড ডিভিশন নয় ফার্ষ্ট ডিভিশনে পাশ করবে। এটা রমেশ স্কুলের সকলেই জানে। এই মেয়ে সেই চক্রান্তের মধ্যে পড়েছে। এর সঙ্গে নাকি একজন আই, বি, ইনস্পেক্টরও আছেন। ঐ স্কুলে যারা কংগ্রেস (আই) করে তারা শুধু এটাকে রাজনৈতিক কালার দিচ্ছে। এটা নকলের কাণ্ড নয়। এই সংবাদ পত্র মিথ্যাটুকুই শুধু তুলে ধরেছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাকে আর তিন মিনিট সময় দেন। এর পর এই বরাদ্দ সম্পর্কে এই পত্রিকা গত ২৫-১২-৮০ ইং তারিখে লিখেছে যে, এটা শুধু কর্মচারীদের ডি, এ, দেওয়ার জন্য এই বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। কিন্তু এর সঙ্গে যে অন্যান্য কাজের কথাও আছে যেমন ছাত্র ছাত্রীদের বই, স্কলারশিপ ষ্টাইপেণ্ড, টিফিনের টাকা, বার্ধক্য ভাতা ইত্যাদি দেওয়ার এটা "দৈনিক সংবাদ" দেখেনি। শুধু ডি, এ অ্যালাউন্স বাড়ানোর জন্য এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেট করা হয়েছে এটাই লিখলেন। কিন্তু কর্মচারীরাও তো সমাজের একটা অংশ, তাদেরও সংসার আছে তাদের উপরে অনেকগুলি লোক নির্ভর করে। কাজেই জিনিসপত্রের দাম বাড়লে তাদেরও ডি. এ ইত্যাদি বৃদ্ধি হয়। দৈনিক সংবাদ আসল তথ্যটুকু পরিবেশন না করে শুধু কর্মচারীদেরকে দিয়ে দিচ্ছে এই বলে গ্রামের মানুষকে, ভূমিহীন কৃষক শ্রমিক-দেরকে তাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দিচ্ছে। এটা উদ্দেশ্যমলকভাবে প্রচার করছে।

স্যার, সব থেকে জঘন্যতম পরিকল্পনা রয়েছে এই দৈনিক সংবাদের মধ্যে, তা উদ্ঘাটিত করলেই দেখা যাবে। গত ১৯।১২।৮০ইং এর দৈনিক সংবাদের খবর বেরিয়েছে যে, ফুড-ফর-ওয়ার্কের টাকার নয় ছয় করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার এ. জিকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তলব করে পাঠিয়েছেন। সম্পূর্ণ অসত্য কথা। এরকম কোন খবর আমাদের জানা নেই। আমরা জানি না, কেন্দ্র থেকে এ, জি, কে ডেকে পাঠিয়েছেন কিনা। কিন্তু যদি না করে থাকেন, তাহলে এই অসত্য খবর বলার তাৎপর্য্যটা কি বুঝতে হবে। কারণ, ঐ দৈনিক সংবাদের উগ্র সম্পাদক জানেন, ফুড ফর ওয়ার্ক কর্ম্ম সূচীর মধ্য দিয়ে নীচু তলার যে মানুষ যাদের এতদিন পায়ের নীচে ফেলে রাখা হয়েছিল সেই সব মানুষ আজকে জাগছে, তাদের অধিকার জেগে উঠেছে সুতরাং এখন আর সস্তাদরে শ্রমিক পাওয়া যায় না, ২ টাকা দিয়ে শ্রম কিনা যায় না। সুতরাং যারা

মহাজন, জোতদার তাদের গায়ে লাগছে বড়। দৈনিক সংবাদের সম্পাদকেরও গায়ে লাগছে। কারণ, উনি ত ওদেরই সেবা করছেন এবং এদের সেবার জন্যই সংবাদ পত্র পরিচালনা করছেন, সাংবাদিক-টাংবাদিক রাখছেন। কাজে কাজেই তার গায়ের মধ্যে লাগবে। তা না হলে এত বড় মিথ্যা কথা বলতে পারতেন? ওরা চান, ত্রিপুরা রাজ্যের ৩০ বছরী কংগ্রেসী রাজত্বে যে শোষণ করেছেন, যে বঞ্চনা করেছেন, মানুষকে অমানুষ করে রাখার যে কাজে লিপ্ত ছিলেন সেই সরকার থাকলেই তাদের সুবিধা হয়। এই জন্যই চেষ্টা করা হচ্ছে। আবার অন্যদিকে এই সব বলে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে, বামফ্রন্ট সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করে যাতে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে ক্ষেপিয়ে দেওয়া যায় তার জন্য একটা নিরবেচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চলছে। তাই ১৪ তারিখ থেকে ২৯ তারিখের মধ্যে এতগুলি মিথ্যা কথা বলা হল, এত সব মিথ্যা ঘটনা তুলে ধরা হল মাত্র ২ সপ্তাহের মধ্যে। সেই জন্যই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এ কথা বলতে চাই যে, এই সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টকে কেন্দ্র করে এর মধ্য দিয়ে যাতে গোটা ত্রিপুরার প্রতিক্রিয়াশীল চক্র এবং উপজাতি যুব সমিতির লোক এই সব করছেন ঠিক তেমনি কংগ্রেস (আই), আমরা বাঙ্গালী এই সব দল বুঝতে পারছে, আলাদা আলাদা ভাবে আর তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সম্ভাবনা লিপ্ত হবার উপক্রম হয়েছে। তাদের ভ্রান্ত নীতির ফলে, দাঙ্গা-হাঙ্গামার পক্ষে তাদের লিপ্ত থাকার ফলে মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার জন্য আজকে বুঝতে পারছে তাদের জোট বদ্ধ হতে হবে। সে জন্য জোট বদ্ধ হতে চেষ্টা করছে। এই জোট কিসের জোট? এই জোট হচ্ছে, ত্রিপুরার ১৮ লক্ষ গরীব মানুষের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের জোট এবং এই জোটের মুখপাত্র ত্রিপুরার বহুল প্রচারিত বলে খ্যাত সংবাদ পত্র দৈনিক সংবাদ পত্রিকাটি। সুতরাং আমি এখান থেকে আবেদন রাখব, এই ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের কাছে ঐ যে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের জোট চেষ্টা করছে বামফ্রন্ট সরকারের যে প্রচেষ্টা, সাধারণ মানুষের সুযোগ করে দেবার যে প্রচেষ্টা, সেটাকে বানচাল করার, তারা রাষ্ট্রপতির শাসনের জন্য চীৎকার করছে কিংবা মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবী করছে সেটা ভেঙ্গে দিতে। কেন পদত্যাগ করবেন নৃপেন বাবু? তাদের খুশী করার জন্য নৃপেন বাবু কেন পদত্যাগ করবেন? "দৈনিক সংবাদ" জেনে রাখুন, ত্রিপুরার মানুষ যতদিন চায় ততদিন এই সরকার থাকবে। দৈনিক সংবাদের কথায় নৃপেন বাবু পদত্যাগ করবেন না। কংগ্রেস (আই), উপজাতি যুব সমিতির কথায় নৃপেন বাবু পদত্যাগ করবেন না। কারণ, গরীব মানুষের শ্রদ্ধায় বাম-ফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেছেন। কাজে কাজেই যতদিন ত্রিপুরার মানুষ চায়, ততদিন পর্য্যন্ত বামফ্রন্ট সরকার থাকবে এবং শত প্রতিকুলতাকে উপেক্ষা করে এই ত্রিপুরার মানুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই সরকার লড়াই করে টিকে থাকবে এবং আগামী দিনেও থাকবে। গোটা ভারতবর্ষে যাতে এই সাধারণ মানুষের কথা তুলে ধরতে পারে তার জন্য ত্রিপুরার জনগণের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ত্রিপুরার নেতৃত্ব দিবে এই আশা রেখে এবং এই আবেদন রেখে এই হাউসের কাছে বলছি, যে গ্র্যান্টস্ এখানে চাওয়া হয়েছে ত্রিপুরার মানুষের কল্যাণের জন্যে সেই গ্র্যান্টস্কে যেন এই হাউস পাশ করিয়ে দেন এবং সঙ্গে

সঙ্গে ত্রিপুরার মানুষের কাছে এই আবেদন রাখব, যারা ত্রিপুরায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা লাগাবার চেষ্টা করেছিলেন, যারা ত্রিপুরার বিশৃঙ্খলার চেষ্টা করেছিলেন, ত্রিপুরার মানুষ যে ভাবে সংঘবদ্ধ হয়ে এই দাঙ্গাকে থামিয়ে দিয়েছেন এবং ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রেখেছেন, যারা ঐ গণতন্ত্রকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেবার চেষ্টা করছেন তারা বামফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে অতন্দ্র প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে যেন এই চক্রান্তের মোকাবিলা করেন এবং বামফ্রন্ট সরকারের যে সব গণতান্ত্রিক কর্মসূচী নিয়েছেন সে সবে সাহায্য করার আবেদন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ইনক্লাব জিন্দাবাদ ॥

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী মাখন লাল চক্রবর্তী। আমি মাননীয় সদস্যদের কাছে আবেদন রাখছি, তারা যেন তাদের বক্তব্য ১০।১২ মিনিটের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দের যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন সেটাকে আমি সমর্থন জানিয়ে আমি আমার ২।৪ টি কথা বলছি। আজকে বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার ক্ষমতায় এসেছে তিন বছর পূর্তি হতে চলছে। তবে সেই বামফ্রন্ট সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এই সরকারে এসেছিলেন এবং যে ইস্তাহার এই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কাছে রেখেছিলেন আজকের এই বাজেটে তা প্রতিফলিত হয়েছে। সেটা আর বেশী বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ, এই বাজেটে ত্রিপুরা রাজ্যের শতকরা ৯০ জন লোকের স্বার্থের বাজেট সেটা আজকে সবাই জানে। এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে যা ধরা হয়েছে সে বিষয়গুলির উপর দিয়েই তা পরিষ্কার হয়ে গেছে। এই বাজেট ত্রিপুরা রাজ্যের শ্রমজীবী মানুষ, ক্ষেতে-খামারে যারা কাজ করে, যারা ভূমিহীন, জুমিয়া, ক্ষেত-মজুর, দিন মজুর থেকে আরম্ভ করে কৃষক, শিক্ষক, কর্ম্মচারী এই সব লোকের স্বার্থের দিকে নজর রেখেই আনা হয়েছে। তারই প্রতিফল আমরা আজকে পাচ্ছি। প্রথম বাজেটেই বামফ্রন্ট তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে। আমরা জানি নির্বাচনে জয়লাভ করে এসে যখন প্রথম মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ করা হয় সেই ১৯৭৮ সালের ৫ই জানুয়ারী রাজ্যপালের সামনে তখন তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলেন, জনগণের কাজ করার জন্য। সেই সময় ২টি কথা বলেছিলেন এই ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে যিনি নির্ব্বাচিত হলেন উনি এবং শিক্ষা মন্ত্রী রাজ্যপালের ভবনের সামনে বিরাট এক জনসাধারণের সামনে আর একটি কথা বলেছিলেন বিরাট করতালির মধ্যে। তিনি বলেছিলেন, ত্রিপুরার জনসাধারণকে আমি একটি কথা বলতে চাই, ত্রিপুরার একটি মানুষকেও আমরা অনাহারে মরতে দেব না। তিনি আরো বলেছিলেন, আপনারা হচ্ছেন জল, আমরা মাছ। আপনাদের জলের মধ্য থেকে আমরা আপনাদের আহার জোগাব। সেটাও করতালির মধ্য দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন। সেদিন আমি উপস্থিত ছিলাম। মুখ্যমন্ত্রী বললেন আমরা হচ্ছি ভৃত্য আর ত্রিপুরার জনগণ হচ্ছে প্রভু। শিক্ষামন্ত্রী বললেন আমরা হচ্ছি মাছ আর ত্রিপুরার জনগণ হচ্ছেন জল। এই ভৃত্য ও প্রভুর সম্পর্ক, মাছ ও

জলের সম্পর্ক তারা কিভাবে প্রমাণ করবেন। সেটা তাঁরা প্রমাণ করেছেন এই বাজেটের মধ্যে দিয়ে। সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের যতগুলি ডিমাণ্ড আছে, সেই ডিমাণ্ডগুলি ব্যাখ্যা করলে প্রভু এবং ভৃত্য, জল এবং মাছের সম্পর্ক পরিষ্কার হয়ে উঠে। কাজেই আজকে আমরা লক্ষ্য করেছি যে যেভাবে উন্নয়নমূলক কাজকর্ম হচ্ছে, একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া ভারতবর্ষের আর কোথাও এই অবস্থা আমরা দেখতে পাই না। আজকে শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষাক্ষেত্রে বাজেটে বরাদ্দ রেখেছেন। সেটা কিসের জন্য ? শিক্ষা ক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্যই। ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার ছাত্রদেরকে দুপুরে টিফিন দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন যা ভারতবর্ষের আর কোথাও দেখা যায় না। স্যার, এক সময় আমরা শিক্ষার জন্য আন্দোলন করেছিলাম। আমরা খোয়াইতে কলেজের জন্য ছাত্র ফেডারেশন একটা মিছিল বের করলাম। কিন্তু আমাদের সেই মিছিলকে বেআইনী বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। আগরতলায় রক্তের বন্যা বইয়ে দেওয়া হয়। শচীন্দ্র লাল সিং বলেছিলেন আর কলেজ দিয়ে শত্রু বাড়াতে চাই না। কিন্তু আজকে শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন খোয়াইতে ৩টি কলেজ হচ্ছে, আরও ১২ ক্লাসের স্কুল হচ্ছে। বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য সরকার নানারকম কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা লক্ষ্য করেছি শতকরা ৯০ জনের জন্য বাজেটের যারা পরিপন্থী, সেই ১০ ভাগ প্রতিক্রিয়াশীলরা, যাদেরকে ত্রিপুরার মানুষ আবর্জনায় নিক্ষেপ করেছে, তারা বামফ্রন্ট সরকারের এই উন্নয়নমূলক কাজকর্মকে প্রতিরোধ করতে নানাভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যার প্রতিফলন ঘটেছে এই জুনের দাঙ্গা। এই দাঙ্গা সম্পর্কে এই হাউসে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার দাঙ্গা কবলিত ত্রিপুরাকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে যেভাবে শান্তি শৃংখলা ফিরিয়ে এনেছেন, সেটা শুধু ভারতবর্ষ নয়, সমস্ত পৃথিবীর মানুষকেও আলোড়িত করে তুলেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে সাংবাদিকরা এখানে এসেছেন এবং তারা বলে গেছেন — আমরা মনে করেছিলান ত্রিপুরাতে আর বোধ হয় কোন দিন শান্তি ফিরে আসবে না। কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার এত অল্প সময়ের মধ্যে আপনারা কি করে শান্তি ফিরিয়ে আনলেন, কোন মন্ত্রের বলে। স্যার, কথায় বলে---নিজের নাক কেটে অপরের যাত্রা ভংগ। আজকে এই কংগ্রেস (আই), আমরা বাংলালী, উপজাতি যুব সমিতি এই বামফ্রন্টের জয়যাত্রাকে রুখবার জন্য নিজেদের নাকটাকে কেটেছেন। জুনের দাঙ্গার পর আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রী রেডিওতে বিবৃতি দিলেন--- আমরা গণতন্ত্রকে হাতিয়ার করে এগোচ্ছিলাম, আর বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা, দেশের প্রতিক্রিয়াশীলরা আজকে আমাদের উপর এই দাঙ্গা বাঁধিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তারা যদি মনে করে থাকে যে এই চক্রান্তের দ্বারা ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারকে রুখা যাবে, তাহলে সেটা ভুল কথা। ভারতবর্ষকে টুকুরো টুকুরো করার জন্য বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা, দেশের প্রতিক্রিয়াশীলরা চক্রান্ত করছে। এখানকার কংগ্রেস (আই), আমরা বাঙ্গালী, উপজাতি যুব সমিতি, যারা রেডিও শুনত, তাদেরকে বলেছে যে কিসের বিদেশী চক্রান্ত, দশরথ দেববর্মা উপজাতিদেরকে ৫ হাজার বন্দুক দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আজকে দেখা যাচ্ছে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী যে ভাষণ দিচ্ছেন, আজকে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও একই সুরে চীৎকার করছেন --- বাঁচাও, বাঁচাও বিদেশী চক্রান্তের

হাত থেকে। আজকে উনাদের নাক কাটা গেছে। অশোকবাবু যিনি রাস্ট্রপতির শাসন চেয়েছিলেন, আজকে নিজের নাক কেটে পথে বসেছেন। স্যার, আজকে বাইরেও যেমন চক্রান্ত চলছে, তেমনি প্রশাসনের ভিতরেও চক্রান্ত চলছে। কিছুক্ষণ আগে এই হাউসে ইঞ্জিনীয়ারদের আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। এই ইঞ্জিনীয়াররা বামফ্রন্টের উন্নয়নমূলক কাজকর্মকে রুখবার জন্য প্রশাসনের ভিতরেও চক্রান্ত করছে। কাজেই বাইরের চক্রান্তের সংগে তাদের চক্রান্ত একই সুরে গাঁথা। স্যার, বিগত ৩০ বৎসর ধরে ত্রিপুরাতে যে বাজেট রচিত হত, তার মধ্য দিয়ে বিগত সরকার নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতেন গরীব মানুষের কল্যাণ না করে। কিন্তু আজকে বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর এই বাজেটের মধ্যে দিয়ে আমরা ত্রিপুরার সার্বিক উন্নতির চেষ্টা করছি, ত্রিপুরা বাসীর কল্যাণই প্রতিফলিত হচ্ছে আমাদের এই বাজেটের মধ্যে দিয়ে। কাজেই এই যে ভৃত্য এবং প্রভুর সম্পর্ক সেটাই আমাদের বাজেটের মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে। কিন্তু এই বামফ্রন্ট সরকারের কর্মসূচী যাতে বাস্তবে রূপায়িত না হয় তার জন্যই এই ইঞ্জিনীয়াররা প্রশাসনিক স্তরে একটা চক্রান্ত করছে। কিন্তু তাদের এই চক্রান্তকে ত্রিপুরার মানুষ বরদাস্ত করবেন না। স্যার আমি আর বেশী বক্তব্য রাখব না, শুধু এই কথাই বলব---এই যে মাছ ও জলের সম্পর্ক, তা আমাদের বাজেটে প্রতিফলিত হয়েছে, যা গরীব মানুষের কল্যাণের দিকে এগিয়ে চলছে এবং কোন চক্রান্তই বামফ্রন্টের অগ্রগতিকে রুখতে পারবে না। যারা বাইরে এবং প্রশাসনের ভিতরে চক্রান্ত করছেন, আমি তাদেরকে আহ্বান করছি---আপনারা এগিয়ে আসুন, আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে সুখী ও সমৃদ্ধ ত্রিপুরা গড়ে তুলি। ত্রিপুরার ১৯ লক্ষ মানুষের উন্নতির জন্য এবং বামফ্রন্ট সরকারের কাজকর্মকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য আপনারা আমাদের সাথী হউন। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রীকামিনী দেববর্মা মহোদয়কে, উনার বক্তব্য রাখার জন্য আমি অনুরোধ করছি।

শ্রীকামিনী দেববর্মা ঃ— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক আনীত সাপ্লিমেন্টারী বাজেটকে আমি সমর্থন করছি। এই বাজেটকে সমর্থন করতে গিয়ে আমি বলছি বিগত ৩০ বৎসরে কংগ্রেসী শাসনে, ত্রিপুরার কৃষকরা অবহেলিত ছিল। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর এই কৃষকদের অবস্থার ক্রমউন্নতি হচ্ছে। স্যার, আজকে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী হাউসে শিক্ষা বাজেট উপস্থিত করেছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয়-বরাদ্দ খুবই প্রয়োজন। বিগত সরকারের আমলে আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে খুবই পিছিয়ে ছিলাম। আজকে সে অবস্থার ক্রমউন্নতি হচ্ছে। আমরা প্রত্যেক গ্রামাঞ্চলেও শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে পেরেছি। স্যার, আমার কৈলাসহরে, লালছড়া এলাকায় ১২৫ কানি ভূমি (বিল) উদ্ধার করার জন্য বহুবার দাবী রেখেছিলাম। এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট থেকে ইঞ্জিনীয়ারদের সেখানে তদন্তের জন্য পাঠানো হয়। তারা গিয়ে রিপোর্ট দিলেন প্রতি হেক্টর ভূমি উদ্ধার করতে ৬ হাজার টাকা লাগবে। সম্পূর্ণ রিপোর্ট পাওয়ার পর বি, ডি, সি, মিটিং-এ ঠিক হয়েছে যে দেড় লক্ষ টাকা ফুড ফর ওয়ার্কে কাজ করিয়া উক্ত ভূমি উদ্ধার করা হবে এবং সে টাকা যদি ত্রিপুরা সরকার দেন তাহলে আমরা সম্পূর্ণ

ভূমিটাই উদ্ধার করতে পারি এবং এতে কৃষকদেরও খুব উন্নতি হবে। তারা অন্ততঃ দুমুঠো ভাত খেয়ে বাঁচতে পারবে। স্যার, বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পরে কৈলাশহরে বিভিন্ন এলাকায় এগ্রিকালচারের দিক থেকে অনেক উন্নত হয়েছে। ভেদুর, গঙ্গানগর প্রভৃতি জায়গায় জমির উপর বালু পড়িয়া অনেক জমি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কিছু করা সম্ভব হয় নাই।

পঞ্চায়েতের মাধ্যমে অনেক কাজ আজকে বিভিন্ন বিভাগে হয়েছে। আজকে যে এগ্রিকালচারেলের মাধ্যমে যে সমস্ত কাজর্মের জন্য সাপ্লিমেন্টারী বাজেট ধরা হয়েছে তাকে আমি সমর্থন করি। কারণ, তার মাধ্যমে কাজ করলে টাকাগুলি কাজে লাগবে। তার জন্য যদি সরকারী প্রশাসন ঠিকমত কাজ না করে তাহলে পরে ঠিকমত টাকাগুলি কাজে লাগানো যাবেনা। কাজেই পঞ্চায়েতের মাধ্যমে এই টাকাগুলি কৃষকের স্বার্থে শ্রমিকের স্বার্থে লাগানো হয় তাহলে কৃষকদের কাজ আরো উন্নত হবে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত গরীব মানুষ উপকৃত হবে। কাজেই আজকে আমি এর জন্য যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট ধরা হয়েছে তাকে সমর্থন করি। এ কারণে এই বাজেট গরীব মানুষের স্বার্থে এবং কল্যাণে নিয়োজিত হবে যারা ৩৩ বছর ধরে নিষ্পেষিত হয়ে এসেছে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— শ্রী খগেন দাস।

শ্রী খগেন দাস ঃ— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে গরীব মানুষের কল্যাণের জন্য এবং মঙ্গলের জন্য তার সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্য দিয়ে যে কাজকর্ম করে যাচ্ছেন সেই কাজকর্মকে আরও বেশী গরীব মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করার জন্য এবং বাস্তবায়িত করার জন্য যে অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দ দাবী এখানে পেশ করা হয়েছে তাকে আমি সমর্থন করি। বামফ্রন্ট যখন গরীব মানুষের কল্যাণের জন্য কাজকর্ম করছেন, যখন গ্রামের, সমতল এলাকার, পাহাড়ী এলাকার সমস্ত গরীব মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ঠিক তখনই সেই সমস্ত দেশী, বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীল চক্র, চার্চ, সি. আই এর এজেন্ট যৌথভাবে ত্রিপুরাতে চক্রান্ত শুরু করেছে। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে পরিষ্কারভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কাছে এই কথা বলেছেন যে, আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। মানুষ তার অভাব অভিযোগ জানাতে গিয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংগঠিত করতে পারে। ৩০ বছর শাসন করার পর যখন বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এল, তখন তারা একত্রিতভাবে যখন দেখল গণতান্ত্রিক পদ্ধতি এই সরকারকে হটানো যাবেনা, বানচাল করা যাবেনা, তখনই তারা সবচেয়ে জঘন্যতম যে পথ, সবচেয়ে ঘৃন্যতম যে পথ মানব ইতিহাসে, সেই পথ গ্রহণ করলেন। সেটা হচ্ছে সাম্প্রতিক দাঙ্গা। যেটা ত্রিপুরার ইতিহাসে নজীরবিহীন। যে ত্রিপুরার কথা ভারতের ইতিহাসে নাম ছিল, যে গণতান্ত্রিক দুর্গ ছিল এই ত্রিপুরাতে, যেখানে পাহাড়ী-বাঙ্গালী, হিন্দু-মুসলমান কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য লড়াই করেছে, সেই ঐতিহ্যকে কালিমালিপ্ত করার জন্যই তারা এই দাঙ্গা লাগিয়েছে। "কংগ্রেস (আই)", আমরা বাঙ্গালী"

উপজাতি যুব সমিতির নামত ত্রিপুরা রাজ্যের সব লোকই জানেন। এবং কারা এই দাঙ্গা লাগিয়েছে আজ তা ত্রিপুরার মানুষের কাছে পরিষ্কার। তাদের পেছনে আরও একটা শক্তি রয়েছে সেটা হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের বড় বড় জোতদার, জমিদারদের বশংবদ দাসানুদাস কিছু পত্রিকা। তারমধ্যে অন্যতম হল "দৈনিক সংবাদ।" যখন ত্রিপুরাতে দাঙ্গা চলছে, রক্ত ঝরছে, হাজার হাজার বাড়ীঘর পুড়ছে হাজার হাজার লোক শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিচ্ছে ঠিক সেই সময় তারা কিভাবে মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করেছিল দাঙ্গাকে জীইয়ে রাখার জন্য তার ২-১টি উদাহরণ আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। পুলিশ প্রশাসনকে উত্তেজিত করার জন্য তারা কতগুলি মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করেছে। একটা সংবাদ হচ্ছে যখন দাঙ্গা পুরোমাত্রায় চলছে তখন তারা বড় বড় হরফে ছাপিয়েছে, যে সিপাহীজলাতে উপজাতি যুব সমিতির লোকেরা স্বাধীন পতাকা উড্ডীন করেছে। এই কথার অর্থ কি? অর্থ উপজাতি যুব সমিতিরা স্বাধীন পতাকা উড়িয়েছে তোমরা যারা ১২ লক্ষ বাঙ্গালী আছ, তোমরাও নেমে পড়, দাঙ্গা চালিয়ে যাও। কিন্তু সেটা ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা সংবাদ। আর একটি সংবাদ হচ্ছে, অমরপুরের বাসিন্দা একজন বাঙ্গালী পুলিশ তার বাড়ীর ১৫ জন মহিলাকে ধর্ষণ করে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে দেখা গেল সম্পূর্ণ মিথ্যা সংবাদ তারা পরিবেশন করেছে। তার অর্থ হল এই, পুলিশ প্রশাসনকে উত্তেজিত করবার জন্য তাদের এই সংবাদ। পুলিশের যে অংশ আছে সামান্য অংশ হলেও যারা দাঙ্গার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল, দাঙ্গাকে দমন করবার জন্য যারা এগিয়ে এসেছিল সেই পুলিশ প্রশাসনকে উত্তেজিত করবার জন্য "দৈনিক সংবাদ" এইভাবে ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করেছে। তৃতীয়তঃ ওরা-ত "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকার সম্পাদক। একটা সংবাদপত্রের সম্পাদক হিসাবে তার কোন রাজনৈতিক দলের সংগে যোগাযোগ নাই। কিন্তু দেখা গেল এই মহামান্য সম্পাদক যখন দিল্লীতে গেলেন, তখন সাংবাদিকদের সম্মেলনে তিনি বক্তৃতা রাখতে গিয়ে বলেছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যে যে দাঙ্গা হয়ে গেল সেই দাঙ্গার জন্য বামফ্রন্ট অর্থাৎ সি পি আই এমেরই অনুসৃত নীতি অংশতঃ দায়ী। কার কথা? কার কণ্ঠস্বর? আমরা এটাও জানি যে, একটা শ্রেণীবিভক্ত সমাজে তারা কি ভূমিকা গ্রহণ করবে। তারা কোনদিন গরীব মানুষের কথা বলবে না, শ্রমিক কৃষকের কথা বলবে না। যখন এই দাঙ্গার সময় মানুষের রক্ত ঝড়ছে, দাঙ্গা শুরু হয়েছে, তখন ত্রিপুরার ১৮ লক্ষ মানুষের দিকে চেয়ে আমরা এটা আশা করতে পারি নি। ত্রিপুরা রাজ্যের বহুল প্রচারিত পত্রিকা হিসাবে "দৈনিক সংবাদ" দাবী করেন। এটা খুবই দুঃখজনক যে, ত্রিপুরা রাজ্যের বহুল প্রচারিত পত্রিকা হিসাবে তারা কিভাবে মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করেছে। এই দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে পরবর্তী সময়ে যারা এই দাঙ্গার সংগে জড়িত সেখানে কিভাবে তদন্ত করা হবে সেই নিয়ে তারা শ্রীমতী গান্ধীর কাছে দরবারে গিয়েছেন। রাজ্যে তদন্ত কমিটি গঠন করার জন্য তারা ইন্দিরা গান্ধীর কাছে পেশ করেন। আর দীনেশ সিং কমিটির রিপোর্ট ইমপ্লিমেন্ট করার জন্যও তারা দাবী করছেন। উপজাতি যুব সমিতির লোকেরাও বলছে দীনেশ সিং কমিটির রিপোর্ট ইমপ্লিমেন্ট করবার জন্য। অধিকাংশ জনগণ জানেন না যে দীনেশ সিং কমিটির রিপোর্টে উপজাতি সমাজের কল্যাণ

করতে পারে এমন কোন কথা সেই রিপোর্টে নেই। উপজাতি যুব সমিতিরাও বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করার কথা বলছেন। ওরা রাষ্ট্রপতি শাসন দাবী করছে। "আমরা বাঙ্গালী"ও তেমনি একই দাবী করছে।

এখন কংগ্রেস (ই) বলছে যে সি, পি, আই এম দাঙ্গা করেছে, তাদের নূতন সভাপতি মনীন্দ্রলাল ভৌমিক বলেছেন, দাঙ্গা করেছে সি, পি, আই, এম। আমরা তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, শ্রীমতি গান্ধী যখন দিল্লী থেকে অশোক বাবুকে সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দিলেন অশোক বাবু এবং তারই একজন সম্পাদক কংগ্রেস (ই) এর শ্রীসুধীর মজুমদার মহাশয়গণ ত্রিপুরা রাজ্যের দাঙ্গার সম্পর্কে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিবৃতি দিলেন যে, মনীন্দ্রলাল ভৌমিক ও সমীর মহাশয়ের যে কমিটি গঠন করা হয়েছে তাতে যে সব লোক যোগ দিয়েছে তারা সকলেই দাঙ্গাকারী ও "আমরা বাঙ্গালীর" লোক। তাদের দলের লোকেরাই এই সব কথা বলেছে। অথচ আজকে আবার তারা এই সব বিবৃতির পরেও সকলে একই জায়গায় বসে এই সব বিবৃতি দিচ্ছে যে, সি, পি, আই, এম দাঙ্গা করেছে। আজকে সকালেও আমাদের প্রাক্তন মুখ্য মন্ত্রী সুখময় বাবু ১নং এম. এল. এ হোস্টেলে দ্রাউবাবুদের কাছে গিয়েছেন। তারপর "আমরা বাঙ্গালীর" করে জ্যোতি বল্লভ সাহা, যিনি আমাদের সঙ্গে জেলখানায় ছিলেন জরুরী অবস্থার সময় "আমরা বাঙ্গালী" ও আর, এস, এস করার অপরাধে। উপজাতি যুব সমিতির নগেন্দ্র জমাতিয়া, কংগ্রেস (ই) সুধীর মজুমদার, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল দাস আজকে তারা একই জায়গায় বসে মিটিং করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, তারা বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন চায়। কিন্তু কেন তারা বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন চাইছে। আমরা এইটা বিশ্বাস করি, ত্রিপুরা রাজ্যের গণতান্ত্রিক মানুষ বিশ্বাস করে, শান্তিকামী ও শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ বিশ্বাস করে যে, ত্রিপুরা রাজ্যে যারা দাঙ্গা ঘটিয়েছে তাদেরকে আমরা পাহাড়ী বলে চিহ্নিত করছি না, বাঙ্গালী বলে চিহ্নিত করছি না, হিন্দু বলে চিহ্নিত করছি না, মুসলমান বলে চিহ্নিত করছি না। কিন্তু যারা দাঙ্গাকারী, যারা দাঙ্গাবাজ, যারা সমাজ বিরোধী, তারা উপজাতি যুব সমিতির হয়ে, কংগ্রেস (ই) এর হয়ে, "আমরা বাঙ্গালীর" হয়ে, ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে দাঙ্গার সৃষ্টি করেছে। ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণ তাদের শাস্তি চায়, বিচার চায়, আর তাইতো বামফ্রণ্ট সরকার এই ট্রাইবুন্যাল গঠন করেছেন। আর কংগ্রেস (ই), উপজাতি যুব সমিতি, "আমরা বাঙ্গালী" মনীন্দ্র কংগ্রেস, অশোক কংগ্রেস, তারা সবাই শ্রীমতী গান্ধীর কাছে বার বার শুধু বলছে যে, আমরা বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন চাই। তাহলে আজকে এই প্রশ্নটা আসে যে, বামফ্রণ্ট সরকার তাহলে কেন ট্রাইব্যুন্যাল বসালেন, কেন বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন বসালেন না। কারণ ট্রাইব্যুন্যাল-এর অধিকার হলো ফৌজদারী কার্য্য বিধির মত, এখানে সেসান জাজ যারা আছেন, তাদেরকে দিয়ে এই ট্রাইব্যুন্যালের বিচার করানো হবে। যেহেতু ত্রিপুরা রাজ্যের হাইকোর্ট থেকে শুরু করে, জাজকোর্ট থেকে শুরু করে, মেজিস্টেট কোর্ট পর্যন্ত হাজার হাজার

মামলা ঝুলছে সেহেতু তাদের কাছে যদি বিচারের ভার দেওয়া যায়, তাহলে ২০, ১৫ বছর সময় লাগবে। আর স্বাভাবিকভাবে এই সময়টা যদি লেগে যায় তাহলে উপজাতি যুব সমিতি, কংগ্রেস (ই), "আমরা বাঙ্গালী"র যে দাবী রাষ্ট্রপতির শাসন, এইটা যদি হয়ে যায় তাহলে তাদের আর বিচার হবে না। পুলিশের যে রির্পোট মোতাবেক ট্রাইবুন্যালের সমস্ত কেইসগুলি থাকবে আর ট্রাইবুন্যালের বিচারপতিরা তার বিচার করবেন। আর তার সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ যা চায় যে, ত্রিপুরা রাজ্যের মাটি যেন আর রক্তে লাল হয়ে না যায়। যে ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড়ী, বাঙ্গালী, হিন্দু, মুসলমান সকলে একত্রে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করেছে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য সেই জায়গায় যেন আর রক্ত না ঝড়ে, তারজন্য তাড়াতাড়ি এই ট্রাইবোনালের মাধ্যমে দাঙ্গাকারীদের বিচার চায় এবং এই ট্রাইবোনাল তাড়াতাড়ি বিচার করে সাজা দিতে পারবে, এটা তার এক্তিয়ায় ভুক্ত। আর এরা দাবী করছে বিচার বিভাগীয় তদন্ত চায়, এটা পুলিশের কমিশনের মত, এখানে জরুরী অবস্থার সময়ে সুখময় বাবু যে সব অপকর্ম ও কুকর্ম করেছিলেন, তার বিচার করার জন্য অনেকগুলি কমিশন বসানো হয়েছিল, যেমন বর্মন কমিশন—এই কমিশনে বিচার করার কোন ক্ষমতা নেই, শাস্তি দেবার কোন ক্ষমতা নেই। তাইতো যারা দাঙ্গা করেছে তারা দাঙ্গাকারীদের শাস্তি না হওয়ার জন্য চায় তদন্ত কমিশন। কারণ তদন্ত কমিশন তো তাদের বিচার করতে পারবে না, তারা শুধু দেখবে যে দাঙ্গায় কতজনের বাড়ী নষ্ট হয়েছে, কতজন মারা গেছে, কতজনের কি পরিমাণ সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে ইত্যাদি। তারপর সেটা গভর্ণমেন্টের কাছে জানাবে, তারপর গভর্ণমেন্ট তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে, সেই গভর্ণমেন্ট পরবর্তী সময়ে প্রয়োজনবোধে তাদের বিরুদ্ধে কোর্টে রেফার করতে পারবে। তার মানে তাতে সময় পাওয়া যাবে প্রচুর। সুতরাং এর মধ্যে যদি রাষ্ট্রপতির শাসন হয়ে যায় তাহলে তো তাদের আর বিচার হবে না, আর তাইতো এই বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের দাবী করা হচ্ছে, তাতে তাদের বিচার করার ক্ষমতা যেমন নেই তেমনই তাদের শাস্তি দেবার ক্ষমতাও নেই। আর আমরা আশা করব যে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ এইটা নিশ্চয়ই চায় না। ট্রাইবোনালের ব্যাপারে কংগ্রেস (ই), উপজাতি যুব সমিতি, "আমরা বাঙ্গালী" তাদের এত আতঙ্ক কেন, তারা কি দাঙ্গাকারীদের বিচার ও শাস্তি চায় না। যে দাঙ্গায় এত ট্রাইবেল খুন হয়েছে, এত বাঙ্গালী খুন হয়েছে, ৩০ হাজার বাড়ীঘর পুড়ে গেছে, ২১ কোটি টাকার ধন সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে, তারা কি চায় না তাদের বিচার ? এইটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কাছে আমাদের নিয়ে যেতে হবে যে, কেন তারা ট্রাইবুন্যাল চায় না, কেন তারা বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন চায়। সাধারণ মানুষের সামনে তাদের মুখোসটা খুলে দিতে হবে। তাই ট্রাইবোনাল গঠন করার জন্য যে টাকা পয়সা এখানে বরাদ্দ করা হয়েছে এবং কল্যাণমূলক কাজের জন্য যে টাকা ধার্য্য করা হয়েছে, তাকে আমি সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীদীনেশ দেববর্মা।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যে আলোচ্যসূচী সেটি হচ্ছে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ। সেই ব্যয়বরাদ্দে আমি প্রথমতঃ আমার দপ্তরের যে টাকা বাড়ানোর জন্য উপস্থাপিত করেছিলাম সেটা হচ্ছে, সমষ্টি উন্নয়ন পঞ্চায়েত ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, আরেকটি হচ্ছে সমষ্টি উন্নয়নের সঙ্গে সি, ডি, ডিপার্টমেন্ট ৬৯ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা। সমষ্টি উন্নয়ন, জলসেচের জন্য ৭৫ হাজার টাকা আমরা চেয়েছিলাম। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে একটি সমীক্ষার দরকার, কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের হিসাবে ত্রিপুরা রাজ্যে যে দারিদ্র্য সীমা রেখা নির্দ্ধারিত হয়েছে ৮৩ ভাগ। ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণ পাহাড়ী, বাঙ্গালী, হিন্দু, মুসলমান তারা হচ্ছে দারিদ্র্য সীমার নীচে, ৮৩ ভাগ। কাজেই এই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে তার কিছুটা পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, কারণ বামফ্রন্ট সরকার সমস্ত গরীব অংশের মানুষের উন্নতির জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। আরও উন্নতি করা যেত, কিন্তু না যাওয়ার কারণ হল কতগুলি বাঁধা আছে। প্রথম বাঁধা হল কেন্দ্র ও রাজ্যের যে সম্পর্ক, দ্বিতীয় বাঁধা হল অর্থনৈতিক ক্ষমতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে ব্যবধান সেটাই আমাদের প্রধান অন্তরায়। কারণ, সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে আমাদের এই ছোট্ট ত্রিপুরা রাজ্যে, যেখানে ১৮।১৯ লক্ষ মানুষের একটা রাজ্য। এটা এমন কোন বড় রাজ্য নয়, যেখানে কোটি কোটি মানুষ থাকে। কিন্তু আজকে এই কথা বলা প্রয়োজন যে, এই দেশের মানুষ বামফ্রন্ট সরকার আসার আগে তারা নানা দিক দিয়ে নিপীড়িত হয়েছিল, নানাভাবে তারা বঞ্চিত হয়েছিল। কাজেই, এই কথা আমাদের ত্রিপুরাবাসীর মানুষদের কাছে নিয়ে যাওয়া দরকার যে, এই বামফ্রন্ট সরকার তার শত বাঁধা বিপত্তি থাকা সত্বেও যেভাবে অগ্রসর হচ্ছে তা লক্ষ্য করার বিষয়। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরের বছর খরা হয়ে গেল। সে খরা মোকাবিলা করার জন্য আমরা ৫ শত পঞ্চায়েতে জলসেচের ব্যবস্থা করে দিতে পেরেছি। সিজনাল বাঁধ, ডিপ-টিউবওয়েল ইত্যাদির ব্যবস্থা করেছি। এই বামফ্রন্ট সরকার কৃষকদের যাতে সুযোগ সুবিধা করে দিতে পারে সেদিকে সর্বদা নজর রাখছে। কৃষকদের খাজনা ছাড় দেওয়া থেকে শুরু করে জুম চাষের উপরে যে কর দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল, লেভির ব্যবস্থা ছিল তা তুলে দিয়ে কৃষকদের উন্নতির জন্য কাজে হাত দিয়েছে। কাজেই আজকে কৃষকরা যখন ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছে বামফ্রন্ট সরকারের কর্মসূচীর ফলে। কাল অর্থমন্ত্রী যখন প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন তখন তিনি ডিপ-টিউবওয়েল ইত্যাদির কথা বলেছেন। কিন্তু গত ৩ বছর আগে যখন কংগ্রেস সরকার ছিল তখন কেন এসব হল না। তখন কি টাকার অভাব ছিল, না কর্মচারীর অভাব ছিল? কিন্তু আমাদের বামফ্রন্ট সরকার সমস্ত গরীব অংশের মানুষের উন্নতির জনা, অগ্রগতির জন্য, বিশেষ করে আমাদের একটা কৃষি প্রধান রাজ্যে যারা চাষ করেন বা যারা জুম চাষ করেন তাদের জন্য যদি এই ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ না করা হয় তাহলে পরে নিশ্চয়ই একটা অনুন্নত রাজ্যের পক্ষে অগ্রগতি সম্ভব না। কাজেই এইদিকে আমাদের এই সরকার কৃষির ক্ষেত্রে, কৃষকদের উন্নতির ক্ষেত্রে, তাদের ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে, তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার সৃষ্টির ক্ষেত্রে যে কর্মসূচী নিয়েছেন তাতে রাজ্যের কিছু অংশের মানুষ অত্যন্ত অখুশী। কেন অখুশী, আজকে

যারা বামফ্রন্ট সরকারের পদত্যাগ দাবি করেন, যারা রাষ্ট্রপতির শাসন দাবী করেন তাদের মধ্যে যে কিছু অংশ গরীব মানুষ নেই তা নয় কিন্তু তা হচ্ছে তাদের রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ। কারণ আজকে তাদের এই বলে বুঝান হচ্ছে যে, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে জিনিষপত্র দিতে পারছে না, কেরোসিন দিতে পারছে না, ইত্যাদি। কিন্তু আমরা যদি তাদেরকে প্রশ্ন করি যে, বিগত ৩০ বছরে কংগ্রেস সরকার তার পরিকল্পনার মাধ্যমে হউক বা সমাজের উন্নতির মাধ্যমে হউক গরীব অংশের মানুষের মধ্যে পূজার সময়ে ধুতি, শীতের সময়ে শীতের চাদর দিয়েছেন ? কিন্তু এই বামফ্রন্ট সরকার দিয়েছেন। কিন্তু যদি রাজ্য সরকারের হাতে টাকা না দেওয়া হয় আর বেশী কি করতে পারেন। তবুও চেষ্ট করা হচ্ছে আরও কি করা যায়। কিন্তু এ ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ কি প্রমাণ করতে পারবেন যে, এর আগে কখনও এসব দেওয়া হয়েছে ? এর আগে কখনও কি বার্ধক্য ভাতা দেওয়া হয়েছে ? কাজেই আজকে কারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে এই সরকারকে ভাঙ্গার জন্য ? আজকে আমরা তাদের জিজ্ঞাসা করব যারা এই সরকারকে ভাঙ্গার নেতৃত্বে রয়েছেন এবং সাথে সাথে আমরা এও আবেদন করব যে গরীব অংশের মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করে এই রাজ্যের গণতন্ত্রকে আঘাত হানার চেষ্টা, চক্রান্ত থেকে তারা যেন সরে যান।

এই বিগত দাঙ্গায় যারা মারা গেল তারা কারা? বড়লোকের ছেলেরা মরেনি, তাদের গায়ে আচড়ও পড়েনি। একটি কংগ্রেসের নেতার উপরও আঁচড় পড়েনি। মরলো কারা? মরলো ক্ষেত মজুররা, দিন মজুররা, গরীব কৃষক পাহাড়ী-বাঙ্গালী। কাজেই আজকে যারা এই চক্রান্তের জাল বুনছে তাদের আমাদের চিনতে হবে। জানতে হবে কেন এই চক্রান্ত।

আজকে ল্যাম্পস্, পেক্স মার্কেটিং সোস্যাইটিজ, গ্রামীণ ব্যাংক, ইউনাইটেড ব্যাংক, কমার্শিয়াল ব্যাংক, স্টেট্ ব্যাংক যে ভাবে গ্রামের গরীব কৃষক সাধারণ জনগণকে বিভিন্নভাবে ঋণ দিয়ে, সাহায্য করছে এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করবার চেষ্টা করছে, তাদের কনজাম্পসন ক্রেডিট লোন দিচ্ছে। ফলে গ্রামের গরীব কৃষকদের আর মহাজনদের সেই ফড়িয়াদের দ্বারস্থ হতে হয় না। আগে এই মহাজনরা, সুদখোররা বেশী সুদে গরীব কৃষকদের দাদন দিত আর কৃষকের উৎপাদিত ফসলকে তারা স্বল্পমূল্যে কিনে নিয়ে আসতো। এখন গরীব কৃষকরা আর এই সকল মহাজনদের নিকট দাদন করতে যায় না, মহাজনদের নিকট আর স্বল্পমূল্যে তাদের উৎপাদিত ফসল বিক্রি করে দিত না। ফলে এই মহাজনরা অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছে। তারা চেষ্টা করছে-তারা একযোগে মোর্চা গঠন করে চেষ্টা করছে কিভাবে বামফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করা যায়-বামফ্রন্ট সরকারের সকল উন্নয়নমূলক কার্য্যসূচীর প্রতি পদে পদে বাঁধা দিতে চেষ্টা করছে। তারা নানা রকমের ষড়যন্ত্র করছে, দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাঁধাতে চেষ্টা করছে।

আজকে আমাদের একটি কথা নিশ্চয়ই এখানে বলা প্রয়োজন, আমাদের ভারতবর্ষের যে সংবিধান তাহা গরীব মানুষের উদ্দেশ্যে সংবিধান নয়। আজ কেন্দ্র যারা নেতৃত্ব করছেন তারা গরীব মানুষের প্রতিনিধি নয়, তারা বড় বড় শিল্পপতি, মহাজন,

জমিদার প্রভৃতি বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি। সুতরাং তারা কার স্বার্থ দেখবে? তারা নিশ্চয়ই সেই বুর্জোয়াদের স্বার্থেই ভারতের সংবিধান রচনা করবে। তারা গরীব মানুষের জন্য সংবিধান করতে পারেনা, গরীব মানুষের জন্য বাজেট করতে পারে না।

সুতরাং আজকে আমাদের এটা পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে, কেন্দ্রে যারা নেতৃত্ব করছেন তারা ধনী বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি। সুতরাং তারা বামফ্রন্ট সরকারের উন্নয়ন-মূলক কর্মসূচীকে রূপায়িত করার জন্য বামফ্রন্ট সরকারের হাতে টাকা তুলে দিবে এবং বামফ্রন্ট সরকারকে তারা চিরকালের জন্য বসিয়ে রাখবে এটা কখনোই হতে পারে না। এই ত্রিপুরা রাজ্য থেকে বারে বারে প্রতিনিধি গেছেন, টেলিগ্রাম যাচ্ছে, এই বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে যে এখানে আইন শৃংখলা নেই, গণতন্ত্র নেই ইত্যাদি। গণতন্ত্র? কোনটা গণতন্ত্র? যারা দেশের গরীব মানুষকে শতকরা ৯০ ভাগ মানুষকে দারিদ্র্য সীমার নীচে ফেলে দিচ্ছে গরীব মানুষরা যাতে উঠতে না পারেন তার জন্য যারা আইন করছে গরীব মানুষকে শোষণ করবার জন্য যারা আইন করছে সেটা গণতন্ত্র না যারা গরীব মানুষের উন্নতির জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা নিচ্ছে, গরীব মানুষের উন্নতির জন্য আইন করছে এটা গণতন্ত্র? গণতন্ত্র বলতে সাধারণ ভাষায় আমরা বুঝি গ্রামের গরীব মানুষের অধিকার যেখানে প্রতিষ্ঠিত হবে সেটাই গণতন্ত্র। আর যেখানে সাধারণ গরীব মানুষদের কোন অধিকার নেই, যেখানে গরীব মানুষকে শুধু শোষণ করা হচ্ছে, প্রতারিত করা হচ্ছে সেটা গণতন্ত্র নয় সেটা হচ্ছে স্বৈরতন্ত্র।

কাজেই আজকে সারা ভারতবর্ষে আমরা দেখছি বিক্ষোভ, এই স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন। আজকে তাই জাতীয় সংহতি সম্মেলন হচ্ছে। ৩০ বছর পরে জাতীয় সংহতির স্লোগান এটা ভারতবর্ষের পক্ষে দুর্ভাগ্য-জনক। ত্রিপুরা রাজ্যের পক্ষে দুর্ভাগ্য-জনক। কেন এই জাতীয় সংহতির কারণ, যেখানে গণতন্ত্র বিপন্ন, যেখানে সংখ্যালঘুদের জীবন বিপন্ন, হরিজনদের উপর অত্যাচার হচ্ছে, মুসলমানদের উপর অত্যাচার হচ্ছে, বাঙ্গালীদের উপর অত্যাচার হচ্ছে, উপজাতিদের উপর অত্যাচার হচ্ছে, তখনই প্রয়োজন হয়ে পড়ছে জাতীয় সংহতি।

কাজেই আমি আজকে এই হাউসে মাননীয় সদস্যদের কাছে এই কথাই বলতে চাই, এই আবেদন রাখতে চাই যে, আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যে চক্রান্ত চলছে সেই চক্রান্ত সম্পর্কে আমাদের সতর্ক হতে হবে, আমাদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী সংগঠনের মাধ্যমে এই বামফ্রন্ট বিরুধী চক্রান্তকে বানচাল করে দিতে হবে। সংখ্যালঘুদের রক্ষার জন্য আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে।

সেদিন পত্রিকায় দেখলাম একটা ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, ত্রিপুরার যে সাম্প্রতিক দাঙ্গা হয়ে গেল তা একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পুনরাভাস। কিন্তু কিসের সে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পুনরাভাস? গত জুন মাসে যে দাঙ্গা হয়ে গেল ত্রিপুরাতে এটা তো পাহাড়ী প্রতি বাঙ্গালীদের তীব্র ঘৃণা বা বাঙ্গালীদের প্রতি পাহাড়ীদের তীব্র ঘৃণা বা তীব্র বিদ্বেষের ফলে হয়নি। এই দাঙ্গা বাঙ্গালীর মধ্যে মুষ্টিমের

কিছু স্বার্থান্বেষী, রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষী মানুষ আছেন এবং উপজাতিদের মধ্যে কিছু উগ্র বিচ্ছিন্নতাবাদ যারা ত্রিপুরাকে আলাদা স্বতন্ত্ররাষ্ট্র করে দিতে চান—কিছু দিন আগেও যারা স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্য গঠনে শ্লোগান দিয়েছিল, যারা এখনো বন্দুক কাঁধে নিয়ে ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলে ঘুরে বেড়ায়, আর গোপন স্থানে গিয়ে সেই উগ্রপন্থীরা আমরা বাঙালীর এবং কংগ্রেস আই এর স্বার্থান্বেষীরা শলা পরামর্শ করছে---এ দাঙ্গা তাদেরই সৃষ্টি। দেশকে বিচ্ছিন্ন করার চক্রান্ত করছে এরা, চক্রান্ত করছে বামফ্রন্ট সরকারকে ভেঙ্গে দেবার। সুতরাং এদের শক্তহাতে দমন করবার জন্য আজকে আমাদের শক্তিশালী সংগঠন করতে হবে, প্রতিরোধ করতে হবে এই দুষ্ট চক্রকে।

এই সেদিনও পত্রিকায় দেখেছি যে, উপজাতি যুব সমিতির লোকেরা সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশের কোন এক গভীর জঙ্গলে অস্ত্রশস্ত্রে ট্রেইনিং নিচ্ছে এবং ট্রেইনিং শেষ হবার পর তারা আবার চোরাই পথে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ করছে। আমার রাজ্যে যে সমস্ত পুলিশ কর্মচারী আছে তাদেরকেও আমরা সাবধান করে দিয়েছি যাতে এই ধরনের কোন রকম আক্রমণ এখানে না হানতে পারে। কাজেই তারা এটা করতে বাধ্য। কেমন? আজকে ভারতবর্ষের মধ্যে যে সমস্ত চক্রান্ত চলছে ভারতবর্ষকে ভাগাভাগি করার জন্য এই ভারতবর্ষে কোন গণতান্ত্রিক সরকার রাজত্ব করবেন কিনা, না আবার এখানে সাম্রাজ্যবাদ অনুপ্রবেশ করে ভারতবর্ষের স্বাধীন সার্বভৌমত্বকে নষ্ট করে দেবে এটাও আমরা লক্ষ্যের মধ্যে আনতে হবে। না হলে আজকে কেন এই বিদেশী টাকা এবং দালাল দিয়ে এই ত্রিপুরা রাজ্যে এই সমস্ত রাজনৈতিক চক্রান্ত করা হচ্ছে। এখানে কিছু আনন্দ মার্গের নেতৃত্বে, কিছু খৃষ্টান মিশনারীদের সাহায্যে কিছু দালাল সৃষ্টি করে ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে এবং সার্বভৌমত্বকে যারা নষ্ট করতে চায় সেই সম্পর্কে আমাদের সদা সতর্ক থাকতে হবে।

কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এটা হচ্ছে অন্য দিক। আর এক দিক হচ্ছে এখানে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য অত্যন্ত পেছনে পড়ে আছে। এখানে উপযুক্ত শিল্পের ব্যবস্থা নেই, রেল পর্যন্ত যেখানে নেই, চার চাকার মোটর গাড়ীর উপর নির্ভর করতে হয় ত্রিপুরার জীবন জীবিকা, সেই রাজ্যে আমরা যে ব্যয় চেয়েছি তার চেয়ে অনেক বেশী আমাদের প্রয়োজন। এটা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমাদের ভিক্ষা নয়। কেন্দ্রীয় সরকার যদি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য চালাবার উপযুক্ত টাকা না দেন তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের ১৯ লক্ষ মানুষকে নিয়ে বামফ্রন্ট সরকার আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবে। কারণ সেদিন পশ্চিম বাংলায় যেভাবে বামফ্রন্ট সরকারের নেতৃত্বে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি বিরোধী, রাষ্ট্রপতি শাসনের শাসন বিরোধী আন্দোলন পশ্চিম বঙ্গকে স্তব্ধ করে দিয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে এই বামফ্রন্ট সরকার তা সহ্য করবে না। বামফ্রন্ট সরকার ভাঙার হুমকী দিতে পারে। কিন্তু গড়বার দায়িত্ব ইন্দিরা গান্ধীর নয়। গড়বার দায়িত্ব অশোক বাবুর বা সুখময় বাবুর নয়। ১৪ বার ভাঙবে ১৫ বার গড়বে এই গণতন্ত্র-প্রিয় শান্তি প্রিয় মানুষ। যারা বিচ্ছিন্নতাবাদকে প্রশ্রয় দিচ্ছে না, তারা এই সমস্ত চক্রান্তের

বিরুদ্ধে নীরব দর্শক হয়ে থাকবে না। তারা এই চক্রান্তকে পরাজিত করবে এই বিশ্বাস আমার আছে।

কাজেই আজকে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে, আমি আগেও বলেছি এখানে কিছু কিছু রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষী, অর্থাৎ যারা শোষণকে বজায় রাখতে চায়, শোষিত মানুষকে বঞ্চিত করতে চায়, আজকে তারা বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে বলছে যে বামফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতায় থাকার অধিকার নেই। সমীর বর্মণ তাঁরা বক্তৃতা করেছেন নৃপেন বাবু যদি আপোষে পদত্যাগ না করেন তাহলে তাঁকে পদত্যাগে বাধ্য করব। আমি আশ্চর্য হই, তাঁরা কি সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ? যদি সংসদীয় গণতন্ত্রের উপর বিন্দুমাত্র তাদের আস্থা থাকে তাহলে আমরা নির্বাচিত সরকারের পাঁচ বছর থাকার অধিকার আছে। আমি ভাল করি খারাপ করি সেই বিচার ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ করবেন। সমীর বাবুকে আমরা মনে করিয়ে দিতে চাই যে যদি তাঁরা জ্ঞান পাপী। তাঁরা নিজেদের শ্রেণী চরিত্রকে ভুলে গেছেন। আজকে তাঁরা টাকা নিয়ে এই কথা বলতে পারেন না। সমীর বর্মণ যে সম্পত্তির মালিক তার চেয়ে বেশী সম্পত্তির মালিক যারা তারাও এই শ্রমিকতন্ত্রকে বিশ্বাস করেন। টাকা বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে দেশের সমৃদ্ধি, দেশের শান্তি।

কাজেই আমি অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দের উপর এই কথা বলছি যে, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করার জন্য আমাদের এই টাকার প্রয়োজন। আজকে কত দুর্গম জায়গা আছে, টিউবওয়েল রিংওয়েল, সয়েল কনজারভেশান এর কাজ, কৃষি কাজ, বিভিন্ন কাজ যদি করতে হয় তাহলে আমি ত্রিপুরা রাজ্যের ১৯ লক্ষ শান্তিপ্রিয় গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ এবং হাউসের যারা সদস্য আছেন তাঁদের কাছে আমি আবেদন করব যে আজকে যে দিক থেকে বাধা আসুক না কেন এই বাধাকে অতিক্রম করা আমাদের দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব আমরা পূরণ করে যাব এবং ত্রিপুরার অর্থনৈতিক কাঠামোকে গড়ে তুলব। কাজেই এই ব্যয়বরাদ্দকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় মন্ত্রী শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে সাপ্লিমেণ্টারী ডিমাণ্ড প্লেস করেছেন মঞ্জুরীর জন্য আমি এটাকে সমর্থন করি। আমি পূর্ত দপ্তরের মন্ত্রী। আমার উপর যে দায়িত্ব আছে ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের যেসব জিনিষের প্রয়োজন যেমন রাস্তা, জল, বিদ্যুৎ এবং চাষের ক্ষেত্রে জলসেচ, এইগুলি প্রতিদিনের প্রয়োজনে লাগে। এখানে এই সাপ্লিমেণ্টারী ডিমাণ্ডের উপর মাননীয় সদস্যরা যখন আলোচনা করে থাকেন, অনেকেই কিছু কিছু বিক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এবং গঠনমূলক সমালোচনাও করেছেন। আমি জানি যে তাঁরা জনসাধারণের অত্যন্ত কাছাকাছি থাকেন। প্রতিদিন মানুষের প্রয়োজনে কি দরকার তাঁরা দেখেন, তাঁদের কাছে লোকেরা আসেন। শুধু তাঁরা কেন আমাদের বামফ্রন্টের যাঁরা মন্ত্রী আছেন তাদেরও দরজা ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকে।

গ্রামের মানুষ অবাধে মন্ত্রীদের কাছে আসতে পারে এবং আমরাও নিজেদের অভিজ্ঞতায় বলতে পারি যে প্রতিদিন এমন কোন সময় নেই যখন তখন গ্রাম থেকে শহর থেকে দলে দলে মানুষ আসছে, তাদের রাস্তা ঘাট, বিদ্যুত আরও অন্যান্য সব কিছুর দাবী দাওয়া নিয়ে। কিন্তু মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তিন বছর সময়টা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। গোটা ৩০ বছরের কাজ কর্মের ক্ষেত্রে যে গতিবেগ সৃষ্টি করা যায় নি, আমাদের কাজের মধ্যে কিছু ভুল ত্রুটি থাকা সত্বেও, আমরা এটা ন্যায় সঙ্গত ভাবে দাবী করতে পারি যে আমাদের কাজের ক্ষেত্রে একটা গতিবেগ সৃষ্টি করতে পেরেছি, মানুষের সাধারণ কাজেও আমরা বিশেষ দৃষ্টি দিতে পেরেছি। আমাদের অংশ আছে, আমাদের দায়িত্ব আছে এবং আমরা চেষ্টা করছি যে মানুষকে কিছুটা আসান দেওয়া যায় কিনা। আমাদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে, আমাদের অর্থের সীমাবদ্ধতা রয়েছে, তার চেয়েও আরও বেশী সীমাবদ্ধতা রয়েছে নির্মাণ কার্য্যে। আমি এখানে মাননীয় সদস্যদের কাছে উল্লেখ করতে চাই, কারণ আমি নিজেও বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কাজ দেখতে যাই। সেখানে কোথাও যদি একটা লিফ্‌ট ইরিগেশন হচ্ছে বা একটা ডাইভার্শান স্কীম হচ্ছে, তার মধ্যেও কোথাও কোথাও কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি রয়েছে, সেটা নিশ্চয় আমাদেরও নজরে পড়ে এবং এই রকম কোন স্কীম চালু করতে গেলে, সেখানে অনেক সমস্যাও আছে। যেমন হয়তো একটা স্কীম কমিশণ্ড হয়েছে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তার চেনেল লাইন হয়নি। আবার যেমন একটা চড়া আছে, তাতে যে জল আছে, তারজন্য অন্ততঃ তিনটা পাম্প চালু করা যায়, কিন্তু এমনই অবস্থা যে সেখানে একটার বেশী পাম্প এক্ষুণি চালু করা যাচ্ছে না। আবার যেমন ধরুন, ধর্মনগরের কৃষ্ণপুর, সেখানে তিনটা পাম্পই বসানো আছে এবং সেখানকার ছড়াতে ২।৩ কিলোমিটার ব্রিক ক্যানেলও আছে, অথচ আমি দেখলাম যে সেখানে আধ কাণি জমিতেও ফসল হচ্ছে না। আমি অবশ্য কিছু কৃষকের সংগে এই সম্পর্কে কথাবার্ত্তা বলেছি এবং জিজ্ঞাসা করেছি যে কেন আপনারা ফসল করছেন না। অবশ্য পরবর্ত্তী সময়ে তারা এখানে কৃষি কাজ করছেন কিনা, আমি জানিনা। সেখানে যে প্রশ্নটা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে সেটা হচ্ছে গাঁও সভা, ইরিগেশন ডিপার্টমেণ্ট এবং কৃষি বিভাগকে একযোগে এই সব উন্নয়নমূলক কাজগুলির তদারকি করতে হবে। আর এটা যদি না করা যায় তাহলে অনেকগুলি স্কীমই বাস্তবায়িত করা যাবে না। কারণ অনেক স্কীম হয়ে আছে —যেমন কোনটাতে পাম্প হাউস আছে তো পাম্প নেই আবার পাম্প আছে তো পাম্প হাউস এখনও হয় নি, আবার অনেক জায়গাতে ইলেক্‌ট্রিক লাইন যায় নি। কাজেই এর জন্য কৃষকদের মধ্যে বিক্ষোভ হওয়া স্বাভাবিক। খোয়াই এলাকাতে প্রায় ৩০০এর মতো শেলো টিউব-ওয়েল হয়েছে। এগুলি করতে হলে ইলেক্‌ট্রিক পোলের এবং অন্যান্য জিনিস পত্রের দরকার। কাজেই এসব ক্ষেত্রে যে অসুবিধাগুলি আছে, সেগুলি আমি আজকে মাননীয় সদস্যদের সামনে আনতে চাই, কারণ আমরা যতটা কাজ করতে চাই, ঠিক ততটা কাজ আমরা করতে পারছি না এবং তা করতে আমাদের বিভিন্ন অসুবিধা আছে। তারপর ধরুন কোন কাজ আমরা কন্ট্রাক্টারকে দিলাম কারণ সব কাজ তো আমাদের পূর্ত বিভাগ করতে পারি না, অনেকগুলি কাজই আমরা

কন্ট্রাকটারকে দিয়ে করাই এবং কোন কন্ট্রাক্টারকে কাজ দেওয়ার পর, সে এটা সময় মতো করতে পারলো না, অথচসেই কাজ সময় মতো না করার দরুণ আমাদের অসুবিধাও হচ্ছে অনেক। কাজেই এই সমস্ত অসুবিধাগুলির দরুণ আমাদের কাজ করতে দেরী হয়ে যায়। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষ যারা এতদিন কথা বলার সুযোগ পেত না, তারা এখন তাদের দাবী দাওয়া নিয়ে কথা বলার সুযোগ পাচ্ছে। তারা চান যে রাজ্যের উন্নয়নমূলক কাজগুলি তাড়াতাড়ি করা হউক এবং তারা আমাদের কাছ থেকে অনেক বেশী আশা করে। কিন্তু আমাদের ক্ষমতার মধ্যে যে অসুবিধাগুলি আছে, সেগুলি'সম্পর্কে তারা কম বুঝতে চায়, তারা চায় শুধু তাড়াতাড়ি কাজগুলি হউক। কিন্তু তাড়াতাড়ি কাজ করার জন্য আমরা চাই—নানা কারণে সেটা আর হয়ে উঠছে না। আমাদের গ্রামে যারা রয়েছেন, তারা এখন সরকারী কাজ কর্ম সম্পর্কে অনেক ওয়াকিবহাল। কিন্তু জিনিস পত্রের অভাবে আমরা যে কাজ করতে পারছি না, আমাদের যে অসুবিধা হচ্ছে, সেটা তারা কম বুঝতে চায়। এসব অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও আমাদের বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমাদের পূর্ত দপ্তরের যে কাজ কর্ম এবং তার জন্য আমরা যে টাকার বরাদ্দ ধরেছি, সেটা হয়তো মাননীয় সদস্যদের কাছে নেই বা তাঁরা সংগ্রহ করতে পারেন নি। কিন্তু আমি এখানে গত ২।৩ বছরের যে হিসাব, সেটা তাদের কাছে দেওয়ার চেষ্টা করছি। ১৯৭৭-৭৮ সালে আমাদের পূর্ত দপ্তরের যে টোট্যাল এ্যালোকেশান ছিল, আমাদের অবশ্য অন্যান্য দপ্তর যেগুলি আছে, সেগুলিরও কাজ কর্ম করতে হয়, শুধুমাত্র পূর্ত দপ্তরের কাজ কর্মই আমরা করি না, অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের যে সমস্ত বিল্ডিং ওয়ার্কস আছে, সেগুলিও আমাদের করতে হয়। আমাদের টোট্যাল এলোকেশান ছিল ১০ কোটি ১১ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা, তার মধ্যে আমরা খরচ করেছিলাম ১২ কোটি ৫৬ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা।

১৯৭৮-৭৯ সালে আমাদের এলোকেশন ছিল ১৯ কোটি ৭৭ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা। আমরা খরচ করেছি ১৯ কোটি ৭৭ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা। টোটেল পি. ডব্লিউ এলোকেশনের কথা আমি বলছি। আর ১৯৭৯-৮০ সালে টোটেল এলোকেশন ছিল ২০ কোটি ৪২ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা। সেখানে প্ল্যানে নন্‌প্ল্যানে মিলে খরচ হয়েছিল ২০ কোটি ৩৭ লক্ষ ১ হাজার টাকা। নানা রকম নির্মাণ সামগ্রীর অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও আমরা এটা খরচ করতে পেরেছি। এখানে নির্মাণ সামগ্রীর যে অবস্থা সেই সম্পর্কে আমি পরে বলছি। এখানে সাপ্লিমেন্টারী ডিমান্ডের মধ্যে আমার দপ্তরের দুইটা বড় ডিমান্ড আছে। তারমধ্যে একটা হল ৪৩ ডিমান্ড। এই ডিমান্ডে এক কোটি ৫ লক্ষ টাকা চেয়েছি ইরিগেশন এবং ফ্লাড কনট্রোলের জন্য। আবার আরেকটা ডিমান্ড আমরা চেয়েছি রোডসের জন্য ৬৬ লক্ষ টাকা। এখানে ত্রিপুরা রাজ্যে এমন একটা জায়গাতে আমরা আছি যেখানে প্রধান সমস্যা হল খরা, বন্যা এবং পানীয় জলের অভাব। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে বিগত ৩০ বৎসর যাবত এই বন্যা নিরোধ করার জন্য বা কৃষকদের জমি রক্ষা করার জন্য কোন পরিকল্পনা নেওয়া হয় নি। আমরা এসে ইরিগেশন ও ফ্লাড কনট্রোলকে আলাদা করে করেছি। আমরা আপাততঃ তিনটা প্রজেক্ট হাতে নিয়েছি। এর মধ্যে দুইটার মঞ্জুরি

আমরা পেয়েছি আর একটার রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সাবমিট করা হয়েছে। ডম্বুর প্রজেক্টের জন্য প্রথমে আমরা ৬ কোটি টাকা ধরেছিলাম। কিন্তু এটা শেষ হতে হতে দশ কোটি টাকা লাগবে। আমরা আশা করছি এইবার কাজে হাত দিতে পারব। এই ব্যাপারেও অসুবিধা আছে। এই কাজে ছয় হাজার স্টোন সিপ লাগবে। আমার হাতে আছে দুই হাজার। কনট্রাকটররা বলছে ডিসটার্ব এরিয়া লোক যেতে পারছে না। তাছাড়া কেরিং এর জন্য ডিজায়েল এর দরকার। এখানে একটা মিডিয়াম প্রজেক্ট আছে সেটার মজুরী পেয়েছি ৭ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। এইটা চালু হলে ৪১১৫ হেক্টর জমিতে জলসেচ হবে। মনুতে যেটা আছে সেটা চালু হলে ৪১৯৮ হেক্টর এরিয়া কাভার করবে। অতিরিক্ত খরচ করা হয়েছিল গোমতী, খোয়াইয়ের জন্য তার জন্য সাপলিমেনটারী ডিমান্ড প্ল্যান করা হয়েছে। ফ্লাড প্রটেকশনের জন্য এখানে টাকা চেয়েছি। আমরা বিগত তিনবছরে প্রায় ৪৯ কিলোমিটার এনব্যাংকমেন্ট করেছি। যেমন কমলপুর খোয়াই, বিলোনীয়া, কৈলাসহরে ও ধর্মনগরে করেছি। ২৯৮ কি. মি. এনব্যাংকমেন্টকে আমরা স্ট্রেথদেনিং করছি। শুধু শহর নয় অন্যান্য জায়গায় পেডি ল্যাণ্ডও প্রটেকটেড করা হয়েছে। এটার জন্য এই দপ্তর থেকে ৪৩ নং ডিমাণ্ড এ টাকা চাওয়া হয়েছে। ডিমাণ্ড নং ৩৯—সেখানে রাস্তার জন্য আমি একটা হিসাব দিচ্ছি। ৭৭-৭৮ সালে আমরা মাত্র তিন মাস সময় পেয়েছিলাম। তখন রোডের জন্য ও প্রজেক্টের জন্য দুই কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ছিল। আমরা খরচ করেছিলাম ২ কোটি ৮০ হাজার টাকা। ৭৮-৭৯ সালে ৪ কোটি ১৫ হাজার টাকা এবং ৭৯-৮০ তে ৪ কোটি ১১ লক্ষ টাকা খরচ করেছিলাম। এই বছরের হিসাব করি নাই। আমরা ২৪৮ কি, মি, রাস্তা করেছি। তাছাড়া ফুডফর ওয়ার্কে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে আমরা হাজার হাজার রাস্তা করেছি। গণ্ডাছড়া আমি গিয়েছিলাম সেখানে শুনলাম রাস্তা তৈরী করার জন্য জায়গা নেই। কাজেই আশা করি হাউস এগুলি মঞ্জুরি দেবে। আশাকরি যে টাকা এখানে ধরা হয়েছে সেটা বাকী সময়ের মধ্যে শেষ করতে পারব। আমি মাননীয় সদস্যদেরকে আরও কিছু খবর দিতে চাই সেটা হচ্ছে শুধু ইমপ্রেশনের জন্য বিটুম্যানের দরকার। টি, কে, রোড সম্পর্কে এখানে আলোচনা হয়েছে ব্লক টপিং করতে বিটুম্যান লাগবে। ৮০-৮১ সালের জন্য ৮৭০০ এলোকেশন হয়েছে। এর মধ্যে দুই হাজার ছয়শো মে, টন পেয়েছি। আজকে বিভিন্ন জায়গায় ব্লক টপিং এর যে অসুবিধাগুলি হচ্ছে সেগুলির মধ্যে কিছু আমি নজরে আনছি।

স্টীলের ক্ষেত্রে আমরা গেল বারের একটি হিসাব দিচ্ছি, ১৯৭৯-৮০ তে ৭,৫০০ মেট্রিক টন ডিমাণ্ড ছিল, আমরা পেয়েছি ৯০০ মেট্রিক টন। আর ভিজেজে পেয়েছি সেটা স্মল স্কেল ইণ্ডাস্ট্রি গ্রু তে ৬,৫০০ মেট্রিক টন। এবছরের ডিমাণ্ড ছিল ৮,০০০ মেট্রিক টন আমরা পেয়েছি এখন পর্যন্ত স্টীল অথরিটি অব ইণ্ডিয়ার কাছ থেকে ৯৫০ মেট্রিক টন। রিলিফ ওয়ার্কের জন্য ১,০০০ মেট্রিক টন এবং

ভিলেজ ওয়ার্কের জন্য ১,০০০ মেট্রিক টন। কাজেই আমাদের যে রিকোয়ারম্যাণ্ট কি এবং আমরা কি পাচ্ছি তা সহজেই বুঝা যায়। ব্রীজের জন্য আমাদের ২৪০০ মেট্রিক টন পাওয়া দরকার কিন্তু পেয়েছি মাত্র ৮৫ মেট্রিক টন। ইলেকট্রিক লাইন অ্যাকস্টেনশানের জন্য অর্থাৎ লিফ্ট ইরিগেশানি, ডীপ টিউব-ওয়েল, রিং-ওয়েল, ওয়াটার সাপ্লাই ইত্যাদির জন্য পোলের দরকার। আমরা এর জন্য শাল পোল পেয়েছি মাত্র ৫০০, পি, সি, সি, পোল যেটা ধর্মনগরে হচ্ছে ওখান থেকে ৮০০ পেয়েছি, কিন্তু স্টীল পোল নিয়েছি সব শুদ্ধ ৫০ পারসেণ্ট অর্থাৎ ৩,৮০০ মত এখন আছে তাও এটা রাস্তায় রয়েছে। সিমেণ্টের কথা আর তুললাম না। এই রকম ডিফিকালটিসের মধ্যে, অসুবিধার মধ্যে আমাদের কাজ করতে হয়। তাহলেও সেন্টিমেণ্ট বুঝতে পারি, কারণ, গ্রামের মানুষ নিয়ে তাঁরা কাজ করছেন। তবে তারা যেমন ওদের কাছে যান ঠিক তেমনি আমাদের কাছেও আসেন। নিশ্চয়ই আমাদেরও ফেস করতে হয়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, অসুবিধার মধ্যেও আজকে পূর্ত দপ্তর যে কাজ কর্ম করছে তাতেই এই ডিমাণ্ড প্লেস করা হয়েছে। এই ডিমাণ্ড মঞ্জুর করবেন মাননীয় সদস্যরা এটা আমি খুবই আশা করতে পারি।· আমি যদি ইলেকট্রিকের দিকে যাই, তাহলে বলতে পারি, আমরা যখন এসেছিলাম তখন সারা ত্রিপুরায় ৩৬৭টি গ্রাম ইলেকট্রিফাইড ছিল আর আজকে সেটা ডিসেম্বর, ১৯৮০ পর্যন্ত ৮০০টি হয়েছে। ডিপ-টিউব-ওয়েল এবং অন্যান্য পাম্প সেট এনালগেশন ছিল ১৯৭৭ পর্য্যন্ত ১৪৪টি, আজকে সেটা হয়েছে ২৫৮টি। কনজিউমার কানেকশান ছিল ১৯৭৭-এ ১৯৩০টি সেটা আজকে বেড়ে হয়েছে ২৭,৭৪০টি, পার-কেপিটা পাওয়ার কনজাম্পশন ১৯৭৭-এ ৯,৬ সেখানে আজকে ১৪ হয়েছে এই সব অসুবিধার মধ্যেও। আইটেমস্ অব ওয়ার্ক যদি ধরি তাহলেও ১৯৭৮-এ আমাদের যে সিড্যুল ছিল অর্থাৎ পি,ডব্ল্যু,ডি, এর যে ওয়ার্ক লিষ্ট থাকে সেখানে সিরিয়াল নাম্বার ছিল, ৪৭৮ আর আজকে সেটা বেড়ে হয়েছে ১২০৫। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি অবশ্য একথা বলতে চাই না, একই সঙ্গে সমান ভাবে সব ওয়ার্ক চলছে। হয়ত কিছু কিছু কাজ কমপ্লিট হয়েছে, কোনটা হচ্ছে। তবে নাম্বার অব ওয়ার্ক ইনক্রীজ্ড্ হচ্ছে এই জিনিসটা তুলে ধরতে চাই। এছাড়াও আরো অনেক অসুবিধে পূর্ত দপ্তরের হচ্ছে। টেকনিক্যাল হ্যাণ্ডের অভাব রয়েছে। জুনিয়র ইঞ্জিনীয়ারের পোষ্ট খালি অভার-সিয়রের পোষ্ট খালি পরে আছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই সব অসুবিধে থাকা সত্বেও আমি মনে করি যে মাননীয় সদস্যরা কোথায় কি ত্রুটি হচ্ছে, বা কোথা আরো ইম্প্রুভ করা যাবে সে দিকে নজর দেওয়ার জন্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। কারণ সারা ত্রিপুরার বিভিন্ন অংশে তারা ছড়িয়ে আছেন। কাজে কাজেই সেখানে তাদের কাছ থেকে গঠন মূলক সাজেশন আসবে, গঠনমূলক সমালোচনা থাকবে এটাই আশা করছি। তবে তা সত্বেও দপ্তরের যে অসুবিধে আছে তা কনসিডারেশনে থাকা দরকার। কাজেই আমি আশা করছি পূর্ত দপ্তরের ডিমাণ্ডস্ মঞ্জুর হবে, এই হাউস মঞ্জুর করবে এই আবেদন রেখে এবং টোটাল ডিমাণ্ডের উপর আমার সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকারঃ— অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের উপর যে আলোচনা সেটা ন্যাক্স্ট্ ডে পর্য্যন্ত মুলতুবি রইল এবং হাউস আগামী বুধবার, ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৮০ এর বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবি রহিল।

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNEXURE—"A"

Admitted Starred Question No. 3
By—Shri Tapan Kr. Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সরকার কি মাদার টেরেসাকে ত্রিপুরায় আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ?

২। "মাদার টেরেসা" ত্রিপুরায় কোন "সেবামূলক" প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন কি ?

৩। তার এই ধরণের কাজে সরকার কিভাবে সহযোগিতা করবেন ?

উত্তর

১। সরকার "মাদার টেরেসা"কে ত্রিপুরায় আমন্ত্রণ জানিয়েছেন কিনা এ ব্যাপারে কোন সংবাদ সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা অধিকারের জানা নাই।

২। "মিশনারী অফ চ্যারিটি" নামক সংস্থার প্রধান মাদার টেরেসা শিশু কল্যাণের জন্য আগরতলায় "নির্মলা শিশু ভবন" নামক আবাসিক শিশুকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

৩। মিশনারী অফ চ্যারিটির প্রধান মাদার টেরেসা আগরতলা শহরের সন্নিকটে একটি অনাথ শিশুদের জন্য কেন্দ্র এবং অবাঞ্ছিত মায়েদের জন্য সেবাকেন্দ্র স্থাপনের আগ্রহ প্রকাশ করার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার মিশনারী অফ চ্যারিটিকে বার্ষিক ৫০০'০০ (পাঁচশত) টাকা ভাড়ায় একখানা ৩৩৯·৭৫ বঃ মিঃ মাপের একখানা পাকা বাড়ী সহ ১'৯০০ একর পরিমাণ ভূমি লীজ দিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বর্তমান মূল্য ৬৭,৫২৫'০০ টাকা (সাতষট্টি হাজার পাঁচশত পঁচিশ টাকা)।

Admitted Starred Question No. 16
By Shri Subodh Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। আসামের শিলচর আইন কলেজে পাঠরত ত্রিপুরার ছাত্ররা ১৯৭৯-৮০ সনের ষ্টাইপেণ্ড পেয়েছেন কিনা ?

২। মেঘালয়ের রাজধানী শিলংএ পাঠরত ত্রিপুরার কোন ছাত্র ষ্টাইপেণ্ড পাওয়ার কোন আবেদন করেছেন কিনা ?

৩। আবেদন করে থাকলে তাহা মঞ্জুর হয়েছে কি ?

উত্তর

১। হাঁ

২। হাঁ

৩। হাঁ

Admitted Starred Question No. 17
By Shri Subodh Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বিলথৈ (ধর্মনগর) দ্বাদশমান বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ নির্মাণের জন্য কখনও কোন অর্থ মঞ্জুর হয়েছিল কি ?

২। অর্থ মঞ্জুর হয়ে থাকলে যে স্থান (ভূমি) নির্বাচন করা হয়েছিল সেই ভূমি কোন ব্যক্তির নামে রেকর্ডভুক্ত আছে কিনা ?

৩। থাকলে কে বা কাহাদের নামে আছে ;

৪। বিলথৈ দ্বাদশমান বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ নির্মাণের কাজ কবে পর্যন্ত আরম্ভ হইবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। হ্যাঁ।

৩। শ্রীচরিত্র মোহন সরকার, শ্রীনিরঞ্জন কর্মকার আরও অন্যান্যদের নামে রেকর্ডভুক্ত আছে।

৪। নির্বাচিত স্থান (ভূমি) অধিগ্রহণ করার পর বিদ্যালয়ের মাঠ উন্নয়নের কাজ আরম্ভ করা হইবে।

Admitted Starred Question No. 18

By—Shri Subodh Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be ple sed to stage :—

প্রশ্ন

১। উত্তর ত্রিপুরার প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র ও ব্লক হেডকোয়াটার পানিসাগরে ১৯৮০-৮১ ইং সনে হাইস্কুল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। ত্রিপুরা রাজ্যে এখন পর্যন্ত আর কোন ব্লক হেড কোয়াটার আছে কি যেখানে এখন পর্যন্ত হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি ?

উত্তর

১। প্রস্তাবটি পরীক্ষাধীন আছে।

২। হ্যাঁ, দক্ষিণ ত্রিপুরার রাজনগর ব্লক হেড কোয়ার্টার। তবে, উহার নিকটবর্ত্তী ও অপেক্ষাকৃত জনবহুল নিহারনগরে উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 27
By—Shri Gopal Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যের একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের হোস্টেলে থাকার সুযোগ সুবিধা আছে কি ?

২। না থাকিলে তাহার কারণ কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, কেবলমাত্র তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 32
By—Shri Matilal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সারা ত্রিপুরায় প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে টিফিনের জন্য দৈনিক কত টাকা খরচ হচ্ছে ?

২। তাতে দৈনিক কত সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী উপকৃত হচ্ছে ?

৩। দাঙ্গার আগে ও দাঙ্গার পরবর্ত্তী পর্যায়ে এই হিসাবের ফারাক কতদূর ?

উত্তর

১। ৭৬,৬৬১ টাকা

২। ১,৫৩,৩২২ জন ছাত্র-ছাত্রী।

৩। দাঙ্গার পরবর্ত্তী পর্যায়ে উপকৃত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৭,২৮৮ কমিয়াছে।

Admitted Starred Question No. 43.

By—Shri Umesh Chandra Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য বড়গোল এস্, বি স্কুলের একখানি ঘর এবং সাতসঙ্গম এস্. বি, স্কুলের একখানি ঘর (ধর্মনগর) দীর্ঘদিন যাবৎ মেরামত না করায় ছাত্রছাত্রী বসার অযোগ্য হয়ে আছে।

২। সত্য হইলে, কবে পর্যন্ত স্কুলঘরগুলি মেরামত করা হবে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ

২। স্কুল ঘরগুলি শীঘ্রই মেরামত করা হইবে।

Admitted Starred Question No. 49.

By Shri Umesh Nath

Will the Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরাতে উচ্চস্তরে এরাবিক শিক্ষার কোন বিদ্যালয় আছে কি না ;

২। যদি থাকে তবে কতটি ; এবং

৩। না থাকলে তাহা করা হবে কি না ?

উত্তর

১। এরাবিক শিক্ষার কোন সরকারী বিদ্যালয় ত্রিপুরায় নাই। বিগত আর্থিক বৎসরে সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত বিভিন্ন এরাবিক শিক্ষার বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ নিম্নরূপ ঃ

ক) সিনিয়র মাদ্রাসা—৪টি।

খ) মক্তব/জুনিয়র মাদ্রাসা---১৬টি।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। সরকারী স্তরে ত্রিপুরার ফাইন্যাল মাদ্রাসা স্থাপনের বিষয়টি সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে।

Admitted Started Question No. 89.

By Shri Khagen Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বার্দ্ধক্যভাতা কবে থেকে চালু হয়েছে, এবং

২। ১৯৮০ সালের ৩০শে নভেম্বর পর্য্যন্ত মোট কতজনকে এই ভাতা দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। ১-৪-১৯৭৯ সাল থেকে বার্দ্ধক্য ভাতা চালু হয়েছে।

২। ১৯৮০ সালের ৩০শে নভেম্বর পর্য্যন্ত ৩৪২০ জনকে বার্দ্ধক্য ভাতা দেওয়া হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 98.
By—Shri Gopal Chandra Das.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state :—

1. Is it a fact that Smt. Ratna Banerjee W/O. Shri Janardhan Chakraborti, U. D. Clerk of Directorate of Education has been recently appointed as Asstt. Teacher;

2. If so under what consideration ?

ANSWER.

১। হ্যাঁ।

২। তদন্ত রিপোর্টে স্বামীর নাম ছিল না। ইন্টারভিউ রিপোর্টেও স্বামীর নাম ছিল না। তদন্তে সিনিয়র (১৯৬৬ সালে হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ) এবং পিতা ড্রাইভার লেখা আছে। বিবাহিত এটা লেখা নাই। কাজেই সিনিয়র এবং Needy বিবেচনায় চাকুরী দেওয়া হয়েছিল। এখন দেখা যায় তিনি বিবাহিত এবং স্বামী U. D. Clerk এর চাকুরী করেন।

Admitted Starred Question No. 111.
By—Shri Subal Rudra.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে এখন এক শিক্ষক বিশিষ্ট কয়টি জে, বি, বা প্রাইমারী স্কুল আছে তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব ;

২। জীব বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় স্নাতক শিক্ষকের কোন পদ এবং সংস্কৃত বিষয়ে স্নাতক শিক্ষকের কোন পদ বর্ত্তমানে কোন স্কুলে খালি আছে কি,

৩। খালি থাকিলে ঐ সমস্ত খালি পদ সমূহ পুরণের ব্যাপারটি বিবেচনাধীন আছে কি ?

উত্তর

১। রাজ্যে বর্ত্তমানে ৫১৯টি এক-শিক্ষক বিশিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব :—

সদর	—	৩৫	খোয়াই	—	৩৬
কমলপুর	—	৪৬	কৈলাশহর	—	১১৮
ধর্ম্মনগর	—	১১২	সোনামুড়া	—	২৫
উদয়পুর	—	২৫	অমরপুর	—	৭০
বিলোনীয়া	—	৩১	সাব্রুম	—	২১

২। হ্যাঁ কতিপয় স্কুলে এ ধরণের বিষয় শিক্ষকের অভাব আছে।

৩। হ্যাঁ।

Admitted Starred Question No. 112

By—Shri Subal Rudra

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ৮০-৮১ সালে রাজ্যের বিভিন্ন আই, এস, অফিস মারফত কত টাকার টুল, টেবিল, ব্ল্যাক বোর্ড ও খেলাধুলার সামগ্রী ক্রয় করার জন্য অর্থ বরাদ্দ আছে আই, এস, অফিস ভিত্তিক তার হিসাব ;

২। এ বছরের অক্টোবর মাস পর্যন্ত কি পরিমাণ টাকা এ বাবদ খরচ করা হয়েছে ; আই, এস, অফিস ভিত্তিক ঐ টাকার হিসাব।

উত্তর

১। বিদ্যালয় পরিদর্শক দপ্তর ভিত্তিক আসবাব-পত্র (যাহার মধ্যে টুল, টেবিল ও ব্ল্যাক বোর্ডও আছে) ও খেলাধুলার সামগ্রী ক্রয় করিবার জন্য ১৯৮০-৮১ সালের অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ সঙ্গীয় 'ক' তালিকায় দেওয়া হইল।

২। এ বাবদে কোন টাকা অকটোবর '৮০ সন পর্যন্ত ব্যয় হয় নাই।

১নং প্রশ্নের উত্তরে বর্ণিত 'ক' তালিকা

ক্রমিক নং	স্কুল পরিদর্শক	অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ	
		আসবাব পত্র	খেলার সামগ্রী
১।	জিরানিয়া	৫০,০০০ টাকা	৩০,০০০ টাকা
২।	সদর 'ক'	৩১,০০০ ,,	১৪,০০০ ,,
৩।	বিশালগড়	২৫,০০০ ,,	১৯,০০০ ,,
৪।	খোয়াই	২৭,০০০ ,,	১৪,০০০ ,,
৫।	ধর্মনগর }	৩৮,০০০ ,,	২০,৫৩০ ,,
৬।	কাঞ্চনপুর }		
৭।	তেলিয়ামুড়া	১৪,৮০০ ,,	১১,২০০ ,,
৮।	অমরপুর	২৪ ০০০ ,,	১৫,২০০ ,,
৯।	কমলপুর	১৫,০০০ ,,	১০,০০০ ,,
১০।	ছামনু	১৫,০০০ ,,	১০,০০০ ,,
১১।	সাব্রুম	২৩,৪০০ ,,	১৪,০০০ ,,
১২।	সোনামুড়া	২৯,৫০০ ,,	১২,০০০ ,,
১৩।	কৈলাসহর	২১,৩২০ ,	১৬,৪৪০ ,,
১৪।	বিলোনিয়া	৩৮,১১৫ ,,	১৫,৮৬০ ,,
১৫।	শান্তির বাজার	২৫,৫০০ ,,	১৯,০০০ ,,
১৬।	মোহনপুর	২০,০০০ ,,	৫৭,০০০ ,,
১৭।	উদয়পুর	২৪,৯০০ ,,	৩৪,০০০ ,,
		৪,২২,৫৩৫ টাকা	৩,০৪,২৬০ টাকা

Admitted Starred Question No. 116

No. of Questions—4

Subject :—Regarding appointment of Headmaster, teacher etc. of Gardhang Sunaichari and Manubankul High School.

Name of M. L. A. Shri Matahari Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

১) ১৯৭৯-৮০ সালে সাবরুম বিভাগীয় গার্দ্ধাং এস, বি, স্কুল ও সোনাইছড়ি এস, বি স্কুলকে মাধ্যমিক স্কুলে উন্নীত করা সত্বেও অদ্য পর্যন্ত ঐ স্কুলটিতে প্রয়োজনীয় শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারী নিযুক্ত না করার কারণ কি,

২) গার্দ্ধাং হাইস্কুলের অন্তর্গত পর্যাপ্ত জায়গা থাকা সত্বেও ঐ স্কুলে কোন খেলার মাঠ না থাকার কারণ কি,

৩) সরকার ঐ স্কুলে খেলার মাঠ নির্মাণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন কি?

৪) ১৯৮০-৮১ সালে মনুবনকুল এস, বি, স্কুলটিকে হাই স্কুলে উন্নীত করা হইলেও উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক কর্মচারী নিযুক্ত না করার কারণ কি?

ANSWER

১, ৪। যখন কোন স্কুলকে হাইস্কুলে উন্নীত করা হয় তখন সঙ্গে সঙ্গেই সেই স্কুলে প্রয়োজনীয় শিক্ষক এবং অন্যান্য কর্মচারী নিযুক্ত করা সম্ভব হয় না। কারণ নানারকম নিয়ম কানুন মানিয়া শিক্ষক এবং অন্যান্য কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করিতে এবং সেই সকল পদ পূর্ণ করিতে অনেক সময় লাগিয়া যায়। যাহা হউক, গার্দ্ধাং, সোনাইছড়ি এবং মনুবনকুল হাইস্কুলে বর্তমান আর্থিক বৎসরের মধ্যেই প্রয়োজনীয় শিক্ষক এবং অন্যান্য কর্মচারী নিযুক্ত করার আশা আছে।

২, ৩। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত স্কুলগুলির সংস্কার সাধনের জন্য ডেপুটি ডাইরেক্টার, সাউথের নিকট বর্তমান আর্থিক বৎসরে মোট ৪'৯৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। ঐ টাকা হইতে কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পের মাধ্যমে গার্দ্ধাং হাই স্কুলের খেলার মাঠ নির্মাণের জন্য ডেপুটি ডাইরেক্টার, সাউথকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 119

By—Shri Nakul Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil supply Department be pleased to state—

১। দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি রোধে রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

২। এ পর্য্যন্ত কতজন কালোবাজারীকে রাজ্য সরকার সায়েস্থা করেছেন এবং

৩। যদি না করে থাকেন তবে সরকার এ ব্যাপারে কোন উদোগ নেবেন কি ?

ANSWER

১। ক) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির কিছু সংখ্যক দ্রব্য যেমন চাউল, ধান, গম, আটা, চিনি ও লবন রেশন কার্ড বা অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সরবরাহ কার্ডের ভিত্তিতে রেশন সপের মাধ্যমে সহায়ক মূল্যে দেওয়া হয়।

খ) অন্য কিছু সংখ্যক অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ যেমন কেরাসিন তেল ও নিয়ন্ত্রিত বস্ত্র ও নিদ্দিষ্ট দামে নায্য মূল্যের দোকান মারফত বিতরণ করা হইয়া থাকে।

(গ) বেবী-ফুড্, দেয়াশলাইর বাক্স, প্রসাধন সাবান, কাপড় কাচা সাবান, সার্ফ ইত্যাদি ও সদর মহকুমার স্থানীয় বিক্রেতাদের নিকট হইতে সংগ্রহ করার পর নির্দ্ধারিত উপায়ে নায্য মূল্যের দোকান মারফত বিলি করা হয়।

(ঘ) ত্রিপুরা হোলসেল কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ স্টোর্স লিমিটেড্, লেম্পস্ (LAMPS) পেক্স্ (PACS) এবং অন্যান্য সমবায় সমিতির মাধ্যমে বাধা দরে ভোজ্য তেল, ডাল এক্সারসাইজ খাতা ও অন্যান্য পন্য দ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা আছে। এই সমস্ত জিনিষের মূল্য বাজার দর হইতে কম।

(ঙ) জিনিষ পত্রের সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত রাখার উদ্দেশ্যে স্থানীয় বিভিন্ন ব্যবসায়ী সমিতির সভ্যগণকে নিয়া মাঝে মাঝে পারস্পরিক আলাপ আলোচনা করা হয়।

(চ) অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য ও পেট্রোলজাত দ্রব্য সমূহের সরবরাহ ব্যবস্থা এই রাজ্যে বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

(ছ) "অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য আইনের" (Essential Commoditics Act) অধীনে বিভিন্ন আইনানুগ ব্যবস্থা বলবৎ করা হইয়াছে এবং কালোবাজারী ও মজুত ব্যবস্থা দমন করার উদ্দেশ্যে কঠোর দৃষ্টি রাখা হইতেছে।

২। নিয়ন্ত্রিত দ্রব্যের বিক্রয়কালে অধিকতর দর দাবি করার কারণে বর্ত্তমান বৎসরে ১৯৮০ ইং সনের নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত মোট ৫০ জনকে "অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য আইনের" বিধান অমান্য করায় গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং ৩৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হইয়াছে। এই সমস্ত মামলা এখন পর্য্যন্ত আদালতের বিচারাধীন অছে।

৩। এই প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 122.

By—Shri Nakul Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্ত্তমানে মোট কতটি ছাত্রাবাস আছে এবং এতে কতজন ছাত্র ও ছাত্রী আছেন।

২। ছাত্রাবাসে আসন শূন্য থাকা সত্বে ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির সুযোগ না দেওয়ার কারণ কি ?

৩। দ্বাদশ শ্রেণীতে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের ছাত্রাবাসে ভর্তির ব্যাপারে সরকার যথাযত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন কিনা ?

উত্তর

১। বর্ত্তমানে ৬২টি ছাত্রাবাস আছে ! ছাত্রাবাসগুলিতে ১৪৪৭ জন ছাত্র ও ২০৪ জন ছাত্রী আছেন।

২। এই তথ্য জানা নাই।

৩। ছাত্রাবাসে ভর্তির বিষয়ে সরকার পূর্ব্বেই ব্যবস্থা নিয়েছেন।

Admitted Starred Question No. 130

By—Shri Mathahari Choudhury

প্রশ্ন

১। দাঙ্গার সময় বিভিন্ন বাজারে যাহাদের দোকান ঘর পোড়ানো হইয়াছে তাহাদিগকে সরকারী সাহায্য দেওয়া হইয়াছে কিনা ?

উত্তর

১। এরকম প্রতিটি ক্ষেত্রে ২০০, টাকা করিয়া অনুদান দেওয়া হইতেছে।

প্রশ্ন

২। দেওয়া হইয়া থাকিলে কতজনকে দেওয়া হইয়াছে এবং কতজনকে দেওয়ার বাকী আছে তাহার হিসাব।

উত্তর

২। ১৪-১২-৮০ইং পর্য্যন্ত ৮৪ জনকে ১৬,৮০০ টাকা দেওয়া হইয়াছে এবং প্রায় ৭৪১টি দোকানের মালিকদিগকে দেওয়া এখনও বাকী আছে।

Admitted Starred Question No. 163

By—Shri Rudreswar Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮ সালে কিছু দুষ্কৃতিকারীদের দ্বারা ভস্মীভূত মরাছড়া (কমলপুর মহকুমায়) হাই স্কুলটি পুনর্নির্মাণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ;

২। যদি থাকে, তবে এ ব্যাপারে কি উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। স্কুলগৃহ নির্মাণ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে।

Admitted Starred Question No. 164.

By—Shri Rudreswar Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

১। ইহা কি সত্য যে কমলপুর মহকুমার শিকারীবাড়ি গাঁওসভার রাঙ্গাছড়ায় একটি আবাসিক বিদ্যালয় খোলা হবে ?

২। যদি সত্য হয়, তবে কবে পর্য্যন্ত উক্ত বিদ্যালয় চালু করা হবে ; এবং

৩। এ বিষয়ে কি উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। পূর্ত্ত বিভাগকে এষ্টিমেট করার জন্য বলা হয়েছে।

৩। শীঘ্রই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

Admitted Starred Question No. 165

By—Shri Tarani Mohan Sinha

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। সমাজ শিক্ষা বিভাগে গ্রেজুয়েট সমাজশিক্ষা কর্মী আছে কি ?

২। যদি থাকে তবে কোন মহকুমায় কতজন ?

৩। গ্রেজুয়েট সমাজ শিক্ষা কর্মীদের পদোন্নতির বিষয়টি সরকার বিবেচনা করবেন কি ?

৪। এস. ই. ও., এম. এস, সি. এস. ই. ও. এই তিনটি পদের বর্তমানে কয়টি শূন্য পদ আছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। মহকুমা ভিত্তিক গ্র্যাজুয়েট সমাজশিক্ষা কর্মীর সংখ্যা জুড়ে দেওয়া হল।

৩। সমাজশিক্ষা কর্মী গ্র্যাজুয়েটদের পদোন্নতির সুযোগ সীমিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা দিয়ে এই পদের বেতনের হার নির্দ্ধারিত হয় না, পদ অনুযায়ী হয়।

৪। এস. ই. ও. এবং এম. এস. এর পদের মধ্যে বর্তমানে ২৪টি পদ শূন্য আছে। সি, এস. ই. ও. পদে কোন শূন্য পদ নাই।

মহকুমা ভিত্তিক গ্র্যাজুয়েট সমাজশিক্ষা কর্মীদের হিসাব ঃ—

ক্রমিক সংখ্যা	মহকুমার নাম		গ্র্যাজুয়েট সমাজশিক্ষা কর্মীর সংখ্যা
১।	সদর	মহকুমা	১৬
২।	সোনামুড়া	,,	২
৩।	খোয়াই	,,	২
৪।	উদয়পুর	,,	৪
৫।	সাব্রুম	,,	৩
৬।	অমরপুর	,,	১
৭।	বিলোনীয়া	,,	৯
৮।	কমলপুর	,,	৩
৯।	কৈলাশহর	,,	১২
১০।	ধর্মনগর	,,	১০
		মোট—	৬২

Admitted Starred Question No. 166

By—Shri Tarani Mohan Sinha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। বামফ্রন্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত কয়টি বালোয়ারী বিদ্যালয় নির্মাণের জন্য সরকারী অনুদান দেওয়া হইয়াছে ; এবং তার মধ্যে কয়টি সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং কয়টি অসম্পূর্ণ অবস্থায় আছে ?

২। ইহা কি সত্য কোন কোন বালোয়ারী বিদ্যালয়ে হয়তো গ্রামলক্ষী নাই, স্কুল শিক্ষিকা আছে অথবা শিক্ষিকা নাই গ্রামলক্ষী আছে

৩। সত্য হইলে ঐ সকল বিদ্যালয়ের সংখ্যা কত এবং এই শূন্য পদ পূরণের জন্য সরকার কোন চিন্তা করছেন কি, এবং

৪। বালোয়ারী বিদ্যালয়গুলিতে টিফিন দেওয়ার জন্য বর্তমান আর্থিক বৎসরে কোন ব্যবস্থা করা হইবে কি ?

ANSWER

১। বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে রাজ্য সরকার কতৃক স্থাপিত বালোয়ারী, সমাজশিক্ষা কেন্দ্রগুলির মধ্যে এখন পর্যন্ত মোট ৩৭৬টি নির্মাণের জন্য সরকারী মঞ্জুরী দেওয়া হইয়াছে। তম্মধ্যে এ পর্যন্ত ২৪৯টি ক্ষেত্রে নির্মাণ কার্য শেষ হইয়াছে, বাকী ১২৭টির ক্ষেত্রে নির্মাণ কার্য এখনও শেষ হয় নাই। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাধীন আই, সি, ডি, এস, স্কীমে ২২৫টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র নির্মাণের জন্য আর্থিক বরাদ্দ দেওয়া হইয়াছিল। তারমধ্যে ১২৭টি কেন্দ্র তৈরী হইয়াছে। বাকীগুলি বর্তমান আর্থিক বৎসরে সম্পন্ন হইবে।

২। হ্যাঁ।

৩। ক) যে সকল কেন্দ্রে সমাজশিক্ষা কর্মী আছে কিন্তু গ্রামলক্ষ্মী নাই এরূপ কেন্দ্রের সংখ্যা—১৮৩ এবং

খ) যে সকল কেন্দ্রে গ্রামলক্ষ্মী আছে কিন্তু সমাজশিক্ষা কর্মী নাই এরূপ কেন্দ্রের সংখ্যা—২০৬। এসকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কর্মী নিয়োগের চেষ্টা নেওয়া হইতেছে।

৪। বারোয়ারী বিদ্যালয়গুলিতে টিফিন দেওয়ার ব্যবস্থা করা সমাজ কল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের আওতাভুক্ত নয়।

Admitted Starred Question No. 167

By—Shri Mohan Lal Chakma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। মিড ডে টিফিন প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের সংখ্যা কত ;

২। এর মধ্যে কয়টি নিম্ন বুনিয়াদী ও উচ্চ বুনিয়াদী হাইস্কুল আছে ?

৩। মিড্‌ডে টিফিন প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কত ;

৪। এরজন্য দৈনিক কত খরচ হইতেছে ?

উত্তর

১। ১৫৪০টি স্কুল।

২। প্রাইমারী নিম্নবুনিয়াদী ১৪৮৬, ১২টি উচ্চ-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে প্রাইমারী ক্লাশ এবং ৪২টি দশম ও দ্বাদশ বিদ্যালয়ে প্রাইমারী ক্লাশ।

৩। দৈনিক ১,৫৩,৩২২ জন ছাত্র-ছাত্রী।

৪। দৈনিক ৭৬,৬৬১ টাকা।

Admitted Starred Question No. 170

By—Shri S. K Thakur Singh

প্রশ্ন

১। জুনের দাঙ্গায় গৃহহারাদের পুনর্ব্বাসনকল্পে এই পর্য্যন্ত কত বাণ্ডিল টিন প্রদত্ত হইয়াছে ?

উত্তর

১। অদ্য পর্য্যন্ত ৬৩৬৮ বাণ্ডিল টিন প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রশ্ন

২। প্রদত্ত টিনের মূল্য কত ?

উত্তর

২। প্রদত্ত টিনের মূল্য ৪০২৬০০০ টাকা। এই পর্য্যন্ত ১০৮১০ বাণ্ডিল টিন ৮১২৩৭০০ টাকা মূল্যে খরিদ করা হইয়াছে। এইগুলি দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে প্রতি বাণ্ডিল ৭৫০ টাকা দরে (পরিবহন খরচ সহ) দেওয়া হইতেছে। তাই ৫৩৬৮ বাণ্ডিল টিনের মূল্য আনুমানিক ৪০২৬০০০ টাকা।

প্রশ্ন

৩। ঐ টিন কোথা হইতে আমদানীকৃত এবং ইহার পরিবহন খরচ কত পড়িয়াছে তাহার হিসাব।

উত্তর

৩। স্টিল অথোরিটী অব ইণ্ডিয়ার কলিকাতা ও গৌহাটী শাখা হইতে আনা হইয়াছে। ১০৮১০ বাণ্ডিল টিনের সর্ব্বমোট পরিবহন খরচ ৫৯৯৫৭৪, টাকা পড়িয়াছে। সেই অনুসারে ৫৩৬৮ বাণ্ডিল টিনের পরিবহন খরচ প্রায় ৩০০০০০ টাকা।

প্রশ্ন

৪। কোন্ কোন্ দাঙ্গা দুর্গত এলাকায় এখন পর্য্যন্ত টিন দেওয়া সম্ভব হইয়াছে এবং কত পরিবার টিন পাইয়াছে তাহার বিবরণ ঃ---

উত্তর

৪। এখন পর্য্যন্ত সদর, খোয়াই, উদয়পুর এবং অমরপুর মহকুমায় দাঙ্গা দুর্গত এলাকায় টিন দেওয়া সম্ভব হইয়াছে এবং ২৬৮৪ পরিবারকে টিন দেওয়া হইয়াছে।

প্রশ্ন

৫। ক্ষতিগ্রস্ত বাকী পরিবারগুলিকে টিন দেওয়া সম্ভব হইবে কি ?

উত্তর

৫। ক্ষতিগ্রস্ত বাকি পরিবারকে টিন দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। আরও প্রয়োজনীয় টিন কলিকাতা হইতে আনা হইতেছে।

Admitted Starred Question No. 177.

By—Shri Kamini Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। আই, সি, ডি, এস, হেল্পারদের বেতন বাড়াইবার ও তাহাদের পারমানেন্ট করার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ; এবং

২। পরিকল্পনা থাকিলে কবে পর্য্যন্ত তাহাদের পারমানেন্ট করা ও বেতন বাড়ানো হইবে ?

উত্তর

১। আই, সি, ডি, এস, হেল্পারগণ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্দ্ধারিত নির্দিষ্ট পরিমাণ মাসিক অনারেরিয়ামের ভিত্তিতে নিযুক্ত হন। তাহাদিগকে চাকুরীতে স্থায়ীভাবে বহাল রাখা অথবা অনারেরিয়াম বাড়ানো রাজ্য সরকারের আয়ত্তাধীন নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 179

By Shri Keshab Mazumder

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food &Civil Supplies Department be pleased to state.

১ ১লা জুন ১৯৮০ হইতে ৩১ শে আগষ্ট ১৯৮০ইং পর্য্যন্ত দাঙ্গা বিধ্বস্ত গাঁওসভা গুলোতে কি পরিমাণ চিনি ও চাউল রেশন সপের মারফত বিলি করা হয়েছে? (খোয়াই, সদর, উদয়পুর ও অমরপুর বিভাগের বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)।

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 183.

By Shri Keshab Mazumder

প্রশ্ন

১। বর্তমান আথিক বৎসরে তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের চিকিৎসার জন্য সাহায্য বাবদ কোন বিভাগে কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তাহার হিসাব,

২। বরাদ্দকৃত অর্থের কত টাকা ৩০শে নভেম্বর পর্য্যন্ত খরচ করা হয়েছে, এবং

৩। ইহা কি সত্য যে টাকা সত্বেও সাহায্য প্রার্থীরা সাহায্য পায় না?

উত্তর

১।

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ (টাকায়)	
		তপশিলি উপজাতিদের জন্য	তপশিলী জাতিদের জন্য
১	২	৩	৪
১।	সদর	৯,৫০০	৬,০০০
২।	সাব্রুম	৪,৫০০	৩,০০০
৩।	বিলোনীয়া	৫,০০০	৫,০০০
৪।	অমরপুর	৭,৫০০	৪,৫০০
৫।	উদয়পুর	৪,০০০	৩,০০০
৬।	সোনামুড়া	৩,৫০০	৩,০০০

১	২	৩	৪
৭।	কমলপুর	৩,৫০০	৩,০০০
৮।	কৈলাসহর	৭,০০০	৪,৫০০
৯।	ধমনগর	৭,০০০	৪,৫০০
১০।	খোয়াই	৮,০০০	৪,৫০০
		মোট ঃ—৫৯,৫০০	৪১,০০০

এতদব্যাতিত নিম্নরূপ বরাদ্দ উপজাতি ও তপশিলি জাতি কল্যাণ অধিকর্ত্তা এবং জেলা শাসক ও সমাহর্ত্তাদের নিকট দেওয়া হইয়াছে ঃ--

১।	উপজাতি ও তপশিলি জাতি কল্যাণ অধিকর্ত্তা	২১,০০০	৯,০০০
২।	জেলা শাসক ও সমাহর্ত্তা (পশ্চিম ত্রিপুরা)	৩,৫০০	৩,৫০০
৩।	জেলা শাসক ও সমাহর্ত্তা (উত্তর ত্রিপুরা)	৩,৫০০	৩,৫০০
৪।	জেলা শাসক ও সমাহর্ত্তা (দক্ষিণ ত্রিপুরা)	৩ ৫০০	৩,৫০০
		মোট ঃ—৩১,৫০০	১৯,৫০০
		সর্বমোট ঃ— ৯১,০০০	৬০,৫০০

২। উপজাতিদের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের ২৯ হাজার ১ শত ৩৫ টাকা এবং তপশিলি জাতিদের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের ২০ হাজার ৩৫ টাকা খরচ হইয়াছে।

৩। সত্য নহে।

Admitted Starred Question No. 189

By—Shri Ram Kumra Nath

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে আদার ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটির অন্তর্গত জনসাধারণ কোন আলাদা সুযোগ সুবিধা পাইতেছেন না,

২। সত্য হইলে ইহার কারণ কি ; এবং

৩। ব্যাক ওয়ার্ড হিসাবে তাদের আলাদা কোন সুযোগ সুবিধা সরকার হইতে পাওয়ার কোন সাংবিধানিক অধিকার আছে কিনা ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্যের কোন সম্প্রদায়কেই আদার ব্যাক ওয়ার্ড কমিউনিটি বলিয়া ঘোষনা করা হয় নাই। সুতরাং আদার ব্যাক ওয়ার্ড কামউনিটি হিসাবে আলাদা সুযোগ সুবিধা দেওয়ার প্রশ্ন উঠে না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। ব্যাক ওয়ার্ড কমিউনিটি হিসাবে স্বীকৃত না হওয়ায় পর্য্যন্ত এই প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 203
By— Shri Mohanlal Chakma

প্রশ্ন

১। গত জুনের দাঙ্গায় ক্ষতি পরিবারের সংখ্যা কত ?

উত্তর

১। প্রায় ৩১,০০০ হাজার (পরিবার)

প্রশ্ন

২। এদের মধ্যে কত পরিবার ক্ষতি পূরণের টাকা পেয়েছেন,

উত্তর

২। ক্ষতি পূরণের জন্য যাহারা টাকা পাইয়াছেন, তাহাদের মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল। এই হিসাব ১৪-১২-৮০ ইং পর্য্যন্ত।

বাড়ীঘর পোড়ার জন্য	১ম কিস্তি	২য় কিস্তি	গৃহ সামগ্রী ক্ষতির জন্য	দোকান পোড়ার জন্য	মৃত ব্যক্তির জন্য
সদর	৬১২৯	২৪১২	৮২২৪	১	সদর, খোয়াই
সোনামুড়া	৬	৬	৯	—	সোনামুড়া, উদয়পুর,
খোয়াই	৩১০৫	৬০০	৫১০৭	—	অমরপুর,
উদয়পুর	৩৫৬৯	১১৯২	৫৮৭০	১৬	সাব্রুমে মোট ১৮৮টি
অমরপুর	২০৩৮	১৯৩	৩৮৬৬	৬৭	ক্ষেত্রে
সাব্রুম	১৯	১৯	—	—	
	১৪,৮৬৬	৪৪২২	২৩,০৭৬	৮৪	১৮৮

প্রশ্ন

৩। দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত হন নাই এমন পরিবারকে অর্থ বিতরণ করা হইয়াছে কি,

উত্তর

৩। এই রকম কোন তথ্য সরকারের নিকট এখন পর্য্যন্ত নাই।

প্রশ্ন

৪। হইয়া থাকিলে এর প্রতিকারের কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

উত্তর

৪। প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No. 204

By—Shri Swaraijam Kamini Thakur Singh

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য পরিত্যক্ত খোয়াই বিমানবন্দরে খোয়াই সরকারী ডিগ্রী কলেজ নির্মাণের জন্য সরকারী পর্যায়ে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে ?

২। সত্য হইলে এই পর্যন্ত এ ব্যাপারে কি কি উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে এবং চলতি আর্থিক বর্ষে কলেজ নির্মাণের কাজ আরম্ভ হইবে কি ?

৩। উক্ত কলেজ সহ অফিস, হোস্টেলস, অধ্যাপকদের কোয়ার্টার, ক্যান্টিন, ছাত্রদের কমনরুম, শৌচাগার, খেলার মাঠ ইত্যাদির জন্য মোট কত একর ভূমির প্রয়োজন হইতেছে ?

৪। এই ভূমি খরিদের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পূর্বেই উক্ত ভূমির মধ্যে কলেজ নির্মাণের কাজ শুরু হইবে কি ?

উত্তর

১। হঁা

২। কলেজের প্ল্যান ও নির্মাণ ব্যয় মঞ্জুর করা হইয়াছে এবং ৪০ একর ভূমি বরাদ্দ করিবার জন্য রাজস্ব বিভাগকে অনুরোধ করা হইয়াছে। কলেজ নির্মাণের কাজ চলতি আর্থিক বছরে আরম্ভ হইবে কিনা তাহা সঠিক বলা যাইতেছে না।

৩। ৪০ একর।

৪। না।

Admitted Starred Question No. 212

By—Shri Ram Kr. Nath

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে দুই বৎসর পূর্বে দেওছড়া এস, বি, স্কুলে এবং কৃষ্ণপুর এস, বি, স্কুলে দুইটি পাকা ঘর নির্মাণ করা সত্বেও আজ পর্যন্ত উক্ত ঘর দুইটি উপরে ছাউনি দেওয়া হয় নাই ;

২। সত্য হইলে, তাহার কারণ ;

৩। ইহা কি সত্য যে ঐ ঘরগুলির ছাউনি না থাকাতে কাঠের দরজা জানালা ও উপরের চালের কাঠগুলি কাজের অনুপযুক্ত হইয়া গিয়াছে ;

৪। সত্য হইলে, ঐ ক্ষতির পরিমাণ কত এবং এই ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের অভাব বশতঃ।

৩। কাঠের দরজা জানালার ফ্রেইম ব্যবহারের অযোগ্য হয় নাই। কেবলমাত্র ছাউনির ফ্রেইমের কয়েক খণ্ড কাঠ বদলাইতে হইবে।

৪। ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ছয়শত টাকা।

Admitted Starred Question No—229

By—Shri Sumanta Das.

প্রশ্ন

১। পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে তপশিলী জাতিভুক্ত ভূমিহীনদের ১৯১০ টাকার পরিবর্তে ৬৫১০ টাকা দেওয়ার কোন পরিকল্পনা বর্তমান সরকারের আছে কিনা?

২। থাকিলে কবে পর্যান্ত এই পরিকল্পনা চালু করা হবে, এবং

৩। যদি না থাকে তার কারণ?

উত্তর

১। হরিজন উপদেষ্টা কমিটির ১৮।৪।৮০ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সুপারিশ অনুসারে প্রকল্পটির সংশোধন কৃষি বিভাগ ও পশু পালন বিভাগের সহিত পরামর্শক্রমে বিবেচনাধীন আছে।

২। বিষয়টি চূড়ান্তরূপ পাওয়ার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

ANNEXURE—"B"

Admitted Unstarned Question No. 1.

By—Shri Tarani Mohan Sinha.

Will the Hon'ble Mimister-in-charge of the Education Department be pleased to stete—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮ ইং এর জানুয়ারী হইতে এপর্যন্ত কয়টি নারী সমিতি রেজিষ্টারড্ হইয়াছে;

২। রেজিষ্টারীকৃত নারী সমিতিতে সরকারী কোন সাহায্য দেওয়া হইয়াছে কি; এবং

৩। কোন সাহায্য দিয়া থাকিলে কোন্ কোন্ নারী সমিতিকে কি কি সাহায্য দেওয়া হইয়াছিল তাহার বিবরণ?

উত্তর

১। ১৯৭৮ইং এর জানুয়ারী হইতে এপর্যন্ত কোন নারী সমিতি রেজিষ্টার হইয়াছে বলিয়া সমাজকল্যাণ দপ্তরের জানা নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Unstarred Question No. 3

By—Shri Fayzur Rahaman

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সারা ত্রিপুরায় মোট বালোয়ারী কেন্দ্রের সংখ্যা কত, বিভাগ ভিত্তিক হিসাব।

২। রাজ্যের কোন্ কোন্ এস. ই, সি তে এস, ই, ডাব্লু কতজন এবং কোন্ কোন্ এস, ই, সিতে এস, ই, ডাব্লু নাই, তার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব।

৩। রাজ্যের যে সমস্ত এস, ই. সিতে স্কুল মাদার নাই, তার বিভাগ ভিত্তিক নাম।

৪। রাজের যে সমস্ত এস, ই, সিতে ফিডিং সেন্টার নাই সেই সেন্টারগুলিতে ফিডিং সেন্টার সরকার খুলবেন কি ?

উত্তর

১। সারা ত্রিপুরায় মোট বালোয়ারী কেন্দ্রের সংখ্যা ১১৬৩। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল।

২। রাজ্যের কোন্ কোন্ সমাজশিক্ষা কেন্দ্রে কতজন সমাজশিক্ষা কর্মী আছেন তার বিভাগ ভিত্তিক তালিকা Statement-I এ প্রদত্ত হইল। যে সকল সমাজশিক্ষা কেন্দ্রে সমাজশিক্ষা কর্মী নাই তার বিভাগ ভিত্তিক তালিকা Statement-II তে প্রদত্ত হইল।

৩। রাজ্যের যে সমস্ত সমাজশিক্ষা কেন্দ্রে স্কুল মাদার নাই তার বিভাগ ভিত্তিক তালিকা Statement-III তে প্রদত্ত হইল।

৪। রাজ্যের সমাজশিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে ফিডিং সেন্টার খোলার কাজ সমাজশিক্ষা অধিকারের আওতাভুক্ত নয়।

ত্রিপুরা রাজ্যের সমাজশিক্ষা কেন্দ্রের বিভাগ ভিত্তিক সংখ্যা।

(ক) পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা ঃ—

সদর মহকুমা—	৩০১
খোয়াই „ —	৬৩
সোনামুড়া „ —	৫৭
	৪২১

(খ) দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা ঃ—

উদয়পুর মহকুমা---	৯৪
অমরপুর ,, ---	৬২
বিলোনীয়া ,, ---	১১২
সাব্রুম ,, ---	৭২
	৩৪০

(গ) উত্তর ত্রিপুরা জেলা ঃ—

কমলপুর মহকুমা---	১২২
কৈলাশহর ,, ---	১২৩
ধর্মনগর ,, ---	১৫৭
	৪০২

সর্বমোট ঃ ১১৬৩

STATEMENT-I

Sub-Division-wise list of Social Education Centres with no. of Social Education Worker posted in each.

Sl. No.	Name of the Sub-Division	Name of S.E. Centre	No. of S.E.W.	Remarks.
1	2	3	4	5
1.	Sadar	Santanagar S.E. Centre	4 Nos.	
2.	Sub-Division	Ghandhigram S.E. Centre,	3 Nos.	
3.		Nandanagar No. 2 A.E.C.	1 No.	
4.		Deshabandhu S.E. Centre	2 Nos.	
5.		Durgachowmuhini S.E.C.	4 Nos.	
6.		Lechu Bagan S.E. Centre,	1 No.	
7.		Durya Nagar S.E. Centre,	1 No.	
8.		Gurkha Basti S.E. Centre,	2 Nos.	
9.		Indranagar Harijan S.E.C.	3 Nos.	
10.		V. M. Harijan S.E.C.	3 Nos.	
11.		Dakshin Anandanagar S.E.C.	2 Nos.	
12.		Dhaleswar S.E. Centre	4 Nos.	
13.		Natunnagar S.E. Centre	1 No.	
14.		Nandannagar S.E. Centre.	2 Nos.	
15.		Narshingarh S.E. Centre,	4 Nos.	
16.		Pratapgarh Mashi Daspara S.E.C.	6 Nos.	
17.		Chourangi S.E. Centre,	2 Nos.	
18.		Barjala S.E. Centre,	6 Nos.	
19.		Charipara No. 1 S.E. Centre,	4 Nos.	
20.		Khejur Bagan S.E. Centre,	2 Nos.	
21.		Kunjaban Khanna Park, S.E.C.	2 Nos.	
22.		Langkamura S.E. Centre,	4 Nos.	
23.		Durgachowmuhini (Mail) S.E.C.	1 No.	
24.		Chandinamura S.E. Centre,	2 Nos.	
25.		Charipara No. 2 S.E. Centre,	3 Nos.	
26.		Shanmura S.E. Centre,	1 No.	
27.		Nayanamura S.E. Centre,	5 Nos.	
28.		Nabagram S.E. Centre,	2 Nos.	
29.		Indranagar S.E. Centre,	5 Nos.	
30.		Narayanpur S.E. Centre	1 No.	
31.		Bhati Abhoynagar S.E.C.	2 Nos.	
32.		Ramsundarnagar S.E. Centre,	3 Nos.	
33.		Kalitilla S.E. Centre,	3 Nos.	
34.		Bibekananda S.E. Centre,	2 Nos.	
35.		Bidhyasagar Palli S.E.C.	2 Nos.	
36.		Kalikapur S.E. Centre,	1 No.	
37.		Ashoke Smriti S.E.C.	1 No.	
38.		Charipara S.E. Centre,	3 Nos.	
39.		Bhagninibedita S.E.C.	3 Nos.	
40.		Haradhan Sanga S.E.C.	3 Nos.	
41.		Badurtali S.E. Centre	1 No.	
42.		Uttar Krishnanagar S.E.C.	1 No.	
43.		Anandanagar Ramkrishna Mission, S.E. Centre,	1 No.	

1	2	3	4	5
44.		Central Jail Road S.E.C.	1 No.	
45.		Uttar Banamalipur S.E.C.	1 No.	
46.		Najirbari S.E. Centre	1 No.	
47.		Udiyaman Sanga S.E.C.	1 No.	
48.		Kantar Jela S.E. Centre,	1 No.	
49.		Shitaltali S.E. Centre,	1 No.	
50.		Adarsha Palli Milan Chakra S.E.C.	1 No.	
51.		Kumari Tilla S.E. Centre,	1 No.	
52.		Sukanta (Ranjitnagar) S.E.C.	2 Nos.	
53.		Puratan Karnelbari S.E.C.	1 No.	
54.		Paschim Banamalipur S.E.C.	1 No.	
55.		Purba Abhoynagar S.E.C.	3 Nos.	
56.		Indranagar S.E. Centre,	1 No.	
57.		Uttar Badharghat S.E.C.	2 Nos.	
58.		Ujan Abhoynagar S.E.C.	1 No.	
59.		Arun Udhay Sangha S.E.C.	2 Nos.	
60.		Shisu Niketan S.E.C.	1 No.	
61.		Uttar Banamalipur S.E.C.	1 No.	
62.		Naghicharra S.E. Centre	2 Nos.	
63.		Rajnagar S.E.C.	2 Nos.	
64.		Binpara S.E. Centre,	1 No.	
65.		Chandrapur S.E. Centre,	2 Nos.	
66.		Panchamukh S.E. Centre,	3 Nos.	
67.		Sadhu Tilla S.E.C.	3 Nos.	
68.		Aralia S.E. Centre,	5 Nos.	
69.		Sarmalunga S.E.C.	1 No.	
70.		Nabudhoy Sangha S.E.C.	3 Nos.	
71.		Purba Abhoynagar S.E.C.	3 Nos.	
72.		Dasamighat S.E. Centre,	2 Nos.	
73.		Sukanta (Malarmath) S.E.C.	1 No.	
74.		Santipara S.E. Centre,	1 No.	
75.		Santipara (Khetra Mohan) S.E.C.	1 No.	
76.		Hrishi Arabindu S.E.C.	5 Nos.	
77.		Khudhiram S.E. Centre	2 Nos.	
78.		Anarganagar S.E. Centre,	1 No.	
79.		Bibek Palli S.E.C.	1 No.	
80.		Dhaleswar Colony S.E.C.	1 No.	
81.		Laxminarayan Bari S.E.C.	1 No.	
82.		Sukanta Bihdya Pith S.E.C.	2 Nos.	
83.		Shyamali Bazar S.E.C.	2 No.	
84.		Rabindra Nagar S.E.C.	1 No.	
85.		Surjyasen S.E. Centre,	1 No.	
86.		Bairagi Tilla S.E. Centre,	1 No.	
87.		Dukli S.E. Centre,	1 No.	
88.		Nibedita S.E. Centre,	2 Nos.	
89.		Noa Gaon Krishnanagar S.E.C.	1 No.	
90.		Srinagar S.E. Centre,	1 No.	
91.		Adhibashi Mahila Samaj S.E.C.	1 No.	
	Jirania Block.			
92.		Harijoy Choudhury Para S.E.C.	3 Nos.	

1	2	3	4	5
93.		Kalachand Kabrapara S.E.C.	2 Nos.	
94.		Jirania S.E. Centre	2 Nos.	
95.		Narayanbari S.E.C.	1 No.	
96.		Bhadra Massip Para S.E.C.	1 No.	
97.		Now Badi S.E.C.	2 Nos.	
98.		Khuta Mara S.E.C.	1 No.	
99.		Brigudasbari S.E.C.	2 Nos.	
100.		Gargaria S.E.C.	1 No.	
101.		Matambari S.E.C.	1 No.	
102.		Mastar Para S.E.C.	2 Nos.	
103.		Subhashnagar S.E.C.	2 Nos.	
104.		Sachindranagar S.E.C.	2 No.	
105.		Bishrambari S.E.C.	1 No.	
106.		Joynagar S.E.C.	1 No.	
107.		Jangalia S.E.C.	1 No.	
108.		Khanarbari S.E.C.	1 No.	
109.		Chintarampara S.E.C.	1 No.	
110.		Manisardar Para S.E.C.	1 No.	
111.		Uttar Joynagar S.E.C.	1 No.	
112.		Balaram Thakur Para S.E.C.	1 No.	
113.		Kashipur S.E.C.	3 Nos.	
114.		Paschim Noabadi S.E.C.	2 Nos.	
115.		Old Agartala S.E.C.	3 Nos.	
116.		Uttar Champamura S.E.C.	2 Nos.	
117.		Baldakhal S.E.C.	2 Nos.	
118.		Dhupchara S.E.C.	1 No.	
119.		Ratannagar Sabhya Bhajan S.E.C.	2 Nos.	
120.		Puraba Noagaon S.E.C.	1 No.	
121.		Laltilla S.E.C.	1 No.	
122.		Bardhaman Thakurpara S.E.C.	1 No.	
123.		Nalgaria S.E.C.	3 Nos.	
124.		Ranirbazar S.E.C.	1 No.	
125.		Maheshpur (Gurukul) Ashram S.E.C.	2 Nos.	
126.		Bhajanagar S.E.C.	2 Nos.	
127.		Durgachoudhury Para S.E.C.	2 Nos.	
128.		Khash Noagaon S.E.C.	2 Nos.	
129.		Dafadar Para S.E.C.	1 No.	
130.		Bichanpara S.E.C.	2 Nos.	
131.		Rajchandra Chandrai Para S.E.C.	1 No.	
132.		Kabrakhamar No. 2 S.E.C.	2 Nos.	
133.		Kalisankar Thakurpara S.E.C.	1 No.	
134.		Sadiram Thakurpara S.E.C.	1 No.	
	Bishalgarh Block.			
135.		Madhabpur S.E.C.	2 Nos.	
136.		Surjyamaninagar S.E.C.	6 Nos.	
137.		Purnagram S.E.C.	3 Nos.	
138.		Paschim Gakulnagar S.E.C.	1 No.	

1	2	3	4	5
139.		Purba Laxmibil S.E.C.	4 Nos.	
140.		Gupinagar S.E.C.	1 No.	
141.		Mohanpur S.E.C.	1 No.	
142.		Paykuar Jala S.E.C.	2 Nos.	
143.		Shyamnagar S.E.C.	1 No.	
144.		Panditrampara S.E.C.	1 No.	
145.		Chandranagar S.E.C.	3 Nos.	
146.		Shibnagar S.E.C.	2 Nos.	
147.		Hasan Husen Para S.E.C.	2 Nos.	
148.		Chelikhala S.E.C.	1 No.	
149.		Office Tilla S.E.C.	1 No.	
150.		Routh Khala S.E.C.	1 No.	
151.		Purbalaxmibil S.E.C.	1 No.	
152.		Murabari S.E.C.	1 No.	
153.		Raghunath Pur, S.E.C.	1 No.	
154.		Nadilong S.E.C.	1 No.	
155.		Pandabpur S.E.C.	1 No.	
156.		Fultali S.E.C.	1 No.	
157.		Champamura S.E.C.	1 No.	
158.		Madhabpur S.E.C.	1 No.	
159.		Kamala Sagar S.E.C.	1 No.	
160.		Puratan Rajnagar S.E.C.	2 Nos.	
161.		Madhupur S.E.C.	1 No.	
162.		Office Tilla S.E.C.	1 No.	
163.		Ganiamura S.E.C.	1 No.	
164.		Uttar Gajaria S.E.C.	1 No.	
165.		Purbashibnagar S.E.C.	1 No.	
166.		Purba Gakulnagar S.E.C.	1 No.	
167.		Chanbari S.E.C.	1 No.	
168.		Dhalipukur S.E.C.	1 No.	
169.		Ujanlarma S.E.C.	1 No.	
170.		Kanchanmala S.E.C.	1 No.	
171.		Surendra Para S.E.C.	1 No.	
172.		Paschim Amtali S.E.C.	1 No.	
173.		Mandap Killa S.E.C.	1 No.	
174.		Daskin Charilam S.E.C.	2 Nos.	
175.		Lalmimura S.E.C.	1 No.	
176.		Kamal Choudhury Para S.E.C.	1 No.	
177.		Dhariatal S.E.C.	1 No.	
178.		Barkurbari S.E.C.	1 No.	
179.		Urangbari S.E.C.	1 No.	
180.		Chaner Duar S.E.C.	1 No.	
181.		Ramnagar S.E.C.	1 No.	
182.		Bishramganj S.R. C.	1 No.	
183.		Brajapur S.E.C.	1 No.	
184.		Karaiyamura S.E.C.	1 No.	
185.		Nabinagar S.E.C.	1 No.	
186.		Tilak Thakur Para S.E.C.	1 No.	
187.		Gabarddi (Harikantapara) S.E.C.	1 No.	
188.		Amtali S.E.C.	1 No.	
189.		Takarjala (Paschim) S.E.C.	1 No.	

1	2	3	4	5
190.		Jampuii Jala S.E.C.	1 No.	
	Mohanpur Block.			
191.		Mohanpur S.E.C.	1 No.	
192.		Fatikchara S.E.C.	2 Nos.	
193.		Noagaon S.E.C.	1 No.	
194.		Kalikamura S.E.C.	1 No.	
195.		Rangachara S.E.C.	1 No.	
196.		Uttar Debendranagar S.E.C.	1 No.	
197.		Gamcha Kabra S.E.C.	1 No.	
198.		Bijoynagar S.E.C.	1 No.	
199.		Barakathal S.E.C.	1 No.	
200.		Bramha Kunda S.E.C.	2 Nos.	
201.		Bhati Fatikchara S.E.C.	1 No.	
202.		Mahadebbari S.E.C.	2 Nos.	
203.		Krishnamohan Kabrapara S.E.C.	2 Nos.	
204.		Ishanpur S.E.C.	2 Nos.	
205.		Taranagar S.E.C.	2 Nos.	
206.		Chadu S.E.C.	1 No.	
207.		Tamakari S.E.C.	1 No.	
208.		Nepali Basti S.E.C.	1 No.	
209.		Lofunga S.E.C.	1 No.	
210.		Sonai S.E.C.	1 No.	
211.		Kumirbil S.E.C.	1 No.	
212.		Chanmurti S.E.C.	2 No.	
213.		Daskin Rangatia S.E.C.	2 Nos.	
214.		Uttar Rangatia S.E.C.	1 No.	
215.		Jamir Ghat S.E.C.	1 No.	
216.		Kalkali a S.E.C.	1 No.	
217.		Ramdas Thakurpara S.E.C.	1 No.	
218.		Ishanchoudhurypara S.E.C.	1 No.	
219.		Putiahil S.E.C.	1 No.	
220.		Daldali S.E.C.	1 No.	
221.		Brajanagar Jumua Col. S.E.C.	1 No.	
222.		Brahama Kunda Basti S.E.C.	1 No.	
223.		Mantala Colony S.E.C.	1 No.	
224.		Bhadramani Para S.E.C.	1 No.	
225.		Hojamara (Hidustan Bad) S.E.C.	2 Nos.	
226.		Harina Khala S.E.C.	1 No.	
227.		Hatichara S.E.C.	1 No.	
228.		Chanpur Col. S.E.C.	1 No.	
229.		Jagatpur S.E.C.	1 No.	
230.		Kambukchara S.E.C.	1 No.	
231.		Satdubia S.E.C.	1 No.	
232.		Narendrapur Malatibari Jumia Colony S.E.C.	1 No.	
233.		Ujan Fatikchara S.E.C.	1 No.	
	Melaghar Block.			
234.		Rangamura S.E.C.	3 Nos.	
235.		Thakurpara S.E.C.	2 Nos.	
236.		Palpara S.E.C.	2 Nos.	

1	2	3	4	5
237.		Joychandra Balmandir S.E.C.	2 Nos.	
238.		Mohanbhug (Puratan) S.E.C.	1 No.	
239.		Nalchar S.E.C.	1 No.	
240.		Akshya S.E.C.	1 No.	
241.		Jagat Chandra Shishu Uddan S.E.C.	2 Nos.	
242.		Ambika Shisu Bihar S.E.C.	1 No.	
243.		Mayarani S.E.C.	1 No.	
244.		Ramkanai Shisu Niketan S.E.C.	1 No.	
245.		Takda Para S.E.C.	2 Nos.	
246.		Tuijiling S.E.C.	2 Nos.	
247.		Jumer Depa S.E.C.	2 Nos.	
248.		Chandanmura S.E.C.	2 Nos.	
249.		Abid Ali S.E.C.	1 No.	
250.		Bammi mura S.E.C.	2 Nos.	
251.		Garjanban S.E.C.	1 No.	
252.		Laxman Depa S.E.C.	1 No.	
253.		Kemtali S.E.C.	1 No.	
254.		Kalapara S.E.C.	1 No.	
255.		Battali S.E.C.	1 No.	
256.		Urmai S.E.C.	1 No.	
257.		Barnachara S.E.C.	1 No.	
258.		Gourbachan S.E.C.	1 No.	
259.		Kaliram S.E.C.	1 No.	
260.		Kukichara S.E.C.	1 No.	
261.		Kachijan S.E.C.	1 No.	
262.		Khaschoumihani S.E.C.	1 No.	
263.		Kumariakhucha S.E.C.	1 No.	
264.		Killamura S.E.C.	1 No.	
265.		Muhanbhug (New) S.E.C.	1 No.	
266.		Taibandal S.E.C.	1 No.	
267.		Lalmaibari S.E.C.	1 No.	
268.		Matinagar S.E.C.	2 Nos.	
269.		Bakshnagar S.E.C.	1 No.	
270.		Promode Shishubihar S.E.C.	1 No.	
271.		Sonamura Village S.E.C.	1 No.	
272.		Sonamura Shishuniketan S.E.C.	2 Nos.	
273.		Muramuri Shishu Shikhamandir S.E.C.	1 No.	
274.		Batadula S.E.C.	1 No.	
275.		Kiranmayee Shishu Bihar S.E.C.	1 No.	
276.		Ramkali S.E.C.	3 Nos.	
277.		Rangamatia S.E.C.	1 No.	
278.		Bhabanipur S.E.C.	2 Nos.	
279.		Monaipathar S.E.C.	1 No.	
280.		Kalabari S.E.C.	1 No.	
281.		Kalimura S.E.C.	1 No.	
282.		Thalibari S.E.C.	1 No.	
283.		Kalamchhara S.E.C.	1 No.	
284.		Kulubari S.E.C.	1 No.	
285.		Kariyamura S.E.C.	2 Nos.	
286.		Baranarayan S.E.C.	1 No.	

1	2	3	4	5
287.		Rampukur S.E.C.	1 No.	
288.		Baramura S.E.C.	1 No.	
289.		Nirbhayapur S.E.C.	1 No.	
290.		Aralia S.E.C.	1 No.	
291.		Sonamura (Sub-Jail) S.E.C.	1 No.	
	Teliamura Block.			
292.		Howaibari S.E.C.	2 Nos.	
293.		Dakhin Pulinpur S.E.C.	2 Nos.	
294.		Ganiar Bil S.E.C.	1 No.	
295.		Karuilong S.E.C.	2 Nos.	
296.		Maharanipur S.E.C.	2 Nos.	
297.		Kaiganga S.E.C.	3 Nos.	
298.		Baluchara S.E.C.	2Nos.	
299.		Krishnapur S.E.C.	1 No.	
300.		Gunamanisardar Para S.E.C.	1 No.	
301.		Muharchara S.E.C.	2 Nos.	
302.		Santipur S.E.C.	1 No.	
303.		Tutubari S.E.C.	1 No.	
304.		Tungrai S.E.C.	2 Nos.	
305.		Satyabama Bridoy S.E.C.	2 Nos.	
306.		Dwarikapur S.E.C.	3 Nos.	
307.		Gourangatila S.E.C.	1 No.	
308.		Ampura S.E.C.	3 Nos.	
309.		Gaganmadhabpara S.E.C.	2 Nos.	
	Khowai Block.			
310.		Barbagai S.E.C.	1 No.	
311.		Sonatala Bhumihin Colony S.E.C.	1 No.	
312.		Harakumar Bhumihin Colony S.E.C.	1 No.	
313.		Purbaganki Bhumihin Colony S.E.C.	1 No.	
314.		Ajagar Tila Bhumihin Colony S.E.C.	1 No.	
315.		Bagabil Jumia Bhumihin Colony S.E.C.	1 No.	
316.		Belchara Jumia Bhumihin Colony S.E.C.	1 No.	
317.		Naliabari S.E.C.	1 No.	
318.		Purbaramchandraghat S.E.C.	1 No.	
319.		Senarai Rubia Madhu Para S.E.C.	1 No.	
320.		Kamini Para S.E.C.	1 No.	
321.		Paschim Rajnagar S.E.C.	1 No.	
322.		Utlabari S.E.C.	1 No.	
323.		Paschim Mittichar S.E.C.	3 Nos.	
324.		Sematala S.E.C.	2 Nos.	
325.		Ganki S.E.C.	3 Nos.	
326.		Shrikrishna S.E.C.	4 Nos.	
327.		Gournagar S.E.C.	2 Nos.	
328.		Abala (Harijan Coln). S.E.C.	2 Nos.	
329.		Bagabil S.E.C.	1 No.	
330.		Manaichara S.E.C.	2 Nos.	

2	2	3	4	5
	Khowai Block.			
331.		Samatal Padmabil S.E.C.	2 Nos.	
332.		Chabri S.E.C.	2 Nos.	
333.		Laltila S.E.C.	2 Nos.	
334.		Madhuram Bari S.E.C.	1 No.	
335.		Kachubari S.E.C.	1 No.	
336.		Chargaria Bari S.E.C.	1 No.	
337.		Banshiram Bari S.E.C.	1 No.	
338.		Shibaji Bari S.E.C.	1 No.	
339.		Banbazar S.E.C.	1 No.	
340.		Purba Champachara S.E.C.	1 No.	
341.		Paschim Champachara S.E.C.	1 No.	
342.		Asharambari S.E.C.	1 No.	
343.		Behalabari S.E.C.	2 Nos.	
344.		Champahower S.E.C.	3 Nos.	
345.		Paschim Lakhmichara S.E.C.	1 No.	
346.		Gopalnagar S.E.C.	1 No.	
348.		Bachaibari S.E.C.	1 No.	
349.		Purbashingichara S.E.C.	3 Nos.	

Name of Sub-Division	Name of S.E. Centre	No. of persons working in the Centre.	Remarks
1	2	3	4
Amarpur Sub-Division	1. Uttar Chellagong S.E.C.	1	
	2. Gobinda Tilla S.E.C.	2	
	3. Halubari S.E.C.	1	
	4. Chailokhola S.E.C.	1	
	5. Sukunta Col. S.E.C.	1	
	6. Sarbang S.E.C.	1	
	7. Chhankhola S.E.C.	1	
	8. Netajipalli S.E.C.	1	
	9. Makribari S.E.C.	1	
	10. Burmapara S.E.C.	2	
	11. Dakiarchhara S.E.C.	1	
	12. Bampur S.E.C.	1	
	13. Paschim Daluma S.E.C.	1	
	14. Dhanlekha S.E.C.	1	
	15. Khudirampalli S.E.C.	1	
	16. Ramkrishna Col. S.E.C.	1	
	17. Taidu Chakmabari S.E.C.	1	
	18. Uttar Singhroybari S.E.C.	1	
	19. Dhan Lekha Kaipeng	1	
	20. Dhalacharra S.E.C.	1	
	21. Depachhari S.E.C.	1	
	22. Nabjyosh Para S.E.C.	1	
	23. Karbook S.E.C.	2	

1	2	3	4
	24.	Ampinagar S.E.C.	1
	25.	Baishyamani Para S.E.C.	1
	26.	Sadhupara S.E.C.	1
	27.	Taidukalitilla S.E.C.	1
	28.	Jharjaria S.E.C.	2
	29.	Nutanbazar S.E.C.	1
	30.	Chellagong S.E.C.	1
	31.	North Malbassa S.E.C.	1
	32.	Birbal Daspara S.E.C.	1
	33.	Burburia S.E.C.	1
	34.	Mailak S.E.C.	1
	35.	Bibekananda S.E.C.	2
	36.	Purbadhan Choudhury Para S.E.C.	1
	37.	Harimohan Smriti Nursery S.E.C.	1
	38.	Bhumpur S.E.C.	1
	39.	Rangamati S.E.C.	1
	40.	Taidu Khamarbari S.E.C.	1
Sabroom Sub-Division	1.	Bijoynagar S.E.C.	1
	2.	Dolobari S.E.C.	2
	3.	Kathalchari S.E.C.	1
	4.	Noabari Tilla Jalefa S.E.C.	2
	5.	Manubazar S.E.C. (Ganatantrik Nari Samity)	1
	6.	Poangbari S.E.C.	1
	7.	Shyamaprasad Palli S.E.C.	1
	8.	Harbatali S.E.C.	1
	9.	Chaidya S.E.C.	1
	10.	Rupaichhari S.E.C.	2
	11.	Karimatilla S.E.C.	1
	12.	Taibang S.E.C.	1
	13.	Harina No. 2 S.E.C.	1
	14.	Kaladhepa S.E.C.	1
	15.	Sindukpathaar S.E.C.	1
	16.	Barkhola S.E.C.	1
	17.	Kathalchhari Manu S.E.C.	1
	18.	Rupaichari S.E.C. (No. 1)	1
	19.	Sonaichari S.E.C.	1
	20.	Fuchari No. 1 S.E.C.	1
	21.	Fuchari No. 2 S.E.C.	1
	22.	Howaibari S.E.C.	1
	23.	Chailtachari No. 1 S.E.C.	1
	24.	South Taichama S.E.C.	1
	25.	Chaitachari No. 2 S.E.C.	1
	26.	Samarendraganj (New) S.E.C.	1
	27.	Gaganruajapara S.E.C.	1
	28.	Kumarchandrapara S.E.C.	1
	29.	Bishnupur S.E.C.	1
	30.	Silachari (Kajal Mog) S.E.C.	1
	31.	Harina No. 1 S.E.C.	1
	32.	Baishnabpur S.E.C.	1
	33.	Bagmara S.E.C.	1

1	2	3	4
	34.	Chiltachari (Manughat) S.E.C.	1
	35.	Hemchandra Roajapara S.E.C.	1
	36.	Laxmiyabari S.E.C.	1
	37.	Jalefa S.E.C.	1
	38.	Suknachhari S.E.C.	1
	39.	Sona Mohan Para S.E.C.	1
	40.	Ramgoa S.E.C.	1
	41.	Rajmohanpara S.E.C.	1
	42.	Sachimohanpara S.E.C.	1
	43.	New Manu S.E.C.	1
	44.	Buratali S.E.C.	1
	45.	Manu Bankul S.E.C.	1
	46.	Adhibashi Asram S.E.C.	1
	47.	Srinagar S.E.C.	2
	48.	Satchand S.E.C.	1
	49.	Goachand S.E.C.	1
	50.	Chatakchari S.E.C.	1
	51.	Kalachara S.E.C.	1
	52.	Mugurchara S.E.C.	1
	53.	Harina S.E.C.	1
	54.	Manu S.E.C.	1
	55.	Subroom S.E.C.	2
	56.	Chotakhil S.E.C.	1
	57.	Manikghar S.E.C.	1
	58.	Ramendranagar S.E.C.	1
	59.	Chailtachari S.E.C.	1
Belonia. Sub-Divition	1.	Baraj Col. (Naloa) S.E.C.	1
	2.	North Haripur	1
	3.	Champaknagar S.E.C.	1
	4.	Ramnagar S.E.C.	1
	5.	Uttar Gazaria S.E.C.	1
	6.	Joykathpur S.E.C.	1
	7.	South Sonaichari S.E.C.	1
	8.	Uttar Sonaichari S.E.C.	1
	9.	East Sonaichari S.E.C.	1
	10.	Kalinagar S.E.C.	1
	11.	Ramthakur Para S.E.C.	1
	12.	Sukarmara S.E.C.	1
	13.	Jiratali S.E.C.	1
	14.	Paikhola S.E.C.	1
	15.	Laxmipur S.E.C.	1
	16.	Ratanbari S.E.C.	1
	17.	Paschim Piparia Khola S.E.C.	1
	18.	Munsipara S.E.C.	1
	19.	Kamal Pur S.E.C.	1
	20.	Chandrapur S.E.C.	1
	21.	Choktakhola S.E.C.	1
	22.	Chittamara No. 2 S.E.C.	1
	23.	Mirzapur (South) S.E.C.	1
	24.	Mirzapur S.E.C.	1

1	2	3	4
	25.	West Manu S.E.C.	1
	26.	Birratanchoudhury para S.E.C.	1
	27.	Katiliachhara S.E.C.	1
	28.	North Debipur S.E.C.	2
	29.	Gardange (Chhaghaira) S.E.C.	1
	30.	Santi Colony S.E.C.	1
	31.	Lowgong S.E.C.	1
	32.	West Jolaibari (Ashram) S.E.C.	1
	33.	South Jolaibari S.E.C. (Kaman Tilla	1
	34.	Rania Bari S.E.C.	1
	35.	East Pilak S.E.C.	1
	36.	Madhya Pilak (Banikpara) S.E.C.	1
	37.	Kaipung S.E.C.	1
	38.	Ratanpur S.E.C.	1
	39.	West Charakbari S.E.C.	2
	40.	Abhaynagar S.E.C.	1
	41.	Krishnanagar S.E.C.	1
	42.	North Krishnanagar S.E.C.	1
	43.	Shibpur S.E.C.	1
	44.	Sreepur S.E.C.	1
	45.	South Haripur S.E.C.	1
	46.	East Rajnagar S.E.C.	1
	47.	North Mirzapur S.E.C.	1
	48.	Braja Colony S.E.C.	1
	49.	Sarashima S.E.C.	1
	50.	Arjya Col. S.E.C.	1
	51.	Shisu Sangha S.E.C.	2
	52.	North Belonia S.E.C.	2
	53.	S.B.C. Nagar S.E.C.	1
	54.	Rambabu Tila S.E.C.	1
	55.	Ishanchandranagar S.E.C.	1
	56.	Chitramara No. 1 S.E.C.	1
	57.	Mandaria S.E.C.	1
	58.	Barpathari S.E.C.	1
	59.	U B C Nagar S.E.C.	1
	60.	Joychandra S.E.C.	1
	61.	Durgapur S.E.C.	1
	62.	Rajnagar S.E.C.	2
	63.	South Sreerampur S.E.C.	1
	64.	Ashgar Rahamanpara S.E.C.	1
	65.	North Kalabaria S.E.C.	1
Belonia Sub-Divn.	66.	Kanchannagar S.E.C.	2
	67.	Block Headquarter Centre Santirbazar,	2
	68.	East Bagafa No. 1 S.E.C.	1
	69.	East Bagafa No. 2 S.E.C.	1
	70.	Ashramtilla S.E.C.	1
	71.	Subhash Colony S.E.C.	2
	72.	Betaga S.E.C.	2
	73.	East Charakbari S.E.C.	2

1	2	3	4
	74.	West Charakbari S.E.C.	2
	75.	Muhuripur S.E.C.	2
	76.	North Muhuripur S.E.C.	2
	77.	South Muhuripur S.E.C.	1
	78.	West Jolaibari S.E.C.	1
	79.	Batanbari S.E.C.	1
	80.	Debdaru S.E.C.	1
	81.	Sachirambari S.E.C.	1
	82.	Jolaibari S.E.C.	2
	83.	Madhya Pilak S.E.C.	1
	84.	Kalashi S.E.C.	2
	85.	West Pilak S.E.C.	1
	86.	Kalma S.E.C.	1
	87.	Information Centre, Santirbazar,	1
	88.	Sahapathar S.E.C.	1
	89.	Naziraipara S.E.C.	1
	90.	Thakuchara S.E.C.	1
	91.	Shishu Bitan S.E.C.	1
Udaipur Sub-Divn.	1.	Noabari S.E.C.	1
	2.	Dam Duma S.E.C.	1
	3.	Choting Chara S.E.C.	1
	4.	Chim Chima S.E.C.	1
	5.	Samuk Chara S.E.C.	1
	6.	Surendra Nagar S.E.C.	1
	7.	Ful Kumari S.E.C.	1
	8.	Gangachara S.E.C.	1
	9.	Rani Natta Para S..EC.	1
	10.	Kala Tilla S.E.C.	2
	11.	Chandrapur Land Less S.E.C.	1
	12.	Bura Dhigirpara S.E.C.	1
	13.	Matarbari Land Less Col. S.E.C.	1
	14.	Shilghati S.E.C.	1
	15.	Issachara S.E.C.	1
Udaipur	16.	Palatana (bari) S.E.C.	1
	17.	Rajarbak S.E.C.	1
	18.	Holakhet Bazar S.E.C.	1
	19.	Ful Kumari Land Less S.E.C.	1
	20.	Kishoreganj S.E.C.	1
	21.	Amtali S.E.C.	1
	22.	Rajdhan Nagar S.E.C.	1
	23.	Rani Buraghat S.E.C.	2
	24.	Kushmara S.E.C.	1
	25.	Gamaria S.E.C.	1
	26.	Paschim Kupilong S.E.C.	1
	27.	Gangachara S.E.C.	2
	28.	Nabajagaran S.E.C.	3
	29.	Rabindrapalli S.E.C.	2
	30.	Sub-Jail S.E.C.	1
	31.	Fulkumari No. 2 S.E.C.	2
	32.	Fulkumari No. 1 S.E.C.	1
	33.	Sonamura S.E.C.	3

1	2	3	4
	34.	Flooers Club S.E.C.	2
	35.	Chanban S.E.C.	4
	36.	Khilpara S.E.C.	3
	37.	Jamjuri S.E.C.	2
	38.	Surasindhary S.E.C.	2
	39.	Murapara S.E.C.	3
	40.	Matarbari S.E.C.	2
	41.	Chandrapur Col. S.E.C.	2
	42.	Chandrapur Village S.E.C.	2
	43.	East Gakulpur S.E.C.	2
	44.	West Gakulpur S.E.C.	1
	45.	Dhajanagar S.E.C.	2
	46.	East Tapania S.E.C.	2
	47.	West Tapania S.E.C.	1
	48.	Shalghara S.E.C.	2
	49.	West Garjanmura S.E.C.	1
	50.	East Garjanmura S.E.C.	1
	51.	Bagbasha S.E.C.	2
	52.	Palatana S.E.C.	1
	53.	East Dudpurshurni S.E.C.	1
	54.	West Dudpurshurni S.E.C.	1
	55.	Mogpurskurni S.E.C.	1
	56.	Bipinnagar S.E.C.	3
	57.	Kakraban S.E.C.	2
	58.	Lolanga No. 1 S.E.C.	2
	59.	Bagma S.E.C.	3
	60.	Daria Bagma S.E.C.	1
	61.	Bagma Daria S.E.C.	1
	62.	Barabya S.E.C.	1
	63.	Holakhet S.E.C.	2
	64.	Kupilong S.E.C.	1
	65.	Mirza S.E.C.	1
	66.	Tulamura S.E.C.	1
	67.	Tarfadham S.E.C.	1
	68.	Garjee S.E.C.	1
	69.	Rajnagar S.E.C.	2
Kamalpur Sub-Divn.	1.	Mohanpur S.E.C.	2
	2.	Putiacharra S.E.C.	1
	3.	Santoshi Bari S.E.C.	1
	4.	Baradrown S.E.C.	2
	5.	Choto Surma S.E.C.	1
	6.	Choto Surma No. 3 S.E.C.	1
	7.	Kamalpur (North) S.E.C.	3
	8.	Noya Gaon S.E.C.	2
	9.	Panchashil S.E.C.	1
	10.	Fulchari S.E.C.	3
	11.	Baligaon S.E.C.	1
	12.	Marachara S.E.C.	1
	13.	Harerkhola S.E.C.	1
	14.	Kamalpur South S.E.C.	3
	15.	Bara Surma S.E.C.	2

1	2	3	4
	16.	Kalachari S.E.C.	2
	17.	East Chulubari S.E.C.	1
	18.	Kalachara No. 3 S.E.C.	1
	19.	Kuchainala (East) S.E.C.	1
	20.	Kuchainala (West) S.E.C.	1
	21.	Sridampur S.E.C.	1
	22.	Mangalsigh Choudhury Para No. 1 S.E.C.	1
	23.	Mangalsigh Choudhury Para No. 2 S.E.C.	1
	24.	Darang S.E.C.	1
	25.	Manik Bhandar S.E.C.	2
	26.	Sadhubari S.E.C.	2
	27.	Srirampur S.E.C.	1
	28.	South Manikbhandar S.E.C.	2
	29.	Mayabari S.E.C.	1
	30.	Duraiship Bari S.E.C.	2
	31.	Krishnanagar S.E.C.	2
	32.	Bamancharra S.E.C.	1
	33.	Chulu Bari S.E.C.	2
	34.	Halahali S.E.C.	2
	35.	Debicharra S.E.C.	1
	36.	West Halahali S.E.C.	1
	37.	Kandirgram S.E.C.	2
	38.	Noyagaon S.E.C. (Baralutma)	1
	39.	Singhaghar S.E.C.	1
	40.	Aparashakar S.E.C.	1
	41.	Mechuria No. 1 S.E.C.	1
	42.	Ganaram S.E.C.	1
	43.	Rupashpur Kamalpur S.E.C.	1
	44.	Kalachari No. 2 S.E.C.	1
	45.	Chulubari (Prafullada Para) S.E.C.	1
	46.	Sashi Kumar Para S.E.C.	1
	47.	Isswar Kumar Para S.E.C.	1
	48.	Biswachandra Deb Barma Para S.E.C.	1
	49.	Raydhan Halam Para S.E.C.	1
	50.	Ramdurlavpur T.E. S.E.C.	1
	51.	Panbua S.E.C.	1
	52.	Nilambar Sishu Bihar S.E.C.	3
	53.	North Singhinala S.E.C.	1
	54.	Mendhirhower No. 1 S.E.C.	1
	55.	Mechuria S.E.C.	1
	56.	Rakhaltali S.E.C.	1
	57.	Rabindra Ch. Sishu Bihar S.E.C.	2
	58.	East Daluchara S.E.C.	1
	59.	South Singinala S.E.C.	1
	60.	Deb Bari S.E.C.	1
	61.	Padma Kumar Deb Barma Para S.E.C.	1

1	2	3	4
Kamalpur.	62.	Mahindra Sishu Bihar S.E.C.	1
	63.	Kachucharra Sangabasti S.E.C.	1
	64.	Iswar Kr. Deb Barma Para S.E.C.	1
	65.	Noagaon S.E.C.	1
	66.	Avanga S.E.C.	1
	67.	Katalutma S.E.C.	1
	68.	West Avanga S.E.C.	1
	69.	Adhir Deb Para S.E.C.	1
	70.	Maharani S.E.C.	1
	71.	Subhadra Sishu Bihar S.E.C.	2
	72.	Gandachara S.E.C.	1
	73.	Kekmacharra S.E.C.	1
	74.	Vayaluya Basti S.E.C.	1
	75.	Nalicharra S.E.C.	2
	76.	Ambagan Sishu Bihar S.E.C.	1
	77.	Jaganthpur S.E.C.	1
	78.	Lalcharri S.E.C.	1
	79.	Sudharam Para S.E.C.	1
	80.	Basudeb Para S.E.C.	1
	81.	Sonaramkabra Para S.E.C.	1
	82.	Kanchanpur Coloney S.E.C.	2
	83.	Dalubari S.E.C.	3
	84.	Gouri Sishu Bihar S.E.C.	2
	85.	Balaram S.E.C.	1
	86.	Raipasha S.E.C.	1
Dharmanagar.	1.	Kanchanpur Model Balwadi S.E.C.	1
	2.	Kanchanpur S.C.E.	1
	3.	Lokeswari S.E.C.	1
	4.	Haripur Vivekanda Memorial S.E.C.	1
	5.	Kaljuri S.E.C.	1
	6.	Baikunthanath Sishu Bihar S.E.C.	1
	7.	Nimaichand S.E.C.	1
	8.	Jariham S.E.C.	1
	9.	Fuldungshi S.E.C.	1
	10.	Bangla S.E.C.	1
	11.	Hmunpui S.E.C.	1
	12.	Depada S.E.C.	1
	13.	Mungchuang S.E.C.	1
	14.	Purba Urichara S.E.C.	1
	15.	Taklshi (Jampui) S.E.C.	2
	16.	Billianship S.E.C.	3
	17.	Tangshang S.E.C.	4
	18.	Vangmun S.E.C.	4
	19.	Sabwal S.E.C.	5
	20.	Payari Mohanthanga S.E.C.	1
	21.	Nutunbari S.E.C.	1
	22.	Anandabazar S.E.C.	1
	23.	Taraka Devi S.E.C.	2
	24.	Dhanichara S.E.C.	2
	25.	Urmadini S.E.C.	2

1	2	3	4
Dharmanagar.	26.	Hemangini S.E.C.	2
	27.	Nabincharra S.E.C.	1
	28.	Nalkata S.E.C.	1
	29.	Karaicharra S.E.C.	1
	30.	Krishna Tilla S.E.C.	1
	31.	Panisagar Balwadi Centre	2
	32.	North West Panisagar S.E.C.	1
	33.	South West Panisagar S.E.C.	1
	34.	Agnipassa S.E.C.	1
	35.	Dalibari S.E.C.	1
	36.	Pechku Charra S.E.C.	1
	37.	Jalabasa S.E.C.	1
	38.	Madhabpur S.E.C.	2
	39.	North Padmabill S.E.C.	1
	40.	South Padmabill S.E.C.	1
	41.	Rewa Balwadi Centre	1
	42.	Chanpur S.E.C.	1
	43.	Tilthai S.E.C.	1
	44.	Betangi S.E.C.	1
	45.	Deecherra (Rupcharan) S.E.C.	1
	46.	North Deecherra S.E.C.	2
	47.	Uptakhali S.E.C.	1
	48.	Madhuban S.E.C.	1
	49.	Rajnagar S.E.C.	1
	50.	Krishnapur S.E.C.	3
	51.	Ramnagar S.E.C.	1
	52.	Kalagangerpar S.E.C.	2
	53.	South Banuakandhi S.E.C.	1
	54.	Padmapur S.E.C.	4
	55.	Ichai Nutan Bazar S.E.C.	2
	56.	Govindapur S.E.C.	2
	57.	Ichailal Charra S.E.C.	3
	58.	Rani Bari S.E.C.	1
	59.	Churaibari S.E.C.	1
	60.	West Chandrapur S.E.C.	1
	61.	Kopali Tilla S.E.C.	2
	62.	Rajbari S.E.C.	2
	63.	Sabajpur S.E.C.	2
	64.	Kurti S.E.C.	1
	65.	East Chandrapur S.E.C.	2
	66.	Sakaibari S.E.C.	3
	67.	Nayapaya I S.E.C.	3
	68.	Baithangbari S.E.C.	1
	69.	Birajnagar S.E.C.	1
	70.	South Hurua S.E.C.	2
	71.	Dewanpassa No. S.E.C.	4
	72.	Kameswar S.E.C.	3
	73.	Telengibasti S.E.C.	1
	74.	Sunarerbassa S.E.C.	2
	75.	South Bargool S.E.C.	2
	76.	Sanichara 2 S.E.C.	1

1	2	3	4
Dharmanagar.	77.	Haflong Upajati Para S.E.C.	1
	78.	Nayapara 2 S.E.C.	3
	79.	Haflong T.E. S.E.C.	2
	80.	West Chandrapur (Para) S.E.C.	2
	81.	Bargool S.E.C.	1
	82.	Ranga S.E.C.	3
	83.	Ganganagar S.E.C.	3
	84.	North Baruakandi S.E.C.	1
	85.	Darjir Hower S.E.C.	1
	86.	West Chandrapur (S. Para) S.E.C.	3
	87.	Kadamtala S.E.C.	2
	88.	Chandrapur S.E.C.	3
	89.	Dharmanagar Town Balwadi S.E.C.	4
	90.	Dakshin Jalaibari S.E.C.	1
	91.	Sanichara No. 1 S.E.C.	1
	92.	Dewanpasha No. 1 Balwadi S.E.C.	1
	93.	Kalikapur S.E.C.	1
	94.	Barahaldi S.E.C.	1
Kailashahar.	1.	Kacharghat S.E.C.	1
	2.	Issabpur S.E.C.	2
	3.	Ranguti S.E.C.	2
	4.	Irani S.E.C.	1
	5.	Vidyanagar S.E.C.	2
	6.	Durganagar S.E.C.	2
	7.	Bhagaban Nagar S.E.C.	2
	8.	Durgapur S.E.C.	2
	9.	Jalai S.E.C.	1
	10.	Kirtantali S.E.C.	4
	11.	Kaulikura S.E.C.	4
	12.	Govindapur S.E.C.	1
	13.	Babur Bazar S.E.C.	1
	14.	Betchar S.E.C.	1
	15.	Kamrangabari S.E.C.	1
	16.	Tilakpur S.E.C.	2
	17.	West Kaulikura S.E.C.	1
	18.	Kubjar S.E.C.	1
	19.	South Bhagabannagar S.E.C.	1
	20.	Pakhirbade S.E.C.	1
	21.	Kalacharra S.E.C.	1
	22.	Ashrampalli S.E.C.	2
	23.	Kumarghat S.E.C.	5
	24.	North Paliacharra S.E.C.	2
	25.	Darchoi S.E.C.	1
	26.	Betcharra D. Para S.E.C.	2
	27.	Dudpur S.E.C.	1
	28.	Nutan Bazar S.E.C.	2
	29.	Sadhan Chandra Para S.E.C.	1
	30.	Betchara Bhumihin S.E.C.	1
	31.	Doodpur Colony S.E.C.	1
	32.	Satyendra Malakar Para S.E.C.	1
	33.	Tilla Bazar S.E.C.	1

1	2	3	4
Kailashahar.	34.	Jarailtali S.E.C.	2
	35.	Baraitali S.E.C.	2
	36.	Mashauli S.E.C.	1
	37.	Laljuri S.E.C.	1
	38.	Bhyagapur S.E.C.	1
	39.	Shantali S.E.C.	1
	40.	Rajnagar Colony S.E.C.	1
	41.	Samrurpar S.E.C.	1
	42.	Fatikroy S.E.C.	1
	43.	Kuleshnagar S.E.C.	1
	44.	Gakulnagar S.E.C.	1
	45.	Sayadacharra S.E.C.	1
	46.	Pachardhar S.E.C.	1
	47.	Dalugoan S.E.C.	1
	48.	Fultali S.E.C.	1
	49.	Chandipur S.E.C.	1
	50.	Bilashpur S.E.C.	1
	51.	Nayapara S.E.C.	1
	52.	Hiralal Majumder Para S.E.C.	1
	53.	Ganganagar Sachi Para S.E.C.	1
	54.	Mohanpur S.E.C.	1
	55.	Sayadarpar S.E.C.	1
	56.	Srirampur S.E.C.	1
	57.	West Fultali Balwadi Centre	1
	58.	East Ratacharra S.E.C.	1
	59.	Jagnathpur S.E.C.	1
	60.	Krishnanagar S.E.C.	1
	61.	Ashambasti S.E.C.	1
	62.	West Kalatila S.E.C.	1

STATEMENT-II

Sub-Division wise list of S.E. Centre where there is no S.E.W. at present.

Sl. No.	Name of Sub-Division	Name of S.E. Centres where there is no S.E.W. at present.	Remarks.
1	2	3	4
	Sadar Sub-Division.		
1.		Air Port S.E.C.	
	Jirania Block.		
2.		Purba Debendranagar S.E.C.	
3.		Harinath Sardar Para S.E.C.	
4.		Gurupada Abibashi Colony S.E.C.	
5.		Sonaram Sadhu Para S.E.C.	
6.		Mandai Bazar S.E.C.	
7.		Tarak Bhuya Para S.E.C.	
8.		Joy Gobinda Para S.E.C.	
9.		Albachan S.E.C.	
10.		Athraghat Colony S.E.C.	
11.		Birchandra Thakur Para S.E.C.	

1	2	3	4
12.		Purba Noabadi S.E.C.	
13.		Ramnarayan Sardar Para S.E.C.	
14.		Satha Para S.E.C.	
	Bishalgarh Block.		
15.		Maharampara S.E.C.	
16.		Padmanagar S.E.C.	
17.		Shikaria S.E.C.	
18.		Kamraj Colony S.E.C.	
19.		Amtali S.E. C.	
20.		Ratanpur S.E.C.	
21.		Kendıai Chara S.E.C.	
22.		Dharia Chara S.E.C.	
23.		Sabar Para S.E.C.	
24.		Jampuii Jala Colony S.E.C.	
	Mohanpur Block.		
25.		Sipaipara S.E.C.	
26.		Rajghat S.E.C.	
27.		Kumarghat S.E.C.	
28.		Dainmara S.E.C.	
29.		Chankhala S.E.C.	
30.		Joyram Mudipara S.E.C.	
31.		Ramdyal Thakur Para S.E.C.	
32.		Debendra Choudhury Para S.E.C.	
	Mohanpur Block.		
33.		Mamrai Bari S.E.C.	
34.		Radhanagar Bijoy Debbarma S.E.C.	
35.		Baramura Santosh Sakdoy Para S.E.C.	
36.		Tuicha Mog Karuipara S.E.C.	
37.		Baragatha Kartik Debbarma Para S.E.C.	
38.		Nripendranagar Colony S.E.C.	
39.		Makampara S.E.C.	
40.		Debapara Colony S.E.C.	
41.		Brajabinodinipur Colony S.E.C.	
42.		Purba Katachara Colony S.E.C.	
43.		Rangamura Col. S.E.C.	
	Sonamura Block.		
44.		Putia S.E.C.	
45.		Kalikhala S.E.C.	
	Teliamura Block.		
46.		Hadrai S.E.C.	
47.		Kamalnagar S.E.C.	
	Khowai Block.		
48.		Athaibari S.E.C.	
49.		Daskin Padmabil Lanka Para S.E.C.	
50.		Radhanagar S.E.C.	
51.		Madrambari S.E.C.	

96

1	2	3	4
Belonia Sub-Division	1.	Langata Bari S.E.C.	
	2.	Dobhashi Bari S.E.C.	
	3.	Radhanagar Tila No. 2 S.E.C.	
	4.	Birchandranagar S.E.C.	
	5.	Naraifung S.E.C.	
	6.	North Talma S.E.C.	
	7.	Lalmira S.E.C.	
	8.	Malendra Reang Para S.E.C.	
	9.	Ranirambari S.E.C.	
	10.	South Ichhachhara S.E.C.	
	11.	North Barapathari S.E.C.	
	12.	Barkashari S.E.C.	
	13.	Radhanagar S.E.C.	
	14.	Niharnagar S.E.C.	
	15.	Gabtali S.E.C.	
	16.	Baldakhal S.E.C.	
	17.	Ekimpur S.E.C.	
	18.	East Pipariakhola S.E.C.	
	19.	Birchandranagar S.E.C.	
	20.	Manu S.E.C.	
Sabroom Sub-Division	1.	Silachari S.E.C.	
	2.	East Ludhua S.E.C.	
	3.	Kaptali S.E.C.	
	4.	Madhabnagar S.E.C.	
	5.	Lal Roajapara S.E.C.	
	6.	Purba Sabroom S.E.C.	
	7.	Shakbari S.E.C.	
	8.	Ghorakappa S.E.C.	
	9.	Madhya Goachand S.E.C.	
	10.	South Manu S.E.C.	
	11.	Harinarayanpur S.E.C.	
	12.	Sindhuk Pathar S.E.C.	
Amarpur Sub-Division	1.	Chandukchara S.E.C.	
	2.	South Malbasha S.E.C.	
	3.	Fatik Sagar P.S.E.C.	
	4.	Sankar Palli S.E.C.	
	5.	Mailak (Dhankain Para) S.E.C.	
	6.	Karkhana Colony S.E.C.	
	7.	Chandradas Roaja Para S.E.C.	
	8.	Gamaku Bai S.E.C.	
	9.	Chhankhalo S.E.C.	
	10.	Panchhara S.E.C.	
	11.	Ramkumar Deb Barma S.E.C.	
	12.	Khamucharan Mursong Para S.E.C.	
	13.	Jakiraibari S.E.C.	
	14.	Taichakmabari S.E.C.	
	15.	Nagrai Bazar S.E.C.	
	16.	Rutakraibari S.E.C.	
	17.	Paschim Malbassa S.E.C.	
	18.	Paharpur S.E.C.	
	19.	Hatiroy Para S.E.C.	
	20.	Prabin Roaja Para S.E.C.	
	21.	Mohantapara S.E.C.	
	22.	Uttar Taidu Gaon Sabha S.E.C.	

1	2	3	4
Udaipur Sub-Division	1.	Garjee Jamatia Para S.E.C.	
	2.	Mirza Prabir Choudhury Para S.E.C.	
	3.	Pitra S.E.C.	
	4.	Karaimura S.E.C.	
	5.	Ramkrishna Para S.E.C.	
	6.	Dhuptali S.E.C.	
	7.	Tainani S.E.C.	
	8.	Changharia S.E.C.	
	9.	Kalangkai Bari S.E.C	
	10.	Noatia Para S.E.C.	
	11.	Pukta das Para S.E.C.	
	12.	Uttar Barmura S.E.C.	
	13.	Rani Killa S.E.C.	
	14.	Alangbari S.E.C.	
	15.	Hirapur S.E.C.	
	16.	Garjee Braja Bari S.E.C.	
	17.	Lolanga No. 2 S E C.	
	18.	Pabitra Rambari S.E.C.	
	19.	Tulamura Mursum Para S.E.C.	
	20.	Jabali Khamar S.E.C.	
	21.	Hatipacha S.E.C.	
	22.	Chataria S E.C	
	23.	Raiyabari S E.C.	
	24.	Kamala Sagar S.E.C.	
	25.	Patichari S.E.C.	
Kamalpur Sub-Division	1.	Bishnupur Mayachari S.E.C.	
	2.	West Lambu S.E.C.	
	3.	Satyendra Deb Barma Para S.E.C.	
	4.	Kamranga S.E.C.	
	5.	Harendra Deb Barma Para S.E.C.	
	6.	Kartick Deb Barma Para.	
	7.	Vidyacharan Bari (Duraichara) S.E.C.	
	8.	Mendihower S.E.C.	
	9.	Rakhaltali S.E.C.	
	10.	South Singinala S.E C.	
Dharmanagar Sub-Division	1.	Tuichama S.E.C.	
	2.	Hunurambari S.E.C.	
	3.	Babujoy Choudhury Para S.E.C.	
	4.	Khamakhyapur Nayanram S.E.C.	
	5.	Kalapani S.E.C.	
	6.	No. 3 Reang Col S.E.C.	
	7.	Mrintunjoy Para S.E.C.	
	8.	Radhakishorepur S.E.C.	
	9.	Damchara S.E.C.	
	10.	Khendacherra S.E.C.	
	11.	Bairagbari S.E.C.	
	12.	Balidhum (Saminipara) S.E.C.	
	13.	Saraspur S.E.C.	
	14.	Amtilla S.E.C.	
	15.	Balichara S.E.C	
	16.	Pearcharra T.E. S.E.C.	
	17.	Sarala T.E. S.E.C.	
	18	Madhusudhan T.E. S.E.C.	

1	2	3	4
Kailashahar. Sub-Division	1.	Latiapura S.E.C.	
	2.	Deoracharra S.E.C.	
	3.	Santipur S.E.C.	
	4.	Debasthal T.E. S.E.C.	
	5.	Hiracharra T.E. S.E.C.	
	6.	Tailen Mukher Para S.E.C.	
	7.	Behakumar Para S.E.C.	
	8.	Rajmohan Deb Barma Para S.E.C.	
	9.	Tachai T.E. S.E.C.	
	10.	Juricharra S.E.C.	
	11.	Rang Rung T.E. S.E.C.	
	12.	Kalyansingh Para S.E.C.	
	13.	Murthi Charra T.E. S.E.C.	
	14.	Nagendra Deb Barma Para S.E.C.	
	15.	Sova T.E. S.E.C.	
	16.	Sarajini T.E. S.E.C.	
	17.	Doaytimani Para S.E.C.	
	18.	West Rathacharra S.E.C.	
	19.	Rajkandhi S.E.C.	

STATEMENT-III

Sub-Division wise list of S.E. Centres where there is no School Mother at present.

Sl. No.	Name of Sub-Division	Name of S.E.Centres where there is no S.M. at present.	Remarks.
1	2	3	4
		Sadar Sub-Division	
1.	**Jirania Block**	Chandrapur S.E.C.	
2.		Kalachand Kabrapara S.E.C.	
3.		Bhadra Nishipara S.E.C.	
4.		Purba Debendranagar S.E.C.	
5.		Belbari S.E.C.	
6.		Gurupada Adhibashi S.E.C.	
7.		Matambari S.E.C.	
8.		Chintaram Para Kabrapara S.E.C.	
9.		Joy Gobinda Para S.E.C.	
10.		Tarak Bhuya Para S.E.C.	
11.		Athang Bang S.E.C.	
12.		Mandai Bazar S.E.C.	
13.		Sathpara S.E. C.	
14.		Birchandra Thakurpara S.E.C.	
15.		Ramnarayan Sardar Para S.E.C.	
16.		Kabra Khamar No. 2 S.E.C.	
17.		Sonamani Sipai Para S.E.C.	
18.		Purbanoabadi S.E.C.	
	Mohanpur Block.		
19.		Fatikchara S.E.C.	
20.		Kalikamura S.E.C.	
21.		Uttar Debendra Nagar S.E.C.	
22.		Sipai Para S.E.C.	
23.		Gamcha Kabra Para S.E.C.	
24.		Bhati Fatik Chara S.E.C.	
25.		Ishanpur S.E.C.	
26.		Dainmara S.E.C.	

1	2	3	4
27.		Tamabari S.E.C.	
28.		Lefunga S.E.C.	
29.		Chankhala S.E.C.	
30.		Joyram Mudi Para S.E.C.	
31.		Ishanchoudhury Para S.E.C.	
32.		Mashurai Bari S.E.C.	
33.		Brajanagar Jumia Col.	
34.		Mantala Col. S.E.C.	
35.		Tuidam Karai S.E.C.	
36.		Hejamara Hindustan Bari S.E.C.	
37.		Kartik Debbarma Para S.E.C.	
38.		Nripendranagar Colony S.E.C.	
39.		Kambuk Chara S.E.C.	
40.		Sath Dubia S.E.C.	
41.		Narendrapur Mataibari Jumia Col. S.E.C.	
42.	**Bishalgarh Block.**	Paschim Gakulnagar S.E.C.	
43.		Gopinagar S.E.C.	
44.		Mohanpur S.E.C.	
45.		Paykuar Jala S.E.C.	
46.		Shyam Nagar S.E.C.	
47.		Pandit Rampara S.E.C.	
48.		Routh Khala S.E.C.	
49.		Champamura S.E.C.	
50.		Madabpur S.E.C.	
51.		Lalshimura S.E.C.	
52.		Mantab Killa S.E.C.	
53.		Tilak Thakur Para S.E.C.	
54.		Amtali S.E.C.	
55.		Shikaria S.E.C.	
56.		Kamalchoudhury Para S.E.C.	
57.		Barakulbari S.E.C.	
58.		Amtali (Takarjala) S.E.C.	
59.		Takarjala (Paschim) S.E.C.	
60.		Ratanpur S.E.C.	
61.		Konrai Chara S.E.C.	
62.	**Sonamura Block**	Thakurpara S.E.C.	
63.		Ramkanai Shisu Niketan S.E.C.	
64.		Chandanmura S.E.C.	
65.		Abedan Ali S.E.C.	
66.		Bamnimura S.E.C.	
67.		Urmai S.E.C.	
68.		Kumaria Mouja S.E.C.	
69.		Batadala S.E.C.	
70.		Ramkali S.E.C.	
71.		Manaipathar S.E.C.	
72.		Talabari S.E.C.	
73.		Kalmimura S.E.C.	
74.		Thalibari S.E.C.	
75.		Kalamchura S.E.C.	
76.	**Teliamura Block.**	Howari Bari S.E.C.	
77.		Maiganga S.E.C.	
78.		Baluchara S.E.C.	
79.		Krishnapur S.E.C.	
80.		Satya Bhama Hridoy S.E.C.	

1	2	3	4
		81. Gouranga Tilla S.E.C.	
		82. Gagan Sadhu Para S.E.C.	
		83. Kamal Nagar S.E.C.	
Khowai Block.		84. Gopalnagar S.E.C.	
		85. Paschim Laxmi Chara S.E.C.	
		86. Bachai Bari S.E.C.	
Belonia.		1. Baraj Colony (Naloa) S.E.C.	
		2. South Sonaichari S.E.C.	
		3. Kamal Pur S.E.C.	
		4. Chittamara No. 2 S.E.C.	
		5. Birratan Choudhurypara S.E.C.	
		6. Santi Colony S.E.C.	
		7. Malendra Reang Para S.E.C.	
		8. South Jolaibari (Kamantilla) S.E.C.	
		9. Rania Bari S.E.C.	
		10. Koaipung S.E.C.	
		11. Ratanpur S.E.C.	
		12. South Ichhachhara S.E.C.	
		13. Abhaynagar S.E.C.	
		14. North Krishnanagar S.E.C.	
		15. Baraj Colony S.E.C.	
		16. Rambabutila S.E.C.	
		17. Chitramara No. 1 S.E.C.	
		18. Mandaria S.E.C.	
		19. U.B.C. Nagar S.E.C.	
		20. South Sreerampur S.E.C.	
		21. North Kalabaria S.E.C.	
		22. South Muhuripur S.E.C.	
		23. Debdaru S.E.C.	
		24. Sachirambari S.E.C.	
		25. West Pilak S.E.C.	
		26. Sahapathar S.E.C.	
Sabroom Sub-Division		1. South Taichama S.E.C.	
		2. Silachhari (Kajal Mog) S.E.C.	
		3. Bagmara S.E.C.	
		4. Jalefa S.E.C.	
		5. Suknachhari S.E.C.	
		6. Madhabnagar S.E.C.	
		7. Silachari S.E.C.	
		8. Lal Roajapara S.E.C.	
		9. Purba Sabroom S.E.C.	
		10. Shakbari S.E.C.	
		11. Ghorakappa S.E.C.	
		12. Ramgoa S.E.C.	
		13. Bura Tali S.E.C.	
		14. Adhibashi Ashram S.E.C.	
		15. Chatakchari S.E.C.	
		16. Harina S.E.C.	
		17. Chotakhil S.E.C.	
		18. Ramendranagar S.E.C.	
		19. Harinarayanpur S.E.C.	
		20. Sindhukpathar S.E.C.	
		21. Chailtachari S.E.C.	

1	2	3	4
Amarpur Sub-Division.	1.	Dhanlekha Kaipeng S.E.C.	
	2.	Karbook S.E.C.	
	3.	Baishyamanipara S.E.C.	
	4.	Sadhupara S.E.C.	
	5.	Taidukalitila S.E.C.	
	6.	Chandukchara S.E.C.	
	7.	South Malbasha S.E.C.	
	8.	North Malbasha S.E.C.	
	9.	Burburia S.E.C.	
	10.	Bibekananda S.E.C.	
	11.	Purbadhan Choudhurypara S.E.C.	
	12.	Bhumpur S.E.C.	
	13.	Taidu Khamarbari S.E.C.	
Udaipur Sub-Division.	1.	Surendra Nagar S.E.C.	
	2.	Paschim Kupilong S.E.C.	
	3.	Gangachara S.E.C.	
	4.	Sub Jail S.E.C.	
	5.	Fulkumari No. 2 S.E.C.	
	6.	Jamjuri S.E.C.	
	7.	Surasindhary S.E.C.	
	8.	Murapur S.E.C.	
	9.	Matarbari S.E.C.	
	10.	East Gakulpur S.E.C.	
	11.	East Tapania S.E.C.	
	12.	West Garjanmura S.E.C.	
	13.	East Garjanmura S.E.C.	
	14.	East Dudpurskurni S.E.C.	
	15.	West Dudpurskurni S.E.C.	
	16.	Mogpuskurni S.E.C.	
	17.	Daria Bagma S.E.C.	
	18.	Pabita Ram Bari S.E.C.	
	19.	Barabya S.E.C.	
	20.	Holakhet S.E.C.	
	21.	Mirza S.E.C.	
	22.	Tulamura S.E.C.	
	23.	Tulamura Mursum Para S.E.C.	
	24.	Tarfadhum S.E.C.	
	25.	Jabali Khamar S.E.C.	
	26.	Rajnagar S.E.C.	
	27.	Hatipacha S.E.C.	
	28.	Chataria SE.C.	
	29.	Raiyabari S.E.C.	
	30.	Kamalasagar S.E.C.	
	31.	Patichari S.E.C.	
	32.	Bagma Daria S.E.C.	
Kamalpur Sub-Division.	1.	Harerkhola S.E.C.	
	2.	Kalachari No. 3 S.E.C.	
	3.	Mangalsingh Choudhury Para S.E.C.	
	4.	Devi Chara S.E.C.	
	5.	Mechuria No. 1 S.E.C.	
	6.	Rupshapur S.E.C.	
	7.	Sashi Kumar Para S.E.C.	
	8.	Issar Kumar Para S.E.C.	

1	2	3	4
	9.	Kamranga S.E.C.	
	10.	Ramdurlav Pur Tee-Stale S.E.C.	
	11.	Harendra Deb Barma ParaS.E.C.	
	12.	Kartick Deb Barma Para S.E.C.	
	13.	Panbua S.E.C.	
	14.	North Singinala S.E.C.	
	15.	Mechuria S.E.C.	
	16.	South Singinala S.E.C.	
	17.	Padma Kr. Deb Barma S.E.C.	
	18.	Mahindra Sishu Bihar S.E.C.	
	19.	Kachucharra Sangabasti S.E.C.	
	20.	Sudharam Para S.E.C.	
Dharmanagar Sub-Divn.	21.	Kanchanpur Model Balwadi S.E.C.	
	22.	Kanchanpur S.E.C.	
	23.	Lokeswari S.E.C.	
	24.	Haripur Vivekanda Memo. S.E.C.	
	25.	Laljuri S.E.C.	
	26.	Baikunthanath Sishu Bihar S.E.C.	
	27.	Nimaichand S.E.C.	
	28.	Jariham S.E.C.	
	29.	Bangla S.E.C.	
	30.	Hiranpui S.E.C.	
	31.	Dopada S.E.C.	
	32.	Mungchuang S.E.C.	
	33.	Billianship (Jampai) S.E.C.	
	34.	Tangshang S.E.C.	
	35.	Vangmun S.E.C.	
	36.	Barahaldi S.E.C.	
	37.	No. 3 Reang Col. S.E.C.	
	38.	Dhanichara S.E.C.	
	39.	Urmadini S.E.C.	
	40.	Hemangani S.E.C.	
	41.	Navinchara S.E.C.	
	42.	North West Panisagar S.E.C.	
	43.	South West Panisagar S.E.C.	
	44.	Pekucharra S.E.C.	
	45.	Tilthai S.E.C.	
	46.	Deecherra (Rupcharan) S.E.C.	
	47.	North Deecherra S.E.C.	
	48.	Madhuban S.E.C.	
	49.	South Baruakandi S.E.C.	
	50.	Govindapur S.E.C.	
	51.	Ichailalcharra S.E.C.	
	52.	Telengibasti S.E.C.	
	53.	South Bargool S.E.C.	
	54.	Sanicharra No. 2 S.E.C.	
	55.	Amtilla S.E.C.	
	56.	Balicherra S.E.C.	
	57.	Pearchera T.E. S.E.C.	
	58.	Sarala T.E. S.E.C.	
	59.	Madhusudhan T.E. S.E.C.	
Kailashahar Sub-Divn.	60.	Ranguti S.E.C.	
	61.	Irani S.E.C.	
	62.	Bhagaban Nagar S.E.C.	

1	2	3	4
	63.	Deoracharra S.E.C.	
	64.	Jalai S.E.C.	
	65.	Batehar S.E.C.	
	66.	Tilakpur S.E.C.	
	67.	Pakhirbada S.E.C.	
	68.	Kalachara S.E.C.	
	69.	Betcharra D. Para S.E.C.	
	70.	Darchoi S.E.C.	
	71.	Tilla Bazar S.E.C.	
	72.	Samrurpar S.E.C.	
	73.	Gakulnagar S.E.C.	
	74.	Fultalli S.E.C.	
	75.	Chandipur S.E.C.	
	76.	Sayadarpar S.E.C.	
	77.	West Katatilla S.E.C.	
	78.	Juricharra S.E.C.	
	79.	Nagendra Deb Barma Para S.E.C.	
	80.	West Ratacharra.—	

Admitted Un-Starred Question No. 4.

By—Shri Matilal Sarkar. M.L.A.

প্রশ্ন নং—১

সাম্প্রতিক দাঙ্গায় ক্ষতি গ্রস্থদের মধ্যে এ পর্য্যন্ত কত শতাংশ পরিবারকে ক্ষতি পূরণের জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে ?

উত্তর

১০৩৫ জন মৃতব্যক্তি, ৮২৫টি আগুনে পুড়া দোকান, ১৮৩৫১টি পুড়া বাড়ী, এবং গৃহ সামগ্রী ক্ষতির জন্য যথাক্রমে ১৮৮টি, ৮৪টি, ১৪৮৬৬টি এবং ২৩,০৭৬টি ক্ষেত্রে অনুদান দেওয়া হইয়াছে।

প্রশ্ন নং ২

প্রদত্ত সাহায্যের মোট পরিমাণ এ পর্য্যন্ত কত ?

উত্তর

১৪-১২-৮০ইং পর্য্যন্ত মোট ১৮৮টি মৃত ব্যক্তি ৮৪টি আগুন পুড়া দোকান, ১৪,৮৬৬টি পুড়া বাড়ী এবং ২৩,০৭৬টি গৃহ সামগ্রী ক্ষতির ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৯.৪০,০'১৬৮, ১৫০.৮৪ এবং ৫৬'৬৮৯ লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়া হইয়াছে, এই বাবদ মোট ২১৭.০৯৭ লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে।

প্রশ্ন নং ৩

এছাড়া অন্যান্য উপায়ে সাহায্য প্রাপ্ত দাঙ্গা পীড়িতের পরিবার সংখ্যা কত ?

উত্তর

এই রকম তথ্য এখন পর্য্যন্ত সরকারের হাতে নাই।

Admitted Un-Starred Question No. 16.

By—Shri Mohan Lal Chakma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

(১) এই রাজ্যে কতটি গার্লস হাইস্কুল আছে ;

(২) কোন্ কোন্ গার্লস হাইস্কুলে বিডিং হাউস আছে ঐ স্কুলের নাম এবং স্কুল ওয়ারী বিডিংয়ে সিটের সংখ্যা ;

(৩) ইহাতে কোন্ কোন্ ক্লাশের ছাত্রীরা ঐ বিডিংএ থাকতে পারে ;

(৪) এইসব ছাত্রীবাসে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট আছে কি ;

(৫) থাকিলে তাহাদিগকে কিসের ভিত্তিতে এবং কোন্ কোন্ কাজে নিয়োগ করা হয় ?

উত্তর

(১) বর্তমানে এই রাজ্যে মোট ৭টি গার্লস হাইস্কুল আছে।

(২) কেবলমাত্র সাবরুম গার্লস হাইস্কুলে বোডিং হাউস আছে এবং এই স্কুলের বোডিং হাউসে সিটের সংখ্যা ৮।

(৩) তৃতীয় শ্রেণী হইতে দশম শ্রেনী পর্যন্ত পাঠরত তপশীল জাতি ও উপজাতি ছাত্রীরাই ছাত্রীবাসে থাকিবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে ;

(৪) হ্যাঁ আছে ;

(৫) সংশ্লিষ্ট স্কুলের শিক্ষকদের মধ্যে হইতে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সুপারিশ অনুসারে বিডিং হাউসের যাবতীয় কাজকর্ম তদারকির জন্য সুপারিন্টেণ্ডেন্ট নিযুক্ত করা হয়।

Admitted Unstarred Question No. 19

By Shri Subodh Chaandra Das

প্রশ্ন

১। চলতি আর্থিক বৎসরে কত জুমিয়া পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছেন ; এবং

২। এর মধ্যে কাঞ্চনপুর লঙ্গাই টি, ডি, ব্লক এবং পানিসাগর ব্লক এর অন্তর্গত কোন কোন তহশীলের অধিনে কত পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হইবে ?

উত্তর

১। চলতি আর্থিক বৎসরে সরকার ১৪০০ নূতন জুমিয়া পরিবার এবং ৫৩৮৫ পুরাতন পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল।

২। তহশীল ভিত্তিক কোন এলট্মেন্ট করা হয় না। মহকুমা ভিত্তিক এলট্মেন্ট মতে ১৭৫ নূতন পরিবারকে এবং ৯৩২ পুরাতন পরিবারকে ধর্মনগর মহকুমায় পুনর্বাসন দেওয়ার পরিকল্পনা সরকার গ্রহন করেছেন।

Admitted Un-starred Question No. 20

By—Shri Matahari Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পূর্ব্বে সমগ্র ত্রিপুরায় কয়টি হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, হাই স্কুল কলেজ, সিনিয়র বেসিক স্কুল, প্রাইমারী ও বালোয়ারী স্কুল ছিল তার পৃথক পৃথক হিসাব।

২। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত নুতন ভাবে কতটি কলেজ, হাই, হাইয়ার সেকেণ্ডারী, সিনিয়র বেসিক, জুনিয়র বেসিক, প্রাইমারী দ্বাদশ শ্রেণীরও বালোয়ারী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার পৃথক পৃথক হিসাব।

৩। ১৯৮০-৮১ সালের মধ্যে আর কয়টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নুতন ভাবে খোলার পরিকল্পনা আছে পৃথক পৃথক ভাবে মহকুমা ভিত্তিকতার সংখ্যা ?

উত্তর

১। হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল—৩০২
হাইস্কুল —১০৫
কলেজ—৬
সিনিয়র বেসিক স্কুল ২৮২ প্রাই-
মারী স্কুল ১৫২৮
বালোয়ারীস্কুল ৫৬৩

২। কলেজ---৩
হাইস্কুল—৪৯
সিনিয়র বেসিক স্কুল---৬১
হাইয়ার সেকেণ্ডারী---
প্রাইমারী জুনিয়র বেসিক---২০৮
হাইয়ার সেকেণ্ডারী---২৯
বালোয়ারী স্কুল---৬০০

৩। মহকুমা ভিত্তিক বলা সম্ভব নহে। ১৯৮০-৮১ সালে প্রয়োজন ভিত্তিক রাজ্যে মোট যে কয়টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নুতনভাবে খোলার পরিকল্পনা আছে, তাঁহার হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল। প্রাইমারী জুনিয়র বেসিক,স্কুল ১৫০, সিনিয়র বেসিক ২০ এবং হাইস্কুল ৫টি।

Admitted Un-starred Question No. 23

By—Shari Ram Kumar Nath

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে আদার ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটির অন্তভূর্ক্ত লোক সংখ্যা কত ?

২। উক্ত সংখ্যা ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বমোট লোক সংখ্যার শতকরা কত ভাগ ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্যের কোন সম্প্রদায়কেই আদার ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটি হিসাবে ঘোষনা করা হয় নাই। সুতরাং প্রশ্ন উঠে না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Wednesday, 31st December, 1980

The Assembly met in the Assembly Chamber of Ujjayanta Palace on Wednesday, the 31st December, 1980. at 11.00 A. M.

PRESENT

The Hon'ble Sudhanwa Deb Barma, Speaker, Tne Chief Minister, 8 (eight) Ministers, the Deputy Speaker and 38 Members.

QUESTIONS

অধ্যক্ষ মহোদয়ঃ—আজকের কার্য্য সূচীতে সংশ্লিস্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বের উল্লিখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলিবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানাইলে সংশ্লিস্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন। শ্রীতপন কুমার চক্রবর্ত্তী।

শ্রীতপন কুমার চক্রবর্ত্তীঃ—কোয়েশ্চান নং ৪ স্যার।

শ্রীঅনিল সরকারঃ—কোয়েশ্চান নং ৪ স্যার।

প্রশ্ন

১। রাজ্যের চটকলটিতে বর্ত্তমানে দৈনিক কত টন চট উৎপন্ন হয়;

২। কতজন দক্ষ শ্রমিক এই চটকলে এখন কাজ করছেন;

৩। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কতজন শ্রমিক উক্ত চট কলে রয়েছেন; এবং

৪। রাজ্যের চাহিদা মেটানোর জন্য আরো একটি চটকল স্থাপনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

উত্তর

১। প্রায় ৫.২৫ টন।

২। মোট ৫৩ জন।

৩। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শ্রমিকের সংখ্যা ২১৮ জন। (১-১২-৮০ ইং পর্য্যন্ত)।

৪। বর্ত্তমানে ত্রিপুরা জুট মিলস লিমিটেডের দ্বিতীয় মিল খোলার কোন পরিকল্পনা নাই, যদিও বর্ত্তমানে মিলটি ঠিকমত ব্যবসায়িক উৎপাদন (কমার্শিয়েল প্রডাকশন) স্তরে পৌঁছানোর পর মিলের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির কথা চিন্তা করা যেতে পারে।

শ্রীতপন কুমার চক্রবর্ত্তীঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, চটকলটিতে এ পর্য্যন্ত রাজ্যের কত জন বেকারকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীঅনিল সরকারঃ—১৯৭৯ ইং সনের ১লা ডিসেম্বর হইতে প্রশিক্ষণের নিয়োগ শুরু হয়। ১৯৮০ ইং সালের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত প্রশিক্ষণের জন্য নিযুক্ত হয় ৫৪৩জন। প্রশিক্ষণের সময় কাল এক বছর। ১৯৮০ ইং সালের ১লা ডিসেম্বর ২১৮ জন ব্যক্তি তাদের প্রশিক্ষণ শেষ করেন এবং ১৯৮০ ইং সালের ১লা ডিসেম্বর আরও ৬০২ ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণের জন্য নিযুক্ত করা হয়। বর্ত্তমানে মোট সংখ্যা হচ্ছে ৯২৭ জন।

শ্রীতপন কুমার চক্রবর্ত্তী ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আরও কত জন বেকারকে এখনি এই চট মিলে কাজ দেওয়া সম্ভব, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—স্যার, পুরো কাজ শুরু হলে আরও ৬।৭ শত বেকার চাকুরী পেতে পারেন।

শ্রীমাখন চক্রবর্ত্তী ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই চটকলে ত্রিপুরার উৎপাদিত পাটের কত শতাংশ খরিদ করা যায় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—স্যার, পুরো মাত্রায় যখন কাজ চলবে তখন বার্ষিক ১৪ হাজার মেট্রিক টন পাট আমরা ব্যবহার করতে পারব।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এ বছর কি পরিমাণ পাট চট কলের জন্য ক্রয় করা হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—স্যার, এ বছর আমরা পাট ক্রয় করিনি। গত বছর আমরা যা ক্রয় করেছিলাম তাতে আমাদের ট্রেনিং পর্য্যায়ের কাজ চলছে। আমরা আশা করছি এ বছরের শেষ নাগাদ পুরো মাত্রায় যখন কাজ চলবে, তখন বার্ষিক ১৪ হাজার মেট্রিক টন পাট আমরা ব্যবহার করতে পারব।

শ্রীতপন কুমার চক্রবর্ত্তী ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, অনেক উৎপাদিত চট জমে আছে, কিন্তু বাইরে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—স্যার, আমাদের অনেক চট তৈরী আছে। আমরা স্থানীয় ভাবে বিক্রির চেষ্টা আমরা করছি এবং কলকাতার কাগজেও আমরা বিক্রির জন্য টেণ্ডার কল করেছি। আমাদের কতগুলি যান্ত্রিক অসুবিধা আছে। তা ছাড়া আসামের গোলমালের জন্যও আমাদের ট্রান্সপোর্ট সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমরা আশা করছি, এই সমস্ত গোলমাল এবং যান্ত্রিক গোলমালও আমাদের শেষ হয়ে যাবে। এখন পর্য্যন্ত ৫০০ টনের মত চট আমাদের আছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ—কোয়েশ্চান নং ২৩২ স্যার।

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—কোয়েশ্চান নং ২৩২ স্যার।

প্রশ্ন

১। ১৯৭৬-৭৭ ইং আর্থিক বৎসর হইতে ১৯৮০ ইং সালের ৩০শে নভেম্বর পর্য্যন্ত কোন্ কোন্ পত্রিকাকে কি পরিমাণ ও কত টাকার নিউজপ্রিন্ট ত্রিপুরা ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন-এর মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়েছে ;

২। ত্রিপুরা ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশনের ঐ নিউজপ্রিন্ট সরবরাহের সমস্ত পাওনা সব পত্রিকার মালিক হইতে আদায় হইয়াছে কি ;

৩। যদি না হয় তবে কোন্ কোন্ পত্রিকার কাছে কত টাকা পাওনা আছে, তার হিসাব ?

উত্তর

১। ১৯৭৬-৭৭ ইং আর্থিক বৎসর হইতে ১৯৮০ ইং সালের ৩০শে নভেম্বর পর্য্যন্ত কোন্ কোন্ পত্রিকাকে কি পরিমাণ নিউজপ্রিন্ট ত্রিপুরা ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন-এর মাধ্যমে সরবরাহ করা হইয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল।

পত্রিকার নাম	পরিমাণ	মূল্য
১। দৈনিক সংবাদ	৯৮·৪৩২ মেঃ টন	৪,৭১,২৫৪.৮০
২। সীমান্ত প্রকাশ	৭৮ রিম (৩৯০কেজি)	১,৩৮১.৫০
৩। আজকের ফরিয়াদ	১৮ রিম (১৮০ „)	৯৬৪.৮০

৪। জাগরণ	১·৭১৬ মেঃ টন	৯,১০০.০০
৫। ত্রিপুরা দর্পন	৪·২৩৬ মেঃ টন	২০,৬২৯.৫০

২। না।

৩। দৈনিক সংবাদের নিকট মোট টাকা ৮২,৫৮৬.৪৬ পয়সা পাওনা আছে।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে কয়েকটা পত্রিকার হিসাব দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে যে এক মাত্র "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকা ৯৮·৪৩২ মেঃ টন কাগজ পেয়েছে। অন্য পত্রিকাগুলি এই পত্রিকার তুলনায় অনেক কম পেয়েছে। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি এই পত্রিকার বরাদ্দের ভিত্তিটা জানাবেন?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—স্ট্যাটুটরী কর্পোরেশান টি, সি, আই, সি, সেই কাগজ দেয়, যারা যারা কাগজ চায় এখানকার পেপারগুলি। তাদের চাহিদা অনুসারে স্ট্যাটুটরী কর্পোরেশানের কাছে আমরা লিখি বা তাদের কাছ থেকে কাগজ আনি। যে যে কাগজগুলি চেয়েছে তাদের নাম এখানে আছে, যারা চায় নি তাদের নাম এখানে নেই।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে ৮২ হাজার না সাড়ে বিরাশী হাজার টাকা বকেয়া পড়ে আছে, সেটা আদায়ের জন্য কি ব্যবস্থা হয়েছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ---টি, সি, আই, সি, থেকে দৈনিক সংবাদকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে এই টাকা অবিলম্বে দেওয়ার জন্য।

শ্রীখগেন দাস ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যে টাকাটা পাওনা ছিল তা পরিশোধ করা বাবদ ব্যাঙ্কে কোন চেক দিয়েছে কি না, এবং যদি দিয়ে থাকেন তা হলে কটা চেক দিয়েছেন, কত টাকার চেক দিয়েছেন এবং কত টাকার চেক ডিসঅনার হয়ে এসেছে, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ---৮২ হাজার ৫০০ টাকার একটি চেক দিয়েছে এবং তা ব্যাঙ্ক ডিসঅনার করেছে।

শ্রীখগেন দাস ঃ---সেই চেক ডিসঅনার হওয়ার কারণ কি, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—সেই টাকা কেন ডিসঅনার হয়েছে তার পারটিকুলার কোন কারণ আমরা পাই নি। তবে সাধারণতঃ ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে টাকা কম থাকলে এরকম হয়ে থাকে।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকা দৈনিক কত পত্রিকা প্রকাশ করেন তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ---এই প্রসঙ্গে এই প্রশ্ন আসে না। কারণ এটা নিউজপ্রিন্টের ব্যাপার।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, দৈনিক সংবাদ পত্রিকা যে নিউজপ্রিন্ট পায় তা তারা সবগুলি ব্যবহার করে না, এমন কি শোনা গেছে তারা ওগোলো ব্ল্যাকে বাইরে বিক্রী করে, এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—এই তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকা ছাপাবার জন্য যতটুকু নিউজপ্রিন্ট দেওয়া হয় তা তারা পুরোপুরি ব্যবহার করে না এবং তারা যত সংখ্যা পত্রিকা ছাপানো হয় বলে প্রচার করছে তা মিথ্যা, নাকি সত্য, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—এই ব্যাপারে এই প্রশ্ন আসে না এবং এটা আমার ব্যাপারও না।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৫০ স্যার।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৫০।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে চাল সরবরাহ কমে যাওয়ায় "কাজের বদলে খাদ্য" প্রকল্প সংকুচিত হয়ে আসছে ;

২। যদি তা সত্য হয়ে থাকে, তবে তাতে কত শতাংশ কমে যাবে ;

৩। এই প্রকল্প আদৌ থাকবে না বলে রাজ্য সরকারের নিকট কোন সংবাদ আছে কি ; এবং

৪। থাকলে তার বিবরণ।

উত্তর

১। বর্তমান সনে "কাজের বদলে খাদ্য" প্রকল্প পূর্বতন বৎসরের ন্যায় চালু থাকিবে বলিয়া আশা করা যায়।

২। প্রশ্নই উঠে না।

৩। ভারত সরকার জানাইয়াছেন যে "কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্পের" পরিবর্তে "জাতীয় গ্রামীণ কর্ম সংস্থান" প্রকল্প চালু করা হবে।

৪। স্থায়ী সম্পত্তি তৈরী কল্পে নতুন প্রকল্পের নগদ অর্থ বরাদ্দকরণ একটি প্রয়োজনীয় অংশ বিশেষ। নতুন প্রকল্প অনুযায়ী প্রতি শ্রমিক দুই কে জি চাউল এবং এক কেজি সম পরিমাণ মূল্যের দাম নগদ ১ টাকা ৬৭ পয়সা পাইবে। যাহা ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত হইবে। উপরোক্ত দরের অধিক অর্থ প্রয়োজন বোধে রাজ্য সরকার প্রদান করিবে। উক্ত প্রকল্পাধীনে প্রাপ্য অর্থের শতকরা ১০ ভাগ বিশেষ ভাবে বন বৃক্ষ রোপন, সামাজিক বন সম্পদ উৎপাদন, গবাদি পশু খাদ্য এবং জ্বালানি কাষ্ঠ উৎপন্ন করার জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। অপর শতকরা ১০ ভাগ নির্দিষ্ট করা হইবে তপশিলী শ্রেণীভুক্ত জাতি ও উপজাতির সম্প্রদায়কে প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত করার উদ্দেশ্যে গৃহ উন্নয়ণ, গৃহ নির্মাণ, পানীয় জলের কূপ উন্নয়ন এবং সেচ কার্য্যের কূপ খনন। সেচ বিভাগ এবং পূর্ত্ত বিভাগ কর্তৃক নির্দ্ধারিত নীতি অনুসারে উপরোক্ত কার্য্যের মান এবং নির্দ্দেশক নীতি অনুসৃত হইবে। স্থায়ী সামাজিক সম্পদ সৃষ্টি করার উপর নতুন কর্মসূচীতে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে "কাজের বদলে খাদ্য" প্রকল্প নাম পরিবর্ত্তিত করে "জাতীয় গ্রামীণ কর্ম সংস্থান" করা হবে। এখন যে ভাবে "কাজের বদলে খাদ্য" প্রকল্পে পঞ্চায়েৎ সুপারভিশান করছে, "জাতীয় গ্রামীণ কর্ম সংস্থান প্রকল্পে" ঠিক সেই ভাবে পঞ্চায়েৎ সুপারভিশান করবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে যেভাবে পঞ্চায়েৎ সুপারভিশান করছে সেখানেও ঠিক সেই ভাবে সুপারভিশান করবে।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে স্থানীয় সংবাদ পত্র "দৈনিক সংবাদে" বেরিয়েছে যে "কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্পের" জন্য শ্রীমতি গান্ধী নাকি এখান কার অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেলকে ডেকে পাঠিয়েছেন। প্রধান মন্ত্রী এই ভাবে অ্যাকাউন্ট জেনারেলকে ডেকে পাঠাতে পারেন কি না, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি মাননীয় সদস্যদের এই কথাটা জানাচ্ছি, "দৈনিক সংবাদে" এই সংবাদটি বের হবার পর এ, জি, যার সম্পর্কে এই সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছে তিনি আমাকে জানান যে, এই সংবাদটি ডাহা মিথ্যা কথা। এটা সাংবাদিকের জানা উচিত ছিল যে এ, জি, এক জন সংবিধানের সৃষ্টি করা, উনি শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর তৈরী করা নয়। ইন্দিরা গান্ধী তাকে ডাকলেও ডাকতে পারেন, কিন্তু তিনি ডাকেন নি। এখানে আরও বলা হয়েছে যে এখানে

ভীষণ দুর্ণীতি চলছে তাই শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী এ, জি,-কে ডেকেছেন। তা থেকে এটাই মনে হচ্ছে এখানে "ফুড ফর ওয়ার্কের" মাধ্যমে কাজ হোক তা সাংবাদিকের পছন্দ হচ্ছে না সে জন্য এই অপপ্রচারের ব্যবস্থা, এই ধরনের মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করেছেন।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীবাদল চৌধুরী।

শ্রীবাদল চৌধরী ঃ—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৫২।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—কোয়েশ্চান নং ৫২।

প্রশ্ন

১। জি, বি, হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংকে রক্ত সংরক্ষণ করার কোন ব্যবস্থা আছে কি; এবং

২। যদি না থাকে তবে তার কারণ কি?

উত্তর

১। নাই।

২। ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত সংরক্ষণের জন্য একটি কোল রুম-এর প্রয়োজন। এই কোল রুমের তাপ একটি অটোমেটিক জেনারেটর দ্বারা সব সময় ৪ ডিগ্রী হইতে ৬ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বজায় রাখতে হয়। এই বিশেষ কক্ষটি কম্পন বিহীন হওয়া প্রয়োজন। সেই রকম কোল রুমের ব্যবস্থা ত্রিপুরায় নাই।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, জি, বি, হাসপাতালে যে জেনারেটর আছে, তাতে রক্ত সংরক্ষণের জন্য যে তাপের দরকার সেটা করা হচ্ছে না কেন, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে যে জি, বি, হাসপাতালে ব্লাড ফ্যাকটরী চালনা করেন স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্ত্তা এবং অতিরিক্ত সেক্রেটারী, তাদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনা করে দেখা যায় যে, যদি বৈদ্যুতিক গোলযোগ ৩০ মিনিটের বেশী স্থায়ী হয় তাহলে পরে সমস্ত রক্ত নষ্ট হয়ে যেতে পারে। হাসপাতালে যে জেনারেটরের ব্যবস্থা আছে যদি কোন সময় বিদ্যুৎ চলে যায় তাহলে সেই জেনারেটর চালু করা হয়। তাই সরকার থেকে রক্ত সংরক্ষণের জন্য এমন আরও একটি কোল-রুম স্থাপন করা যায় কিনা তার চেষ্টা করা হচ্ছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—রক্ত সংরক্ষণ করাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার কিন্তু এই রক্ত সংরক্ষণ করার কাজে একটা চক্র কাজ করছে এবং তারা সুযোগ পেলেই এক বোতল রক্ত ২০০ টাকা বা ২৫০ টাকায় বিক্রি করছে। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে বিষয়টি এখানে তুলে ধরেছেন সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা জানি রক্ত কোন সময়ে দরকার হয়, যখন একজন রোগী মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে, তখন আমরা দেখেছি কি ভাবে চটফট করে রোগীর আত্মীয় স্বজন এক বোতল রক্তের জন্য, আর তখনই তারা বাধ্য হয়ে দুই শ আড়াইশ টাকা দিয়ে এক বোতল রক্ত কিনে। তবে এটা মনে করার কারণ আছে যে, হয়তো একটা চক্র এই রক্তের ব্যাপারে কাজ করছে। তারই জন্য ত্রিপুরা সরকার এক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, ভি, এম, হাসপাতালে তারা এই রক্ত সংরক্ষণের জন্য একটা ব্যবস্থা করবে, তাতে একজন ডাক্তার থাকবে, রক্ত পরীক্ষার যন্ত্রপাতি থাকবে এবং সেখানে যে রক্ত সংরক্ষিত হবে সেই রক্ত নিতে ত্রিপুরাবাসরক কোন দাম দিতে হবে না, সরকারই তার দামটা বহন করবেন। আর রক্ত যখন দান করবেন তাদেরকে ৫০ টাকা করে দেওয়া হবে। রক্ত দান করার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে আবেদন করা হবে, আর যদি তারা দান করেন, তাহলে তাদের রক্ত পরীক্ষা করে রাখা হবে এবং যখন দরকার হবে তখন তাদেরকে গাড়ী করে নিয়ে

আসা হবে, এই কাজের জন্য একটা গাড়ীও থাকবে। ডি, এম, হাসপাতালে এই ব্যবস্থাটা ছিল না। আমরা আশা করছি যে খুব তাড়াতাড়ি আমরা এই ব্যবস্থাটা করতে পারব। কারণ প্রসুতি মায়েদের জন্যই বেশী করে এই রক্তের দরকার হয়। তাদের প্রসবের সময় রক্তের খুব প্রয়োজন দেখা যায়।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সরকার, বাদল চৌধুরী, এবং রুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ—৭৩,

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—৭৩,

১। ত্রিপুরায় কাগজ কল স্থাপনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে কি;

২। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার কি মতামত ব্যাক্ত করেছেন;

৩। এই মিল স্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার আর্থিক বরাদ্দ করতে রাজি হয়েছেন কি;

৪। কবে নাগাদ তা স্থাপিত হবে বলে আশা করা যায়; এবং

৫। কোন দেশী বা বিদেশী প্রতিষ্ঠান এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারকে সাহায্য করতে আগ্রহী হয়েছেন কি?

উত্তর

১। রাজ্য সরকারের একটি প্রস্তাব আছে।

২। কেন্দ্রীয় সরকার সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন।

৩। মিল স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাবটি কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

৪। কেন্দ্রীয় সরকারের চূড়ান্ত অনুমোদন ও আর্থিক বরাদ্দ পাইলেই মিলটির কাজ আরম্ভ করা যাইতে পারে।

৫। এ ব্যাপারে সাহায্যের জন্য বিদেশী প্রতিষ্ঠান হইতে বে-সরকারী সূত্রে প্রাপ্ত প্রস্তাব পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—যে সমস্ত বিদেশী সরকার এই ব্যাপারে প্রস্তাব দিয়েছেন তারা কারা এবং এটা ঠিক কি না যে এখানে কাগজ কল করার ব্যাপারে উৎসাহ দেখানো সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে অনুমতি দিচ্ছেন না?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—তিনটি বিদেশী সংস্থা সাহায্য করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন; যেমন ১। লেদারস্ ব্রাদারস্ এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড, লণ্ডন, ২। ইরান সরকার ৩। রাশিয়া সরকার; তারা এই ব্যাপারে আর্থিক সাহায্য দিতে উৎসাহ প্রকাশ করেছেন।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—এই ধরনের কোন চিঠি পত্র এই সরকার পেয়েছেন কিনা যে, তারা এই কাজ করতে উৎসাহিত এবং এই কাজটা করার ক্ষেত্রে কোথায় বাধা পাচ্ছে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ— দিল্লীতে লেদারস্ ব্রাদারসের প্রাইভেট লিমিটেড-এর একটা ফার্ম আছে, তারা বলছে যে রুলস কমার্শিয়াল ক্রেডিট ৩০০ মিলিয়ন রুবনের মাধ্যমে খরচ করে আমাদের এই কাগজ কল করে দিতে পারে, এই ধরনের চিঠি পত্র আসে আমাদের কাছে তাদের কাছ থেকে, কিন্তু অর্থের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন ছাড়া কিছু করা সম্ভব নয়। সেই দিক থেকে তারা জানিয়েছেন যে এটা তাদের বিবেচনাধীন আছে। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করেছেন।

শ্রীবিমল সিংহা ঃ—১৯৭৩ ইংরাজী সনের ইণ্ডাষ্ট্রি মিনিষ্টার কুমারঘাটের একটা ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন কাগজ কলের জন্য, তা এটা কি ঠিক করা ছিল তখনই, না কি তারই সূত্র ধরে কাগজ পত্রের লেনদেন হচ্ছে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—কেন্দ্রীয় সরকার তখন এই বিলটা দিয়েছিলেন এবং সেটা ৩১-১০-৭৯ সাল পর্যন্ত কার্য্যকরী ছিল, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার আর্থিক ব্যাপারে এই রকম কোন সিদ্ধান্ত দিতে পারেন নি। পরবর্ত্তী সময়ে ইরানের সঙ্গে ভারতীয় উদ্যোগে এই ধরনের একটা কথা ছিল, মাঝখানে ইরানে গোলমাল হয়ে গেল। তারপর আমরা এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে এই কথাটা পেয়েছি যেটা নাকি তারা বলেছে যে এখানে তারা কাগজ কল করে দিতে পারে, এই পর্য্যন্ত তথ্য আমাদের কাছে আছে।

শ্রীবিমল সিংহ ঃ—যে সমস্ত বিদেশী কোম্পানী কাগজ কল করে দিতে চাইছে, তাতে রাশিয়া ছাড়া সেগুলি কোন মালটিপারপাস কর্পোরেশান কিনা, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—এই ধরনের কোন তথ্য আমার কাছে নেই।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীমাখন চক্রবর্ত্তী।

শ্রীমাখন চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৭৮।

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৭৮।

প্রশ্ন

১। কল্যাণপুর উপ-তথ্য কেন্দ্রটিকে তথ্য কেন্দ্রে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছেন কিনা; এবং

২। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরেই তাহা কার্য্যকরী হবে কি না?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীমাখন চক্রবর্ত্তী ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কল্যানপুর উপ-তথ্য কেন্দ্রটি গত ১ বছর আগে খোলা হয়েছে, কিন্তু আমরা সেখানে লক্ষ্য করেছি যে সেখানে সংবাদ পত্র ইত্যাদি খুব দরকার এবং সে বিষয়ে আমরা আলাপ আলোচনাও করেছিলাম কিন্তু সেখানে তা পাওয়া যায় না। তাহলে পরে এই উপ-তথ্য কেন্দ্রটিকে পূর্ণাঙ্গ তথ্য কেন্দ্রে পরিণত করতে হলে সরকার কিসের ভিত্তিতে করেন, তা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে জানতে পারব কি?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা এই বছর ব্লক ওয়াইজ ১টি করে পূর্ণাঙ্গ তথ্য কেন্দ্র খুলেছি, কিন্তু কল্যাণপুরে সরকারের ব্যবস্থায় কোন কর্ম-চারি নেই, তবে এই এলাকার মানুষের জন্য আমরা কাগজপত্র সেই ভাবে পাঠাচ্ছি এবং ভবিষ্যতে এই কেন্দ্রটিকে পূর্ণাঙ্গ তথ্য কেন্দ্র করা যায় কিনা দেখা হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন দাস।

শ্রীখগেন দাস ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩৩।

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩৩।

প্রশ্ন

১। ১৯৭২-৭৩ সাল থেকে ১৯৮০ সালের ৩০শে নভেম্বর পর্য্যন্ত কোন্ কোন্ বে-সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে অরুন্ধুতিনগর শিল্প এস্টেটের ঘর ভাড়া দেওয়া হয়েছে;

২। উক্ত সময়ে প্রাপ্য ঘর ভাড়ার মোট পরিমান কত (পৃথক পৃথক ভাবে প্রতি-ষ্ঠান ভিত্তিক হিসাব);

৩। প্রাপ্য ভাড়ার মধ্যে মোট কত টাকা আদায় হয়েছে?

উত্তর

১। ১৯৭২-৭৩ সাল থেকে ১৯৮০ ইং সালের ৩০শে নভেম্বর পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত

চারটি বে-সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে অরুন্ধুতীনগর শিল্প নগরীতে ঘর ভাড়া দেওয়া হইয়াছে।

(ক) মেসার্স রণবীর ওয়েল্ডিং হাউস;
(খ) মেসার্স ত্রিপুরা স্টেইনার কোম্পানী;
(গ) মেসার্স হিমালয়ান ইণ্ডাস্ট্রিজ;
(ঘ) মেসার্স বসন্ত ফ্রুইট প্রোডাক্টস্।

২। ১৯৮০ ইং ৩০শে আগষ্ট পর্য্যন্ত প্রাপ্য ঘর ভাড়া প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল।

(ক) মেসার্স রণবীর ওয়েল্ডিং হাউস—	৪৭২,৭৮	টাকা
(খ) মেসার্স ত্রিপুরা স্টেইনার কোম্পানী	২৫৬,৪০	টাকা
(গ) মেসার্স হিমালয়ান ইণ্ডাস্ট্রিজ—	২০১,১৩	টাকা
(ঘ) মেসার্স বসন্ত ফ্রুইট প্রোডাক্টস্—	৬৮৮,৬১	টাকা
মোট—	১,৬১৮.৯২	টাকা

৩। মোট প্রাপ্য ১,৬১৮.৯২ টাকার মধ্যে ১,১৮৫.৫৪ টাকা আদায় হইয়াছে।

শ্রীখগেন দাস ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে ঘর ভাড়া দেওয়ার সময়ে কোন চুক্তি সরকারের রয়েছে কিনা। যদি চুক্তি থাকে তবে চুক্তির শর্তগুলি কি কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, চুক্তির শর্ত কিছু থাকে, তবে এখন আমার কাছে শর্তগুলি নেই।

শ্রীসুবোধ দাসঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এরকম ইণ্ডাস্ট্রিয়েল এষ্টেটের ঘর ভাড়ার টাকা আর কোন অনাদায়ী আছে কিনা?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্ন করলে আমি জবাব দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীসুবল রুদ্র।

শ্রীসুবল রুদ্র ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১১০।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১১০।

প্রশ্ন

১। ১৯৮০-৮১ সালে রাজ্যে কতগুলি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করার লক্ষ্য মাত্রা স্থির হয়েছে?

২। অক্টোবর '৮০ পর্য্যন্ত কত সংখ্যক স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়েছে?

৩। সোনামুড়া বিভাগের মনাইপাথরে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কাজ শুরু না হওয়ার কারণ কি?

উত্তর

১। ১৯৮০-৮১ সালে রাজ্যে মোট ২ (দুই) টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্য-মাত্রা স্থির করা হইয়াছে।

২। ১৯৮০-৮১ সালে পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় বকেয়া কাজের মধ্যে বাইজল বাড়ী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নির্মাণ কার্য্য শেষ হইয়াছে। জলের ব্যবস্থা বাকী। ১৯৮০-৮১ সালের প্রস্তাবিত নূতন দুইটির কোনটির কাজ শুরু হয় নাই।

৩। মনাইপাথরে একটি উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা আছে। যেহেতু নির্বাচিত স্থানটি সংরক্ষিত বন বিভাগ এলাকায় ছিল। সেই কারণে বন বিভাগ হইতে জমি হস্তান্তর করায় বিলম্ব ঘটিয়াছিল। ১৯৮০ সালের ৭ই জানুয়ারী এস, ডি, ও, (সিভিল) সোনামুড়া, উক্ত স্থানটি মেলাঘর এস, ডি, এম, ও-কে হস্তান্তর করিয়াছেন। প্রয়োজনীয়

আর্থিক অনুমোদন পূর্ত দপ্তরকে দেওয়া হইয়াছে। খুব শীঘ্রই পূর্ত দপ্তরকে জমি হস্তান্তরের কাজ শেষ হইবে।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ---সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই যে কাজ ফরেণ্ট রিজার্ভের মধ্যে পড়েছে এবং তাতে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কাজ আটকিয়ে আছে তা ফরেণ্ট দপ্তর থেকে কি কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, ফরেণ্ট থেকে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জায়গা পাওয়ার ব্যাপারে এই দপ্তর আমাদেরকে যথেণ্ট সহযোগিতা করছে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাওয়া যাবে বলে আশা করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস।

শ্রীনকুল দাস ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১২১।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১২১।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে মোট কয়টি পঞ্চায়েত পুকুর কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীতে খনন করা হয়েছে?

২। ঐ পুকুরগুলিতে মৎস্য চাষের জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে; এবং

৩। মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে ইজারা দেওয়ার বিষয়ে সরকার ঘোষিত নির্দেশ নামা কতটি গাঁও সভা কার্য্যকরী করেছে?

উত্তর

১-২। তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

৩। এর প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীমতহরি চৌধুরী।

শ্রীমতহরি চৌধুরী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪৫।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪৫।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে কল্লাছড়া স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ঘরটি আজ প্রায় ২ বৎসর যাবত ভগ্ন অবস্থায় আছে, এবং ঐ এলাকার জনসাধারণ উক্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি অন্য জায়গায় নূতন ভাবে নির্মাণের জন্য ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন?

২। সত্য হলে অদ্যাবধি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ঘরটি নির্মাণ না করার কারণ কি?

৩। ইহা কি সত্য যে উপজাতি অধ্যুষিত কল্লাছড়া এলাকার জনগণ কর্ত্তৃক কলাছড়ায় একটি ১০ (দশ) বেডের প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করা হইয়াছে?

৪। সত্য হলে ঐ এলাকায় ১০ বেডের একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা হইবে কি এবং তাহা কবে পর্য্যন্ত করা হইবে?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। কলাছড়া ডিসপেনসারীটি নূতন নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় জমি পূর্ত বিভাগকে হস্তান্তর করা হইয়াছে। নির্মাণ কার্য্যের জন্য প্রয়োজনীয় এণ্টিমেট পাঠানোর জন্য ২৫শে অকটোবর ১৯৮০ ইং এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার, উদয়পুরকে অনুরোধ করা হইয়াছে। স্বাস্থ্য দপ্তরে এণ্টিমেট এখনো এসে পৌঁছায় নি।

৩। হ্যাঁ, আবেদন পাওয়া গিয়াছে।

৪। বর্ত্তমান আথিক বৎসরে কল্লাছড়াতে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার কোন পরিকল্পনা নাই। কারণ ১৯৮০-৮১ সালে রাজ্যে মোট ২টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা আছে এবং উক্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র দুটির স্থান নির্বাচনের কাজ প্রায় শেষ।

শ্রীমতিহরি চৌধুরী ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই কালাছড়া স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি তার জন্মলগ্ন থেকে অত্যন্ত দুরবস্থায় আছে। স্বাস্থ্য কেন্দ্রটির ঘরের উপরে কোন ভাল চালা নেই যার ফলে বর্ষাকালে বৃষ্টি পড়ে এবং গ্রীষ্মকালে রৌদ্র ঘরে প্রবেশ করে। এই কালাছড়া স্বাস্থ্য কেন্দ্রটির সংস্কার শীঘ্রই করা হবে কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—স্যার, শুধু কালাছড়া নয় এ রকম আরো অনেক ডিসপেনসারী আছে যেগুলির মেরামত দরকার। আমরা পি, ডব্লিউ, ডি কে অনুরোধ করেছি যাতে করে ঘরগুলির মেরামত অতি সত্বর করা হয়। পি, ডব্লিউ, ডি ইতিমধ্যে কয়েকটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ঘর মেরামত করেছে বাকিগুলি আমরাও উদ্যোগ নিয়েছি যাতে করে অতি সত্বর মেরামত করা যায়।

শ্রীমতিহরি চৌধুরী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই কালাছড়া স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি ঐ এলাকায় ৫।৬টি গাঁওসভার জনসাধারণের জন্য কাজ করছে। সুতরাং এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি যাতে তাড়াতাড়ি মেরামত করা যায় তার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীতরণী মোহন সিংহ।

শ্রীতরণী মোহন সিংহ ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৮।

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৮।

প্রশ্ন

১। করমছড়া রেশম শিল্প কেন্দ্র হতে ১৯৭৮ ইং হইতে এ পর্য্যন্ত কতজন রেশম-গুটি উৎপাদনকারী ব্যক্তিকে কি কি সাহায্য দেওয়া হইয়াছে তার বিবরণ;

২। ইহা কি সত্য গুটি পোকার জন্য সরকার থেকে তুঁত গাছের চারা দেওয়ার পর উৎপাদনকারীদের আর্থিক সাহায্য না দেওয়ার ফলে কৃষকদের পক্ষে তুঁত বাগান ঠিকমত রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব হইতেছে না; এবং

৩। সত্য হইলে ঐ ধরণের রেশম গুটিপোকা পালন ইচ্ছুক ব্যক্তিগণকে অর্থ সাহায্য দিয়ে তুঁত বাগান রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হইবে কি না?

উত্তর

১। ৩৪১ জন ব্যক্তিকে গৃহ নির্মাণ, পোকা পালনের সাজ সরঞ্জাম ও তুঁত বাগান চাষ করার সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

২। এ ব্যাপারে কোন নির্দ্দিষ্ট অভিযোগ শিল্প দপ্তরে নেই।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীতরণী মোহন সিংহ ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমি এখানে বলতে চাই যে, তাতা-ছড়ার শ্রীননী মালাকার, পূর্ব কাঞ্চনবাড়ীর শ্রীসতীশ মালাকার এরা গুটি পোকার তুঁত চাষ করার জন্য চেষ্টা করছিল কিন্তু সরকার থেকে তাদের এ ব্যাপারে কোন সাহায্য দেওয়া হয়নি। এ ব্যাপারে সরকার তদন্ত করে দেখবেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা তদন্ত করে দেখা হবে নির্দ্দিষ্ট কোন অভিযোগের ভিত্তিতে।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীমোহনলাল চাকমা।

শ্রীমোহনলাল চাকমা ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪৬।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪৬।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা কত;

২। এদের মধ্যে কর্মক্ষম ও অক্ষম রোগীর সংখ্যা কত;
৩। কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের পেনসনের ব্যবস্থা করা হবে কি?
৪। যদি হ্যাঁ হয় তবে কবে নাগাদ ইহা কার্য্যকরী করা হবে এবং
৫। যদি না হয়, ইহার কারণ কি?

উত্তর

১। ৩০০৬ জন।

২। এদের মধ্যে ২,৮৩৯ জন ব্যক্তি কর্মক্ষম এবং ১৬৭ জন অক্ষম।

৩। কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত ব্যাক্তিদের পেনসন দেওয়া সরকারী কোন সিদ্ধান্ত এখন পর্য্যন্ত নেই।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

৫। জাতীয় কুষ্ঠ রোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পটি কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রাণধীন কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দ্দেশেই পরিচালিত হয়। কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্যাক্তিদের পেনসন দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কোন নির্দ্দেশ নেই। তবে রাজ্য সরকার যক্ষারোগীদের মত কুষ্ঠ রোগীদের একটি মাসিক এলাউন্স দেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস (শ্রীকেশব মজুমদার)।

শ্রীনকুল দাস ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৬১।

শ্রীঅনিল সরকার ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৬১।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বহিরাগত ও আভ্যন্তরীণ ভ্রমণকারীদের যাতায়াতের কি কি ব্যবস্থা বর্ত্তমানে সরকারের আছে;
২। সারা রাজ্যে বর্ত্তমানে কয়টি টুরিষ্ট লজ আছে;
৩। বর্ত্তমান আথিক বৎসরে নতুন টুরিষ্ট লজ করার পরিকল্পনা আছে কি;
৪। থাকিলে কোথায় কোথায় তা করা হবে এবং কতটির কাজ শুরু হয়েছে;
৫। কাজ শুরু না হয়ে থাকলে তার কারণ কি?

উত্তর

১। ১৮টি আসন বিশিষ্ট একটি টুরিষ্ট বাস রয়েছে। আরেকটি বাস তৈরী হচ্ছে। তাছাড়া একটি এম্বাসেডর গাড়ীও রয়েছে। টুরিষ্ট বাস দিয়ে পশ্চিম ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় দর্শনীয় স্থানগুলোতে সপ্তাহে তিন দিন "কনডাকটেড টুর" এর বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

২। আপাততঃ একটি আংশিক ভাবে ব্যবহারের জন্য আতগরতলায় রয়েছে। পুরো কাজ শেষ হয় নি।

৩। পর্য্যটক আবাস নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

৪। উদয়পুরে একটি পর্যটক আবাস নির্মাণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উহার নির্মাণ কাজ এখনও শুরু হয় নি।

৫। যথাযথ বিধি নিয়ম পালন করে এগুলো করা হচ্ছে।

শ্রীনকুল দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডুম্বুরে একটি টুরিষ্ট লজ নির্মাণের জন্য যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল তার কাজ শুরু হয়েছে কি শুরু হলে বর্ত্তমানে উহার কাজ কিরূপ অগ্রসর হয়েছে।

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—ডুম্বুরের টুরিষ্ট লজের জন্য মাটি কাটা শুরু হয়েছে। বর্ত্তমানে উহা কিরূপ অবস্থায় আছে তা বলতে পারছি না।

শ্রীসুবল রুদ্র ঃ---বর্ত্তমানে টুরিষ্ট ডিপার্টমেন্টে যে টেক্সিটি আছে তাহা কি ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—স্যার, টুরিষ্ট ডিপার্টমেন্টে যে টেকসিটি আছে তাহা বর্ত্তমানে

অফিসের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে বাইরে থেকে কোন ভি, আই, পি, টুরিষ্ট এলে তাদের জন্য উহা ব্যবহার করা হয়।

শ্রীনকুল দাস ঃ---এই গাড়ীটা ব্যবহার করে এবং টুরিষ্টদের বহন করে কত টাকা সরকার পেয়েছেন তা জানাবেন কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ---এই তথ্য এখন নেই।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ---এই টুরিষ্টদের দ্রষ্টব্য সংস্থানগুলি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি না?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ---বাইরে থেকে টুরিষ্ট খুব কমই আসেন এখানে। কারণ এটা রেষ্ট্রিকটেড এলাকা। শুধু রাজ্যের ভিতরে যারা আছেন তারাই বেড়াতে যান। সেজন্য এই জায়গাগুলি আমরা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। আর কেন্দ্রীয় সরকারের রক্ষণাবেক্ষণের যেগুলি দায়িত্ব তার জন্য তাদের লেখা হয়েছে।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ---এই রাজ্যে টুরিষ্টদের সুযোগ সুবিধা কম। সে জন্য তাদের সুযোগ সুবিধা বাড়ানোর ব্যাপারে সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি না?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ---টুরিষ্টরা প্রধানতঃ বিদেশী। পূর্বোত্তর অঞ্চলে তাদের জন্য রেষ্ট্রিকশান আছে। সে জন্য আমরা এটাকে প্রায়রিটি দিচ্ছি না। আমরা শুধু সেগুলিকে বিউটি স্পট হিসাবে রক্ষণাবেক্ষণের চেষ্টা করছি।

শ্রীসুবল রুদ্র ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে রুদ্রসাগরের নীর মহলকে এবং উনকোটিকে সংরক্ষণ করার জন্য সরকারী ভাবে কি ব্যবস্থা করা হয়েছে?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ---সেটা কেন্দ্রীয় সরকারকে লিখেছি। তাঁরা পরীক্ষা করে দেখবেন। এগুলিকে সংরক্ষণের জন্য যে টাকা দরকার সেটা আমাদের নেই। কেন্দ্রীয় সরকার থেকেও আমরা আশানুরূপ রেসপন্স পাই নি।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীঅখিল দেবনাথ। অনুপস্থিত। শ্রীসুবোধ দাস। অনুপস্থিত। শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস ঃ---কোয়েশ্চান নাম্বার ২০৮।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ---কোয়েশ্চান নাম্বার ২০৮।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, ত্রিপুরার অধিকাংশ গ্রাম পঞ্চায়েতই ৩০শে নভেম্বরের মধ্যে তাদের বাজেট গাঁও সভার সামনে পেশ করতে পারেন নি; এবং

২। যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে ইহার কারণ কি?

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীকামিনী দেববর্মা।

শ্রীকামিনী দেববর্মা ঃ---কোয়েশ্চান নাম্বার ২০৯।

শ্রীআরবের রহমান ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ২০৯।

প্রশ্ন

১। সারা ত্রিপুরায় ফরেষ্ট রিজার্ভের ভিতরে উপজাতি কত পরিবার রিজার্ভের সমতল ভূমি দখল করিয়া আছে, তাহার হিসাব।

২। সে সব পরিবারগুলিকে সমতল ভূমি রিজার্ভ মুক্ত করিয়া দখলদার উপজাতিদের পুনর্বাসন দেওয়ার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি;

৩। ফরেষ্ট রিজার্ভের ভিতরে যেসব উপজাতি জুমিয়া পরিবার আছে তাহাদের রক্ষা করিতে সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি?

উত্তর

১। এখন পর্য্যন্ত বন দপ্তর হইতে এইরূপ কোন জরিপ করা হয় নাই। অন্য

কোন দপ্তরও করিয়াছে বলিয়া জানা নেই। সুতরাং এইরূপ তথ্য বন দপ্তরের হাতে নাই।

২। উপজাতিদের পুনর্বাসন দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে, তবে, যে যেখানে দখল করিয়া আছে তাহাকে সেখানেই পুর্বাসন দেওয়ার কোন নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা সরকারের নাই।

৩। উপজাতি জুমিয়া পরিবারদের রক্ষা করিবার জন্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর হইতে বিভিন্ন বিষয়ে পরিকল্পনা আছে, তবে বন দপ্তর হইতে ভূমি সংরক্ষন প্রকল্পের আওতায় জুমিয়া পরিবারদের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। ইহা ছাড়া যে সমস্ত জুমিয়া পরিবারের লোকজন বন দপ্তরের বিভিন্ন উন্নয়ণ মূলক কাজে কাজ করিতে ইচ্ছুক তাহাদের ঐরূপ কাজে দিন মজুরী ভিত্তিতে নিয়োগ করা হইতেছে।

শ্রীকামিনী দেববর্মা ঃ---ফরেষ্ট রিজার্ভ হবার অনেক আগ থেকেই অনেক উপ-জাতি পরিবার সমতল ভূমি দখল করে আছে। ফরেষ্ট জরীফ হবার পর কি তাদের উচ্ছেদ করে দেওয়া হবে?

শ্রীআরবের রহমান ঃ---এটা জরীফ হবার পর উচ্ছেদ কার হবে কি না পরে বিবেচনা করা হবে।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ---ফরেষ্ট রিজার্ভের মধ্যে কোন এক সময়ে ৫০০ টাকা করে দিয়ে অনেক জুমিয়াকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের উচ্ছেদ করে দিয়ে ঐ সমস্ত জায়গায় বনায়ন করা হয়েছে। এখন পর্য্যন্ত সেই সব জুমিয়াদের হাতে কোন জমি নেই এবং তাদের পুনর্বাসনের কোন ব্যবস্থা নাই। এইগুলি তদন্ত করে দেখবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি এখন বলছি। ফরেষ্টের ভিতর কিছু ফরেষ্ট ভিলেজ করা হয়েছিল এবং তারা কিছু কিছু টাকাও পেয়েছিল। সরকারের নিয়ম হচ্ছে যে যদি তারা সেখানে থাকেন তাহলে ফরেষ্টের সুযোগ সুবিধা পাবেন এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধাও পাবেন। ফরেষ্টের মধ্যে যে সব জুমিয়া দীর্ঘ দিন ধরে রয়েছে তাদের সেই সব জায়গা থেকে উচ্ছেদ করার কোন সিদ্ধান্ত সরকারের নেই। তারা যাতে সেই সব জায়গায় পুনর্বাসন পেতে পারেন সে জন্য আমরা পরিকল্পনা করেছি। সেই পরিকল্পনায় ইনটিগ্রেটেড স্কীম নিয়ে যাতে তাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন হতে পারে তার জন্য তারা ব্যবস্থা করবেন এবং ত্রিপুরা সরকার এই ব্যাপারে অত্যন্ত বেশী উদ্যোগ নিয়েছেন যাতে এই পরিকল্পনা ত্রিপুরাতে সার্থক করা যায়।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীসুমন্ত কুমার দাস।

শ্রীসুমন্ত কুমার দাস ঃ---কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩০।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, শ্রম মন্ত্রীর পক্ষে আমি এই প্রশ্নটার জবাব দিচ্ছি। কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩০।

প্রশ্ন

১। ১৯৭৯-৮০ সনে সাবা রাজ্যে কতজন ভূমিহীনকে ভূমি এলটমেন্ট দেওয়া হইয়াছে; এবং

২। তার মধ্যে কত জন ৫ কাণি নাল অথবা ১৫ কাণি টি-া. ভূ-া পাইয়াছেন (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)?

উত্তর

১। ১৯৭৯-৮০ সনে সারা রাজ্যে মোট ৯১২৮টি ভূমিহীন পরিবারকে ভূমি এলটমেন্ট দেওয়া হয়েছে।

২। ইহাদের মধ্যে ২৮৯১টি পরিবারকে ৫ কাণি নাল অথবা ১৫ কাণি টিলাভূমি দেওয়া হইয়াছে। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল।

সদর—১৭৩
সোনামুড়া—৩৬৭
খোয়াই—২৮২
কৈলাসহর—২৯৪
কমলপুর—
ধর্মনগর—৯৪৩
উদয়পুর—
অমরপুর—৩২৫
বিলোনীয়া—১৯১
সাব্রুম—৩১৬
মোট—২৮৯১

মিঃ স্পীকারঃ—কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ।

মিঃ স্পীকারঃ—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো—

"গত ২৮শে ডিসেম্বর ধর্মনগর ষ্টেটট ফুড সেড-এর শ্রমিকদের বাড়ীতে ঢুকে দুর্বৃত্তগণ কর্ত্তৃক আক্রমণের ফলে বিষ্ণু দেও চৌধুরী, শঙ্কর শাহানী, নারায়ণ পাশোয়ান, বাহাদুর শাহানী এবং রাণী কুমারী প্রভৃতি শ্রমিকদের গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্ত্তি হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রিবর্ত্তীঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ দাস মহোদয় যে দৃষ্ট আকর্ষণী নোটিশটি দিয়েছিলেন, সেটি হল—"গত ২৮শে ডিসেম্বর ধর্মনগর ষ্টেটট ফুড-সেডের শ্রমিকদেরা বাড়ীতে ঢুকে দুর্বৃত্তগণ কর্ত্তৃক আক্রমণের ফলে বিষ্ণু দেও চৌধুরী, শঙ্কর সাহানি, নরায়ণ পাশোয়ান, বাহাদুর সাহানি এবং রাণীকুমারী প্রভৃতি শ্রমিকদের গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্ত্তি হওয়ার সম্পর্কে।"

গত ২৮-১২-৮০ইং রাত্রি ৯-১৫ মিঃ সময় ধর্মনগরের বটরশি গ্রামের শ্রীনারায়ণ পাশোয়ান, সর্বশ্রী রাম বিলাস সাহানি, শঙ্কর সাহানি, ও বিষ্ণু চৌধুরী সহ ধর্মনগর থানায় উপস্থিত হয়ে এই মর্মে অভিযোগ করেন যে গত ২৮-১২-৮০ ইং তারিখে বিকাল ৫টার সময় তিনি যখন পশ্চিম বটরশিতে শ্রমিকদের মধ্যে কাজের বিলি বন্দোবস্ত সম্বন্ধে শ্রমিক সর্দার সীতারামের সঙ্গে আলাপ করিতেছিলেন তখন হঠাৎ সীতারাম এবং তাহার সঙ্গী বিষ্ণু সাহানি এবং সাগর সাহানি উত্তেজিত হয়ে শ্রীনারায়ণ পাশোয়ানকে আক্রমণ করে এবং শ্রীপাশোয়ান ও তাহার সঙ্গীদের প্রহার করেন, ফলে তাহারা আহত হন। এই অভিযোগ মূলে ধর্মনগর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪১।৩২৩ ধারায় মোকদ্দমা নং ২৩ (১২) ৮০ নথী ভুক্ত করা হয় এবং মামলাটির তদন্ত শুরু হয়।

শ্রীবিষ্ণু দেও সাহানিও ধর্মনগর থানায় শ্রীপাশোয়ান ও শ্রীশঙ্কর সাহানির বিরুদ্ধে তাহাকে মারপিট করার অভিযোগ করে এবং সেই মর্মে ধর্মনগর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪১।৩২৩ ধারায় মোকদ্দমা নং ২২ (১২) ৮০ নথি ভুক্ত করা হয়। সর্বশ্রী রাম বিলাস সাহানি, শঙ্কর সাহানি, বিষ্ণু চৌধুরী ও নারায়ণ পাশোয়ান আহত হয়ে ধর্মনগর হাসপাতোলে যান। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাহাদের সকলকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

উভয় অভিযোগেরই তদন্ত চলিতেছে। সংঘটিত অপরাধ পুলিশ গ্রাহ্য নয় বিধায় পুলিশ কাহাকেও গ্রেপ্তার করে নাই। অভিযোগকারীগণ এবং অভিযুক্তরা সবাই ধর্মনগর ষ্টেট ফুড গোডাউনের শ্রমিক।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা ঃ—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন তার মধ্যে এমন কোন তথ্য আছে কিনা যে, এর আগ থেকে অর্থাৎ ২৮শে ডিসেম্বরের আগে থেকে লেবার ইন্সপেকটারের কাছে পাচু সাহানি শঙ্কর সাহানি বিভিন্ন শ্রমিকরা অভিযোগ করেছিলেন যে সীতারাম সাহানি এবং তার কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধু যারা কংগ্রেস (আই) করে, তারা বিভিন্ন সময়ে তাদের উপর আক্রমণ করেছে এমন কি তারা শ্রমিকদের বাড়ীতে ঢুকে তাদের সঙ্গীদের উপরও আক্রমণ করেছে। লেবার ইন্সপেকটারের কাছে এবং থানায় গিয়েও তারা এই সব অভিযোগ করেছে কিন্তু শ্রমিকেরা তাদের কাছ থেকে কোন রিলিফ পায় নি। এই ধরনের কোন তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মশাইর জানা আছে কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—স্যার, এই রকম কোন তথ্য আমার হাতে নাই। তবে সমগ্র বিষয়টা সৃষ্টি হয়েছে আমাদের যতটুকু মনে হয় সর্দার প্রথা চালু থাকার জন্য। আমরা তথ্য নিয়ে দেখেছি যে, ৫২ জন শ্রমিকের মধ্যে ৪২ জন শ্রমিক জানিয়ে দিয়েছে যে সীতারান শাহানির উপর তাদের কোন আস্থা নেই। তাই সরকার চিন্তা করছেন যে. সর্দারী প্রথাটা লোপ করে দেওয়া যায় কিনা। আর তা যদি বাস্তবায়িত করা যায়, তাহলে সেখানকার শ্রমিকের মধ্যে আর কোন গোলমাল থাকবে না বলেই আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা ঃ—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেটা বলেছেন যে সীতারামের প্রতি শ্রামক-দের কোন আস্থা নেই, তা সঠিক কথা। শ্রমিকেরা তাকে যে কমিশন দিতেন, সেই কমিশন বন্ধ করে দেওয়ার জন্য তারা নিজেরা একটা রিজিলিউশান বা প্রস্তাব নিয়েছে। অন্যান্যরা কমিশন বন্ধ করে দিলেও সাগর শাহানি সর্দারকে কমিশন দিতে রাজি। কাজেই যখন শ্রমিকেরা এক যোগ হয়ে তাকে কমিশন দিতে চাইছে না, তখন তাদের উপর নানা ভাবে অত্যাচার নামিয়ে আনা হয়। যার ফলে কংগ্রেস (আই)-এর সংগে যোগাযোগ কার কয়েকজন শ্রমিক.ক জোর করে কংগ্রেস (আই)-এর মিছিলে অংশ গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়। এই সব অত্যাচারের প্রতিকারের জন্য তারা জোট বেঁধে ধর্মনগরের এস, ডি, ও, মিঃ ঘোষের কাছে গিয়েছিল। আমিও কোন কারণ বশতঃ সেখানে ছিলাম এবং ঘোষ প্রথমে বললেন যে, এটা তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে, তারপর বললনে অর্থাৎ তদন্ত রিপোর্ট আসার আগেই উনি বললেন এসব মিথ্যা। আমি বললাম তদন্ত রিপোর্ট না আসতে, আপনি এই কথা কি করে বললেন? কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মশাই এই বিষয়টা তদন্ত করে দেখবেন কি যে এস, ডি, ও, মিঃ ঘোষ-এর যে ভূমিকা সেটা কংগ্রেস (আই)-এর সংগে কোন যোগসাজস আছে কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—স্যার, সেখানে যে সর্দারী প্রথাটা আছে, সেটা যদি লোপ করে দেওয়া যায়, তাহলে আমার মনে হয় এবং মাননীয় সদস্যও এটা মেনে নিবেন যে শ্রমিকেরা তাদের প্রাপ্য সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাবেন এবং এই ধরণের আর কোন বিরোধ থাকবে না।

মিঃ স্পীকার ঃ—আজ অপর একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষমী নোটিশটির উপর তাঁর বিবৃতি দেন। নোটীশটির বিষয় বস্তু হলো ঃ—

"গত ১৬ই ডিসেম্বর মনুবাজার হাইস্কুলে হেড মাষ্টার-এর কোয়ার্টারে উক্ত স্কুলের হেড মাষ্টারের উপর এবং একটি ছাত্রের উপর এসিড নিক্ষেপ সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস যে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি দিয়েছেন, সেটা হলো ঃ—

"গত ১৬ই ডিসেম্বর মনুবাজার হাইস্কুলে হেড মাষ্টারের কোয়ার্টারের উক্ত স্কুলের হেড মাষ্টারের উপর এবং একটি ছাত্রের উপর এসিড নিক্ষেপ সম্পর্কে।"

গত ১৬।১২।৮০ ইং তারিখে সন্ধ্যা ৬টা ৪৫ মিঃ সময় মনুবাজার হায়ার সেকেণ্ডারী

স্কুলের ক্লাশ টেনের ছাত্র ও স্টুডেন্টস্ কাউন্সিলের জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীসমীর দত্ত যখন স্কুলের হেড মাষ্টার শ্রীকেদার পাণ্ডের সহিত তাহার বাস ভবনে কথা বলিতে-ছিলেন, তখন কতিপয় অপরিচিত দুষ্কৃতকারী ঘরের খোলা দরজা দিয়ে বাহির হইতে তাদের উপর এসিড নিক্ষেপ করে। তাদের চিৎকার শুনিয়া বাড়ীর অন্যান্য লোক জন ছুটিয়া আসেন এবং দুষ্কৃতকারীরা পালাইয়া যায়। হেড মাষ্টার মহাশয়ের মুখ ও সমীর দত্তের শরীর এসিডে পুড়িয়া যায়। সংগে সংগে তাহাদিগকে মনুবাজার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য আনা হয়।

ঘটনার সংবাদ শোনা মাত্র মনুবাজার আউট পোষ্টের ও, সি, ঘটনা স্থলে ছুটে যান এবং প্রয়োজনীয় তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করেন। এই ঘটনা সম্পর্কে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৪ ধারা ও বিস্ফোরক পদার্থ আইনের ৩ ধারা অনুযায়ী মকোদ্দমা নম্বর ৩(১২)৮০ নথী ভুক্ত করা হয়। পুলিশ এই প্রসঙ্গে মনুবাজারের অমল দেবনাথ, পিতা মনোমোহন দেবনাথ এবং মানিক লাল দত্ত পিতা ভোলানাথ দত্ত এই দুইজনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করেন।

অমল দেবনাথ মনুবাজার স্কুলের ক্লাশ এইটের এবং মানিক লাল দত্ত ক্লাশ নাইনের ছাত্র। আহত হেড মাষ্টার শ্রীকেদার পাণ্ডেকে গত ১৭।১২।৮০ ইং তারিখে চিকিৎসার জন্য আগরতলা জি, বি, হাসপাতালে আনা হয়েছে। সমীর দত্ত এখনও মনুবাজার প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন আছেন। ধৃত আসামীরা বর্তমানে আদালতের আদেশে জেল হাজতে আছে। ঘটনাটির তদন্ত চলিতেছে।

শ্রীসুনীল চৌধুরী ঃ---পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, এই রকম এসিড ছোড়ার ঘটনা আরেকটা ঘটে ছিল। প্রায় এক বছর আগে। কাজেই, তদন্ত কি করা হচ্ছে সেটা বঝতে পারছি না। এইবার ঠিক একই কায়দায় অ্যাসিড ছোড়া হয়েছে। কিন্তু আসামী ধরা পড়ছে না। এগুলির কারণ কি? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, এই ঘটনাগুলি যখন ঘটে তখন কোন সময়ে অ্যাসিড থ্রো করেছে? বাজারের উপর দিয়ে তারা দৌঁড়ে গেছে। দৌড়ে যাওয়ার সময় সেখানে দোকানগুলি খোলা ছিল কি না, বাজারের লোকজনেরা কেউ দেখেছে কিনা, তাই সমস্ত বিষয় পুলিশ রিপোর্টে আছে কিনা, সেটা মাননীয় মন্ত্র. মহোদয় জানাবেন কি না?

শ্র নৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---আমার কাছে সেই তথ্য নেই। তবে দুই জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাতেই মাননীয় সদস্যরা বুঝতে পারছেন যে পুলিশকিছু অ্যাকশন নিয়েছে। এই তথ্য পাওয়া যায় যে, সে দিন স্কুলে মাণিক দত্ত শ্রীপাণ্ডে, হেড মাষ্টারকে ভয় এবং গুরুতর পরিনামের জন্য শাসানি দিয়েছে। এই সব ব্যাপারে পুলিশ যে সব স্বক্রিয় ব্যবস্থা নিয়েছেন সেটা মাননীয় সদস্যদের কাছে উপস্থিত করেছি।

শ্রীখগেন দাস ঃ---পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, হেড মাষ্টার শ্রীপাণ্ডেকে অ্যাসিড ছোড়ার অপরাধে যে দুই জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এরা কোন্ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---এই তথ্য আমার কাছে নেই। স্কুলে ভর্ত্তির সময়ে নকল-টকল করেছিল। গত নভেম্বর মাসে হেড মাষ্টার মাণিক লাল দত্তকে স্কুল থেকে বের করে দিয়েছিলেন। এর পরে সে হেড মাষ্টারের প্রতি দুর্ব্যবহার করে এবং তার পরবর্ত্তী সময়ে এই ঘটনা ঘটেছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ---পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, যে দুইজন ধরা পড়েছে তারা গত ছাত্র সংসদ ইলেকশনে জয়ী হয়েছিল এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না? আরেকটা হচ্ছে মাণিক দত্ত এবং তার বাবা এবং অন্যান্যরা গত দাঙ্গার সময়ে উপজাতিদের ঘরবাড়ী পুড়িয়ে দিয়েছিল এবং সেই সম্পর্কে তাদের বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---এই সব তথ্য দেওয়া সম্ভব নয়। মাননীয় সদস্য যে সব তথ্য

উপস্থিত করেছেন যে, যারা ধৃত হয়েছেন তারা এর আগে দাঙ্গার সময়ে ট্রাইবেলদের বাড়ী-ঘরে আগুন দিয়েছিল এই ঘটনার সঙ্গে সেটা দেখা হবে।

শ্রীমতহরি চৌধুরী ঃ—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, কিছু দিন আগে শ্রীপাণ্ডেকে ভোলা দত্তের ছেলে একটা ঘরের মধ্যে বেঁধে রেখে আবদ্ধ করে রাখে এবং পরে পুলিশ গিয়ে হেড মাষ্টারকে মুক্ত করে, এটা পুলিশের রিপোর্টের মধ্যে আছে কি না সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, সেই তথ্য আমার কাছে নেই। যখন মামলা হচ্ছে তখন সব বিষয়গুলিই দেখার দায়িত্ব পুলিশের।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, ভোলা দত্ত একজন কংগ্রেস (আই)-এর সদস্য এবং বিভিন্ন সময়ে তিনি কংগ্রেস (আই) দলে কাজ কর্ম করতেন এবং ব্লক কংগ্রেস (আই)-এর তিনি সভাপতি ছিলেন, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—বাবা কংগ্রেস (আই) করলে ছেলেও কংগ্রেস (আই) করবে এটা ঠিক নয়। বাবা কংগ্রেস (আই) করতেন, না কি করতেন সেই প্রশ্ন এখানে আনা ঠিক নয়।

মিঃ স্পীকার ঃ—আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয় বস্তু হল— "দাঙ্গা বিধ্বস্ত মহারাণী অঞ্চলের শরনার্থী নিজ নিজ বাড়ী ঘরে ফিরে যাবার প্রায় ৩ মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও এখন পর্য্যন্ত মহারাণী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি না খোলার দরুন জনজীবনের তীব্র দুর্ভোগ সম্পর্কে।"

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে বলছি। দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি হচ্ছে, "দাঙ্গা বিধ্বস্ত মহারাণী অঞ্চলের শরনার্থীরা নিজ নিজ বাড়ী ঘরে ফিরে যাবার প্রায় ৩ মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও এখন পর্য্যন্ত মহারাণী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র না খোলার দরুন জন জীবনে তীব্র দুর্ভোগ সম্পর্কে"—

মহারাণী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বহির্বিভাগ (বহির্বিভাগ বন্ধের দিন ছাড়া) প্রতিদিন বৈকালে খোলা রাখা হইতেছে এবং ডাক্তার সহ অন্যান্য বহির্বিভাগের কর্মচারীগণ কর্মরত আছেন।

অন্তর্বিভাগে নিম্নবর্ণিত কারণে এখনও খোলা সম্ভব হয় নাই ঃ—

জল ও বিদ্যুৎ-এর এখন পর্য্যন্ত সরবরাহ পুনরায় চালু করা সম্ভব হয় নাই। তাহার কারণ, বিদ্যুৎ সরবরাহের কিছু সরঞ্জাম যেমন,—পাখা, বাতি, সুইচ, প্লাগ এবং জলের পাইপ ইত্যাদি দাঙ্গার সময় খোয়া গিয়াছে। যেহেতু জল সরবরাহ এই ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সরবরাহের উপর নির্ভর করিতেছে সেই হেতু বিদ্যুৎ সরবরাহ নিয়মিত না হওয়া পর্য্যন্ত জল সরবরাহ সম্ভব নয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, স্বাস্থ্য বিভাগ কর্ত্তৃক পূর্ত্ত দপ্তরকে আভ্যন্তরিন ওয়েরিং-এর জন্য ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৮০ ইং ২১,৮০৭ টাকার আর্থিক অনুমোদন দেওয়া হইয়াছে। ইহার মধ্যে ২০টি শিলিং ফেন, সুইচ ও প্লাগ ইত্যাদিও আছে। ইহাও জানানো যাইতেছে যে, সরকারী বাস ভবনগুলি পূর্ত্ত দপ্তর মেরামতির কাজ হাতে নিয়েছেন এবং কাজ চলিতেছে।

অন্তবিভাগ খুলিবার জন্য যে সমস্ত অতিরিক্ত আসবাব পত্র ও আনুসঙ্গিক জিনিষ প্রয়োজন, উপরে বর্ণিত কাজগুলি হইয়া গেলে সেইগুলি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি পূর্ণাঙ্গ ভাবে চালু করা হইবে।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস ঃ—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন, ইতিমধ্যে মহারাণীর বিভিন্ন

এলাকা যেমন, গামারিয়া, তেহুরচুং ইত্যাদি এলাকাগুলিতে মেলিগনেন্ট ম্যালেরিয়ায় মারা গিয়েছে এই তথ্য সঠিক কিনা, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, অন্তবিভাগের সঙ্গে যদিও এটা যুক্ত নয়, তাহলেও আমি বলছি, এই রকম কেস হওয়া অসম্ভব কিছু নয়।

শ্রীসুবল রুদ্র ঃ—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান, দাঙ্গার পরে মহারাণী হাসপাতালে কোন্ ডাক্তার কাজ করছেন, উনার নাম মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, নাম আমি এখনই দিতে পারছি না।

শ্রীসুবল রুদ্র ঃ—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন, ইহা কি সত্য এই দাঙ্গা শুরু হবার পূর্বেই ঐ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ডাক্তার স্বাস্থ্য কেন্দ্র ছেড়ে চলে আসেন এবং তিনি "আমরা বাঙ্গালীর" সঙ্গে সহযোগিতা করে দাঙ্গার সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছিলেন?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—এই রকম কোন তথ্য সরকারের হাতে নেই।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস ঃ—ইহা কি সত্য যে, পূর্ত দপ্তরের গাফিলতির জন্যই মহারাণী হাসপাতালের কাজ শুরু করা যাচ্ছে না?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—কোন দপ্তরের গাফিলতির জন্যই এটা হচ্ছে না।

শ্রীসুবল রুদ্র ঃ—ইহা কি সত্য যে, সেই ডাক্তারের নাম আমি বলছি হিমাদ্রি চৌধুরী তাকে কাকড়াবনে ট্রান্সফার করা হয়েছে এবং কাকড়াবনের ডাক্তার যিনি দাঙ্গার সময় খুব ভাল কাজ করেছেন বলে সুনাম অর্জন করেছেন, তাকে মহারাণীতে ট্রান্সফার করার কথা বিবেচনা করা হচ্ছে, মহারাণীর সেই ডাক্তারের বিরুদ্ধে দাঙ্গায় লিপ্ত ছিলেন এমন অভিযোগও আছে?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে সরকারের কাছে একটি অভিযোগ আছে এটা তদন্ত করে দেখা হবে।

অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের উপর আলোচনা

মিঃ স্পীকার ঃ—এখন সভার সামনে কার্য্যসূচী হচ্ছে, ১৯৮০-৮১ সালের একটি অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর সাধারণ আলোচনা। গত কালকের অসমাপ্ত আলোচনা প্রথমে আরম্ভ হবে। তারপর ধারাবাহিক ভাবে আজকের কার্য্যসূচী হবে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, ১৯৮০-৮১ সনের জন্য আমি ১৬,৭৪,৮৯,০০০ টাকার একটি অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী হাউসে উপস্থিত করছি। এর সাধারণ একটা ব্রেক আপ হলো, অনুমোদিত প্ল্যান খাতে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ হল— ৪,৮১,০০,০০০ টাকা, রিলিফের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ হল, ৪,২৫,০০,০০০ টাকা, ফুড এবং সিভিল সাপ্লাই-এর জন্য ২,৫৫,০০,০০০ টাকা, অ্যাডিশনেল ডি, এ, অতিরিক্ত ডি, এ, যেটা কর্মচারীদের দেওয়া হয়েছে ১,২৫,০০,০০০ টাকা এবং বিভিন্ন দপ্তর থেকে যে টাকা খরচ করেছি তার জন্য ৫৭,৭০,০০০ টাকা, সেন্ট্রালাইজড স্পনসরড্ স্কীমের জন্য ৫৫,৭৭,০০,০০০ টাকা খরচ হয়েছে, নন-প্ল্যান অ্যাডিশনেল ফার্গে, বিভিন্ন কাজে ডি, এ, ছাড়া ২,৭৫,৪২,০০০ টাকা। মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের যে দাবী করা হয়েছে তার পটভূমি হচ্ছে, জুনের দাঙ্গা এক নম্বর, দু'নম্বর হচ্ছে অর্থনৈতিক সঙ্কটের তীব্রতা বৃদ্ধি। তার ফলে সব অংশের মানুষের জন জীবন বিপর্য্যস্ত হয়েছে। আর তিন নম্বর হচ্ছে, অতিরিক্ত উন্নয়ণ মূলক কাজের জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দ দাবী করছি। জুনের দাঙ্গার বিষয়ে মাননীয় সদস্যরা জানেন যে, যদিও রিলিফের দায়িত্ব কিছুটা কেন্দ্রীয় সরকার নিচ্ছেন, কিন্তু তার বাইরেও যখন রাঘবন কমিটি এখানে আসেন তখন দাঙ্গার প্রথম দিক। পরবর্তী সময়েতে যখন দাঙ্গা চলে গেছে পুনর্বাসন এবং রিলিফের কাজ আমাদের হাতে এসেছে; তখন এমন কতকগুলি আইটেম এসেছে যা আমাদের চিন্তার মধ্যে ছিল না। যেমন ধরুন, বাড়ী-ঘর ছেড়ে গেছে এমন লোককে টাকা দিতে হবে। রাঘবন কমিটি যখন এসে-

ছিলেন, তখন এটা আমাদের জানা ছিল না। এছাড়াও পুলিশের জন্য আমাদের ব্যয় বরাদ্দ বাড়াতে হয়েছে। দাঙ্গাকারীদের শাস্তি বিধানের জন্য ট্রাইব্যুনেল গঠনের জন্য অতিরিক্ত টাকা রাখতে হয়েছে। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে, জেলের জন্যও অতিরিক্ত খরচ ধরা হয়েছে, তাও এই দাঙ্গা পরিস্থিতি সামনে রেখে আমাদের চিন্তা করতে হবে। আমাদের জেলে দাঙ্গার জন্য ২,০০০ বন্দী ছিল বর্ত্তমানে কমে ৩০০ এসে দাঁড়িয়েছে। এই সব অতিরিক্ত লোকদের জেলে রাখার জন্য অতিরিক্ত জেলও খুলতে হয়েছিল।

স্যার, যারা অল্প বেতনের কর্মচারী আজকে আর্থিক সঙ্কটের ক্ষেত্রে তাদের অতিরিক্ত ডি, এ, দাবীটা সঙ্গত। কোন কোন পত্রিকাতে যে লেখা হয়েছে ১৬ কোটি টাকার সিংহ ভাগই কর্মচারীদের ডি, দিতে চলে যাবে, তা ঠিক নয়। এই ১৬ কোটি টাকার মধ্যে ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা এই ৬৮ হাজার কর্মচারীর মধ্যে বন্টন করা হয়েছে। কাজেই, এই ব্যাপারে পত্রিকার সম্পাদকদের খুব বেশী হিংসা করার কোন কারণ নাই। আজকে জিনিষ পত্রের মূল্য বৃদ্ধির ফলে হাসপাতালের খরচও বেড়ে গেছে। কাজেই সেখানে অতিরিক্ত কিছু টাকা বরাদ্দ করতে হয়েছে। তেমনি শিক্ষা খাতে, মাদ্রাসাগুলিকে অতিরিক্ত কিছু টাকা আমাদেরকে বরাদ্দ করতে হয়েছে। ফুড-ফর-ওয়ার্কের জন্য সি, ডি, দপ্তরের হাতে আমাদেরকে অতিরিক্ত কিছু টাকা বরাদ্দ করতে হয়েছে। নোটিফাইড এরিয়ার বরাদ্ধও কম ছিল। সেই সব জায়গাতে আমাদেরকে অতিরিক্ত বরাদ্ধ রাখতে হয়েছে। বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্যও অরিরিক্ত বরাদ্দ রাখতে হয়েছে। কৃষকদের জল ও ভূমি সংরক্ষণ ব্যবস্থা, মিনি ব্যারেজ ইত্যাদির জন্য অতিরিক্ত টাকা বরাদ্দ করতে হয়েছে। কৃষকদের ছেলেরা যাতে বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং নিতে পারে গ্রাম থেকে এসে অল্প সময়ের জন্য ট্রেনিং নিয়ে ব্যাঙ্কের টাকা নিয়ে গ্রামে ফিরে গিয়ে আত্মনির্ভর কোন পেশা তারা গ্রহণ করতে পারে, সেই জন্য একটা ট্রেনিং স্কীম আমরা নিয়েছি। সেটা আমরা খুব শিগ্গীরই কার্য্যকরী করছি। যারা ট্রেনিং নিতে আসবে তাদেরকে দৈনিক ৭ টাকা করে ট্রেনিং পিড়িয়ডে দেওয়া হবে। ট্রেনিং শেষ হওয়ার পর সে কোন ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেবে, কি কাজের জন্য ঋণ নিচ্ছে সেগুলি সেখানে ঠিক করে দেওয়া হবে। সেই ট্রেনিং কৃষি, বন, ফল সংরক্ষণ, হাঁস, মুরগী পালন দপ্তর দেবে। কিছু কিছু কাজ যেমন, গ্রামমাঞ্চলে টিউব ওয়েল মেরামত করা ট্রেনিং এর অন্তর্ভুক্ত থাকবে। অনেক জায়গায় গিয়ে তাদেরকে ট্রেনিং নিতে হবে এবং সেখানে থাকতে হবে। ট্রেনিং শেষে তারা গ্রামে ফিরে আসবেন। আমরা ইতিমধ্যেই পঞ্চায়েৎ গুলিকে বলেছি কারা কারা ট্রেনিং নেবেন তাদের একটা লিষ্ট তৈরী করার জন্য। সেন্ট্রালী স্পনসরড্ স্কীমে ট্রাইবেলদের পুনর্বাসন, জুমিয়াদের পুনর্বাসন এর স্কীমগুলি রয়েছে। ওল্ড এইজ পেন-শানের ব্যাপারে মাননীয় সদস্যরা খুবই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং এটা খুবই সঙ্গত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কালকে মধুপুর থেকে একজন কর্মী আমাকে লিখেছেন যে, ওল্ড এইজ পেনশান পাওয়ার পর, সে টাকা ড্র করার আগেই ভদ্রলোকের মৃত্যু হয়ে যায়। তিনি তখন বি, ডি, ও, সাহেবকে বলেছিলেন, এই টাকাটা তার স্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হোক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই টাকা ভদ্রলোকের স্ত্রীর হাতে তুলে দেবার আগেই তার স্ত্রীর ও মৃত্যু হয়ে যায়। যে টাকাটা ভদ্রলোকের নামে মঞ্জুর হয়ে ছিল, সে টাকাটা তার স্ত্রীর হাতে তুলে দিতে পারলে আমরা খুশি হতাম। কিন্তু সেটা বোধ হয় আর সম্ভব হবে না। এই ধরনের কাজে যে অমাদের গাফিলতি রয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এত সময় তো লাগার কথা নয়। আরো একটা ভাতা আমরা মঞ্জুর করেছি অন্ধ এবং পঙ্গুদের জন্য। কুষ্ঠ রোগীদের জন্য ভাতা রয়েছে। কিন্তু খুব বেশী নয়, অল্প ভাতা তাদেরকে দেওয়ার ব্যবস্থা রেখেছি। কোন হ্যাণ্ডিক্যাপ্‌ড যদি কাজ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, তাহলে তাকে খাইয়ে রাখার দায়িত্ব সরকারের। সেই জন্য এই ভাতা আমরা মঞ্জুর করেছি। আমি আগেই বলেছি যে খুব বেশী টাকা আমরা পাই নি। তবুও সামাজিক দায়িত্ব হিসাবে আমরা এই টুকু রেখেছি।

মাননীয় সদস্যদের উদ্যোগে আমার বিশ্বাস আছে এবং আমি আশা করছি এই কাজ গুলি যাতে দ্রুত করা যায় তার জন্য তারা প্রচেষ্টা চালাবেন। ব্লক লেভেলে সিদ্ধান্ত নিতে আমরা বলেছি। হ্যাণ্ডিক্যাপডের টাকা এস, ডি, ও লেভেলে দেওয়া হবে। সেই জন্য আমরা রুলস করেছি। কাজেই এত বেশী সময় লাগার কথা নয় টাকা পেতে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই সমস্ত সাহায্য ঠিক সময় মতন তাদের কাছে পৌঁছাচ্ছে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে ১৬ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা আমরা চাইলাম, এর মধ্যে আমাদের ডেফিসিট হবে ৭ কোটি ৭৭ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা। কিন্তু এই ডেফিসিট মিট করার জন্য আমরা আশা করছি কেন্দ্রীয় সরকার আমাদেরকে ৪ কোটি ১ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা আমাদের দেবেন। এডিশনেল ডি, এ, যা আমরা দিয়েছি, সে টাকাও তারা আমাদেরকে দেবেন বলে আমরা আশা করছি। পুলিশকে কিছু সুযোগ সুবিধা আমরা দিয়েছি। কারণ, পুলিশের উপর সবচেয়ে বেশী প্রেসার এখন পড়ছে। বিভিন্ন সময়েতে রাত-দিন তাদেরকে কাজ করতে হচ্ছে, যে কোন অবস্থার মোকাবিলা তাদের করতে হচ্ছে শুধু ত্রিপুরাতেই নয়, সমস্ত ভারতবর্ষেই। সেই জন্য পুলিশ কমিশন যে সমস্ত নির্দ্দেশ দিয়েছেন, সে নির্দ্দেশগুলি আমরা পালন করছি এবং মুখ্য মন্ত্রী সম্মেলনে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, অতিরিক্ত যে টাকা লাগবে, সেটা তারা বহন করবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেটা এখন পর্য্যন্ত আমরা পাই নি। সেখানে ৯৭ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা আমরা আশা করছি। এই দাঙ্গার জন্য আমাদের অনেক আয় কমে গেছে। যে সব ট্যাক্স থেকে আমাদের আয় হত, তা আমরা করতে পারি নি। তার জন্য ১ কোটি ৭৯'লক্ষ টাকা) আমাদের ক্ষতি হয়েছে। এই ক্ষতি পূরণের জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ৪ কোটি ১ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা পাব বলে আশা করছি।

মাননীয় স্পীকার স্যার, সংগত ভাবেই মাননীয় সদস্যরা আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে যথেষ্ট উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। আমি এই ব্যাপারে ২-১টি কথা বলতে চাই। একটা জিনিষ সবাই লক্ষ্য করেছে যে বামফ্রন্ট সরকার জনসাধারণের সহযোগিতায় দ্রুত শান্তি ফিরিয়ে আনতে পেরেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই পরিস্থিতিকে আরও বজায় রাখার জন্য কিছু কিছু শক্তি উত্তেজনার সৃষ্টি করছে। তার মধ্যে কংগ্রেস (আই)-এর ষ্টেট ইউনিট, টি, ইউ, জে, এস, "আমরা বাঙ্গালী" সি, পি, আই, (এম, এল,) ইত্যাদি যারা আছেন তারাই ঐক্যবদ্ধ ভাবে বিভিন্ন জায়গায় উস্কানীমূলক কাজ কর্মে নিযুক্ত হয়েছেন। তারা যে সব দাবী করেছেন তার মধ্যে অপূর্ব মিল আছে। তারা ১০ দফা, ২৬ দফা দাবী করেছেন। তারা বলেন, উপজাতি যুব সমিতি, কংগ্রেস (আই), এদের মধ্যে কোন মিল নাই। আবার আমি যখন দিল্লীতে ছিলাম, তখন শুনেছি "আমরা বাঙ্গালী", "যুব সমিতির" লোকেরা তারা নিজেরা প্রায় এক মতেই চলে। তাদের বিবৃতিতে বুঝা যায় তারা এক জনের মুখ আর একজনে দেখেন না। এত বড় যে তাদের ব্রহ্মচারী দৃষ্টান্ত, এটা বিরল। এক সঙ্গে থেকে তারা এক জন আর এক জনের সাথে কথা বলেন না। তবে একই দাবীতাদের ছিল। দিল্লী থেকে এসে উপজাতি যুব সমিতিরাও দাবী তুলেছে রাষ্ট্রপতি শাসন এখানে দিতে হবে। এখানকার ইন্দিরা কংগ্রেসের লোকেরা বলছেন, বামফ্রন্ট সরকার হটাবার জন্য তারা যে কোন বিরোধী দলের সঙ্গে হাত মেলাতে বাধ্য। টি, ইউ, জে, এস, এর সঙ্গে শুধু নয় এখানকার আর, এস, এসের সঙ্গেও তারা হাত মেলাচ্ছে। আমার কাছে রিপোর্ট আছে, তারা চারিপাড়া গিয়ে খানাপিনা করেছে। আর, এস, এস এমন একটি শক্তি, যারা মুরাদাবাদের দাঙ্গার সঙ্গে প্রত্যক্ষ্য ভাবে যুক্ত ছিল। তারা বামফ্রন্টকে হটাবার জন্য যে কোন বিভেদকামী শক্তির সঙ্গে হাত মেলাতে বাধ্য। তারা যে দাবী গুলি করেছে তার মধ্যে ২-১টি দাবীর কথা বলছি। টি, ইউ, জে, এস, দাবী করেছে, বিচার করার জন্য যে ট্রাইবুন্যাল গঠন করা হয়েছে, সেই ট্রাইবুন্যালকে তুলে দিতে হবে। তুলে না দিলে তারা আগরতলায় এসে কোর্টের সামনে বসে তারা সত্যাগ্রহ করবে। মেয়েদের বসিয়ে দিয়ে তারা সত্যাগ্রহ করবে। এই সত্যাগ্রহ করার তারিখও তারা ঠিক করে ফেলেছে ৩ তারিখ। কি করে যে ওনারা এই শুভ দিনটি ঠিক করলেন তা ওনারাই জানেন। কারণ, এখন পর্য্যন্ত কোন মামলাই অ্যালট করা হয় নাই। আমরা

ভেবেছিলাম ডিসেম্বরের মধ্যে ট্রাইবুন্যাল চালু করতে পারব। কিন্তু আমরা দুঃখের সংগে বলছি যে এখনও চালু করতে পারিনি। আমরা জানুয়ারীতে চালু করার জন্য চেষ্টা করব। এখনও চালু না হওয়ার কারণ হল, কারো কারোর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা রয়েছে, তাদের ধরবার জন্য সব রকমের ব্যবস্থা আমরা করেছি। তাদের ধরা পর্য্যন্ত আমরা মামলা শুরু করতে পারছি না। অনেক অনেক ক্ষেত্রে আমরা ৫০টার মত মামলা চার্জশীট দিয়েছি। সেই সমস্ত ক্ষেত্রে ট্রাইবুন্যালের মামলা জানুয়ারীর শেষ দিকে শুরু করতে আমরা চেষ্টা করব। ইতিমধ্যে তারা ট্রাইবুন্যালের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ এবং বয়কট করার হুমকি দিয়েছেন। আমরা ওদেরকে বলেও দিয়েছি যে, ট্রাইবুন্যালের বিচার অন্য কোর্টের মতই। এর মধ্যে আলাদা কিছু নাই। এখানে মামলা বেশী হওয়াতে যাতে অল্প সময়ের মধ্যে মামলা শেষ হতে পারে তার জন্য এই চেষ্টা। সব রাজ্যেই ট্রাইবুন্যাল গঠন করা হয়েছে এই ধরনের বিচার করার জন্য। কাজেই ট্রাইবুন্যালের মামলা সম্পর্কে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়েছে তার কোন ভিত্তি নেই। যারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তাদের আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। আদালত যা শাস্তি দেয়, তা তাদের মাথা পেতে নিতে হবে, সে যে পার্টির লোক হোক্‌না কেন। কাজেই ট্রাইবুন্যাল তুলে দেওয়ার জন্য সত্যাগ্রহ করার কোন মানে নাই। তাই আমি আশা করব, ত্রিপুরার মানুষ ট্রাইবেল, নন্‌-ট্রাইবেল কেউই যাতে এই সহযোগিতা এবং সত্যাগ্রহকে সমর্থন না জানান। তেমনিতারা আরেকটি দাবী করেছে যে, বিচার বিভাগীয় তদন্ত করতে হবে। প্রথমতঃ বুঝতে হবে যে, তদন্তে কোন শাস্তি দেওয়ার বিধান নাই। দুটি ক্ষেত্রে হয়েছে, গুলি চালনার ক্ষেত্রেতে। আর একটি ক্ষেত্রে হয়েছে ধর্মনগরের পুলিশ গুলি চালনার ক্ষেত্রে। তদন্ত করার পর দীর্ঘ সময় পরে রায় বেরুবে। রায় বেরুবার পরে সেটা সরকারের কাছে যাবে, তারপর সেটা সরকারের উপর নির্ভর করে। শচীন বাবুর আমলে কমলপুরে এমন একটি ব্যাপারে রায় বেরুবার পরে জনসাধারণ চোখেও দেখেনি সেই রিপোর্ট। কোথায় আগুন লাগানো হয়েছে বা কখন লাগানো হয়েছে সেটা ত দেখবার বিষয় নয়, দেখবার বিষয় হচ্ছে কারা আগুন লাগিয়েছে, যাদের অপরাধ, তাদের শাস্তি দিতে হবে। তা না করা হলে মানুষ বলবে যে এটা জঙ্গলের রাজত্ব। এইভাবে বিচার করলে অনেক সময় লাগবে। তারা দেওয়ালে দেওয়ালে লিখছে বিচার বিভাগীয় তদন্ত করতে হবে। তারা আসামের দেওয়ালে গিয়ে লিখুন, যেখানে সংখ্যালঘুরা খুন হচ্ছে, যেখানে গ্রামে গ্রামে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেখানে মুসলমান সবচেয়ে বেশী খুন হয়েছে। সেখানে গিয়ে লিখুন বিচার বিভাগীয় তদন্ত চাই। শ্রীমতি গান্ধী যদি বিচার বিভাগীয় তদন্ত আসামে বসান তাহলে আমরা এখানে বিচার বিভাগীয় তদন্ত বসাব। আমি কংগ্রেস (আই) এর নেতা শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিককে বলেছি যে, শ্রীমতি গান্ধীকে বলুন বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি আগে আসামে চালু করতে। তারপরে আমরাও ত্রিপুরা রাজ্যে তদন্ত শুরু করব। কাজেই এই ঘটনাগুলি ষড়যন্ত্রমূলক তা দেখেই বুঝা যায়। তারা সব দলগুলিই চাইছে ত্রিপুরা রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হোক। রাষ্ট্রপতিরশাসন চালু হলে তাদের সুবিধা হবে। রাষ্ট্রপতির শাসন ছাড়া তারা আর কিছু চায় নি। ভারতবর্ষের কোনরাজ্য থেকে তারা এক পয়সা চাঁদা তুলেন নি এখানকার দাঙ্গা বিধ্বস্ত মানুষের জন্য। আমরা সারা ভারতবর্ষ থেকে খুঁজে খুঁজে চাঁদা তুলছি, তা ত এখন পর্য্যন্ত মুখ্য মন্ত্রীর ত্রান তহবীলে ৩০ লক্ষ টাকার মত এসেছে, জিনিষপত্র ছাড়া। আমরা নিজেরা, আবার বামফ্রন্টের বাহিরেও আছে অগনিত মানুষ, যারা সাড়া দিয়েছে আমাদের ডাকে বা ত্রিপুরার দাঙ্গা বিধ্বস্ত মানুষের জন্য,। একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে কংগ্রেস (ই), একমাত্র ব্যতিক্রম "আমরা বাঙ্গালী", একমাত্র ব্যতিক্রম হল টি, ইউ, জে, এস, এখানে এটা বুঝতে হবে যে, এটা উদ্বাস্তু দের জন্য নয়, নিজেরা সরকারে আসার জন্য যখন তারা দেখেছে যে, কোন রকমেই জনগণকে একত্র করা যাচ্ছে না তখন তারা এই রকমের উস্কানীমূলক কাজ করতে শুরু করেছে, কিংবা এখন তারা বলছে যে, তোমরা ক্যাম্পে যারা আছ তোমরা ক্যাম্প

ছেড়ে যেয়ো না, এই ভাবে ক্যাম্প ছেড়ে যাতে লোক না যায় তার চেষ্টা করছে তারা। সেই জন্যই আমরা বলতে চাই যে, এই সম্পর্কে সতর্কতা গ্রহণ করতে হবে।

চার নম্বরে উপজাতি যুব সমিতি ও কংগ্রেস (ই) এর দাবী হলো দীনেশ সিং কমিটির রিপোর্ট কার্য্যকরী করতে হবে। আমরা তো বলেছি যে, দীনেশ সিং কমিটির রিপোর্ট আমরা কার্য্যকরী করেছি, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার কার্য্যকরী করছেন কি? তাছাড়া দীনেশ সিং কমিটিতে কি আছে উপজাতি যুব সমিতির নেতারা পড়ে দেখেছেন কি? না পড়ে দেখেন নি, উপজাতিদের জন্য আমরা যখন ৭ম তপশীল দাবী করেছিলাম, তখন কমঃ দশরথ দেব ও আমি শ্রীমতি গান্ধীকে বলেছি যে আপনি যথিদ ৬ষ্ঠ তপশীল না দিতে পারেন তাহলে আপনার লোকদেরকে বলুন যে ৭ম তপশীলের ইলেকশনটা আমরা যেন করতে পারি। উপজাতি যুব সমিতি, কংগ্রেস (ই), বামফ্রন্ট আমরা সবাই যদি মিলিত ভাবে গ্রামে গ্রামে গিয়ে বলি যে এই যে ৭ম তপশীল অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল-এর ইলেকশান আমাদের তাড়াতাড়ি করা দরকার, তা হলে তো এখানকার জাতি ও উপজাতির মধ্যে ঐক্যের বন্ধনটা আমরা আরো ভাল করে গড়ে তুলতে পারতাম। এ কথাটি কী দীনেশ সিং কমিটিতে আছে? না, নাই। দীনেশ সিং মহাশয় কি জানেন যে এডভাইসার কমিটি আমরা মন্ত্রী সভায় আসার পর থেকেই ভালভাবে কাজ করছে? ট্রাইবেলদের সমস্ত সমস্যার কথা আমরা সেখানে নিয়ে যাই এবং সেখানে সেই সম্পর্কে আলাপ আলোচনা হয়। দীনেশ সিং কমিটি বলেছে যে, এখানে কাগজ কল করতে হবে, বেকারদের জন্য কিছু করতে হবে, ট্রাইবেলদের পুনর্বাসনের জন্য আরও বেশী করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, এই ভাবে এই কমিটি ত্রিপুরার অগ্রগতির জন্য অনেক কিছুই তো বলেছেন, কিন্তু কয়টা কেন্দ্রীয় সরকার মেনে নিয়েছেন? ইন্দিরা কংগ্রেসের লোকদেরকে বলুন না যে, তোমরা ঐ তেলিয়ামুড়াতে সত্যাগ্রহ আন্দোলন না করে দিল্লীতে গিয়ে সত্যাগ্রহ আন্দোলন কর এই দীনেশ সিং কমিটির পোগ্রামগুলি কার্য্যকরী করার জন্য। সেখানে গিয়ে শ্রীমতি গান্ধীকে বলুন যে ,ত্রিপুরাতে তাড়াতাড়ি কাগজ কলের ব্যবস্থা করে দিন। আমরা তো অনেকবার বলেছি যে, এখানে যদি কোন শিল্প থাকত, দীনেশ সিং কমিটির কাছে বলেছি যে, যদি শিল্প থাকতো তাহালেতো বাঙ্গালীকে বেকার থাকতে হতো না, ট্রাইবেলকেও বেকার থাকতে হতো না, এবং এই ত্রিপুরাতে পাহাড়ী ও বাঙ্গালীর সম্পর্ক আরও ভাল থাকত। কিন্তু আজ পর্য,ন্ত একটা শিল্পও তারা গড়ে তুলেন নি, একটা রেল লাইনও তারা করে দিলেন না, বিদ্যুতের ব্যবস্থাও তারা করে দিলেন না। যার ফলে আজকে সমস্ত মানুষ আজকে উপজাতিকে ঠেলে সরিয়ে দিল ঐ জঙ্গলের মধ্যে, নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য মানুষ কত কিছুই করছে কারণ মানুষতো বাঁচতে চায়, যে বাঁচতে চায় না সে দুর্বল। সেই দিক থেকে দীনেশ সিং কমিটির সুপারিশ যাতে শ্রীমতি গান্ধী কার্য্যকরী করেন তার জন্য আমরা লিখেছি, যাতে আমরা কাগজ কলের দাবীও অনান্য যে সমস্ত শিল্প গড়ে তোলার দাবী আমরা করেছি, এগুলি কার্য্যকরী করলে ত্রিপুরায় জাতি ও উপজাতির মধ্যে, সম্পর্ক আরও ভাল হতে পারে। টি, ইউ, জে, এস-এর সঙ্গে ইন্দিরা কংগ্রেস হাত মিলিয়েছেন কি করে? দুই দিন আগেও তো আমরা দেখেছি যে তাদের ছেলেরা বিশালগড় বি, ডি, ও, র অফিসের দেওয়ালে লিখেছেন যে, নৃপেন জমাতিয়া, কিন্তু নৃপেন জমাতিয়া কেন? কারন নৃপেন বাবু ট্রাইবেলদের জন্য কাজ করছে, বাঙ্গালীর জন্য কিছু করছেনা। তার জন্য তাকে ফাঁসি দিতে হবে দশরথ চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে, কারণ টি, ইউ, জে, এস-এর লোকেরা বলছে যে, দশরথ বাবু ট্রাইবেলদের জন্য কিছু করছে না, শুধু বাঙ্গালীর জন্যই করছে। আজ আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করি যে, উপজাতি যুব সমিতির যারা মান্দাইয়ের হত্যার ঘটনার জন্য দায়ী তাদের সঙ্গে আজকে তোমরা মানে ঐ কংগ্রেস (ই)-এর লোকেরা হাত মিলাচ্ছ কি করে। আর কল্যাণপুরে ট্রাইবেলদেরকে খুন করার জন্য যারা দায়ী তাদের সঙ্গে টি, ইউ, জে, এস-এর লোকেরা হাত মিলাচ্ছ কি করে? এইটা আমাদের চিন্তা করতে হবে। আজকে তাদেরকে ধোপা বাড়ীতে পাঠানো হচ্ছে বা টি, ইউ, জে, এস-এর লোকদের গা থেকে রক্তের দাগগুলি তুলে ফেলার জন্য। তারা টি, ইউ, জে,

এস-এর ভাল ছেলে, তারা বিজয় রাংখলের দলের লোক নয়, তারা খুনীদের দলের লোক নয়। তারপর টি, ইউ, জে, এস-এর নেতারা, তারাতো দাঙ্গার সময় আগরতলাতেই ছিল, কাজেই তারাও দায়ী নয়। এই দাঙ্গার কাজ যারা করেছে তারা উগ্রপন্থী, তারা টি, ইউ, জে, এস-এর লোক নয়, এটা ছড়ানো হচ্ছে শুধু জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্য। কিন্তু এই হাউসের সামনে আমরা বার বার দেখেছি যে, যখনই আমরা বিজয় রাংখল সম্পর্কে কিছু বলেছি তখনই টি, ইউ, জি, এস-এর নেতারা কি বলেছে এই হাউসের বিবরণী থেকে আমি পড়ে শুনাচ্ছি। ১৮ই সেপ্টেম্বর আমরা বললাম যে, এই দেখুন স্বাধীন ত্রিপুরার ম্যাপ আমরা পেয়েছি, তাতে আছে স্বাধীন ত্রিপুরার প্রেসিডেন্ট হবেন হরিনাথ দেববর্মা, তারপর ত্রিপুর সেনা তৈরী হয়ে গেছে, আর এই সেনা বাহিনীর নায়ক হবেন বিজয় রাংখল। আমরা যখন এই সব কথা বলেছিলাম তখন নগেন্দ্র জমাতিয়া বললেন যে, উপজাতি যুব সমিতির নাম করে কিছু লোক ষড়যন্ত্রমূলক ভাবে এই সমস্ত ছাপাচ্ছে, তা ছাড়া বিজয় রাংখল সম্পর্কে কোন প্রশ্নই এখানে উঠে না। তিনি আমাদের দলে আছেন, তিনি নিজেই জানেন না, এই সমস্ত কে করছে, আগাগোড়া বিজয় রাংখলকে তাদের সর্বাধিনায়ক করে রেখেছে। এমন কি অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের মনোনীত প্রার্থীও করে রেখেছেন, তারপর যখন দাঙ্গা লাগলো তখন তারা উপজাতি যুব সমিতির কেউ নয়, তৈদু সম্মেলনে যান সেখানেও দেখবেন সেখানকার সমগ্র নেতৃত্ব হচ্ছে বিজয় রাংখলের হাতে। তাদের কাগজ পড়ুন তাতে দেখবেন যে, বিদেশী তাড়ানোর মন্ত্র তাতে আছে, আর তার জন্য শিলং থেকে নিয়ে এলেন শ্যামাচরণ ত্রিপুরাকে, আর তার পরই তারা ত্রিপুরায় বলে বেড়াচ্ছে যে, ত্রিপুরার ছাত্রদেরকে রক্ত দিতে হবে, কারণ বাঙ্গালীর সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে মুক্তি পেতে হবে। ওরা আজকে গেল কোথায়? আজকে কেন বলছেন না এই কথা? কোথায় গেল তাদের তৈদু সম্মেলনের প্রস্তাব? উপজাতি যুব সমিতির দশ দফা দাবীর মধ্যে তো বহিরাগতদের বিতারনের দাবীটা নেই, কেন নেই, ? আজকে কি তাহলে তারা ভদ্র হয়ে গেল? না কি ভদ্র হওয়ার চেষ্টা করছে? কারণ, এই দাবীটা দেখতে হয়তো ইন্দিরা গান্ধী তাদেরকে স্পর্শ করবে না, সুখময় বাবু স্পর্শ করবে না, অথচ সেই দিন তাদের এই দাবী ত্রিপুরা রাজ্যের যথেষ্ট ক্ষতি করছে, আজকে কিন্তু তারা বলছে যে এই দাবী আমরা প্রত্যাহার করে নিয়েছি।

উপাধ্যক্ষ মহাশয়---মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আপনি আপনার বক্তব্য রিসেসের পর রাখবেন।

সভার কাজ বেলা ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী রইল।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---এখন মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয় তাঁর সমাপ্তি ভাষণ দেবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি যে কথা বলেছিলাম যে, এখন এটা ঢাকবার চেষ্টা করছে। টি, ইউ, জে, এসের মধ্যে একটা উগ্রপন্থী এবং আরেকটা নরম পন্থী, এটা ঠিক নয়। কারণ, যেখানেই আমরা উগ্রপন্থীদের কোন রকম সমালোচনা করেছি সেখানেই তথাকথিত নরম পন্থীদের থেকে প্রচণ্ড প্রতিবাদ এসেছে। আমাদের প্রাক্তন বিধায়ক শ্রীকালিদাস দেববর্মাকে টি, ইউ, জে, এসরা খুন করলেন, তখন আমরা দেখেছি যে, ওদের মধ্যে পালাবার চেষ্টা। আমরা দেখলাম যে, আসামীরা নিজেরা স্বীকারোক্তি দিচ্ছে যে, টি, ইউ, জে, এসের সমর্থক এবং কি ভাবে খুন করা হয়েছে। একশন স্পষ্ট করার জন্য টি, ইউ, জে, এসের নেতৃত্বের পক্ষ থেকে পরামর্শ এসেছিল। আজকেও বিভিন্ন জায়গাতে ঘটনা ঘটছে আমাদের কর্মীদের উপর। আমাদের কর্মীদের উপর লাঞ্ছনা হচ্ছে, ডাকাতি হচ্ছে, ছিনতাই হচ্ছে। এমন কি এ রকম ঘটনা ঘটিয়ে বাংলা দেশে পালিয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে, যখনই পুলিশ গ্রেফতার করতে গিয়েছে, তখনই পুলিশকে বাঁধা দেওয়া হয়েছে এবং এই গ্রেফতারের প্রতিবাদ করা হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের উপর ক্ষিপ্র হয়ে উঠেছে। আমার মনে আছে যারা মিজোদেরে আশ্রয় দিয়েছিল এবং মিজোদেরে যারা সাহায্য করেছিল তাদেরকে পুলিশ

গ্রেফতার করতে গেলে দেখা গেল সেখানে টি, ইউ, জে, এসের মেয়েদেরকে দিয়ে সেখানে ঘেরাও করা হয়েছে। পুলিশ যখন গেল তখন বলা হল যে তাদের নিরপরাধ লোকদেরকে বামফ্রন্ট সরকার গ্রেফতার করেছে, হয়রান করেছে, ইত্যাদি। এটা বিভিন্ন জায়গায় ওদের প্রচার। তাদের ছাত্র, যুব এবং অন্যান্য অংশের নারী সমিতি প্রভৃতির প্রচার। যাই প্রচার ওরা করুকনা কেন ওদের মূল বক্তব্য হচ্ছে ত্রিপুরার ট্রাইবেলরা আলাদা হয়ে থাকতে চায়। স্বতন্ত্র ত্রিপুরার যে দাবী সে দাবীর জন্য তারা আসামের, নাগাল্যাণ্ডের এবং অন্যান্য অংশের যে সমস্ত বিচ্ছিন্নতাবাদী রয়েছে তাদের সহযোগীতায় তারা এখানে আন্দোলন শুরু করেছে। সমগ্র এলাকার মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী রয়েছে। সে কথা মনে রেখে ওদের সম্পর্কে বিচার করতে হবে এবং তারা যা করছে তাকে সামনে রেখে ওদের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। তারা যা করছে তার লক্ষ্য হচ্ছে বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং সেই বিচ্ছি-ন্নতাবাদের পেছনে বিদেশী শক্তি স্বক্রিয় ভাবে কাজ করছে। আজকে বিভিন্ন জায়গাতে মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি বলছি যে, মিশনারীদের একটা অংশ বলবার চেষ্টা করছে যে, এই সমস্ত জায়গাতে উপজাতিরা পেছনে পড়ে আছে বলে তারা খৃষ্টান ধর্ম অবলম্বন করছে। এটা ঠিক নয়। আমেরিকার মধ্যে নিগ্রোরা সবচেয়ে নির্য্যাতিত লোক। সাম্রাজ্যবাদের একটা কথাই হল, নির্য্যাতিত লোক, সংখ্যালঘু, বর্ণ বা জাতি বা বিভিন্ন দিক থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য তারা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করবে। সংখ্যালঘু এবং সংখ্যাগুরুর মধ্যে তারা কাজ করে। সেই সব দিক থেকে সাম্রাজ্য সৃষ্টি করার যে কৌশল সে কৌশলের শিকার হয়েছেন এরা। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই যে ইন্দিরা কংগ্রেসের যারা সমর্থক তারাও আজকে সন্ত্রাসের দিকে যাচ্ছে। বোমা তৈরী করতে গিয়ে তাদের মৃত্যু হচ্ছে। কিন্তু তাদের জন্য তাদের এই বোমা তৈরীর কারখানা হয়েছে। এটা ভাববার সময় এখন এসেছে। আমাদের বিধায়ক গৌতম দত্তকে রাতের অন্ধকারে খুন করা হয়েছে। একদিকে কালিদাস দেববর্মাকে খুন করা হয়েছে, অন্য দিকে গৌতম দত্তকে খুন করা হয়েছে। এসব করে আজকে তারা একই পতাকা তলে মিলিত হচ্ছে। বামফ্রন্ট সরকারকে হঠাবার জন্য তারা বিভিন্ন জায়গায় উস্কানিমূলক কাজ তারা করছে। ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ মানুষ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বামফ্রন্ট সরকারকে মন্ত্রীসভাতে বসিয়েছেন। ওরা অপেক্ষা করতে পারছেন না কেন? শ্রীমতি গান্ধী ত রোজ বলছেন যে, বিরোধী দলগুলি গনতন্ত্রের পথে বিশ্বাসী নয়। তার জন্য তারা আন্দোলন করছে। এ কথা বলে শ্রীমতি গান্ধীর যারা দলের লোক যারা বিভিন্ন রাজ্যে রাজত্ব করছেন, মহা-রাষ্ট্রের মত একটা রাজ্যে হাজার হাজার কৃষককে জেলে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে কারণ কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য দাম চাইছে। কর্ণাটকে গুলি চালানো হয়েছে কারণ তারা জল এবং সারের দাম কমানোর জন্য বলছে। আজকে যদি গণ আন্দোলনকে এ ভাবে দমন করা হয় এবং তার জন্য সে সব রাজ্যের রাজ্য মন্ত্রী সভাগুলিকে এরকম ঘৃণ্য বিনা বিচারে আটক, ন্যাশনাল সিকিউরিটি অর্ডিন্যান্স বা অ্যাক্ট প্রয়োগ করার জন্য দেন বা কোন কোন জায়গায় প্রয়োগ করান তাহলে আমাদের বুঝতে হবে যে শান্তিপূর্ণ কোন আন্দোলনকে দমন করার জন্য শ্রীমতি গান্ধীর দল বিভিন্ন চক্রান্ত করছে। তার দলের লোকেরা হিংসাত্মক সন্ত্রাসের মধ্যে তারা কাজ করার জন্য কোথাও কোথাও অস্ত্রের কারখানা, কোথাও কোথাও বোমা তৈরীর কারখানা তারা করেছে। জনসাধারণ নিশ্চয়ই, যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী বা বিশ্বাস করেন তারা তাদেরকে বুঝাতে পারবেন না। তারা পারবেন না ২ বছর অপেক্ষা করতে যে ত্রিপুরার . মানুষ আপনাদেরকে চায় কিনা তা ভোটের বাক্সে তার প্রমাণ হবে। সে জায়গায় তাদের দুর্বলতা, সে দুর্বলতার জন্য তারা কখনও খুন-হত্যা, কখনও সন্ত্রাস মূলক, উস্কানি মূলক কাজ তারা করছে।

এটা আশ্চর্য্যের কথা যে, ইন্দিরা গান্ধীর দল কয়েক দিন আগে তাদের সারা ভারত-বর্ষ কমিটি অর্থাৎ এ, আই, সি, সি এর একটি সম্মেলন হয়ে গেল দিল্লীতে। সেখানে বিভিন্ন রাজ্যে গঠন মূলক কি কাজ করা উচিত, জিনিষ পত্রের দাম কমানোর জন্যে কি করা উচিত, কি করে ভূমি হীণদের ভূমির বন্দোবস্ত করা যায়, কি করে বেকারদের কর্ম

সংস্থানের ব্যবস্থা করা উচিত সে সম্পর্কে কোন কিছুই আলোচনা হয় নি। একমাত্র আলোচনার বিষয় বস্তু ছিল কি করে ত্রিপুরা পশ্চিমবঙ্গে এবং কেরালার বামফ্রন্ট সরকার গুলিকে ভেঙ্গে দিয়ে সেখানে নূতন করে সরকার গঠন করা যায়। আলোচনার বিষয়-বস্তু ছিল রাষ্ট্রপতি ধাচের শাসন ব্যবস্থা কি করে চালু করা যায়। কি করে একজন মাত্র লোক দিল্লীতে বসে সমস্ত ক্ষমতার মালিক হতে পারে। রাজ্যের ক্ষমতা সংকুচিত করে কেন্দ্রের ক্ষমতা আরো বৃদ্ধি করা যায় কি ভাবে সে সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে।

সে দিন সারা ভারতবর্ষের সংবাদ পত্রের সমিতির প্রেসিডেন্ট মিঃ কুলদীপ নায়ার উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে, আবার জরুরী অবস্থার মত সংবাদ পত্রের কন্ঠরোধ করবার চেষ্টা করছেন শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী সরকার। এমন কি ইন্দিরা সরকারের কার্য্যকলাপে পুলিশ সংগঠনের লোকেরাও আতঙ্কিত হয়েছেন।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা কয়েক দিন আগে দেখেছি ইন্দিরা কংগ্রেসের সমর্থকরা রাইটার্স বিল্ডিং অবরোধ করতে গিয়েছিলেন ইন্দিরা গান্ধী কি তখন দিল্লীতে ছিলেন না? তিনিও কি এই অবরোধকে গণতন্ত্র বিরোধী বলতে চান না? সুতরাং, আমাদের আজকে আরো বেশী করে এদের কার্য্যকলাপ সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে দেশের সাধারণ জনগণকেও আমাদের সতর্ক করিয়ে দিতে হবে, যে এই সব ইন্দিরা কংগ্রেস "আমরা বাঙ্গালী" ত্রিপুরার উপজাতি যুব সমিতি, এরা সকলেই এক ছত্র ছায়ায় মিলিত হয়ে বামফ্রন্ট সরকারের সকল প্রকার উন্নয়ন মূলক কার্য্যকলাপকে বানচাল করে দিয়ে বামফ্রন্ট সরকারকে ভেঙ্গে দিতে চক্রান্ত করছে। সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রাকে সম্পূর্ণ রূপে বিপর্য্যস্ত করার জন্যে সাধারণ মানুষের শান্তি নষ্ট করবার জন্যে, পাহাড়ী বাঙ্গালী, হিন্দু-মুসলীম সম্প্রীতি নষ্ট করবার জন্যে এরা চক্রান্ত করছে। এদের সম্পর্কে এদের কার্য্যকলাপকে বানচাল করবার জন্যে আমাদের সকলকে সক্রিয় হতে হবে। আমরা আশা করি আমরা এই সকল দুষ্ট চক্রকে প্রতিহত করবার জন্য আমরা আরো বলিষ্ঠ পদক্ষেপ আগামী দিনে নিতে পারব। এই বলে আমি আমার অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের উপর আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং আমি হাউসে মাননীয় সদস্যগণকে অনুরোধ করছি তাঁরা যেন উহা সমর্থন করেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো ১৯৮০-৮১ সালের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি সভার অনুমোদনের জন্য সভার সামনে রাখছি। এ সম্পর্কে অবশ্য আগে আলোচনা শেষ হয়ে গিয়েছে। আমি এখন একটি করে ভোটে দিচ্ছি ঃ—

Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 17,000/- be -granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1980 to 31st March, 1981, in respect of Demand No. 2 (Major Head—213—Council of Ministers Rs. 17,000/-).

(The Motion was put and carried by voice vote.)

Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 4,24,000/-be granted to defray the charges which will come in course of payment during the pperiod from 1st April, 1980 to 31st March, 1981 in respect of Demand No. 3 (Major Head 214—Administration of Justice Rs. 3,89,000/- Major Head 265 other administrative Service Rs. 35,000/-).

(The Motion was put vocie vote and was passed.)

Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 68,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1980 to 31st March, 1981, in respect of Demand No. 7 (Major Head 254—Treasury & Accounts Administration Rs. 68,000/-).

(The motion was put to voice vote and passed.)

Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 3,40,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1980 to 31st March, 1981 in respect of Demand No. 9 (Major Head 252—Secretariat General Services Rs. 3,00,000/-, Major Head 265— Other Administrative Services Rs. 40,000/-).

(The Motion was put to voice vote and passed).

Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 1,30,50,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1980 to 31st March, 1981 in respect of Demand No. 11 (Mojor Head 265—Police Rs. 1,12,55,000/-, Major Head 260—Fire Protection and Control Rs. 25,000/-, Major Head—266 Other Administrative Services Rs. 11,20,000/-, Major Head 344—Other Transport and Communication Services Rs. 6,50,000/-).

(The Motion was put to voice vote and passed).

Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 15,000/-be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1980 to 31st March, 1981 in resprect of Demand No. 13 (Major Head 247—Other Fiscal Services Rs. 15,000/-).

(The motion was carried by voice vote)

Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 2,68,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1980 to 31st March, 1981 in respect of Demand No. 22 (Major Head 200—Social Security and Welfare Pension to Reang Movement Rs. 2,65,000/- and 288—Social Security and Welfare—Rajya Sainik Board Rs. 3,000/-).

(The motion was carried by voice vote)

Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 46,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1980 to 31st March, 1981 in respect of Demand No. 28 (Major Head 314—Community Development State Planning Machinery Rs. 46,000/-).

(The motion was carried by voice vote)

Now the question before the House is that further sum not exceeding Rs. 74,10,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1980 to 31st March, 1981 in respect of Demand No. 29 (Major Head 305—Agriculture Rs. 54,10,000/-, Major Head 307—Soil and Water Conservation Rs. 20,00,000/-)

(The motion was carried by voice vote)

Now the question before is House is that a further sum not exceeding Rs. 2,00,000/- exclusive of charged expenditure of Rs. 20,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1980 to 31st March, 1981 in respect of Demand No. 48 (Major Head 766—Loans to Government Servants Rs. 2,00,000/-)

(The motion was carried by voice vote)

Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 64,71,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1980 to 31st March, 1981 in respect of Demand No. 16 (Major Head 265—Other Administrative Services Rs. 1,000/- Major Head 277—Education Rs. 53,48,000/-, Major Head 278—Art and Culture Rs. 18,000/-, Major Head 309—Food Rs. 11,14,000/-)

(The motion was put to voice vote and passed)

Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 15,78,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1980 to 31st March, 1981 in respect of Demand No. 17 (Major Head 277—Education Rs. 10,30,000/-, Major Head 278—Art and Culture Rs. 29,000/-, Major Head 288—Social Security and Welfare Rs. 5,19, 000/-).

(The motion was put to voice vote and passed)

Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 18,08,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1980 to 31st March, 1981 in respect of Demand No. 23 (Major Head 276—Secretariat Social and Community Services Rs. 6,000/- Major Head 288—Social Security and Welfare—Welfare of Sch. Castes/Tribes and other Backward Classes Rs. 18,02,000/-).

(The motion was put to voice vote and passed)

Now the question before the house is that a further sum not exceeding Rs. 2,55,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1980 to 31st March, 1981 in respect of Demand No. 42 (Major Head 509—Capital outlay on Food Rs. 2,55,00,000/-).

(The motion was put to voice vote and passed)

Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 10,26,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1980 to 31st March, 1981 in respect of Demand No. 4 (Mjor Head 220—Collection of Taxes in income and expenditure Rs. 2,000/-, Major Head 229—Land Revenue Rs. 9,02,000/-, Major Head 230—Stamps and Registration Rs. 97,000/- and Major Head 240—Sale Tax Rs. 25,000/-).

(The motion was put to voice vote and passed)

Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 20,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period form 1st April, 1980 to 31st March, 1981 in respect of Demand No. 24 (Major Head 309—Food Rs. 20,000/-).

(The motion was put to voice vote and passed).

Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 13,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1980 to 31st March, 1981 in respect of Demand No. 5 (Major Head 239—State Excise Rs. 13,000/-)

(The notice was put to voice vote and passed)

Now the question before the House is that further sum not exceeding Rs. 7,96,000/:- exclusive of charged expenditure of Rs. 6,50,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1980 to 31st March, 1981 in respect of Demand No. 10 (Major Head 253—District Administration Rs. 7,96,000/-

(The motion was put to voice vote and passed).

Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 23,53,000/-be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1980 to 31st March, 1981 in respect of Demand No. 15 (Major Head 284— Urban Development, Assistance to Agartala Municipality Rs. 4,25,000/-, Major Head 284—Urban Development Notified Areas Rs. 18,14,000/- and Major Head 287—Labour and Employment Rs. 1,14,000/-).

(The motion was put to voice vote and passed).

Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 18,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1980 to 31st March, 1981 in respect of Demand No. 28 (Major Head 304—Other General Economic Services—Regulation of Weights and Measures Rs. 18,000/-)

(The motion was not to voice vote and passed)

Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 10,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1980 to 31st March, 1981 in respect of Demand No. 6 (Major Head 241—Taxes on Vehicles Rs. 10,000/-)

(The motion was put to voice vote and passed).

Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 20,74,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1980 to 31st March, 1981 in respect of Demand No. 14 (Major Head 259—Public Works Rs. 6,47,000/-, Major Head 277—Education Rs. 2,31,000/-, Major Head 280—Medical Rs. 6,000/-, Major Head 282—Public Health, Sanitation and Water Supply Rs. 9,65,000/- Major Head 288—Social Security and Welfare Rs. 1,40,000/-, Major Head 313—Forest Rs. 85,000/-).

(The motion was put to voice vote and passed)

Next question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 14,71,000/-be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1980 to 31st March, 1981 in respect of Demand No. 35 (Major Head 306—Minor Irrigation—P. W. D. Rs. 12,80,000/-, Major Head 334—Power Project Rs. 1,91,000).

(The motion was put to voice vote and passed)

Next question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 57,49,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1980 to 31st March, 1981 in respect of Demand No. 36 (Major Head 459—Capital Outlay on Public Works Rs. 9,97,000/-, Major Head 477—Capital Outlay on Education, Art and Culture Rs. 13,67,000/-, Major Head 482— Capital outlay on Public Health, Sanitation and Water Supply Rs. 30,40,000/-, Major Head 488—Capital Outlay on Social Security and Welfare Rs. 3,25,000/-, Major Head 510—Capital outlay on Animal Husbandry Rs. 20,000/-).

(The motion was put to voice vote and passed)

Next question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 65,82,000/- be granted to defray the charges which will come incourse of payment during the period from 1st April, 1980 to 31st March, 1981 in respect of Demand No. 39 (Major Head 537—Capital Outlay on Road and Bridges Rs. 65,82,000/-).

(The motion was put to voice vote and passed)

Next question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 1,05,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1980 to 31st March, 1981 in respect of Demand No. 43 (Major Head Capital Outlay on Minor Irrigation, Soil Conservation and Area Development Rs. 30,00,000/-, Major Head 533—Capital Outlay on Irrigation, Navigation, Drainage and Flood Control Project Rs. 75,00,000/-).

(The motion was put ot voice vote and passed)

Next question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 3,000/- be granted to defray the charges which will come in course of pay-

ment during the period from 1st April, 1980 to 31st March, 1981 in respect of Demand No. 20 (Major Head 284—Urban Development—Town-and Country Regional Planning Rs. 3,000/-).

(The motion was put to voice vote and passed)

Next question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 1,50,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1980 to 31st March, 1981 in respect of Demand No. 21 (Major Head 285—Information & Publicity Rs. 1,50,000/-)

(The motion was put to voice vote and passed)

Next question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 10,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1980 to 31st March, 1981 in respect of Demand No. 28 (Major Head 287—Labour & Employment—Craftmen Training 10,000/-),

(The motion was put to voice vote and passed).

Next question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 46,06,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1980 to 31st March, 1981 in respect of Demand No. 34 (Major Head 320—Industiries Rs. 2,12,000/-, Major Head 321—Village and Small Industries Rs. 43,94,000/-).

(The motion was put to voice vote and passed)

Next question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 8,00,000/-be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1980 to 31st March, 1981 in respect of Demand No. 38 (Major Head 500—Investment in General Financial & Trading Institution of Industries Rs. 8,00,000/-),

(The motion was put to voice vote and passed)

Next question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 31,75,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1980 to 31st March, 1981 in respcet of Demand No. 44 (Major Head 526—Capital Outlay on Consumer Industries Rs. 26,75,000/-, Major Head 530—Investment in Industrial Financial Institution Rs. 5,00,000/-).

(The motion was put to voice vote and passed)

Next question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 2,56,000/- be granted to defray the charges whidh will come in course of payment during the period from 1st April, 1980 to 31st March, 1981 in respect of Demand No. 47 (Major Head 698—Loans to Co-operative Societies—Industries Department Rs. 1,32,000/-, Major Head 721—Loans for Village and Small Industries Rs. 1,24,000/-).

(The motion was put to voice vote and passed)

Next question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 22,64,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1980 to 31st March, 1981 in respect of Demand No. 12 (Major Head 256—Jails Rs. 22,64,000/-).

(The motion was put to voice vote and passed)

Next question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 3,50,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1980 to 31st March, 1981 in respect of Demand No. 27 (Major Head 314—Community Development—Panchayat Raj Rs. 3,50,000/-).

(The motion was put to voice vote and passed)

Next question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 69,69,000/- be granted to defray the charges which will come in course of

payment during the period from 1st April, 1980 to 31st March, 1981 in respect of Demand No. 32 (Major Head 314—Community Development Rs. 69,69,000/-)

(The motion to voice vote and passed)

Next question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 58,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1980 to 31st March, 1981 in respect of Demand No. 33 (Major Head 314—Community Developement—Water Supply & Sanitation Rs. 58,000/-

(The motion was put to voice vote and passed)

Next question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 7,68,000/- be granted ot defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1980 to 31st March, 1981 in respect of Demand No. 27 (major Head 298—Co-operation Rs. 7,68,000/-).

(The maotion put to voice vote and passed)

Next question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 10,73,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1080 to 31st March, 1981 in respect of Demand No. 29 (Major Head 312—Fisheries Rs. 10,73,000/-).

(The motion was put to voice vote and passed

Next question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 18,19,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1980 to 31st March, 1981 in respect of Demand No. 40 (Majou Head 498—Capital Outlay on Co-operation Rs. 18,19,000/-).

(The motion was put to voice vote and passed)

Next question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 1,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1980 to 31st March, 1981 in respect of Demand No. 30 (Major Head 310—Animal Husbandry Rs. 1,00,000/-).

(The motion was put to voice vote and passed)

Next question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 7,18,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1980 to 31st March, 1981 in respect of Demand No. 12 (Major head 296—Saecretariat Economic Services Rs. 15,000/-, Major Head 304—Other General Economic Services Rs. 1,53,000/-, Major Head 265—Other Administrative Services Rs. 5,50,000/-).

(The motion was put to voice vote and passed).

Now the question before the House is that further sum not exceeding Rs. 4,19,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1980 to 31st March 1981 in respect of Demand No. 13 (Major Head 256—Stationery and Printing ERs. 4,19,000/-)

(Then the demand was put to voice vote and passed).

Now the question before the House is that further sum not exceeding Rs. 4,25,00,000/-be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1980 to 31st March, 1981 in respect of Demand No. 25 (Major Head 288—Social Security and Welfare—Relief and Rehabilitation of Displaced persons Rs. 4,25,00,000/-(.

(Then the demand was put to voice, vote and passed).

Now the question before the House is that further sum not exceeding Rs. 26,23,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1980 to 31st March, 1981 in respect of Demand No. 31 (Major Head 307—Soil and Water Conservation Rs. 6,48,000/- Rs. 6,48,000/-, Major Head 313—Forest Rs. 19,75,000/-).

(Then the Demand was put to voice vote and passed)

Now the question before the House is that further sum snot exceeding Rs. 65,43,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1980 to 31st March, 1981 in respect of Demand No. 18 (Major Head 265—Other Administrative Services—Vital Statistics Rs. 10,000/- Major Head 280—Medical Rs. 55,00,000/-, Major Head 282—Public Health, Sanitation and Water Supply Rs. 10,33,000/-).

(Then the Demand was put to·voice vote and passed).

সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল দি ত্রিপুরা এপ্রোপ্রিয়েশন বিল (নং ৬) ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ১৫ অব ১৯৮০) উত্থাপন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য। সভার অনুমতি চেয়ে মোভ করতে।

Shri Nripen Chakraborty :—Mr. Speaker Sir, I beg to vmove for leave to introduce the Tripura Appropriation Bill 1980 (bill No. 6) (Tripura bill No. 15 of 1980).

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত মোশনটি আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হল—দি ত্রিপুরা এপ্রোপ্রিয়েশন (নং ৬) বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ১৫ অব ১৯৮০), এই সভায় উত্থাপন করার জন্য অনুমতি দেওয়া হোক।

(তারপর মোশানটি ধবনি ভোটে দেওয়া হয় এবং উত্থাপিত হয়)।

সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল—দি ত্রিপুরা এপ্রোপ্রিয়েশন (নং ৬) বিল ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ১৫ অব ১৯৮০) এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীক অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী— Mr. Speaker Sir, I beg to move that the Tripura Appropriation bill, 1980 (bill No. 6) Tripura bill No. 15 of 1980) be taken into consideration.

মিঃ ডেপটি স্পীকার ঃ—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল—দি ত্রিপুরা এপ্রোপ্রিয়েশন বিল (নং ৬) ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ১৫ অব ১৯৮০), বিবেচনা করা হোক।

(তারপর প্রস্তাবটি ধবনি ভোটে দেওয়া হয় এবং সভা কর্ত্তৃক বিবেচিত হয়)

আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ৯ নং ধারা হইতে ৩ নং ধারা

গুলি এই বিলের অংশ রূপে গণ্য করা হোক।

(তারপরে ইহা ধবনি ভোটে দেওয়া হয় এবং উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশ রূপে সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হলো)।

আমি এখন বিলের অনুসূচীটি (সীডিউল) ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত অনুসূচীটি (সীডিউল) এই বিলের অংশ রূপে গণ্য করা হোক।

(তারপর প্রস্তাবটি ধবনি ভোটে দেওয়া হয় এবং গৃহীত হয়)।

এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল—বিলের শিরোনামাটি বিলের একটা অংশরূপে গণ্য করা হোক।

(তারপর এই প্রস্তাবটা ভোটে দেওয়া হয় এবং সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়)।

সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল—দি ত্রিপুণরা এপ্রোপ্রিয়েশন (নং ৬) বিল ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ১৫ অব ১৯৮০) পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করতে।

শ্রীনৃপেনচক্রবর্ত্তী— Mr. Speaker Sir, I beg to move that the Tripura

Appropriation bill, 1980 (bill No. 6) (Tripura Bill No. 15 of 1980) be passed.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উতথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল—দি ত্রিপুরা এপ্রোপ্রিয়েশন (নং ৬) বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ১৫ অব ১৯৮০) পাশ করা হোক।

(তারপর বিলটি ধবনি ভোটে দেওয়া হয় এবং বিলটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো ঃ—"দি ত্রিপুরা ট্রাইবুনেল অব ক্রিমিনেল জুরিডিক্শন বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ১৩ অব ১৯৮০)" এই সভায় বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, আই বেগ টু মুভ দেট "দি ত্রিপুরা ট্রাইবুনেল অব ক্রিমিন্যাল জুরিস্‌ডিক্‌শন বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ১৩ অব ১৯৮০)" বী টেকেন ইন টু কনসিডারেশন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো ঃ--- "দি ত্রিপুরা ট্রাইবুনেলস অব ক্রিমিন্যাল জুরিডিকশন বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ১৩ অব ১৯৮০)" বিবেচনা করা হউক।

(যেহেতু প্রস্তাবটির বিপক্ষে কেহ নেই অতএব প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক বিবেচিত হলো)।

আমি এখন বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং ধারা হইতে ১৫ নং ধারাগুলি এই বিলের অংশ রূপে গণ্য করা হউক।

(যেহেতু প্রস্তাবটির বিপক্ষে কেহ নেই অতএব উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশ রূপে ধবনি ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো)।

আমি এখন বিলের অনুসূচীটি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত অনুসূচীটি এই বিলের অংশ রূপে গণ্য করা হউক।

(যেহেতু প্রস্তাবের বিপক্ষে কেহ নেই অতএব উক্ত অনুসূচীটি এই বিলের অংশ রূপে সভা কর্তৃক ধবনি ভোটে গৃহীত হলো)

এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, বিলের শিরোনামাটা বিলের একটি অংশ রূপে গণ্য করা হউক।

(যেহেতু প্রস্তাবের বিপক্ষে কেহ নেই অতএব বিলেব শিরোনামাটি ধবনি ভোটে সভা কর্তৃক উক্ত বিলের অংশ রূপে গৃহীত হল)।

সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো ঃ--- "দি ত্রিপুরা ট্রাইবুনেলস অব ক্রিমিনেলস জুরিসডিকশান বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ১৩ অব ১৯৮০)" পাশ করার জন্য প্রস্তাব উৎথাপন। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উৎথাপন করতে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, আই বেগ টু মুভ দেট "দি ত্রিপুরা ট্রাইবুনেলস্ অব ক্রিমিন্যাল জুরিসডিকশান বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ১৩ অব ১৯৮০)" বী পাশ্‌ড্।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, মাননীয় মুখ্যযমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো ঃ--- "দি ত্রিপুরা ট্রাইবুন্যালস্ অব ক্রিমিন্যাল জুরিডিক্‌শন বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ১৩ অব ১৯৮০)" পাশ করা হউক।

(যেহেতু প্রস্তাবটির বিপক্ষে কেহ নেই অতএব আলোচ্য বিলটি ধবনি ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো)।

এখন সভার সামনে পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো ঃ--- "দি ত্রিপুরা অ্যাডুকেশন্যাল ইন্‌স্টিটিউশন (অ্যাকুইজিশন অব রাইট, টাইটেল অ্যাণ্ড ইন্টারেস্ট) বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ১৪ অব ১৯৮০)" এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীদশরথ দেব ঃ—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আই বেগ টু মুভ দেট "দি ত্রিপুরা অ্যাডুকেশন্যাল ইনস্টিটিউশন (অ্যাকুইজিশন অব রাইট, টাইটেল অ্যাণ্ড ইণ্টারেস্ট) বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ১৪ অব ১৯৮০)"

স্যার, এই বিলের উপরে প্রথমে আমি একটি অ্যামেণ্ডমেণ্ট নিজের থেকে এখানে মুভ করছি। সেই অ্যামেণ্ডমেণ্ট হলো ঃ—

In clause 2 of the Tripura Educational Institution (Acquisition of Right, Title and Interest) Bill, 1980 (Tripura Bill No. 14 of 1980)

For existing entry 2(a) the following be substitited ; namely—

2(a) "appointed day " in relation to and educational Institutions means such day as the State Government may by notification in the Official Gazette appoint for such Institutions."

এই অ্যামেণ্ডমেণ্ট সরকারের পক্ষ থেকে আমি প্রস্তাব করছি। স্যার, ত্রিপুরার এই যে বিল এটা খুব সিম্পল,, খুব সহজ। দীর্ঘ দিন ধরে ত্রিপুরার যে ৩টি প্রাইভেট কলেজ —১টা বিলোনীয়া, আর একটি রামঠাকুর কলেজ—আগরতলায় অবস্থিত ও অন্যটি রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় কলেজ—কৈলাসহরে অবস্থিত এই ৩টি কলেজকে অধিগ্রহণরে জন্য অর্থাৎ সরকার যাতে পুরোপুরি এই তিনটি কলেজকে গ্রহণ করেন এর জন্য ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক বৃন্দের পক্ষ থেকে অনেক দাবী করা হয়েছে এবং অনেক দিন ধরে ওরা অপেক্ষা করছিলেন যে, এই ৩টি কলেজ সরকার অধিগ্রহণ করুন। কাজেই ছাত্র, শিক্ষক এবং এলাকার যে অভিবাভাবক বৃন্দ তাদের ইচ্ছার সঙ্গে খুব সঙ্গতি রেখেই ত্রিপুরা সরকার আজকে এই তিনটি কলেজ অধিগ্রহণ জন্য এই বিলটি এখানে উপস্থিত করেছি। বর্ত্তমান পজিশন হলো, বিলোনীয়া কলেজ যেটা বে-সরকারী কলেজ এটা একটা রেজিণ্টার্ড সমিতির দ্বারা পরিচালিত আর বাকী দুইটি কলেজ যেটা কৈলাসহর এবং আগরতলার এটা বর্ত্তমানে ত্রিপুরা সরকারের পরিচালনাধীন আছে। কারণ, ১৯৭৩ ইংরাজীতে টেকেন অভার ম্যানেজমেণ্ট যে আইন আছে সেই বিধান অনুযায়ী এই দুইটি কলেজের ম্যানেজমেণ্টের দায়িত্ব সরকার আগেই গ্রহণ করেছেন। এই বিধানসভার সদস্যদের কাজেই আমি আরো একটি জিনিস উপস্থিত করতে চাই, এই তিনটি কলেজের অধিগ্রহণের ফলে ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত খরচের কোন ঝুকি নেই। কারণ, এই ৩টি কলেজের পরিচালনার সমস্ত খরচ শতকরা ১০০ ভাগ অর্থাৎ হানড্রেড পারসেণ্টই সরকার এখন বহন করছেন।কাজেই অধিগ্রহণের গ্রহণের ফলে ৩টি কলেজ পরিচালনার জন্য অতিরিক্ত খরচের ঝুকি নেই। তবে সেই কলেজের উন্নতির জন্য সরকারকে খরচ করতে হবে সেটা আলাদা কথা। এই কলেজ গুলি অধিগ্রহণের পেছনে সরকারের কতটুকু দায়িত্ব এবং লক্ষ্য আছে? লক্ষ্য হল, যাতে অধিগ্রহণের পর এই ৩টি কলেজের পরিচালনার এবং উন্নয়নের ব্যবস্থা সরকার সরাসরি গ্রহণ করতে পারে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে এবং আরো অন্যান্য দিক থেকে উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরাসরি যাতে সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। বে-সরকারীর দায়িত্বে থাকলে সরকারের পক্ষে সেই ম্যানেজিং কমিটির মাধ্যমে যেতে হয়।

সরকার অধিগ্রহণ করলে সরাসরি সেই দায়িত্বই গ্রহণ করবে। দ্বিতীয়তঃ এর আরেকটা সুবিধা আছে যে, এই কলেজগুলি সরকারের আওতায় থাকলে বিভিন্ন কলেজের শিক্ষকদের মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন হতে পারে। তাতে এক কলেজের শিক্ষকের অভাব থাকলে, অন্য আরেকটা কলেজ থেকে ট্রান্সফার করে শিক্ষকের অভাব পূরণ করা যায়। কিন্তু এটা যদি প্রাইভেট হয় তাহলে তাদেরকে ট্রান্সফার করা যায় না। যেমন কৈলাশহরের কলেজ থেকে বিলোনীয়া কলেজে পাঠানো যায় না, তেমনি বিলোনীয়া কলেজ থেকে রামঠাকুর কলেজেও পাঠানো যায় না। কিন্তু সরকারী

কলেজে পরিনত হলে সেই সমস্ত কলেজের শিক্ষকদের এবং অন্যান্য স্টাফ যারা আছেন, তাদের সবাইকে এক কলেজ থেকে অন্য কলেজে পাঠানো যায়।। এই দিক থেকে সুবিধা আছে। প্রথমে বিলের মধ্যে যে ধারাটা আছে, তাতে বে-সরকারী কলেজের যে সমস্ত সম্পত্তি আছে সরকার অধিগ্রহণের পর, সরকারের হাতে সেই সমস্ত সম্পত্তি বুঝিয়ে দিতে হবে এবং বিলের ধারার মধ্যে যেটা সংশোধন এনেছি সেটা পাশ হয়ে আইনে পরিণত হওয়ার পর সরকার এই ৩টি কলেজকে কোন তারিখ থেকে অধিগ্রহণ করবেন সে তারিখটা পরে গেজেট নোটিফিকেশান দেবেন। বিলের মধ্যে অধিগ্রহণের কোন তারিখ রাখা হচ্ছে না। এই তিনটি বে-সরকারী কলেজের সঙ্গে যারা জড়িত আছেন, যারা কলেজগুলিকে চালাচ্ছিলেন, তারাও সরকারের হাতে এই কলেজগুলিকে তুলে দেবার জন্য আগ্রহী। কিন্তু আইনে এটা রাখা হয়েছে যে—তাদের সম্পত্তি, যা কিছু তাদের পাওনা থেকে থাকে সে অধিকারগুলি এই বিলের মধ্যে সুরক্ষিত করা হয়েছে। কাজেই এই তিনটি কলেজ সরকার গ্রহণ করার পর কারো কোন ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এবং চাকুরী যারা করছেন সেখানে, টিচিং স্টাফ বা নন-টিচিং স্টাফ, সরকার অধিগ্রহণ করার পর তারা যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করছেন, সে সুযোগ সুবিধা তারা ভোগ করতে পারবেন। যে দিন থেকে সরকার কলেজগুলিকে অধিগ্রহণ করবেন, সে দিন থেকে তারা সরকারী কর্মচারী হিসাবে পরিগণিত হবেন। আর যারা সরকারী কর্মচারী হিসাবে গণ্য না হয়ে পূর্বের সর্ত অনুযায়ী থাকতে চান তারও ব্যবস্থা এই বিলের মধ্যে রাখা আছে। তবে সেটা কি হবে, যখন রুলস তৈরী হবে, সেই রুলসের মধ্যে বিস্তারিত থাকবে। তাছাড়া এই আইনের মধ্যে একটা সেভিং ক্লজ রাখা হয়েছে। সংখ্যালঘু এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত যে সমস্ত ইনস্টিটিউশান আছে, সেই সমস্ত স্কুল বা কলেজগুলি যাতে এই আইনের মধ্যে দিয়ে অধিগ্রহণ করা না যায় তারও বাধা এই আইনের মধ্যে আমরা রেখেছি। কাজেই এই বিল পাশ হওয়ার পর সংখ্যালঘু কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যদি বে-সরকারী ভাবে কোন স্কুল বা কলেজ চালান, তাদের পরিচালিত স্কুল বা কলেজ এই আইনের আওতার মধ্যে পরবে না। সেই গেরান্টি আমরা এই বিলের মধ্যে রেখেছি। আমি আগেই বলেছি এই কলেজগুলির সম্পত্তি বা দায় দায়িত্ব ইত্যাদি যেদিন থেকে সরকার অধিগ্রহণের ঘোষণা করবেন সেই দিন থেকেই বুঝিয়ে দিতে হবে। আর বে-সরকারী কলেজের মালিকদের কিছু সম্পত্তি যদি থাকে, যদিও এক্ষেত্রে অনেক গুলিতে নাই, তবুও যদি থাকে সেগুলির জন্য কিছু ক্ষতিপূরণ পাওয়ার ব্যবস্থা এই বিলের মধ্যে আমরা রেখেছি। কারণ সরকার এই কলেজগুলিকে বিনা মূল্যে নিচ্ছেন না। ব্যক্তিগত মালিকানা এই কলেজগুলিতে নাই। প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালকেরা উৎসাহ সহকারে সরকারের হাতে কলেজগুলিকে তুলে দিয়েছেন। কাজেই বিলটা এখানে সহজ। বিভ্রান্তি মূলক কিছু নেই। গত বছর আমরা তিনটি কলেজ করেছি এবং এই তিনটি বে-সরকারী কলেজকে অধিগ্রহণের ফলে সারা ত্রিপুরাতে ৯টি সরকারী কলেজ হবে। এবং সরকারের পক্ষে এই কলেজগুলিকে পরিচালনা করার সুবিধা হবে। এই বলেই এই বিলটা আমি হাউসে আলোচনার জন্য উপস্থিত করলাম।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, "দি ত্রিপুরা এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশান (একুইজিশান অব রাইট, টাইটেল এণ্ড ইন্টারেস্ট) বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ১৪ অব ১৯৮০)" যে বিলটা এখানে এসেছে সেটা কে আমি সমর্থন জানাচ্ছি। এটার জন্য আমরা দীর্ঘ দিন থেকেই দাবী করে আসছিলাম। যখন ১৯৭৩ ইং সালে টেকিং অভার বিল এসেছিল, তখন কিছু দিনের জন্য বা কয়েক বছরের জন্য কিছু কিছু এমেণ্ডমেন্ট হয়েছে। কয়েক বছরের জন্য ২টি কলেজ নেওয়া হয়। আমরা তখন এইগুলিকে পুরোপুরি অধিগ্রহণের জন্য এই বিধান সভাতে উল্লেখ করেছিলাম। জনসাধারণের দীর্ঘ দিনের দাবী ছিল, বে-সরকারী উদ্যোগে কলেজগুলিকে

পরিচালনা করা সম্ভব নয় কাজেই সেই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সরকার যেন এই কলেজগুলিকে অধিগ্রহণ করেন এবং এই অধিগ্রহণের মধ্যে দিয়ে যাতে সঠিক ভাবে কলেজগুলি চলতে পারে, ছাত্র-শিক্ষকদের স্বার্থ পুরোপুরি রক্ষিত হতে পারে তার ব্যবস্থা যেন সরকার করেন। কিন্তু আজকে এই বিল হাউসে আসার ফলে, এই বিলের মধ্যে দিয়ে সরকার ছাত্র এবং শিক্ষকদের স্বার্থ রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছেন। যেখানে সরকার বে-সরকারী কলেজগুলিকে ১০০ ভাগ গ্র্যান্ট দিতেন এবং অন্যান্য জিনিষের প্রয়োজন হলে সরকার তার জন্য পুরো টাকা দিতেন, সে ক্ষেত্রে এই কলেজগুলিকে সরকার গ্রহণ না করার তো কোন যুক্তি থাকতে পারে না।

আমরা দেখেছি যে বিলোনীয়া রামকৃষ্ণ কলেজ, রামঠাকুর কলেজ এই তিনটি কলেজই যাতে পুরোপুরি সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত হয় তার ব্যবস্থা এই বিলে করা হয়েছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কলেজের শিক্ষক কর্মচারী যারা আছেন তাদের কথাও এই বিলে উল্লেখ করা আছে। তারা যদি ইচ্ছা করেন, তাহলে তারা আগের মত থাকতে পারেন। তাদের অপশান দেওয়ার কথা। কিছু দিনের মধ্যে অপশান দিতে হবে। এটাও বিলে আছে। তাদের গ্র্যাচুইটি, তাদের সারভিস কনডিশান, পেনশান ইত্যাদির ব্যাপারেও সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। সেই বিধানগুলিও এখানে রয়েছে। তাদের সার্ভিস কণ্ডিশানের ব্যাপারে যেটা রয়েছে অর্থাৎ ট্রান্সফারের বিষয়, সেটা যেদিন থেকে সরকার এই কলেজগুলিকে অধিগ্রহণ করবে সেদিন থেকেই তাদের ট্রান্সফারের কথাও উঠবে। শিক্ষামন্ত্রী এ ব্যাপারে যে অ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছেন তাতে পরবর্ত্তী সময়ে বলবেন কবে পর্য্যন্ত এই কলেজগুলিকে অধিগ্রহণ করা হবে অর্থাৎ অ্যাপয়েন্টেড ডেইট কবে। যে দিন থেকে সরকার এই কলেজগুলিকে অধিগ্রহণ করবে সে দিন থেকে সেই কলেজের যারা কর্মরত আছেন তারা গভর্ণমেন্ট সারভিস হোল্ডার হিসাবে চিহ্নিত হবেন। যদি না তারা অন্যভাবে অপশান দিয়ে থাকেন। বে-সরকারী কলেজের শিক্ষকেরা যারা দীর্ঘ দিন যাবত কাজ করেছেন তারা যাতে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পেতে পারেন তার জন্য এই বিলে কতগুলি রুলস এ্যাণ্ড রেগুলেশান আনা হয়েছে। যেমন চাপ্টার ৪ এ নং (১),

Provided further that when any teacher or other employee has been a absborbed in the service of the Govt. under the first provis then—(i) any service rendered by any such teacher or other employee immediately before the appointed day shall be deemed to be service rendered in connection with the affairs of the State,

এই রুলে সমস্ত সুযোগ সুবিধার কথা বলা হয়েছে। বে-সরকারী কলেজে যারা দীর্ঘ দিন ধরে কাজ করে আসছেন তাদের সুযোগ সুবিধা করতে গিয়ে যারা সরকারী কলেজে আছেন, তাদের সুযোগ সুবিধার কিছুটাও বিঘ্নিত হবে এমন কিছু এই বিলে দেখা যাচ্ছে না। আমরা এইবার বিধান সভা শুরু হওয়ার আগে থেকেই দেখতে পাচ্ছি যে কিছু সংখ্যক কলেজ টিচার কিছু টাইপ করা কাগজ হাতে নিয়ে বেড়াচ্ছেন।

টিচারস্‌দের মধ্যে, জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্য। এই চাপ্টার ৪ টিকে টাইপ করে বিলটা ইন্‌ট্রডাকশান হওয়ার আগেই তারা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়েছে, এই বলে। যারা ভাবছেন তাদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার কথা, বামফ্রন্ট সরকার অন্ততঃ পক্ষে এই কথা কখনও ভাবেন না যে তাদের স্বার্থ ক্ষুন্ন করে তারা অন্য কিছু করবেন। এই জিনিষটা যারা ভাবছেন তারা অন্য ভাবেই জিনিষটাকে বিবেচনা করছেন। তারা সিনিয়ারিটির কথা উঠতেই, মনিপুরের কথা বলেন। মনিপুরে "এ-পুল, বি-পুল দিয়ে সিনিয়ারিটি করা হয়। অর্থাৎ যারা বে-সরকারী কলেজ থেকে সরকারী কলেজে আসেন তাদের বেলায় এই জিনিষটা প্রয়োগ করা হয়। এই দুটি পুলে তাদের সিনিয়ারিটি কাউন্ট করা হয়। তাদের সিনিয়ারিটির দুটো সেট। তাদেরও দাবী ত্রিপুরা রাজ্যে কেন এই ভাবে সিনিয়ারিটি লিস্ট করে না। কিন্তু আমাদের সিনিয়ারিটি লিস্টে এমন কোন বিধান নেই বা এমন কোন নিয়ম নাই যাতে কারো স্বার্থ

ব্যহত হতে পারে। একমাত্র একটা জিনিষ হয়ত বলতে পারেন যে যারা সরকারী কলেজে আছেন তারা টি, পি, এস, সি, ইউ, পি, এস, সি, ইত্যাদি কমপিট করে তারা সরকারী কলেজ এসেছেন। আর যারা বে-সরকারী কলেজে আছেন তাদেরকে এইসব ফেইস করতে হয় না। তাতে তাদের রাগের কারণ থাকতে পারে। তারা হয়ত বলতে পারেন, তারা দিল্লী-ফিল্লী ঘুরে এসে তারপরে তারা সরকারী কলেজে গিয়েছেন, আর তারা এইসব কিছু না ঘুরেই হঠাৎ করে সরকারী কলেজে আসবেন। এ কেমন ধরনের কথা? এটা হয়ত তাদের সেন্টিমেন্টে লাগতে পারে। তবে যারা সেন্টিমেন্টে লাগিয়েছেন তাদের সেন্টিমেন্টে লাগা উচিত বলে আমরা মনে করি না। যারা কলেজ শিক্ষক আছেন, যারা ছাত্র আছে বিভিন্ন কলেজে পাঠরত, সেখানে বিভিন্ন কলেজে শিক্ষকের বেতন ছাত্রের অনুপাতে এবং এই সঙ্গে সঙ্গে তাদের যে কাজ করার সময়টা তার মধ্যে মোটামুটি সামঞ্জস্য আছে, তা বলা যায় না। কিছু অসামঞ্জস্যও রয়ে গেছে। ধর্মনগর, উদয়পুর, খোয়াই-এ এখন ডিগ্রি কলেজ হয়েছে। ঐ জায়গাগুলিতে যখন ডিগ্রী কলেজ হয়েছিল, তখন আগরতলা কলেজ থেকে কিছু শিক্ষকের ট্রান্সফারের কথা শুনেছিলাম। যেহেতু তারা এম, বি, বি, কলেজে আছেন, সুতরাং তাদের বদলী কিছুতেই সম্ভব না। ত্রিপুরার ডিগ্রী কলেজে, যারা আছেন, তাদের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কলেজে ট্রান্সফার করা যেতে পারে। এই ট্র্যান্সফারের ব্যাপার নিয়ে কিছুটা সমস্যা দেখা দিয়েছিল। এই সমস্যার জন্য দীর্ঘ দিন এই তিনটি কলেজে কোন ষ্টাফ দেওয়া হয় না। সরকার নতুন করে কিছু ষ্টাফ নিয়োগ করেছেন। আগরতলা থেকে ট্রান্সফার নয়, ডেপুটেশানে ৩ মাসের জন্য কিছু ষ্টাফ পাঠানো হয়েছিল। তাও ৩ মাসের ডেপুটেশান। তাও ছাত্র যারা আছে তাদের অসুবিধা হত, আর শিক্ষকদেরও অসুবিধা হত। কারণ তারা ৩ মাসে যে পড়াটা পড়িয়ে যেতেন তারপরে গ্যাপ পড়ে যেত। সেখানে অন্ততঃ পক্ষে ১০০-১৫০ উপরে ছাত্র আছে। সুতরাং তাদেরও পড়াশুনার দিকটা আমাদের দেখতে হবে। এই সব সমস্যার জন্য কিছু এক্সচেইঞ্জ অব টিচাসের প্রয়োজন। একচেঞ্জ অব টিচাসের আরও কিছু নিয়োগ করতে হবে। যাতে পড়াশুনার কিছু অসুবিধা না হয়।

পড়াশুনার ব্যবস্থা যাতে সঠিক ভাবে নেওয়া যায় তার জন্য সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাতে একদিকে যেমন ছাত্রদের ও অভিভাকদের জনগণের দাবীর প্রতি শ্রদ্ধা রাখার জন্য বে-সরকারী কলেজগুলিকে গ্রহণ করা হয়েছে, তেমনি এই গ্রহণ করার মধ্যে দিয়ে যে নূতন কলেজগুলির সৃষ্টি করা হয়েছে এবং বিভিন্ন কলেজের শিক্ষার উন্নয়নের জন্য নির্দিষ্ট ব্যবস্থাগুলি গ্রহণের জন্য সরকার এই বিলটা এনেছেন। এই বিলের মধ্য দিয়ে আমরা দেখেছি যে, কোন অংশের মানুষই তাতে ক্ষতিগ্রস্থ হবেন না। যদিও ক্ষতিগ্রস্থ কিছু অংশের মানুষ হয়ে থাকেন তবুও আমরা বলব যে বে-সরকারী কলেজে যারা এত দিন ছিলেন বা এত দিন পর্য্যন্ত সার্ভিস দিয়েছেন তাদের কিছু পরিমাণে ক্ষতি যে হচ্ছে না এমন নয়। কিছু কিছু ক্ষতিগ্রস্ত তারাও হতে পারেন, তবে অপ্‌শানের সুযোগ থাকার ফলে অপ্‌শান দিয়ে তারা কোনটা গ্রহণ করবেন আর কোনটা গ্রহণ করবেন না, এটা ঠিক করে নিতে পারেন এবং সরকারী কলেজের শিক্ষক যারা আছেন তাদের সামান্যতম কোন ক্ষতি এখনো পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। সরকারী কলেজের শিক্ষকদের মধ্যে কিছু সংখ্যক শিক্ষক বলছেন বা তারা এই ধরনের কথা তোলার চেষ্টা করছেন যে, বে-সরকারী কলেজের শিক্ষকরা যারা অনেক দিন পর্য্যন্ত চাকুরী করার পর যখন দেখলেন যে, সরকারী কলেজে সুযোগ সুবিধাগুলি গ্রহণ করা প্রয়োজন, তখনই তারা সরকারী ডিগ্রী কলেজে এসে গেছেন, সেই ক্ষেত্রে নূতন করে আসার ফলে তাদের বে-সরকারী কলেজে থাকার সময়ে যে সিনিয়রিটি ছিল সেটা কিছু পরিমাণে বিঘ্নিত হয়ে যাচ্ছে, তারা অনেক পরিমাণে জুনিয়র হয়ে যাচ্ছেন, অবশ্য যেটা তাদের কল্পনা প্রসূত। আসল কথা, তারা পুরোপুরি কতগুলি কল্পনা প্রসূত অভিযোগ নিয়ে, অবশ্য কিছু সংখ্যক শিক্ষক, তারা শিক্ষামন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশান দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কারণ আমি দৈনিক সংবাদে এই

ধরনের একটা খবর পড়েছি যে, মুখ্যমন্ত্রী নাকি তাদের ডেপুটেশান গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু আমরা যেটা জানি তা হল, তাদের ডেপুটেশান মুখ্যমন্ত্রী গ্রহণ করেছিলেন এবং তাদেরকে দেখিয়েছিলেন যে এই বিলটা করার ফলে সরকারী শিক্ষকদের স্বার্থ সামান্য মাত্রও ক্ষুন্ন হবে না, এ কথাগুলি শিক্ষামন্ত্রীও তাদের কাছে উল্লেখ করেছিলেন। আসল কথা বামফ্রন্ট সরকার কোন কর্মচারী বা শিক্ষকদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হোক, এইটা চায় না। কারণ, আজ পর্য্যন্ত আমরা দেখেছি যে বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষক কর্মচারীদের স্বার্থ যাতে নষ্ট না হয় তার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন, যেমন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য, বেতনের ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য রয়েছে এইগুলি সম্পর্কে বা এই সমস্ত ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকার এগিয়ে এসেছেন এবং নানা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। যেখানে শিক্ষক কর্মচারী-দের প্রতি এই ধরনের সহানুভূতি পূর্ণ মনোভাব এই বামফ্রন্ট সরকারের, সেখানে কলেজের শিক্ষকদের প্রতি তো তাদের কোন শত্রুতা থাকার কথা নয়। হয়তো কলেজের শিক্ষকরা কিছু বেতন বেশী পান সাধারণ স্কুলের শিক্ষকদের তুলনায়, কিন্তু তাই বলে কি বামফ্রন্ট সরকার তাদের ইউ, জি, সি, স্কেলটা করে দেবার জন্য চেষ্টা করছেন না বা করেন নি? এই স্কেলটা পাওয়ার পরে প্রফেসারদের কি ধরনের পজিশন হবে সেই সম্পর্কে নিদ্দিষ্ট সিদ্ধান্ত বামফ্রন্ট সরকার গ্রহণ করেছেন। যেখানে কলেজের শিক্ষকদের স্বার্থ রক্ষার সমস্ত ব্যবস্থা বামফ্রন্ট সরকার করে আসছেন, সেখানে তাদের অন্য কোন ধরনের অসুবিধা হউক এইটা বামফ্রন্ট সরকার চায় না। আর বে-সরকারী কলেজের শিক্ষকদের এইটা মনে রাখা প্রয়োজন যে, মানবিকতার দৃষ্টি ভঙ্গী দিয়ে বে-সরকারী কলেজের শিক্ষকদের কথা এবং ছাত্রদের কথা ও তাদের অভিবাবকদের কথা বিবেচনা করার প্রয়ো-জন আছে। কারণ আজকে যে মানুষগুলি কুড়ি টাকা রোজগার করতে পারে না, যে মানুষগুলি ফুড-ফর-ওয়ার্কের কাজ করে খায় বা বেঁচে থাকতে চায় সেই মানুষগুলিও আজকে আশা করে যে, তাদের ছেলেমেয়েরাও স্কুলের পড়া শেষ করে বিনা পয়সায় সর-কারী কলেজে পড়ার সুযোগ পাবে বা পড়াশুনা করতে পারবে। তা ছাড়া আমরা দেখেছি যে এই বিলে এমন কোন ধারা নাই যা দিয়ে সরকারী কলেজের শিক্ষকের ক্ষতি হতে পারে। এই বিলে আমরা দেখেছি যে. সরকারী ও বে-সরকারী কলেজের শিক্ষক ও কর্মচারীদের পেনশন, গ্রেচুইটি বা আথিক সুযোগ যেগুলি তাদের আগে ছিল বা আছে, সেগুলি যাতে কমে না যায় সেই দিকে লক্ষ্য রেখেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বে-সরকারী কলেজের সমস্ত দায়িত্ব সরকার বহন করেছেন, যেমন কোন কলেজের ঋণ থাকতে পারে, থাকলে সেটা সরকার গ্রহণ করবেন। যেখানে সরকার কলেজের সমস্ত দায়িত্ব নিয়েছেন, সেখানে শিক্ষক কর্মচারীদের গ্রহণ করার ক্ষেত্রে যে সরকার তাদেরকে সরিয়ে দিয়ে নূতন এপয়েন্টমেন্ট দেবেন, এই ধরনের মনোভাব আগের সরকারের থাকতে পারে, কিন্তু এই সরকারের নাই। শিক্ষক কর্মচারী সহ সেই কলেজগুলিকে অধিগ্রহণ করার মধ্যে সুষ্ঠু মনোভাব ও সহানুভূতি পূর্ণ মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে, যার ফলে যে অধিগ্রহণের বিলটা এখানে এসেছে তাকে আমি সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে ডিগ্রী কলেজের শিক্ষক যারা আছেন তাদের কাছে অনুরোধ করব যে আপনারা যারা বিভ্রান্তের স্বীকার হয়েছেন, তারা এই বিলটা আর একবার পড়ে দেখুন, দেখুন এখানে আপনাদের স্বার্থহানী কোথায় ঘটেছে। যেহেতু বামফ্রন্ট সরকার কোন শিক্ষক কর্মচারীর স্বার্থহানী ঘটিয়ে কোন কাজ করতে পারে না, সেহেতু আমি এই বিলকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গতকাল এই হাউসে তিনটি বে-সরকারী কলেজকে অধিগ্রহণ করার জন্য যে বিলটি আনা হয়েছে তাকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি, স্বাগত জানাই এই কারণে, যে এই তিনটা বে-সরকারী কলেজের মধ্যে একটা কলেজ রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়। সেই কলেজের ছাত্র হিসাবে এবং ছাত্র প্রতিনিধি হিসাবে নিজেকে অনেক গণ আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত করেছিলাম, এই কলেজকে সরকারী করার

দাবীতে অনেক গৌরবময় আন্দোলনের অংশীদার ছিলাম। সেই কলেজকে সরকারী করার জন্য আজকে এই সভায় যে বিলটি এসেছে, তার মাধ্যমে আমরা যে কাজ করছি, তাতে ত্রিপুরা রাজ্যের ছাত্র সমাজ আজকে এই বিলকে সমর্থন জানাচ্ছে, সরকারী সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছে। বহু গৌরবময় আন্দোলনের ইতিহাস সৃষ্টি করেছে এই কলেজকে কেন্দ্র করে। শুধু রামকৃষ্ণ কলেজই নয়, আমরা দেখেছি যে দীর্ঘ দিন ধরে রামঠাকুর কলেজের ও বিলোনীয়া কলেজের ছাত্র ছাত্রীরাও সেই কলেজকে সরকারী করার জন্য অনেক সংগ্রাম করেছে। ভারতের ছাত্র ফেডারেশন ১৯৬৭ সাল থেকে রাম-কৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়কে সরকারী করার দাবী নিয়ে যে অনেক আন্দোলন করেছে, তার স্বাক্ষী আমি নিজে এই আন্দোলন করতে গিয়ে সেই সময়ে কংগ্রেসের গভর্ণর যখন কৈলাশহরে গিয়েছিলেন, তখন ১৯৬৯ সালে আমরা দেখলাম যে রামকৃষ্ণ কলেজের ছাত্রদেরকে কি ভাবে তারা নির্য্যাতন করেছিল। তাদের অনশনকে ভাঙ্গার জন্য কি ভাবে পুলিশকে ব্যবহার করা হয়েছে, সে জিনিষ আমরা দেখেছি। পরবর্তী সময়ে শচীন্দ্র লাল সিংহের সময়ে এই কলেজকে সরকারী করনের দাবীতে রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রদেরকে পুলিশ দিয়ে লাঠি পেটা করা হয়েছে এবং তারপর সুখময় সেন গুপ্তের সময়ে সুখময় বাবুর পুলিশ ছাত্রদেরকে দাবিয়ে রাখার জন্য ছাত্রদের উপর নির্য্যাতন করেছে। আমরা লক্ষ্য করেছি, ছাত্র আন্দোলনের পীঠস্থান হিসাবে গড়ে উঠেছে এই রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়। সে জিনিষও আমরা জানি। ভারতের ছাত্র ফেডারেশন এবং এই হাউসের বাহিরে যারা এই বিলকে সেলিব্রেট করছে তারা বলছে যে, ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের দীর্ঘ দিনের আন্দোলন এবং দাবী আজকে পূরণ হয়েছে। শুধু কৈলাশহর, বিলোনীয়া এবং আগরতলাতে ভারতের ছাত্র ফেডারেশন আজ সীমিত নয়। একটা গণ্ডির মধ্যে নয় আজকে ভারতের ছাত্র ফেডারেশন। তারা আজকে ১০।১২ বছরের আন্দোলনের ফসল আদায় করেছে। সে দিক থেকে এ বিলকে স্বাগত জানাচ্ছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা দেখেছি যে বামফ্রন্ট সরকার যেখানেই যা করছে সেখানেই প্রতিক্রিয়া হয়েছে। এই হাউসে যখন ট্রাইবেল অটোনমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল বিল আনা হয়, তার জন্য "আমরা বাঙ্গালী "দল ত্রিপুরা বন্ধ ডাকে। আমরা এই তো এই মাসের ২৯ তারিখে লক্ষ্য করেছি যে, এখানকার আগরতলা সরকারী কলেজের শিক্ষকরা এই বিলটির বিরোধিতা করে মিছিল করেছেন এবং এই হাউসে বিলটি উঠার আগে বিলটির কপি কি করে তারা পেয়েছেন? আমরা ত এই হাউসে যে দিন বিলটি উঠল সেদিন কপি পেলাম। কাজেই এ জিনিষটা আশ্চর্য্য জনক। বিলটির কপি কি করে সরকারী কলেজ শিক্ষক-দের কাছে গেল, আমরা বুঝতে পারছি না। শুধু তাই নয়, তারা যখন চীফ মিনিষ্টারের কাছে ডেপুটেশান দেয় তখন বিলটির একটি কপি চীফ মিনিষ্টারকে তারা ওখানে যারা প্রহরারত পুলিশ ছিল তাদের দিকে ডেপুটেশানের কপি সহ ছুঁরে ফেলে দেওয়ার মত ফেলে যায়। এরকম ঘটনা তারা করে যায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এই কলেজগুলি সরকারী করনের ফলে তার যে ভাল দিকগুলি ফুটে উঠেছে তা তারা একটু ও বললেন না। শুধু তারা তাদের স্বার্থের কথাই উল্লেখ করলেন। শুধু স্বার্থের কথাই ছিল তাদের কাছে বড় কথা। আমরা জানি না যে তাদের মত শিক্ষিত লোক কিভাবে এই বিলটির বিরোধিতা করলেন এবং আরও জানি না যে, তারা বিলটি সম্পূর্ণ পড়েছেন কিনা। তাদের বক্তব্যের মধ্যে আমরা কোথাও পাই নাই যে গত ১৫।২০।৩০ বছর যাবৎ বঞ্চিত ছাত্রদের দাবিতে এই কলেজগুলি সরকারী করণ করা হউক। কিন্তু এই সরকারী করণের ফলে যে সব শিক্ষক ট্রেন্সফারের অভাবে আটকা পড়ে আছেন তাদের আজ ট্রেন্সফারের ব্যবস্থা হয়েছে। তাদের সিনিয়রিটি যদি তাদের চাকুরীর দিন থেকে কাউন্ট করা হয় তাহলে পরে ঐ লোক গুলির কি ক্ষতির কারণ আছে আমরা তা বুঝতে পারছি না। তাহলে সিনিয়রিটি লিষ্ট করা হউক তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই, যতটা ইচ্ছা করা হউক, কিন্তু আমার একটা বক্তব্য যে সার্বিক কল্যাণের দিকে চেয়ে এই কলেজগুলি অধিগ্রহণ করা হয়েছে।

আমার খুব পরিষ্কার বক্তব্য হচ্ছে যে বে-সরকারী কলেজের শিক্ষকদের স্বার্থ যেন একটুও ব্যহত না হয়। সরকারী কলেজ শিক্ষকদের যদি কোন অভিযোগ থাকে তবে তারা বিভাগীয় মন্ত্রী এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন। কিন্তু তার জন্য তারা পথে নামবেন, তা আশ্চর্য্য জনক। ওদের কিছুর সিনিয়রিটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে তার উপর অনুমান করে, তার উপর ভিত্তি করে তারা মিছিল করছেন। সমাজের বড় বড় ডিগ্রী নিয়ে তারা এসেছেন জনগণের কাছে, কিন্তু তবু তারা ছাত্রদের পক্ষে ২টা কথা বলতে পারলেন না। যদি তারা এ সম্পর্কে কিছু বলতেন তবে আমরা তাদেরকে কিছু বলতাম না। কিন্তু সেই জিনিষ আমরা দেখি নি। কি কাজ যে তারা করেন, তার জন্য তারা সবচেয়ে বেশী বেতন পাচ্ছেন? সপ্তাহে ২।৩টা ক্লাশ তাদের করতে হয়। কিন্তু তারা আজকে মিছিল করছেন, তারা অভিযান করছেন। বে-সরকারী কলেজ শিক্ষকরা যেন তাদের কাছে অস্পৃশ্য জীব। দিল্লী গিয়ে ইউ, পি, এস, সি, করে এলে তারা পণ্ডিত হয়ে গেলেন? এটা আশ্চর্যের ব্যাপার। গত ৩০ বছর কংগ্রেস রাজত্বে কি নীতিই না চলেছিল। পুলিশের লাঠির আঘাতে রাস্তা লাল হয়ে গেছে, কিন্তু এখন এই বিলটিকে সমর্থন জানালে তাদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হতে পারে, তাই তাদের এই অভিযান। বাহিরের ২।৫ টা লোক তাদের রাজনৈতিক স্বার্থে এই ৫০।৬০ জন সরকারী কলেজ শিক্ষকদেরকে রাস্তায় নামিয়েছে। জনৈক মানিক দে নামক একজন লোক আছেন, তিনি পুরোপুরি রাজনীতি করছেন। প্রতিক্রিয়ার ঘাটি থেকে এবং রাজনীতির শিবির থেকে এই পরিকল্পনার ছক আঁকা হয়েছিল, এ খবর আমার কাছে আছে। অতএব বাহির থেকে ২।৫ জন লোক এই রাজ্যে যাই ভাবুক না কেন এই রাজ্যের ১৯ লক্ষ মানুষ এই বিলটি সমর্থন করবে এবং আমি আমি আশা করি এই হাউস এই বিলটি সর্বান্তকরণে সমর্থন দিচ্ছে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীবিমল সিনহা।

শ্রীবিমল সিংহ ঃ—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে রামকৃষ্ণ মহা বিদ্যালয়, বিলোনীয়া মহাবিদ্যালয় এবং রামঠাকুর মহাবিদ্যালয় সরকার অধিগ্রহণ করার জন্য যে প্রস্তাব এনেছেন তাকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আজকে সরকার যে তিনটি কলেজ অধিগ্রহণ করেছেন এর ফলে সমস্ত উত্তর এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার হাজার হাজার ছাত্র ছাত্রীরা অর্থাৎ গ্রামের জনগণ এর একটা বিরাট অংশ যারা এই সব কলেজে তাদের ছেলে মেয়েদের পড়ার সুযোগ পেতেন সেই সুযোগ আরো বৃদ্ধি পেল। যেহেতু বামফ্রন্ট সরকার মনে করেন যে, শিক্ষাই সাধারণ মানুষের চেতনাকে বাড়িয়ে তুলে আর সেই চেতনাই বাড়িয়ে তুলে মানুষের উন্নততর জীবন ধারা। সেই চেতনাকে বাড়াতে হলে আগে চাই সমাজের মূল কাঠামোর পরিবর্তন এবং সেই পরিবর্তন আনার জন্য গ্রামের মানুষেরা যাতে আরো বেশী করে অগ্রসর হতে পারে তার জন্য বামফ্রন্ট সরকার চেষ্টা করছেন।

স্যার, এই রামকৃষ্ণ কলেজের আমি একজন ছাত্র ছিলাম এবং আমার পূর্ববর্তী বক্তা মাননীয় শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী, তিনিও ঐ কলেজের ছাত্র ছিলেন। শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী, তিনি ছিলেন কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং দুবার এই ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। সেই হিসেবে ছাত্র ইউনিয়নের যে আন্দোলন ১৯৬৭ সাল থেকে শুরু হয়েছিল সেই আন্দোলনের সঙ্গে আমিও প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত ছিলাম।

আজকে এই যে রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় সরকার অধিগ্রহণ করেছেন সেই মহাবিদ্যালয় বিগত ৩০ বছরে তদানিন্তন কংগ্রেসী সরকার অধিগ্রহণ করার কথা চিন্তাও করেন নি। এর কারণ হলো,—বর্ত্তমানে কংগ্রেস (আই)-এর সভাপতি শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক ছিলেন এই রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের গভর্ণিং বোর্ডের চেয়ারম্যান। তিনি কলেজের কেন্টিন ইত্যাদির জন্য প্রায়ই ২০ হাজার, ২২ হাজার টাকা করে তুলতেন, আর সেই টাকা নিজের নির্বাচনের জন্য ব্যয় করতেন। আর একজন ছিলেন ফটিকরায়ের কাপড়ের ব্যবসায়ী

গণেশ দেব। তিনি ছিলেন গভার্নিং বডির মেম্বার। তার যখন টাকার দরকার পরত, তখন তিনি সোজা কৈলাশহরে চলে আসতেন এবং কলেজ ফাণ্ড থেকে টাকা তুলে তার কাপড়ের ব্যবসায়ে লাগাতেন। কাজেই, তারা কখনই বলতে পারেন না, যে কলেজটি সরকার অধিগ্রহণ করুন। সরকার যদি কলেজটি অধিগ্রহণ করেন তবে তো তাদের আর নিজেদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে টাকার দরকার হলে তারা আর টাকা কলেজ ফাণ্ড থেকে তুলতে পারবেন না। তারপর রামকৃষ্ণ কলেজের জন্য কিছু পরিমাণ ধানের জমি আছে যার আয় থেকে কলেজের ব্যয় মিঠানোর কথা। কিন্তু বছরের পর বছর সেই জমিতে ধান উৎপন্ন হয়, অথচ সে উৎপন্ন ধানের কোন খোঁজ খবর পাওয়া যায় না। গত ৩০ বছরের ধানের হিসাব আপনারা আর কোথাও খোঁজে পাবেন না। এর পর যখন আমরা আন্দোলন শুরু করি যে,—ধানের হিসাব দিতে হবে। কলেজ ফাণ্ডের টাকার হিসাব দিতে হবে, তখন মনীন্দ্র বাবু এবং তার সারকিদেরা কলেজের অফিস, লেবরেটরী ইত্যাদি পুড়িয়ে দেয়, সমস্ত কাগজ পত্র তারা পুড়িয়ে দেয়, যাতে করে কলেজের সকল নথী-পত্রগুলো নষ্ট হয়ে যায়, এবং যাতে তাদের চুরি এবং টাকা তছরুপের প্রমান আর না থাকে।

১৯৭০ সালে এই কলেজ থেকে ২২ জন অধ্যাপককে ছাটাই করা হয়। কেন ছাটাই করা হয়? এটা বড়ই রহস্য জনক। বাইরে থেকে যে সকল প্রফেসাররা আসতেন তারা কলেজ কর্তৃপক্ষ দুর্নীতি করছে দেখে তার প্রতিবাদ করতেন, আর তখনই তাঁকে ছাটাই করা হতো। শ্রীমধু হালদার নামে এক ভদ্রলোক আগে এই কলেজের একজন অধ্যাপক ছিলেন। কিন্তু তাকেও সেই স্বনামধন্য বর্ত্তমান কংগ্রেস (আই)---এর প্রেসিডেন্ট শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক কলেজ থেকে ছাটাই করে দেন।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই দুর্নীতি, অন্যায়, অবিচার-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে আমরা ছাত্র ইউনিয়ন আন্দোলন শুরু করি। তখন তদানিন্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ মহাশয় পুলিশ পাঠিয়ে সেই আন্দোলনকে দমন করতে চেষ্টা করলেন ছাত্ররা শুরু করলো ঐতিহাসিক লাগাতর অনশন আন্দোলন। তাদের পাশে এসে দাঁড়ান সমস্ত উত্তর ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ, কৃষক, বিভিন্ন চা-বাগানের শ্রমিকেরা, দিন মুজুররা। এই রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়-এর জন্মলগ্ন থেকেই তাঁরা তাঁদের রোজকার খাবার চালের থেকে এক মুঠো করে চাল জমান সব ঘরে এবং পরে সেই চাল বিক্রি করে কলেজের জন্য দান করত। শ্রীমনীন্দ্র বাবুরা সেই টাকা দিয়ে তাদের পেট পূরণ করত এটা আন্দোলন-কারী কখনই সহ্য করবেন না। তাই তাঁরা এই আন্দোলন সহযোগিতা করেন।

তখন এখনকার মত ত্রিপুরা তিনটি জেলায় বিভক্ত ছিল না। একটি জেলা ছিল এবং তার শাসন কর্ত্তা ছিলেন মিঃ উমেশ সায়গল এবং কৈলাশহরের এস, ডি, ও, ছিলেন শ্রী আর, এন, চক্রবর্ত্তী, আই, এ, এস। তারা উভয়েই উভয়ে মিলে পুলিশ দিয়ে অনশনকারী ছাত্রদের উপর লাঠিপেটা করে সেই আন্দোলনকে দমন করতে চেষ্টা করেছিলেন। তাদের এই অত্যাচারের কাহিনী শুনে তখনকার ত্রিপুরার রাজ্যপাল মিঃ ডায়াস, তিনি কৈলাশহরে যান। তিনি যে দিন কৈলাশহরে যান সে দিন হাজার হাজার মানুষ সাধারণ মানুষ, কৃষক, শ্রমিক, দিন মজুর, এরা কালো ব্যাজ পরে রাস্তার দুধারে সমবেত হয়ে "ডায়াস তুমি ফিরে যাও" ধনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলেন।

সুতরাং আজকে যেখানে সরকার এই কলেজটিকে অধিগ্রহণ করতে চাইছেন, তখনই কিছু স্বার্থান্বেষী প্রফেসাররা যদি এর বিরোদ্ধে আন্দোলন করেন, তবে তারা করুন এতে কারো ক্ষতি হবার নয়। যেখানে হাজার হাজার মানুষরে উপকার হচ্ছে সেখানে এই রকম দু একজন স্বার্থান্বেষী অধ্যাপক যদি ফাঁসি দিয়েও আত্মহত্যা করেন তবে এতেও কারো কিছু যায় আসে না।

কাজেই অনারেবল স্পীকার স্যার, আজকে এই যে রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় যে আজকে অধিগ্রহণ করেছেন এবং বিলোনীয়া এবং রামঠাকুর কলেজ যে ভাবে চলতে আরম্ভ করেছিল এবং যে রকম আন্দোলন হয়েছিল সেটা শচীনবাবু এবং সুখময় বাবুর আমলে লাঠির আঘাতে পর্যুদস্ত হয়েছে। কিন্তু সেই ১৯৬৭ সাল থেকে এস, এফ, আই, আন্দোলন করেছে এবং আজকে এই যে বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার জন্য সমস্ত ছাত্ররা আনন্দিত হয়েছেন। সেই কলেজের ছাত্র হিসাবে আমি এটাকে স্বাগত অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ ঃ—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক আনীত 'দি ত্রিপুরা এডুকেশন্যাল ইনষ্টিটিউশান (অ্যাকুইজিশন অব রাইট, টাইটেল অ্যাণ্ড ইন্টারেন্ট) বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ১৪ অব ১৯৮০)' এই বিলটা আমি সমর্থন করছি। আজকে আমরা লক্ষ্য করেছি এই সরকারের ৩ বছর পূর্ণ হতে মাত্র আর ৪ দিন বাকী, আগামী জানুয়ারীর ৪ তারিখে তিন বছর পূর্ণ হবে। এই বামফ্রন্ট সরকার যে ভাবে শিক্ষার প্রসার চালাচ্ছেন সেটা অত্যন্ত আনন্দের ব্যাপার। এর আগেও আমরা দেখেছি বিগত কংগ্রেস সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে একটা নৈরাজ্য করেছিল। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, ১২ ক্লাস স্কুল এবং সিনিয়ার বেসিক, জুনিয়ার বেসিক ইত্যাদি বিভিন্ন ভাবে শিক্ষার প্রসার করা হচ্ছে। আজকে যে বিল আনা হয়েছে এই বিলের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় যে যে সমস্ত বে-সরকারী কলেজ ছিল সেগুলি যাতে ত্রিপুরা রাজ্যের ছাত্র ছাত্রীদের পক্ষে মঙ্গল হয় সেই দিকে অগ্রসর হচ্ছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা অনেক দিন আগে লক্ষ্য করেছি যে সাধারণ ছেলে মেয়েরা বেতনের জন্য লেখাপড়া করতে পারত না। আজকে বামফ্রন্ট সরকার ১২ ক্লাস পর্য্যন্ত মাফ করে দিয়েছে এবং বিভিন্ন কলেজে সুযোগ করে দিয়েছে। এবং আজকে দেখা যায় ছাত্র ছাত্রীরা টিফিন খাচ্ছে এবং জামাকাপড়ও পাচ্ছে কোন কোন ক্ষেত্রে। বুক গ্র্যান্ট পাচ্ছে। বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষার জন্য যে অগ্রসর হচ্ছে তা থেকেই এটা বুঝা যায়।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে বলতে চাই আজকে এই যে বিল এখানে উপস্থিত করা হয়েছে এই বিল সারা ত্রিপুরায় সাড়া জাগাবে। তার সাথে সাথে আমি বলতে চাই আজকে শিক্ষা বিভাগের যে সব কর্মকর্তা আছেন তাঁদের দিক থেকেও কলেজ পরিচালনার জন্য কিছু কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি আছে। যারা ইন-একটিভ কর্মকর্তা আছেন, তাঁদের জন্য কিছু কিছু অসুবিধা হতে পারে। এডুকেশান ডিপার্টমেন্টের মধ্যে সোশ্যাল এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট একটা আছে। সেখানে বালোয়ারী বহু বিদ্যালয় আছে। সেখানে দেখা যায় যে কোন কোন বালোয়ারী স্কুলে স্কুল মাদার নেই, এস, ই, ডবলিউ, নেই। তেমনি ধর্মনগরে বহু বালোয়ারী স্কুল আছে। সেদিকে তাঁরা দৃষ্টি দিচ্ছেন না। আমি এই দিকে শিক্ষা দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং এই যে বিল উত্থাপন করা হয়েছে এই বিল শিক্ষার দিকে মঙ্গল করবে, তাই এই বিলকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ—অনারেবল ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি "দি ত্রিপুরা এডুকেশন্যাল ইনষ্টিটিউশান (অ্যাকুইজিশন অব রাইট, টাইটেল অ্যাণ্ড ইন্টারেন্ট) বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ১৪ অব ১৯৮০)" নামে যে বিলটি হাউসে পেশ করা হয়েছে তাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করছি। বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর ত্রিপুরা রাজ্যে ছাত্র শিক্ষক সহ সাধারণ মানুষের স্বার্থে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। বে-সরকারী কলেজগুলোর অতীতের অবস্থা যদি আমরা পর্য্যালোচনা করি, আমরা দেখেছি কি বে-সরকারী কলেজে এবং কি বে-সরকারী স্কুলেও, সেখানে কায়েমী স্বার্থের চক্র বিভিন্ন ভাবে ছাত্র এবং

অধ্যাপকদের দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সরকারী মঞ্জুরী নিয়ে ৯১৬ করা, সরকারী মঞ্জুরী নিয়ে ব্যক্তিগত ব্যবসা বাণিজ্য করা, কন্ট্রাকটরী করা, জমি জমা করা, এইগুলি পরিচালক মণ্ডলীর মধ্যে বাসা বেঁধেছিল। আমরা অতীতে দেখেছি, রামঠাকুর কলেজের ছাত্ররা যখন এই কলেজগুলি অধিগ্রহণের দাবী করেছিল, আন্দোলন করেছিল, তখন তাদের উপর তখনকার কংগ্রেস সরকার দমন পীড়ন করেছিল, লাঠিপেটা করেছিল। তেমনি অন্যান্য বে-সরকারী কলেজগুলির ক্ষেত্রেও এই জিনিষ ছিল। তখনকার বে-সরকারী কলেজগুলির ম্যানেজমেন্টের হুমকি ছিল চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা। শুধু অধ্যাপক নয়, এমন কি কেরাণীর চাকুরী যারা করছেন তাদেরকেও সরকারী কলেজগুলি পরিচালনার দায়িত্ব যাদের উপর ছিল তাদের মুখের উপর চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হত। আজকে যখন এই বিল উত্থাপিত হচ্ছে তখন আমরা দেখেছি এই বিলের সংগে যারা সরাসরি যুক্ত, ছাত্র এবং অভিবাবক, তাদের কোন অংশের মধ্যেই কোন বিরূপ মনোভাব নেই।

যারা ছাত্র অথবা যারা অভিবাবক তাদের মধ্যে এর বিরুদ্ধে কোন প্রতিক্রিয়া আমরা দেখছি না। বে-সরকারী কলেজগুলির মধ্যে এত দিন ধরে যে দুর্নীতি চলছে, সেটাকে রোধ করার জন্যই আমাদের বামফ্রন্ট সরকার এই বিল এখানে এনেছেন, তার সঙ্গে ছাত্র এবং শিক্ষক সবারই সম্পর্ক রয়েছে এবং তারাও চায় যে দুর্নীতি এই সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চলছে, সেটা যেন অবিলম্বে বন্ধ করা হয়। কাজেই হাজার হাজার ছাত্র, তার সাথে সাথে অধ্যাপক এবং অভিবাবক যারা আছেন, তাদের স্বার্থও যখন এই বিলের মধ্যে এসেছে, তখন সরকারী কলেজের অধ্যাপকদের মধ্যে একটা অংশ এই বিল সম্পর্কে প্রমাদ গুণছেন এবং তারা এটার বিরোধীতা করছে এবং তারা এর বিরুদ্ধে দাবী তুলছেন এবং মিছিল করছেন। আমাকে কলেজের একজন অধ্যাপক বলছেন যে এভাবে একটা টাইপ করা কাগজ নিয়ে এই বিলের প্রতিবাদে তারা অধ্যাপকদের কাছ থেকে সই সংগ্রহ করছেন। অন্য একজন প্রফেসার আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে এই বিলটা উত্থাপিত হয়েছে কি? আমি তাঁর উত্তরে জানিয়ে দিয়েছি যে না এখনও বিলটা উত্থাপিত হয় নি। কিন্তু যারা এটাকে একটা আন্দোলনের প্রশ্নে নিয়ে যাচ্ছেন, তারা মিছিল করছেন কারণ এতে নাকি তাদের সিনিয়রিটি নষ্ট হয়ে যাবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে আপনারা মৌন মিছিল করলেন, তাঁতে কি কোন রকম শ্লোগান ছিল? যেমন— ইনক্লাব জিন্দাবাদ অথবা বন্দেমাতরম। আমি আরও জিজ্ঞাসা করলাম যে হাজার হাজার ছাত্র যখন বে-সরকারী কলেজের পরিচালকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিল, তখন আপনারা কোথায় ছিলেন? আপনারা তো সমাজের মধ্যে ইনটেলেকচুয়েলস, আপনাদের মতামতের গুরুত্ব আছে, আপনারা তখন কিছু করলেন না, কেন? কিন্তু আসল কথা হচ্ছে কলেজের শিক্ষকদের মধ্যে একটা ব্যাপক অংশ আছে, যারা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে মিশে যেতে চায়, এই অংশটা কিন্তু বর্তমান আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত নেই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখেছি যে এই বিলের মাধ্যমে সরকার সমস্ত বে-সরকারী কলেজগুলির দায় দায়িত্ব নিতে চলেছে। আমরা এও লক্ষ্য করেছি যে কোন সরকারী কলেজের প্রফেসারের সম্পর্কে যদি কোন সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করতে হয় তখন সরকার থেকেই নানা রকম প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হতো। আবার বে-সরকারী কলেজগুলির প্রফেসারদের যদি কোন সিদ্ধান্ত নিতে হতো, সেই ক্ষেত্রেও ঐ বে-সরকারী কলেজগুলির পরিচালক সমিতি কোন সিদ্ধান্ত না নেওয়ার জন্য সরকার থেকে কিছু করা যেত না। বিশেষ করে তাদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের ব্যাপারে অথবা তাদের চাকুরী সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সরকার কিছু করতে পারতেন না। কিন্তু এই বিলটা গৃহীত হলে এই সম্পর্কে আর কোন অসুবিধাই থাকবে না। সরকার সরাসরি ঐ সব কলেজের প্রফেসারদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড অথবা চাকুরী সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন এবং তাদের যে সমস্যা আছে, সেগুলির সমাধানে উদ্যোগী হতে

পারবেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যে সমস্ত বে-সরকারী কলেজ সরকার অধিগ্রহণ করতে যাচ্ছেন, সেগুলির অধ্যাপক যারা আছেন, এবং তাদের যে সার্ভিস কণ্ডিশান, সেটা কি হবে না হবে, তা পৃথক ভাবে নোটিফিকেশান করে পরে তৈরী করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে যেহেতু এক একজন প্রফেসারের অনেক দিন চাকুরী হয়ে গেছে এবং প্রভিডেন্ট ফাণ্ড এবং সার্ভিস কণ্ডিশানরে অনেক অসুবিধা আছে, এগুলি যাতে সুরক্ষিত হতে পারে, সেজন্য সব কিছু দেখে শুনে তাদের চাকুরীর সর্তাবলী নূতন করে ঠিক করার একটা ব্যবস্থাও এই বিলের মধ্যে রয়ে গেছে। তাই আমি আশা করব যে এই বিলের মাধ্যমে সরকার বে-সরকারী কলেজগুলি অধিগ্রহণ করে এই কলেজগুলির মধ্যে যে দীর্ঘ দিন ধরে দুর্নীতি চলছে এবং অন্যান্য যে সব সমস্যা আছে সেগুলির সমাধান করবেন এবং আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে একটা নূতন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। এই কথাগুলি বলে এই বিলটিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য আমি এখানে শেষ করছি।

শ্রীদশরথ দেব ঃ—মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, প্রথমে যে বিল আমি এই হাউসের কাছে উপস্থিত করেছি, সেই বিল সম্পর্কে মাননীয় সদস্যরা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছেন এবং তারা এই বিলকে যে আন্তরিক সমর্থন জানিয়েছেন, সেজন্য আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। এই বিলের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মাননীয় সদস্যরা খুঁটিয়ে দেখেছেন এবং তাদের নিজেদের বক্তব্য রেখেছেন। তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে তাঁরা উল্লেখ করেছেন যে গত ২৯ তারিখ নাকি সরকারী কলেজের কিছু প্রফেসার বা শিক্ষক একটা মৌন মিছিল করেছেন এই বলে যে আইন-কানুন রচিত হয়েছে, তার মধ্যে অনেক কিছু আছে, যা তাদের স্বার্থের পরিপন্থী হতে পারে। কিন্তু মৌন মিছিলটা কখন হয়? —এই প্রশ্ন আমি হাউসের সামনে রাখছি। কারণ আমরা জানি যে যখন কেউ মারা যায়, বা এমন কোন একটা শোকের কারণ ঘটে, যাতে মুখ দিয়ে কোন শব্দ বের হয় না, তখনই শুধু মৌন মিছিলটা হয়। কিন্তু আমরা দেখেছি যে কেউ মারা গেল না বা এমন কোন শোকের কারণও ঘটে নি, অথচ এই বিলটা সম্পর্কে একটা মৌন মিছিল করে, তাকে অভিনন্দন জানানো হয়। যখন সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ জানতে পারবে যে এই বিলের বিরুদ্ধ কিছু সরকারী কলেজের শিক্ষক মৌন মিছিল করেছে, তখন তারাও জানতে পারবেন যে তারা মূল জনগণ থেকে কতটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ আমরা সব সময়ে কৌলিণ্য প্রথার বিরুদ্ধে, বর্ত্তমানে আমাদের সমাজের মধ্যে যে শ্রেণী বিভাগ আছে, সেটাকে আমরা কমাতে চাই। এখানে যেমন মাননীয় সদস্যরা উল্লেখ করেছেন যে বে-সরকারী ভাবে পরিচালিত কলেজগুলির পরিচালন ব্যবস্থায় দুর্নীতি, সেগুলি ছাত্রদের দুরবস্থা, সে গুলিতে শিক্ষক এবং কর্মচারী যারা আছেন, তাদের দুরাবস্থা। এটা ওপেন সিক্রেট যে বে-সরকারী পরিচালন ব্যবস্থাপক-দের বিরুদ্ধে কোন বিশেষ বিশেষ ঘটনা ঘটে যাওয়া সত্বেও মুখ খুলে কিছু বলা যাবে না। তাদের জন্য বেতন যেটা নির্ধারিত আছে, সেই বেতনই অনেকে পান না। সঠিক বেতন আদায় করে নেওয়ার মতো কোন উপায় নাই। কেন না, অনেক সময় দেখা যায় ভাগ্য বিপর্যয়ের জন্য এম, এ, পাশ লোককেও রিক্সা টানতে হয়, সমাজের মধ্যে এরকম আরও অনেক ঘটনা আছে যে শিক্ষিত লোক হওয়া সত্বেও মাসে যে মাহিনা পাওয়ার কথা, তার অর্ধেক পেয়েও তাকে বলতে হচ্ছে যে আমি পুরা মাসের মাহিনা পাচ্ছি, কারণ এটা না বললে যে তার কোন উপায় থাকে না।

পূর্ববর্তী শাসকদের হাত থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের বে-সরকারী স্কুল কলেজের শিক্ষক কর্মচারীরা কোন দিন রেহাই পান নি। বামফ্রন্ট সরকার যে দিন সরকারে আসে তারপরে বামফ্রন্ট সরকার ঘোষণা করেন যে বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে শতকরা ৯০ পার্সেন্ট নয় পুরো টাকাটা সরকার দেবেন। এই সিদ্ধান্তও নিয়েছে যে ১২ ক্লাস পর্য্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে বেতন নেওয়া হবে না। এবং সেই সঙ্গে স্কুল কলেজের সেন্ট

পার্সেন্ট টাকা দেওয়ার দায়িত্ব সরকারী তরফ থেকে আমরা বহন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সেই থেকে শিক্ষক কর্মচারীরা পুরো বেতন পেতে লাগলেম এবং কংগ্রেস আমলের সময় যে সমস্ত অসুবিধা ভোগ করতেন সেই সমস্ত অসুবিধার রাহু গ্রাস থেকে শিক্ষক কর্মচারী এবং অন্যান্য নন-টীচিং ষ্ট্যাফ সকলেই মুক্তি পেলেন। কাজেই যেখানে তিনটা কলেজ আমরা নিয়েছি সেখানে আগে অনেকে কম বেতন পেতেন। সেটা থেকে ওরা অনেক আগে থেকে মুক্তি পেয়ে গেছেন সেই ব্যবস্থা আমরা করেছি। কিন্তু কৌলিণ্য প্রথা এটা কি হওয়া উচিত? যে কলেজগুলি সরকারী হয়ে গেল সরকার বে-সরকারী কলেজের শিক্ষকদের সিনিয়রিটি কি রকম হবে সেই আতঙ্ক অনেকের মনে দেখা দিয়েছে। আসল কথা হল, কৌলিণ্য বজায় রাখা। আমরা সরকারী কলেজে আছি আমাদের জন্য আলাদা প্রতিষ্ঠান, আলাদা সম্মান এখন বজায় আছে। বিলের মধ্যে টার্মস অ্যাণ্ড কণ্ডিশন কি হবে, সিনিয়রিটি কি হবে তা বলা যাচ্ছে না। ওদের একটা বক্তব্য যে আমরা অনেক দিন ধরে সরকারী শিক্ষক হিসাবে আছি কলেজে। ওরা যদি আগের সিনিয়রিটি ধরে প্রমোশনের বেলায় তাহলে আমরা পেছনে পরে যাই। বে-সরকারী শিক্ষকদের কাছ থেকেও দাবী আছে বক্তব্য আছে। আমরা বে-সরকারী কলেজে যারা আছি যাদেরকে আমরা পড়িয়েছি যারা আমাদের ছাত্র-ছাত্রী এরা পাশ করে এসে সরকারী কলেজে শিক্ষকতা করছেন। আমরা তাদের শিক্ষক ১০।১২ বৎসর আগে থেকে আমরা শিক্ষক। কিন্তু সরকারী কলেজ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা কি তাদের নীচে থাকব? শিক্ষকতা ওরা সরকারী কলেজে করছেন, আমরাও বে-সরকারী কলেজে শিক্ষকতা করতাম। আমাদের চাকুরীর মেয়াদ তো একই। চাকুরীর মেয়াদ যদি সিনিয়রিটি হিসাবে ধরেন তাহলে আমি ১৫ বছর চাকুরী করেছি। তাহালে আমাকে দেবেন না কেন? সরকারী কলেজ শিক্ষকরা যারা দাবী করেন তারা এই যুক্তি খণ্ডন করবেন কি করে? কৌলিণ্য তারা দাবী করছেন। সরকার এখনও কিছু বলছেন না। সরকার এখনও রুলস কি হবে না হবে আলোচনা করছেন না। কৌলিণ্য প্রথা। তারা বলছেন যে মনিপুরে তো সরকার এ ক্লাস বি ক্লাস করছেন। এ টিম বি টিম করছেন। মনিপুরের শিক্ষা ব্যবস্থাটা, মনিপুরের কলেজে পরিচালনা ব্যবস্থাটা ত্রিপুরার ক্ষেত্রে আদর্শ স্থানীয় কি না এটা পরীক্ষা মূলক বিতর্ক মূলক ব্যাপার। কোন ষ্টেটের মডেল ত্রিপুরা রাজ্যের উপযুক্ত নাও হতে পারে। সেটা আরও ভাল হতে পারে খারাপও হতে পারে। ত্রিপুরা ইজ ত্রিপুরা। ত্রিপুরা মনিপুরের পথ অনুসরণ করবে কেন? তাহলে মনিপুরের গভর্ণমেন্ট ধরেন্দ্র সিং থাকতে ছাত্রদেরকে বলে দিয়েছিলেন যে কারা বিদেশী তোমরা ঠিক কর। ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার এটা করবে? আমরা কি করতে দিয়েছি যে তোমরা ছাত্ররা ঠিক কর ১৯৪৯ সালের পর ত্রিপুরাতে কে এসেছে? এই সরকার মডেল হিসাবে মনিপুরকে অনুসরণ করবে না। এই ব্যাপারে মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী তাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। আমি যতটুকু জানি। সিনিয়রিটি প্রেস্‌পেকটিভ না রেট্রোসপেকটিভ তারা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানতে চেয়েছিল। আমি বলছি যে প্রেসপেকটিভ হবে না রেট্রোস-পেকটিভ হবে ৩০ তারিখে হাউসে বিল পেশ হলে দেখা হবে। এটা রুলস দ্বারা গাইডেড হবে। আইন কাউকে খুশী করার জন্য করা হচ্ছে না। আইন ব্যক্তি বিশেষের জন্য নয়। আমার বক্তব্য হচ্ছে এই বিল সবাই সমর্থন করছে এবং করবে।

কাজেই আমার বক্তব্য হচ্ছে, এই বিল সবাই সমর্থন করেছে এবং করবে। আজকে এই অধিগ্রহনের ফলে যে কিছু কিছু আন্দোলন হচ্ছে সেটা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে মিমাংসা হতে পারে এবং এই সব ব্যাপারে সহযোগিতার প্রশ্ন আছে। কিন্তু সরকার খুব দুর্বল একথা মনে করার কারন নেই। সরকার যেটা মনে করবে ঠিক, দেশেরে স্বার্থ রক্ষিত হবে সেই কাজে সরকার অগ্রসর হবে। সরকার অচল বসে থাকবে না একথা যেন সবাই মেনে রেখে চলে এবং এই কাজে হাউসের যেমন সহযোগিতা পাচ্ছি, বাইরেও ছাত্র,শিক্ষক অভিবাবক ত্রিপুরার

১৯ লক্ষ মানুষের এক বিরাট অংশের সহযোগিতা পাবং এবং জনসাধারণের সমর্থনে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— এই বিলটা বিবেচনা করার আগে এখানে কয়েকটি ভুল আছে সেটা আগে সংশোধন করে নিচ্ছি। সেটা হবে,—

Section 8 (1), Second line, Page—3,
for "thetre shall" read "there shall"
Section 9, tenth line, Page—4,
for "there months" read three months"

এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো ঃ—

"দি ত্রিপুরা এ্যাডুকেশন্যাল ইন্সটিটিউশন (এ্যাকুইজিশন অব রাইট, টাইটেল এ্যাণ্ড ইন্টারেন্ট) বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ১৪ অব ১৯৮০)" বিবেচনা করা হউক।

(যেহেতু প্রস্তাবটির বিপক্ষে কেহ নেই অতএব প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।)

বিলের ২(এ) নং ধারার উপর একটি সংশোধনী প্রস্তাবের নোটিশ আমি পেয়েছি। নোটিশটি দিয়েছেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়। আমি এখন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তাঁর সংশোধনী প্রস্তাবটি উত্থাপন করতে।

শ্রীদশরথ দেব ঃ— স্যার, প্রস্তাবটি হলো ঃ-

"in clause 2 of the Tripura Educational Instional Institution (Acquitsition of Right, Title and Interest) Bill, 1980 (Tripura Bill No. 14 of 1980).

For existing entry 2 (a) the following be substituted ; namely—

2(a) "appointed day" in relation to an Educational Institution means such day as the State Government may by notification in the Official Gazette appoint for such Institutions",. আমি মুভ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— বিলের ২(এ) নং ধারার উপর একটি সংশোধনী প্রস্তাব আছে। প্রস্তাবক হলেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়। এখন আমি তাঁর সংশোধনী প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। সংশোধনী প্রস্তাবটি হলো ঃ—

2(a) "appointed day" in relation to an Educational Institution means such day as the State Government may by notification in the Official Gazette appoint for such Institutions."

(যেহেতু প্রস্তাবের বিপক্ষে কেহ নেই অতএব সংশোধনী প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।)

আমি এখন বিলের ২নং ধারাটি সংশোধিত আকারে ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ২নং ধারা সংশোধিত আকারে বিলের অংশ রূপে গণ্য করা হউক।

(যেহেতু প্রস্তাবের বিপক্ষে কেহ নেই অতএব বিলের ২নং ধারাটি সংশোধিত আকারে বিলের অংশ রূপে সভা কর্তৃক গহীত হলো)

আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং ধারা এবং ৩নং ধারা হইতে ২০নং পর্য্যন্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশ রূপে গণা করা হউক।

(যহেতু প্রস্তাবের বিপক্ষে কেহ নেই অতএব. উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশ রূপে ধ্বনি ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো)

আমি এখন বিলের অনুসূচীটি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত অনুসূচীটি এই বিলের অংশ রূপে গণ্য করা হউক।

(যেহেতু প্রস্তাবের বিপক্ষে কেহ নেই অতএব উক্ত অনুসূচীটি বিলের অংশ রূপে ধ্বনি ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।)

সভার সামনে প্রশ্ন হলো ঃ— "বিলের শিরোণামাটি বিলের একটি অংশ রূপে গণ্য করা হউক।

(যেহেতু প্রস্তাবটির বিপ্রক্ষে কেহ নেই অতএব বিলের শিরোণামাটি উক্ত বিলের অংশ রূপে ধ্বনি ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।)

সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো ঃ— "দি ত্রিপুরা এ্যাডুকেশন্যাল ইন্সটিটিউশন্ (এ্যাকুইজিশন্ অব রাইট, টাইটেল, এ্যান্ড ইন্টারেস্ট) বিল, ১৯৮০, (ত্রিপুরা বিল নং ১৪ অব ১৯৮০)" পাশ করার জন্য প্রস্তাব উথাপন। আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ

Shri Dasharath Deb :—Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to mave that "The Tripura Educational Indstitution (Acquisition of Right, Title and Interest) Bill, 1980 (Tripura Bill No. 14 of 1980)" as settled in the Assembly be passed.

মি ডেপুটি স্পীকার :- এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :-

"দি ত্রিপুরা এ্যাডুকেশন্যাল ইন্সটিটিউশান (অ্যাকুইজিসন্ অব রাইট, টাইটেল অ্যাণ্ড ইন্টারেষ্ট) বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ১৪ অব ১৯৮০) ,, সংশোদিত আকারে পাশ করা হউক :

(যেহেতু প্রস্তাবের বিপক্ষে কেহ নেই অতএব আলোচ্য সংশোধিত বিলটি সভা কর্তৃক গৃহীত হলো)।

সভার পরবর্ত্তী কার্য্য সূচী হলো :-

'দি ত্রিপুরা এ্যাগ্রিকালচারেল ইন্‌ডে্‌টেড্‌নেস রিলিফ বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ১২ অব ১৯৮০) " এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :- মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আই বেগ টু মুভ দেট দি ত্রিপুরা অ্যাগ্রিকালচারেল ইন্‌ডেটেড্‌নেস্ রিলিফ বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ১২ অব ১৯৮০) " বী টেকেন ইন টু কন্সিডারেশন্।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এটি খুব ছোট একটি সংশোধনী আমি আনছি। যে আইনটি আগে আমাদের তৈরী হয়েছিল "দি ত্রিপুরা অ্যাগ্রিকালচারেল্ ইন্‌ডেটেড্‌নেস্ রিলিফ বিল, ১৯৭৯ তাতে এই শেয়ার কথাটি খুব পরিষ্কার ভাবে সেখানে ছিল না সেটা আমরা

লক্ষ্য করেছি। এর ফলে বর্গাদারদের একটি অংশের বর্গাদার রয়েছেন যারা ফসলের বর্গার যে অংশ তা দেন না টাকা দিয়ে থাকেন জোতদারকে। কাজেই সেই টাকার কথাটা আমরা যুক্ত করতে যাচ্ছি আমাদের এই সংশোধনী প্রস্তাবের মধ্যে। আমাদের শেয়ারের ব্যাপারে আগের ডেফিনেশন আছে তাতে বর্গা ভাগ ইত্যাদির ক্ষেত্রে সেখানে "ইনক্যাশ অর ইন কাইণ্ড টু দ্যাট পার্সন" কথাটি আগে ছিল না। এই কথাটি আমরা এখানে যে এমেণ্ডমেণ্ট এনেছি তাতে অন্তর্ভুক্ত করেছি। তাছাড়া আমাদের এখানে যারা কোর্ফাদার আছেন তারাও এর অন্তর্ভুক্ত হলেন। এই সংশোধনীটি জানাতে আমাদের বর্গাদারদের সংজ্ঞা আরও ব্যাপকতা লাভ করল। যাতে কেউ বর্গাদার সংজ্ঞা থেকে বাদ না পড়েন এই জন্যই এটি আনা হয়েছে। মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই জানেন একটা গুরুত্বপূর্ণ আইন আমরা পাশ করাতে যাচ্ছি যাতে গ্রামের যারা গরীব কৃষক, ভূমিহীন কৃষক, দিন মুজুর, প্রান্তিক চাষী, ট্রাইবেল জুমিয়া এবং গ্রামের যারা শিল্পী. তারা যে সমস্ত ঋণ করেন বন্ধক ইত্যাদি দিয়ে, তার হাত থেকে তারা মুক্তি পবেন। সেই দিক থেকে এই ডিফিনেশান ব্যাপকতা লাভ করার ফলে এই অংশের মানুষেরা লাভবান হলেন। তাছাড়া আরও একটা সংশোধনী এখানে আনা হয়েছে সেকশান —১০ এ। সেখানে আমাদের আগেকার যে ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল তাতে কমপক্ষে তিনমাস শাস্তির ব্যবস্থা আছে, যদি কোন ঋণ দাতা (মহাজন) হিসাবপত্র না দেন যাতে করে আমরা বুঝতে পারি কি কি স্থাবর সম্পত্তি তারা গ্রহণ করে টাকা পয়সা লেনদেন করেছেন। সেখানে পেনালটিক ক্লজ একটা আছে সেকশান ১০(১) এ, সেখানে বলা আছে— পানিশমেণ্ট শ্যাল নট বী লেস দেন থ্রি মানথস, সেটা বেড়ে এক বছর পর্যান্ত হতে পারে এবং ফাইন ও হতে পারে ৫ হাজার টাকা পর্য্যন্ত। কমপক্ষে ১ হাজার টাকা থেকে ৫ হাজার টাকা পর্য্যন্ত ফাইন হতে পারে। এই যে ধারা রাখা হয়েছিল সরাসরি বিচারের ক্ষেত্রে এই ধরণের ধারা থাকে না। মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, সি. আর পি. সির, ২৬২ ধারায় যে কথা বলা হয়েছে সামারিলী সরাসরি বিচারের ক্ষেত্রে এ রকম কোন ম্যাক্সিমাম শাস্তি নির্ধারিত করা ঠিক হবে না বা ৩ মাসের বেশী শাস্তি নির্ধারিত করা ঠিক হবে না। সেই দিক থেকে আমরা মনে করি, এমন কোন প্রয়োজন ঘটেনি যে এখানে সি. আর. পি. সির. ২৬২ নং ধারাকে আমাদের লংঘন করতে হবে। সেটা যাতে লংঘন করতে না হয়, তার জন্য সংশোধনীতে বলেছি—

"(1) Any person failing to furnish the statement under section 4 or to comply with the order made or direction given under that section or section 5 or otherwise contravening the provisions of either of the said secti ns, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine which may extend to five hundred rupees or with both."

আগের বিলে ছিল যে ৩ মাসের কম শাস্তি হতে পারবে না, আর এখানে ৩ মাস পর্য্যন্ত শাস্তি দিতে পারবে। আর আগের বিলে কমপক্ষে কত ফাইন হবে সে কথাটা ছিল না, কিন্তু এখানে

৫০০ টাকা পর্য্যন্ত ফাইন হতে পারে এবং জরিমানা ও জেল দুই হতে পারে। আমি আশা করছি মাননীয় সদস্যরা, এই যে সংশোধনী "দি ত্রিপুরা এগ্রিকালচারেল ইনডেটেনেস রিলিফ এমেণ্ডমেন্ট বিল, ১৯৮০", সেটা অনুমোদন করবেন। এই কাজ আমরা তাড়াতাড়ি শুরু করতে চাই, যাতে করে ঋণগ্রস্ত গরীব অংশের মানুষদের আমরা ঋণ থেকে মুক্ত করতে পারি। এখানে ব্যবস্থা আছে, বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন অফিসার নিয়োগ করা হবে। সেই সব অফিসাররা এই সব মহাজনদের কাছ থেকে হিসাবপত্র নেবেন। ফর্ম আছে, সেই ফরমে হিসাবপত্র তাদেরকে দিতে হবে। এতে মহাজনদের পক্ষে বা জোতদারদের পক্ষে আদালতে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। যা বিচার হবে সেগুলি যাদের আমরা এ ব্যাপারে দায়িত্ব দেব, তাদের আদালতেই শেষ হয়ে যাবে। মাননীয় সদস্যদের কাছে এই বিলটা আমি উপস্থিত করছি অনুমোদনের জন্য।

মি: ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্যরা ইচ্ছা করলে এই বিলের উপর আলোচনা করতে পারেন।

(কোন সদস্য এই বিলের উপর আলোচনা করেননি)

এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী কর্ত্ত্বক উৎথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :—

"দি ত্রিপুরা এ্যাগ্রিকাল্‌চারেল্‌ ইন্‌ডেটেডনেস্‌ রিলিফ এ্যামেণ্ডমেণ্ট বিল, ১৯৮০(ত্রিপুরা বিল নং ১২ অব্‌ ১৯৮০)" বিবেচনা করা হউক।

(প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভা কর্ত্ত্বক গৃহীত হলো),

আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং ধারা হইতে ৩নং ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(উক্ত ধারাগুলি সর্ব্বসম্মতিক্রমে বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো,)

আমি বিলের অনুসূচীটি (স্যীডিউল) ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত অনুসূচীটি (স্যীডিউল) এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(উক্ত অনুসূচীটি (স্যীডিউল) এই বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়),

এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো— "বিলের শিরোণামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।,,

(বিলের শিরোণামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

সভার পরবর্ত্তী কার্য্য সূচী হলো—" দি ত্রিপুরা এ্যাগ্রিকালচারেল ইন্‌ডেটেনেস্‌ রিলফ এমেণ্ডমেন্ট বিল ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ১২ অব্‌ ১৯৮০ : পাশ করার জন্য প্রস্তাব উৎথাপন" আমি মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাবটি উৎথাপন করতে।

Shri Nripen Chakraboty :—Sir, I beg to move to the House that" The Tripura Agricultural Inde btedness Relief Amentmnd Bill, 1980 be passed.

মি: ডেপুটি স্পীকার :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক

উৎথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :—"দি ত্রিপুরা এ্যাগ্রিকালচারেল এনডেটেনেস রিলিফ এমেণ্ডমেণ্ট বিল, ১৯৮০ ত্রিপুরা বিল নং ১২ অব ১৯৮০)" পাশ করা হউক।

(আলোচ্য বিলটি সর্ব সম্মতিক্রমে সভা কর্তৃক গৃহীতহয়),

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—এই সভা অনিৰ্দিষ্ট কালে জন্য মূলতুবী রহিল।

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNEXURE—"A"

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 22

By—Shri Fayzur Rahaman

Will the Ministar in -charge of the Public Relations & Tourism Deptt. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। সারা ত্রিপুরায় মোট কয়টি তথ্যকেন্দ্র আছে (বিভাগ ভিত্তিক)?

(২) ধর্মনগর মহকুমায় কদমতলা, শনীছড়া, ইছাই, নূতনবাজার ও কালাছড়াতে

উত্তর

১। সার ত্রিপুরায় মোট ২৯ টি তথ্যকেন্দ্র আছে, তার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হলো:-

পশ্চিম ত্রিপুরায় মোট ৯টি তথ্য কেন্দ্র আছে :—

সদর (আগরতলা)	৫টি
খোয়াই—	২টি
সোনামুড়া—	২টি
মোট—	৯টি

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় মোট ১১টি তথ্য কেন্দ্র আছে :—

উদয়পুর—	২টি
অমরপুর—	৩টি
বিলোনীয়া—	৪টি
সাব্রুম—	২টি
মোট—	১১টি

উত্তর ত্রিপুরা জেলায় মোট ৯টি তথা কেন্দ্র আছে :—

কমলপুর—	৩টি
কৈলাশহর—	৩টি
ধর্মনগর—	৩টি
মোট—	৯টি

প্রশ্ন

তথ্যকেন্দ্র খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

(৩) ইহা কি সত্য অনেক তথ্যকেন্দ্রে রেডিও সেট সরবরাহ করা হয়নি ?

(৪) সত্য হইলে এই সকল তথ্য কেন্দ্রে অবিলম্বে রেডিও সেট সরবরাহ করা হইবে কি ?

উত্তর

২। আপাততঃ নেই।

৩। সত্য নহে।

৪। প্রশ্ন উঠে না

ADMITTED STARRED QUESTION NO 23.

By—Shri Fayzur Rahaman

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Industry Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে বাঁশ বেতের জিনিষ তৈরীর জন্য মোট কয়টি ক্ষুদ্র কুটীর শিল্প কেন্দ্র আছে ;

২। ধর্মনগর মহকুমার প্রত্যেক রায়, ইচাই লালছড়া, মতি সঙ্গম ঐ এলাকাগুলিতে গরীব বাঁশ বেত শিল্পীদের সুবিধার্থে ক্ষুদ্র কুটীর শিল্প সরকার করবেন কি, এবং ব্যাঙ্ক হইতে তাহাদিগকে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা সরকার করে দিবেন কি, এবং

৩। গত তিন বৎসরে সারা ত্রিপুরায় (মোট) কতজন বাঁশ বেত শিল্প ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ পেয়েছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব) ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্যে ৯১টি বাঁশ বেতের জিনিষ তৈরী করার ক্ষুদ্র কুটীর শিল্প কেন্দ্র আছে।

২। এই ব্যাপারে শিল্প বিভাগে এখনও নির্দ্দিষ্ট কোন প্রস্তাব নাই।

৩। গত তিন বৎসরে মোট কতজন বাঁশ বেত শিল্পী ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ পেয়েছে এ সম্বন্ধে এই বিভাগে কোন বিস্তারিত তথ্য নাই। তবে অর্থ সাহায্যের জন্য ১৯৭৯-৮০ইং সনে ৪ (চার) টি ও ১৯৮০-৮১ইং সনে ২টি মোট ৬ (ছয়) টি দরখাস্তের সুপারিশ পাঠানো হয়েছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 34

By—Shri Matilal Sarkar

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Industry Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। শিল্প দপ্তর থেকে চলতি আর্থিক বছরে ক্ষুদ্র শিল্পীদের মধ্যে কত টাকা ঋণ দেয়া হবে ?

২। বিভিন্ন ব্লকে এ পর্য্যন্ত উক্ত ঋণের জন্য কত দরখাস্ত জমা পড়েছে?

উত্তর

১। ১৯৮০-৮১ইং সনে ঋণ বাবত জেলা শিল্প কেন্দ্রগুলিতে ৯ (নয়) লক্ষ টাকা ও ষ্টেইট এইড টু ইণ্ডাষ্ট্রি তে ৩ (তিন) লক্ষ টাকার বাজেট বরাদ্দ আছে।

২। ১৯৮০-৮১ সনের ঋণের জন্য বিভিন্ন ব্লকে মোট ২১৯টি দরখাস্ত জমা পড়িয়াছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 69

By—Shri Badal Chowdhury, MLA.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Relations & Tourism Deptt. be pleased to state—

প্রশ্ন

(১) আকাশবানী আগরতলা কেন্দ্র থেকে যে সমস্ত স্থানীয় সংবাদ প্রচার হয় এর জন্য সরকারের কোন অনুমোদন নিতে হয় কি ;

(২) সরকার কি অবগত আছেন যে এই কেন্দ্র থেকে মাঝে মাঝে অসত্য সংবাদ পরিবেশন করা হয় ;

(৩) সত্য হলে তা বন্ধ করার জন্য কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ,

উত্তর

(১) না।

(২) হ্যাঁ।

(৩) রাজ্য সরকারের ব্যাপারে কোন অসত্য সংবাদ পরিবেশিত হলে তা সঙ্গে সঙ্গে আকাশবানীর কতৃপক্ষের গোচরে আনা হয় এবং তার প্রতিবাদ করা হয়।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 72

By— Shri Umesh Ch. Nath &
Shri Matilal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Industry Department be pleased to state—

(১) এপর্য্যন্ত হাপানীয়া জুটমিলে চট উৎপাদনের পরিমান কত এবং উৎপাদিত চটগুলো বিক্রির কি ব্যবস্থা করা হয়েছে ;

(২) এই মিলে মোট কতজন বেকারের কর্মসংস্থান হয়েছে এবং বর্ত্তমানে কতজন অফিসার এবং শ্রমিক কাজ করছেন তার হিসাব ;

(৩) ত্রিপুরায় ক্রয় করা পাটের সবই কি এই মিলে উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হবে ;

(৪) যদি ব্যবহৃত না হয়ে থাকে তবে এরজন্য কি বাবস্থা নেওয়া হচ্ছে ?

উত্তর

(১) এ পর্য্যন্ত (১৫ই ডিসেম্বর) জুটমিলের উৎপাদনের পরিমান ৪৭১.০০ মেট্রিক টন। উৎপাদিত চট বিক্রয়ের জন্য টেণ্ডারের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া উৎপাদিত চট ফুড এ্যাণ্ড সিভিল সাপ্লাই, ত্রিপুরা হোল সেল কনজিউমার্স কো-অপা-

রেডিড ও কিছু স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া আরও কিছু সরকারী সংস্থার মাধ্যমে বিক্রি করা হচ্ছে।

(২) এ যাবত জুটমিলে নিযুক্ত কর্মীদের সংখ্যা নিম্নরূপ :—

(ক)	অফিসার	২৪ জন	এর মধ্যে বেকা-রের সংখ্যা ১০১৩ জন।
(খ)	শ্রমিক	১০৩৭ ,,	
(গ)	করণিক/অফিসে কর্মরত কর্মী	৬৪ ,,	
	মোট :-	১১২৫ জন	

(৩) না, ত্রিপুরায় যত পাট ও মেস্তা উৎপন্ন ও ক্রয় করা হয়, তার সবটুকুই মিলের উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা সম্ভবপর নয়। মিলটিতে পুরোপুরি পূর্ণ ক্ষমতায় (fully installed capacity) স্তরে উৎপাদন হলে বছরে প্রায় ১৪,০০০ মে: টনের মতো পাট ও মেস্তার প্রয়োজন হবে। এদিকে কৃষি বিভাগের তথ্য অনুযায়ী ত্রিপুরায় প্রায় ২১,৬০০ মে: টন পাট ও মেস্তা উৎপন্ন হয়।

(৪) বর্তমান জুটমিলটি পুরোপুরি চালু হলে এটার উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো অথবা আরো এই ধরণের জুটমিল স্থাপনের কথা চিন্তা করা যেতে পারে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO 74

By—Shri Tapan Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Industry Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। সমবায় ভিত্তিতে বর্তমানে কয়টি চা বাগান রাজ্যে চালু আছে ; এবং

২। সমবায়ের পরিচালনাধীন নেয়ার পর চা বাগানগুলিতে চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে কি ?

উত্তর

১। সমবায় ভিত্তিতে বর্তমানে ত্রিপুরায় নিম্নলিখিত চারটি চা বাগান আছে :—

(ক) টী প্লেনটেশান সমবায় সমিতি লি:, কৈলাশহর (ভেচ্ছাই চা বাগান)।

(খ) দুর্গাবাড়ী চা বাগান শ্রমিক সমবায় সমিতি লি:, ভেখারিয়া, সদর নর্থ।

(গ) লুধুয়া চা বাগান শ্রমিক সমবায় সমিতি লি:, সাব্রুম, দক্ষিণ ত্রিপুরা।

(ঘ) দারাং টীলা চা শ্রমিক সমবায় সমিতি লি:, কমলপুর, উত্তর ত্রিপুরা।

২। সমবায়ের পরিচালনাধীন নেয়ার পর দুর্গাবাড়ী ও লুধুয়া চা বাগানের উৎপাদন কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাকীগুলির উৎপাদন এখনও আরম্ভ হয় নাই।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 76

By—Shri Tapan Chakraborty, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Community Development

Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। রাজ্যের কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্প চালু রাখার উদ্দেশ্যে চলতি আর্থিক বছরের জন্য কি পরিমাণ চাল কেন্দ্রীয় সরকার বরাদ্দ করেছেন?

২। উক্ত প্রকল্পের কাজ চালু রাখার জন্য রাজ্যের চাহিদার পরিমাণ কত?

উত্তর

১। কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্প চালু রাখার জন্য চলতি আর্থিক বৎসরে এ পর্য্যন্ত ভারত সরকার ১৩,৫০০ মেট্রিক টন চাউল দিয়াছেন।

২। চলতি আর্থিক বৎসরে (১৯৮০-৮১ ইং সনে) উক্ত প্রকল্পের কাজ চালু রাখার জন্য ৩০,০০০ মেট্রিক টন চাউলের প্রয়োজন।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 80

By—Shri Kahgen Das M.L.A.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Pancbayta Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮-৭৯ সালে ১লা এপ্রিল থেকে ১৯৮০ সালের ৩০শে নভেম্বর পর্য্যন্ত মোট কতগুলি পঞ্চায়েত ঘর, লাইব্রেরী ও বাজার করার জন্য সরকার হইতে অনুদান দেওয়া হয়েছিল?

২। যে সমস্ত গাঁওসভায় উপরোক্ত অনুদান মঞ্জুর করা হইয়াছে, এ সময়ের মধ্যে উক্ত কাজগুলির কতগুলি সম্পন্ন হয়েছে?

উত্তর

১। ১৯৭৮-৭৯ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ১৯৮০ সালের ৩০শে নভেম্বর পর্য্যন্ত মোট ৩৮১টি পঞ্চায়েত ঘর ও ৪০টি পঞ্চায়েত লাইব্রেরী নিম্মাণ এবং ২৩টি পঞ্চায়েত বাজার উন্নয়নের জন্য সরকার হইতে অনুদান দেওয়া হইয়াছিল।

২। এ সময়ের মধ্যে উক্ত মঞ্জুরীকৃত অনুদানের সাহায্যে ২১২টি পঞ্চায়েত ঘর ও ১৩টি পঞ্চায়েত লাইব্রেরী ঘরের নির্ম্মাণ কার্য্য এবং ২টি বাজার উন্নয়নের কার্য্য সম্পন্ন করা হইয়াছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 83

By—Shri Khagen Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

(ক) জি. বি. ও ভি. এম. হাসপাতালে মোট কতজন ডাক্তার আছে?

(খ) হাসপাতালে ডাক্তারদের ডিউটি আওয়ার কয়টা থেকে কয়টা ও হাসপাতালে তাদের

উপস্থিতি অনুপস্থিতি কিভাবে নিরূপন করা হয়, এবং

(গ) দিনে ও রাতে হাসপাতালগুলিতে ইমার্জেন্সি ওয়ার্ড এর ডাক্তার ছাড়া হাসপাতাল-গুলিতে ডাক্তার রাখার ব্যবস্থা আছে কি ?

উত্তর

(ক) ১। জি. বি. হাসপাতালে মোট ডাক্তারের সংখ্যা ৬৪জন।

২। ভি. এম. হাসপাতালে মোট ডাক্তারের সংখ্যা ৪৭ জন।

(খ) জি. বি. এবং ভি. এম. হাসপাতালের বহিবিভাগের ডিউটি আওয়ার সকাল ৮টা হইতে ১-৩০ মিনিট পর্য্যন্ত। অথবা যে পর্য্যন্ত out door-এ রোগী দেখা শেষ না হয়। Indoor -এ রোগী দেখার সময় সকাল ৮টা হইতে যে পর্য্যন্ত Indoor-এর কাজ শেষ না হয়। (প্রায় দুপুর ২টা পর্য্যন্ত)। বিকালে ৬টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত কাজ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত।

ডাক্তারদের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির উপর নজর রাখেন সংশ্লিষ্ট বিভাগ প্রধান।

(গ) ভি. এম. হাসপাতালের বিভিন্ন Indoor বিভাগের (Emergency word-এর ডাক্তার ছাড়া) জন্য একজন করিয়া পর্য্যায়ক্রমে ২৪ ঘণ্টা চিকিৎসক Duty দেন। ভি. এম. হাসপাতালের মতো জি. বি. হাসপাতালের বিভিন্ন Indoorবিভাগের জন্য চিকিৎসকদের ২৪ ঘণ্টা Shift duty-র ব্যবস্থা এখনও করা হয় নাই।

ADMITTED STARRED QUESTION No. 108
By—Sri Subal Rudra.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state:—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে সোনামুড়া হাসপাতালের আউটডোর মাতৃমংগল ও পরিবার পরি-কল্পনা সংক্রান্ত ঔষধ ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করা হচ্ছে না ;

২। সত্য হলে সরকার ঐ হাসপাতালের আউটডোরে উপরোক্ত রোগীদের ঔষধ সরবরাহ করার ব্যবস্থা গ্রহন করবেন কি ; এবং

৩। গত ১ বৎসরে ঐ হাসপাতালের আউটডোর থেকে কত জন রোগীকে মাতৃমংগল ও পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত ঔষধ সরবরাহ করা হয়েছে তার হিসাব ;

উত্তর

১। সত্য নয়।

২। প্রশ্ন উঠে না

৩। ৮০২ জন রোগীকে মাতৃমংগল ও পরিবার কল্যাণ এবং পরিকল্পনা সংক্রান্ত ঔষধ সরবরাহ করা হয়েছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 109
By—Shri Subal Rudra

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Industry Department be pleased to state:—

প্রশ্ন

১। সোনামুড়া বিভাগের নির্ভয়পুর সেরিকালচার ফার্ম-এর জন্য চলতি আর্থিক বছরে কতটাকা বরাদ্দ আছে ;

২। ঐ বরাদ্দকৃত টাকা কি কি কাজে খরচ করা হবে তার বিবরন ;

৩। উক্ত বরাদ্দকৃত টাকা ১৯৮০ সালের অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত কি কি খাতে খরচ করা হয়েছে ;

৪। বর্তমানে উক্ত ফার্মে কতজন শ্রমিক নিয়মিত কাজ করছেন , এবং

৫। উক্ত ফার্মের উন্নতি বিধানে সরকার কি কি পরিকল্পনা নিয়েছেন ?

উত্তর

১। সোনামুড়া বিভাগের নির্ভয়পুর সেরিকালচার ফার্ম এর জন্য চলতি আর্থিক বছরে মোট ১,১৭,৫০০ টাকা বরাদ্দ আছে।

২। ঐ বরাদ্দকৃত টাকা নিম্নলিখিত কাজে খরচ করা হবে :—

ক) অফিস খরচ	টাকা	১,০০০.০০
খ) মজুরী খরচ	টাকা	১৫,০০০.০০
গ) কৃষি যন্ত্রপাতি	টাকা	৫০০.০০
ঘ) বীজ, সার এবং কীটনাশক ঔষধ ইত্যাদি	টাকা	৫,০০০.০০
ঙ) পশুপালনের সরঞ্জামাদি	টাকা	১৫,০০০.০০
চ) অন্যান্য খরচ	টাকা	১,০০০.০০
ছ) পশুপালন অফিসঘর নির্মান	টাকা	৫০,০০০.০০
জ) বেতন, ভাতা ইত্যাদি খরচ	টাকা	৩০,০০০.০০
	টাকা	১,১৭,৫০০.০০

৩। বরাদ্দকৃত বর্তমান আর্থিক বৎসরে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত মোট ২০,৯০০.০০ টাকা নিম্ন লিখিত খাতে খরচ হইয়াছে:—

ক) মজুরী বাবদ	৪,৫০০	টাকা
খ) বীজ বাবদ		
গ) অফিস বাবদ	৭০০	টাকা
ঘ) বেতন বাবদ	১৫,৪০০	টাকা
ঙ) অন্যান্য খরচ	৩০০	টাকা
মোট:—	২০,৯০০	টাকা

৪। বর্তমানে উক্ত ফার্মে কোন নিয়মিত শ্রমিক নাই তবে ৯ (নয়) জন অনিয়মিত শ্রমিক ফার্মে কাজ করছেন।

৫। উক্ত ফার্মের উন্নতি বিধানের জন্য পশুপালন, গৃহ ও অফিস গৃহ নির্মানের জন্য পুর্ত্তবিভাগকে অনুমোদন দেওয়া হইয়াছে এবং ১৫,,৯৮২.০০ টাকা ব্যয় করে ২০ (কুড়ি) একর

জমি তুঁত চাষের উপযোগী করে আবাদ করা হয়েছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 124

By—Shri Nakul Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে মোট কতজন ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা প্রাপ্ত ডাক্তার আছেন ;

২। রাজ্যের জনসংখ্যার অনুপাতে এই ডাক্তারের সংখ্যা যথেষ্ট কিনা ;

৩। না হয়ে থাকলে সরকার প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাক্তারের অভাব পূরণের জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। রাজ্যে মোট ৩১১ জন সরকারী চিকিৎসক আছেন। বেসরকারী চিকিৎসকের সংখ্যা জানা নাই। উক্ত ৩১৩ জন ডাক্তারের মধ্যে ১৬ জন ডিগ্রী প্রাপ্ত এবং ২৭ জন ডিপ্লোমা প্রাপ্ত।

২। কেন্দ্রীয় সরকারের নর্ম (Norm) অনুযায়ী চিকিৎসক ও জন সংখ্যা নির্দিষ্ট অনুপাতে হিসাবে যথেষ্ট নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের এই অনুপাত প্রতি ৩০০০ হাজার লোকের জন্য ৯ জন চিকিৎসক। বর্তমানে ত্রিপুরায় এই অনুপাত প্রতি ৬০০০ হাজার লোকের জন্য ১ জন চিকিৎসক।

৩। আগামী ৬ষ্ঠ পরিকল্পনার শেষে এই অনুপাত ত্রিপুরার প্রতি ৪০০০ হাজারে ১ জন চিকিৎসক করার জন্য সারা ভারতের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে ৩৭৫ জন ত্রিপুরার ছাত্র/ছাত্রী পাঠরত আছেন। এ ছাড়া সর্বভারতীয় সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া T. P. S. C-র মাধ্যমে চিকিৎসক নিয়োগ করা হইতেছে। বর্তমানে রাজ্য সরকারের অধীনে ৩১৩ জন চিকিৎসক আছেন। ২৮৯টি পদ এখনো শূন্য আছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 135

By—Shri Matahari Choudhury.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Industry Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। সাব্রুম মহকুমায় গুটি পোকা পালন কেন্দ্র খোলার কোন পরিকল্পনা আছে কি ;

২। থাকিলে উক্ত কেন্দ্রের স্থান নির্বাচন হইয়াছে কি এবং কখন ইহার কাজ আরম্ভ হইবে ?

উত্তর

১। হাঁ।

২। সাব্রুম মহকুমায় কালাছড়া নামক স্থানে গুটি পোকা পালন কেন্দ্র স্থাপনের স্থান নির্বাচন করা হইয়াছে এবং ইহার কাজ অতি সত্বর আরম্ভ হইবে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 140

By—Shri Matahari Choudhury.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state—

১। ইহা কি সত্য যে মনু বাজার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাক্তার, নার্স, কম্পাউণ্ডার ও অন্যান কর্মচারী এবং আসবাবপত্র না থাকার ফলে ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে ;

২। সত্য হইলে উক্ত অসুবিধাগুলি দূরীকরণের জন্য সরকার অনতিবিলম্বে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন ?

৩। উক্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিযুক্ত বিভিন্ন পদের ডাক্তার সহ কর্মচারী ও অন্যান্য আসবাবপত্র যাহা যাহা আছে তাহার বিবরণ।

উত্তর

১। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের 'পেটার্ন' অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাক্তার, নার্স, কম্পাউণ্ডার এবং অন্যান্য কর্মচারী এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র মনু বাজার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আছে।

২। অতিরিক্ত সংখ্যক কর্মচারী এবং আসবাবপত্র দেওয়ার ব্যাপারে সরকার বিবেচনা করছেন।

৩। মনুবাজার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তার সহ অন্যান্য কর্মচারী এবং আসবাবপত্র যাহা যাহা আছে তাহা নিম্নরূপ :—

কর্মচারী :—

Staff Pattern of P.H.C.		Present Position of PHC
Doctor—2	—	3
Compounder—1	—	1
Nurse—4	—	3
L. H. V.—1	—	Nil
Sanitory Inspecter—1	—	1
Health Asstt.—1	—	1
Dhai—1	—	1
G.D.A.—4	—	7
Sweeper—2	—	2

আসবাবপত্র :— ১০টি আয়রন কট, ১০টি লকার, ১০টি মেট্রেস, উপযুক্ত সংখ্যক বেড সিট, মশারী, কম্বল এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক টেবিল, চেয়ার, আলমারী, ডিসপেনসিং টেবিল, লেবার টেবিল এবং এগজামিনেশন টেবিল ইত্যাদি আছে। চাহিদানুযায়ী অতিরিক্ত সংখ্যক আসবাবপত্র আগরতলা হইতে সরবরাহ করা হয়।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 142

By—Shri Keshab Majumder.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state—

১। পরিবার কল্যানে রাজ্যে মোট কতজন কর্মী নিয়োজিত ?

২। তাঁরা ১৯৭৯-৮০ইং সনে মোট কয়টি পরিবারের কি কি কল্যান সাধন করেছেন ? এবং

৩। ইহা কি সত্য যে পরিবার কল্যান দপ্তরে রাজ্যে মোট কয়টি পরিবার আছে তার কোন হিসাব নাই ?

উত্তর

১। ১৯৬ জন। Field Staff ১৮ (পুরুষ ১১ জন, মহিলা ৭ জন) অনান্য ১৭৮ জন।

২। এই কর্মসূচী রূপায়নের ব্যাপারে বিভিন্ন পরিবারের ১৫,০০০ হাজার ব্যাক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করা হইয়াছে।

জন্মনিয়ন্ত্রন কর্মসূচীতে পুরুষদের অস্ত্র প্রচার ৫৪৬টি

স্ত্রীলোকের অস্ত্র প্রচার ২৯৭ ,,

এবং I. U. D. (Intra Utrime Drivice) ৫৪০টি করা হইয়াছে।

বিতরণ করা হইয়াছে :—

নিরোধ—	১,১৯,৪৭৩ টি
জেলি ক্রীম—	১৮১ ,,
ফোম টেবলেট—	২,৮০০ ,,
খাওয়ার পিল—	৬,৭২১ ,,

মাতৃ ও শিশুমংগল কর্মসূচীতে :—

টিট্নাস টকসাইড :—	প্রথম মাত্রা—	৩৬৮২ টি
	দ্বিতীয় মাত্রা—	২,২৭১টি
	তৃতীয় মাত্রা—	৫৮৩টি
ডিপথেরিয়া হুপিং কফ এবং ধনুষ্টংকার প্রতিষেধক :—	প্রথম মাত্রা—	২,৯১২টি
	দ্বিতীয় মাত্রা—	১,৮৬৮টি
	তৃতীয় মাত্রা—	১,২৪৬টি
	বুসটার—	৪৭৯টি
ডিপথেরিয়া ও ধনুষ্টংকার :—	প্রথম মাত্রা—	৪৪০টি
	দ্বিতীয় মাত্রা—	২৮৮টি

Iron-C-Folie Tablet :—

মায়েদের বিতরণ করা হইয়াছে—	৩৪,০৭৯টি
শিশুদের ,, ,, ,, —	১৮,০০৩টি

ভিটামিন "A" শিশুদের জন্য :—	প্রথম মাত্রা—	৮,১৮২
	দ্বিতীয় মাত্রা—	১,৭৪৬

৩। Couples Register তৈরীর জন্য প্রচুর Field Worker এর প্রয়োজন। দপ্তরে সেই তুলনায় Field Worker এর সংখ্যা কম। তবে মৌখিক আদেশানুসারে তেলিয়ামুড়া, জিরানীয়া, বিশালগড় ও মোহনপুর এলাকায় Couples Register তৈরীর কাজ চলিতেছে, এখনো সম্পূর্ণ হয় নাই।

ADMITTED STARRED QUESTION No. 198

By—Shri Akhil Deb Nath

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Industry Department be pleased to state—

১। ১৯৮০ সালের জুনের দাঙ্গায় কত সংখ্যক তাঁতশিল্পী পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে ?

২। কত পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়াছে, এবং

৩। প্রতি পরিবার পিছু ক্ষতিপূরণের টাকার পরিমান কত ?

ANSWER

১। ১৯৮০ইং জুনের দাঙ্গায় এ পর্য্যন্ত মোট ৭০৮০টি তাঁত শিল্পী পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে ?

২। ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৮০ইং পর্যান্ত মোট ৪,৮৩০টি তাঁত শিল্পী পরিবারকে ক্ষতিপূরণের জন্য মঞ্জুরী দেওয়া হইয়াছে ?

৩। পরিবার পিছু বরাদ্দকৃত ক্ষতি পূরণের সরকারী পরিকল্পনা নিম্নরূপ :—

(ক) উপজাতি তাঁতশিল্পী পরিবার পিছু ৮৪·০০ টাকা মূল্যের সুতা এবং নগদ ২০·০০ টাকা =মোট—১০৪·০০ টাকা।

(খ) পেশাদার তাঁত শিল্পী পরিবার পিছু দুইটি গর্ত তাঁতের (পিটলুম) জন্য ৭৫০·০০ টাকা, কারখানা ঘরের জন্য ২০০·০০ টাকা এবং এক মাসের সুতার জন্য ৫০০·০০ টাকা =মোট—১,৪৫০·০০ টাকা।

তবে ক্ষতি পূরণ দেওয়ার পূর্ব্বে ক্ষতির পরিমান সরজমিন তদন্ত করিয়া নির্দ্ধারণ করা হয়।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 199

By—Shri Akhil Deb Nath

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Industry Department be pleased to state—

১। জিরানীয়া ব্লকে তাঁত শিল্পের কোন ডিজাইন সেণ্টার খোলার কোন প্রস্তাব সরকারের আছে কি, এবং

২। যদি থাকে তবে বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে তাহা খোলা হইবে কি ?

ANSWER

১। বর্ত্তমানে জিরানীয়া ব্লকে তাঁতশিল্পের ডিজাইন সেণ্টার খোলার কোন প্রস্তাব সরকারের নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 200

By—Shri Akhil Debnath

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state—

১। জিরানীয়া ব্লক অন্তর্গত পূর্ব নোয়াগাঁও গাঁওসভায় সরকারী ডিসপেনসারী অথবা

হাসপাতাল করার কোন পরিকল্পনা আছে কি;

এবং

২। যদি থাকে তবে কবে পর্য্যন্ত তা হতে পারে ?

ANSWER

১—২। ১৯৮০-৮১ সালে জিরানীয়া ব্লক এলাকায় ২টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব অনুমোদিত হইয়াছে। তদনুযায়ী ব্লক ডেভলাপমেণ্ট কমিটিকে স্থান নির্ব্বাচনের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 201
By—Shri Subodh Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state—

১। পানিসাগর হাসপাতালে এম্বুলেন্স দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। যদি থাকে তবে কবে পর্য্যন্ত দেওয়া সম্ভব হবে বলে আশা করা যায় ; এবং

৩। উক্ত হাসপাতাল এলাকার ভিতরের টিলাভূমি ও জঙ্গল কেটে সমতল ও পরিষ্কার করে হাসপাতালের প্রয়োজনে ব্যবহার করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

ANSWER

১। আছে।

২। স্বাস্থ্য দপ্তর নূতন ৫ (পাঁচ)টি এম্বুলেন্স ক্রয় করিয়াছে। এইগুলি ডিসেম্বর ১৯৮০ইং সনের মধ্যে আগরতলা পৌঁছানোর কথা। এই ৫টি গাড়ীর মধ্যে ১টি গাড়ী পানিসাগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে দেওয়া হইবে।

৩। বর্ত্তমানে নাই।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 207
By—Shri Rudreswar Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state—

১। ইহা কি সত্য যে মহকুমা হাসপাতালগুলিতে দাঁত ও চোখের চিকিৎসার কোন রূপ ব্যবস্থা নাই ?

২। যদি সত্য হয়, তবে ইহার কারণ কি ?

৩। মহকুমা হাসপাতালগুলিতে দাঁত ও চোখের চিকিৎসক নিয়োগ করার ব্যবস্থা সরকার করবেন কিনা ?

৪। ত্রিপুরার বিভিন্ন হাসপাতালে বর্ত্তমানে কতজন দন্ত চিকিৎসক আছেন,

৫। ইহাদের মধ্যে কতজন কোন হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় আছেন ?

১নং ২নং ও ৩নং প্রশ্নের উত্তর

একটি সর্বাংশে সত্য নয়। দাঁতের চিকিৎসার ব্যাপারে বর্ত্তমানে কৈলাসহর, উদয়পুর

এবং ধর্মনগর হাসপাতালে ব্যবস্থা রয়েছে।

তাছাড়া খোয়াই, বিলোনিয়া, সোনামুড়া (মেলাঘর) ও কমলপুর মহকুমার জন্য দাঁতের চিকিৎসকের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং পদগুলি পূরনের জন্য ব্যবস্থা ও নেওয়া হচ্ছে।

চোখের চিকিৎসার ব্যাপারে জি, বি, হাসপাতাল ছাড়া কৈলাসহর ও উদয়পুরে জিলা হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিয়োগ করা হয়েছে। তাছাড়া ও বিশেষ ভ্রাম্যমান বহু চিকিৎসক দলের সাহায্যে বিভিন্ন মহকুমায় চক্ষু চিকিৎসার ব্যবস্থা করা আছে।

৪। ত্রিপুরার বিভিন্ন হাসপাতালে মোট ৫ (পাঁচ) জন দন্ত চিকিৎসক আছেন।

৫। ২ জন জি, বি, হাসপাতালে, উদয়পুর, ধর্মনগর ও কৈলাসহর মহকুমা হাসপাতালে ১ জন করে দন্ত চিকিৎসক আছেন।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 211
By—Shri Keshab Majumder, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Manpower & Employment Department be pleased to state—

১। সারা রাজ্যে ১৯৮০ইং সনের ৩০শে নভেম্বর পর্য্যন্ত রেজিষ্ট্রিকৃত বেকারের সংখ্যা কত? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব), এবং

২। রেজিষ্ট্রিকৃত বেকারের মধ্যে মাধ্যমিকস্তর, স্নাতকস্তর, স্নাতকোত্তর ও মাধ্যমিকের নিম্ন-স্তর কতজন আছে তার পৃথক পৃথক হিসাব?

উত্তর

১। ১৯৮০ইং সনের ৩০শে নভেম্বর পর্য্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র-গুলিতে রেজিষ্ট্রিকৃত বেকারের সংখ্যা মোট ৭৩৯৯৮ জন, মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

১।	সদর—	৪১,৬৩৫
২।	খোয়াই—	৪,৫৯৭
৩।	সোনামুড়া—	১,৩৪২
৪।	ধর্মনগর—	৫৪৯৭
৫।	কৈলাসহর—	৬,২১৩
৬।	কমলপুর—	২,৫৩৮
৭।	উদয়পুর—	৫,৪২০
৮।	অমরপুর—	৯৭২
৯।	বিলোনিয়া—	৪,৩৬২
১০।	সাবরুম—	১,৪২২
	মোট	৭৩,৯৯৮ জন

রেজিষ্ট্রিকৃত বেকারদের মধ্যে শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুসারে হিসাব নিম্নরূপ :—

(ক) মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও সমতুল্য—	৩১,০৬৫ জন
(খ) স্নাতকস্তর—	৪,৬০২ ,,
(গ) স্নাতকোত্তর—	১৫২ ,,
মাধ্যমিকের নিম্নস্তর—	৩৮,১৭৯ ,,
মোট—	৭৩,৯৯৮ জন

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 219
By—Shri Subodh Ch. Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

(১) ধর্মনগর মহকুমার জামিরালা গ্রামের (পঃ ফুরুয়া গাঁও সভা) শ্রীআকবর আলী গং বর্গাদারগণ কতদিন পূর্বে তাঁদের নামে বর্গাস্বত্ব রেকর্ডের আবেদন করে ছিলেন।

(২) সাম্যক ভূমি বর্গাদারগণের নামে আজ পর্যন্ত রেকর্ড না হওয়ার কারণ কি ?

(৩) শ্রীআকবর আলী প্রমুখ বর্গাদারগণ জোদার কর্তৃক দায়ের করা কতটি মামলায় আসামী হয়েছেন।

(৪) ঐ বর্গাদারগণ উপরোক্ত মামলার খরচ বাবদ আজ পর্যন্ত কতটাকা সরকারী সাহায্য পেয়েছেন তার হিসাব ?

উত্তর

(১) ৪৭১৬ নং খতিয়ান ভুক্ত ০.৭২৩ একর জমি এবং ২২৫৮ নং খতিয়ান ভুক্ত ১.৪৪৪ একর জমি দুইটির বর্গাস্বত্ব রেকর্ড করার জন্য আকবর আলী গং ২টি দরখাস্ত ১১-৫-৭৯ইং তারিখে দাখিল করিয়াছে।

(২) উক্ত খতিয়ান ভুক্ত ০.৭২৩ একর জমি দরখাস্তকারীদের নামে রেকর্ড করা হইয়াছে। কিন্তু অপর অংশ ১.৪৪৪ একর জমি বর্গাদারদের নামে রেকর্ড করা সম্ভব হয় নাই।

(৩) আকবর আলী বর্গাদারদের নামে জোতদার ৩টী মামলা দায়ের করিয়াছে: কিন্তু ইহার মধ্যে কয়টি মামলা সাজান তাহা বলা সম্ভব নয়।

(৪) আকবর আলীর নিকট হইতে লিগেল এইড হিসাবে অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করার জন্য ১টী দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে এবং তাহা কালেক্টারের বিবেচনাধীন আছে।

ANSWER
ADMITTED STARRED QUESTION NO. 220
By—Shri Subodh Ch. Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Land Revenue Department be pleased to state—

ANSWER

(১) ইহা কি সত্য যে পেঁচারথল মাছমারা তহশীল (ধর্মনগর) এলাকায় কে-আই চাবে হস্ত-

স্তরিত উপজাতি গণের জমি স্বেচ্ছায় ফেরৎ দেওয়ার পর সংশ্লিষ্ট অউপজাতিগণ ক্ষতি-পুরণ বাবৎ সরকারী সাহায্য পাইয়াছেন?

(২) উক্ত সংশ্লিষ্ট অ-উপজাতিগণের মধ্যে কত পরিবার ঐ জমি হস্তান্তরের ফলে সম্পূর্ণভাবে ভূমিহীন পরিনত হইয়াছেন ?

(৩) উক্ত ভূমিহীন অ-উপজাতিগণের মধ্যে কত পরিবার সরকার ঘোষিত ৯০০০, (নয় হাজার) টাকা ক্ষতিপুরণ পাইয়াছেন তার হিসাব ?

উত্তর

(১) পেঁচারথল, এবং মাছমার তহশীল এলাকায় কোন ও অ-উপজাতি বে-আইনীভাবে হস্তান্তরিত জমি স্বেচ্ছায় ফেরৎ দেয় নাই।

(২) প্রশ্ন উঠে না।

(৩) প্রশ্ন উঠে না।

ANNEXURE—"B"

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 5

By—Shri Matilal Sarkar

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Community Development Department be pleased to state—

১। কাজের জন্য খাদ্য প্রকল্পে এ পর্য্যন্ত সারা ত্রিপুরায় কয়টি জলাশয় ও কয়টি বন্যানিয়ন্ত্রন বাঁধ তৈরী করা হয়েছে এবং কয়টি খেলার মাঠও কয়টি খাল সংস্কার করা হয়েছে ? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

২। এই রূপ বাঁধ ও খালের দৈর্ঘ্য কত ? জলাশয়ের পরিমান কত ? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

ANSWER

১। সঙ্গীয় ষ্টেটমেণ্ট "A" তে প্রদত্ত হইল।

২। সঙ্গীয় ষ্টেটমেণ্ট "B" তে প্রদত্ত হইল।

Statement—"A"

ব্লকের নাম	জলাশয়ের সংখ্যা।	বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধের সংখ্যা	খেলার মাঠ সংস্কারের সংখ্যা	খাল সংস্কারের সংখ্যা
	(ক)	(খ)	(গ)	(ঘ)
১। জিরানীয়া—	৬৪	২২	৮	১২
২। মেলাঘর—	৬৪	২	৩৮	২০
৩। বিশালগর —	১৫০	৩০	১৯	১১১
৪। মোহনপুর—	১৭৪	৪	২	৪০
৫। তেলিয়ামুড়া—	৩১	—	৫৩	৪৪
৬। খোয়াই—	৪১	১০২	৩১	৮৩

৭। সাঁতচান্দ—	৩৮	২	৫৯	৭
৮। বগাফা—	৮০	২	৪৫	১০৫
৯। রাজনগর—	১২	৩৪	৪৪	৭৪
১০। মাতার বাড়ী—	৬৯	৪৪	১৭৫	১
১১। অমরপুর--	৮০	—	৭	৩২
১২। ডুম্বুড়নগর—	১০	—	১	১
১৩। কাঞ্চনপুব—	৩৫৮	—	২৬	১১৭
১৪। কুমারঘাট—	১৯৯	২৫৩	৪৯	৮৭
১৫। ছাউমনু—	১৫৭	১৩	১২	২৯
১৬। কমলপুর—	২১৭	১	৫০	৭
১৭। পানিসাগর—	১৪৭	১	৩১	১৯

Statement—"B"

ব্লকের নাম :	নির্মিত বাঁধের দৈর্ঘ্য	সংস্কারকৃত খালের দৈর্ঘ্য	জলাশয়ের পরিমাণ
	(ক)	(খ)	(গ)
১। জিরাণীয়া—	১·২০০ কি: মি:	২·৪০০ কি: মি:	২২·৬১০ হেক্টর
২। মেলাঘর—	১ কি: মি:	১·১০০ কি: মি:	১৭·৩১০ ,
৩। বিশালগড়—	০·৫৫০ কি: মি:	১২১ কি: মি:	৩০·৮৯৫ ,,
৪। মোহনপুব—	৪.২০০ কি: মি:	৪২ কি: মি:	১৬·০৯০ ,,
৫। তেলিয়ামুড়া—	—	৫১·৫০০ ,,	১৬·৯২০ ,,
৬। খোয়াই —	২·৪১০ কি: মি:	৫·২৯০ ,,	৮·৭৩০ ,,
৭। সাঁতচান্দ—	৬৭·১৬৬ ,,	৫৬২·২৭৬ ,,	১৪·১৫০ ,,
৮। বগাফা—	৭৮ ,,	৩:৯·১১৮ ,,	৩৩·১৭০ ,,
৯। রাজনগর—	২১·০৭০ ,,	১৮২·১৪৩ ,,	৬৩·৮৯০ ,,
১০। মাতারবাডী—	৬২·৫০০০ ,,	১৫৭ ০০ ,,	৫৪·১১০ ,,
১১। অমরপুর—	—	৩৭·২০০ ,,	২৬·১১০ ,,
১২। ডুম্বুরনগর—	—	—	—
১৩। কাঞ্চনপুর—	—	২৪·৭০০ ,,	৮৩·৬৭০ ,,
১৪। কুমারঘাট—	১২০ ,,	৯৪·৩৩৩ ,,	৯২·২২০ ,,
১৫। ছাউমনু—	—	—	৯৩·৫৫০ ,,
১৬। কমলপুর—	১০০.৭৩৫ ,,	৫৮·৪৩৫ ,,	৬০.৭২০ ,,
১৭। পানিসাগর—	—	—	১৬৫·৬৪০ ,,

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 6

By—Shri Badal Choudhury, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Panchayat Raj Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। কি কি কারণে ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির কাজকর্ম শুরু করতে দেরী হচ্ছে ?

উত্তর

১। ব্লক পঞ্চায়েত সমিতি আইন প্রণয়নের পর আইনের ধারাসমূহ কার্য্যকরী করার জন্য কর্মপদ্ধতি নির্দ্ধারণের নিমিত্তে নিয়মাবলী প্রণয়ন আবশ্যক। সেই অনুসারে ৭ (সাত) প্রস্থ নিয়মাবলীর মধ্যে ৫ (পাঁচ) প্রস্থ নিয়মাবলী, যথা— সমিতির ভাতা প্রদান নিয়মাবলী, বি, ডি, ও। পি, ই, ও কর্তৃক তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রন নিয়মাবলী, উপবিধি প্রণয়ন নিয়মাবলী, নির্বাচন ও মনোনয়ন নিয়মাবলী ও কার্য্য পরিচালনা নিয়মাবলী প্রণয়ন ও প্রকাশন শেষ হয়েছে। সমিতির বাজেট ও হিসাব নিয়মাবলী প্রণয়ন ও অনুমোদনের পর গেজেটে চুড়ান্ত ভাবে প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। সমিতির চাকুরীর সর্ত্তাবলী নিয়মাবলীর খসড়া এখনো সরকারের পরীক্ষাধীন আছে।

অতএব চুড়ান্ত ভাবে নিয়ম বিধি প্রণয়ন ও প্রকাশনের কাজ শেষ না হওয়ার জন্যই সমিতির কাজকর্ম শুরু করতে দেরী হচ্ছে।

প্রশ্ন

২। কবে নাগাদ ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির কাজকর্ম শুরু করা যাবে বলে সরকার আশা করেন ? এবং

উত্তর

২। নিয়মাবলী প্রনয়ন ও প্রকাশন কার্য্য চুড়ান্ত ভাবে সমাপ্ত হলেই ব্লকস্তরে পঞ্চায়েত সমিতি গঠিত হবে এবং কাজকর্ম শুরু হবে বলে আশা করা যায়।

প্রশ্ন

৩। বর্ত্তমান আর্থিক বছরে এখন পর্য্যন্ত বিভিন্ন পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিভিন্ন দপ্তর ফুড-ফর ওয়ার্কে কত শ্রমদিবস কাজ করিয়েছে এবং তাতে কত লোককে কাজে নিযুক্ত করা সম্ভব হয়েছে ? (দপ্তর ও ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

৩। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ফুড-ফর-ওয়ার্কে বিভিন্ন দপ্তর বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরের নভেম্বর, ১৯৮০ইং পর্য্যন্ত মোট ২৩, ৭৪, ৭৯৫ শ্রমদিবস কাজ করিয়েছে।

তবে কত শ্রমিককে কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে তার হিসাব দেয়া সময় সাপেক্ষ। কারণ কোন শ্রমিককেই একাধারে ফুড-ফর-ওয়ার্কের কাজে নিয়োগ করা যাচ্ছে না। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শ্রমিককে কাজে নিয়োগ করা হচ্ছে। সুতরাং শ্রমিকের সংখ্যা নির্ণয় করতে হলে সমস্ত

মাষ্টাররোলগুলি পর্যালোচনা করা দরকার। কারণ মোটশ্রমদিবস মোট শ্রমিক সংখ্যা নির্দেশ করে না।

দপ্তর ও ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ।

ব্লক ভিত্তিক	শ্রমদিবস	ব্লকের মাধ্যমে দপ্তর ভিত্তিক	শ্রম দিবস
১। জিরানীয়া	১,৭৭,০১৪	১। পঞ্চায়েত—	৩,৫৮,৮৭৬
২। বিশালগড়—	১,৮৯,৯২০	২। সি, ডি—	১৮,২১,৬৪০
৩। খোয়াই—	১,১৫,২২	৩। মাইনর ইরিগেশন—	৩১,৫৫৬
৪। তেলিয়ামুড়া—	১ ৯৬.৮২৩	৪। ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার—	৭৮,৫৩৪
৫। মোহনপুর —	১,৪৯,৭৫০	৫। পি, ডব্লিউ, ডি—	৮৪.২০২
৬। মেলাঘর—	৬০,৭০৮		
৭। রাজনগর—	১,২৯,৯৮৬		
৮। অমরপুর—	৯৩,৬১০		
৯। সাঁতচান—	১,২৪,১৬৭		
১০। উদয়পুর—	২,৩৮,৬৯১		
১১। ডুম্বুরনগর—	৩০,২৬২		
১২। বগাফা—	৭৮,০৭৬		
১৩। কমলপুর—	১,৬২,৩৪০		
১৪। পানিসাগর—	১,৮৭ ৮৭১		
১৫। ছামনু—	১,৬৯,১৯৫		
১৬। কাঞ্চনপুর—	১,৪১,১৮৯		
১৭। কুমারঘাট—	১,১৯,১১৮		

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 9

By—Shri Umesh Ch. Nath

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state—

১। ত্রিপুরা রাজ্যে সরকারী বেসরকারী উদ্যোগে কত পরিমাণ কি কি এলোপ্যাথিক ঔষধ তৈরী হয়। এবং

ঐ সকল ঔষধের গুণগত মান বিচারের কোন ব্যবস্থা সরকারের আছে কি?

২। ঐ সকল ঔষধের উপর কোন সরকারী নিয়ন্ত্রণ আছে কি?

ANSWER

১। ত্রিপুরা রাজ্যে সরকারী বেসরকারী উদ্যোগে কত পরিমাণ এবং কি কি ঔষধ তৈরী হয়

তা নিম্নরূপ :—

ক) সরকারী উদ্যোগে ১৯৭৯-৮০ সালে মোট ২,৪১,৪৮৫·৬৫ টাকা পরিমাণের ইনজেকটেবলস্ (Narcoties, Analgesies, & Antimaleriol) তৈরী করা হয়।

খ) বেসরকারী উদ্যোগে ১৯৭৯-৮০ সালে মোট ৫,১৬,৬১৫ ০০ (প্রায়) টাকা পরিমাণের টেবলেট (Antacid, Anthelminties, Analgesie, Antipyareties, Antimaleriol and Anti amoebic), অরেল লিকুইডস (Antacids, Cough Syrup, Anthelminties and different Spirit etc.) এবং মলম(Rubifacient) ।

গ) ঐ সকল ঔষধের গুণগত বিচারের ব্যবস্থা ত্রিপুরা সরকারের রহিয়াছে ।

২। ত্রিপুরা সরকারের ভেষজ নিয়ন্ত্রক ঐ সকল ঔষধের তৈরী, বিক্রি এবং মান নিয়ন্ত্রণ করেন।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 13

By—Shri Khagen Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state—

ক) ১৯৭০ সালের ১লা ডিসেম্বর থেকে ১৯৮০ সালে ৩০শে নভেম্বর পর্য্যন্ত স্বাস্থ্য দপ্তর বিভিন্ন কোম্পানী থেকে মোট কত টাকার ঔষধ ও হাসপাতাল সামগ্রী ক্রয় করিয়াছে ; (বছর ভিত্তিক হিসাব)

খ) এর মধ্যে বিভিন্ন কোম্পানীকে ঐ সময়ের মধ্যে মোট কত টাকা পরিশোধ করা হইয়াছে ; (বছর ভিত্তিক হিসাব)

ANSWER

ক) ১৯৭০ সালের ১লা ডিসেম্বর থেকে ১৯৮০ সালে ৩০শে নভেম্বর পর্য্যন্ত স্বাস্থ্য দপ্তর বিভিন্ন কোম্পানী থেকে মোট কত টাকার ঔষধ ও হাসপাতাল সামগ্রী ক্রয় করিয়াছে তাহার বৎসর ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

বৎসর	টাকার পরিমাণ
১৯৭০ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৭১ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত—	১৫,১৩,১২৪·০৮
১৯৭১-৭২ —	৩৭,৭০,৬২৫·৯৩
১৯৭২-৭৩—	৫৮,৬৯,৬১৩·১১
১৯৭৩-৭৪—	৩ ,২৩,৩২৩·৬৫ (৩৮,২৩,৩২৩·৬৫)
১৯৭৪-৭৫—	৩৩,৮৩,৩৭৩·৮৩
১৯৭৫-৭৬—	৩৯,৩৫,৫১৭·৮৫
১৯৭৬-৭৭—	৩৮,৬০,৮৪২·৪৫
১৯৭৭-৭৮—	৪০,৫৯,৯২২·২৭

১৯৭৮-৭৯—	৫০,৯০,০৩১·৬০
১৯৭৯-৮০—	৬৫,৯৯,৪৮১·৪৪
১৯৮০-৮১ (নভেম্বর ১৯৮০ পর্য্যন্ত)	৪৯,১০,১৬২·৮০

(খ) এর মধ্যে বিভিন্ন কোম্পানীকে ঐ সময়ের মধ্যে মোট কত টাকা পরিশোধ করা হইয়াছে তাহার বৎসর ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

বৎসর	টাকার পরিমাণ
১৯৭০ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৮০ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত —	১৭,৭৬,৬০৩·০৮
১৯৭১-৭২—	৪১,৫৫,৯৯৫·৯৩
১৯৭২-৭৩—	৩৪,৫৯,৯৩৭·১১
১৯৭৩-৭৪—	৩১,৭৭,০৮৯·৬৫
১৯৭৪-৭৫ --	৩৩,৪৯,৯৬০·৬৮
১৯৭৫-৭৬—	৩০,৪৮,৪৯৭·৮৫
১৯৭৬-৭৭—	৩৮,৪৩,৬৯২·৪৫
১৯৭৭-৭৮—	৩৮,০০,২০২·০৭
১৯৭৮-৭৯—	৫২,১২,৬৯৮·২১
১৯৭৯-৮০—	৫৬,৯১,৩৩৩·২৮
১৯৮০-৮১— (৩০শে নভেম্বর ১৯৮০ পর্যন্ত)	২৯,৩৮,৪৫৫·৬৭

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 21

By—Shri Subodh Ch. Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Land Revenue Department be pleased to state—

১) চলতি আর্থিক বৎসরে কত ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ভূমি ও বাস্তভূমি দিয়া পুনর্ব্বাসন দেওয়ার পরিকল্পনা সরকার গ্রহন করিয়াছেন ?

২) ইহার মধ্যে ধর্মনগরের পানিসাগর ব্লক এর কোন রেভিনিউ মৌজার কত পরিবার অন্তর্ভূক্ত ?

ANSWER

১) ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ভূমি ও বাস্তভূমি দিয়া পুনর্বাসন পরিকল্পনার বাৎসরিক কোন সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করা হয় নাই।

২) ধর্মনগরের পানিসাগর ব্লকের অন্তর্গত রেওয়া এবং পেকুছড়া রেভিনিউ মৌজায় মোট ৭২টী ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে।